শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

শ্রীশ্রীব্যাসাবতার মহাকবি

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-দাস-ঠাকুর-বিরচিত।

(তৃতীয় সংস্করণ)

পাঠান্তর, উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর টীকা, অনুবাদ ও স্থানপরিচয়, গ্রন্থকারের জীবনী
প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দসমূহের সংক্ষিপ্ত অভিধান এবং দুরূহ
স্থলের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্যাদি সংবলিত।

গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ, সে জানে ভকতি রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥

—নরোত্তম।
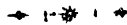
শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসেবাসংবৃত শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দবংশসম্ভূত

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।
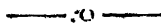
প্রকাশক—
১।১ চালতা বাগান সেকেণ্ড লেনস্থ
শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী হইতে
শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা—৪৫২ চৈতন্যাব্দ।
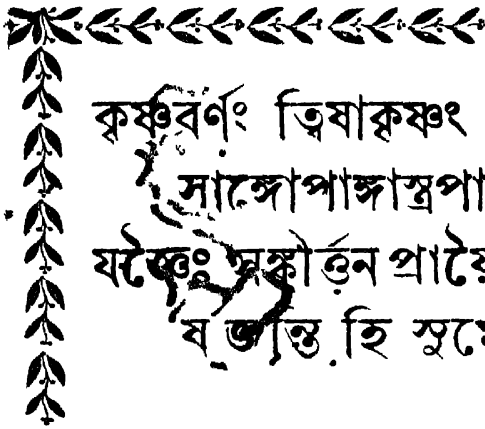
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং
সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈ-
র্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

প্রথমবারের সম্পাদকীয় বক্তব্য।

—— ——০-ঃ-*-° ০——

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসাদে—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে, এতদিনে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমাদিগের উদ্যোগ, আয়োজন, যত্ন ও শ্রম সফল হইল;—শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও তদীয় প্রেমাস্পদ পার্ষদবৃন্দের পরম-পাবনী লীলাকথায় পরিপূর্ণ, ব্যাসাবতার-শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস-বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের একখানি অভিনব সংস্করণ, ব্যাখ্যা ও বক্তব্য প্রভৃতি বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, জনসাধারণের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই অভিনব সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছিল কি না? আমরা বলি, নিশ্চয়ই হইয়াছিল। যদি না হইত, তাহা হইলে উপস্থিত ব্যাপারে আমরা কখনই হস্তক্ষেপ করিতাম না। প্রয়োজন যে কেন হইয়াছিল, তাহাও বুঝাইয়া বলিতেছি।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের অপরাপর বহুবিধ সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থোদ্ধারের জন্য যেরূপ উদ্যোগ বা আয়োজন আবশ্যক, সে সকলের মধ্যে তাহার কোনরূপ লক্ষণ বা পরিচয় পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং শ্রীচৈতন্য-লীলার আদি গ্রন্থ,—বাঙ্গালাভাষার আদি মহাকাব্য ক্রমে ক্রমে আপনার অস্তিত্ব হারাইতেই বসিয়াছিলেন। যে মহারত্নের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতি জগতে উদিত হইয়া, কত শত তাপদগ্ধের হৃদয়জ্বালা জুড়াইয়া আসিয়াছে, সেই মহারত্ন যে ক্রমশ বিকৃত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবশেষে চিরদিনের জন্য জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন, একথা মনে করিতেও মন যেন যার-পর-নাই আকুল হইয়া উঠে।

জগতের সকল কর্ম্মই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিধি বা নিয়মের অধীন,—প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধারকার্য্য ও সেইরূপ বিধি বা নিয়মের অধীন না হইবে কেন? ফলত গ্রন্থকারের কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধার করিতে হইলে,—গ্রন্থের বিশুদ্ধি বিধান, ভাষার প্রাচীনত্বরক্ষা ও পাঠান্তরবিন্যাস, প্রধানত এই তিনটি বিষয়ের দিকে সর্ব্বতোভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে;—ইহাই গ্রন্থো-দ্ধারকার্য্যের মুখ্য বিধি। বলিতে কি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে এই মুখ্য বিধি একেবারেই উপেক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারা একদিকে শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠার্থিগণের পাঠের উদ্দেশ্য, আর একদিকে সেই সকল সংস্করণের সম্পাদক বা প্রকাশকগণের যদি গ্রন্থোদ্ধারের উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সেই গ্রন্থোদ্ধারের উদ্দেশ্য, কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

বিশেষত আমাদিগের সম্পাদিত এই অভিনব সংস্করণে সংস্কৃত-শ্লোকাবলীর স্থানপরিচয়,

টীকা ও অনুবাদ, পয়ারাদির দুরূহস্থলের ব্যাখ্যা ও বক্তব্য, প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দের অভিধান, ভৌগোলিক বি রণ, গ্রন্থকারের জীবনলীলা ও বিবিধ সূচীপত্র প্রভৃতি আর আর যে যে অত্যাবশ্যক ও অভিনব বিষয়সমূহ সংযোজিত হইয়াছে, সে সকলের প্রতি নিরপেক্ষভাবে একবার দৃষ্টিপাত করিলে, বর্ত্তমান সংস্করণ প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যদি কাহারও হৃদয়ের দ্বিধাভাব উপস্থিত হইবার কোনরূপ কারণ থাকে, তাহা সহজেই অপসৃত হইয়া যাইবে।

সে যাহাই হউক, কথিত ও অকথিত নানা কারণে, আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতের অস্তিত্ব সুরক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে, এই মহাগ্রন্থের একখানি সুগঠিত, সুবিশুদ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনব সংস্করণ প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। সঙ্কল্প সাধনের জন্য যেরূপ উপকরণ সংগ্রহের আবশ্যক, আর উপকরণ সংগ্রহেরজন্য যেরূপ আয়োজন ও যত্নের প্রয়োজন, আমরা যে জানিয়া শুনিয়া সে বিষয়ে অণুমাত্র ত্রুটি বা অবহেলা করিয়াছি, তাহা ত কই মনে হয় না। এক্ষণে সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে কি না,—অভিপ্রায়ের অনুরূপ কার্য্য করিতে পারিয়াছি কি না, সে বিচারভার সহৃদয় সুধীজনের উপর অর্পিত রহিল। তবে তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের সানুনয় নিবেদন,—তাঁহারা যেন আমাদিগকে হৃদয়হীন বা দায়িত্বজ্ঞানশূন্য বলিয়া মনে না করেন। কেন না, উপস্থিত কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, আমরা আমাদিগের অযোগ্যতা সহস্রবার স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমরা যে হৃদয়হীন বা দায়িত্বজ্ঞানশূন্য, এ কথা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিব না।

সম্প্রতি শ্রীচৈতন্যভাগবতের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিত্রের আদি গ্রন্থ,—বঙ্গভাষার আদি মহাকাব্য। এই মহাগ্রন্থের ছত্রে ছত্রে কি এক অলৌকিক মহাশক্তি অনুপ্রাণিত যাঁহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে এই মহাগ্রন্থের অনুশীলন বা সেবা করিয়াছেন, তাঁহারাই এ বিষয়ের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত মানবকৃত প্রশংসার সীমায় আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। এই মহাগ্রন্থের গুণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলে, ভাষার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া পড়ে,—মনুষ্যের প্রতিভা ও বুদ্ধি কুণ্ঠিত হইয়া উঠে,—সমস্ত শক্তিই যেন সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

মর-জগতে প্রেমের ভাষা নাই, যদি থাকে, সে ভাষা পরিস্ফুট নহে। এ কথা অনেকের নিকট সত্য,—আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, এই মহামহিমান্বিত গ্রন্থের অক্ষরে অক্ষরে প্রেমেরই ভাষা পরিস্ফুট হইয়াছে। না হইবে কেন? গ্রন্থের প্রতিপাদ্য পরদেবতা যিনি, তিনি প্রেমময়, তাঁহার পার্ষদগণও প্রেমময়, তাঁহাদিগের লীলাতরঙ্গও প্রেমময়; কবিও একজন মহাপ্রেমিক,—তিনি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রেমে অহরহ মাতুয়ারা, সুতরাং তাঁহার লেখনী হইতে প্রেমের অক্ষয় অমিয়ধারা প্রবাহিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রেমের অমিয়-মন্দাকিনী! এই মন্দাকিনীর অমৃতজলে যিনি অবগাহন করিবেন, সংসারের পাপতাপ তাঁহার নিকট হইতে দূরে রহিবে,—প্রেমের তরঙ্গে তরঙ্গে মনপ্রাণ অনুক্ষণ আন্দোলিত হইতে থাকিবে,—আর সংসারের জ্বালাময়ী

যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়াও তিনি সংসারের অতীত রাজ্যেই বিচরণ করিতে থাকিবেন। এই নিমিত্তই পূজ্যপাদ শ্রীকবিরাজগোস্বামী জগদ্বাসীর নিকট মুক্তকণ্ঠে এই সুসংবাদ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন ;—

"ওরে মূঢ় লোক ! শুন চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যমহিমা যাতে জানিবে সকল।
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল। যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা। যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার। লিখিয়াছেন ইহাঁ জানি করিয়া উদ্ধার॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন। সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবনদাসমুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥"

[শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৮ম-পরিচ্ছেদ।]

শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিতে করিতে প্রকৃতই মনে হইতে থাকে—

"মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবনদাসমুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥"

বস্তুত প্রেমের নিগূঢ় মহিমা,—ভক্তিতত্ত্বের সমগ্র সৎসিদ্ধান্ত এই মহাগ্রন্থে সরল ও সুললিত ভাষায় অতিসুন্দর সমালোচিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন শ্রীচৈতন্যভাগবতের নাম প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থও বঙ্গভাষায় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। চারিশত বৎসরের পূর্ব্বকালীন বঙ্গীয় সমাজের অতিবিচিত্র চিত্র এই গ্রন্থে বিচিত্র বর্ণেই চিত্রিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের নাম প্রথমে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' ছিল,পরে শ্রীবৃন্দাবনের মহান্তগণ নামপরিবর্ত্তন করিয়া 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' এই আখ্যা প্রদান করেন। যথা প্রেমবিলাসগ্রন্থে—

"চৈতন্যভাগবতের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল। বৃন্দাবনে মহান্তেরা 'ভাগবত' আখ্যা দিল॥"

[১৯ বিলাস।]

কবিরাজগোস্বামীও এই জন্যই নিজ গ্রন্থে চৈতন্যভাগবতকে 'চৈতন্যভাগবত' না বলিয়া 'চৈতন্য-মঙ্গল'ই বলিয়া গিয়াছেন।

এই নাম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেক মহাত্মা অনেকপ্রকার প্রবাদবাক্যের * উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা কোন প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থে তাহাদিগের উদ্দেশমাত্রও দেখিতে না পাইয়া এস্থলে সে গুলি উদ্ধৃত করিতে বিরত রহিলাম।

পূর্ব্বকালে শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় শ্রীচৈতভাগবতেরও পাঠ ও ব্যাখ্যার প্রচলন ছিল। শ্রীবৃন্দাবন-বাসী বৈষ্ণবগণ যথোচিত শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে সেই পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। মহানুভব অনন্ত আচার্য্যের শিষ্য শ্রীগোবিন্দসেবক হরিদাসপণ্ডিত প্রতিদিনই শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করাইয়া স্বয়ং শ্রবণ করিতেন এবং বৈষ্ণবগণও পাঠস্থলে উপস্থিত থাকিয়া শ্রবণসুখ লাভ করিতেন। যথা—

* এই সকল প্রবাদবাক্য বঙ্গরত্ন ২য় ভাগ ১৪—১৮ পৃষ্ঠায়, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১ম সংস্করণ ১৯৯ পৃষ্ঠায়, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪র্থ বৎসর ৩য় সংখ্যা 'কবি জয়ানন্দ ও চৈতন্যমঙ্গল' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

"নিরন্তর শুনে তিঁহো চৈতন্যমঙ্গল। তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণবসকল ॥"

[শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৮ম।]

প্রেমবিলাসগ্রন্থেও বর্ণিত আছে,—

"একস্থানে শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যা হয়। অন্যস্থানে চৈতন্যচরিতামৃত কয় ॥"

[১৯ বিলাস।]

প্রক্ষিপ্তাংশপরিপূর্ণ প্রেমবিলাসগ্রন্থের সকল কথা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, উক্ত দুইটি কথায় অনাস্থা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। গ্রন্থকার শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, আর তাঁহারই আদেশে তিনি এই শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনায় প্রবৃত্ত হন। এইরূপ ও অন্যরূপ নানা কারণে গ্রন্থকার আপনার শিক্ষাগুরু সেই নিত্যানন্দপ্রভুর মহিমা ও লীলা বর্ণনে এতই আবিষ্ট হইয়া পড়েন যে, তাহাতেই তাঁহার গ্রন্থের কলেবর পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। সুতরং তিনি সূত্রে যে সকল লীলা বর্ণন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা আর বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শ্রীকবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন,—

"বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল। তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল ॥
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন। পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার ॥ বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন ॥ সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥
নিত্যানন্দলীলা-বর্ণনে হইল আবেশ। চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ ॥"

[শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদি, ৮ম।]

কেবল তাহাই নহে, আজকাল আমাদের দেশে যে সকল শ্রীচৈতন্যভাগবত পাওয়া যায়, আমাদের বিশ্বাস, তাহার কিয়দংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। এরূপ বিশ্বাস বা এরূপ ধারণা যে নিতান্ত অমূলক নহে, সে বিষয়ে একটী উদাহরণ এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা দ্বাদশপরিচ্ছেদে গ্রন্থকার বলিতেছেন,—শ্রীমদ্-অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র গোপাল যে মহাপ্রভুর আদেশে নৃত্য করিতে করিতে অচেতন হইয়া যান এবং প্রভুরই আদেশে আবার চৈতন্যলাভ করেন, এ বিষয় বৃন্দাবনদাস বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সুতারং আমি তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। যথা—

"এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন। অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন।"

কিন্তু আমাদিগের অবলম্বিত—কি মুদ্রিত, কি হস্তলিখিত, কোন একখানি শ্রীচৈতন্যভাগবতেও এই লীলার উদ্দেশমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বলিতে হয় যে, শ্রীচৈতন্যভাগবতের কিয়দংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছেন। আর যদি লুপ্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অপ্রচারিত অংশ কোথায় আছে, কে বলিয়া দিবে?

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আভ্যন্তরীণ পরিচয় একরূপ প্রদত্ত হইল। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের পদে পদে যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব কবিত্ব ও সর্ব্বতঃপ্রসারিণী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার সম্যক্ আলোচনা অস্মৎসদৃশ ক্ষুদ্রজনের সাধ্যায়ত্ত নহে। সুতরাং আমাদিগকে অগত্যা সে বিষয়ে নিরস্ত হইতে হইল।

যেরূপ কঠোর পরিশ্রম ও অকাতর অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া এই মহাগ্রন্থ সম্পাদন করিতে হইয়াছে, তাহা সহৃদয় ও কৃতকর্ম্মা ব্যক্তিমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং সে বিষয়ের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক, আর সে পরিচয় প্রদান করিতে আমরা ইচ্ছাও করি না। তবে যে প্রণালী অনুসারে গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে, আর এতদিন প্রাচীন বঙ্গভাষার আলোচনা ও পুরাতন পুঁথি অনুশীলন করিয়া যে যৎসামান্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছি, তদ্বিষয়ে আমাদের কিছু বলিবার আছে। সে বক্তব্য নিম্নে বিবৃত হইল।

১। অক্ষরসন্নিবেশপ্রণালী।—গ্রন্থের মূল পদ্যাংশ 'পাইকা' অক্ষরে, মূল সংস্কৃত শ্লোকাবলী হইতে তাহার অনুবাদ 'স্মলপাইকা' অক্ষরে, পাঠান্তর, পাদটীকা ও সংস্কৃত শ্লোকের টীকা 'বর্জ্জাইস' অক্ষরে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

২। চিহ্ন-নির্দ্দেশ।—অর্থবোধের সুবিধা হইবে বলিয়া, সকল স্থলেই কমা (,), সেমিকোলন (;), হাইফেন (-), ড্যাস্ (—), কোটেশন্ (" ") প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩। চিহ্ন-নির্দ্দেশের কারণ।—প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার এরূপ কতকগুলি শব্দ আছে, তাহারা কখন ক্রিয়ারূপে, কখন বা বিশেষ্যাদিরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—দেহ, গুণ, গণ, আই প্রভৃতি। এই সকল শব্দে পার্থক্য-প্রদর্শক কোনরূপ চিহ্ন ব্যবহৃত না হইলে, সময়ে সময়ে অর্থবোধের বড়ই অসুবিধা ও বিলম্ব হয়। সুতরাং ঐরূপ শব্দগুলি যখন ক্রিয়াবোধক, তখন তাহাদের শিরোভাগে একটি করিয়া 'উল্‌টান কমা' প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—দেহ', গুণ' গণ' প্রভৃতি। এইরূপ চিহ্ন ব্যবহৃত না হইলে যে, অর্থবোধের জন্য অনর্থক কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখিলেই বোধগম্য হইবে। যথা—(ক) "এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সংকীর্ত্তনে" (১২৯।২।৬), এখানে 'গুণ' শব্দের অর্থ 'গণনা কর'। (খ) "ভাগবত পরম আদরে বিপ্রবর" (১৫১।২।৩), এখানে 'আদরে' শব্দের অর্থ 'আদর করে'। (গ) "পাদপ্রক্ষালন দেহে চন্দন ব্যজন" (৫০০।১।৬), এখানে 'দেহে' শব্দের অর্থ 'দান করে'। (ঘ) "গৃহে আই বসি গিয়া লাগিলা চিন্তিতে" (৯০।১।৫), এস্থলে 'আই' শব্দের অর্থ 'আসিয়া'। (ঙ) "ইচ্ছা-অনুরূপ কাচ কাচ আপনার" (২৮৪।১।৫), এস্থানে প্রথত 'কাচ' শব্দটি কর্ম্ম-কারক, দ্বিতীয় 'কাচ' শব্দটি ক্রিয়াপদ। প্রথমটির অর্থ 'সজ্জা,' দ্বিতীয়টির অর্থ 'পরিধান কর'। (চ) "অদ্ভুত দেখিয়া দানী গণে মনে মন" (৩৮৭।১।২৫), এখানে 'গণে' শব্দের কর্থ 'গণনা করে'। 'দানীগণে' এইরূপ একপদ হইলেই সর্ব্বনাশ!

এইরূপ প্রয়োগ এ গ্রন্থে অসংখ্য, বাহুল্যভয়ে অতি অল্পই প্রদর্শিত হইল। আমাদের ইচ্ছা ছিল, ক্রিয়াবোধক সকল শব্দেরই শিরোভাগে একটি করিয়া 'উল্‌টা কমা' ব্যবহার করি, কিন্তু নানাকারণে সে বিষয়ে বিরত হইয়াছি।

অর্থবোধের সুবিধার জন্য একটি শব্দের মধ্যে হাইফেন (-) চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা—(ক) "কহিতে কহিতে পড়ে নয়নে সু-ধার" (৩৭৮।১।১০)। (খ) "অপূর্ব্ব বিকার নয়নে সু-ধার" (৩৩০।১।২৩) ইত্যাদি।

৪। সাঙ্কেতিক চিহ্ন।—গ্রন্থের কলেবর যাহাতে অযথা বর্দ্ধিত না হয় তন্নিমিত্ত কি মূলগ্রন্থ, কি পরিশিষ্ট, সর্ব্বত্রই কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

ভা°—শ্রীমদ্ভাগবত। পং°—পংক্তি।
পৃ°—পৃষ্ঠা। স্ত°—স্তম্ভ।
অ°—অধ্যায়। গী°—শ্রীমদ্ভগবদগীতা।

ভা° ১।১।১—শ্রীমদ্ভাগবত; প্রথমস্কন্ধ, প্রথম অধ্যায়, প্রথম শ্লোক।

১।২।২—মূলগ্রন্থ, প্রথম পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় স্তম্ভ, দ্বিতীয় পংক্তি।

এতদ্ভিন্ন যে সকল অংশ বুঝিতে পারা যায় নাই, তাহার পরে একটি করিয়া (??) এইরূপ প্রশ্নের চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫। পাঠান্তর-নির্দ্দেশ।—লোক কথায় বলে "সাত-নকলে আসল খেস্তা!" শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ; এ যাবত ইহার যে কত 'নকল' হইয়াছে, তাহা বলা যায় না,—সাত কেন, বোধ হয়' সাতহাজারেরও অধিক হইবে। সুতরাং "আসল" পুঁথি যে কি, শ্রীবৃন্দাবনদাসের প্রকৃত ভাষা যে কি তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে,—স্থানে স্থানে একেবারেই অসাধ্য হইয়া পড়ে। আর সে পুঁথির—সে ভাষার যে কিছুমাত্র ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই, একথাই বা কে বলিতে পারেন? আমা-দিগের বিবেচনায় তাহার অনেক ব্যত্যয় হইয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই। আমার হাতে একখানি পুঁথি পড়িল, আমি তাহা তাহা নকল করিবার সময় কোন একটি কথা বুঝিতে পারিলাম না, অমনি সেখানে সেই কথাটির পরিবর্ত্তে আর একটি কথা বসাইয়া দিলাম; আবার আমার নকল দেখিয়া যিনি নকল করিলেন, তিনিও আমার পথের অনুসরণ করিতে ক্রটি করিলেন না, অন্যে আবার তাঁহার পদ্ধতিই অবলম্বন করিলেন; এইরূপে ক্রমে ক্রমে গ্রন্থকারের ভাব ও ভাষা প্রভৃতি অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত বা বিলুপ্ত হইয়া যায়। দেশভেদেও পুঁথির পাঠভেদ ঘটিয়া থাকে, কেন না, সকলেই ভাষাটিকে আপনাপন দেশের মতই করিয়া লইতে চাহেন। ইহার দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নহে। বিশেষত পূর্ব্বকালে শ্রীচৈতন্যভাগবত দেশে দেশে গীত হইত, সুতরাং গায়কগণ সাধারণের বোধগম্য হইবে বলিয়া, গ্রন্থকারের ভাষাকে নিজ নিজ দেশীয় ভাষায় পরিণত করিয়া লইতেন। আবার কোন কোন মহাত্মা অতি জঘন্য স্বার্থসিদ্ধির জন্যও পুঁথির পাঠান্তর ঘটাইয়া থাকেন। এই সকল কারণে প্রাচীন গ্রন্থ-মাত্রেরই পাঠান্তরনির্দ্দেশ একান্ত কর্ত্তব্য। এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এই গ্রন্থের বিবিধ 'পাঠান্তর' প্রদান করিয়াছি। পাঠান্তরনির্দ্দেশকালে গ্রন্থকারের প্রকৃত ভাব ও ভাষা যথাসাধ্য উদ্ধার করিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইয়া কার্য্য করিতে হইয়াছে। আমরা অধিকাংশ প্রাচীন পুঁথিতে যে পাঠ প্রাপ্ত হইয়াছি, স্থানে স্থানে পাঠান্তরের পাঠে অর্থবোধের সুবিধা হইলেও, অধিকাংশ প্রাচীন পুঁথির পাঠই মূলমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। বর্ত্তমান সংস্করণে নিজের "মনগড়া" পাঠ একটিও নাই। কোন-না-কোন উপায়ে যাহার

অর্থ হইতে পারে, অথবা যাহা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ নহে, এরূপ পাঠান্তরমাত্রই পাদটীকায় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

৬। মূল সংস্কৃত শ্লোকাবলী।—সংস্কৃত শ্লোকগুলির উদ্ধার করিতে যে কি প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা ভুক্তভোগিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। মুদ্রিত বা হস্তলিখিত গ্রন্থে একটি শ্লোকও অখণ্ডভাবে পাওয়া সুকঠিন। সুতরাং এক্ষেত্রে যেরূপ পরিশ্রম করা সম্ভবপর হয় তাহাই স্বীকার করিতে হইয়াছে। কোন্ শ্লোকটি কোন্ গ্রন্থের কোন্ স্থানে সন্নিবেশিত আছে, তাহার পরিচয় প্রদান করিবার জন্যও যথেষ্ট শ্রমস্বীকার ও সময়ক্ষেপ করিতে হইয়াছে। এমন কি, কোন কোন স্থলে দুই একটি শ্লোকের আকরস্থান অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে একমাসেরও অধিককাল পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। পুস্তকের অভাবে অতি অল্প শ্লোকেরই স্থানপরিচয় প্রদত্ত হয় নাই। সকল শ্লোকের টীকা আমাদের রচিত নহে, যে গুলির টীকা আকরগ্রন্থে নাই, সেইগুলিরই টীকা আমাদের রচিত, অন্যগুলি আকরগ্রন্থ হইতেই সঙ্কলিত। শ্লোকের অনুবাদ আমাদিগকেই করিতে হইয়াছে।

৭। পুঁথির কথা।—গ্রন্থকারের ভাব ও ভাষা "অটুট" রাখিবার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচলিত অতিপ্রাচীন ও আধুনিক ১২ খানি হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া, অতি যত্নে ও অতি সাবধানে সেই সকল পুঁথির পাঠ মিলাইয়া লওয়া হইয়াছে। কেবল পুঁথি মিলাইতে যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহাতে আর একখানি এইরূপ সুবৃহৎ গ্রন্থ সম্পাদিত হইতে পারিত। হস্তলিখিত পুঁথি ব্যতীত ৩ খানি মুদ্রিত গ্রন্থের সাহায্যও গৃহীত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত মহাত্মগণ আমাদিগকে হস্তলিখিত পুঁথি প্রদান করিয়া আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। (১) প্রভুপাদ শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামী, সাং সিন্দুরিয়াপটী। (২) শ্রীরোহিণীনন্দন দাস বাবাজী, সাং রামকৃষ্ণপুর। (৩) শ্রীবলাইকৃষ্ণ প্রামাণিক, সাং কাঁসারিপাড়া। (৪) ৺মাখনদাস বাবাজী, সাং ফুলবাগান। (৫) ৺নবীনচন্দ্র বসু, সাং সিমুলিয়া। (৬) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (বিশ্বকোষ-সম্পাদক), সাং শ্যামপুকুর। মুদ্রিত পুস্তক ৩ খানির মধ্যে ২ খানি বটতলার প্রাচীন ছাপা এবং অন্যখানি অমৃতবাজারকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

৮। ভাষার কথা।—সামান্য দুই একটি অক্ষরের পার্থক্য বশত ভাষার অর্থগতি কতদূর পার্থক্য ঘটিতে পারে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য, আর এ বিষয়ের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যরক্ষার জন্য, বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। এ দেশে অদ্যাবধি যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি দেখিয়া বলিতে হয় যে উক্ত বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কেহই মনোযোগী হন নাই। এ স্থলে আমাদিগের সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য, তাহা দেখাইবার জন্য কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

সকলেই যে-কোন মুদ্রিত প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইবেন, তাহাতে 'সবে' বা 'সভে', 'কেনে' বা 'কেনে', 'পরতেক' বা 'পরতেখ', 'পড়' বা 'পঢ়', 'বল' বা 'বোল', 'চড়' বা 'চঢ়' প্রভৃতি শব্দগুলি একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যখন শব্দগুলির পরস্পর আকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে, তখন, তাহা-

দিগের অর্থগত পার্থক্য হওয়াও যে সম্ভবপর, এ কথা কাহারও মনেও হয় নাই। আমরা অনেক দিন হইতে উক্ত বিষয়ে নানারূপ পর্য্যালোচনা করিয়া এবং অনেকগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যে এইরূপ পার্থক্য পরিরক্ষিত হইতে দেখিয়া, ইহার নিম্ননির্দ্দিষ্ট মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি। যেখানে 'কেবল' অর্থ বুঝাইবে, সেই স্থানেই 'সবে' শব্দ প্রযুক্ত হইবে। এখনও অনেকে বলেন—"সবে একটি ঠাকুর", "কলিতে সবে এক হরিনামই সত্য", "সবে বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম" প্রভৃতি। 'সভে' শব্দের অর্থ—'সকলে'। উক্ত বিষয়ের দৃষ্টান্ত গ্রন্থের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় পরিলক্ষিত হইবে। 'কেন' শব্দটি খাঁটি সংস্কৃত—'কিম্' শব্দের তৃতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ—কেমন, কি প্রকার। এই গ্রন্থের ১৬১। ৩।১২, ২৫৯।১।২৫, ৩৯৪।১।৫ এবং ৩৪৮।১।৫ এই চারিস্থলে উক্ত 'কেন' শব্দের প্রয়োগ আছে। 'কেনে' শব্দের অর্থ—'কি নিমিত্ত'; গ্রন্থমধ্যে ইহার প্রচুর প্রয়োগ আছে। 'পরতেক'-শব্দের অর্থ—'প্রত্যেক', 'পরতেখ' শব্দের অর্থ—'প্রত্যক্ষ'। গ্রন্থে ইহার প্রয়োগও বিরল নহে। 'পড়' শব্দের—অর্থ—'পতিত হও' এবং 'পঢ়' শব্দের অর্থ—'পাঠ কর'। "ব্রহ্মস্তব পঢ়ি পড়ে পৃথিবী উপর" (২০৮।২।১০) এবং "সেই শ্লোক পঢ়িয়া পড়েন ভূমিতলে" (৩৯৬।২।১১) প্রভৃতি বাক্যই ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত। এইরূপ 'বল' শব্দের অর্থ—'শরীরাদির শক্তি' এবং 'বোল' শব্দের অর্থ—'শব্দ' বা 'কথা কহ'। 'বলে'—বলপূর্ব্বক বা বলেতে, 'বোলে'—কথায় বা কথা কহে। 'চড়'—চপেটাঘাত, 'চঢ়'—আরোহণ কর। 'দনা'—দমনকপুষ্প. 'দোনা'—ঠোঙ্গা। 'দিহ'—দান করিও, 'দেহ'—দান কর বা শরীর, প্রভৃতি। সকল শব্দের সূক্ষ্ম পার্থক্য প্রদর্শন করিতে হইলে, একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে, সুতরাং এ স্থলে দিঙ্মাত্রই প্রদর্শিত হইল।

৯। পুঁথির ও ভাষায় অপরাপর বিশেষত্ব।—(ক) প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে সর্ব্বত্রই 'ও'-কারের পরিবর্ত্তে 'য়'কার লিখিত আছে। যথা—হও—হয়, যাও—যায়, ইত্যাদি।

(খ) কতকগুলি পুঁথিতে 'বোল' পাঠের পরিবর্ত্তে 'বল' পাঠ আছে আর 'বোল' শব্দটি ক্রিয়াপদে প্রযুক্ত না হইয়া, কেবলমাত্র বিশেষ্যরূপে 'বুলি' বা 'শব্দ' এই অর্থ সূচনার নিমিত্তই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেরূপ 'হরিবোল' অর্থাৎ 'হরি' এই বুলি বা শব্দ। অধিকাংশ প্রাচীন পুঁথি এবং হিন্দী-ভাষায় 'বোল' এবং 'বল' এই দুইটি শব্দের অর্থগত পার্থক্য লইয়াই বিভিন্ন রূপ নিরূপিত হইয়াছে। তদনুসারে আমরাও এই দুই পদের এই অর্থভেদানুগত রূপভেদ মূলগ্রন্থের সর্ব্বত্রই রক্ষা করিয়াছি। এই দুইটি শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই অভিহিত হইয়াছে।

(গ) কোন কোন পুঁথিতে 'কেহো' 'সেহো' প্রভৃতি পাঠের পরিবর্ত্তে 'কেহ', 'সেহ' প্রভৃতি পাঠ পরিলক্ষিত হয়।

(ঘ) প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় 'করিবে', 'খাইবে' প্রভৃতির পরিবর্ত্তে 'করিব', 'খাইব', 'যাইব' প্রভৃতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

(ঙ) গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলেই 'হৃষ্ট', 'আনন্দিত', 'সন্তুষ্ট' প্রভৃতি পদের পরিবর্ত্তে 'হর্ষ', 'আনন্দ', 'সন্তোষ' প্রভৃতি পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

(চ) 'পূর্ব্বে' এই শব্দের পরিবর্ত্তে, গ্রন্থের প্রায় অনেক স্থানেই, 'পূর্ব্ব' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

(ছ) গ্রন্থের অনেক স্থলে 'আমাতে', 'তোমাতে', 'তাহাতে' প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে 'আমাত', 'তোমাত', 'তাহাত' প্রভৃতির প্রয়োগ আছে।

(জ) অনেক স্থানে 'আলয়ে', 'ভবনে' প্রভৃতি সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত শব্দগুলির পরিবর্ত্তে 'আলয়', 'ভবন' প্রভৃতি এবং 'আচার্য্যকে', 'নিত্যানন্দকে', 'গদাধরকে' প্রভৃতি দ্বিতীয়াবিভক্ত্যন্ত শব্দগুলির পরিবর্ত্তে 'আচার্য্য', 'নিত্যানন্দ', 'গদাধর' প্রভৃতি প্রভৃতি প্রযুক্ত হইয়াছে। সচরাচর পদ্যগ্রন্থে এরূপ প্রয়োগ বড় বিরল নহে।

(ঝ) প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির প্রায় সর্ব্বত্রই 'যৎক্ষণ', 'তৎক্ষণ', 'অকস্মাৎ' প্রভৃতি শব্দের খণ্ড-তকারগুলি 'যতক্ষণ', 'ততক্ষণ', 'অকস্মাত' প্রভৃতি 'ত'কারান্তরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং আমরাও মূলগ্রন্থে ঐরূপ তকারান্ত পাঠই বিন্যস্ত করিয়াছি।

১০। একই শব্দের নানারূপ আকারভেদ।—ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পুঁথিতে নিম্নলিখিত কতিপয় শব্দের এইরূপ আকারভেদ পরিলক্ষিত হয়। যথা—

সাথ—সাঁথ। পক্ষী—পক্ষ। নাগ—লাগ। নাগি—লাগি। নাগালি—লাগালি, লাগোল। পরে—পহে। পরিবার—পহিবার। স্মর—স্মরহ। স্মরি—সোঙরি, সোয়রি, সঙরি, স্মঙরি। সয়—সেই। তচ্ছু—তস্থ। যাইব—যাঁউ, যামু, যাঙ। কুক্কুর—কুঃকুর। ধিক্কার—ধিঃকার। ছাপয়াল—ছাওয়াল ছাবাল। ক্ষণেক—খেণেক। ক্ষমা—খেমা, ক্ষেমা। ত্বরিত—তুরিত। কোথা—কথা, কুথা। হেঠ—হেট। কুটিনাটী—কুটিনাটী। কাজী—কাদি, কাদী, কাজি। সেঁচন—সেচন। অবসর—অপসর। অস্তে-ব্যস্তে—আস্তেব্যস্তে, আথেব্যথে, আথ্যেব্যথ্যে, আথিবিথি। লাগি—নাগি। অনল—আনল। পুচ্ছ—পিঞ্ছ। নবনীত—ননী, লুনী। আমার—মোর, মোহর, মোহার, মোহোর। পর্য্যটন—পর্য্যোটন। আচমন—আঁচমন। ময়ূর—মউর, মোর। অবজ্ঞা—অবিজ্ঞা। পরিচ্ছদ—পরিচ্ছেদ। কাচ—কাছ। নূতন—নৌতন। বিহ্বল—বিভ্বল, বিভ্বোল, বিহ্বোল, বিভোর, বিভোল। নাহি—নাই, নাঞি, নাহিঁ। করাইল—করাল্য। সমাজ—সমাঝ। বলিলা—বুলিলা। ইচ্ছা—ইৎসা। আচ্ছাদিল—আৎসাদিল। ফেলিয়া—পেলিয়া। লইয়া—লয়্যা, লৈয়া, লঞা। হইয়া—হৈয়া, হৈয়্যা, হৈঞা, হঞা। জন্মায়েন—জন্মাএন। যায়—যাএ। গায়—গাএ। খায়—খাএ। দহয়ে—দহএ। চিত্তবৃত্তি—চিত্তবিত্ত, চিত্তবিত্তি, চিত্তবৃত্ত, চিত্তবির্ত্তি। সকলে—সভে, সভা, সভাকারে। বাধ—বাদ। গৃহস্থ—গৃহস্ত। গার্হস্থ্য—গারিহস্ত, গারস্ত। অপ্সরা—অপ্‌ছরা। উৎসাদ—উচ্ছাদ। হউক—হৌক, হউ। হৃদয়—রিদয়। দেহ (দাও)—দেহো। তাম্বূলী—তামূলী। সোশর—সোষার। ব্যতিরেক—বেতিরেক। ত্যজিলা—তেজিলা। নিঙ্গাড়য়ে—নিঙাড়য়ে, নিগাঁড়য়ে। স্বাস্থ্য—সোয়াস্তি, সোয়াথ, স্বাস্তি। আচ্ছাদিত—আৎসাদিত। তথা—তোথা। যথা—যোথা। শ্রীদাম—ছিদাম। শ্রীনিবাস—চিনিবাস, ছিনিবাস। দেবকী—দৈবকী। জিজ্ঞাসিল—জিগ্যাসিলা। এই—য়েই। হম্বারব—হাঁম্বারব। উপকার—উপগার। মোক্ষ—মুক্ষ। কণ—কোণ। লওয়ায়—লআয়ে। ইত্যাদি।

একই শব্দের এইরূপ আকারভেদ দেখিয়া বোধ হয় যে, অধিকাংশ লেখক শব্দের বিশুদ্ধির দিকে তাদৃশ দৃষ্টিপাত না করিয়া, স্থানীয় উচ্চারণের প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন।

১১। পরিশিষ্টের কথা।—শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্টগ্রন্থে ব্যাখ্যা ও বক্তব্য, প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দের অভিধান, গ্রন্থগত পাত্রবর্গের সূচী, ভৌগোলিক বিবরণ ও সূচী, শ্লোকের সূচী, বহুত্র বিন্যস্ত পয়ারাদির ব্যাখ্যাস্থাননির্ণায়ক সূচী এবং শ্রীবৃন্দাবনদাসের জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে পরিশিষ্টের অক্ষর প্রায় 'স্মলপাইকা'।

(ক) ব্যাখ্যা ও বক্তব্য।—ইহাতে সমগ্র পদ্যাংশের দুরূহস্থলের ভাবব্যাখ্যাই প্রধানত বিন্যস্ত আছে। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থের নানাস্থানে যে সকল ঐতিহাসিক বা তাত্ত্বিক বিষয় প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থকারের কোন্ পদ্যটি সংস্কৃত, কোন্ শ্লোকের অনুরূপ, সেই মূল শ্লোক, আর গ্রন্থে উল্লিখিত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তবাক্যগুলি কোন্ উপনিষৎ, ইতিহাস বা পুরাণ প্রভৃতির কোন্ স্থান হইতে সঙ্কলিত, ইত্যাদি অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিবিধ বিষয়াবলীও এই ব্যাখ্যা ও বক্তব্যের মধ্যে বিনিবেশিত হইয়াছে। কোন কোন মহাত্মা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনদাসকে 'গৌরবাদী' অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 'পরতত্ত্ব' না বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকেই 'পরতত্ত্ব' বলিয়াছেন, এইরূপ প্রতিপন্ন করিতে চাহেন এবং তিনি যে কতকগুলি জঘন্য মতের পোষকতা করিয়াছেন, এ কথাও বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঐরূপ উক্তি যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক এবং সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষার যোগ্য, তাহাও দেখাইতে ত্রুটি করা হয় নাই। আবার কোন কোন সমালোচক, গ্রন্থকারের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, শ্রীবৃন্দাবনদাসকে উদ্ধতপ্রকৃতির লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা যে যে অংশের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া ঐরূপ মহাজননিন্দাপরাধে লিপ্ত হইয়াছেন, সেই সেই অংশের সদ্ব্যাখ্যা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উক্তির অসত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনদাস মহর্ষি ব্যাসের অবতার ; সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে অনেকগুলি 'ব্যাসকূট' দেখিতে পাওয়া যায় ; সে গুলির মর্ম্মোদ্ধার করিতেও যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি।

(খ) প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দের অভিধান।—ইহাতে গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। মূলগ্রন্থের যে স্থানে যে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই স্থানে সেই শব্দের অর্থ না লিখিয়া, এরূপ ভাবে অকারাদি-বর্ণমালা-ক্রমে শব্দের অভিধান করিবার প্রধান উদ্দেশ্য,—যাঁহারা এই গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারাও এই অভিধান হইতে অনেক সাহায্য পাইতে পারিবেন। এই অভিধানটি ভবিষ্যৎ সুবৃহৎ অভিধানের বীজ বা অঙ্কুর স্বরূপ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। এক একটি শব্দের অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে, কিন্তু এই অভিধানে, গ্রন্থে প্রযুক্ত অর্থ ব্যতীত অতিরিক্ত অর্থ প্রায় প্রদত্ত হয় নাই। কতিপয় অপ্রচলিত শব্দের অর্থের সহিত 'রাজব্যবহারকোষ' * প্রভৃতির প্রমাণ এবং সেই

---

* যাবনিকভাষার এই অভিধান ছত্রপতি শিবাজীর আদেশে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়।

শব্দের মূল সংস্কৃতাদি শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। অন্য গ্রন্থে যে-শব্দের প্রয়োগ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না,—কেবল এই শ্রীচৈতন্যভাগবতেই দেখিতে পাওয়া যায়, সেই শব্দটি কিরূপ স্থলে প্রযুক্ত আছে, তাহা দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, সেই শব্দের পৃষ্ঠাঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল শব্দের অর্থ অমীমাংসিত, সেই গুলির পরে একটি করিয়া (?) এইরূপ প্রশ্নের চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে।

(গ) শ্লোক-সূচী।—ইহাতে গ্রন্থকারের বিরচিত ও উদ্ধৃত শ্লোকাবলী, অকারাদি বর্ণমালাক্রমে বিনিবেশিত করিয়া, তাহাদিগের পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গ্রন্থোল্লিখিত কোন একটি শ্লোক দেখিয়া লইবার প্রয়োজন হইলে, এই সূচীর সাহায্যে অতি সহজেই তাহা বাহির করিতে পারা যাইবে।

(ঘ) বহুত্র বিন্যস্ত পয়ারাদির ব্যাখ্যাস্থানপরিচায়ক সূচী।—এমন কতকগুলি অংশ আছে, যাহা গ্রন্থমধ্যে বারংবার বিন্যস্ত হইয়াছে। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে সে গুলির ব্যাখ্যা কেবল মাত্র একস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে। এই সূচীর সাহায্যে সেই গুলির ব্যাখ্যা যে যে স্থানে আছে, তাহা অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

(ঙ) গ্রন্থগত পাত্রবর্গের সূচী।—মহাপ্রভুর পরিকরবর্গ ও তাঁহার সমাসাময়িক অপরাপর ব্যক্তির নাম গ্রন্থের যে যে পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাই এই সূচীতে অকারাদিবর্ণক্রমানুসারে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীন শ্রীগ্রন্থগুলির এইরূপ এক একটি সূচী প্রস্তুত হইলে, তাহার সাহায্যে, তাৎকালিক ভক্তজন ও অপরাপর প্রথিতনামা ব্যক্তি-বর্গের জীবনী বিশুদ্ধরূপে বিরচিত হইতে পারিবে; নচেৎ আজকালের মত একজন বলরামদাসের জীবনীর মধ্যে দশজন বলরামের জীবনী আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকিবে। একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও, বিশুদ্ধভাবে জীবনী লিখিবার এখন ও উপযুক্ত কাল আইসে নাই বলিয়া, গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের জীবনী লিখিবার বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। যাঁহাদিগের নাম গ্রন্থের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতে দেখিতে পাওয়া যায়, এই সূচীতে তাঁহাদের নামের পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দ্দেশ করা হয় নাই।

(চ) ভৌগোলিক বিবরণ ও সূচী।—ইহাতে গ্রন্থে উল্লিখিত সকল দেশেরই নাম বর্ণপর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত করিয়া, গ্রন্থের যে যে পৃষ্ঠায় তাহাদিগের উল্লেখ আছে, সেই সেই পৃষ্ঠার অঙ্কনির্দ্দেশ পূর্ব্বক সেই সেই দেশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ সেই সেই দেশের বর্ত্তমান নাম কি, কোন্ প্রদেশেই বা তাহা অবস্থিত, ইত্যাদি বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(ছ) শ্রীবৃন্দাবনদাসের জীবনী :—আমরা এই জীবনী সংগ্রহের জন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াও আশানুরূপ উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইহার জন্য অনেক মহাত্মাকে পত্রের দ্বারা, কাঁহারও নিকটে বা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অনুরোধ করায় তাঁহাদিগের কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, বিশেষ কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া, এই জীবনীর মধ্যে আমরা তাহাই যথাযথ বিন্যস্ত করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত ইতঃপূর্ব্বে যে সকল মুদ্রিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ বা মাসিকপত্রিকায় সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত ভাবে গ্রন্থকারের জীবনলীলা আলোচিত হইয়াছিল, সেই সকল গ্রন্থ ও পত্রিকাদির নাম ও পৃষ্ঠাঙ্ক প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি। * * *

দ্বিতীয়বারের সম্পাদকীয় বক্তব্য

—*—

এবার আর বলিবার বড় বিশেষ কথা কিছুই নাই। সম্পাদনের রীতি-নীতি সমস্তই পূর্ব্ববারের মত কেবল গতবারে আমাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে সকল ভুলভ্রান্তি বা ক্রটীবিচ্যুতি ছিল সেগুলি সাধ্যানুরূপ সংশোধন করা হইয়াছে, টীকা অনুবাদ, ব্যাখ্যা-বক্তব্য, শব্দার্থ বা ভৌগোলিক বিবরণেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন বা পরিবর্দ্ধনও সাধিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা নিম্নলিখিত অংশগুলির উল্লেখ করিতে পারি। যথা,—

(১) ৫ম পৃষ্ঠায় "নিবাস-শয্যাসন" প্রভৃতি শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ।

(২) ১।১।৭। ; ৫।২।৭। ; ৮।১।৫-৬। ; ৭৪।২।১৫। ; ১২৬।১।১৩। ; ১৪৬।২।২৫। ; ১৮৩।১।৭। ১৮৪।২।৬। ; ১৯১।২।২৩। ; ২১৩।২৯ ১০। ; ২২১।২।১। ; ২২৪।২।২৩। ; ২৩৩।১।৯-১২। ; ২৯৬।১।২৩। ; ৩৪৫।২।১১--১৩। ; ৩৫৩।১।৫-৬। ; ৩৬১।২।২। ; ৫১৮১।১। ; প্রভৃতিঅংশের ব্যাখ্যা ও বক্তব্য।

(৩) আচার্ষা, গর্ব্বিত, ত্রিকচ্ছ, দণ্ডপথ, নিশিদিসি, নেত, ফেলান, মনকলা, মান, মুটুকী, যোগপট্ট, রায়বার, লাগর্ছ, বানা, বিহানা শাকর-মল্লিক, সায়বান, সুতিয়া প্রভৃতি শব্দের অর্থ।

(৪) কুলিয়া, গুহকচণ্ডালরাজ্য, ছত্রভোগ, পানীহাটী, প্রতিস্রোতা, ফুলিয়া, মন্দার, মলয়পর্ব্বত, যমুনা, রেবা, বাণপুর, বিশালা, সরস্বতী প্রভৃতি স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ।

এবারেও যে গতবারের মত ভুলভ্রান্তি বা ক্রটিবিচ্যুতি কিছু-কিছু থাকিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষত যাহার দুইটী চক্ষু দুই সহস্র চক্ষুর কার্য্য করিত, সেই আমাদের সম্পাদন কার্য্যের শ্রেষ্ঠ সহায় পূজ্যপাদ বলাই দাদাকে চিরতরে হারাইয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং তাঁহার সর্ব্ববিধ সাহায্যে বঞ্চিত হওয়ায়, উক্ত বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। তবে একথা অকপটে বলিতে পারি যে, নির্ভুল করিবার জন্য যতটুকু প্রয়াস প্রযত্ন স্বীকার করা আবশ্যক, শয্যাশায়ী থাকিয়াও সে পক্ষে কোনরূপ শৈথিল্য প্রকাশ করি নাই। আমার পরম প্রীতিভাজন শিষ্য শ্রীমান্ হরিবোল অধিকারী বাবাজীবনও এ কার্য্যে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীমানের সাধন-ভজনের দিন দিন উন্নতি হউক।

বর্ত্তমান সংস্করণে জ্ঞানত আমাদের ভুল—মাত্র কয়েকটী "উষঃকালের" উকার-পরিবর্ত্তন ;—কএকস্থলে হ্রস্ব-উ না হইয়া দীর্ঘ-উ হইয়া গিয়াছে। আর ছাপাখানার সংস্কারের বশেও কএকটী "হ্ন"ও 'হ্ণ' অক্ষরের উলটা পালটা হইয়া গিয়াছে। (১) হ্ন, (২) হ্ণ, (৩) হ্ন—এই তিন প্রকার 'হয়ে ন-ফলা বা হ'য়ে ণ-ফলা। তন্মধ্যে প্রথমটী—হয়ের নীচে দন্ত্য-ন-ফলা এবং দ্বিতীয়টী—হয়ের নীচে মূর্দ্ধন্য-ণফলা। তৃতীয়টী গোল বাধাইয়াছে। আমাদের সংস্কার,—মূর্দ্ধন্য-ণয়ের ধরনের আঁকড়ি দেখিয়া আমাদের সংস্কার—ঐটী 'হ'য়ে মূর্দ্ধন্য ণ-ফলা, কিন্তু ছাপাখানার সংস্কার—ঐটি'হ'য়ে দন্ত্য-ন-ফলা। এই সংস্কারগত পার্থক্যে কএকটী হ্ন বা হ্ণয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুধী পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।

শিষ্ট বা অশিষ্ট ভাষায় যাঁহারা আমাদের গতবারের ভুলভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, সকলেই তাঁহারা সমভাবেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আশা করি, এবারেও তাঁহারা কৃপা করিয়া—শিষ্টের—ভাষাতেই হউক আর অশিষ্টের ভাষাতেই হউক, ভুলভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি গুলি প্রদর্শন করিবেন। যদি পরমায়ু থাকে এবং কখনও শ্রীগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের সমীপে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন করিব।

গত ১৩১৭ সালে. কাল্না, ভক্তিতত্ত্ব প্রচারালয় হইতে "শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যলীলা, অপ্রকাশিত অংশ" নাম দিয়া একখানি অধ্যায়ত্রয়াত্মক পদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেখানি শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাসেরই রচিত বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। আমরা সেখানি দেখিয়াছি। বাঙ্গালা-সাহিত্যে যাঁহাদের যৎসামান্য অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা উক্ত গ্রন্থের ভাষা ও রচনা-প্রণালী হইতে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা আর কোন বৃন্দাবনদাস-নামধারীর রচনা, ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের নহে। আমরা পূর্ব্ববারে শ্রীগ্রন্থ সম্পাদনকালে ঐরূপ অতিরিক্ত অধ্যায়ের ৪।৫ খানি হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়াছিলাম; তন্মধ্যে একখানিতে পাঁচটি অধ্যায় ছিল। দুঃখের বিষয়, কোন খানিই আমাদের ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের রচিত বলিয়া বোধ হয় নাই, সুতরাং তাহার প্রকাশেও প্রয়াস পাই নাই। অনেক স্বার্থপর লোক—হয় নিজের পূর্ব্বপুরুষকে একজন অসাধারণ লোক বলিয়া পরিচিত করিবার নিমিত্ত, নয়, কোন অপসিদ্ধান্ত প্রচারের নিমিত্ত, কিংবা কোন সম্মানিত বংশকে অবমানিত করিবার নিমিত্ত, অথবা আপন অধিকারে কোন প্রাচীন নিদর্শনের অস্তিত্ব খ্যাপনের নিমিত্ত, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থকারের বা পদকর্ত্তার নামে ঐরূপ গ্রন্থ বা পদ প্রচার করিয়া থাকে। সুতরাং ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ বা পদগুলিকে খুব সাবধানেই গ্রহণ করিতে হয়। বিশেষত আমরা প্রথম-বারের সম্পাদকীয় বক্তব্যের মধ্যে (৪র্থ পৃষ্ঠা) শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর পুত্র যে গোপালের নৃত্যাদির বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতের অসম্পূর্ণতা কীর্ত্তন করিয়াছি, সেই গোপালের কথা আমরা একখানিও অতিরিক্ত অধ্যায়ের পুঁথিতে দেখি নাই, কাল্নার প্রকাশিত এই অধ্যায়ত্রয়েও দেখি নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় বাহুল্য মাত্র।

পরিশেষে—যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার করুণাপ্রভাবে, সুদীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকিয়াও, এই সংস্করণ সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছি, মুক্তকণ্ঠে তাঁহারই জয় ঘোষণা করিয়া আমরা এবারকার বক্তব্য পরিসমাপ্ত করিলাম।

* জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় *

শ্রীশ্রীরাসপূর্ণিমা, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৮
"ভক্তের জয়" কার্য্যালয়।
৪০।২, এ, মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন,
সিমুলিয়া কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গদাসানুদাস
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
সম্পাদক।

তৃতীয়বারের সম্পাদকীয় বক্তব্য।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরো বিজয়তেহতিমাম্।

প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় গত চারি বৎসর যাবৎ অসুস্থ থাকিলেও তাঁহারই কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীচৈতন্যভাগবতের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

শ্রীচৈতন্যভাগবত যেরূপ অলৌকিক অনুপম গ্রন্থ, প্রভুপাদ ও তাঁহার উপযুক্ত সম্পাদক। তিনি শয্যাশায়িত অবস্থায় ও এই গ্রন্থ সম্পাদনে যেরূপ উৎসাহের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে এই সম্পাদন কার্য্যে যে তাঁহার ঐকান্তিক ধ্যানের বিষয়ীভূত ব্যাপার ইহা আমার স্পষ্ট উপলব্ধি হইয়াছে। তাঁহার এই আগ্রহ—তাঁহার এই ধীরভাবের চিন্তাপ্রণালী দেখিয়া দিবানিশি একভাবে লক্ষ্যস্থির করিয়া কি প্রকারে গ্রন্থ সম্পাদন করিতে হয় এশিক্ষা আমার মত অযোগ্য নরাধমের ও এবার হইয়াছে।

তিনি প্রধানতঃ যে কয়েকটী স্থলে এবার পরিবর্ত্তনের আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা সুধী পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

১। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ রচনার পরবর্ত্তীকালে এরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল যে ইহার একখানি সংস্কৃত অনুবাদ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। সাহিত্যপরিষদে ইহার যে পুঁথিখানি পাওয়া গিয়াছে তাহা খণ্ডিত; (পুঁথি সংখ্যা ১৬৯১) তাহাতে অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় নাই এবং তাহা শ্রীল বৃন্দাবন দাসের স্বকৃত অনুবাদ কি না তাহাও জানিবার উপায় নাই। 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' নামে আর একখানি গ্রন্থের সন্ধান পরলোকগত রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ও দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে শ্রীচৈতন্যমাহাত্ম্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের তত্ত্বাদি বোধ হয় প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে।*

পুঁথিখানির সন্ধান পাইয়া আমরা মূল পুঁথিখানি দেখিয়া আসিয়াছি। এখানি গ্রন্থের অপেক্ষাকৃত আধুনিক নকল বলিয়া মনে হইল। ইহা অসম্ভব নহে যে গ্রন্থকার শ্রীবৃন্দাবন দাস নিজেই তাঁহার অলৌকিক গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ করিয়া থাকিবেন। এই গ্রন্থখানি শ্রীবৃন্দাবন দাসের স্বকৃতই হউক বা অপরকৃতই হউক শ্রীচৈতন্যভাগবত যে কতদূর শিষ্টজনপ্রিয় হইয়াছিল ইহা দ্বারা তাহাই জানা যায়।

শ্রীনৃসিংহদেব নামে একজন ব্রাহ্মণ সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা সংগ্রহ করিয়া 'শ্রীচৈতন্যমহাভাগবতং' নামে এক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের ন্যায় ইহা দ্বাদশস্কন্ধে ও ১২৪ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, হরগৌরীসংবাদরূপে বিবৃত এই গ্রন্থে শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ ও তাঁহার শ্রীল বীরভদ্র নামক পুত্রের, ও শ্রীগঙ্গানাম্নী কন্যার জন্মের সংবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। †

---

* সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-লিখিত "চৈতন্যদেব সম্বন্ধে কয়েকখানি নূতন পুঁথি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† ঐ।

২। ব্যাসপূজা—(১৮৩ পৃঃ) ৺কাশীধামের কামাখ্যা মঠেরশ্রীপাদ পরমানন্দ তীর্থস্বামি প্রকাশিত "যতিধর্ম্ম নির্ণয়" নামক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে প্রভুপাদ ব্যাসপূজার পদ্ধতি সংগ্রহ করেন। ঐ গ্রন্থের উত্তরভাগে ২৫৮ পৃষ্ঠায় ব্যাসপূজা বিধি বর্ণিত আছে। সত্যযুগে সন্ন্যাসের আচার্য্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, ত্রেতাযুগে বশিষ্ঠ, শক্তি ও পরাশর, দ্বাপরযুগে ব্যাস ও শুক ও কলিযুগে গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ ও শঙ্করাচার্য্য। ব্যাস আচার্য্য অথবা বেদপুরাণাদির প্রবর্ত্তক বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন। ব্যাসপূজায় সন্ন্যাসাশ্রমের আচার্য্যগণের, গুরুগণের, শ্রীবিষ্ণুর চতুর্ব্যূহের ও অন্যান্য দেবগণের পূজার বিধান আছে। বলা বাহুল্য শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত একদণ্ডী সন্ন্যাসেই ব্যাসপূজার বিধান আছে, দাক্ষিণাত্যে শ্রীসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবর্ত্তিত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসে এইপ্রকারে ব্যাসপূজার বিধান নাই।

৩। নিত্যানন্দস্বরূপ—(১৮৬।২।১৭) শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মঠাম্নায়ে দেখা যায় যে দ্বারকাপুরীতে প্রতিষ্ঠিত শারদা মঠে—"গোমতী তীর্থমমলং ব্রহ্মচারী স্বরূপকঃ। সামবেদস্য বক্তা চ তত্র ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥" ঐ মঠের তীর্থ নির্ম্মলা গোমতী, ব্রহ্মচারী স্বরূপ উপাধিধারী হইয়া তথায় সামবেদের বক্তা হন এবং ধর্ম্মাচরণ করেন। মঠে সন্ন্যাসীর বৈধধর্ম্মাচরণে অধিকার না থাকায় প্রত্যেক মঠেই শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও বৈধ নিত্যকর্ম্মাদির সম্পাদনের জন্য ব্রহ্মচারী থাকিতেন। তাঁহারা শিক্ষাসূত্র ত্যাগ করিলেও যোগপট্ট গ্রহণ করিয়া দশনামের কোনও নাম গ্রহণ করিতেন না। নিত্যানন্দ প্রভু সেই শ্রেণীর শারদামঠের অধ্যাপক ব্রহ্মচারী ছিলেন কিনা তাহাও বিচার্য্য। অনেকস্থলে তাঁহাকে 'অবধূত' বলা হইয়াছে। অবধূতাশ্রম দত্তাত্রেয়ের প্রবর্ত্তিত। তন্ত্রে ও অবধূতাশ্রমের ব্যবস্থা আছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অষ্টমোল্লাস দ্রষ্টব্য। অন্যান্য তন্ত্রের মতে পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তি শক্তি বা প্রকৃতি রাখিলেও তাঁহাকে সন্ন্যাসী বা অবধূত বলা হয়। এইগ্রন্থে (২৯৪।১।৩) এক সন্ন্যাসীর বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে ঐরূপ গৃহস্থ অবধূতের বৃত্তান্ত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ১৪ উল্লাসে প্রদত্ত হইয়াছে। মুণ্ডমালা তন্ত্রেও গৃহস্থ অবধূতের বিধান আছে। নিত্যানন্দ প্রভু অবশ্যই এইরূপ পূর্ণাভিষিক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন না—কারণ তাহা হইলে তাঁহার শিখাসূত্র থাকিত।

৪। গোবিন্দ শীতলানন্দ—১৪০।১৮ শীতলানন্দ নামে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহও আছেন। পরলোকগত গৌরভক্ত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় পরলোকগমন করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া প্রভুপাদ অসুস্থ হইলেও তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আনয়ন করেন। ঐদিনই প্রভুপাদ কথাপ্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারেন যে খানাকুল কৃষ্ণনগরে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মূল বাসভবনে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়গণের কুলদেবতা শীতলানন্দ নামক শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আজিও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ খানাকুল কৃষ্ণনগর পাটের শ্রীল অভিরাম ঠাকুর মহাশয় শ্রীবিগ্রহ দেখিলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন, উহাতে যে সকল বিগ্রহে দেবতা যথাবিধান প্রতিষ্ঠিত না থাকিতেন সেই সকল বিগ্রহ ফাটিয়া যাইত। প্রবাদ এইরূপ শ্রীল অভিরাম গোস্বামী সর্ব্বাধিকারিগণের কুলদেবতাকে ঐরূপে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করায় ও ঐ বিগ্রহ

পূর্ব্ববৎ সুন্দর ভাবে বর্ত্তমান থাকেন কেবল ঘামিয়া উঠেন। তদবধি ঐ শ্রীমূর্ত্তি শীতলানন্দ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ভক্তিগতপ্রাণ স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও প্রভুপাদকে এই বৃত্তান্ত পত্র দ্বারা অবগত করান। এতদ্দ্বারা শীতলানন্দ যে শ্রীকৃষ্ণের ও একটী নাম তাহা জানা গিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও পরবর্ত্তী লীলাগ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থ পড়িতে গেলে একটী ভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ে। শ্রীল কবিকর্ণপূর ও গোস্বামিগণ শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব সম্বন্ধে একটী বিশেষ তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বাবতারের অবতারী শুদ্ধ মাধুর্য্যরস বিস্তারকারী শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই কথা ঐ সকল গ্রন্থের কোথাও ইঙ্গিতে কোথাও বা প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের দশাক্ষর মন্ত্রে বা অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্রে যদি শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসনা করিতে হয়, তবে মাধুর্য্যগর্ভ এই ভাবটীর আরাধনাই সুসম্মত হয়। কিন্তু শ্রীল চৈতন্যভাগবতের কোথাও শ্রীচৈতন্যতত্ত্বে এই "রাধাভাবদ্যুতি-সমন্বিতং নৌমি তং কৃষ্ণস্বরূপং" এই কবিতা বা ইহার অনুরূপ কোনও ভাবের কথা পাওয়া যায় না। ইহাতে শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীলবৃন্দাবন দাস যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে শ্রীল গোস্বামিগ্রন্থের বিবৃত তথ্যের উদ্ধৃতঃ পার্থক্য না থাকিলেও যে রসের অংশে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে একথা সহজেই মনে হয়। তবে ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবন দাস এ তত্ত্ব কি জানিতেন না? আর যদি জানিতেন তবে তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই কেন?

আমাদের বিশ্বাস শ্রীচৈতন্যভাগবত বাঙ্গালাভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বপ্রথম জীবনীগ্রন্থ। ইহার পূর্ব্বে কথোপকথনের ভাষায় শিষ্টজনগণের পঠিতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম ছিল না। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে মাত্র গুণরাজ খাঁ বা মালাধর বসু বাঙ্গলা পদ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের শ্রীকৃষ্ণলীলার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে সাহসপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যলীলা কীর্ত্তন করিলেও শ্রীবৃন্দাবন দাস লীলাসংক্রান্ত নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করেন নাই। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঐশ্বর্য্যপ্রধান শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীশ্রীনারায়ণের লীলাকাহিনীই বিশেষভাবে প্রচার করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণনার যে অভাব শ্রীল বৃন্দাবন দাস রাখিয়া গিয়াছিলেন শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামীর সাক্ষাদুপদেশ প্রাপ্ত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ফলতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত যেন একই মহাগ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ—এই দুইখানি মিলাইয়া যেন একখানি গ্রন্থ পূর্ণ হইয়াছে।

লীলাবর্ণনায় শ্রীচৈতন্যভাগবতকার প্রধানতঃ শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী ও শ্রীল মুরারিগুপ্তের শ্রীচৈতন্যচরিত নামক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত করচাগ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছেন কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার রূপ গোস্বামীর ও শ্রীল রঘুনাথ দাসের বিরচিত অষ্টকাবলী, শ্রীল কবিকর্ণ-পূরের শ্রীলচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীলচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, শ্রীল স্বরূপ দামোদরের করচা ও শ্রীল দাস গোস্বামীর কথিত উপাখ্যান (দাস গোস্বামী যাহা শ্রীল স্বরূপ দামোদরের মুখে শুনিয়া ছিলেন) ও শ্রীলবৃন্দাবনের তাৎকালিক ভক্তগণের মধ্যে সুপ্রচারিত উপাখ্যান এইগুলির সাহায্য

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথাপি শ্রীচৈতন্যলীলার আদি ভাষাগ্রন্থ হিসাবে শ্রীলচৈতন্য ভাগবতকে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যথোচিত মর্য্যাদা দান করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ধান্যকুড়িয়া হইতে শ্রীযুক্ত রাধানাথ কাবাসী এই সংস্করণের অনুকরণ করিয়া একটী সংস্করণ প্রকাশ করেন। আমরা কাবাসী মহাশয়ের বিরুদ্ধে আইনানুসারে যাহাতে প্রতিকার পাওয়া যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিতেছিলাম, এমন সময় তিনি নিজে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট যাইয়া বিনাসর্ত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করায় এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতের ঐ সংস্করণ আর প্রকাশ করিবেন না প্রতিশ্রুতি দান করায় প্রভুপাদ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। কাবাসী মহাশয় দৈনিক বসুমতী ও দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় বিনাসর্ত্তে দোষস্বীকার ও ভবিষ্যতে ঐ পুস্তক পুনরায় প্রকাশ করিবেন না এই প্রতিশ্রুতির কথা বিজ্ঞাপনের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে সম্পাদক প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বিশেষ অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকায় তাঁহার আদেশানুসারে আমিই এই গ্রন্থের প্রুফ দেখিয়াছি ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনাদি করিয়াছি তথাপি সম্পাদনের কোন ও ত্রুটি থাকিলে আমিই তাঁহার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি।

অতঃপর শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ চরণের মধুব্রতগণ এই অপূর্ব্ব ভক্তিরসাত্মক গ্রন্থ পাঠ করিয়া ধন্য হউন। অলমতি বিস্তরেণ বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম্ এ, বি এল)

২৮শে পৌষ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনীর ও দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক।

গ্রন্থাদি-তালিকা।

[অর্থাৎ এই গ্রন্থ সম্পাদনে কোন্ কোন্ গ্রন্থাদির সাহায্য গৃহীত হইয়াছে।]

১। শ্রীমদ্ভাগবত। ২। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। ৩। পাতঞ্জল দর্শন। ৪। ভক্তিরত্নাকর। ৫। প্রেম বিলাস। ৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (ঠাকুর লোচন দাস)। ৮। শ্রীচৈতন্যচরিত (মুরারি গুপ্ত)। ৯। কলাপ ব্যাকরণ। ১০। শ্রীলঘুভাগবতামৃত। ১১। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু। ১২। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি। ১৩ শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ। ১৪। শ্রীবৈষ্ণবতোষণী টীকা ১৫। শ্রীস্বামীটীকা। ১৬। শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা (শ্রীমদ্ভাগবত)। ১৭। মার্কণ্ডেয় পুরাণ। ১৮। ভাঃ স্বামীটীকার দীপিকাদীপন। ১৯। শ্রীগোপালতাপনী। ২০। বাল্মীকিকৃত রামায়ণ। ২১। মহাভারত। ২২। হরিবংশ। ২৩ গরুড় পুরাণ। ২৪। বায়ু পুরাণ। ২৫। অগ্নি-পুরাণ। ২৬। ব্রহ্মসূত্র—মাধ্বভাষ্য। ২৭। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ। ২৮। বিষ্ণু-পুরাণ। ২৯। ব্রহ্মসূত্র—শঙ্করভাষ্য। ৩০। স্তবমালা (শ্রীরূপগোস্বামী। ৩১। শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ৩২। পুরুষসূক্ত। ৩৩। পদ্যাবলী (শ্রীরূপ গোস্বামী)। ৩৪। গীতাবিবৃতি (রাঘবেন্দ্র যতি)। ৩৫। পদ্মপুরাণ। ৩৬। সাহিত্য-দর্পণ। ৩৭। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়। ৩৮। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। ৩৯। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ। ৪০। ভক্তমাল। ৪১। কলিসন্তারণ উপনিষৎ ৪২। বিষ্ণু সংহিতা। ৪৩। মনুসংহিতা ৪৪। কূর্ম্ম পুরাণ। ৪৫। তন্ত্রসার। ৪৬। বিদ্যাপতি (কাব্যবিশারদ)। ৪৭। পরমহংসোপনিষৎ। ৪৮। আরুণেয়োপনিষৎ। ৪৯। দানকেলিকৌমুদী। ৫০। রাজব্যবহারকোষ। ৫১। তুলসীদাসী রামায়ণ। ৫২। অভিধান—শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি। ৫৩। বঙ্গভাষা ওসাহিত্য। ৫৪। ৺রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। ৫৫। গর্গসংহিতা। ৫৬। ৺রমেশ দত্তের 'হিষ্ট্রী অফ বেঙ্গলী লিটারেচার' ৫৭। অম্বিকা ব্রহ্মচারীর বঙ্গরত্ন। ৫৮। সজ্জনতোষণী পত্রিকা। ৫৯। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা। ৬০। সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ৬১। ভক্তি পত্রিকা। ৬২। বাণী পত্রিকা। ৬৩। প্রাণতোষণী তন্ত্র। ৬৪। হিন্দিবঙ্গবাসী। ৬৫। হিতবাদী। ৬৬। যতীন্দ্র মোহন সিংহের উড়িষ্যার চিত্র। ৬৭। যতিধর্ম্ম-নির্ণয়। ৬৮। যতীন্দ্র-মতদীপিকা। ৬৯। শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের গীতা। ৭০। দেশীনামমালা (হেমচন্দ্র-কৃত)। ৭১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ। ৭২। কাশীদাসী মহাভারত। ৭৩। কবিকঙ্কণ চণ্ডী। ৭৪। সাহিত্য মাসিক পত্র। ৭৫। হরিভক্তি-সুধোদয়। ৭৬। রেনেল সাহেবের মানচিত্র। ৭৭। 'ব্রাড্‌শ' (ইংরাজী)। ৭৮। গোবিন্দ চন্দ্রগীত (শিবচন্দ্র শীল)। ৭৯। ত্রেতাবতার রামচন্দ্র। ৮০। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ভূবৃত্তান্ত। ৮১। অদ্বৈত-বিলাস (বীরেশ্বর প্রামাণিক)। ৮২। বঙ্গবাসী পত্র। ৮৩। দিনাজপুর-রাজবংশ-কাব্য। ৮৪। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত। ৮৫। 'বঙ্গদেশের বঙ্গসাহিত্য' সম্বন্ধে ইংরাজি প্রবন্ধ (মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) ৮৬। কবি বিদ্যাপতি ও অন্যান্য কবিবৃন্দের জীবনী (ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য)। ৮৭। ক্রিণ্ডেল সাহেবের এন্‌সিয়াণ্ট্ ইণ্ডিয়ার ম্যাপ। ৮৮। জন্মভূমি ৮৯। ভারতী (মাসিক পত্রিকা)। ৯০। "জিওগ্রাফিক্যাল ডিক্‌সনারি অফ্ এন্‌সিয়াণ্ট এণ্ড্ মিডিভ্যাল ইণ্ডিয়া" (নন্দলাল দে)। ৯১। উড়িষ্যা (ইংরাজি)। ৯২। জাহ্নবী (মাসিক পত্রিকা) প্রভৃতি।

।শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

সূচীপত্র।

আদিখণ্ড।

বিষয়।	পৃষ্ঠা
সর্ব্বজ্ঞের গৃহে প্রভুর গমন ও পূর্ব্বজন্মের তত্ত্বগণনা লইয়া তাহার সহিত রঙ্গ ...	৮৮
খোলাবেচা শ্রীধরের গৃহে প্রভুর গমন ও তাহার সহিত প্রেমকলহ	৮৮
শচীকর্ত্তৃক পুত্রের বিবিধ বৈভবদর্শন ...	৯০
শ্রীচৈতন্যের প্রতি শ্রীবাসের শ্রীকৃষ্ণ-ভজনার্থ উত্তেজনা। গঙ্গাতীরে নিমাঞির নিরুপম শাস্ত্রব্যাখ্যা	৯১
পড়ুয়ার বৃদ্ধি	৯২
দিগ্বিজয়ি-জয়	৯৩
দিগ্বিজয়ীর পরাভবে নদীয়াবাসীর উল্লাস ও শ্রীচৈতন্যের সম্মান-বৃদ্ধি	১০১
চৈতন্যের অতিথিসেবা। লক্ষ্মীদেবীর স্বহস্তে রন্ধন। গৃহস্থের মূল কর্ম্ম ...	১০২
লক্ষ্মীর পতি ও শ্বশ্রূর সেবা। শচীমাতা কর্ত্তৃক পুত্রের বৈভবদর্শন। শ্রীচৈতন্যের বঙ্গদেশে গমন	১০৩
পদ্মায় প্রভুর জলকেলি। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের সমাদর, বিদ্যাবিলাস। ভণ্ডের কাণ্ড	১০৪
প্রভুর প্রথম ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবীর স্বধামগমন। শচীর দুঃখ। প্রভুর স্বদেশে আসিবার ইচ্ছা। শিষ্যবর্গের প্রভুকে নানা সামগ্রী উপহার	১০৫
(তপনমিশ্রের চরিত্র) শ্রীচৈতন্যের স্বদেশে আগমন	১০৬
পত্নীবিরহে প্রভুর শোক ও দুঃখিতা মাতাকে প্রবোধ-প্রদান	১০৮
প্রভুর অধ্যাপনারম্ভ। শিষ্যবর্গের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ। ব্রাহ্মণের প্রতি তিলক-ধারণের ব্যবস্থা। শ্রীহট্টবাসীর প্রতি বিদ্রূপ	১০৯
প্রভুর দৈনন্দিন কৃত্য	১১০
শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় বিবাহ	১১০
পাষণ্ডীর কটূক্তি	১১৭
শ্রীহরিদাসঠাকুরের চরিত্র	১১৮
হরিদাসের বূঢ়ন হইতে শান্তিপুরে—ফুলিয়ায় আগমন। অদ্বৈতের সহিত মিলন। অদ্বৈতের আনন্দ। হরিদাসের উচ্চৈঃস্বরে হরিনামকীর্ত্তন। কাজীর গাত্রদাহ। মুলুকপতির সমীপে অনুযোগ। কারাবাসীর প্রতি গুপ্ত আশীর্ব্বাদ ও তাহার ব্যাখ্যা	১১৯
মুলুকপতির সহিত হরিদাসের তত্ত্ববিষয়ক কথোপকথন	১২০
হরিদাসের প্রতি দণ্ডভয়-প্রদর্শন। ধর্ম্মবীর হরিদাসের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা। হরিদাসের অঙ্গে বাইশবাজারে বেত্রপ্রহার। সুজনের আচরণ। হরিদাসের উদারতা	১২১
কাজীর বিচার। হরিদাসকে গঙ্গায় নিক্ষেপ	১২২
হরিদাসের গঙ্গা হইতে উত্থান। তাঁহার প্রতি যবনগণের ভক্তি ও তাহাদের উক্তি। ব্রাহ্মণসভায় হরিদাসের প্রবেশ ও ব্রাহ্মণগণের আনন্দ	১২৩
হরিদাসের গোফা ও তিন লক্ষ হরি-নামগ্রহণ	১২৪
গোফা হইতে মহানাগের প্রস্থান। ডঙ্ক-নৃত্যে হরিদাস। ঢঙ্গ ব্রাহ্মণের রঙ্গ ...	১২৫
ঢঙ্গ-ব্রাহ্মণের লাঞ্ছনা। ডঙ্ক-মুখে বিষ্ণুভক্ত সর্পকর্ত্তৃক হরিদাসের প্রভাববর্ণন। বিষ্ণুভক্তের পূজ্যত্ব	১২৬
লোকের ভক্তিযোগে অনাস্থা ও অনাদর	১২৭

মধ্যখণ্ড।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

অন্ত্যখণ্ড।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
সমূহকে মণ্ড-বস্ত্র (মাড়-যুক্ত কাপড়) পরিধান করিতে দেখিয়া বিদ্যানিধির সন্দেহ এবং দামোদরস্বরূপের সহিত এতৎসম্বন্ধে সোপহাস সম্ভাষণ	৫১৭
বিদ্যানিধির স্বপ্ন দর্শন। স্বপ্নযোগে বিদ্যানিধিসমীপে জগন্নাথদেবের আগমন ও তাঁহার উভয় গণ্ডে চপেটাঘাত এবং তত্ত্ব-কথন	৫১৮
জগন্নাথসমীপে বিদ্যানিধির ক্ষমাভিক্ষা ও তাঁহার কৃপা প্রকাশ। স্বাপ্নিক প্রহারে বিদ্যানিধির গণ্ডস্ফীতি। এতাদৃশ স্বপ্ন-প্রসাদের দুর্ল্লভত্ব। বিদ্যানিধিসকাশে দামোদরস্বরূপের আগমন	৫১৯
দামোদরসমীপে বিদ্যানিধির স্বপ্নবৃত্তান্ত কীর্ত্তন ও দামোদরের উল্লাস। অন্ত্য-খণ্ডের সমাপ্তি	৫২০

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

আদিখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

(মঙ্গলাচরণ।)

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥ ১ ॥

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥ ২ ॥

শ্রীমুরারিগুপ্তস্য শ্লোকৌ।

"অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥৩॥*

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে
র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বপ্রিয়াণাম্" ॥৪॥

---

* এই তৃতীয় শ্লোকের পরে আর একটি শ্লোক কেবলমাত্র মুদ্রিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। এটি মুরারিগুপ্তের কড়চা বা চৈতন্যচরিতের ১ম শ্লোক। যথা,—
"স জয়ত্যতিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানুবিলম্বিসদ্ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ ॥"

টীকা।

শ্রীকৃষ্ণনাম্না সহ যোঽবতীর্ণঃ শ্রীকৃষ্ণ এবান্তরুচিঃ প্রিয়ায়াঃ। শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রদমীশ্বরং তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহং প্রপদ্যে ॥

অথ তত্রভবান্ গ্রন্থকারঃ প্রারিপ্সিতগ্রন্থস্য নির্ব্যূহ-পরিসমাপ্তয়ে শিষ্টাচারপরম্পরাপ্রাপ্তং গ্রন্থপ্রতিপাদ্যপর-দেবতানমস্কাররূপং মঙ্গলমাচরতি, আজানুলম্বিতভুজা-বিত্যাদি। শ্লোকার্থঃ স্ফুট এব ॥ ১ ॥

সপুত্রায়েত্যত্র পুত্রঃ—পুত্রবৎ বাৎসল্যস্নেহপাত্রমিত্যর্থঃ, কুত্রাপি তৎপুত্রজননস্যাশ্রুতত্বাৎ ॥ ২ ॥

স্বকারুণ্যাবিতি—স্বং স্বরূপভূতং কারুণ্যং যয়োস্তৌ কারুণ্যময়মূর্ত্তী ইত্যর্থঃ। সকারুণ্যাবিতি পাঠে কারুণ্যেন সহ বর্ত্তমানৌ—দয়ালূ। পরিচ্ছিন্নাবিতি নরাকারত্বাৎ আপাততঃ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মানৌ। মধ্যম-পরিমাণত্বাৎ ন অনিত্যত্বং তয়োরাশঙ্কনীয়ম্; যতস্তৌ পরিচ্ছিন্নাবপি সদীশ্বরৌ—সৎস্বরূপৌ, তথা ঈশ্বরৌ—প্রকৃত্যবধি সর্ব্বে-ষামেবানিত্যজাতানাং নিয়ন্তারৌ; অচিন্ত্যশক্ত্যা এক-স্মিন্নেব ভগবতি অণুত্ব-বিভুত্ব-পরিচ্ছিন্নত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্মাণাং সম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥

জয়তীতি। দেবঃ—লীলাময়ঃ; "দিবু" ক্রীড়ায়াম্। জয়তি জয়তি—সর্ব্বতো মহোৎকর্ষেণ বর্ত্ততামিতি অত্যৌৎসুক্যেন বীপ্সা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।

যাঁহাদের ভুজ-যুগল আজানুলম্বিত, কান্তি কনকের ন্যায় কমনীয়, নয়ন-দ্বয় কমলদলের ন্যায় আয়ত, আমি সেই সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র পিতা (জন্মদাতা—প্রচারক), বিশ্বসংসারের ভরণ-পোষণকর্ত্তা, যুগধর্ম্মপালক, জগতের প্রিয়কারী দ্বিজশ্রেষ্ঠ, দয়ার অবতার দুইজনকে (শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে) বন্দনা করি ॥ ১ ॥

নাথ! তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই তিন কালেই সত্য, তুমি জগন্নাথ মিশ্রের তনয়, তোমার ভৃত্য, পুত্র (বাৎসল্যস্নেহের পাত্র) ও কলত্রের সহিত তোমাকে নমস্কার নমস্কার ॥২॥

শ্রীমুরারি-গুপ্তের রচিত দুইটি শ্লোক—

"করুণার উপাদানে দেহ সংগঠিত বলিয়া কারুণ্যই যাঁহাদের নিজ স্বরূপ, পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াও যাঁহারা সৎ (নিত্য) স্বরূপ ও ঈশ্বর (সর্ব্বনিয়ন্তা), আমি জগতে অবতীর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ দুই ভ্রাতাকে ভজনা করি ॥২॥

লীলাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন; তাঁহার পবিত্র সুপ্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তি জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন; সেই বিশ্বেশমূর্ত্তির ভৃত্য জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন; আর তাঁহার প্রিয়বর্গের নৃত্য জয়যুক্ত হউন জয়যুক্ত হউন ॥৪॥

আছো শ্রীচৈতন্য-প্রিয়-গোষ্ঠীর চরণে।
অশেষ-প্রকারে মোর দণ্ড-পরণামে ॥
তবে বন্দোঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর।
নবদ্বীপে অবতার নাম বিশ্বম্ভর ॥

'আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়'।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ় ॥

তথাহি (ভা০ ১১।১৯।২১)—
"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা॥"৫॥ ইতি।

টীকা।

মদ্ভক্তেতি—মৎপূজাতোঽপি মদ্ভক্তপূজা অভ্যধিকা, তত্র মম সন্তোষবিশেষাৎ; ইতি কুলাদিপরীক্ষা নিরস্তা, পাদোদকোচ্ছিষ্টে চ তেষাং গ্রাহ্যে দর্শিতে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা অতি শ্রেষ্ঠ। (উদ্ধব! এই ভক্তপূজা প্রেম-লাভের একটি প্রকৃষ্ট উপায়) ॥৫॥

এতেকে করিল আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্য-সিদ্ধির লক্ষণ ॥
ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দরায়।
চৈতন্য-কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায় ॥
সহস্র-বদন বন্দোঁ প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্র মুখ কৃষ্ণ-যশোধাম ॥
(যে প্রভু চৈতন্য-যশ সহস্রেক-মুখে।
গাইতে আছেন প্রভু সঙ্কর্ষণ রূপে ॥)
মহারত্ন থুই যেন মহা-প্রিয়-স্থানে।
যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত বদনে ॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে, সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য কীর্ত্তন ॥
সহস্রেক-ফণাধর প্রভু বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম ॥
হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর।
চৈতন্য-চন্দ্রের রসে মত্ত মহাধীর ॥

ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার ॥
তাহান চরিত্র যেবা জনে শুনে গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে পরম সহায় ॥
মহাপ্রীত হয় তানে মহেশ পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তাঁর শুদ্ধা সরস্বতী ॥
পার্ব্বতী-প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লৈয়া।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব, উপাসক হৈয়া ॥
পঞ্চম-স্কন্ধের এই ভাগবত-কথা।
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম-গাথা ॥
তাঁন রাসক্রীড়া কথা পরম উদার।
বৃন্দাবনে গোপীসনে করিলা বিহার ॥
দুইমাস বসন্ত মাধব-মধু-নামে।
হলায়ুধ-রাসক্রীড়া কহয়ে পুরাণে ॥
সেই সকল শ্লোক এই শুন ভাগবতে।
শ্রীশুক কহেন, শুনে রাজা পরীক্ষিতে ॥

তথাহি (ভা০ ১০।৬৫।১৭ ; ১৮ ; ২১ ; ২২)—

"দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্ ॥ ৬ ॥
পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥ ৭ ॥*
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্বনিতাশোভিমণ্ডলে।
রেমে করেণুযূথেশো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ ॥ ৮ ॥
নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা।
গন্ধর্ব্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্য্যৈরীড়িরে তদা ॥"

৯ ॥ ইতি।

টীকা।

দ্বাবিতি মধুং—চৈত্রম্। মাধবং—বৈশাখম্। গোপীনামিতি—"গোপ্যস্তরেণ ভুজয়োঃ" ইত্যনুসারেণ শঙ্খচূড়বধাদিম-হোরিকাবিহারে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীভিঃ সংবলিতানাং তৎপ্রেয়সীচরীণাং গোপীবিশেষাণামিত্যর্থঃ। অত্র চ কৃষ্ণস্যানুমতে স্থিত ইতি কারণং যোজ্যম্। পূর্ব্বং হ্যনেন তাসাং সঙ্গো ন বর্ণিতঃ, কিন্তু অনুরাগমাত্রম্; ততশ্চ তদর্থং রক্ষিতকৌমারাসু তাসু চ কৃপয়াসৌ তথা প্রার্থিতবানিতি; ক্ষপাস্বিতি—পরমগুহ্যত্বং ব্যঞ্জিতম্। রাম ইতি—রমণযোগ্যতাব্যঞ্জকম্ ॥ ৬ ॥

তদেব বিশিষ্য বর্ণয়তি, পূর্ণেতি—পূর্ণচন্দ্রস্য কলাভিঃ মরীচিভিঃ আমৃষ্টে উজ্জ্বলে, শ্রীরামস্বেচ্ছয়া তদা রহসি পূর্ণচন্দ্রবিশেষোদয়াৎ। কৌমুদীগন্ধবায়ুনা—কুমুদ্বতীনাং গন্ধবাতেন, সেবিতে। যদ্বা—কৌমুদী-শব্দেন তড়িকা-সিতানি কুমুদানি লক্ষ্যন্তে, কুমুদগন্ধবায়ুনেত্যর্থঃ। যমুনোপবনে—শ্রীরামঘট্টতয়া প্রসিদ্ধে স্থলে ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।

ভগবান্ বলরাম, নিশাকালে গোপীগণের রতি সম্পাদন করিতে করিতে, সেই শ্রীবৃন্দাবনে চৈত্র ও বৈশাখ—দুইমাস অবস্থান করিলেন ॥ ৬॥

তিনি যমুনার উপবনে,—পূর্ণচন্দ্রের কিরণ-জালে পরিমার্জ্জিত হইয়া যাহার স্বতঃসিদ্ধ শোভা সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, আর যেখানে সমীরণ কুমুদ-কুসুমের গন্ধ গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছে,—সেই যমুনার উপবনে, রমণীমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

তিনি হস্তিনী-দল-পতি ইন্দ্র-হস্তী ঐরাবতের ন্যায়, অনুরাগবতী যুবতীগণে সুশোভিত মণ্ডল-মধ্যে অবস্থিত হইয়া রমণ করিতে লাগিলেন

* এই সপ্তম শ্লোকের পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোক মুদ্রিত শ্রীমদ্ভাগবতে নাই। আমার ২২১ বৎসরের পুরাতন হস্ত-লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। এই শ্লোক দুইটির পরবর্ত্তী শ্লোকের প্রারম্ভে 'উপগীয়মান' শব্দ আছে, ইহাদেরও প্রারম্ভে 'উপগীয়মান' শব্দ আছে; বোধ হয়, সেই নিমিত্তই ভ্রান্তিক্রমে 'ছাড়' হইয়া গিয়াছে।

তখন গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮ ॥

আকাশে দুন্দুভি-নিনাদ হইতে লাগিল; গন্ধর্ব্ববৃন্দ সানন্দে পুষ্প-পুঞ্জ বর্ষণ করিতে থাকিলেন, আর মুনিগণ তৎকালে সেই বলরামের বিক্রমবৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া স্তব কবিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯ ॥

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তানাও রামের রাসে করেন স্তবন ॥
যাঁর রাসে দেবে আসি পুষ্প-বৃষ্টি করে।
দেবে জানে, এক তত্ত্ব * কৃষ্ণ-হলধরে ॥
চারি বেদে গুপ্ত বলরামের চরিত।
আমি কি বলিব, সব পুরাণে † বিদিত।
মূর্খ দোষে কেহো কেহো না দেখি পুরাণ।
বলরাম রাসক্রীড়া করে অপ্রমাণ ॥
এক ঠাঁই দুই ভাই গোপিকা-সমাজে।
করিলেন রাস-ক্রীড়া বৃন্দাবনমাঝে ॥

তথাহি (ভাঃ ১০।৩৪।২০—২৩)—

"কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্ব্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্॥ ১০॥
উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্ব্বদ্ধসৌহৃদৈঃ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ ॥ ১১।
নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকম্।
মল্লিকাগন্ধমত্তালি জুষ্টং কুমুদবায়ুনা ॥ ১২ ॥
জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্ ॥"
১৩ ॥ ইতি।

টীকা।

অথ—তদ্বিহরাত্র্যনন্তরং কদাচিৎ—হোরিকা-পূর্ণিমায়াম্। গোবিন্দঃ—শ্রীগোকুলযুবরাজঃ। রময়তি ক্রীড়য়তি কৃষ্ণমিতি রাম ইতি নিরুক্ত্যা তদানীং সখ্যাংশস্তৈবোদয়ো ধ্বনিতঃ, জন্মারভ্য সহবিহারাৎ বাল্যাবশেষাচ্চ। ব্রজে তদংশস্তৈব প্রাচুর্য্যদর্শনং, রাজধান্যামেব অগ্রজত্বাংশস্তেতি। অত্রাস্ত গৌণতাবিবক্ষয়া পশ্চান্নির্দ্দেশশ্চকারঃ। তদুপলক্ষিতত্বেন সখায়োঽপি জ্ঞেয়াঃ। মধ্যদেশাদৌ তথৈব হোরিকাক্রীড়াব্যবহারাৎ, ভবিষ্যোত্তরশাস্ত্রাচ্চ। রাজসূয়াবভৃথে চ ইত্থমেব ক্রীড়া বর্ণয়িষ্যতে। বনে—ব্রজসন্নিহিতে ইতি জ্ঞেয়ম্। অদ্ভুতঃ—অলৌকিকঃ, বিক্রমঃ—প্রভাবঃ, যস্ত সঃ, ইতি দ্বয়োরপি বিশেষণম্ ॥ ১০ ॥

বিহারমেবাহ, উপেত্তি ত্রিকেণ। ললিতং—গানমর্ম্মাদিপরিপাটিভির্মনোহরং যথা স্যাৎ তথা, উপগীয়মানৌ—হোরিকোচিতগীতিভির্বর্ণ্যমানৌ। তত্র হেতুঃ, বদ্ধং সৌহৃদং যৈরিতি। এতেন শ্রীরামস্তাপি পৃথক প্রেয়সীগণো লক্ষ্যতে। তদ্ব্যঞ্জিতং "গোপ্যন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ" ইতি। অতএব "গোপ্যস্তদ্গীতমাকর্ণ্য" ইতি দ্বয়োরপি গীতস্য তাদৃশমোহহেতুত্বং ব্যজ্যতে। সর্ব্বমেলস্তু হোরিকাবসরসজ্ঘর্ষাদিতি জ্ঞেয়ম্, অতো মিথোঽননুসন্ধানমপি। বিরজোঽম্বরৌ বিরজসীঅম্বরে যয়োস্তৌ ॥ ১১ ॥

নিশাপ্রবেশং সৎকুর্ব্বন্তৌ। উদিতঃ উড়ুপঃ তারকাশ্চ যস্মিন্ তং। মল্লিকাগন্ধেন মত্তা অলয়োযস্মিন্ তং। উদিতেতি—শিশিরান্তে হিম-কুজ্ঝটিকাপগমাদতিশয়েব প্রাকট্যাৎ, মল্লিকেতি—বসন্তপ্রবেশাৎ ॥ ১২ ॥

অনিবদ্ধত্বাৎ অন্যৈর্যুগপৎ কল্পয়িতুমশক্যমপি তৌ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতং যুগপৎ কল্পয়ন্তৌ। মনঃ-শ্রবণয়োঃ মঙ্গলং সুখাবহং যথা ভবতি তথা, জগতুঃ—অগায়তামিতি। স্বরাণাং মণ্ডলং সমূহঃ তস্য মূর্চ্ছনাং; তল্লক্ষণং চোক্তং সঙ্গীতসারে—"ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্। মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামত্রয়ে তা একবিংশতিঃ ॥" ইতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর কোন সময়ে রজনীযোগে অলৌকিক প্রভাব-সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজনারীগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ব্রজসন্নিহিত কাননের অভ্যন্তরে বিহার করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

* 'ভেদ নাহি'। † 'জগতে'।

তাঁহাদের উভয়েরই দেহ চন্দনচর্চ্চিত ও বিবিধ ভূষণে বিভূষিত, গলদেশ মাল্য ও পরিধান সুনির্ম্মল বস্ত্র। তাঁহারা দেখিলেন, আজিকার সন্ধ্যা অতি সুন্দর। সান্ধ্য গগনে তারাপতি ও তারকামালার উদয় হইয়াছে, অলিকুল মল্লিকার মধুগন্ধে মত্ত হইয়া ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছে, আর গন্ধবহ কুমুদের গন্ধ লইয়া মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে। তাঁহারা সেই প্রদোষকালের সংবর্দ্ধনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের প্রেয়সীবৃন্দ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তান লয় বিশুদ্ধ মনোহর সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্ত হইলেন ; তাঁহারাও উভয়ে মিলিত হইয়া সকলের মনোমদ ও শ্রুতি-সুখাবহ স্বরগ্রামের মূর্চ্ছনা-সহকারে সঙ্গীত আলাপ করিতে লাগিলেন ॥১১—১৩॥

ভাগবত শুনি যার রামে নুহে প্রীত।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পথে সে জন বর্জ্জিত ॥
ভাগবত যে না মানে, সে যবনসম।
তার শাস্তা আছে জন্মেজন্মে প্রভু যম ॥
এবে কেহো কেহো নপুংসক-বেশে নাচে।
বোলে "বলরাম-রাস কোন্ শাস্ত্রে আছে ?"
কোনো পাপী শাস্ত্র দেখিলেও নাহি মানে।
এক অর্থ, অন্য অর্থ করিয়া বাখানে ॥
চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই।
তান-স্থানে অপরাধে মরে সর্ব্ব-ঠাঁই ॥
মূর্ত্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস।
সে সব লক্ষ্মণ* অবতারেই প্রকাশ ॥
সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ আসন ॥
আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করে, পায় সেই জনে ॥

তথাহি শ্রীযামুনমুনি-বিরচিতে
স্তোত্ররত্নে (৪০)—

"নিবাস শয্যাসন পাদুকাংশুকো-
পধান-বর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তব শেষতাংগতৈ-
র্যথোচিতং শেষ ইতীরিতে জনৈঃ ॥"১৪॥

টীকা।

নিবাসেতি। শ্লোকস্যাস্য—"তয়া সহাসীনমনন্ত-ভোগিনি, প্রকৃষ্টবিজ্ঞানবলৈকধামনি। ফণামণিব্রাতময়ূখ-মণ্ডল প্রকাশমানোদরদিব্যধামনি ॥" ইতি পূর্ব্বশ্লোকেনান্বয়ঃ। তয়া—লক্ষ্ম্যা সহ, অনন্তভোগিনি আসীনং ভগবন্তং শ্রীবিষ্ণু-মিত্যর্থঃ। অনন্তভোগিনি—অনন্তসর্পে। কথম্ভূতে ?—হে ভগবন্! শেষতাং—স্বোপকারতাপ্রাধান্যানাদরেণ পরোপ-কারার্হতাং, গতৈঃ—প্রাপ্তৈঃ শরীরভেদৈঃ ; তব. নিবাস-শয্যাদিভিঃ হেতুভিঃ ; জনৈঃ—কর্ত্তৃভিঃ, যথোচিতং 'শেষঃ' ইতি—ঈরিতে কথিতে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।

[হে ভগবন্ বিষ্ণো! তুমি লক্ষ্মীদেবীর সহিত অনন্ত নাগের উপর বিরাজমান রহিয়াছ। অনন্ত কেমন ?—] আপামর সাধারণ লোকে যে তাঁহাকে 'শেষ' বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহা উপযুক্তই বটে। কেননা, তিনি তোমার নিবাস (আধার, বাসস্থান), শয্যা, আসন, পাদুকা, অংশুক (বস্ত্র), উপধান (বালিশ) ও বর্ষা-তপবারণ (ছত্র) প্রভৃতি সেবার উপকরণগুলি আপনি শরীরভেদে পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। তা-ও 'শেষতা পাইয়া'—অর্থাৎ কোনপ্রকার প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না রাখিয়া,—একমাত্র তোমারই উপকার—তোমারই সুখকর সেবা কামনা করিয়া ॥১৪॥

* 'লক্ষণ'

অনন্তের অংশে শ্রীগরুড় মহাবলী।
লীলায় বহেন কৃষ্ণ হই কুতূহলী॥
কি ব্রহ্মা, কি শিব, কি সনকাদি কুমার।
ব্যাস, শুক, নারদাদি 'ভক্ত' নাম যাঁর॥
সভার পূজিত শ্রীঅনন্ত মহাশয়।
সহস্র-বদন প্রভু ভক্তিরসময়॥
আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব *॥
সেবন শুনিলা, এবে শুন ঠাকুরাল।
আত্মতন্ত্রে যেনমতে বৈসেন পাতাল॥
শ্রীনারদগোসাঞি তুম্বুরু করি সঙ্গে।
যে যশ গায়েন ব্রহ্মা স্থানে শ্লোকবন্ধে॥

তথাহি (ভা০ ৫।২৫।৯—১৩)—

'উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-হেতবোঽস্য কল্পাঃ
সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়াসন্।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্মন্
নানাধাৎ কথমুহ বেদ তস্য বর্ত্ম॥ ১৫॥
মূর্ত্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যাম্
আদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্য্যঃ॥ ১৬॥
যন্নাম শ্রুতমনুকীর্ত্তয়েদকস্মাৎ
আর্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্ বা।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ॥ ১৭॥
মূর্দ্ধন্যর্পিতমণুবৎ সহস্রমূর্দ্ধ্নো
ভূগোলং সগিরি-সরিৎ-সমুদ্র-সত্ত্বম্।
আনন্ত্যাদনিমিতবিক্রমস্য ভূম্নঃ
কো বীর্য্যাণ্যপি গণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ॥ ১৮॥
এবংপ্রভাবো ভগবাননন্তো
দুরন্তবীর্য্যোরুগুণানুভাবঃ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো
যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি॥" ১৯॥ ইতি।

টীকা।

অস্য—জগতঃ, উৎপত্ত্যাদিহেতবো গুণাঃ যস্যেক্ষয়া, কল্পাঃ—স্ব-স্ব-কার্য্যসমর্থাঃ, আসন্। যস্য স্বরূপম্, ধ্রুবম্—অনন্তম্, অকৃতংচ—অনাদি। তত্র হেতুঃ, যৎ একমেব সৎ আত্মনি, নানা—কার্য্যপ্রপঞ্চম্, অধাৎ, তস্য—ব্রহ্মস্বরূপস্য, বর্ত্ম—তত্ত্বং, জনঃ কথম্ উহ বেদ? —ন বেদেত্যর্থঃ॥ ১৫॥

তর্হি কথমসৌ মুমুক্ষুভিঃ সেব্যতে? তত্রাহ, মূর্ত্তিমিতি। যত্র ইদং সদসৎ বিভাতি, সঃ, নঃ—অস্মাকং ভক্তানাং, বহুকৃপয়া সংশুদ্ধং সত্ত্বং মূর্ত্তিং বভার। স্বজনানাং মনাংসি, আদাতুং—বশীকর্ত্তুং কৃতাং যস্য লীলাং, মৃগপতিঃ—সিংহঃ, আদদে—স্বীকৃতবান্। যদ্বা, মৃগপতিঃ—শ্রীবরাহদেবঃ, "জহার চাহো বনগোচরো মৃগঃ" ইত্যত্রাপি মৃগশব্দপ্রয়োগাৎ; অস্মিন পক্ষে, লীলাং—পৃথিবীধারণলক্ষণাম্। যদ্বা, মৃগ্যন্তে ইতি মৃগাঃ—কামপ্রদাঃ, তেষাং, পতিঃ—মুখ্যঃ। যতঃ উদারাণি বীর্য্যাণি যস্য। 'তস্মাৎ অন্যং মুমুক্ষুঃ কম্ আশ্রয়েৎ?' ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ১৬॥

কিঞ্চ আস্তাং তস্য কৃপয়া বপুর্দ্ধারণং তদ্ভজনং বা, তন্নামৌদার্য্যমেব অতিবিচিত্রমিত্যাহ। যস্য নাম যদি, পতিতঃ—মহাপাতকী, অপি অনুকীর্ত্তয়েৎ, তর্হি সংশুধ্যেৎ ইতি কিং বক্তব্যং, যতঃ অসাবেব নৃণাম্ অশেষম্ অংহঃ, সপদি—সদ্যঃ, হন্তি। কথমনুকীর্ত্তয়েৎ? অন্যতঃ শ্রুতং বা, অকস্মাৎ বা, আর্ত্তো বা সন্, প্রলম্ভনাৎ বা—পরিহাসাৎ। তস্মাৎ—শেষাৎ, অন্যম্॥ ১৭॥

গির্য্যাদিসহিতং ভূগোলম্। সত্ত্বানি—প্রাণিনঃ। সহস্রজিহ্বোঽপি কো গণয়েৎ? ভগবদ্বিগ্রহস্য মধ্যমপরিমাণারমানত্বেঽপি বিভুত্বাৎ ভূমশুলস্য অণুত্বম্॥ ১৮॥

দুরন্তং বীর্য্যং বলম্ উরবো গুণাঃ অনুভাবাশ্চ যস্য স চ স চ, রসায়াঃ—ভূমেঃ, মূলে স্থিতঃ সন্ বিভর্ত্তি। আত্মতন্ত্রঃ—স্বতন্ত্রঃ॥ ১৯॥

অনুবাদ।

এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণস্বরূপ সত্ত্ব, রজ ও তম, এই প্রাকৃত গুণত্রয়, স্বয়ং জড় হইয়াও, যাঁহার ঈক্ষণ-প্রভাবে নিজ নিজ কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছে, যিনি এক হইয়াও আপনাতেই এই দৃশ্যমান বহুবিধ সৃষ্ট পদার্থ আহিত করিয়াছেন, সুতরাং যাঁহার

* 'অন্ত নাহি পায় যে এ সব'।

স্বরূপ অনন্ত ও অনাদি, সাধারণ লোকে সেই ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ অনন্তদেবের তত্ত্ব কিরূপে জানিবে? ॥ ১৫ ॥

আমরা তাঁহার ভক্ত। তিনি আমাদের প্রতি নিরতিশয় কৃপা প্রকাশ করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ নিজ মূর্ত্তি,—যে মূর্ত্তিতে সৎ ও অসৎ (কার্য্য-কারণাত্মক) সকল বস্তুই প্রকাশিত রহিয়াছে,—সেই মূর্ত্তি প্রকটিত করেন। তিনি প্রভূত-প্রভাব-সম্পন্ন। ভক্তজনের হৃদয়-গ্রহণের অভিলাষে তিনি যে পরম পবিত্র অলৌকিক লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, মৃগপতিও (সিংহ) স্বজনের মনোরঞ্জনার্থ সেই লীলা তাঁহারই নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছে॥ ১৬ ॥

অন্যের নিকট শুনিয়াই হউক, যদৃচ্ছাক্রমেই (হঠাৎ) হউক, আর্ত্ত হইয়াই হউক, অথবা পরিহাসচ্ছলেই হউক, যদি মহাপাতকীও তাঁহার নাম কীর্ত্তন করে, তাঁহা হইলে সে যে পাপবিমুক্ত হয়, তাহা কি আর বলিতে হইবে?—কেননা, সেই অন্তদেবই যে (দর্শনদানাদি-দ্বারা) মানবের অশেষ পাপরাশি শীঘ্রই বিদূরিত করেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি এই ভগবান্ শেষ-দেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকেই বা ভজনা করিবেন? ॥১৭

সেই সহস্রশীর্ষার একটিমাত্র মস্তকের উপরিভাগে গিরি, নদী, সমুদ্র ও সকল প্রাণীর সহিত সমগ্র পৃথিবী একটি অণুর ন্যায় অর্পিত রহিয়াছে। সহস্র জিহ্বা লাভ করিয়াও কোন্ ব্যক্তি সেই অপরিমিত-প্রভাব বিভুর গুণগণ গণনা করিতে সমর্থ?—তাঁহার গুণের ত' আর অন্ত নাই॥ ১৮॥

সেই ভগবান্ অনন্তদেবের প্রভাবই এইরূপ। তাঁহার বলের অন্ত নাই, গুণ এবং প্রভাবও অপরিসীম। তিনি রসাতলের মূলে অবস্থান করিয়া, পৃথিবীর স্থিতির নিমিত্ত, লীলায় সেই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অথচ তাঁহার আর কেহ আধার নাই;—তিনি নিজেই নিজের আধার॥ ১৯॥

শ্লোকার্থ—

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সত্ত্বাদি যত গুণ।
যাঁর দৃষ্টিপাতে হয়, যায় পুনঃপুন॥
অদ্বিতীয় রূপ, সত্য, অনাদি, মহত্ত্ব।
তথাপি অনন্ত হয়ে, কে বুঝে সে তত্ত্ব॥
শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি প্রভু ধরে করুণায়ে।
যে বিগ্রহে সভার প্রকাশ সুলীলায়ে॥
যাঁহার তরঙ্গ শিখি, সিংহ মহাবলী।
নিজ-জন মনোরঙ্গে হই কুতূহলী॥
যে অনন্তনামের শ্রবণ-সঙ্কীর্ত্তনে।
যে-তে-মতে কেনে নাহি বোলে যে-তে জনে॥
অশেষ জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে।
অতত্রব বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে॥
'শেষ' বই সংসারের গতি নাহি আর।
অনন্তের নামে সর্ব্বজীবের উদ্ধার॥
অনন্ত পৃথিবী, গিরি-সমুদ্র সহিতে।
যে প্রভু ধরয়ে শিরে, পালন করিতে॥
সহস্র-ফণার এক ফণে বিন্দু যেন।
অনন্তবিক্রম না জানয়ে 'আছে' হেন॥
সহস্র-বদনে কৃষ্ণ-যশ নিরন্তর।
গাইতে আছেন আদি দেব মহীধর॥

শ্রীরাগঃ।

কি আরে রাম-গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা রুদ্র সুর, সিদ্ধ মুনীশ্বর,
আনন্দে দেখিছে॥ ধ্রু॥

গায়েন অনন্ত শ্রীযশের নাহি অন্ত।
জয়ভঙ্গ কারু নাহি—দোঁহে বলবন্ত॥
অদ্যাপিহ শেষ-দেব সহস্র শ্রীমুখে।
গায়েন চৈতন্য-যশ—অন্ত নাহি দেখে॥
লাগ বলি যায় * বেগে সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল, অধিক অধিক বাড়ে॥

তথাহি (ভা০ ২।৭।৪১)নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্—

"নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ॥
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্॥" ২০ ইতি

টীকা।

মায়িকামায়িকত্বেন উভয়বিধানামপি বীর্য্যাণামানন্ত্যমাহ, নান্তমিতি। পুরুষস্য যৎ মায়াবলং তস্য অন্তং, ন বিদামি—ন বেদ্মি; দশশতানি আননানি যস্য সোঽপি অস্য গুণান্ গায়ন্ অধুনাপি পারং, ন সমবস্যতি—ন প্রাপ্নোতি॥ ২০॥

অনুবাদ।

নারদ! সেই পুরুষের মায়ার প্রভাব যে কত, তাহা আমি আজিও জানিতে পারি নাই; তোমার অগ্রজ ওই সনকাদি মুনিগণেরও তাহা অবিদিত রহিয়াছে। সহস্র-বদন আদিদেব 'শেষ' তাঁহার অশেষ গুণ-গান করিতে করিতে আজিও তাহার পার পাইতেছেন না। তখন অন্যের কথা আর কি বলিব? ॥ ২০॥

পালন-নিমিত্ত হেন প্রভু রসাতলে।
আছে মহাশক্তিধর নিজ-কুতূহলে॥
ব্রহ্মার সভায় গিয়া নারদ আপনে।
এই গুণ গায়েন তুম্বুরু-বীণা-সনে॥

* 'লাগ বলি ধায়'।

ব্রহ্মাদি বিহ্বল এই যশের শ্রবণে।
ইহা গাই নারদ পূজিত সর্ব্বস্থানে॥
কহিলাঙ এই কিছু অনন্ত-প্রভাব।
হেন প্রভু নিত্যানন্দে * কর অনুরাগ॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥
বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর এই মনস্কাম।
"জন্মেজন্মে প্রভু মোর হউ বলরাম॥"
'দ্বিজ' 'বিপ্র' 'ব্রাহ্মণ' যেহেন নাম-ভেদ।
এইমত 'নিত্যানন্দ' 'অনন্ত' 'বলদেব'॥
অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥
চৈতন্যকীর্ত্তন † স্ফুরে শেষের ‡ কৃপায়।
যশের ভাণ্ডার বৈসে শেষের জিহ্বায়॥
অতএব যশোময়বিগ্রহ অনন্ত।
গাইল তাহান কিছু পাদপদ্মদ্বন্দ্ব § ॥
চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্য-শ্রবণ চরিত।
ভক্ত-প্রসাদে সে স্ফুরে জানিহ নিশ্চিত॥
বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে।
তাহি লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে॥
চৈতন্য-কথার আদি-অন্ত নাহি দেখি।
তাহান কৃপায় যে বোলায়েন তাহা লেখি ¶ ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়॥

* 'ইহা জানি শ্রীঅনন্তে'।
† 'চরিত'।
‡ 'যাঁহার'।
§ 'অতএব শ্রীঅনন্তদেব নিত্যানন্দ'।
¶ 'যেন-মত দেয় শক্তি তেন-মত লিখি'।

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
মন দিয়া শুন ভাই! শ্রীচৈতন্য-কথা।
ভক্ত-সঙ্গে যে যে লীলা কৈলা যথাযথা॥
ত্রিবিধ চৈতন্যলীলা আনন্দের ধাম।
আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড নাম॥
আদিখণ্ডে প্রধানত * বিদ্যার বিলাস।
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের কীর্ত্তন-প্রকাশ॥
শেষখণ্ডে সন্ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দস্থানে সমর্পিয়া গৌড়ক্ষিতি॥
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব-প্রায় তেঁহো স্বধর্ম্মে তৎপর॥
তান পত্নী শচী-নাম মহাপতিব্রতা।
দ্বিতীয়-দেবকী যেন সেই জগন্মাতা॥
তান গর্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম সংসার-ভূষণ॥

আদিখণ্ডে ফাল্গুনী পূর্ণিমা শুভ দিনে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু নিশায় গ্রহণে॥
হরিনাম মঙ্গল উঠিল চতুর্দ্দিগে।
জন্মিলা ঠাকুর † সঙ্কীর্ত্তন করি আগে॥
আদিখণ্ডে শিশুরূপে অনেক প্রকাশ।
পিতা মাতা প্রতি দেখাইলা গুপ্তবাস॥
আদিখণ্ডে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, পতাকা।
গৃহমাঝে অপূর্ব্ব দেখিলা পিতা মাতা॥
আদিখণ্ডে প্রভুরে হরিয়াছিল চোরে।
চোর ভুলাইয়া ‡ প্রভু আইলেন ঘরে॥

আদিখণ্ডে জগদীশ-হিরণ্যের ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা প্রভু শ্রীহরিবাসরে॥
আদিখণ্ডে শিশু-ছলে করিয়া ক্রন্দন।
বোলাইলা সর্ব্বমুখে শ্রীহরিকীর্ত্তন॥
আদিখণ্ডে লোকবর্জ্জ্য হাণ্ডীর আসনে।
বসিয়া মায়েরে তত্ত্ব কহিলা আখ্যানে *॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের চাঞ্চল্য অপার।
শিশুগণ-সঙ্গে যেন গোকুল-বিহার॥
আদিখণ্ডে করিলেন আরম্ভ পড়িতে।
অল্পে অধ্যাপক হৈলা সকল-শাস্ত্রেতে॥
আদিখণ্ডে জগন্নাথমিশ্র-পরলোক।
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস শচীর দুই শোক॥
আদিখণ্ডে বিদ্যাবিলাসের মহারম্ভ।
পাষণ্ডী দেখয়ে যেন মূর্ত্তিমন্ত দম্ভ †॥
আদিখণ্ডে সকল পড়ুয়াগণ মেলি।
জাহ্নবীর তরঙ্গে নির্ভর-জলকেলি॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের সর্ব্বশাস্ত্রে জয়।
ত্রিভুবনে হেন নাহি, যে সম্মুখ হয়॥
আদিখণ্ডে বঙ্গদেশে প্রভুর গমন।
প্রাচ্যভূমি তীর্থ হৈল, পাই শ্রীচরণ॥
আদিখণ্ডে পূর্ব্ব-পরিগ্রহের বিজয়।
শেষে রাজপণ্ডিতের কন্যা-পরিণয়॥
আদিখণ্ডে বায়ু-দেহ-মান্দ্য ‡ করি ছল।
প্রকাশিলা প্রেমভক্তি-বিকার-সকল॥
আদিখণ্ডে সকল-ভক্তেরে শাক্তি § দিয়া।
আপনে ভ্রমেন মহা-পণ্ডিত হইয়া।

---

* 'প্রধানত্বে'। † 'ঈশ্বর'।
‡ 'ভাণ্ডাইয়া' ব 'ভ্রমাইয়া'

* 'আপনে'। † 'যম মূর্ত্তিমন্ত'।
‡ 'বায়ু-দেহে মান্দ্য'। § 'শক্তি'।

আদিখণ্ডে দিব্য-পরিধান দিব্য-সুখ।
আনন্দে ভাসেন শচী দেখি চাঁদ-মুখ॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ি-জয়।
শেষে করিলেন তার সর্ব্ব-বন্ধ-ক্ষয়॥
আদিখণ্ডে সকল-ভক্তেরে মোহ দিয়া।
সেইখানে প্রভু ভ্রমে' * সভারে ভাণ্ডিয়া॥
আদিখণ্ডে গয়া গেলা বিশ্বম্ভর-রায়।
ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করিলা যথায়॥
আদিখণ্ডে আছে কত অনন্ত-বিলাস।
কিছু শেষে বর্ণিবেন মহামুনি † ব্যাস॥
বাল্যলীলা আদি করি যতেক প্রকাশ।
গয়ার অবধি আদিখণ্ডের বিলাস॥
মধ্যখণ্ডে বিদিত হইলা গৌর-সিংহ।
চিনিলেন যত সব চরণের ভৃঙ্গ॥
মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতাদি-শ্রীবাসের ঘরে।
ব্যক্ত হৈলা বসি বিষ্ণু-খট্টার উপরে॥
মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-সঙ্গে দরশন।
একঠাঞি দুই ভাই করিলা কীর্ত্তন॥
মধ্যখণ্ডে ষড়্‌ভুজ দেখিলা নিত্যানন্দ।
মধ্যখণ্ডে ‡ অদ্বৈত দেখিলা বিশ্ব-অঙ্গ §॥
নিত্যানন্দ-ব্যাস-পূজা কহি মধ্যখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দা করে পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে॥
মধ্যখণ্ডে হলধর হৈলা গৌরচন্দ্র।
হস্তে হল মুষল দিলেন নিত্যানন্দ॥
মধ্যখণ্ডে দুই অতি-পাতকি-মোচন।
'জগাই' 'মাধাই' নাম বিখ্যাত-ভুবন॥

মধ্যখণ্ডে কৃষ্ণ রাম—চৈতন্য নিতাই।
শ্যাম-শুক্লরূপ দেখিলেন শচী আই *॥
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের মহা-পরকাশ।
সাতপ্রহরিয়া ভাব ঐশ্বর্য্য-বিলাস॥
সেই দিন অমায়ায় কহিলেন কথা।
যে যে সেবকের জন্ম ছিল যথাযথা॥
মধ্যখণ্ডে বৈকুণ্ঠের নাথ † নারায়ণ।
নগরেনগরে কৈলা আপনে কীর্ত্তন॥
মধ্যখণ্ডে কাজির ভাঙ্গিয়া ঘর দ্বার।
নিজশক্তি প্রকাশিয়া কীর্ত্তন অপার॥
পলাইল কাজি প্রভু-গৌরাঙ্গের ডরে।
স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন করে নগরেনগরে॥
মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু বরাহ হইয়া।
নিজতত্ত্ব মুরারিরে কহিলা গর্জ্জিয়া॥
মধ্যখণ্ডে মুরারির স্কন্ধে আরোহণ।
চতুর্ভুজ হৈয়া কৈলা অঙ্গনে ভ্রমণ॥
মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বরের তণ্ডুল-ভোজন।
মধ্যখণ্ডে নানা কাচ ‡ হৈলা নারায়ণ॥
মধ্যখণ্ডে গৌরচন্দ্র রুক্মিণীর বেশে।
নাচিলেন, স্তন পিল যত সব দাসে §॥
মধ্যখণ্ডে মুকুন্দের দণ্ড সঙ্গদোষে।
শেষে অনুগ্রহ কৈলা পরম সন্তোষে॥
মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু নিশায়ে কীর্ত্তন।
বৎসরেক নবদ্বীপে কৈল অনুক্ষণ॥
মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে কৌতুক।
অজ্ঞজনে বুঝে যেন কলহ-স্বরূপ॥

---

* 'বুলে প্রভু'।
† 'মহাপ্রভু' বা 'মহাপ্রভুর'।
‡ 'মহামূর্ত্তো'। § 'বিশ্ব-রঙ্গ'।

* 'মাই'।
† 'বৈকুণ্ঠ-নায়ক'। ‡ 'ছান্দ'।
§ 'সকল সেবকে' বা 'সেবক অবশেষে'।

মধ্যখণ্ডে জননীর লক্ষ্যে ভগবান।
বৈষ্ণবাপরাধ করাইলা সাবধান॥
মধ্যখণ্ডে সকল বৈষ্ণব জনেজনে।
সভে বর পাইলেন করিয়া স্তবনে॥
মধ্যখণ্ডে প্রসাদ পাইল হরিদাস।
শ্রীধরের জল-পান কারুণ্য-প্রকাশ *॥
মধ্যখণ্ডে সকল-বৈষ্ণব করি সঙ্গে।
প্রতিনিশা † জাহ্নবীতে জলকেলি রঙ্গে॥
মধ্যখণ্ডে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
অদ্বৈতের গৃহে গিয়াছিলা কোন রঙ্গে॥
মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতেরে করি বহু দণ্ড ‡।
শেষে অনুগ্রহ কৈলা § পরম-প্রচণ্ড॥
মধ্যখণ্ডে চৈতন্য নিতাই—কৃষ্ণ রাম।
জানিলা মুরারি গুপ্ত মহাভাগ্যবান্॥
মধ্যখণ্ডে দুইভাই চৈতন্য নিতাই।
নাচিলেন শ্রীবাস-অঙ্গনে এক ঠাঞি॥
মধ্যখণ্ডে শ্রীবাসের মৃত-পুত্র মুখে।
জীব-তত্ত্ব কহাইয়া ঘুচাইল দুঃখে॥
চৈতন্যের অনুগ্রহে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
পাসরিলা পুত্র-শোক জগতে ॥ বিদিত॥
মধ্যখণ্ডে গঙ্গায়ে পড়িলা ক্রুদ্ধ হৈয়া।
নিত্যানন্দ হরিদাস আনিলা তুলিয়া॥
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র।
ব্রহ্মার দুর্লভ নারায়ণী পাইলা মাত্র॥
মধ্যখণ্ডে সব-জীব-উদ্ধার কারণে।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু করিলা গমনে॥

* 'বিলাস'। † 'প্রতিদিন'। ‡ 'করিল বহু দণ্ড বা' 'করিল উদ্দণ্ড'। § 'হৈলা'। ॥ 'সভারে'।

কীর্ত্তন করিয়া আদি, অবধি সন্ন্যাস।
এই হৈতে কহি মধ্যখণ্ডের বিলাস॥
মধ্যখণ্ডে আছে আর কত কোটি লীলা।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সকল খেলা॥
শেষখণ্ডে বিশ্বম্ভর করিলা সন্ন্যাস।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম তবে পরকাশ॥
শেষখণ্ডে শুনি প্রভুর শিখার মুণ্ডন।
বিস্তর করিলা প্রভু অদ্বৈত ক্রন্দন॥
শেষখণ্ডে শচী-দুঃখ অকথ্য-কথন।
চৈতন্য-প্রভাবে * সভার রহিল জীবন॥
(শেষখণ্ডে সন্ন্যাস করিয়া গৌরচন্দ্র।
চলিলেন নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠীসঙ্গ॥)
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিলেন, মত্তসিংহ † পরম প্রচণ্ড॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গিয়া নীলাচলে।
আপনে লুকাই রহিলেন কুতূহলে ‡॥
সার্ব্বভৌম-প্রতি আগে করি উপহাস §।
শেষে সার্ব্বভৌমেরে ষড়্ভুজ-প্রকাশ॥
শেষখণ্ডে প্রতাপরুদ্রেরে পরিত্রাণ।
কাশীমিশ্র-গৃহেতে করিলা অধিষ্ঠান॥
দামোদরস্বরূপ, পরমানন্দপুরী।
শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী॥
শেষখণ্ডে প্রভু পুন আইলা ॥ গৌড়দেশে।
মথুরা দেখিব করি ¶ আনন্দবিশেষে।
আসিয়া রহিলা বিদ্যাবাচস্পতি-ঘরে।
তবে আইলেন প্রভু কুলিয়া-নগরে॥

* 'প্রসাদে'। † 'বলরাম'। ‡ '...নীলাচলে গিয়া। রহিলেন সিন্ধুতীরে আপনে লুকাইয়া'। § 'পরিহাস'। ॥ 'গেলা' ¶ 'বলি'।

অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গেলা দেখিবারে।
শেষখণ্ডে সর্ব্বজীব পাইলা উদ্ধারে ॥
শেষখণ্ডে মধুপুরী দেখিতে চলিলা।
কথো দূর গিয়া প্রভু নিবৃত্ত হইলা ॥
শেষখণ্ডে পুন আইলেন নীলাচলে।
নিরন্তর ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকোলাহলে * ॥
গৌড়দেশে নিত্যানন্দস্বরূপে পাঠাঞা।
রহিলেন নীলাচলে কথো জন লৈয়া ॥
শেষখণ্ডে রথের সম্মুখে ভক্ত-সঙ্গে।
আপনে করিলা নৃত্য আপনার রঙ্গে ॥
শেষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌররায়।
ঝারিখণ্ড দিয়া পুন গেলা মথুরায় ॥
শেষখণ্ডে রামানন্দরায়ের উদ্ধার।
শেষখণ্ডে মথুরায় অনেক বিহার ॥
শেষখণ্ডে শ্রীগৌরসুন্দর মহাশয়।
দবীরখাসেরে প্রভু দিলা পরিচয় ॥
প্রভু চিনি দুই-ভাইর বন্ধ-বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন 'রূপ' 'সনাতন' ॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী।
না পাইল দেখা যত নিন্দুক সন্ন্যাসী ॥
শেষখণ্ডে পুন নীলাচলে আগমন।
অহর্নিশ করিলেন হরিসঙ্কীর্ত্তন ॥

শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ কথোক দিবসে।
করিলেন পৃথিবীর পর্য্যটন-রসে ॥
অনন্ত-চরিত্র কেহো বুঝিতে না পারে।
চরণে নূপুর সর্ব্ব-মথুরা বিহরে ॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ পানীহাটী-গ্রামে।
চৈতন্য-আজ্ঞায় ভক্তি করিলেন দানে ॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ মহা-মল্ল-রায়।
বণিকাদি উদ্ধারিলা পরম-কৃপায় ॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র মহা-মহেশ্বর।
নীলাচলে বাস অষ্টাদশ-সংবৎসর * ॥
শেষখণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত-বিলাস।
বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস † ॥
যে-তে-মতে চৈতন্যের গাইতে মহিমা !
নিত্যানন্দ-প্রীত বড়, তার নাহি সীমা ॥
ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র ! আমারে শরণ ‡ ॥
এই যে কহিল সূত্র সংক্ষেপ করিয়া।
তিন খণ্ড আরম্ভিব ইহাই গাইয়া ॥
আদিখণ্ড-কথা ভাই ! শুন একচিতে।
শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হৈল যেন-মতে ॥
চিন্তিয়া চৈতন্যচান্দের চরণ-কমল।
বৃন্দাবনদাস গান চৈতন্যমঙ্গল ॥ §

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে লীলা-সূত্রবর্ণনং
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

* 'কুতুহলে'।

* অধিকাংশ পুঁথিতে 'অষ্টাবিংশতি বৎসর' এইরূপ পাঠ আছে, তাহা অসঙ্গত বোধে পরিত্যক্ত হইল।
† 'বর্ণিবেন প্রভু ব্যাস'। ‡ 'সেবন'।
§ প্রতি অধ্যায়ের শেষে 'চিন্তিয়া' হইতে 'মঙ্গল' পর্য্যন্ত দুইটী চরণের পরিবর্ত্তে কোন কোন পুস্তকে এরূপ পাঠও পরিলক্ষিত হয়। যথা,—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জয়জয় মহাপ্রভু * শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জগন্নাথপুত্র মহা-মহেশ্বর † ॥
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।
জয়জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের শরণ ॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয়জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥
পুন ভক্ত-সঙ্গে প্রভু-পদে নমস্কার।
স্ফুরুক্ জিহ্বায় গৌরচন্দ্র-অবতার ॥
জয়জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয়জয় শ্রীসেবাবিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥
অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব দুই প্রভু আর ভক্ত।
তথাপি কৃপায় তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত ॥
'ব্রহ্মাদির স্ফূর্ত্তি হয় কৃষ্ণের কৃপায়'।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদে ভাগবতে এই গায় ॥

তথাহি (ভা০ ২।৪।২২)—

"প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাঽজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্ ॥" ১ ॥ ইতি।

টীকা।

পুরা—কল্পাদৌ, অজস্য হৃদি, সতীং—সৃষ্টীবিষয়াং স্মৃতিং বিতন্বতা যেন, প্রচোদিতা—প্রেরিতা সতী, সরস্বতী—বেদরূপা, তস্য মুখতঃ কিল প্রাদুর্ভূতা। স্বানি লক্ষণানি—শিক্ষাদিযুক্তানি, যস্যাঃ সা; অথবা, স্বং—শ্রীকৃষ্ণং, লক্ষয়তি—উপাস্যত্বেন দর্শয়তীতি সা; "ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ" ইতি শ্রীভগবদুক্তেঃ। ঋষীণাং—জ্ঞানপ্রধানানাম্, ঋষভঃ—শ্রেষ্ঠঃ ॥ ১ ॥

* 'জয় জয় জয় প্রভু'। ‡ 'জয় জয় জগন্নাথ প্রভু মহেশ্বর'।

অনুবাদ।

যিনি কল্পারম্ভকালে ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টি-বিষয়িণী স্মৃতি-শক্তি বিস্তারিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রেরণায় সেই ব্রহ্মার বদন হইতে ভগবদ্ধর্ম্মপ্রদর্শিকা (স্বলক্ষণা—স্বং ভগবন্তং লক্ষয়তীতি তথাভূতা—বেদাত্মিকা) বেদবাণী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সেই ঋষিগণের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১ ॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হৈতে।
তথাপিহ শক্তি নাহি কিছুই দেখিতে ॥
তবে যবে সর্ব্ব-ভাবে লইলা শরণ।
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন ॥
তবে কৃষ্ণ-কৃপায় স্ফুরিলা সরস্বতী।
তবে সে জানিলা সর্ব্ব-অবতার-স্থিতি * ॥
হেন কৃষ্ণচন্দ্র দুর্জ্ঞেয়-অবতার।
তান কৃপা-বিনে কার্ শক্তি জানিবার ? ॥
অচিন্ত্য অগম্য কৃষ্ণ-অবতার-লীলা।
সেই ব্রহ্মা ভাগবতে আপনে কহিলা ॥

তথাহি (ভা০ ১০।১৪।২১)—

"কো বেত্তি ভূমন্! ভগবন্! পরাত্মন্!
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
কাহং কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥" ২ ॥ ইতি।

টীকা।

কো বেত্তীতি। ভূমন্—হে অপরিচ্ছিন্ন। ভগবন্—হে সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত। পরাত্মন্—হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! সর্ব্ব-

* 'তবে জানিলেন সর্ব্ব তত্ত্ব, তার স্থিতি'।

কারণস্বরূপেতি বা; যোগেশ্বর—হে স্বাভাবিকযোগশক্তে! সর্ব্বকালব্যাপক। ভবতঃ, ঊতীঃ,—লীলাঃ, অহো—বিস্ময়ে, ক, কথং বা, কতি বা স্যুঃ, ইতি কো বেত্তি? কিন্তু অপরিচ্ছিন্নত্বাৎ অপরিচ্ছিন্নানাং তাসাম্ আধারং, সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তত্বাৎ তাসাং প্রকারং, পরমাত্মত্বাৎ তাসাম্ ইয়ত্তাং, সর্ব্বকালব্যাপকত্বাৎ তদবসরম্ অপি ত্বমেব বেৎসী তাবৎ। তত্র সর্ব্বত্র হেতুঃ, যোগমায়াং—মহাস্বরূপশক্তিম্, ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।

হে অপরিচ্ছিন্ন! হে ভগবন্! হে পরমাত্মন্! হে যোগেশ্বর! তুমি তোমার স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে নানারূপে বিস্তারিত করিয়া লীলা করিয়া থাক। অহো! তোমার সেই সেই লীলা কোথায়, কেন, কত, আর কখনই বা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ত্রিভুবনের কোন্ ব্যক্তি জানিতে সক্ষম? ২ ॥

কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার্ শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাঁহার? ॥
তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কহে।
তাহা লিখি, যে নিমিত্তে অবতার হয়ে ॥

তথাহি (গী০ ৪।৭; ৮) অর্জ্জুনং প্রতি ভগবদ্বাক্যং—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। ৩ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" ৪ ॥ ইতি

টীকা।

অথ সম্ভবকালমাহ, যদেতি। যদা, ধর্ম্মস্য—বেদোক্তস্য, গ্লানিঃ—বিনাশঃ, অধর্ম্মস্য—তদ্বিরুদ্ধস্য অভ্যুত্থানম্—অভ্যুদয়ঃ, তদা অহম্ আত্মানং, সৃজামি—প্রকটয়ামি; ন তু নির্ণয়ে, তস্য পূর্ব্বসিদ্ধত্বাদিতি নাস্তি মৎসম্ভব-কাল-নিয়মঃ ॥ ৩ ॥

নন্বু তত্তদ্ভক্তা বাজর্ষয়োঽপি ধর্ম্মগ্লানিম্ অধর্ম্মাভ্যুত্থানঞ্চ অপনেতুং প্রভবন্তি, তাবতেঽর্থায় কিং সম্ভবসীতি চেৎ? অস্তি মদন্যদুষ্করং কার্য্যং, তদর্থং সম্ভবামীতি আহ, পরীতি। সাধূনাং—মদ্রূপ গুণানিরতানাং। মৎসাক্ষাৎকারমাকাঙ্ক্ষতাং তেন বিনাতিব্যগ্রাণাং, তদ্বিরহজ্বরূপাৎ দুঃখাৎ পরিত্রাণায়াতিমনোজ্ঞস্বরূপসাক্ষাৎকারেণ; তথা, দুষ্কৃতাং—দুষ্টকর্ম্মকারিণাং মদন্যৈরবধ্যানাং দশগ্রীব-কংসাদীনাং তাদৃগ্ ভক্তদ্রোহিণাং, বিনাশায়; ধর্ম্মস্য—মদেকার্চ্চন-ধ্যানাদিলক্ষণস্য শুদ্ধভক্তিযোগস্য বৈদিকস্যাপি মদিতরৈ প্রচারয়িতুমশক্যস্য, সংস্থাপনায়—সম্প্রচারায়; ইত্যেতৎ ত্রয়ং মৎসম্ভবস্য কারণমিতি। যুগে যুগে তত্তৎ সময়েন চ দুষ্টবধেন হরৌ ন বৈষম্যং, তেন দুষ্টানাং মোক্ষানন্দলাভে সতি তস্যানুগ্রহরূপত্বেন পরিণামাৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।

ভরত-বংশাবতংস অর্জ্জুন! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়া থাকে আমি তখন তখনই আপনাকে সৃজন করিয়া থাকি—প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হই ॥ ৩ ॥

সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন মানসে আমি যুগে যুগে জগতে আবির্ভূত হই ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ—

ধর্ম্ম-পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রভাবতা * বাঢ়ে দিনেদিনে ॥
সাধুজন-রক্ষা দুষ্ট-বিনাশ কারণে।
ব্রহ্মা-আদি প্রভুর পা'য় করেন বিজ্ঞাপনে ॥
তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে ॥
কলিযুগে ধর্ম্ম হয় 'হরিসংকীর্ত্তন'।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥

* 'প্রবলতা'।

এই কহে ভাগবতে সর্ব্ব-তত্ত্ব-সার।
কীর্ত্তন-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র-অবতার'॥

তথাহি [ভা০ ১১।৫।৩১ ; ৩২]—
"ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ! স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥ ৫॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"৬ ইতি।

টীকা।

ইতীতি। শ্লোকোঽয়মগূঢ়ার্থঃ॥ ৫॥

নিমিনৃপেণ পৃষ্টঃ করভাজনযোগী সত্যাদিযুগাবতারা-নুক্ত্বা "কলাবপি তথা শৃণু" (ভা০ ১১।৫।৩১) ইতি তমবধাপয়ন্নাহ, কৃষ্ণেতি। সুমেধসঃ পুরুষাঃ কলাবপি হরিং যজন্তি। কৈঃ? ইত্যাহ, সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ যজ্ঞৈঃ—অর্চ্চাবিধিভিরিতি। তং কীদৃশম্? ইত্যাহ, কৃষ্ণো বর্ণো রূপং যস্যান্তরিতি শেষঃ; "বর্ণো দ্বিজাদিশুক্লাদি-যশোগুণকথাসু চ।" ইতি মেদিনী। ত্বিষা অকৃষ্ণং— "শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।" (ভা০ ১০।৮।১৩) ইতি গর্গোক্তিপারিশেষ্যাৎ বিদ্যুদ্গৌরকান্তিক-মিত্যর্থঃ। অঙ্গেতি—নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ, উপাঙ্গেতি— শ্রীবাসপণ্ডিতাদয়ঃ, অস্ত্রাণি—অবিদ্যাবনচ্ছেত্তৃত্বাৎ তৎ-সমানি ভগবন্নামানি, পার্ষদাঃ—শ্রীগদাধরগোবিন্দাদয়ঃ, তৈঃ সহিতম্, ইতি মহাবলিত্বমস্য ব্যজ্যতে। গর্গবাক্যে পীত-ইতি প্রাচীনতদবতারাপেক্ষয়া। অয়মবতারঃ শ্বেতবারাহ-কল্পগতাষ্টাবিংশতিতমবৈবস্বতমন্বন্তরীয়কলৌ বোধ্যঃ, তত্রত্যে শ্রীচৈতন্যে এব পদ্যোক্তধর্ম্মাণাং দর্শনাৎ; অন্যেষু কলিষু তু কচিচ্ছ্যামত্বেন কাপি শুকপত্রাভত্বেন বাবতারস্যোক্তেঃ স চ স চ তদাবিষ্টো জীববিশেষ ইতি "প্রত্যক্ষরূপধৃক্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।" (বিষ্ণুধর্ম্মে) ইত্যাদিবাক্যং তদ্বিষয়ম্। তদ্বাভিজ্ঞঃ সুমেধসস্তু "ছন্নঃ কলৌ যদভবঃ" (ভা০ ৭।৯।৩৮) "শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ", "কলাবপি তথা শৃণু" ইত্যাদি বাক্যভাববিদো বোধ্যাঃ। ছন্নত্বং—প্রেয়সী-ভিবাবৃতত্বম্। বৃহন্নারদীয়ে চৈবমুক্তম—"অহমেব কলৌ বিপ্র! নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ। [illegible] রক্ষামি সর্ব্বথা॥" ইতি। শ্রুতিশ্চৈতদভিপ্রৈতি—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।" ইত্যাদিনা মুণ্ডকে (৩।১।৩), "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।" ইতি শ্বেতাশ্বতরাণামুপনিষদি চ (৩,১২)। যত্তু দ্বাপরেঽপি কচিৎ স্কান্দে হরিবংশে চ পীতত্বমুক্তং তদপি কাদাচিৎকমস্তু, হরেরনাদ্যবতারত্বাৎ॥ ৬॥

অনুবাদ।

পৃথ্বীনাথ! দ্বাপরযুগে সকলে এই (পূর্ব্বোক্ত-রূপ) বলিয়া জগদীশ্বরের স্তব করিয়া থাকেন। কলিযুগেও সকলে নানাবিধ তন্ত্রের বিধান-অনুসারে যেরূপে তাঁহার স্তব করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন॥ ৫॥

যাঁহার বর্ণ ভিতরে কৃষ্ণ, কিন্তু বাহিরের কান্তি অকৃষ্ণ (বিদ্যুতের ন্যায় গৌরবর্ণ), সুমেধাগণ সঙ্কীর্ত্তন-বহুল যজ্ঞ (পূজাবিধি) দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। আর সেই সঙ্গে তাঁহার অঙ্গ (অঙ্গতুল্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভু), উপাঙ্গ (অঙ্গের অঙ্গ তুল্য শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি), অস্ত্র (অবিদ্যাবনচ্ছেদক অস্ত্রতুল্য ভগবানের নাম), আর পার্ষদগণের (শ্রীগদাধর শ্রীগোবিন্দ প্রভৃতিরও) অর্চ্চনা করেন॥ ৬॥

কলিযুগে সর্ব্ব-ধর্ম্ম * হরিসংকীর্ত্তন।
সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্য নারায়ণ॥
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্ব-পরিকরে॥
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্ব-পরিকর।
জন্ম লভিলেন সভে মানুষ-ভিতর॥

কি অনন্ত, কি শিব, বিরিঞ্চি, ঋষিগণ।
যত অবতারের পারিষদ আপ্তগণ * ॥
ভাগবত রূপে জন্ম হইল সভার।
কৃষ্ণ সে জানেন, যার অংশে জন্ম যার ॥
কারো জন্ম নবদ্বীপে, কারো চাটিগ্রামে।
কেহো রাঢ়ে, ওড্র-দেশে, শ্রীহট্টে, পশ্চিমে ॥
নানা-স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সভার মিলন ॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার ॥
নবদ্বীপ-হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্যগোসাঞি ॥
সর্ব্ববৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপগ্রামে।
কোনো মহাপ্রিয়ের সে জন্ম অন্যস্থানে ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত ॥
ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যাঁর।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব-প্রধান।
চৈতন্যবল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম ॥
চাটিগ্রামে হইল ইঁহাসভার প্রকাশ †।
বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস ॥
রাঢ়-মাঝে একচাকা-নামে আছে গ্রাম।
তহিঁ অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান ॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা, তানে করি পিতা-ব্যাজ ॥

কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-নাম ॥
মহা জয়জয়ধ্বনি পুষ্পবরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণে কৈলেন তখন ॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডলসকল।
পুনঃপুন বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল ॥
তিরোতে পরমানন্দ-পুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যাঁর সঙ্গে একত্রে বিলাস ॥
গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান * সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন শোচ্য দেশেতে ? ॥
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ কেনে জন্মায়েন দূরে ? ॥
যে যে দেশ গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত ॥
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহা-ভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া ॥
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার ॥
শোচ্য দেশে, শোচ্য কুলে, আপন-সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সভারে করে ত্রাণ ॥
যে দেশে যে কুলে বৈষ্ণব † অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষযোজন নিস্তরে ॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতিপুণ্য-তীর্থময় ॥
অতএব সর্ব্বদেশে নিজ-ভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য নারায়ণ ॥

* 'পার্ষদ ভক্তগণ' বা 'সেবক সর্ব্বজন'।
† 'হইলা ইহানা পরকাশ'।

* 'পুণ্যাশ্রম' বা 'পুণ্য গ্রাম'।
† 'ভাগবত'

নানা-স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সভার হইল মিলন॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার॥
নবদ্বীপ-হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥
অবতরিবেন প্রভু * জানিঞা বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥
নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে?
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ † লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে ‡ একো জাতি লক্ষলক্ষ।
সরস্বতীদৃষ্টিপাতে § সভে মহাদক্ষ॥
সভে 'মহা-অধ্যাপক' করি গর্ব্ব ধরে।
বালকে-হো ভট্টাচার্য্য-সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পঢ়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পঢ়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষকোটি অধ্যাপক—নাহিক নির্ণয়॥
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥

দম্ভ * করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি † করয়ে কেহো দিয়া বহুধনে॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে॥
যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারা-হো না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পঢ়াইয়া সভে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে বন্ধি ‡ মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম—কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানী।
তা'সভার মুখে-হ নাহিক হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয়॥
গীতা-ভাগবত যে যে জনে বা পঢ়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় §॥
এইমত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি, ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥
"কেমতে এসব জীব পাইব উদ্ধার।
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার॥
বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান"॥
স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণের কথন॥

* 'অবতরি তারিবেন'।
† 'একেক ঘাটে লক্ষ লক্ষ'।
‡ 'ত্রিবিধ বয়সে'।
§ 'প্রসাদে'।

* 'কৃষ্ণ'।
† 'পুতলি', 'পাতালি', 'পাত্রী' বা 'পাতানী'।
‡ 'বন্দী'।
§ 'ভক্তি ব্যাখ্যা নাহি তা সভার জিহ্বায়'।

সভে মেলি জগতেরে করে আশীর্ব্বাদ।
"শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র করো সভারে প্রসাদ॥"
সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
'অদ্বৈত-আচার্য্য' নাম সর্ব্বলোকে ধন্য॥
জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র-পরচার।
সর্ব্বত্র বাখানে 'কৃষ্ণপদ-ভক্তি সার'
তুলসীমঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা-কুতূহলে॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥
যে প্রেমার হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণ নাথ।
ভক্তিবশে আপনেই হইলা সাক্ষাত॥
অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য।
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য॥
এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগ-শূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা-উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহলে।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে *॥
কৃষ্ণশূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষে অদ্বৈত বড় পায় মনে দুঃখ॥
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য-হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥

* 'শ্রবণ-মঙ্গলে'।

"মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার॥
তবে ত 'অদ্বৈত সিংহ' আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠ-বল্লভ যদি দেখাঙ এথাঞি॥
আনিঞা বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাইব সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া॥"
নিরবধি এইমত সঙ্কল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র * একচিত্ত হৈয়া॥
'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য-অবতার'।
সেই প্রভু কহিয়া আছেন † বারবার॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস॥
সর্ব্বকাল চারি ভাই গায় 'কৃষ্ণ'-নাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান॥
নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়।
পূর্ব্বেই জন্মিলা সভে ঈশ্বর-আজ্ঞায় ‡॥
শ্রীচন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ।
শ্রীমান, মুরারি, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস॥
একেএকে বলিতে হয় পুস্তক-বিস্তার।
কথার প্রস্তাবে নাম লইব জানি যার॥
সভেই স্বধর্ম্ম-পর সভেই উদার।
কৃষ্ণভক্তি বিনে কেহো না জানয়ে আর॥
সভে করে সভারে বান্ধব-ব্যবহার।
কেহ কারো না জানেন নিজ-অবতার॥
বিষ্ণুভক্তিশূন্য দেখি সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সভাকার॥

* 'শ্রীকৃষ্ণপদ'।
† 'আপনে কহিলা'।
‡ 'আগি চৈতন্য-আজ্ঞায়'

কৃষ্ণকথা শুনিবেক হেন নাহি জন।
আপনা-আপনি সভে করেন কীর্ত্তন ॥
দুই চারি দণ্ড থাকি অদ্বৈত-সভায়।
কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে সভার দুঃখ যায় ॥
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি, করয়ে ক্রন্দন ॥
সকল বৈষ্ণব মেলি আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণিমাত্র কারে কেহো নারে বুঝাইতে ॥
দুঃখ ভাবি অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণবগণে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেনে বা কীর্ত্তন ?
কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সঙ্কীর্ত্তন ?
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-রসে *।
সকল পাষণ্ড মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে' ॥
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ-ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চ-স্বরে ॥
শুনিঞা পাষণ্ডী বোলে—"হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ † ॥
মহা-তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে, প্রমাদ নদীয়ার ॥"
কেহো বোলে "এ বামনে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাই নিঞা স্রোতে ‡ ॥
এ বামনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল ॥"
এইমত বোলে যত § পাষণ্ডীর গণ।
শুনি 'কৃষ্ণ' বলি কান্দে ভাগবতগণ ॥

শুনিঞা অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই সর্ব্ববৈষ্ণবেরে বোলে ॥
"শুন শ্রীনিবাস! গঙ্গাদাস! শুক্লাম্বর!
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন-গোচর ॥
সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ, আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা' সভা লৈয়া ॥
যবে নাহি পারোঁ তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ, চক্র লইমু হাথে ॥
পাষণ্ডী কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস ॥"
এই মত অদ্বৈত বোলেন অনুক্ষণ।
সংকল্প করিয়া পূজে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥
ভক্তসব নিরবধি একচিত্ত হৈয়া।
পূজে কৃষ্ণপাদপদ্ম ক্রন্দন করিয়া ॥
সর্ব্ব-নবদ্বীপে ভ্রমে' ভাগবতগণ।
কোথাহ না শুনে ভক্তিযোগের কথন ॥
কেহো দুঃখে চাহে নিজ শরীর এড়িতে *।
কেহো 'কৃষ্ণ' বলি শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে ॥
অন্ন ভালমতে কারো না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে ॥
ছাড়িলেন ভক্তগণ সর্ব্ব-উপভোগ।
অবতরিবারে প্রভু † করিলা উদ্যোগ ॥
ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম ‡ ॥
মাঘমাসে শুক্লা-ত্রয়োদশী শুভদিনে §।
পদ্মাবতীগর্ভে একচাকা-নামে গ্রামে ॥

---

* 'আশে'। † 'উজাড়'।
‡ 'ফেলাইমু স্রোতে'। § 'পাপ'।

* 'ছাড়িতে'। † 'কৃষ্ণ'।
‡ 'নাম'। § 'ক্ষণে'।

হাড়াই-পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব-পিতা, তানে করি পিতা-ব্যাজ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তগণ-প্রাণ বলরাম *।
অবতীর্ণ হৈলা, ধরি নিত্যানন্দ নাম॥
মহা জয়জয়ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিলা তখন॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
বাঢ়িতে লাগিল পুনঃপুন সুমঙ্গল॥
যে প্রভু পতিত-জন-নিস্তার করিতে।
অবধূত-বেশ ধরি ভ্রমিলা জগতে॥
অনন্তের প্রকাশ হইলা হেন-মতে।
এবে শুন, কৃষ্ণ অবতীর্ণ যেন-মতে॥

নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব-প্রায় তেঁহো স্বধর্ম্মে † তৎপর॥
উদার-চরিত্র তেঁহো ব্রহ্মণ্যের সীমা ‡।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥
কি কশ্যপ, দশরথ, বসুদেব, নন্দ।
সর্ব্বময়-তত্ত্ব জগন্নাথমিশ্রচন্দ্র॥
তান পত্নী শচী-নাম মহা-পতিব্রতা।
মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা॥
বহু কন্যা-পুত্রের হইল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ॥
বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি যেন অভিন্ন-মদন।
দেখি হরষিত দুই ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণ॥
জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের হইলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল-শাস্ত্রেতে হৈল স্ফূর্ত্তি॥
বিষ্ণুভক্তি-শূন্য হৈল সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্ম্ম তিরোভাব হৈলে প্রভু অবতরে।
'ভক্ত সব দুঃখ পায়' জানিঞা অন্তরে॥
তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান।
শচী-জগন্নাথ-দেহে হৈল অধিষ্ঠান॥
জয়জয়ধ্বনি হৈল অনন্ত-বদনে।
স্বপ্নপ্রায় জগন্নাথমিশ্র শচী * শুনে॥
মহা-তেজ-মূর্ত্তি হইলেন দুই-জনে।
তথাপিহ লখিতে না পারে অন্য-জনে॥
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিঞা।
ব্রহ্মা-শিব-আদি স্তুতি করেন আসিয়া॥
অতি-মহা-বেদ-গোপ্য এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা॥
ভক্তি করি ব্রহ্মাদি-দেবের শুন স্তুতি।
যে গোপ্য শ্রবণে † হয় কৃষ্ণে রতি মতি॥
"জয়জয় মহাপ্রভু জনক সভার।
জয়জয় সঙ্কীর্ত্তন-হেতু অবতার॥
জয়জয় বেদ-ধর্ম্ম-সাধু-বিপ্রপাল।
জয়জয় অভক্ত-মদন-‡ মহাকাল॥
জয়জয় সর্ব্ব-সত্যময়-কলেবর।
জয়জয় ইচ্ছাময় মহা-মহেশ্বর॥

---

* 'কৃপাসিন্ধু...বলরাম' এই অংশটুকু একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে নাই। তাহাতে 'অবতীর্ণ হৈলা' হইতে পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। যথা—

"অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম।
মহা জয়জয়ধ্বনি পুষ্প-বরিষণ॥
সংগোপে দেবতাগণ কহিলা তখন।
'আমাদের ভাগ্যে প্রভু লভিলা জনম'॥"

† 'ধর্ম্মেতে'। ‡ 'ব্রাহ্মণের সেই সীমা'।

* 'জগন্নাথ শচীদেবী'। † 'স্মরণে'। ‡ 'দমন'।

যে তুমি অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডের বাস।
সে তুমি শ্রীশচী-গর্ভে করিলা প্রকাশ॥
তোমার যে ইচ্ছা, কে বুঝিতে তার পাত্র?
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তোমার লীলা মাত্র॥
সকল সংসার যাঁর ইচ্ছায় সংহারে'।
সে কি কংস-রাবণ বধিতে বাক্যে নারে?
তথাপিহ দশরথ-বসুদেব-ঘরে।
অবতীর্ণ হইয়া বধিলা * তা'সভারে॥
এতেকে কে বুঝে প্রভু তোমার কারণ?
আপনি সে জান তুমি আপনার মন॥
তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার॥
তথাপিহ তুমি সে আপনে অবতরি।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম বুঝাও পৃথিবী †ধন্য করি॥
সত্য-যুগে তুমি প্রভু শুভ্র-বর্ণ ধরি।
তপোধর্ম্ম বুঝাও আপনে তপ করি॥
কৃষ্ণাজিন, দণ্ড, কমণ্ডলু, জটা ধরি।
ধর্ম্ম স্থাপ' ব্রহ্মচারি-রূপে অবতরি॥
ত্রেতা-যুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হই যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞ-ধর্ম্ম॥
স্রুক্-স্রুব-হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া।
সভারে লওয়াও যজ্ঞ, যাজ্ঞিক হইয়া॥
দিব্য-মেঘ-শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা-ধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরেঘরে॥
পীতবাস-শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি।
পূজা কর, মহারাজ-রূপে অবতরি॥

কলি-যুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদগোপ্য সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম॥
কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার?
মৎস্য-রূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহর।
কূর্ম্ম-রূপে তুমি সব-জীবের আধার॥
হয়গ্রীব-রূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদি-দৈত্য দুই 'মধু' 'কৈটভ' সংহার॥
শ্রীবরাহ-রূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
নরসিংহ-রূপে কর হিরণ্য-বিদার॥
বলি ছল' অপূর্ব্ব-বামন-রূপ হই।
পরশুরাম-রূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী॥
রামচন্দ্র-রূপে কর রাবণ-সংহার।
হলধর-রূপে কর অনন্ত-বিহার॥
বুদ্ধ-রূপে দয়া-ধর্ম্ম করহ প্রকাশ।
কল্কী-রূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ॥
ধন্বন্তরি-রূপে কর অমৃত প্রদান।
হংস-রূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান॥
শ্রীনারদ-রূপে বীণা ধরি কর গান।
ব্যাস-রূপে কর নিজ-তত্ত্বের ব্যাখ্যান॥
সর্ব্ব-লীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী করি সঙ্গে।
কৃষ্ণ-রূপে গোকুলে করিলা * বহু-রঙ্গে॥
এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি।
কীর্ত্তন করিবা সর্ব্বশক্তি † পরচারি॥
সঙ্কীর্ত্তনে পূর্ণ হৈব সকল-সংসার।
ঘরেঘরে হৈব প্রেম-ভক্তি-পরচার॥

* 'বধো'।
† 'আপনি'।

* 'বিহর গোকুলে'।
† 'ভক্তি'।

কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ-প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবে মিলিয়া সর্ব্ব-দাস ॥
যে তোমার পাদপদ্মে ধ্যান নিত্য করে।
তা'সভার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে ॥
পদতালে * খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্রে দশদিগ হয় সুনির্ম্মল ॥
বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন নাশ।
হেন যশ, হেন নৃত্য, হেন তোর দাস ॥

তথাহি পদ্ম-পুরাণে—

"পদ্ভ্যাং ভূমেদ্দিশো দৃগ্‌ভ্যাং
দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎসার্য্যতে রাজন্!
কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ ॥" ৭ ॥ ইতি। †

টীকা।

পদ্ভ্যামিতি। নৃত্যতো কৃষ্ণভক্তস্য পাদাদিভিঃ ক্রমাৎ ভূম্যাদেরমঙ্গলম্, উৎসার্য্যতে—বিনশ্যেত ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।

রাজন্! কৃষ্ণভক্ত যখন ভক্তিভরে নৃত্য করিতে থাকেন, তখন নানাপ্রকারে জগতের অমঙ্গল নাশ হইতে থাকে।—তাঁহার চরণ-যুগল ধরণীর, নেত্রদ্বয় দিক্‌সমূহের আর উভয় বাহু সুরপুরের অমঙ্গল উৎসারিত করিয়া দেন ॥ ৭ ॥

"সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাৎ হইয়া।
করিবা কীর্ত্তন-প্রেম ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া ॥
এ মহিমা প্রভু বলিবারে কার শক্তি।
তুমি বিলাইবা বেদগোপ্য বিষ্ণুভক্তি ॥
মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি।
আমিসব যে নিমিত্তে অভিলাষ করি ॥
জগতেরে প্রভু তুমি দিবা' হেন ধন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ ॥
যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্ব-যজ্ঞ পূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ ॥
এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয়।
যেন আমা'সভার দেখিতে ভাগ্য হয় ॥
এতদিনে গঙ্গার পূরিল মনোরথ।
তুমি ক্রীড়া * করিবে দেবীর † অভিমত ॥
যে তোমারে যোগেশ্বর-সভে দেখে ধ্যানে।
সে তুমি বিদিত হৈবা নবদ্বীপ-গ্রামে ॥
নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচী-জগন্নাথ-গৃহে যথা অবতার ॥"
এইমত ব্রহ্মাদি-দেবতা প্রতিদিনে।
গুপ্তে রহি ঈশ্বরের করেন স্তবনে ॥
শচীগর্ভে বৈসে সর্ব্ব-ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী-পূর্ণিমা আসি হইলা প্রকাশ ॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল ॥
সঙ্কীর্ত্তন-সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার ॥
ঈশ্বরের কর্ম্ম ‡ বুঝিবার শক্তি কা'র।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥

* 'পদতলে'।
† শ্রীহরিভক্তিবিলাসের অষ্টম-বিলাসে নৃত্যমাহাত্ম্য-প্রস্তাবে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে 'পদ্মপুরাণে' এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'হরিভক্তিসুধোদয়ে' (২০।৩৮) এবং শ্লোকটিও কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে লিখিত আছে। যথা—
"বহুধোৎসার্য্যতে হর্ষাৎ বিষ্ণুভক্তস্য নৃত্যতঃ।
পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশোঽক্ষিভ্যাং দোর্ভ্যাং চাহমঙ্গলং দিবঃ ॥"

* 'কৃপা'।
† 'যে চিত্ত'।
‡ 'শক্তি'।

সর্ব্ব-নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি শ্রীহরিকীর্ত্তন ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
'হরি বোল হরি বোল' বলি সবে ধায় ॥
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব্ব-নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায় ॥
অপূর্ব্ব-শুনিঞা সব ভাগবতগণ।
সভে বোলে "নিরন্তর হউক গ্রহণ ॥"
সভে বোলে "আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি, কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ ॥"
গঙ্গা স্নানে চলিলেন সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন ॥
কিবা শিশু, বৃদ্ধ, নারী, সজ্জন, দুর্জ্জন।
সভে 'হরি হরি' বোলে দেখিয়া গ্রহণ ॥
'হরি বোল হরি বোল' সবে এই শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি ॥
চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
জয়শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ ॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব-জগত-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন ॥*

ধানশী।

রাহু-কবল-ইন্দু, পরকাশ নাম-সিন্ধু,
কলি-মর্দ্দন বাজে বাণা।
পহুঁ ভেল প্রকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ,
জয়জয় পড়িল ঘোষণা ॥ ১ ॥

হে মাই! হে মাই! দেখত গৌরাঙ্গচন্দ্র।
নদীয়াক লোক-, শোক সব নাশল,
দিনেদিনে বাঢ়ল আনন্দ ॥ ২ ॥
দুন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
বাজয়ে বেণু-বিষাণা।
শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র, নিত্যানন্দ ঠাকুর,*
বৃন্দাবন দাস রস (গুণ) গানা ॥ ৩ ॥

ধানশী।

জিনিঞা রবি-কর, অঙ্গ মনোহর,
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন, ঈষত বঙ্কিম,
উপমা নাহিক বিচারি ॥ ধ্রু ॥
(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ, অবনী-মণ্ডলে,
চৌদিগে শুনিঞা উল্লাস।
এক হরি-ধ্বনি, আব্রহ্ম ভরি শুনি,
গৌরাঙ্গচাঁদের পরকাশ ॥ ১ ॥
চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষ পরিসর,
দোলয়ে তাঁহা বন-মাল।
চাঁদ-সুশীতল, শ্রীমুখ-মণ্ডল,
আজানু বাহু বিশাল ॥ ২ ॥

---

* কোন কোন পুঁথিতে এই পদ্যাংশের পরই অধ্যায়সমাপ্তি হইয়াছে। একখানি পুঁথিতে—

"শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের চরণযুগল।
বৃন্দাবন দাস গান চৈতন্যমঙ্গল ॥"

এইরূপে অধ্যায়-সমাপ্তি পরিজ্ঞাপক অতিরিক্ত পাঠও আছে। আর পরবর্ত্তী "রাহু-কবল ইন্দু" এবং "জিনিঞা রবিকর" প্রভৃতি দুইটী পদ তাহাতে নাই।

* 'শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ' মোর প্রভু রসানন্দ'।

দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্যধন্য,
উঠয়ে জয়জয় নাদ।
কোই * নাচত, আনন্দে গায়ত,
কলি হৈলা হরিষে-বিষাদ ॥ ৩ ॥
চারি বেদ-শির-, মুকুট চৈতন্য,
পামর মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, নিতাই ঠাকুর,
বৃন্দাবন দাস (তছু পদে) গানে ॥ ৪ ॥

পঠমঞ্জরী।

(একপদী)

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ।
দশ দিগে উঠিল আনন্দ ॥ ধ্রু ॥
রূপ কোটি মদন জিনিঞা।
হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিঞা ॥ ১ ॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি ॥ ২ ॥
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোভে।
সব-অঙ্গে জগ-মন লোভে ॥ ৩ ॥
দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ ॥ ৪ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ † জান।
বৃন্দাবনদাস গুণ ‡ গান ॥ ৫ ॥ (১)

নটমঙ্গল।

চৈতন্য অবতার, শুনিঞা দেবগণ রে,
উঠিল পরম মঙ্গল রে আ—॥ *
সকল-তাপ হর, শ্রীমুখ-চন্দ্র দেখি,
আনন্দে হইলা বিহ্বল রে আ—॥ ধ্রু ॥
অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি করি যত দেব,
সভেই নররূপ ধরি রে আ—।
গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি,
লখিতে কেহো নাহি পারি রে ॥ ১ ॥
দশ-দিগে ধায়, লোক নদীয়ায়,
বলিয়া উচ্চ হরি হরি রে আ—।
মানুষ দেব মিলি, এক-ঠাঞি কেলি,
আনন্দে নবদ্বীপ পূরি রে ॥ ২ ॥
শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে,
প্রণাম হইয়া পড়িলা রে আ—।
গ্রহণ-অন্ধকারে, লখিতে কেহো নারে,
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে ॥ ৩ ॥
কেহো পঢ়ে স্তুতি, কাহারো হাথে ছাতি,
কেহো চামর ঢুলায় রে আ—।
পরম-হরিষে, কেহো পুষ্প বরিষে,
কেহো নাচে, গায়, বা'য় রে † ॥ ৪ ॥
সকল শক্তি-সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র,
পাষণ্ড কিছুই না জান রে আ—।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ,
বৃন্দাবনদাস (রস) গান রে ॥ ৫ ॥

---

* 'কেহো' বা 'কেহো কেহো'।
† 'নিত্যানন্দচান্দ'।
‡ 'দাস তছু পদযুগে'।
(১) এই পদটী মুদ্রিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে দ্বাদশতরঙ্গে ৭৬৩ পৃষ্ঠায় আছে।

* কোন কোন পুঁথিতে 'রে আ—' নাই, কেবল 'রে' আছে।
† 'কেহো নাচে তাল গায় রে'।

মঙ্গল [পঞ্চম রাগ]।

দুন্দুভি ডিণ্ডিম, মঙ্গল জয় ধ্বনি, *
গায় মধুর রসাল † রে।
বেদের ‡ অগোচর, আজু ভেটব,
বিলম্বে নাহিক কাজ রে § ॥ ধ্রু ॥
আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল-কোলাহল,
সাজ, সাজ বলি সাজ রে।
বহুত পুণ্য-ভাগ্যে, চৈতন্য পরকাশ,
পাওল ¶ নবদ্বীপ মাঝ রে ॥ ১ ॥
অন্যোহন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘনে ঘন,
লাজ কেহো নাহি মান রে।
নদীয়া-পুরন্দর,— জনম-উল্লাসে ॥,
আপন পর নাহি জান রে ॥ ২ ॥

[গৌরাঙ্গ সুন্দর]

ঐছন কৌতুকে, আইলা নবদ্বীপে,
চৌদিগে শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গোরা-রস, বিহ্বোল-পরবশ,
চৈতন্য জয়জয় গান রে ॥ ৩ ॥
দেখিল শচী-গৃহে, গৌরাঙ্গ সুন্দরে,
একত্র যৈছে কোটী চান্দ রে।
মানুষ-রূপ ধরি, গ্রহণ-ছল করি,
বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে ॥ ৪ ॥

সকল-শক্তি-সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র,
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ-, চান্দ প্রভু জান,
বৃন্দাবন-দাস রস গান রে * ॥ ৫ ॥

(একপদী)

(প্রেম-ধন রতন পসার।
দেখ গোরাচাঁদের বাজার ॥)
হেনমতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার ॥
চতুর্দ্দিগে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গা-স্নানে 'হরি' বলি যায়েন ধাইয়া † ॥
যার মুখে এ জন্মেও নাহিক হরিনাম।
সেহো 'হরি' বলি ধায় করি গঙ্গা-স্নান ॥
দশ-দিগে পূর্ণ হই উঠে হরি-ধ্বনি।
অবতীর্ণ হই শুনি হাসে দ্বিজমণি ॥
শচী-জগন্নাথ দেখি পুত্রের শ্রীমুখ।
দুইজন হইলেন আনন্দ-স্বরূপ ॥
কি বিধি করিব ইহা, কিছুই না স্ফুরে।
আগেব্যথে ‡ নারীগণ জয়কার § পূরে ॥
ধাইয়া আইলা সভে যত আপ্তগণ।
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন ॥
শচীর জনক—চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রতিলগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর ॥

---

* 'মহা-বিজয়ধ্বনি'। † 'বিশাল'।
‡ 'বেদের'। § 'নাহি আর কাল রে'।
¶ 'উজল'। ॥ 'জনম-উল্লাস-জয়'।

* 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ
তাহে বৃন্দাবন-দাস গান রে'।

মুদ্রিত পুস্তকে এই পদের পর দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

† 'ডাকিয়া'।
‡ 'ব্যস্তে ব্যস্তে' বা 'আথেব্যথে'। § 'জয়জয়'।

মহারাজলক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি চক্রবর্ত্তী হইলা বিস্ময়ে॥
'বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক' হেন আছে।
বিপ্র বোলে "সেই বা জানিব*তাহা পাছে॥"
মহাজ্যোতির্ব্বিৎ বিপ্র সভার অগ্রেতে।
লগ্ন-অনুরূপ কথা † লাগিলা কহিতে—॥
"লগ্নে যত দেখি এই বালক-মহিমা।
রাজা হেন, বাক্যে তাঁরে দিতে নারি সীমা॥
বৃহস্পতি জিনিঞা হইব বিদ্যাবান।
অল্পেই হইব সর্ব্বগুণের নিধান॥"
সেইখানে বিপ্ররূপে ‡ এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্য কর্ম্ম কহয়ে কথন॥
বিপ্র বোলে "এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহা হৈতে সর্ব্বধর্ম্ম হইব স্থাপন॥
ইহা হইতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার।
এ শিশু করিব সর্ব্ব-জগত-উদ্ধার॥
ব্রহ্মা শিব শুক যাহা বাঞ্ছে § অনুক্ষণ।
ইহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্ব্বজন॥
সর্ব্বভূত-দয়ালু নির্ব্বেদ দরশনে ¶।
সর্ব্বজগতের প্রীত হইব ইহানে॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিব চরণ॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে কীর্ত্তি গাইব ইহান।
আদি বিপ্র ॥ এ শিশুরে করিব প্রণাম॥
ভাগবতধর্ম্মময় ইহান শরীর।
দেব-দ্বিজ-গুরু-পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত ধীর॥
বিষ্ণু যেন অবতরি লওয়ায়েন ধর্ম্ম।
সেইমত এ শিশু করিব সর্ব্ব-কর্ম্ম॥
লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান *।
কার্ শক্তি আছে তাহা করিতে আখ্যান?
ধন্য তুমি মিশ্র-পুরন্দর ভাগ্যবান।
যার এ নন্দন তারে রহুক প্রণাম॥
হেন কোষ্ঠী গণিলাঙ † আমি ভাগ্যবান।
'শ্রীবিশ্বম্ভর'-নাম হইব ‡ ইহান॥
ইহানে বলিব লোক 'নবদ্বীপচন্দ্র'।
এ বালক জানিহ কেবল পরানন্দ॥"
হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।
অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস॥
শুনি জগন্নাথ-মিশ্র পুত্রের আখ্যান।
আনন্দে বিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান॥
কিছু নাহি—সুদরিদ্র, তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণ ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে॥
সেই বিপ্র কান্দে জগন্নাথ-পা'য়ে ধরি।
আনন্দে সকল লোক বোলে 'হরিহরি'॥
দিব্য কোষ্ঠী শুনি যত বান্ধব সকল।
জয়জয় দিয়া সভে করেন মঙ্গল॥
ততক্ষণে আইলা সকল বাদ্যকার।
মৃদঙ্গ সানাঞি বংশী বাজয়ে অপার §॥
দেবস্ত্রীয়ে নরস্ত্রীয়ে না পারি চিনিতে।
দেবে নরে একত্র হইল ভালমতে॥
দেবমাতা সব্য ¶ হাথে ধান্য দূর্ব্বা লৈয়া।
হাসি ॥ দেন প্রভু-শিরে 'চিরায়ু' বলিয়া॥

---

* 'সেই রাজা জিনিব'। † 'কর্ম্ম'। ‡ 'নররূপে'।
§ 'ব্রহ্মা, শিব যাহা বাঞ্ছা করে'।
¶ 'মধুর-দরশনে'। ॥ 'বৃদ্ধ'।

* 'প্রতি লগ্ন যত কহে মঙ্গল ইহান'।
† 'গণিয়াও'। ‡ 'থুইব'। § 'বিশাল'।
¶ 'দেবনারী সকল' বা 'দেবমাতা সব'। ॥ 'আসি'।

চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ।
অতএব 'চিরায়ু' বলিয়া হৈল * হাস॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী সব শচী-দেবী† দেখে।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে কারো নাহি আইসে মুখে॥
শচীর চরণধূলি লয় দেবীগণ।
আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন॥
কি আনন্দ হইল সে জগন্নাথ-ঘরে।
বেদেতে অনন্তে তাহা বর্ণিতে না পারে ‡॥
ন-কেবল শচী-গৃহে, সর্ব্ব-নদীয়ায়।
যে আনন্দ হৈল, তাহা কহন না যায়॥
কি নগরে, কি চত্বরে, কিবা গঙ্গাতীরে।
নিরবধি লোকে 'হরিহরি' ধ্বনি করে॥
জন্মযাত্রা-মহোৎসব নিশায় গ্রহণে।
আনন্দে করেন, কেহো § মর্ম্ম নাহি জানে॥
চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি ¶ এ তিথির করে আরাধনা॥
পরম পবিত্র তিথি মুক্তি-স্বরূপিণী॥।
যহি অবতীর্ণ হইলেন \$ দ্বিজমণি॥
নিত্যানন্দ জন্ম মাঘ-শুক্লা-ত্রয়োদশী॥
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী-পৌর্ণমাসী॥
সর্ব্ব-যাত্রা-মঙ্গল এ দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্ব-শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণে ভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যাবন্ধন॥
ঈশ্বরের জন্মতিথি যেহেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরো সেইমত * তিথির চরিত্র॥
গৌরচন্দ্র-আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভো দুঃখ নাহি তার জন্মে বা মরণে॥
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি-ফল ধরে।
জন্মেজন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে॥
আদিখণ্ড-কথা বড় শুনিতে সুন্দর।
যহি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর॥
এ সব লীলার কভো নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ॥
চৈতন্যকথার আদি অন্ত নাহি দেখি।
তাহান কৃপায়ে যে বোলান তাহা লেখি॥
ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্রপদে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরচন্দ্রস্য কোষ্ঠীগণনাদিবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২ ॥

---

* 'সভার'। † 'আই'।
‡ 'বেদে অনন্তে সে তাহা বর্ণিবারে নারে'।
§ 'সভে'। ¶ 'ব্রহ্মাদিও'।
॥ 'ভক্তি-স্বরূপিণী'। \$ 'গৌরাঙ্গ'।

* 'সেই জন্মতিথির'।

তৃতীয় অধ্যায়।

জয়জয় কমলনয়ান গৌরচন্দ্র।
জয়জয় তোমার প্রেমের ভক্তবৃন্দ ॥
হেন শুভ দৃষ্টি প্রভু কর অমায়ায়।
অহর্নিশ চিত্ত যেন বসয়ে তোমায় ॥
হেন-মতে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
শচী-গৃহে দিনেদিনে বাঢ়য়ে আনন্দ ॥
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
আনন্দসাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ ॥
ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান।
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম ॥
যত আপ্তবর্গ আছে সর্ব্ব পরিকরে।
অহর্নিশ সভে থাকি বালক আবরে ॥
বিষ্ণু-রক্ষা কেহো, কেহো দেবী-রক্ষা পঢ়ে।
মন্ত্র পড়ি ঘর কেহো চারি-দিগ বেঢ়ে ॥
তাবৎ * কান্দেন প্রভু কমল-লোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ † ॥
পরম সঙ্কেত এই সভে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সভেই লয়েন ॥
সর্ব্ব-লোকে আবরিয়া ‡ থাকে সর্ব্বক্ষণ।
কৌতুক করয়ে যে § রসিক দেবগণ ॥
কোনো দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সাম্ভায়ে।
ছায়া দেখি সভে বোলে "এই চোরা যায়ে ॥"
'নরসিংহ নরসিংহ' কেহো করে ধ্বনি।
অপরাজিতার স্তোত্র কারো মুখে শুনি ॥
নানা-মন্ত্রে কেহো দশ-দিগ-বন্ধ করে।
উঠিল পরম-কলরব শচী-ঘরে ॥
প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব যায়।
সভে বোলে "এই জাত-হারিণী পলায় ॥"
সভে বোলে "ধরধর এই চোরা যায়।"
'নৃসিংহ নৃসিংহ' কেহ ডাকয়ে সদায় ॥
কোনো ওঝা বোলে "আজি এড়াইলি ভাল।
না জানিস্ নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল ॥"
সেইখানে থাকি দেব হাসে অলক্ষিতে।
পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে ॥
বালক-উত্থান-পর্ব্বে যত নারীগণ।
শচী-সঙ্গে গঙ্গাস্নানে করিলা গমন ॥
বাদ্য-গীত-কোলাহলে করি গঙ্গা-স্নান।
আগে গঙ্গা পূজি তবে গেলা ষষ্ঠী-স্থান।
যথবিধি পূজি সব দেবের চরণ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ ॥
খই, কলা, তৈল সিন্দুর, গুয়া, পান।
সভারে দিলেন আই করিয়া সম্মান ॥
বালকেরে আশিষিয়া * সর্ব্ব-নারীগণ।
চলিলেন গৃহে, বন্দি আইর চরণ ॥

* 'তাবদ' বা 'তবে ত'। † 'সেইক্ষণ'।
‡ 'লইয়া'। § 'যেয়ে'।

* 'আশংসিয়া'।

হেনমতে বৈসে * প্রভু আপন লীলায় †।
কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায়॥
করাইতে চাহে প্রভু আপন কীর্ত্তন।
এতদর্থে করে প্রভু সঘনে রোদন॥
যতযত প্রবোধ করয়ে নারীগণ।
প্রভু পুনঃপুন করি করয়ে রোদন॥
'হরিহরি' বলি যদি ডাকে সর্ব্বজনে।
তবে প্রভু হাসি চা'ন শ্রীচন্দ্র-বদনে॥
জানিয়া প্রভুর ‡ চিত্ত সর্ব্বজনে মেলি।
সদাই বোলেন 'হরি' দিয়া করতালি॥
আনন্দে করেন সভে হরিসঙ্কীর্ত্তন।
হরিনামে পূর্ণ হৈল শচীর ভবন॥
এইমতে বৈসে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে॥
যে সময়ে যখন না থাকে কেহো ঘরে।
যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিচারে §॥
বিচারিয়া সকল ফেলায় চারি-ভিতে।
সর্ব্বঘর ভরে তৈল, দুগ্ধ, ঘোল, ঘৃতে॥
জননী আইসে হেন জানিঞা আপনে।
শয়নে আছেন প্রভু করেন রোদনে॥
'হরিহরি' বলিয়া সান্ত্বনা করে মা'য়।
ঘরে দেখে সব দ্রব্য গড়াগড়ি যায়॥
কে ফেলিল সর্ব্বগৃহে ধান্য, চালু, মুদ্গ।
ভাণ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ॥
সবে চারি-মাসের বালক আছে ঘরে।
কে ফেলিল ¶ হেন কেহো বুঝিতে না পারে॥

সব পরিজন আসি মিলিল তথায়।
মনুষ্যের চিহ্নমাত্র কেহো নাহি পায়॥
কেহো বোলে "দানব আসিয়াছিল ঘরে।
রক্ষা লাগি শিশুরে নারিল লঙ্ঘিবারে॥
শিশু লঙ্ঘিবারে না পাইয়া * ক্রোধমনে।
অপচয় করিয়া পলাইল † নিজ-স্থানে॥"
মিশ্র-জগন্নাথ দেখি চিত্তে বড় ধন্দ।
দৈব হেন জানি, কিছু না বলিল মন্দ॥
দৈব-অপচয় দেখি দুইজনে চাহে।
বালক দেখিয়া কোন দুঃখ নাহি রহে ‡॥
এইমত প্রতিদিন করেন কৌতুক।
নাম-করণের কাল হইল সম্মুখ॥
নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তী-আদি বিদ্যাবান।
সর্ব্ব-বন্ধুগণের হইল উপস্থান॥
মিলিলা বিস্তর আসি পতিব্রতাগণ।
লক্ষ্মী-প্রায় দীপ্ত সভে সিন্দুরভূষণ॥
নাম থুইবার সভে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বোলয়ে এক, অন্যে বোলে আর॥
"ইহা'ন অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাঞি।
শেষ যে জন্ময়ে তার নাম সে 'নিমাঞি'॥"
বোলেন বিদ্বান সব করিয়া বিচার।
"এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার॥
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব দেশেদেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল, বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥
জগত হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে॥

* 'রমে'। † 'মায়ায়'। ‡ 'শিশুর'।
§ 'বিথারে' ¶ 'করিল'।

* 'পারিয়া'। † 'চলিলা'। ‡ 'পায়ে'।

অতএব ইহান 'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম ।
কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল * ইহান ॥
'নিমাঞি' যে বলিলেন পতিব্রতাগণ ।
সেহো নাম দ্বিতীয় ডাকিব † সর্ব্বজন ॥"
সর্ব্ব-শুভক্ষণ নামকরণ সময়ে ।
গীতা, ভাগবত, বেদ ব্রাহ্মণ পড়য়ে ॥
দেবগণে নরগণে করয়ে মঙ্গল ।
হরিধ্বনি, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজয়ে সকল ॥
ধান্য, পুঁথি, খড়ি, স্বর্ণ, রজতাদি যত ।
ধরিতে আনিঞা করিলেন উপনীত ॥
জগন্নাথ বোলে "শুন বাপ বিশ্বম্ভর !
যাহা চিত্তে লয়, তাহা ধরহ সত্বর ॥"
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন ।
'ভাগবত' ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥
পতিব্রতাগণে 'জয়' দেই চারি-ভিত ।
সভেই বোলেন "বড় হইব পণ্ডিত ॥"
কেহো বোলে "শিশু হৈব পরম ‡ বৈষ্ণব ।
অল্পে সর্ব্ব-শাস্ত্রের জানিব অনুভব ॥"
যে দিগে হাসিয়া প্রভু চা'ন বিশ্বম্ভর ।
আনন্দে সিঞ্চিত হয় তার কলেবর ॥
যে করয়ে কোলে, সে-ই এড়িতে না জানে ।
দেবের § দুর্ল্লভ কোলে করে নারীগণে ॥
প্রভু যেই কান্দে, সেইক্ষণে নারীগণ ।
হাথে তালি দিয়া করে হরিসঙ্কীর্ত্তন ॥
শুনিঞা নাচেন প্রভু কোলের উপরে ।
বিশেষে সকল নারী হরিধ্বনি করে ॥

নিরবধি সভার বদনে হরিনাম ।
ছলে বোলায়েন প্রভু, হেন ইচ্ছা তান ॥
'তান ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম্ম সিদ্ধ নহে' ।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এইতত্ত্ব কহে ॥
এইমতে করাইয়া নিজ সঙ্কীর্ত্তন ।
দিনেদিনে বাঢ়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
জানু-গতি চলে প্রভু পরম সুন্দর ।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর ॥
পরম নির্ভয়ে সর্ব্ব-অঙ্গনে বিহরে ।
কিবা অগ্নি, সর্প, যাহা দেখে, তাহি ধরে ॥
একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায় ।
ধরিলেন সর্প প্রভু বালক-লীলায় ॥
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেঢ়িয়া ।
ঠাকুর থাকিলা সর্প-উপরে শুইয়া * ॥
আথেব্যথে সভে দেখি 'হায়হায়' করে ।
শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে ॥
'গরুড় গরুড়' করি ডাকে সর্ব্বজন ।
পিতা-মাতা-আদি ভয়ে করয়ে ক্রন্দন ॥
প্রভুরে এড়িয়া সর্প পলায় তখন † ।
পুন ধরিবারে যান শ্রীশচীনন্দন ॥
ধরিয়া আনিঞা সভে করিলেন কোলে ।
'চিরজীবী হও' করি নারীগণ বোলে ॥
কেহো রক্ষা বান্ধে, কেহো পঢ়ে স্বস্তিবাণী ।
কেহো অঙ্গে দেই বিষ্ণুপাদোদক আনি ॥
কেহো বোলে "বালকের পুনর্জ্জন্ম হৈল ।"
কেহো বোলে "জাতিসর্প তেঞি না লঙ্ঘিল ॥"

* 'লিখয়' । † 'বলিব' ।
‡ 'বড় হইব' । § 'বেদের' ।

* 'সুতিয়া' । † 'চলিলা অনন্ত শুনি সভার ক্রন্দন' ।

হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সভারে চাহিয়া ।
পুনঃপুন * যায় সভে আনেন ধরিঞা ॥
ভক্তি করি যে এ সব বেদগোপ্য শুনে ।
সংসার-ভুজঙ্গে তারে না করে লঙ্ঘনে ॥

এইমত দিনেদিনে শ্রীশচীনন্দন ।
হাঁটিয়া করেন প্রভু অঙ্গনে ভ্রমণ ॥
জিনিঞা কন্দর্প-কোটি সর্ব্বাঙ্গের রূপ ।
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে মুখ ॥
সুবলিত-মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ ।
কমল নয়ান যেন গোপালের বেশ ॥
আজানু-লম্বিত ভুজ, অরুণ অধর ।
সকল-লক্ষণযুত বক্ষ-পরিসর † ॥
সহজে অরুণ গৌর দেহ মনোহর ।
বিশেষে অঙ্গুলি, কর, চরণ সুন্দর ॥
বালক-স্বভাবে প্রভু যবে চলি যায় ।
রক্ত পড়ে হেন, দেখি মা'য়ে ত্রাস পায় ॥
দেখি শচী-জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত ‡ ।
নির্ধন তথাপি দোঁহে মহা-আনন্দিত ॥
কাণাকাণি করে § দোঁহে নির্জ্জনে বসিয়া ।
"কোন মহাপুরুষ বা জন্মিলা আসিয়া ॥
হেন বুঝি, সংসার-দুঃখের হৈল অন্ত ।
জন্মিল আমার ঘরে হেন গুণবন্ত ॥
এমন শিশুর রীতি কভু নাহি শুনি ।
নিরবধি নাচে হাসে শুনি হরিধ্বনি ॥
তাবত ক্রন্দন করে, প্রবোধ না মানে ।
বড় করি 'হরিধ্বনি' যাবত না শুনে ॥"

উষঃকাল হইতে যতেক নারীগণ ।
বালক বেঢ়িয়া সভে করে সঙ্কীর্ত্তন ॥
'হরি' বলি নারীগণে দেই করতালি ।
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতূহলী ॥
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় ধূসর ।
হাসি উঠে জননীর কোলের উপর ॥
হেন অঙ্গভঙ্গী * করি নাচে গৌরচন্দ্র ।
দেখিয়া সভার হয় অতুল আনন্দ † ॥
হেনমতে শিশুভাবে হরিসঙ্কীর্ত্তন ।
করায়েন প্রভু নাহি বুঝে ‡ কোন জন ॥
নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘর বাহিরে ।
পরম-চঞ্চল —কেহো ধরিতে না পারে ॥
একেশ্বর বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায় ।
খই, কলা, সন্দেশ, যা' দেখে তা'ই চায় ॥
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম-মোহন ।
যে জনে না চিনে, সেহ দেই ততক্ষণ ॥
সভেই সন্দেশ কলা দেয়েন প্রভুরে § ।
পাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে ॥
যে সকল স্ত্রীগণে গায়েন হরিনাম ।
তা'সভারে আনি সব ¶ করেন প্রদান ॥
বালকের বুদ্ধি দেখি হাসে সর্ব্বজন ।
হাথে তালি দিয়া 'হরি' বোলে অনুক্ষণ ‖ ॥
কি বিহানে, কি মধ্যাহ্নে, কি রাত্রি, সন্ধ্যায় ।
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায় ॥
নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে ।
প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে ॥

* 'পুন বলে' । † 'সু-পীবর' । ‡ 'সুবিস্মিত' । § 'কহে'

* 'রঙ্গী' ভঙ্গা । † সম্পদ । ‡ জানে । § 'খই দেন করে' । ¶ 'তাহান সভেরে আনি' । ‖ 'সর্ব্বক্ষণ' ।

কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে, কারো ভাত খায়।
হাণ্ডি ভাঙ্গে, যার ঘরে কিছুই না পায়॥
যার ঘরে শিশু থাকে, তাহারে কান্দায়।
কেহো দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায়॥
দৈবযোগে যদি কেহো পারে ধরিবারে।
তবে তার পা'য়ে ধরি করে পরিহারে॥
"এবার ছাড়হ মোরে, না আসিব আর।
আর যদি চুরি করোঁ, দোহাই তোমার॥"
দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি সভেই বিস্মিত *।
রুষ্ট নহে কেহো, সভে করেন পিরীত॥
নিজপুত্র হইতেও সভে স্নেহ করে।
দরশন-মাত্রে সর্ব্ব-চিত্ত-বৃত্তি হরে॥
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
স্থির নহে এক-ঠাঞিঃ, বুলয়ে সদায়॥

একদিন প্রভুরে দেখিয়া দুই † চোরে।
যুক্তি করে, "কার শিশু বেড়ায় নগরে॥"
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি দিব্য অলঙ্কার।
হরিবার দুই চোরে চিন্তে পরকার॥
"বাপ! বাপ!"বলি এক চোরে লৈল কোলে।
"এতক্ষণ কোথা ছিলে?"আর চোরে বোলে।
"ঝাট ঘরে আইস বাপ!"বোলে দুই চোরে।
হাসি বোলে প্রভু "চল চল যাই ঘরে॥"
আথেব্যথে কোলে করি দুই চোর ধায়।
লোকে বোলে "যার শিশু সে-ই লই যায়॥"
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক, কেবা কারে চিনে।
মহাতুষ্ট ‡ চোর অলঙ্কার-দরশনে॥

কেহো মনে ভাবে "মুঞি নিমু তাড় বালা।"
এইমতে দুই চোরে খায় মনকলা॥
দুই চোর চলি যায় নিজ-মর্ম্ম স্থানে।
স্কন্ধের উপরে হাসি যান ভগবানে॥
এক জন প্রভুরে সন্দেশ দেই করে।
আর জনে বোলে "এই আইলাঙ ঘরে॥"
এইমত ভাণ্ডিয়া অনেক দূরে যায়।
হেথা যত আপ্তগণ চাহিয়া বেড়ায়॥
কেহোকেহো বোলে "আইস আইস বিশ্বম্ভর!"
কেহো ডাকে "নিমাঞি!" করিয়া উচ্চস্বর॥
পরম ব্যাকুল হইলেন সর্ব্বজনে।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবনে॥
সভে সর্ব্বভাবে গেলা গোবিন্দ * শরণ।
প্রভু লৈয়া যায় চোর আপন-ভবন॥
বৈষ্ণবী-মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে।
জগন্নাথ-ঘর আইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে॥
চোর দেখে আইলাঙ নিজ-মর্ম্ম-স্থানে।
অলঙ্কার হরিতে হইলা সাবধানে॥
চোর বোলে "নাম বাপ! † আইলাঙ ঘর!"
প্রভু বোলে "হয় হয় নামাও ‡ সত্বর॥"
যেখানে সকল-গণে মিশ্র-জগন্নাথ।
বিষাদ ভাবেন সভে মাথে দিয়া হাথ॥
মায়ামুগ্ধ চোর ঠাকুরেরে সেইস্থানে।
স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে॥
নামিলেই মাত্র প্রভু গেলা পিতৃকোলে।
মহানন্দ করি সভে 'হরিহরি' বোলে॥

---

* 'সভে হরষিত'। † 'ছিল'। ‡ 'মহাহৃষ্ট'।

* 'লৈলা কৃষ্ণের'।
† 'নাম বাপ' বা 'ওলো বাপু'।
‡ 'ওলাও'।

সভার হইল অনির্ব্বচনীয় রঙ্গ।
প্রাণ আসি দেহের হইল যেন সঙ্গ * ॥
আপনার ঘর নহে, দেখে দুই চোরে।
কোথা আসিয়াছি, কিছু চিনিতো' না পারে॥
গণ্ডগোলে কে কাহারে অবধান করে।
চারিদিগে চাহি চোর পলাইল ডরে॥
"পরম অদ্ভুত!" দুই চোর মনে গণে'।
চোর বোলে" ভেল্‌কি বা দিল কোনো জনে॥"
"চণ্ডী রাখিলেন আজি" বোলে দুই চোরে।
সুস্থ হই দুই চোর কোলাকুলি করে॥
পরমার্থে দুই চোর মহা-ভাগ্যবান।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান॥
এথা সর্ব্ব-গণে মনে করেন বিচার।
"কে আনিল দেখ, বস্ত্র শিরে বান্ধি তার‡॥"
কেহো বোলে "দেখিলাঙ লোক § দুইজন।
শিশু থুই কোন্ দিগে করিলা গমন॥
"আমি আনিঞাছি" কোনো জন
নাহি বোলে।
অদ্ভুত দেখিয়া সভে পড়িলেন ভোলে ¶॥
সভে জিজ্ঞাসেন "বাপ! কহত নিমাঞি!
কে তোমারে আনিল পাইয়া কোন্ ঠাঞি?"
প্রভু বোলে "আমি গিয়াছিলাঙ গঙ্গাতীরে।
পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে॥
তবে দুই জন আমা' কোলে ত করিয়া।
কোন্ পথে এই-খানে থুইল আনিঞা॥ ॥

সভে কহে "মিথ্যা কভু নহে শাস্ত্রবাণী।
দৈবে রাখে শিশু, বৃদ্ধ, অনাথ আপনি॥"
এইমত বিচার করেন সর্ব্বজনে।
বিষ্ণুমায়ামোহে কেহো তত্ত্ব নাহি জানে॥
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের * রায়।
কে তামে জানিতে পারে, যদি না জানায়॥
বেদগোপ্য এ সব আখ্যান যেই শুনে।
তার দৃঢ়-ভক্তি হয় চৈতন্য-চরণে॥
হেনমতে আছে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
অলক্ষিতে বহুবিধ স্বপ্রকাশ করে॥
একদিন ডাকি বোলে মিশ্র-পুরন্দর।
"আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর!"
বাপের বচন শুনি ঘরে ধাই যায়ে।
রুণুঝুনু করিয়ে নূপুর বাজে পা'য়ে॥
মিশ্র বোলে "কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি?"
চতুর্দ্দিগে চা'য় দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥
আমার পুত্রের পা'য়ে নাহিক নূপুর।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর † ॥
"কি অদ্ভুত!" দুইজনে মনেমনে গণে'।
বচন না স্ফুরে দুইজনের বদনে॥
পুথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে।
আর অদ্ভুত দেখে (গিয়া) গৃহের মাঝেতে॥
সব গৃহে দেখে অপরূপ‡ পদচিহ্ন।
ধ্বজ, বজ্র, পতাকা, অঙ্কুশ ‖ ভিন্নভিন্ন॥
আনন্দিত দোঁহে দেখি অপূর্ব্ব চরণ।
দোঁহে হৈলা পুলকিত সজল-নয়ন॥

---

* 'দেহে আসি হৈল উপসন্ন'। | 'বলিতে'।
‡ 'কে আনিলা, বস্ত্র শিরে বান্ধিয়ে তাহার'।
§ 'কোন'। ‖ 'পড়িলা বিভোলে'।
¶ 'থুইলেক নিঞা'।

* 'ত্রিদশের'।
† 'বাজিল বাদ্য অতি সুমধুর' বা 'কোথায় শুনিল ধ্বনি নূপুর মধুর'। ‡ 'অদ্ভুত'। ‖ 'বজ্রাঙ্কুশ-পতাকাদি'।

পাদপদ্ম দেখি দোঁহে করে নমস্কার।
দোঁহে বোলে "নিস্তারিমু, জন্ম নাহি আর॥"
মিশ্র বোলে "শুন বিশ্বরূপের জননি!
ঘৃত* পরমান্ন গিয়া রান্ধহ আপনি॥
ঘরে যে আছেন দামোদর শালগ্রাম।
পঞ্চগব্যে সকালে করাব তানে স্নান॥
বুঝিলাঙ—তিঁহো ঘরে বুলেন আপনি।
অতএব শুনিলাঙ নূপুরের ধ্বনি॥"
এইমতে দুইজনে পরম-হরিষে।
শালগ্রাম পূজা করে, প্রভু মনে হাসে॥

আরো এক কথা শুন পরম-অদ্ভুত।
যে রঙ্গ করিলা প্রভু জগন্নাথসুত॥
পরম সুকৃতি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ-পর্য্যটন॥
ষড়ক্ষর-গোপালমন্ত্রে করে উপাসন।
গোপাল-নৈবেদ্য বিনে না করে ভোজন॥
দৈবে ভাগ্যবান † তীর্থ ভ্রমিতেভ্রমিতে।
আসিয়া মিলিলা বিপ্র প্রভুর বাড়ীতে॥
কণ্ঠে বাল-গোপাল ভূষণ শালগ্রাম।
পরম ব্রহ্মণ্য-তেজ অতি অনুপাম॥
নিরবধি মুখে বিপ্র 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বোলে।
অন্তরে ‡ গোবিন্দ-রসে দুই চক্ষু ঢুলে॥
দেখি জগন্নাথমিশ্র তেজ সে তাঁহার।
সম্ভ্রমে উঠিয়া করিলেন নমস্কার॥
অতিথি-ব্যাভার-ধর্ম্ম যেন-মত হয়।
সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয়॥

* 'দ্রুত'। † 'ভাগ্যযোগে'।
‡ 'অনন্ত' বা 'আনন্দ'।

আপনে করিয়া তান পাদ প্রক্ষালন।
বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন॥
সুস্থ হই বসিলেন যদি বিপ্রবর।
তবে তানে মিশ্র জিজ্ঞাসিলা "কোথা ঘর?"
বিপ্র বোলে 'আমি উদাসীন দেশান্তরী।
চিত্তের বিক্ষেপে মাত্র পর্য্যটন করি॥"
প্রণতি করিয়া মিশ্র বোলেন বচন।
"জগতের ভাগ্যে সে তোমার পর্য্যটন॥
বিশেষে ত আজি আমার পরম সৌভাগ্য।
আজ্ঞা দেহ রন্ধনের করি গিয়া কার্য্য॥"
বিপ্র বোলে "কর মিশ্র! যে ইচ্ছা তোমার।"
হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার॥
রন্ধনের স্থান উপস্করি ভাল-মতে।
দিলেন সকল সজ্জ রন্ধন করিতে॥
সন্তোষে ব্রাহ্মণবর করিয়া রন্ধন।
বসিলেন কৃষ্ণেরে করিতে নিবেদন॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
মনে আছে, বিপ্রেরে দিবেন দরশন॥
ধ্যান-মাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর।
সম্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
ধূলাময় সর্ব্ব-অঙ্গ মূর্ত্তি দিগম্বর।
অরুণ-নয়ন-কর-চরণ সুন্দর*॥
হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে।
এক গ্রাস খাইলেন, দেখে বিপ্রবরে॥

* একখানি পুঁথিতে 'ধ্যানমাত্র' হইতে 'চরণ সুন্দর' পর্য্যন্ত চারি পংক্তির পরিবর্ত্তে এইরূপ পাঠান্তর আছে।—

'ধ্যান মাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবরে।
মনে মনে গোপাল-মন্ত্র জপে দ্বিজবরে॥
ধ্যান ভঙ্গ হইল দ্বিজ মেলিল লোচন।
বিপ্র দেখে অন্ন খায় শ্রীশচীনন্দন॥'

'হায় হায়' করি ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে।
অন্ন ছচি * করিলেক চঞ্চল বালকে॥
আসিয়া দেখেন জগন্নাথ মিশ্রবর।
ভাত খায় হাসে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
ক্রোধে মিশ্র ধাইয়া যায়েন মারিবারে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র ধরিলেন করে॥
বিপ্র বোলে"মিশ্র! তুমি বড় দেখি আর্য্য।
কোন্ জ্ঞান বালকের † মারিয়া কি কার্য্য?
ভাল মন্দ-জ্ঞান যার থাকে মারি তারে।
আমার শপথ যদি মারহ উহারে॥"
দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে।
মাথা নাহি তোলে মিশ্র বচন না স্ফুরে॥
বিপ্র বোলে"মিশ্র! দুঃখ না ভাবিহ মনে।
যে দিনে যে হৈব, তাহা ঈশ্বর সে জানে॥"
ফল-মূল-আদি গৃহে যে থাকে তোমার।
আনি দেহ আজি সেই করিব আহার॥
মিশ্র বোলে"মোরে যদি থাকে ভৃত্য-জ্ঞান।
আর-বার পাক কর, করি দেও ‡ স্থান॥
গৃহে আছে রন্ধনের সকল সম্ভার।
পুন পাক কর তবে সন্তোষ সভার § ॥"
বলিতে লাগিলা তবে ¶ ইষ্ট-বন্ধুগণ।
"আমা'সভা' চাহি তবে করহ রন্ধন॥"
বিপ্র বোলে "যেই ইচ্ছা তোমা'সভাকার।
করিব রন্ধন সর্ব্বথায় পুনর্ব্বার॥"
হরিষ হইলা সভে বিপ্রের বচনে।
স্থান উপস্করিলেন সভে ততক্ষণে॥

রন্ধনের সজ্জ আনি দিলেন তুরিতে।
চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে॥
সভেই বোলেন "শিশু পরমচঞ্চল।
আরবার পাছে নষ্ট করয়ে সকল॥
রন্ধন ভোজন বিপ্র করেন যাবত।
আর-বাড়ী ল'য়ে * শিশু রাখহ তাবত॥"
তবে শচীদেবী পুত্র কোলে ত করিয়া।
চলিলেন আর-বাড়ী প্রভুরে লইয়া॥
সব নারীগণ বোলে "কেনে রে† নিমাঞি!
এমত করিয়া কি বিপ্রের অন্ন খাই?"
হাসিয়া বোলেন প্রভু শ্রীচন্দ্র-বদনে
"আমার কি দোষ, বিপ্র ডাকিল আপনে॥"
সভেই বোলেন ' অয়ে নিমাই ঢাঙ্গাতি!
কি করিবা, এবে যে ‡ তোমার গেল জাতি॥
কোথাকার ব্রাহ্মণ, কোন্ কুল, কেবা চিনে।
তার ভাত খাই জাতি রাখিব § কেমনে?"
হাসিয়া কহেন প্রভু "আমি যে গোয়াল।
ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্ব্ব-কাল॥
ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়ে?"
এত বলি হাসিয়া সভারে প্রভু চাহে॥
ছলে নিজ-তত্ত্ব প্রভু করেন ব্যাখ্যান ¶।
তথাপি না বুঝে কেহো. হেন মায়া তান॥
সভেই হাসেন শুনি প্রভুর বচন।
বক্ষ হৈতে এড়িতে কাহারো নাহি মন॥
হাসিয়া যায়েন প্রভু যে-জনার কোলে।
সেই জন আনন্দ-সাগর-মাঝে ডোলে ॥ ॥

---

* 'অশুচি', 'চুরি', 'ছুহি', 'ছুচি' 'ছুষ্টি' বা 'ছন্ন'।
†. 'বালক উহা' বা 'বালকেরে'। ‡ 'দিয়ে'।
§. 'আমার'। ¶ 'যত'।

* 'নিঞা'। † 'শুন রে'। ‡ 'সে'।
§ 'রহিব' বা 'রহিল'। ¶ 'আখ্যান'। ॥ 'ভোলে'।

সেই বিপ্র পুনর্ব্বার করিয়া রন্ধন।
লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদন॥
ধ্যানে বালগোপাল ভাবেন বিপ্রবর।
জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর॥
মোহিয়া সকল লোক অতি অলক্ষিতে।
আইলেন বিপ্র-স্থানে হাসিতে হাসিতে॥
অলক্ষিতে এক মুষ্টি অন্ন লই করে।
খাইয়া চলিলা প্রভু—দেখে বিপ্রবরে॥
'হায় হায়' করিয়া উঠিলা বিপ্রবর।
ঠাকুর খাইয়া ভাত দিলা এক রড় *॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া মিশ্র হাথে বাড়ি লৈয়া।
ক্রোধে ঠাকুরেরে লই যায় ধাওয়াইয়া †॥
মহাভয়ে ‡ প্রভু পলাইলা এক ঘরে।
ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি তর্জ্জগর্জ্জ করে॥
মিশ্র বোলে "আজি দেখ করোঁ তোর § কার্য্য।
তোর মতে পরম অবুধ আমি আর্য্য॥
হেন মহাচোর শিশু কার্ ঘরে আছে?"
এত বলি ক্রোধে মিশ্র ধায় প্রভু-পাছে॥
সভে ধরিলেন যত্ন করিয়া মিশ্রেরে।
মিশ্র বোলে "এড়, আজি মারিব উহারে॥"
সভেই বোলেন "মিশ্র! তুমি ত উদার।
উহারে মারিয়া কোন্ সাধুত্ব তোমার ¶॥
ভাল-মন্দ-জ্ঞান নাহি উহার শরীরে।
পরম অবোধ, যে এমন ‖ শিশু মারে॥
মারিলেই কোন্ বা শিখিব হেন নয় *।
স্বভাবেই শিশুর চঞ্চল-মতি হয়॥"
আথেব্যথে আসি সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মিশ্রের ধরিয়া হাথে বোলেন বচন॥
"বালকের নাহি দোষ শুন মিশ্র-রায় †।
যে দিনে যে হৈব তাহা হইবারে চায় ‡॥
আজি কৃষ্ণ অন্ন নাহি লিখেন আমারে।
সবে এই মর্ম্মকথা কহিলুঁ তোমারে॥"
দুঃখে জগন্নাথ-মিশ্র নাহি তোলে মুখ।
মাথা হেট করিয়া ভাবেন মহা-দুঃখ॥
হেনই সময়ে বিশ্বরূপ ভগবান।
সেই-স্থানে আইলেন মহা-জ্যোতির্ধাম॥
সর্ব্ব-অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
চতুর্দ্দশ-ভুবনেও নাহিক উপমা॥
স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র, ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
মূর্ত্তিভেদে জন্মিলা আপনি নিত্যানন্দ॥
সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থ সদা § স্ফুরয়ে জিহ্বায়।
কৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা-মাত্র করয়ে সদায়॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মুগ্ধ হই একদৃষ্টে চাহে ঘনেঘন॥
বিপ্র বোলে "কার্ পুত্র এই মহাশয়?"
সভেই বোলেন "এই মিশ্রের তনয়॥"
শুনিঞা সন্তোষে বিপ্র কৈলা আলিঙ্গন।
"ধন্য পিতা মাতা যার এ হেন নন্দন॥"
বিপ্রেরে করিলা বিশ্বরূপ নমস্কার।
বসিয়া কহেন কথা অমৃতের ধার ¶॥

---

* 'লড়'। † 'যায় তাড়াইয়া' বা 'ফায়েন ধাইয়া'
‡ 'ভয় পাঞা'। § 'তার'।
¶ 'উহানে মারিবা কোন্ সাধু বা তোমার'।
‖ 'অবুধে সে'।

---

* 'লয়'। † 'বর'। ‡ 'হইলে সে যায়'
§ 'সর্ব্ব-শাস্ত্র অর্থ-সহে'। ¶ 'সার'।

"শুভ দিন তার মহাভাগ্যের উদয়।
তুমি-হেন অতিথি যাহার গৃহে রয় * ॥
জগত শোধিতে সে তোমার পর্য্যটন।
আত্মানন্দে পূর্ণ হই করহ ভ্রমণ॥
ভাগ্য বড়, তুমি-হেন অতিথি আমার।
অভাগ্য বা কি কহিব, উপাস তোমার॥
তুমি উপবাস বা করিবা † যার ঘরে।
সর্ব্বথা তাহার অমঙ্গল-ফল ধরে॥
হরিষ পাইলুঁ বড় তোমার দর্শনে।
বিষাদ পাইলুঁ বড় এ সব শ্রবণে॥"
বিপ্র বোলে "কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
ফল মূল কিছু আমি করিব ভোজনে॥
বনবাসী আমি, অন্ন কোথাই বা পাই।
প্রায় আমি বনে ফল মূল মাত্র খাই॥
কদাচিত কোন দিবসে বা ‡ খাই অন্ন।
সেহো যদি অবিরোধে হয় উপসন্ন॥
যে সন্তোষ পাইলাঙ তোমা' দরশনে।
তাহাতেই কোটিকোটি করিলুঁ ভোজনে॥
ফল, মূল, নৈবেদ্য যে কিছু থাকে ঘরে।
তাহা আন গিয়া আজি করিব আহারে॥"
উত্তর না করে কিছু মিশ্র-জগন্নাথ।
দুঃখ ভাবে মিশ্র শিরে দিয়া দুই হাথ॥
বিশ্বরূপ বোলেন "বলিতে বাসি ভয়।
সহজে করুণাসিন্ধু তুমি মহাশয়!
পরদুঃখে কাতর-স্বভাবে § সাধুজন।
পরের আনন্দ সে বাঢ়ায় অনুক্ষণ॥

এতেকে আপনে যদি নিরালস্য হৈয়া।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর রন্ধন করিয়া॥
তবে আজি আমার গোষ্ঠীর যত দুঃখ।
সকল ঘুচয়ে, পাই পরানন্দ সুখ॥"
বিপ্র বোলে "রন্ধন করিলুঁ দুইবার।
তথাপিহ কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার॥
তেঞিও বুঝিলাঙ আজি নাহিক লিখন।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা নাহি, কেনে করহ যতন॥
কোটি ভক্ষ্য দ্রব্য যদি থাকে নিজ-ঘরে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে॥
যে দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করি * তথাপিহ সিদ্ধ নয়॥
নিশাও প্রহর ডেড় দুইও বা যায়।
ইহাতে কি আর পাক করিতে যুয়ায়॥
অতএব আজি যত্ন † না করিহ আর।
এইমত কিছু মাত্র করিব আহার॥"
বিশ্বরূপ বোলেন "নাহিক কিছু দোষ।
তুমি পাক করিলে সে সভার সন্তোষ॥"
এত বলি বিশ্বরূপ ধরিলা চরণ।
সাধিতে লাগিলা সভে করিতে রন্ধন॥
বিশ্বরূপে দেখিয়া মোহিত বিপ্রবর।
"করিব রন্ধন" বিপ্র বলিলা উত্তর॥
সন্তোষে সভেই 'হরি' বলিতে লাগিলা।
স্থান-উপস্কার সভে ‡ করিতে লাগিলা॥
আথেব্যথে স্থান উপস্করি সর্ব্বজনে।
রন্ধনের সামগ্রী আনিলা সেইক্ষণে॥

---

* 'হয়'। † 'করি থাক'। ‡ 'দিন যেবা'।
§ 'স্বভাব'।

* 'কর' বা 'করুক'। † 'আগ্নি' বা 'আৰ্ত্তি'।
‡ 'তবে' বা 'পুন'।

চলিলেন বিপ্রবর করিতে রন্ধনে।
শিশু আবরিয়া রহিলেন সর্ব্বজনে॥
পলাইয়া ঠাকুর অছেন * যেই ঘরে।
মিশ্র বসিলেন তার মাঝার-দুয়ারে॥
সভেই বোলেন "বান্ধ বাহির-দুয়ার।
বাহির হইতে যেন নাহি পায় আর॥"
মিশ্র বোলে "ভালভাল, এই যুক্তি হয়।"
বান্ধিয়া দুয়ার সভে বাহিরে আছয়॥
ঘরে থাকি স্ত্রীগণ বোলেন "চিন্তা নাঞি।
নিদ্রা গেলা, কিছু আর না জানে নিমাঞি॥
এইমতে শিশু রাখিয়াছে সর্ব্বজন।
বিপ্রেরো হইল কথোক্ষণেকে রন্ধন॥
অন্ন উপস্কার করি সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
ধ্যানে বসি করিতে লাগিলা † নিবেদন॥
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
চিত্তে আছে, বিপ্রেরে দিবেন দরশন॥
নিদ্রা-দেবী সভারেই ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
মোহিলেন, সভেই অচেষ্ট নিদ্রা যায়॥
যে-স্থানে করেন বিপ্র অন্ন-নিবেদন।
আইলেন সেই-স্থানে শ্রীশচীনন্দন॥
বালক দেখিয়া বিপ্র করে "হায় হায়।"
সভে নিদ্রা যায়ে, কেহো শুনিতে না পায়॥
প্রভু বোলে "অয়ে বিপ্র! তুমি ত উদার।
তুমি আমা' ডাকি আন কি দোষ আমার?
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি, আসি তোমা'-স্থান॥
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব' তুমি।
অতএব তোমারে দিলাঙ দেখা আমি॥"
সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম অষ্ট-ভুজ-রূপ॥
এক হস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব্ব-অঙ্গে দেখে রত্নময়-অলঙ্কার॥
নবগুঞ্জা বেঢ়া * শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে॥
চন্দ্রমুখে অরুণ-অধর শোভা করে॥
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন-কমল †।
বৈজয়ন্তী-মালা দোলে মকর-কুণ্ডল ‡॥
চরণারবিন্দে শোভে § শ্রীরত্ন-নূপুর।
নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর॥
অপূর্ব্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেই-খানে ¶।
বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পক্ষগণে॥
গোপ গোপী গাবী গণ চতুর্দ্দিগে দেখে।
যত ধ্যান করে, তা'ই দেখে পরতেকে॥
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখি সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন॥
করুণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
শ্রীহস্ত দিলেন তান অঙ্গের ‖ উপর॥
শ্রীহস্ত-পরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
আনন্দে হইলা জড়, না স্ফুরে বচন॥

* 'আছিলা'। † 'কৃষ্ণেরে করিলা'।

* 'বেরি' বা 'বেঢ়ি'। † 'মকর-কুণ্ডল'।
‡ 'শোভে অতি মনোহর'। § 'দেখে'।
¶ 'ক্ষণে। ‖ 'শিরের'।

পুনঃপুন মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুন উঠে পুন পড়ে মহা-কুতূহলে॥
কম্প-স্বেদ-পুলকে শরীর স্থির নহে।
নয়নের জল যেন মহানদী বহে॥
ক্ষণেকে ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ।
করিতে লাগিলা উচ্চ করিয়া ক্রন্দন॥
দেখিয়া বিপ্রের আর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর *।
হাসিয়া বিপ্রেরে কিছু করিলা উত্তর †॥
প্রভু বোলে "শুনশুন অয়ে বিপ্রবর!
অনেকজন্মের তুমি আমার কিঙ্কর॥
নিরবধি ভাব তুমি দেখিতে আমারে।
অতএব আমি দেখা দিলাঙ তোমারে॥
আর-জন্মে এইরূপে নন্দ-গৃহে আমি।
দেখা দিলাঙ তোমারে, না স্মর' তাহা তুমি॥
যবে আমি অবতীর্ণ হৈলাঙ গোকুলে।
সেই জন্মে তুমি তীর্থ কর কুতূহলে॥
দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দ-ঘরে।
এইমতে তুমি অন্ন নিবেদ' আমারে॥
তাহাতেও এইমত করিয়া কৌতুক।
খাই তোর অন্ন দেখাইলোঁ এই রূপ ‡॥
এতেকে আমার তুমি জন্মেজন্মে দাস।
দাস বিনু অন্য মোর § না দেখে প্রকাশ॥
কহিলাঙ তোমারে সকল গোপ্য কথা।
কারো স্থানে ইহা নাহি কহিব ¶ সর্ব্বথা॥

যাবত থাকয়ে মোর এই অবতার।
তাবত কহিলে কারে করিব সংহার॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার *।
করাইমু সর্ব্বদেশে কীর্ত্তন প্রচার॥
ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তিযোগ বাঞ্ছা করে।
তাহা বিলাইমু সর্ব্ব † প্রতিঘরেঘরে॥
কথোদিন থাকি তুমি অনেক দেখিবা।
এ সব আখ্যান এবে কারো না কহিবা॥"
হেনমতে ব্রাহ্মণেরে শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপা করি আশ্বাসিয়া গেলা নিজঘর॥
পূর্ব্ববৎ সুতিয়া ‡ থাকিলা শিশু-ভাবে।
যোগনিদ্রা-প্রভাবে কেহো নাহি জাগে॥
অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখি সেই বিপ্রবর।
আনন্দে পূর্ণিত হৈল সব কলেবর॥
সর্ব্ব-অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন।
কান্দিতেকান্দিতে বিপ্র করেন ভোজন॥
নাচে, গায়, হাসে, বিপ্র করয়ে হুঙ্কার।
"জয় বাল-গোপাল" বোলয়ে বারবার॥
বিপ্রের হুঙ্কারে সভে পাইলা চেতন।
আপনা সম্বরি বিপ্র কৈলা আচমন॥
নির্ব্বিঘ্নে ভোজন করিলেন বিপ্রবর।
দেখি সভে সন্তোষ হইলা বহুতর॥
সভারে কহিতে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ।
"ঈশ্বর চিনিঞা সভে পাউক মোচন॥
ব্রহ্মা শিব যাহার নিমিত্ত কাম্য করে।
হেন প্রভু অবতরি আছে বিপ্রবরে॥

---

* 'শ্রীশচীনন্দন'।　　† 'বোলেন বচন'।
‡ 'তোর অন্ন খাইয়া দেখাই নিজরূপ'॥
§ 'দাস বহি অন্যে আর'।
¶ 'এই কথা না কবে'।

* 'ঘরেঘরে হইবে কীর্ত্তন অবতার'।
† 'বিলাইব মুঞি'।　　‡ 'হইয়া'।

সে প্রভুরে লোক সব করে শিশু-জ্ঞান।
কথা কহি * সভেই পাউক পরিত্রাণ॥"
প্রভু করিয়াছে নিবারণ এই ভয়ে।
আজ্ঞা-ভঙ্গ ভয়ে বিপ্র কা'রে নাহি কহে॥
চিনিঞা ঈশ্বর বিপ্র সেই নবদ্বীপে।
রহিলেন গুপ্তভাবে ঈশ্বর-সমীপে॥
ভিক্ষা করি বিপ্রবর প্রতি স্থানেস্থানে।
ঈশ্বরেরে আসিয়া দেখেন প্রতি দিনে॥
বেদ-গোপ্য এ সকল মহাচিত্র কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে সর্ব্বথা॥
আদিখণ্ড-কথা যেন অমৃত-স্রবণ।
যাহে * শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ॥
সর্ব্বলোকচূড়ামণি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লক্ষ্মীকান্ত সীতাকান্ত শ্রীগৌরসুন্দর॥
ত্রেতা-যুগে হইয়া যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নানা-মত লীলা করি বধিলা রাবণ॥
হইয়া দ্বাপর-যুগে কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ।
নানা-মতে করিলেন ভূভার-খণ্ডন॥
মুকুন্দ অনন্ত যারে সর্ব্ববেদে কহে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সে-ই সুনিশ্চয়ে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীআদিখণ্ডে নামকরণ চাপল্যবিলাসাদিবর্ণনং নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ-গোপাল।
হাতে-খড়ি দিবার হইল আসি কাল॥
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে মিশ্র-পুরন্দর।
হাতে-খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর॥
কিছু শেষে † মিলিয়া সকল বন্ধুগণ।
কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচূড়াকরণ॥
দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায়।
পরম বিস্মিত হই সর্ব্বগণে চা'য়॥
দিন দুই-তিনে লিখিলেন † সর্ব্ব ফলা।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নামমালা॥
রাম, কৃষ্ণ, মুরারি, মুকুন্দ, বনমালী।
অহর্নিশি লিখেন পড়েন কুতূহলী॥

---

* 'কহোঁ'। † 'পাছে'।

* 'যহি'। † 'তিনেতে পড়িলেন'।

শিশুগণ-সঙ্গে পড়ে বৈকুণ্ঠের রায়।
পরম-সুকৃতি সব দেখে নদীয়ায়॥
কি মাধুরী করি প্রভু 'ক, খ,গ, ঘ' বোলে।
তাহা শুনিতেই মাত্র সর্ব্ব-জীব ভোলে॥
অদ্ভুত করেন ক্রীড়া শ্রীগৌরসুন্দর।
যখনে যে চাহে সেই * পরম দুষ্কর॥
আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষ তাহা চাহে।
না পাইলে কান্দিয়া ধূলায় † গড়ি যায়ে॥
ক্ষণে চাহে আকাশের চন্দ্র-তারাগণ।
হাঁথ-পাও আছাড়িয়া করয়ে ক্রন্দন॥
সান্ত্বনা করেন সভে করি নিজ কোলে।
স্থির নহে বিশ্বম্ভর 'দেও দেও' বোলে॥
সবে এক মাত্র আছে মহা-প্রতিকার।
হরিনাম শুনিলে না কান্দে প্রভু আর॥
হাথে তালি দিয়া সভে বোলে 'হরিহরি'।
তখন সুস্থির হয় চাঞ্চল্য পাসরি॥
বালকের প্রীতে সভে বোলে হরিনাম।
জগন্নাথ-গৃহ হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম॥
একদিন সভে 'হরি' বোলে অনুক্ষণ।
তথাপিহ প্রভু পুন ‡ করেন ক্রন্দন॥
সভেই বোলেন "শুন বাপ রে নিমাঞি!
ভাল করি নাচ এই হরিনাম § গাই॥"
না শুনে বচন কারো, করয়ে ক্রন্দন।
সভেই বোলেন "বাপ! কান্দ কি কারণ?"
সভে বোলে "বোল বাপ! কি ইচ্ছা তোমার
সেই দ্রব্য আনি দিব, না কান্দহ আর॥"

প্রভু বোলে "যদি মোর প্রাণ-রক্ষা চাহ।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ॥
জগদীশ পণ্ডিত, হিরণ্য ভাগবত।
এইদুইস্থানে আমার * আছে অভিমত॥
একাদশী-উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার॥
সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ। †
তবে মুঞিও সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ॥
অসম্ভব্য শুনিঞা জননী করে খেদ।
হেন কথা কহে যেই নহে লোক বেদ॥ ‡
সভেই হাসেন শুনি শিশুর বচন।
সভে বোলে "দিব বাপ! সম্বর' ক্রন্দন॥"
পরম-বৈষ্ণব সেই বিপ্র দুইজন।
জগন্নাথমিশ্র-সহে অভেদজীবন॥
শুনিঞা শিশুর বাক্য দুই বিপ্রবর।
সন্তোষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর॥
দুই বিপ্র বোলে "মহা-অদ্ভুত-কাহিনী।
শিশুর এমত বুদ্ধি কভো নাহি শুনি॥
কেমতে জানিল আজি শ্রীহরিবাসর।
কেমতে বা জানিল নৈবেদ্য বহুতর॥
বুঝিলাঙ এ শিশু পরম-রূপবান §।
অতএব এ দেহে গোপাল-অধিষ্ঠান॥
এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন॥"
মনে ভাবি দুই বিপ্র সর্ব্ব-উপহার।
আনিঞা দিলেন করি হরিষ অপার॥

---

* 'প্রভু'। † 'ভূমিতে'। ‡ 'সদা'। § 'হরিহরি'।

* 'সেই দুই স্থানে মোর'।
† 'লইতে নৈবেদ্য যদি তাহা খাইতে পাঙ'।
‡ 'যেন না হয় লোক বেদ'। § 'পরম পুরাণ'।

দুই বিপ্র বোলে "বাপ! খাও উপহার।
সকল কৃষ্ণের সাধ * হইল আমার॥"
কৃষ্ণ-কৃপা হইলে এমত বুদ্ধি হয়।
দাস বিনু অন্যের এ বুদ্ধি কভু † নয়॥
(যারে কৃপা হয় তানে সেই সে জানয়॥)
ভক্তি বিনা চৈতন্য গোসাঞি নাহি জানি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে শুনি॥
হেন প্রভু বিপ্রশিশুরূপে ক্রীড়া করে।
চক্ষু ভরি দেখে জন্মজন্মের কিঙ্করে॥
সন্তোষ হইলা সব পাই উপহার।
অল্প-অল্প কিছু প্রভু খাইল সভার॥
হরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায়।
ঘুচিল সকল বায়ু প্রভুর ইচ্ছায়॥
'হরিহরি' হরিষে বোলয়ে সর্ব্বজনে।
খায় আর নাচে প্রভু আপন-কীর্ত্তনে॥
কথো ফেলে ভূমিতে কথো বা কারো গা'য়।
এইমত লীলা করে ত্রিদশের রায়॥
যে প্রভুরে সর্ব্ব বেদে পুরাণে বাখানে।
হেন প্রভু খেলে শচীদেবীর অঙ্গনে॥
ডুবিলা চাঞ্চল্যরসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চপল যত বিপ্র অনুচর ‡॥
সভার সহিত গিয়া পড়ে নানা-স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন জনে॥
অন্য শিশু দেখিলে করয়ে কুতূহল।
সেহো পরিহাস করে, বাজয়ে কোন্দল॥
প্রভুর বালক সব জিনে প্রভু-বলে।
অন্য শিশুগণ যত সব হারি চলে॥

* 'সাধ' বা 'স্বার্থ'।
† 'এমত বুদ্ধি'। ‡ 'দ্বিজের কোঙর'।

ধূলায় ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লিখন-কালির বিন্দু শোভে মনোহর॥
পড়িয়া শুনিঞা সর্ব্ব-শিশুগণ-সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে * মধ্যাহ্নে চলেন বহু-রঙ্গে॥
মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী।
শিশুগণ-সঙ্গে করে জলফেলাফেলি॥
নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।
অসংখ্যাত লোক একো-ঘাটে স্নান করে॥
কতেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী।
না জানি কতেক শিশু মিলে তহি † আসি॥
সভারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে ‡ নানা ক্রীড়া করে॥
জল-ক্রীড়া করে গৌর সুন্দর-শরীর।
সভার গা'য়েতে লাগে চরণের নীর॥
সভে মানা করে তভো মানা § নাহি মানে।
ধরিতেও কেহো নাহি পারে এক-স্থানে॥
পুনঃপুন সভারে করায় প্রভু স্নান।
কারে ছুঁয়ে, কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান॥
না পাইয়া প্রভুর নাগালী বিপ্রগণে। ¶
সভে চলিলেন তাঁর ∥ জনকের স্থানে॥
"শুনশুন ওহে § মিশ্র পরম-বান্ধব!
তোমার পুত্রের অপন্যায় কহি সব॥
ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গা-স্নান।"
কেহো বোলে "জল দিয়া ভাঙ্গে মোরধ্যান॥"

* 'গঙ্গা স্নানে'।
† 'তথা'। ‡ 'উঠে'। § 'নিষেধ' বা 'প্রবোধ'।
¶ 'না পাইয়া লাগি সে প্রভুর দ্বিজগণে'।
∥ 'প্রভুর'। § 'অহে' বা 'আজ'।

আরো বোলে "কা'রে ধ্যান কর এই দেখ।
কলিযুগে নারায়ণ মূর্ত্তি পরতেখ॥"
কেহো বোলে "মোর শিবলিঙ্গ করে চুরি।"
কেহো বোলে "মোর লই পলায় উত্তরী॥"
কেহো বোলে "পুষ্প, দূর্ব্বা, নৈবেদ্য, চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জ, বিষ্ণুর আসন॥
আমি করি স্নান, হেথা বৈসে সে*আসনে।
সব খাই পল্রি, তবে করে পলায়নে॥"
আরো বোলে 'তুমি কেনে দুঃখ ভাব মনে।
যার লাগি কৈলে-সে-ই † খাইল আপনে॥"
কেহো বোলে "সন্ধ্যা করি জলেতে নাম্বিয়া।
ডুব দেই লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া॥"
কেহো বোলে "আমার না রহে সাজি ধুতি।"
কেহো বোলে "আমার চোরায় গীতা পুঁথি॥"
কেহো বোলে "পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥
কেহো বোলে "মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে।
'মুঞি রে মহেশ' বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥"
কেহো বোলে "বৈসে মোর পূজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে।"
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু, সেই তার সঙ্গে॥
স্ত্রী-বাসে পুরুষ-বাসে করয়ে বদল।
পল্রিবার বেলে সভে লজ্জায় বিকল॥
পরম-বান্ধব তুমি মিশ্র-জগন্নাথ।
নিত্য এইমত করে, কহিল তোমাত॥

* 'সে বৈসয়ে'। † 'আমারে খাওয়াইলা আমি'।

দুই-প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে।
দেহ বা তাহার ভাল থাকিব কেমতে॥"
হেন-কালে* পার্শ্ববর্ত্তী যতেক বালিকা।
কোপ-মনে আইলেন শচীদেবী যথা॥
শচী সম্বোধিয়া সভে বোলেন বচন।
"শুন ঠাকুরাণি! নিজ পুত্রের করণ॥
বসন করয়ে চুরি, বোলে বড় মন্দ।
উত্তর করিলে জল দেয়, † করে দ্বন্দ্ব॥
ব্রত করিবারে কত আনি ফুল ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু, সেই তার সঙ্গে॥
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বোলে‡বড় বোল।"
কেহো বোলে "মোর মুখে দিলেক কুল্লোল॥
ওকড়ার ফল দেয় কেশের ভিতরে।"
কেহো বোলে "মোরে চাহে বিভা করিবারে॥
প্রতিদিন এইমত করে ব্যবহার §।
তোমার নিমাঞি কিবা রাজার কুমার।
পূরুবে শুনিলা যেন নন্দের কুমার।
সেইমত সব করে নিমাঞি তোমার॥ ¶
দুঃখে বাপ-মা'য়েরে বলিব যেই দিনে।
ততক্ষণে কোন্দল হইব তোমা'সনে॥
নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম্ম কভু নহে॥ ভাল॥"

* 'হেন বেলে'।
† 'সভা মাথে' বা 'জন জন পতে'। ‡ 'ডাকে'।
§ 'অব্যভার'। ¶ 'সেইমতে তোর সব নিমাঞি ব্যবহার' বা 'সেই ভাবে সেই তোমার নিমাঞি কুমার'।
॥ 'নদীয়ায় এহেন কর্ম্মে নহিবেক'।

শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী।
সভা' কোলে করিয়া কহেন প্রিয়-বাণী॥
"নিমাঞি আইলে আজি এড়িমু বান্ধিয়া।
আর যেন উপদ্রব নাহি করে গিয়া॥"
শচীর চরণ-ধূলি লই সভে শিরে।
তবে চলিলেন পুন * স্নান করিবারে॥
যতেক চাপল্য প্রভু করে যার সনে।
পরমার্থে সভার সন্তোষ বড় মনে॥
কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র-স্থানে।
শুনি মিশ্র তর্জ্জেগর্জ্জে সদম্ভ-বচনে॥
"নিরবধি এ ব্যভার † করয়ে সভারে।
ভালমতে গঙ্গা-স্নান না দেয় করিবারে॥
এই ঝাট যাও তার শাস্তি করিবারে।
সভে রাখিলেহ কেহো রাখিতে না পারে॥
ক্রোধ করি যখন চলিলা মিশ্রবর।
জানিলা গৌরাঙ্গ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর॥
গঙ্গাজলে কেলি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ব-বালকের মধ্যে অতিমনোহর॥
কুমারিকাসভে বোলে "শুন বিশ্বম্ভর!
মিশ্র আইসেন এই, পলাহ সত্বর॥"
শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে।
পলাইল ব্রাহ্মণকুমারী সব ডরে॥
সভারে শিখায়ে মিশ্র-স্থানে কহিবার।
"স্নানে নাহি আইসেন তোমার কুমার ‡॥
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিঞা।
আমরাও আছি এই তাহার লাগিয়া॥"

শিখাইয়া প্রভু আর-পথে গেলা ঘর।
গঙ্গাঘাটে আসিয়া মিলিলা মিশ্রবর॥
আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারিদিগে চাহে।
শিশুগণমধ্যে পুত্র দেখিতে না পায়ে॥
মিশ্র জিজ্ঞাসয়ে বিশ্বম্ভর কতি গেলা?"
শিশুগণ বোলে "আজি স্নানে না আইলা॥
সেই পথে* গেলা ঘর পড়িয়া শুনিঞা।
সভে আছি এই তার † অপেক্ষা করিয়া॥"
চারিদিগে চাহে মিশ্র হাথে বাড়ি লৈয়া।
তর্জ্জগর্জ্জ করে বড় লাগ না পাইয়া॥
কৌতুকে যাহারা নিবেদন কৈল গিয়া।
সেই সব বিপ্র পুন বোলয়ে আসিয়া ‡॥
"ভয় পাই বিশ্বম্ভর পলাইলা ঘরে।
ঘরে চল তুমি, কিছু বোল পাছে তারে॥
আরবার যদি আসি চপলতা করে।
আমরাই ধরি দিব তোমার গোচরে॥
কৌতুকে সে কথা কহিলাঙ তোমা'স্থানে।
তোমা' বহি ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে॥
সে-হেন নন্দন যার গৃহ-মাঝে থাকে।
কি করিবে ক্ষুধা তৃষা ভোখ রোগ শোকে §॥
তুমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর ¶ চরণ।
তার মহাভাগ্য যার এহেন নন্দন॥
কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে।
তভু তারে থুইবাঙ হৃদয়-উপরে ‖ ॥"

---

* গঙ্গা'। † 'অহঙ্কার'।
‡ 'নিমাঞি তোমার'।

* 'মতে'। † 'আমরা সভে আছি এই' বা 'আমরাও আছি তার'। ‡ হাসিয়া'।
§ 'কি করিতে পারে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা শোকে'।
¶ 'কৃষ্ণের,। ‖ ভিতরে'।

জন্মেজন্মে কৃষ্ণভক্ত এইসব জন।
এ সব উত্তম-বুদ্ধি ইহার কারণ ॥
অতএব প্রভু নিজ-সেবক-সহিতে।
নানা-ক্রীড়া করে কেহো না পারে বুঝিতে ॥
মিশ্র বোলে "সেহো পুত্র তোমরাসভার* ।
যদি অপরাধ লহ—শপথ আমার ॥"
তা'সভার সঙ্গে মিশ্র করি কোলাকুলি।
গৃহে চলিলেন মিশ্র হই কুতূহলী ॥
আর-পথে ঘরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাথেতে মোহন পুঁথি যেন শশধর ॥
লিখন-কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে ॥
"জননি!" বলিয়া প্রভু লাগিলা ডাকিতে† ।
"তৈল দেহ' মোরে যাঙ সিনান করিতে‡ ॥"
পুত্রের বচন শুনি শচী হরষিত।
কিছুই না দেখে অঙ্গে স্নানের চরিত § ॥
তৈল দিয়া শচীদেবী মনেমনে গণে'।
"বালিকারা কি বলিল, কিবা বিপ্রগণে ॥
লিখন-কালির বিন্দু আছে সর্ব্ব-অঙ্গে।
সেই বস্ত্র পরিধান, সেই পুঁথি সঙ্গে ॥"
ক্ষণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর।
মিশ্র দেখি কোলে উঠিলেন বিশ্বম্ভর ॥
সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহ্য নাহি জানে।
আনন্দে পূর্ণিত হৈলা পুত্র ¶ দরশনে ॥
মিশ্র দেখে সর্ব্ব-অঙ্গ ধূলায় ব্যাপিত।
স্নানচিহ্ন না দেখিয়া হইলা বিস্মিত ॥
মিশ্র বোলে "বিশ্বম্ভর! কি বুদ্ধি তোমার।
লোকেরে না দেহ' কেনে স্নান করিবার?
বিষ্ণু-পুজা সজ্জ কেনে কর অপহার।
'বিষ্ণু' করিয়াও ভয় নাহিক তোমার ॥"
প্রভু বোলে "আজি আমি নাহি যায় স্নানে।
আমার সকল শিশু * গেল আগুয়ানে ॥
এ সকল লোকের তারা করে অব্যভার।
না গেলেও সভে দোষ কহেন আমার ॥
না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার।
সত্য তবে করিব সভার অব্যভার ॥" †
এত বলি হাসি প্রভু যান গঙ্গা-স্নানে।
পুন সেই মিলিলেন শিশুগণ-সনে ॥
বিশ্বম্ভরে দেখি সভে আলিঙ্গন করি।
হাসয়ে সকল শিশু শুনিঞা চাতুরী ॥
সভেই প্রশংসে "ভাল নিমাঞিঃ চতুর।
ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রচুর ॥"
জলকেলি করে প্রভু সব-শিশু-সনে‡ ।
এথা শচী-জগন্নাথ মনেমনে গণে' § ॥

* 'তোমাসভাকার'। † 'ডাকিতে লাগিলা'।
‡ 'গঙ্গা স্নান করি গিয়া'।
§ 'উচিত'। ¶ 'প্রভু'।

* 'সংহতিগণ'।
† একখানি পুঁথিতে 'ই সকল লোকের' হইতে 'সভার অব্যভার' পর্য্যন্ত চারি পংক্তির পরিবর্ত্তে এইরূপ পাঠান্তর আছে।—
'সকল লোকের তারা করে অনাচার।
না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার ॥
সত্য তবে করিব সভার অনাচার।
সেই বিষ্ণু জানে দোষ নাহিক আমার ॥'
‡ 'সঙ্গে'। § 'ভাবে রঙ্গে'।

"যে যে কহিলেন কথা সেহো মিথ্যা নহে।
তবে কেনে স্নানচিহ্ন কিছু নাহি দেহে* ॥
সেইমত অঙ্গে ধূলা, সেইমত বেশ।
সেই পুঁথি, সেই বস্ত্র, সেইমত কেশ ॥
এ ‡ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর।
মায়া-রূপে কৃষ্ণ বা জন্মিলা মোর ঘর ॥
কোন মহাপুরুষ বা কিছুই না জানি।"
হেনমতে চিন্তিতে আইলা দ্বিজমণি ॥
পুত্রদরশনানন্দে ঘুচিল বিচার।
স্নেহপূর্ণ হৈল দোঁহে, কিছু নাহি আর ॥
সেই দুই-প্রহর প্রভু যায় পড়িবারে।
সেই দুই যুগ হই থাকে সে দোঁহারে ॥
কোটি-রূপে * কোটি মুখে বেদে যদি কহে।
তভো † এ দোঁহার ভাগ্য নাহি সমুচ্চয়ে ॥
শচী-জগন্নাথ-পা'য়ে বহু নমস্কার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথ পুত্র-রূপে যাঁর ॥
এইমত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।
বুঝিতে না পারে কেহো তাহান মায়ায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীআদিখণ্ডে শৈশব-ক্রীড়া-বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

——:o:——

জয়জয় মহামহেশ্বর গৌরচন্দ্র।
জয়জয় বিশ্বম্ভর—প্রিয়-ভক্তবৃন্দ ॥
জয় জগন্নাথ-শচীপুত্র সর্ব্ব-প্রাণ।
কৃপাদৃষ্ট্যে কর প্রভু সর্ব্ব-জীবে ত্রাণ ॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
বাল্য-লীলা-ছলে করে প্রকাশ বিস্তর ॥
নিরন্তর চপলতা করে সভা'‡সনে।
মা'য়ে শিখালেও প্রবোধ নাহি মানে ॥
শিখাইলে আরো হয় দ্বিগুণ চঞ্চল।
গৃহে যাহা পায় তাহা ভাঙ্গয়ে সকল ॥
ভয়ে আর কিছু না বলয়ে বাপ-মা'য়।
স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে খেলায় ‡ লীলায় ॥
আদিখণ্ড-কথা যেন অমৃত-শ্রবণ।
যহিঁ শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ ॥
পিতা মাতা কাহারে না করে প্রভু ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয় ॥

* 'চিহ্ন কিছু নাহি দেখি দেহে'। † 'তৈক্রি'। ‡ 'শিশু'।

* 'কল্পে'। † 'তত'। ‡ 'স্বচ্ছন্দে খেলায় প্রভু ত্র বাল্য' বা 'স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ খেলায়'।

প্রভুর অগ্রজ—বিশ্বরূপ ভগবান।
আজন্ম বিরক্ত সর্ব্বগুণের নিধান॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সবে বাখানেন বিষ্ণুভক্তি।
খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখ্যা* নাহি কারো শক্তি॥
শ্রবণে, বদনে, মনে, সর্ব্বেন্দ্রিয়গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনে আর না বোলে না শুনে॥
অনুজের দেখি অতি-বিলক্ষণ-রীত।
বিশ্বরূপ মনে গণে' হইয়া বিস্মিত॥
"এ বালক কভো নহে প্রাকৃত ছাওয়াল।
রূপে আচরণে যেন শ্রীবালগোপাল॥
যত অমানুষি-কর্ম্ম নিরবধি করে।
এ বুঝি, খেলেন কৃষ্ণ এ-শিশু-শরীরে॥"
এইমতে চিন্তে বিশ্বরূপ-মহাশয়।
কাহারে না ভাঙ্গে তত্ত্ব, স্বকর্ম্ম করয়॥
নিরবধি থাকে সর্ব্ববৈষ্ণবের সঙ্গে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
জগত প্রমত্ত—ধন-পুত্র-মিথ্যারসে।
দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সভে উপহাসে'॥
আর্য্যাতর্জ্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া॥
"যতি, সতী, তপস্বীও যাইব মরিয়া॥
তারে বলি সুকৃতি, যে দোলা ঘোঁড়া চড়ে।
দশ বিশ জন যার আগেপাছে রড়ে †॥
এতে যে গোসাঞিও ভাবে করহ ক্রন্দন।
তভু ত দারিদ্র্য দুঃখ না হয় খণ্ডন॥
ঘনঘন 'হরিহরি' বলি ছাড় ডাক।
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞিও শুনিলে বড় ডাক ‡॥"

এইমত বোলে কৃষ্ণভক্তিশূন্য জনে।
শুনি মহাদুঃখ পায় ভাগবতগণে॥
কোথাও না শুনে কেহো কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দগ্ধ দেখে সকল সংসার অনুক্ষণ॥
দুঃখ বড় পায় বিশ্বরূপ ভগবান।
না শুনে অভীষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রের আখ্যান॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
কৃষ্ণভক্তিব্যাখ্যা কারো না আইসে জিহ্বায়॥
কুতর্ক ঘুষিয়া সব-অধ্যাপক মরে।
'ভক্তি' হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ।
জীবের কুমতি দেখি করয়ে ক্রন্দন॥
দুঃখে বিশ্বরূপ প্রভু মনেমনে গণে'।
"না দেখিব লোকমুখ, চলিবাঙ বনে*॥"
উষঃকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গাস্নান।
অদ্বৈত-সভায় আসি হয় উপস্থান॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বাখানেন কৃষ্ণভক্তি সার।
শুনিঞা অদ্বৈত সুখে করেন হুঙ্কার॥
পূজা ছাড়ি বিশ্বরূপে ধরি করে কোলে।
আনন্দে বৈষ্ণব সব 'হরিহরি' বোলে॥
কৃষ্ণানন্দে ভক্তগণ করে সিংহনাদ।
কারো চিত্তে আর নাহি স্ফুরয়ে † বিষাদ॥
বিশ্বরূপ ছাড়ি কেহো নাহি যায় ঘরে।
বিশ্বরূপো না আইসেন আপন-মন্দিরে॥
রন্ধন করিয়া শচী বোলে বিশ্বম্ভরে।
"তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে॥"

* 'বাক্য' † 'নড়ে'।
‡ 'ক্রুদ্ধ হব গোসাঞি সে পড়িবে বিপাক'।

* 'চলি যাব বনে' বা 'চলিলা মরণে'।
† 'স্ফুরে সে'।

মা'য়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত সভায়।
আইসেন অগ্রজেরে ল'বার * ছলায় ॥
আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোহন্যে করেন কৃষ্ণ-কথন-মঙ্গল ॥
আপন-প্রস্তাব শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
সভারে করেন শুভদৃষ্টি মনোহর ॥
প্রতি-অঙ্গে নিরুপম-লাবণ্যের সীমা † ।
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা ॥
দিগম্বর সর্ব্ব-অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ-প্রতি করেন উত্তর ॥
"ভোজনে আইস ভাই! ডাকয়ে জননী।"
অগ্রজ-বসন ধরি চলয়ে আপনি ॥
দেখি সে মোহন রূপ সর্ব্বভক্তগণ।
স্থগিত হইয়া সভে করে নিরীক্ষণ।
সমাধির প্রায় হইয়াছে ‡ ভক্তগণে।
কৃষ্ণের কথন কারু না আইসে বদনে ॥
প্রভু দেখি ভক্তমোহ স্বভাবেই হয়।
বিনু অনুভবেও দাসের চিত্ত লয় § ॥
প্রভুও সে আপন ভক্তের ¶ চিত্ত হরে।
এ কথা বুঝিতে অন্য ‖ জনে নাহি পারে ॥
এ রহস্য বিদিত কৈলেন ভাগবতে।
পরীক্ষিত শুনিলেন শুকদেব হৈতে ॥
প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
শুক-পরীক্ষিতের সংবাদ অনুপম ॥

* 'অগ্রজ নিবার'। † 'লাবণ্য মহিমা'।
‡ 'হই চাহে'।
§ 'চিত্তে বলয়,' 'চিত্তের লয়' বা 'চিত্তে লয়'।
¶ 'আপন ভক্তিরসে'। ‖ 'অজ্ঞ'।

এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।
শিশুসঙ্গে গৃহে গৃহে ক্রীড়া করি বুলে ॥
জন্ম হৈতে প্রভুরে সকল গোপীগণে।
নিজ পুত্র হইতেও করেন স্নেহ মনে ॥
যদ্যপি ঈশ্বরবুদ্ধ্যে না জানে কৃষ্ণেরে।
স্বভাবেই পুত্র হৈতে বড় স্নেহ করে ॥
শুনিঞা বিস্মিত বড় রাজা পরীক্ষিত।
শুকস্থানে জিজ্ঞাসেন হই পুলকিত ॥
"পরম অদ্ভুত কথা কহিলা গোসাঞি!
ত্রিভুবনে এমত কোথাও শুনি নাঞি ॥
নিজ-পুত্র হৈতে পর-তনয়-কৃষ্ণেরে।
কহ দেখি স্নেহ হৈল কেমন প্রকারে?"
শ্রীশুক কহেন "শুন রাজা পরীক্ষিত!
পরমাত্মা সর্ব্বদেহে বল্লভ বিদিত ॥
আত্মা বিনে পুত্র বা কলত্র বন্ধুগণ।
গৃহ হৈতে বাহির করয়ে ততক্ষণ ॥
অতএব পরমাত্মা সভার জীবন।
সেই পরমাত্মা—এই শ্রীনন্দনন্দন ॥
অতএব পরমাত্মা-স্বভাব-কারণে।
কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে ॥"
এহো কথা ভক্ত প্রতি, অন্য প্রতি নহে।
অন্যথা জগতে কেহো * স্নেহ না করয়ে ॥
'কংসাদিরো †আত্মা কৃষ্ণ, তবে হিংসে কেনে'?
পূর্ব্ব-অপরাধ আছে তাহার কারণে ॥
সহজে শর্করা মিষ্ট সর্ব্বজনে জানে।
কেহো তিক্ত বাসে, জিহ্বা-দোষের কারণে ॥
জিহ্বার সে দোষ, শর্করার দোষ নাঞি।
এইমত সর্ব্বমিষ্ট চৈতন্যগোসাঞি ॥

* 'কেনে'। † 'কংসাদি বা'।

এই নবদ্বীপেতে * দেখিল সর্ব্বজনে।
তথাপিহ কেহো না জানিল ভক্ত বিনে॥
ভক্তের সে চিত্ত প্রভু হরে সর্ব্বথায়।
বিহরয়ে নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়॥
মোহিয়া সভার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
অগ্রজ লইয়া চলিলেন নিজ-ঘর॥
মনেমনে চিন্তয়ে অদ্বৈত-মহাশয়।
"প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয়॥"
সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রতি বলিলা অদ্বৈতে।
"কোনো বস্তু এ বালক জানিহ † নিশ্চিতে॥"
প্রশংসিতে লাগিলেন সর্ব্বভক্তগণ।
অপূর্ব্ব শিশুর রূপ-লাবণ্য-কথন॥
নাম-মাত্র বিশ্বরূপ চলিলেন ঘরে।
পুন সেই আইলেন ‡ অদ্বৈত-মন্দিরে॥
না ভায় সংসারসুখ বিশ্বরূপ-মনে।
নিরবধি থাকে কৃষ্ণ-আনন্দ-কীর্ত্তনে॥
গৃহে আইলেও গৃহব্যাভার না করে।
নিরবধি থাকে বিষ্ণুগৃহের ভিতরে॥
বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতামাতা।
শুনি বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা॥
'ছাড়িব সংসার' বিশ্বরূপ মনে ভাবে।
চলিবাঙ বনে—নিত্য § এই মনে জাগে॥
ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কথোদিনে॥
জগতে বিদিত নাম 'শ্রীশঙ্করারণ্য'।
চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য॥

* 'সেই নবদ্বীপেতে'।
† 'কোন্ বস্তু এ বালক না জানি'।
‡ 'আইলেন শীঘ্র'। § 'মাত্র'।

চলিলেন যদি বিশ্বরূপ মহাশয়।
শচী-জগন্নাথ দগ্ধ হইলা হৃদয়॥
গোষ্ঠী-সহে ক্রন্দন করয়ে ঊর্দ্ধ-রা'য়।
ভাইর বিরহে মূর্চ্ছা গেলা গৌররায়॥
সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি।
হইল ক্রন্দনময় জগন্নাথপুরী॥
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস দেখিয়া * ভক্তগণ।
অদ্বৈতাদি সভে বহু † করিলা ক্রন্দন॥
উত্তম মধ্যম যে শুনিল নদীয়ায়।
হেন নাহি যে শুনিঞা দুঃখ নাহি পায়॥
জগন্নাথ-শচীর বিদীর্ণ হয় বুক।
নিরন্তর ডাকে 'বিশ্বরূপ! বিশ্বরূপ!'॥
পুত্রশোকে মিশ্রচন্দ্র হইলা বিহ্বল।
প্রবোধয়ে যত ‡ বন্ধুবান্ধব সকল॥
"স্থির হও মিশ্র! কেনে দুঃখ ভাব মনে?
সর্ব্বগোষ্ঠী উদ্ধারিল সেই মহাজনে॥
গোষ্ঠীয়ে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি-কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস॥
হেন কর্ম্ম করিলেন নন্দন তোমার।
সফল হইল বিদ্যা-সম্বন্ধ § তাহার॥
আনন্দ বিশেষ আরো করিতে জুয়ায়।"
এত বলি সকলে ধরয়ে হাথে-পা'য়॥
"এই কুলে ভূষণ তোমার বিশ্বম্ভর।
এই পুত্র হইব তোমার বংশধর॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব-দুঃখ ঘুচিব তোমার।
কোটি পুত্রে কি করিব, এ পুত্র যাহার॥"

* 'শুনিঞা'। † 'ঘরে বড়' বা 'সভে মেলি'।
‡ 'বড়'। § 'সম্পূর্ণ'।

এইমত সভে বুঝায়েন বন্ধুগণ।
তথাপি মিশ্রের দুঃখ না হয় খণ্ডন॥
যে-তে-মতে * ধৈর্য্য করে মিশ্র মহাশয়।
বিশ্বরূপ-গুণ স্মরি ধৈর্য্য পাসরয়॥
মিশ্র বোলে "এই পুত্র রহিবেক ঘরে।
ইহাতে প্রমাণ † মোর না লয় অন্তরে॥
দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র, নিলেন কৃষ্ণ সে।
যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা, হইল সে-ই সে॥
স্বতন্ত্র জীবের তিলার্দ্ধেকো শক্তি নাঞি।
দেহেন্দ্রিয় কৃষ্ণ! সমর্পিল তোমা' ‡ ঠাঞি॥"
এইরূপে জ্ঞানযোগে মিশ্র মহা-ধীর।
অল্পে অল্পে চিত্তবৃত্তি করিলেন স্থির॥
হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দস্বরূপের অভেদ-শরীর॥
যে শুনয়ে বিশ্বরূপ-প্রভুর সন্ন্যাস।
কৃষ্ণভক্তি হয় তার ছিণ্ডে কর্ম্মফাঁস § ॥
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস শুনিঞা ভক্তগণ।
হরিষ-বিষাদ সভে করে অনুক্ষণ॥
"যে বা ছিল স্থান কৃষ্ণকথা কহিবার।
তাহা কৃষ্ণ হরিলেন আমা'সভাকার॥
আমরাও না রহিব চলিবাঙ বনে।
এ পাপিষ্ঠ-লোক-মুখ না দেখি যেখানে॥
পাষণ্ডীর বাক্যজ্বালা সহিব বা কত।
নিরন্তর অসৎপথে সর্ব্ব-লোক রত॥
'কৃষ্ণ' হেন নাম ¶ নাহি শুনি কারো মুখে।
সকল সংসার ডুবি মরে মিথ্যা-সুখে॥

* 'যত মতে'। † 'প্রবোধ'। ‡ 'তাঁর'।
§ 'পাস' ¶ 'বোল'।

বুঝাইলে কেহো কৃষ্ণ-পথ নাহি লয়।
উলটিয়া আরো উপহাস সে করয়॥
'কৃষ্ণ ভজি তোমার হইল কোন্ সুখ?
মাগিয়া সে খাও, আরো বাড়ে যত দুঃখ॥'
যোগ্য নহে এ সব লোকের সনে বাস।
বনে চলিবাঙ" বলি সভে ছাড়ে শ্বাস॥
প্রবোধেন সভারে অদ্বৈত মহাশয়।
"পাইবা পরমানন্দ সভেই নিশ্চয়॥
এবে বড় বাসোঁ মুঞি হৃদয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি 'কৃষ্ণচন্দ্র করিলা প্রকাশ'॥
সভে 'কৃষ্ণ' গাওসিয়া * পরম-হরিষে।
এথাই দেখিবা কৃষ্ণ কথোক দিবসে॥
তোমা 'সভা' লই হইব কৃষ্ণের বিলাস।
তবে সে অদ্বৈত হঙ শুদ্ধ কৃষ্ণদাস॥
কদাচিত যাহা পায়ে শুক বা প্রহ্লাদ।
তোমা'সভার ভৃত্যেও সে পাইব প্রসাদ॥"
শুনি অদ্বৈতের অতি-অমৃত-বচন।
পরানন্দে 'হরি' বোলে সর্ব্বভক্তগণ॥
'হরি' বলি ভক্তগণ করয়ে হুঙ্কার।
সুখময় চিত্তবৃত্তি হইল সভার॥
শিশু-সঙ্গে ক্রীড়া করে শ্রীগৌরসুন্দর।
হরিধ্বনি শুনি যায় বাড়ীর ভিতর॥
"কি কার্য্যে আইলা বাপ!" বোলে ভক্তগণে।
প্রভু বোলে "তোমরা ডাকিলে মোরে কেনে?"
এত বলি প্রভু শিশু-সঙ্গে ধাই যায়।
তথাপি না জানে † কেহো প্রভুর মায়ায়॥
যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু ‡ হইলা সুস্থির॥

* 'গাও গিয়া'। † 'চিনে'। ‡ 'চিত্ত'।

নিরবধি থাকে পিতা-মাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয়ে যেন * জননী-জনকে ॥
খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্দ্ধেকো পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে ॥
একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আরবার উলটিয়া সভারে ঠেকায় ॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব বুদ্ধি সভেই প্রশংসে।
সভে বোলে "ধন্য পিতা-মাতা হেন বংশে ॥"
সন্তোষে কহেন সভে জগন্নাথ-স্থানে।
"তুমি ত কৃতার্থ মিশ্র! এহেন নন্দনে ॥
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে।
বৃহস্পতি জিনিঞা হইব অধ্যয়নে † ॥
শুনিলেই সর্ব্ব অর্থ আপনে বাখানে।
তান ফাঁকি বাখানিতে‡নারে কোন জনে ॥"
শুনিঞা পুত্রের গুণ জননী হরিষ।
মিশ্র পুন § চিত্তে বড় হয় ¶ বিমরিষ ॥
শচী প্রতি বোলে জগন্নাথ মিশ্রবর।
"এহো পুত্র না রহিব সংসার-ভিতর ॥
এইমত বিশ্বরূপ পড়ি সর্ব্বশাস্ত্র।
জানিল 'সংসার সত্য নহে তিলমাত্র' ॥
সর্ব্ব-শাস্ত্র-মর্ম্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর ॥ ।
অনিত্য সংসার হৈতে হইলা বাহির ॥
এহো যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হৈব জ্ঞানবান।
ছাড়িয়া সংসারসুখ করিব পয়ান ॥

* 'সদা'। † 'বিদ্যাবানে'। ‡ 'প্রবোধিতে'।
§ 'শুনি'। ¶ 'করে'।
॥ 'সর্ব্বশাস্ত্রে বিশ্বরূপ যবে হৈলা স্থির' বা 'সর্ব্বশাস্ত্র বিশ্বরূপ জানি হৈলা ধীর'

এই পুত্র সবে দুইজনের জীবন।
ইহা না দেখিলে দুইজনের মরণ ॥
অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাঞি।
মূর্খ হই ঘরে মোর রহুক নিমাঞি ॥"
শচী বোলে "মূর্খ হৈলে জীবেক কেমনে ?
মূর্খেরে ত কন্যাও না দিব কোন জনে ॥"
মিশ্র বোলে "তুমি ত অবুধ বিপ্রসুতা !
হর্ত্তা কর্ত্তা পিতা* কৃষ্ণ সভার রক্ষিতা ॥
জগত পোষণ করে জগতের নাথ।
'পাণ্ডিত্যে পোষয়ে' কেবা কহিল তোমাত ॥
কিবা মূর্খ, কি পণ্ডিত, যাহার যেখানে।
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ, সে হৈব আপনে ॥
কুল-বিদ্যা-আদি উপলক্ষণ সকল।
সভারে পোষয়ে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্ব-বল ॥
সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমাত।
পড়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি † ভাত ॥
ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে ॥
অতএব বিদ্যা আদি না করে পোষণ।
কৃষ্ণ সে সভারে করে পোষণ পালন ॥"

তথাহি—

"অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিত-গোবিন্দ চরণস্য কথং ভবেৎ ॥"১ ॥

টীকা।

অনায়াসেনেতি—মরণ গাতনাশনমুহূর্ত্তেত্যর্থঃ। ন আরাধিতং গোবিন্দচরণং যেন তস্য ॥১॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তি গোবিন্দ-চরণের আরাধনা করে

* 'সেই' বা 'ভর্ত্তা'।
† 'ঘরেতে নাহি' বা 'ঘরে তত্তো নাহি'।

নাই, তাহার বিনা আয়াসে মরণ বা বিনা দৈন্যে জীবন কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? ॥ ১ ॥

"অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্য বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিদ্যা-ধনে॥
কৃষ্ণকৃপা বিনে নহে দুঃখের মোচন।
থাকিল বা বিদ্যা, কুল, কোটিকোটি ধন॥
যায় গৃহে আছয়ে সকল উপভোগ।*
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন এক রোগ॥
কিছু বিলসিতে নারে, দুঃখে†পুড়ি মরে।
যার নাহি, তাহা হৈতে‡ দুঃখী বলি তারে॥
এতেক জানিত, থাকিলেও কিছু নহে।
যারে যেন কৃষ্ণ-আজ্ঞা, সে-ই সত্য হয়ে॥
এতেকে না কর চিন্তা পুত্রপ্রতি তুমি।
'কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র' কহিলাঙ আমি॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে § আমার।
তাবৎ তিলেক দুঃখ ¶ নাহিক উহার॥
আমার-সভারে ॥ কৃষ্ণ আছেন রক্ষিতা।
কিবা চিন্তা, তুমি যার মাতা পতিব্রতা॥
'পড়িয়া নাহিক কার্য্য' বলিল তোমারে।
মূর্খ হই পুত্র মোর রহু মাত্র ঘরে॥"
এত বলি পুত্রেরে ডাকিলা মিশ্রবর।
মিশ্র বোলে "শুন বাপ! আমার উত্তর॥
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার।
ইহাতে অন্যথা কর, শপথ আমার॥
যে তোমার ইচ্ছা বাপ! তাই দিব আমি।
গৃহে বসি পরমমঙ্গলে থাক তুমি॥"
এত বলি মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তরে।
পড়িতে না পায় আর প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
নিত্য ধর্ম্ম সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
না লঙ্ঘে জনক-বাক্য, পড়িতে না যায়॥
অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যারস-ভঙ্গে।
পুন প্রভু উদ্ধত হইলা শিশু-সঙ্গে॥
কিবা নিজগৃহে প্রভু, কিবা পর-ঘরে।
যাহা পায়, তাহা ভাঙ্গে, অপচয় করে॥
নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে।
সর্ব্বরাত্রি শিশু-সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে॥
কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ দুই শিশু মেলি।
বৃষ-প্রায় হইয়া চলেন কুতূহলী॥
যার বাড়ী* কলাবন দেখি থাকে দিনে।
রাত্রি হৈলে বৃষ রূপে ভাঙ্গয়ে আপনে॥
গরু-জ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে 'হায়হায়'।
জাগিলে গৃহস্থ, শিশু-সংহতি পলায়॥
কারো ঘরে দ্বার দিয়া† বান্ধয়ে বাহিরে।
লঘ্বী গুর্ব্বী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে॥
কে বান্ধিল দুয়ার করয়ে 'হায়হায়'।
জাগিলে ‡ গৃহস্থ, প্রভু উঠিয়া পলায়॥
এইমত দিনরাত্রি ত্রিদশের রায়।
শিশুগণ-সঙ্গে ক্রীড়া করে সর্ব্বদায় §॥
এতেক ¶ চাপল্য করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তথাপিহ মিশ্র কিছু না করে উত্তর॥

---

* 'যার যার গৃহেতে আছয়ে উপভোগ' বা 'উত্তম উপভোগ'। † 'দেখি'।
‡ 'যার ভক্তি-ধন নাহি' বা 'যার নাহি তাহাতেও'।
§ 'বসয়ে'। ¶ চিন্তা। ॥ 'অভাবে'।

* 'ঘরে'। † 'কাহারো ঘরের দ্বার'।
‡ 'ডাকিলে'। § 'সর্ব্বথায়'। ¶ 'যতেক'।

একদিন মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর।
পঢ়িতে না পায়ে প্রভু ক্রোধিত-অন্তর॥
বিষ্ণুনৈবেদ্যের যত বর্জ্য-হাণ্ডীগণ।
বসিলেন প্রভু হাঁড়ী করিয়া আসন॥
এ বড় নিগূঢ় কথা শুন একমনে।
কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধি হয় ইহার শ্রবণে॥
বর্জ্য-হাঁড়ীগণ সব করি সিংহাসন।
তথি বসি হাসে গৌর * সুন্দর-বদন॥
লাগিল হাঁড়ীর কালী সর্ব্ব-গৌর-অঙ্গে।
কনক-পুতলি যেন লিখিয়াছে অঙ্গে † ॥
শিশুগণ জানাইল গিয়া শচীস্থানে।
"নিমাঞি বসিয়া আছে হাঁড়ীর আসনে॥"
মা'য়ে আসি দেখিয়া করেন "হায়হায়।
এ স্থানেতে বাপ! বসিবারে না জুয়ায়॥
বর্জ্য-হাঁড়ী ইহা সব পরশিলে স্নান।
এতদিনে তোমার এ না জন্মিল জ্ঞান?"
প্রভু বোলে "তোরা মোরে না দিস্ পঢ়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিব কেমতে?
মূর্খ আমি, না জানিয়ে ভাল-মন্দ-স্থান।
সর্ব্বত্র আমার হয় ‡ অদ্বিতীয়-জ্ঞান॥"
এত বলি হাসে বর্জ্য-হাঁড়ীর আসনে।
দত্তাত্রেয়-ভাব প্রভু হইলা তখনে॥
মা'য়ে বোলে "তুমি যে বসিলা মন্দ-স্থানে।
এবে তুমি পবিত্র বা হইবা কেমনে § ?"
প্রভু বোলে "মাতা! তুমি বড় শিশুমতি।
অপবিত্র স্থানে কভু মোর নহে স্থিতি॥

যথা মোর স্থিতি, সেই সর্ব্ব পুণ্য-স্থান।
গঙ্গা-আদি সর্ব্ব তীর্থ তহিঁ অধিষ্ঠান॥
আমার সে কাল্পনিক * শুচি বা অশুচি।
স্রষ্টার কি দোষ আছে, মনে ভাব বুঝি॥
লোক-বেদ-মতে † যদি অশুদ্ধ বা হয়।
আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয়?
এ সব হাঁড়ীতে মূলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি করিলা রন্ধন॥
বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু দুষ্ট নয়।
সেই হাঁড়ী পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয়॥
এতেকে আমার বাস নহে মন্দ-স্থানে।
সভার শুদ্ধতা মোর পরশ-কারণে॥"
বাল্যভাবে সর্ব্বতত্ত্ব কহি ‡ প্রভু হাসে।
তথাপি না বুঝে কেহো তান মায়াবশে॥
সভেই হাসেন শুনি শিশুর বচন।
"স্নান আসি কর" শচী বোলেন তখন॥
না আইসেন প্রভু সেইখানে বসি আছে §।
শচী বোলে "ঝাট আয়, বাপে জানেণা পাছে॥"
প্রভু বোলে "যদি মোরে না দেহ' পঢ়িতে।
তবে মুঞি নাহি যাঙ কহিলুঁ তোমাতে॥"
সভেই ভর্ৎসেন ঠাকুরের জননীরে।
সভে বোলে "কেনে নাহি দেহ' পঢ়িবারে॥
যত্ন করি কেহো নিজ বালক ‖ পঢ়ায়।
কত ভাগ্যে আপনে পঢ়িতে শিশু § চায়॥
কোন্ শত্রু হেন বুদ্ধি দিল বা তোমারে।
ঘরে মূর্খ করি পুত্র রাখিবার তরে?

* 'প্রভু'। † 'লেপিয়াছে গন্ধে'।
‡ 'এক'। § 'পবিত্র হইবা কেন-মনে'।

* 'আমার কল্পনা সে যে'। † 'রীতি'।
‡ 'কহে'। § 'হাসে'।
¶ 'দেখে'। ‖ 'পুত্র সে'। $ 'পুত্র'।

ইহাতে শিশুর দোষ তিলার্দ্ধেকো নাঞি।"
সভেই বোলেন্ "বাপ! আইস নিমাঞি!
আজি হৈতে তুমি যদি না পাও পঢ়িতে।
তবে অপচয় তুমি করিহ ভালমতে॥"
না আইসে প্রভু, সেইখানে বসি হাসে।
সুকৃতি-সকল সুখসিন্ধু-মাঝে * ভাসে॥
আপনে ধরিয়া শিশু আনিলা জননী।
হাসে গৌরচন্দ্র যেন ইন্দ্রনীলমণি॥
তত্ত্ব কহিলেন প্রভু দত্তাত্রেয়-ভাবে।
না বুঝিল কেহো বিষ্ণুমায়ার প্রভাবে॥
স্নান করাইলা পুত্রে † শচী পুণ্যবতী।
হেনকালে আইলেন মিশ্র মহামতি॥
মিশ্রস্থানে শচী সব কহিলেন কথা।
"পঢ়িতে না পায়ে পুত্র, মনে ভাবে ব্যথা॥"
সভেই বোলেন "মিশ্র! তুমি ত উদার।
কা'র বোলে পুত্র নাহি দেহ' পঢ়িবার?
যে করিব কৃষ্ণচন্দ্র সে-ই সত্য হয়।
চিন্তা পরিহরি দেহ' পঢ়িতে নির্ভয় *॥
ভাগ্য সে বালক চাহে আপনে পঢ়িতে।
ভাল দিনে যজ্ঞসূত্র দেহ' ভালমতে॥"
মিশ্র বোলে "তোমরা পরম-বন্ধুগণ।
তোমরা যে বোল, সে-ই আমার বচন॥"
অলৌকিক দেখিয়া শিশুর সর্ব্বকর্ম্ম।
বিস্ময় ভাবেন কেহো নাহি জানে † মর্ম্ম॥
মধ্যেমধ্যে কোন জন অতি ভাগ্যবানে।
পূর্ব্বে-কহি রাখিয়াছে জগন্নাথ ‡ স্থানে॥
"প্রাকৃত বালক কভু এ বালক নহে।
যত্ন করি এ বালক রাখিহ হৃদয়ে॥"
নিরবধি গুপ্তভাবে প্রভু কেলি করে।
বৈকুণ্ঠনায়ক দ্বিজ-§ অঙ্গনে বিহরে॥
পঢ়িতে পাইলা প্রভু বাপের আদেশে।
হইলেন মহাপ্রভু আনন্দবিশেষে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ¶॥

ইতি শ্রীআদিখণ্ডে শ্রীবিশ্বরূপসন্ন্যাসাদিবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জয়জয় কৃপাসিন্ধু ‡ শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় শচী-জগন্নাথ-গৃহ-শশধর॥
জয়জয় নিত্যানন্দস্বরূপের প্রাণ।
জয়জয় সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্মের নিধান॥
ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিতে গৌরাঙ্গ জয়জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥

---

* 'দেখি সুখমাঝে' বা 'দেখিয়া সুখসিন্ধু মাঝে'।
† 'জননী' বা 'নিমাঞি'। ‡ 'কৃপাম্বুধি' বা কৃপানিধি'।

* 'তনয়'। † 'না জানিয়ে'।
‡ 'কহিয়াও আছে জগন্নাথমিশ্র'-।
§ 'কৃষ্ণ' বা 'নিজ'।
¶ 'শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ-যুগলে।
বৃন্দাবনদাস গায় চৈতন্যমঙ্গলে॥'

হেনমতে মহাপ্রভু * জগন্নাথঘরে।
নিগূঢ়ে আছেন কেহো চিনিতে না পারে॥
বাল্যক্রীড়া-নাম যত আছে পৃথিবীতে।
সকল খেলায় প্রভু, কে পারে কহিতে॥
বেদ-দ্বারে ব্যক্ত হৈব সকল-পুরাণে।
কিছু শেষে শুনিব † সকল ভাগ্যবানে॥
এইমত গৌরচন্দ্র বাল্যরসে ভোলা।
যজ্ঞোপবীতের কাল আসিয়া মিলিলা॥
যজ্ঞসূত্র পুত্রের দিবারে মিশ্রবর।
বন্ধুবর্গ ডাকিয়া আনিলা নিজ-ঘর॥
পরম হরিষে সভে আসিয়া মিলিলা।
যার যেন যোগ্য-কার্য্য করিতে লাগিলা॥
স্ত্রীগণেতে 'জয়' দিয়া কৃষ্ণগুণ গায়।
নটগণে মৃদঙ্গ, সানাঞি, বংশী বা'য়॥
বিপ্রগণে বেদ পড়ে, ভাটে রায়বার ‡।
শচী-গৃহে হইল আনন্দ-অবতার॥
যজ্ঞসূত্র ধরিবেন শ্রীগৌরসুন্দর।
শুভযোগ সকল আইল শচী-ঘর॥
শুভ মাসে, শুভ দিন, শুভ ক্ষণ করি।
ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
শোভিল শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র মনোহর।
সূক্ষ্মরূপে 'শেষ' বা বেড়িলা কলেবর॥
হইলা বামনরূপ প্রভু গৌরচন্দ্র।
দেখিতে সভার বাড়ে পরম § আনন্দ॥
অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য-তেজ ¶ দেখি সর্ব্বগণে।
নর-জ্ঞান কেহো কেহো ‖ নাহি করে মনে$॥

হাথে দণ্ড, কান্ধে ঝুলি, শ্রীগৌরসুন্দর।
ভিক্ষা করে প্রভু সর্ব্বসেবকের ঘর॥
যার যথা শক্তি ভিক্ষা সভেই সন্তোষে।
প্রভুর ঝুলিতে দিয়া নারীগণ হাসে॥
দ্বিজপত্নী-রূপ ধরি ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী।
যত পতিব্রতা মুনিবর্গের গৃহিণী॥
শ্রীবামন-রূপ প্রভুর দেখিয়া সন্তোষে।
সভেই ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া-দিয়া হাসে॥
প্রভুও করেন শ্রীবামন-রূপ-লীলা।
জীবের উদ্ধার লাগি এ সকল খেলা॥
জয়জয় শ্রীবামন-রূপ গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥
যে শুনে প্রভুর যজ্ঞসূত্রের গ্রহণ।
সে পায় চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণ॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক শচী-ঘরে।
বেদের নিগূঢ় নামামত* ক্রীড়া করে॥
ঘরে সর্ব্বশাস্ত্রের বুঝিয়া সমীহিত।
গোষ্ঠী-মাঝে প্রভুর পড়িতে হৈল চিত॥
নবদ্বীপে আছে অধ্যাপকশিরোমণি।
গঙ্গাদাস-পণ্ডিত যে-হেন সান্দীপনি॥
ব্যাকরণশাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিত।
তাঁর ঠাঞি পড়িতে প্রভুর সমীহিত †॥
বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর।
পুত্রসঙ্গে গেলা গঙ্গাদাস-বিপ্র-ঘর॥
মিশ্র দেখি গঙ্গাদাস সম্ভ্রমে উঠিলা।
আলিঙ্গন করি এক-আসনে বসিলা॥
মিশ্র বোলে "পুত্র আমি দিল তোমা'স্থানে।
পড়াইবাশুনাইবা ‡ সকল আপনে॥"

* 'নবদ্বীপে' বা 'আছে প্রভু'। † 'জানিব'।
‡ 'কায়বার'। § 'নয়ন'। ¶ 'বামনরূপ'।
‖ 'আর কেহো'। $ 'না করে ভরমে'।

* 'লীলা রস'। † 'হৈল চিত'। ‡ 'জানাইবা।'

গঙ্গাদাস বোলে "বড় ভাগ্য সে আমার।
পড়াইমু যত শক্তি আছয়ে আমার॥"
শিষ্য দেখি পরম আনন্দে গঙ্গাদাস।
পুত্র-প্রায় করিয়া রাখিলা নিজ-পাশ॥
যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন।
সকৃৎ শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন॥
গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুনর্ব্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন॥
সহস্রসহস্র শিষ্য পড়ে যত জনে।
হেন কারো শক্তি নাহি দিবারে দূষণে॥
দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্ব-গোষ্ঠী * শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত॥
যত পড়ে গঙ্গাদাসপণ্ডিতের স্থানে।
সভারেই ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত † নাম।
কৃষ্ণানন্দ-আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান॥
সভারে চালয়ে প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া।
শিশুজ্ঞানে কেহো কিছু না বোলে হাসিয়া॥
এইমত প্রতিদিন পড়িয়া শুনিয়া।
গঙ্গাস্নানে চলে নিজ-বয়স্য লইয়া॥
পড়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপপুরে।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সভে গঙ্গাস্নান করে ‡॥
একো অধ্যাপকের সহস্র-শিষ্যগণ।
অন্যোহন্যে কলহ করেন অনুক্ষণ॥
প্রথম বয়স প্রভুর স্বভাব চঞ্চল।
পড়ুয়াগণের সহ করেন কন্দল §॥

* 'শিষ্য'। † 'শ্রীকমলাকর'।
‡ 'স্নানে চলে'। § 'কোন্দল'।

কেহ বোলে "তোর গুরু কোন্ বুদ্ধি তার।"
কেহো বোলে "বোল এই* আমি
শিষ্য যার॥"
(কেহো বোলে "তোর গুরু কোন্
বুদ্ধি ধরে?
কোন্ শাস্ত্রে পারগ সে কি পড়ায় তোরে?")
এইমত অল্পেঅল্পে হয় গালাগালি।
তবে জলফেলাফেলি তবে দেন বালি॥
তবে হয় মারামারি যে যাহারে পারে।
কর্দ্দম ফেলিয়া কারো গা'য়ে কেহো মারে॥
রাজার দোহাই দিয়া কেহো কা'রে ধরে।
মারিয়া পলায় কেহো গঙ্গার ও'পারে॥
এত হুড়ুহুড়ি করে পড়ুয়াসকল।
বালি-কাদাময় সব হয় গঙ্গাজল॥
জল ভরিবারে নাহি পারে নারীগণে।
না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মণসজ্জনে॥
পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
এইমত প্রভু প্রতি-ঘাটেঘাটে যায়॥
প্রতিঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই।
ঠাকুর কলহ করে † প্রতি-ঠাঞিঠাঞি॥
প্রতি-ঘাটেঘাটে যায় ‡ গঙ্গায় সাঁতারি।
একো ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি॥
যতযত প্রামাণিক পড়ুয়ারগণ।
তারা বোলে "কলহ করহ কি কারণ?
জিজ্ঞাসা করহ, বুঝি কার্ কোন্ § বুদ্ধি।
বৃত্তি-পঞ্জী-টীকার কে জানে দেখি শুদ্ধি॥"

* 'এই দেখ'। † 'ঠাকুর-সহ কলহ'।
‡ 'যায় প্রভু'। § 'দেখি কার কত'।

সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত প্রভু ভগবান।
করিলেন সূত্র-ব্যাখ্যা যে হয় * প্রমাণ॥
ব্যাখ্যা শুনি সভে বোলে প্রশংসা-বচন।
প্রভু বোলে "এবে শুন করিয়ে খণ্ডন॥"
যত বাখানিল তাহা † দূষিল সকল।
প্রভু বোলে "স্থাপ' এবে কার আছে বল?"
চমৎকার সভেই ভাবেন মনেমনে।
প্রভু বোলে "শুন এবে করিয়ে স্থাপনে॥"
পুন হেন ব্যাখ্যা করিলেন গৌরচন্দ্র।
সর্ব্বমতে সুন্দর, কোথাও নাহি মন্দ॥
যত সব প্রামাণিক পঢ়ুয়ার গণ।
সন্তোষে সভেই করিলেন আলিঙ্গন॥
পঢ়ুয়া সকলে বোলে "আজি ঘরে যাহ।
কালি যে জিজ্ঞাসি তাহা বলিবারে চাহ॥"
এইমত প্রতিদিন জাহ্নবীর জলে।
বৈকুণ্ঠনায়ক বিদ্যারসে খেলা খেলে॥
এই ক্রীড়া লাগিয়া সর্ব্বজ্ঞ ‡ বৃহস্পতি।
শিষ্য-সহ নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি॥
জলক্রীড়া করে প্রভু শিশুগণ § সঙ্গে।
ক্ষণেক্ষণে গঙ্গার ও'পার যায় রঙ্গে॥
বহু-মনোরথ পূর্ব্বে আছিল গঙ্গার।
যমুনায় দেখি কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার॥
"কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য।"
নিরবধি গঙ্গা এই বলিলেন বাক্য॥
যদ্যপিহ গঙ্গা অজ-ভবাদি-বন্দিতা।
তথাপিহ যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা॥

বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর॥
করি বহুবিধ ক্রীড়া জাহ্নবীর জলে।
গৃহে আইলেন গৌরচন্দ্র কুতূহলে॥
যথাবিধি করি প্রভু শ্রীবিষ্ণুপূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন॥
ভোজন করিয়া মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জ্জনে॥
আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী।
ভুলিলা পুস্তকরসে সর্ব্বদেবমণি॥
দেখিয়া আনন্দে ভাসে মিশ্র মহাশয়।
রাত্রি-দিনে হরিষে কিছুই না জানয়॥
দেখিতেদেখিতে জগন্নাথ পুত্রমুখ।
তিলেতিলে * পায় অনির্ব্বচনীয় সুখ॥
যেমতে পুত্রের রূপ করে মিশ্র পান।
সশরীরে সাযুজ্য হইল কিবা তান॥
সাযুজ্য বা কোন্ উপাধিক সুখ তানে।
সাযুজ্যাদি-সুখ মিশ্র অল্প করি মানে॥ †
জগন্নাথ-মিশ্র-পা'য় বহু নমস্কার।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ পুত্ররূপে যাঁর॥
এইমত মিশ্রচন্দ্র দেখিতে পুত্রেরে।
নিরবধি ভাসে বিপ্র আনন্দসাগরে॥
কামদেব জিনিঞা প্রভু সে রূপবান।
প্রতি অঙ্গেঅঙ্গে সে লাবণ্য অনুপাম॥
ইহা দেখি মিশ্রচন্দ্র চিন্তেন অন্তরে।
"ডাকিনী দানবে পাছে পুত্রে বল করে॥"

* 'যে হেন'। † 'ব্যাখ্যা কৈল সব'।
‡ 'সর্ব্বাস্ত' বা 'সর্ব্বার্থে'। § 'জাহ্নবীর'।

* 'নিতি নিতি'।
† 'সাযুজ্যাদি মোক্ষ বিপ্র সুখ নাহি মানে'।

ভয়ে মিশ্র পুত্র সমর্পয়ে কৃষ্ণ-স্থানে।
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র আড়ে থাকি শুনে॥
মিশ্র বোলে "কৃষ্ণ! তুমি রক্ষিতা সভার।
পুত্র-প্রতি শুভ-দৃষ্টি করিবা আমার॥
যে তোমার চরণ-কমল স্মৃতি করে।
কভু বিঘ্ন না আইসে তাহার মন্দিরে॥
তোমার স্মরণ-হীন যে যে পাপ-স্থান।
তথায়ে ডাকিনী-ভূত-প্রেত-অধিষ্ঠান॥

তথাহি (ভা০ ১০।৬।৩)—

"ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্য্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি॥"১॥
ইতি।

টীকা।

নযত্রেতি। যত্র—পুরাদিষু, সাত্বতাং ভর্ত্তুঃ—শ্রীকৃষ্ণস্য, রক্ষোঘ্নানি—শ্রবণাদীনি স্বকর্ম্মসু ন কুর্ব্বন্তি, তত্রৈব। যাতুধান্যঃ—রাক্ষস্যঃ প্রভবন্তীত্যর্থঃ॥১॥

অনুবাদ।

যে স্থান জনগণ নিজ নিজ কর্ম্মে সাত্বত-পতি শ্রীকৃষ্ণের রাক্ষসনাশক শ্রবণাদির অনুষ্ঠান না করে, সেই স্থানেই রাক্ষসী প্রভৃতি স্ব স্ব প্রভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে॥১॥

"আমি তোর দাস প্রভু! যতেক আমার
রাখিবা আপনে তুমি, সকল তোমার॥
অতএব যত আছে বিঘ্ন * বা সঙ্কট।
না আসুক কভু মোর পুত্রের নিকট॥"
এইমত নিরবধি মিশ্র জগন্নাথ।
একচিত্তে বর মাগে তুলি দুই হাথ॥

দৈবে একদিন স্বপ্ন দেখি মিশ্রবর।
হরিষ-বিষাদ বড় হইল অন্তর॥
স্বপ্ন দেখি স্তব পড়ি দণ্ডবত করে।
"হে গোবিন্দ! নিমাঞি রহুক মোর ঘরে॥
সবে এই বর কৃষ্ণ! মাগোঁ তোর ঠাঞি।
'গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি'॥"
শচী জিজ্ঞাসয়ে বড় হইয়া বিস্মিত।
"এ সকল বর কেনে মাগ' আচম্বিত?"
মিশ্র বোলে "আজি মুঞি দেখিলুঁ স্বপন।
নিমাঞি ক'রেছে যেন শিখার মুণ্ডন॥
অদ্ভুত-সন্ন্যাসি-বেশ কহনে না যায়।
হাসে নাচে কান্দে 'কৃষ্ণ' বলি সর্ব্বদায়॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ।
নিমাঞি বেড়িয়া সভে করেন কীর্ত্তন॥
কখনো নিমাঞি বৈসে বিষ্ণুর খট্টায়।
চরণ তুলিয়া দেই সভার মাথায়॥
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ সহস্রবদন।
সভেই গায়েন 'জয় শ্রীশচীনন্দন'॥
মহাভয়ে * চতুর্দ্দিগে সভে স্তুতি করে।
দেখিয়া আমার মুখে † বাক্য নাহি স্ফুরে।
কথোক্ষণে দেখি কোটিকোটি লোক লৈয়া।
নিমাঞি বুলেন প্রতিনগরে নাচিয়া॥
লক্ষ কোটি লোক নিমাঞির পাছে ধায়।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া সভে হরিধ্বনি গায়॥
চতুর্দ্দিগে শুনি মাত্র নিমাঞির স্তুতি।
নীলাচলে যায় সর্ব্ব-ভক্তের সংহতি॥
এই স্বপ্ন দেখি চিন্তা পাও সর্ব্বথায়।
বিরক্ত হইয়া পাছে পুত্র বাহিরায়॥"

* 'বিঘ্নি'।

* 'মহানন্দে'। † 'ভয়ে' বা 'কিছু'।

শচী বোলে "স্বপ্ন তুমি দেখিলা গোসাঞি।
চিন্তা না করিহ, ঘরে রহিব নিমাঞি॥
পুঁথি ছাড়ি নিমাঞি না জানে কোন কর্ম্ম।
বিদ্যারস-তার * হইয়াছে সর্ব্ব ধর্ম্ম॥"
এইমত পরম উদার দুইজন।
নানাকথা কহে পুত্রস্নেহের কারণ॥
হেনমতে কথোদিন থাকি মিশ্রবর।
অন্তর্ধান হৈলা নিত্য-সিদ্ধ † কলেবর॥
মিশ্রের বিজয়ে ‡ প্রভু কান্দিলা বিস্তর।
দশরথ-বিজয়ে যেহেন § রঘুবর॥
দুর্নিবার শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণ।
অতএব রক্ষা হৈল আইর জীবন॥
দুঃখ-রস ¶ এ সকল বিস্তারি কহিতে।
দুঃখ হয়, অতএব কহিল সংক্ষেপে॥
হেনমতে জননীর সঙ্গে গৌরহরি।
আছেন নিগূঢ়রূপে আপনা' সম্বরি॥
পিতৃহীন-বালক দেখিয়া শচী আই।
সেই পুত্র সেবা বই আর কার্য্য নাঞি॥
দণ্ডকে না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র।
মূর্চ্ছা পায়ে আই দুই চক্ষে হয় অন্ধ॥
প্রভুও মায়ের প্রীতি করে নিরন্তর।
প্রবোধেন তানে বলি আশ্বাস-উত্তর॥
"শুন মাতা! মনে কিছু না চিন্তিহ তুমি।
সকল তোমার আছে, যদি আছি আমি॥
ব্রহ্মা-মহেশ্বরো যে দুর্ল্লভ লোকে বোলে।
তাহা আমি তোমারে আনিঞা দিব হেলে॥"

শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ।
দেহ-স্মৃতি-মাত্র নাহি থাকে কিসে দুঃখ॥
যার স্মৃতি-মাত্রে সর্ব্ব পূর্ণ হয় কাম *।
সে প্রভু যাহার পুত্ররূপে বিদ্যমান॥
তাহার কেমতে দুঃখ রহিব শরীরে?
আনন্দস্বরূপ করিলেন জননীরে॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিপ্রশিশুরূপে।
আছেন বৈকুণ্ঠনাথ স্বানুভাবসুখে॥
ঘরে মাত্র হয় † দরিদ্রতার প্রকাশ।
আজ্ঞা যেন মহামহেশ্বরের বিলাস॥
কি থাকুক, না থাকুক, নাহিক বিচার।
চাহিলেই না পাইলে রক্ষা নাহি আর॥
ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলেন ‡ সেইক্ষণে।
আপনার অপচয় তাহো নাহি মানে §॥
তথাপিহ শচী, যে চাহেন, সেইক্ষণে।
নানা-যত্নে দেন পুত্রস্নেহের কারণে॥
একদিন প্রভু চলিলেন গঙ্গাস্নানে।
তৈল আমলকী চাহে জননীর স্থানে॥
"দিব্য-মালা সুগন্ধি-চন্দন দেহ' মোরে।
গঙ্গাস্নান করি চাও গঙ্গা পূজিবারে॥"
জননী কহেন "বাপ! শুন মন দিয়া।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর মালা আনোঁ গিয়া॥"
'আনোঁ গিয়া' যেই-মাত্র শুনিলা বচন।
ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচীর নন্দন॥
"এখনে যাইবা তুমি ¶ মালা আনিবারে।"
এত বলি ক্রুদ্ধ হই প্রবেশিলা ঘরে॥

---

* 'ভাব'। † 'শুদ্ধ'। ‡ 'বিরহে' বা 'বিয়োগে'।
§ 'বিরহে যেন কৈল' ¶ 'বড়' বা 'হয়'।
‖ 'সে ক্রন্দন শুনি কাষ্ঠ পাষাণ দরবে'।
*

* 'সত্তে হয় পূর্ণকাম'। † 'ঘরে বোল মহা'।
‡ 'সকল ভাঙ্গেন'। § 'তাহা নাহি জানে'।
¶ 'অখনে কি যাইবা সে'।

যতেক আছিল গঙ্গাজলের কলস।
আগে সব ভাঙ্গিলেন হই ক্রোধবশ ॥
তৈল, ঘৃত, লবণ আছিল যাতেযাতে।
সর্ব্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঙ্গা লই * হাথে।
ছোট বড় ঘরে যত ছিল 'ঘট' নাম।
সব ভাঙ্গিলেন ইচ্ছাময় ভগবান ॥
গড়াগড়ি যায় ঘরে তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ।
তণ্ডুল, কার্পাস, ধান্য, লোণ বড়ী, মুদ্গ ॥
যতেক আছিল সিকা টানিঞাটানিঞা।
ক্রোধাবেশে ফেলে প্রভু ছিণ্ডিয়াছিণ্ডিয়া॥
বস্ত্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে।
খানিখানি করি চিরি ফেলে দুই-করে ॥
সব ভাঙ্গি আর যদি নাহি অবশেষ।
তবে শেষে গৃহ প্রতি হৈল ক্রোধাবেশ ॥
দোহাথিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপরে।
হেন প্রাণ নাহি কারো যে নিরোধ করে ॥†
ঘর দ্বার ভাঙ্গি শেষে বৃক্ষেরে দেখিয়া।
তাহার উপরে ঠেঙ্গা পাড়ে দোহাথিয়া ॥
তথাপিহ ক্রোধাবেশে ক্ষমা নাহি হয়।
শেষে পৃথিবীতে ঠেঙ্গা নাহি সমুচ্চয় ॥
গৃহের উপান্তে শচী সশঙ্কিত হৈয়া। ‡
মহা-ভয়ে আছেন যেহেন লুকাইয়া ॥
ধর্ম্মসংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন।
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন ॥

এতাদৃশ ক্রোধ আরো * আছেন ব্যাপিয়া।
তথাপিহ জননীরে না মারিলা গিয়া ॥
সকল ভাঙ্গিয়া শেষে আসিয়া অঙ্গনে।
গড়াগড়ি যাইতেলগিলা ক্রোধ-মনে ॥
শ্রীকনক-অঙ্গ হৈল বালুকা-বেষ্টিত।
সেই হৈল মহাশোভা অকথ্য-চরিত ॥
কথোক্ষণে মহাপ্রভু গড়াগড়ি দিয়া।
স্থির হই রহিলেন শয়ন করিয়া ॥
সেইমতে দৃষ্টি কৈলা † যোগনিদ্রা প্রতি।
পৃথিবীতে শুই আছেন শ্রীবৈকুণ্ঠপতি ॥
অনন্তের শ্রীবিগ্রহে ‡ যাহার শয়ন।
লক্ষ্মী যার পাদপদ্ম সেবে অনুক্ষণ ॥
চারি বেদে যে প্রভুরে করে অন্বেষণে।
সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গনে ॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে ভাসে।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করয়ে যাঁর দাসে ॥
ব্রহ্মা-শিব-আদি মত্ত যাঁর গুণ-ধ্যানে।
হেন প্রভু নিদ্রা যান শচীর অঙ্গনে ॥
এইমত মহাপ্রভু স্বানুভাবরসে §।
নিদ্রা যায় দেখি সর্ব্বদেবে কান্দে হাসে ॥
কথোক্ষণে শচীদেবী মালা আনাইয়া।
গঙ্গা পূজিবার সজ্জ প্রত্যক্ষ করিয়া ॥
ধীরেধীরে পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হস্ত দিয়া।
ধূলা ঝাড়ি তুলিতে লাগিলা দেবী গিয়া ॥
"উঠউঠ বাপ! মোর, হের মালা ধর।
আপন ইচ্ছায় গিয়া গঙ্গাপূজা কর ॥

---

* 'করি ঠেঙ্গা লই দুই'।
† 'হেন প্রাণী নাহি কেহো প্রভু প্রবোধ করে'।
‡ 'গৃহের একান্তে আই (মাই) সঙ্কুচিতা হঞা'।

* 'প্রভু'। † 'হৈল'। ‡ 'অনন্তবিগ্রহোপরে'।
§ 'স্বানুভাবাবেশে' বা 'স্বানুভাবে ভাসে'।

ভাল হৈল বাপ ! যত ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।
যাউক্ তোমার সব বালাই লইয়া ॥”
জননীর বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলা করিতে স্নান লজ্জিত-অন্তর ॥
এথা শচী সর্ব্বগৃহ করি উপস্কার *।
রন্ধনের উদ্যোগ লাগিলা করিবার ॥
যদ্যপিহ প্রভু এত করে অপচয়।
তথাপি শচীর চিত্তে দুঃখ নাহি হয় ॥
কৃষ্ণের চাপল্য যেন অশেষ-প্রকারে।
যশোদায়ে সহিলেন গোকুলনগরে ॥
এইমত গৌরাঙ্গের যত চঞ্চলতা।
সহিলেন অনুক্ষণ শচী জগন্মাতা ॥
ঈশ্বরের ক্রীড়া জানি কহিতে কতেক।
এইমত চঞ্চলতা করেন যতেক ॥
সকল সহেন শচী কায়-বাক্য-মনে।
হইলেন আই যেন পৃথিবী আপনে ॥
কথোক্ষণে মহাপ্রভু করি গঙ্গাস্নান।
গৃহে আইলেন ক্রীড়াময় ভগবান্ ॥
বিষ্ণু-পূজা করি তুলসীরে জল দিয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া।
ভোজন করিয়া প্রভু হৈলা হর্ষ-মন।
হাসিয়া করেন প্রভু তাম্বুলভক্ষণ ॥ †
ধীরেধীরে আই তবে বলিতে লাগিলা।
“এত অপচয় বাপ ! কি কার্য্যে করিলা ?
ঘর দ্বার দ্রব্য যত সকলি তোমার।
অপচয় তোমার সে, কি দায় ‡ আমার ॥

* 'পরিষ্কার'। † 'আচমন করি করেন তাম্বুলচর্ব্বণ'।
‡ 'বে কি দোষ'।

পড়িবারে তুমি বোল এখনে যাইবা।
ঘরেতে সম্বল নাহি কালি কি খাইবা ?”
হাসে প্রভু জননীর শুনিঞা বচন।
প্রভু বোলে “কৃষ্ণ পোষ্টা করিব পোষণ ॥”
এত বলি পুস্তক লইয়া প্রভু করে।
সরস্বতীপতি চলিলেন পড়িবারে ॥
কথোক্ষণ বিদ্যারস করি কুতূহলে।
জাহ্নবীর তীরে আইলেন সন্ধ্যাকালে ॥
কথোক্ষণ থাকি প্রভু জাহ্নবীর তীরে।
তবে পুন আইলেন আপন-মন্দিরে ॥
জননীরে ডাক দিয়া আনিঞা নিভৃতে।
দিব্য স্বর্ণ তোলা দুই দিলা তান হাথে॥
“দেখ মাতা ! কৃষ্ণ এই দিলেন সম্বল।
ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করহ সকল ॥”
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা শয়নে।
পরম বিস্মিত হই আই মনে গণে ॥
“কোথা হৈতে সুবর্ণ আনয়ে বারেবার।
পাছে কোন প্রমাদ জন্মায়ে আসি আর*।
যেই-মাত্র সম্বল-সঙ্কোচ হয় ঘরে।
সেই এইমত সোণা আনে বারেবারে ॥
কিবা ধার করে, কিবা কোন সিদ্ধি জানে।
কোন্ রূপে কার সোণা আনে বা কেমনে ॥”
মহা-অকৈতব আই পরম উদার।
ভাঙ্গাইতে দিতেও ডরায় † বারেবার ॥
“দশঠাঞি পাঁচঠাঞি দেখাইয়া আগে।”
লোকেরে শিখায় আই “ভাঙ্গাইবি তবে ॥”
হেনমতে মহাপ্রভু সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর।
গুপ্তভাবে আছে নবদ্বীপের ভিতর ॥

* 'আর'। † 'ডরায়ে'।

না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণ * ।
পড়েন † গোষ্ঠীতে যেন প্রত্যক্ষ মদন ॥
ললাটে শোভয়ে ঊর্দ্ধ-তিলক সুন্দর।
শিরে শ্রীচাঁচর-কেশ সর্ব্ব-মনোহর ॥
স্কন্ধে উপবীত, ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন, দিব্য দন্ত ॥
কিবা সে অদ্ভুত দুই কমল-নয়ন।
কিবা সে অদ্ভুত শোভে ত্রিকচ্ছ-বসন ॥
যেই দেখে, সেই একদৃষ্ট্যে রূপ চা'য়।
হেন নাহি 'ধন্যধন্য' বলি যে ‡ না যায় ॥
হেন যে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর।
শুনিঞা গুরুর হয় সন্তোষ প্রচুর ॥
সকল পড়ুয়ার মধ্যে আপনে ধরিয়া।
বসায়েন গুরু সর্ব্ব-প্রধান করিয়া ॥
গুরু বোলে "বাপ! তুমি মন দিয়া পড়।
ভট্টাচার্য্য হৈবা তুমি, বলিলাঙ দঢ় ॥"
প্রভু বোলে "তুমি আশীর্ব্বাদ কর যারে।
ভট্টাচার্য্য-পদ কোন্ দুর্ল্লভ তাহারে ?"
যাহারে যে জিজ্ঞাসেন শ্রীগৌরসুন্দর।
হেন নাহি পড়ুয়া যে দিবেক উত্তর ॥
আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন।
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন ॥
কেহো যদি কোনমতে না পারে স্থাপিতে।
তবে সেই ব্যাখ্যা প্রভু করেন সুরীতে ॥
কিবা স্নানে, কি ভোজনে, কিবা পর্য্যটনে।
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র-বিনে ॥
এইমতে আছেন ঠাকুর বিদ্যারসে।
প্রকাশ না করে জগতের দিন-দোষে ॥

* 'অনুক্ষণ'। † 'পড়ুয়া'। ‡ 'বলিয়া'।

হরিভক্তিশূন্য হৈল সকলসংসার।
অসৎসঙ্গ অসৎপথ বহি নাহি আর ॥
নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।
দেহ-গেহ-ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে ॥
মিথ্যা-সুখে দেখি সব লোকের আদর।
বৈষ্ণবের গণ সব দুঃখিত-অন্তর ॥
'কৃষ্ণ' বলি সর্ব্বগণে করেন ক্রন্দন।
"এ সব জীবেরে কৃপা কর নারায়ণ।
হেন দেহ পাইয়া না হৈল কৃষ্ণে রতি *।
কতকাল গিয়া আর ভুঞ্জিব দুর্গতি ॥
যে নর-শরীর লাগি দেবে কাম্য করে।
তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা সুখের বিহারে † ॥
কৃষ্ণ-যাত্রা-মহোৎসব-পর্ব্ব নাহি করে।
বিবাহাদি-কর্ম্মে সে আনন্দ করি মরে ॥
তোমার সে জীব প্রভু! তুমি সে রক্ষিতা।
কি বলিব আমরা, তুমি ‡ সে সর্ব্ব-পিতা ॥"
এইমত ভক্তগণ সভার কুশল।
চিন্তেন গায়েন কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল ॥
বিদ্যারস করে গৌরচন্দ্র ভগবান।
এখন শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান ॥ §

* 'কৃষ্ণেতে নহে মতি'। † 'মিছা সুখেতে বিহরে'।
‡ 'প্রভু'।
§ 'বিদ্যারস করে' হইতে 'আখ্যান' পর্য্যন্ত দুইটি পংক্তি মুদ্রিত পুস্তকে এইরূপ পরিবর্ত্তিত আকারে আছে।—
'এখন শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান।
সূত্ররূপে কহি কিছু মহিমা তাহান' ॥
ইহার পরে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥
ইতি আদিখণ্ডে মিশ্রচন্দ্রপরলোক-নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥
জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু।

পূর্ব্বে প্রভু শ্রীঅনন্ত চৈতন্য-আজ্ঞায়।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হই আছেন লীলায়॥
হাড়ো-ওঝা নামে পিতা, মাতা পদ্মাবতী।
একচাকা-নামে গ্রাম মৌড়েশ্বর যথি *॥
শিশু হৈতে সুস্থির সুবুদ্ধি গুণবান্।
জিনিঞা কন্দর্প কোটি লাবণ্যের ধাম॥
সেই হৈতে রাঢ়ে হৈল সর্ব্ব-সুমঙ্গল।
দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য-দোষ খণ্ডিল সকল॥
যে দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হুঙ্কারে।
মূর্চ্ছাগত হৈলা যেন সকল-সংসারে॥
কথো লোক বলিলেক "হইল বজ্রপাত।"
কথো লোক মানিলেক পরম উৎপাত॥
কথো লোক বলিলেক "জানিল কারণ।
মৌড়েশ্বর-গোসাঞির হইল গর্জ্জন॥"
এইমত সর্ব্বলোক নানা কথা গায়।
নিত্যানন্দে কেহো নাহি চিনিল মায়ায়॥
হেনমতে আপনা' লুকাই নিত্যানন্দ।
শিশুগণ-সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ॥
শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা † আর নাহি স্ফুরে॥

দেব-সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর-রূপে কেহো করে নিবেদনে॥
তবে পৃথ্বী লৈয়া সভে নদীতীরে যায়।
শিশুগণ মেলি * স্তুতি করে উর্দ্ধ-রা'য়॥
কোন শিশু লুকাইয়া উর্দ্ধ করি বোলে।
"জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা-গোকুলে॥"
কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব দেবকীর করায়েন বিয়া †॥
বন্দিঘর করিয়া অত্যন্ত ‡ নিশাভাগে।
কৃষ্ণ§-জন্ম করায়েন, কেহো নাহি জাগে॥
গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিল লৈয়া ¶ ভাণ্ডিলা কংসেরে॥
কোনো শিশু সাজায়েন পূতনার রূপে।
কেহো স্তন পান করে উঠি তার বুকে॥
কোনদিন শিশু-সঙ্গে নলখড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া॥
নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে।
অলক্ষিতে শিশু-সঙ্গে গিয়া চুরি করে॥
তারে ছাড়ি শিশুগণ নাহি যায় ঘরে।
রাত্রিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে॥
যাহার বালক, তারা কিছু নাহি বোলে।
সভে স্নেহ করিয়া রাখেন নিঞা কোলে॥
সভে বোলে "নাহি দেখি হেনমত ‖ খেলা।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা?"
কোনদিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ।
জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু।
জয়াদ্বৈতচন্দ্রের জীবন ধন প্রাণ।
জয় শ্রীনিবাস-গদাধরের নিধান॥
জয় জগন্নাথ শচী পুত্র বিশ্বম্ভর।
জয়জয় ভক্তবৃন্দ প্রিয় অনুচর॥"

* 'তথি'। † 'কর্ম্ম বহি'।

---

* 'লৈয়া'। † 'বিহা'।
‡ 'অনন্ত'। § 'প্রভু'। ¶ 'নিয়া দিয়া'।
‖ 'হেন দিব্য' বা 'এনমত'।

ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহো অচেষ্ট হইয়া।
চৈতন্য করায় পাছে আপনি আসিয়া॥
কোনদিন শিশু-সঙ্গে তালবনে গিয়া।
শিশু-সঙ্গে তাল খায় ধেনুকে মারিয়া॥
শিশু-সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা ক্রীড়া করে।
বক, অঘ, বৎসক, করিয়া * তাহা মারে॥
বিকালে আইসে ঘরে গোষ্ঠীর সহিতে †।
শিশুগণ-সঙ্গে শৃঙ্গ বাইতে বাইতে॥ ‡
কোনদিন করে গোবর্দ্ধন-ধর-লীলা।
বৃন্দাবন রচি কোনদিন করে খেলা॥
কোনদিন করে গোপীর বসন হরণ।
কোনদিন করে যজ্ঞপত্নী-দরশন॥
কোনো শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া।
কংস-স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া॥
কোনদিন কোনো শিশু অক্রুরের বেশে।
লই যায়ে রাম-কৃষ্ণ কংসের নিদেশে॥
আপনেই গোপীভাবে যে করে রোদন।
নদী বহে হেন, সব দেখে § শিশুগণ॥
বিষ্ণুমায়ামোহে কেহো লখিতে না পারে।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে সব বালক বিহরে॥
মধুপুরী রচিয়া ভ্রমেন শিশু-সঙ্গে।
কেহো হয় মালী ¶ তবে মালা পরে রঙ্গে॥
কুব্জা-বেশ করি গন্ধ পরে কারো ‖ স্থানে।
ধনুক করিয়া $ ভাঙ্গে করিয়া গর্জ্জনে॥

* 'বৎসাসুর করি'। † 'গোষ্ঠের সঙ্গতি'।
‡ 'বেণু শিঙ্গা বাজাইয়া আইসে লঘুগতি'।
§ 'নদী বহে নয়নে দেখয়ে'।
¶ 'কাহো (কারো) করে মালী'।
‖ 'তার'। $ পড়িয়া'।

কুবলয়, চানূর, মুষ্টিক, মল্ল মারি।
কংস করি কাহারো পাড়য়ে চুলে ধরি॥
কংসবধ করিয়া নাচয়ে * শিশু-সঙ্গে।
সর্ব্বলোক দেখি হাসে বালকের রঙ্গে॥
এইমত যতযত অবতার-লীলা।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা॥
কোনদিন নিত্যানন্দ হয়েন † বামন।
বলি-রাজা করি, ছলে তাহার ভুবন ‡॥
বৃদ্ধ-কাচে শুক্ররূপে কেহো মানা করে।
ভিক্ষা লই চড়ে প্রভু শেষে তার § শিরে॥
কোনদিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে॥
ভেরেণ্ডার ¶ গাছ কাটি ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি ‖ "জয় রঘুনাথ বোলে॥
শ্রীলক্ষ্মণ-রূপ প্রভু ধরিলা আপনে।
ধনু ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে॥
"আরেরে বানরা! মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি তবে ঝাট আয়॥
সুবেল-পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লৈয়া বেটা! তুমি কর সুখ?"
কোনদিন ক্রুদ্ধ হ'য়ে পরশুরামেরে।
"মোর দোষ নাহি, বিপ্র! পলাহ সত্বরে॥"
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।
বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক॥
পঞ্চ-বানরের রূপে বুলে শিশুগণ।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হইয়া লক্ষ্মণ॥

* 'চলয়ে'। † 'হইয়া'। ‡ 'চলে তাহার ভবন'।
§ 'বলি'-। ¶ 'এরণ্ডের'। ‖ 'লই'।

"কে তোরা বানর সব! বুল বনেবনে।
আমি রঘুনাথভৃত্য বোল মোর স্থানে॥"
তারা বোলে "আমরা বালির ভয়ে বুলি।
দেখাও শ্রীরামচন্দ্র, লই পদধূলি॥"
তা'সভারে কোলে করি আইসে লইয়া।
শ্রীরাম-চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া॥*
ইন্দ্রজিত-বধ-লীলা কোনদিন করে।
কোনদিন আপনে লক্ষ্মণভাবে হারে॥
বিভীষণ করিয়া আনেন রামস্থানে।
লঙ্কেশ্বর-অভিষেক করেন তাহানে॥
কোনো শিশু বোলে "মুঞি আইলুঁ রাবণ।
শক্তিশেল হানি এই, সম্বর' লক্ষ্মণ!"
এত বলি পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িলা ঢলিয়া।
মুর্চ্ছিত হইলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে।
জাগায়ে ছাওয়াল † সব তভো নাহি জাগে॥
পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে।
কান্দয়ে সকল শিশু হাথ দিয়া শিরে॥
শুনি পিতা মাতা ধাই আইলা সত্বরে।
দেখয়ে পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে॥
মুর্চ্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা ভূমিতে।
দেখি সর্ব্বলোক আসি হইলা বিস্মিতে॥
সকল বৃত্তান্ত কহিলেন শিশুগণ।
কেহো বোলে "বুঝিলাঙ—ভাবের কারণ॥
পূর্ব্বে দশরথভাবে এক নটবর।
রামবনবাসে এড়িলেন কলেবর॥"

কেহো বোলে "কাচ কাচি আছয়ে* ছাওয়াল।
হনুমান্ ঔষধ দিলে হইবেক ভাল॥"
পূর্ব্বে প্রভু শিখাইয়াছিলেন সভারে।
'পড়িলে তোমরা বেঢ়ি কান্দিহ আমারে॥
ক্ষণেক বিলম্বে পাঠাইহ হনুমান্।
নাকে দিলে ঔষধ আসিব মোর প্রাণ॥"
নিজভাবে প্রভু মাত্র হৈলা অচেতন।
দেখি বড় বিকল হইলা শিশুগণ॥
ছন্ন হইলেন সভে, শিক্ষা নাহি স্ফুরে।
"উঠ ভাই!" বলি মাত্র কান্দে উচ্চস্বরে॥
লোকমুখে শুনি কথা হইল স্মরণ।
হনুমান্-কাচে শিশু চলিলা তখন॥
আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে।
ফল মূল দিয়া হনুমানেরে আশংসে॥
"রহ বাপ! ধন্য কর আমার আশ্রম।
বড় ভাগ্যে আসি মিলে তোমা'-হেন জন॥"
হনুমান বোলে "কার্য্যগৌরবে চলিব।
আসিবারে চাহি, রহিবারে না পারিব॥
শুনিঞাছ রামচন্দ্র-অনুজ লক্ষ্মণ।
শক্তিশেলে তাঁরে মূর্চ্ছা করিল রাবণ॥
অতএব যাই আমি গন্ধমাদন।
ঔষধ আনিলে রহে তাঁহার জীবন॥"
তপস্বী বোলয়ে "যদি যাইবা নিশ্চয়।
স্নান কর কিছু খাই করহ বিজয়॥"
নিত্যানন্দ-শিক্ষায়ে বালকে কথা কহে।
বিস্মিত হইয়া সর্ব্বলোকে চাহি রহে॥
তপস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্নানে।
জলে থাকি আর শিশু ধরিলা চরণে॥

* 'তা'সভাকে সঙ্গে করি আইসে লক্ষ্মণে'।
দণ্ডবৎ হই পড়ে শ্রীরামচরণে।
† 'জাগায়েন শিশু'।

* 'কাচি আছে এ'।

কুম্ভীরের রূপ ধরি যায় জলে লৈয়া।
হনূমান শিশু আনে কূলেতে টানিঞা॥
কথোক্ষণে রণ * করি জিনিঞা কুম্ভীর।
আসি দেখে হনূমান্ আর মহাবীর॥
আর এক শিশু ধরি রাক্ষসের কাচে।
হনূমান্ খাইবারে যায় তার পাচে॥
"কুম্ভীর জিনিলা, মোরে জিনিবা কেমনে।
তোমা' খাঙ, তবে কেবা জীয়াবে লক্ষ্মণে?"
হনূমান্ বোলে "তোর রাবণ কুক্কুর।
তারে নাহি বস্তু-বুদ্ধি, তুই পালা দূর॥"
এইমত দুইজনে হয় গালাগালী।
শেষে হয় চুলাচুলী, তবে কিলাকিলী॥
কথোক্ষণে সে কৌতুকে জিনিঞা রাক্ষসে।
গন্ধমাদনে আসি হইলা প্রবেশে॥
তহিঁ গন্ধর্ব্বের বেশ ধরি † শিশুগণ।
তা'সভার সঙ্গে যুদ্ধ হয় ‡ কথোক্ষণ॥
যুদ্ধে পরাজয় করি গন্ধর্ব্বের গণ। §
শিরে করি আনিলেন ¶ গন্ধমাদন॥
আর এক শিশু তহিঁ ॥ বৈদ্যরূপ ধরি।
ঔষধ দিলেন নাকে শ্রীরাম স্মঙরি॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উঠিলা তখনে।
দেখি মাতা-পিতা-আদি হাসে সর্ব্বজনে॥
কোলে করিলেন গিয়া হাড়াই পণ্ডিত।
সকল বালক হইলেন হরষিত॥
সভে বোলে "বাপ! ইহা কোথায় শিখিলা?"
হাসি বোলে প্রভু "মোর এসকল লীলা॥"

* 'রঙ্গ' বা 'রস'। † 'দেখে' বা 'তরু'। ‡ 'হৈল'।
§ 'কৌতুকে গন্ধর্ব্ব জিনি থাকি কথোক্ষণ'।
¶ 'আইলেন' বা 'আইসেন'। ॥ 'তবে'।

প্রথম-বয়স প্রভু অতি সুকুমার।
কোলে হৈতে কারো চিত্ত নাহি এড়িবার॥
সর্ব্বলোকে পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে।
চিন্তিতে না পারে কেহো বিষ্ণুমায়াবশে॥
হেনমতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ।
কৃষ্ণলীলা বিনা আর না করে আনন্দ॥
পিতা মাতা গৃহ ছাড়ি সর্ব্বশিশুগণ।
নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে অনুক্ষণ॥
সে সব শিশুর পা'য়ে রহু * নমস্কার।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যার এমত বিহার॥
এইমত ক্রীড়া করে নিত্যানন্দ রায়।
শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা বিনে নাহি ভায়॥
অনন্তের লীলা কেবা পারে কহিবারে।
তাহান কৃপায় যেনমত স্ফুরে যারে॥
হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥
তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি † বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্যগোচর॥
নিত্যানন্দ-তীর্থযাত্রা শুন আদিখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দে' দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে॥
যে প্রভু করিল সর্ব্ব-জগত-উদ্ধার।
করুণাসমুদ্র যাহা বহি নাহি আর॥
যাহার কৃপায়ে জানি চৈতন্যের তত্ত্ব।
যে প্রভুর দ্বারে ব্যক্ত চৈতন্যমহত্ত্ব?
শুন শ্রীচৈতন্যপ্রিয়তমের কথন।
যেমতে করিলা তীর্থমণ্ডলী-ভ্রমণ॥
প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ-বনে গেলা একেশ্বর॥

* 'বহু' বা 'মোর'। † 'অনেক'।

গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব-রাজধানী।
যহিঁ ধারা বহে গঙ্গা উত্তরবাহিনী॥
গঙ্গা দেখি বড় সুখী নিত্যানন্দ-রায়।
স্নান করে পান করে আর্ত্তি নাহি যায়।
প্রয়াগে করিলা মাঘমাসে প্রাতঃস্নান।
তবে মথুরায় গেলা পূর্ব্বজন্মস্থান॥
যমুনা-বিশ্রামঘাটে করি জলকেলি।
গোবর্দ্ধনপর্ব্বত বুলেন কুতূহলী॥
শ্রীবৃন্দাবন-আদি যত দ্বাদশ বন।
একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ॥
গোকুলে নন্দের ঘর-বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া॥
তবে প্রভু মদনগোপাল নমস্করি।
চলিলা হস্তিনাপুর—পাণ্ডবের পুরী॥
ভক্তস্থান দেখি প্রভু করেন ক্রন্দন।
না বুঝে তৈর্থিক ভক্তিশূন্যের কারণ॥
বলরামকীর্ত্তি দেখি হস্তিনানগরে।
"ত্রাহি হলধর!" বলি নমস্কার করে॥
তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ।
সমুদ্রে করিলা স্নান হইলা আনন্দ॥
সিদ্ধ*পুর গেলা যথা করিলেন স্নান।
মৎস্য-তীর্থে মহোৎসবে † করিলা অন্নদান॥
শিব-কাঞ্চী বিষ্ণু-কাঞ্চী গেলা নিত্যানন্দ।
দেখি হাসে দুই গণে মহা-মহা-দ্বন্দ্ব॥
কুরুক্ষেত্রে পৃথূদক ‡ বিন্দুসরোবর।
প্রভাসে গেলেন সুদর্শন-তীর্থবর॥

* 'সিদ্ধু'।
† 'তবে মৎস্য-তীর্থে' বা 'মৎস্য-তীর্থে মৎস্যকে'।
‡ 'পুণ্যোদক' বা 'পৃথূদয়'।

ত্রিতকূপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা।
তবে ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থেরে চলিলা॥
প্রতিস্রোতা গেলা যথা প্রাচী সরস্বতী।
নৈমিষ-অরণ্যে তবে গেলা মহামতি॥
তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যানগর।
রামজন্মভূমি দেখি কান্দিলা বিস্তর॥
তবে গেলা গুহকচণ্ডালরাজ্য যথা।
মহা-মূর্চ্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা॥
গুহক-চণ্ডাল মাত্র হইল স্মরণ।
তিনদিন আছিলা আনন্দে অচেতন॥
যে যে বনে আছিলা ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে * গড়ি যায় নিত্যানন্দ॥
তবে গেলা সরযু কৌশিকী করি স্নান †।
তবে গেলা পুলহ-আশ্রম পুণ্যস্থান॥
গোমতী গণ্ডকী শোণ তীর্থে ‡ স্নান করি।
তবে গেলা মহেন্দ্রপর্ব্বত চূড়োপরি॥
পরশুরামেরে তহিঁ করি নমস্কার।
তবে গেলা গঙ্গাজন্মভূমি—হরিদ্বার॥
পম্পা ভীমরথী গেলা সপ্তগোদাবরী।
বেণ্বা-তীর্থে বিপাশায় মজ্জন আচরি॥
কার্ত্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্ব্বত গেলা যথা মহেশ-পার্ব্বতী॥
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-রূপে মহেশ পার্ব্বতী।
সেই শ্রীপর্ব্বতে দোঁহে করেন বসতি॥
নিজ-ইষ্টদেব চিনিলেন দুইজনে।
অবধূতরূপে করে তীর্থ-পর্য্যটনে॥
পরমসন্তোষে দোঁহে অতিথি দেখিয়া।
পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া॥

* আনন্দে'। † 'কৌশিকী-মুনি স্থান'। ‡ 'শোণে তীর্থ'।

পরম-আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে।
হাসি নিত্যানন্দ দোঁহাকারে নমস্করে॥
কি অন্তর*কথা হৈল, কৃষ্ণ সে জানেন।
তবে নিত্যানন্দপ্রভু দ্রবিড়ে গেলেন॥
দেখিয়া বেঙ্কটনাথ কামকোষ্ঠীপুরী।
কাঞ্চী সরিদ্বরা গিয়া গেলেন কাবেরী॥
তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্য স্থান।
তবে করিলেন হরিক্ষেত্রের পয়ান॥
ঋষভ-পর্ব্বত গেলা দক্ষিণমথুরা।
কৃতমালা তাম্রপর্ণী যমুনা-উত্তরা॥
মলয়-পর্ব্বত গেলা—অগস্ত্য-আলয়।
তাহারাও হৃষ্ট হৈলা দেখি মহাশয়॥
তা'সভার অতিথি হইলা † নিত্যানন্দ।
বদরিকাশ্রম গেলা পরম-আনন্দ॥
কথোদিন নরনারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম-নির্জ্জনে॥
তবে নিত্যানন্দ ‡ গেলা ব্যাসের আলয়।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয়॥
সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা।
প্রভুও ব্যাসের দণ্ড-প্রণত হইলা॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়াহাসিয়া।
বনে ভ্রমে' নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া॥

তবে প্রভু আইলেন কন্যকা-নগর।
দুর্গাদেবী দেখি গেলা দক্ষিণসাগর॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে।
তবে গেলা পঞ্চঅপ্সরা-সরোবরে॥
গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে।
কেরলেতে * ত্রিগর্ত্তকে বুলে ঘরেঘরে॥
দ্বৈপায়নী আর্য্যা দেখি নিত্যানন্দ-রায়।
নির্ব্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণী তাপী ভ্রমেন লীলায়॥
রেবা মাহিষ্মতীপুরী মল্ল † তীর্থ গেলা।
সূর্পারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা॥
এইমত অভয়-পরমানন্দ-রায়।
ভ্রমে' নিত্যানন্দ ভয় নাহিক কাহায় ‡॥
নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস।
এইমত নিত্যানন্দ প্রভু ভ্রমে' বন §।
দৈবে মাধবেন্দ্র-সহে হৈল দরশন॥
মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময়-কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর॥
কৃষ্ণরস বিনু আর ¶ নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরীদেহে কৃষ্ণের বিহার॥
যার শিষ্য মহাপ্রভু-আচার্য্যগোসাঞি।
কি কহিব আর তার প্রেমের বড়াই॥
মাধব-পুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা ॥ হইলা নিস্পন্দ॥
নিত্যানন্দ দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই আপনা' পাসরি॥

* 'কি অনন্তের' বা 'একান্তে কি'। † 'আদর লইয়া'। ‡ 'নন্দীগ্রামে'।

* 'কুলা লে'। † 'মল্ল'। ‡ 'কোথায়'। § 'প্রভুর ভ্রমণ'। ¶ 'কৃষ্ণের সাধনে যায়'। ॥ 'পূর্ণ'।

'ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার'।
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারেবার ॥
দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন দোঁহা-দরশনে।
কান্দয়ে ঈশ্বরপুরী-আদি-শিষ্যগণে ॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি দুইজনে।
অন্যোহন্যে গলায় ধরি করেন ক্রন্দনে ॥
বনে * গড়ি যায় দুই প্রভু প্রেমরসে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণপ্রেমের † আবেশে ॥
প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়ানে।
পৃথিবী হইয়া সিক্ত ধন্য হেন মানে ॥
কম্প, অশ্রু, পুলক, ভাবের অন্ত নাঞি।
দুই-দেহে বিহরয়ে চৈতন্যগোসাঞি ॥
নিত্যানন্দ বোলে "যত তীর্থ করিলাঙ।
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলাঙ ॥
নয়নে দেখিলুঁ মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল ‡ জীবন ॥"
মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দ করি কোলে।
উত্তর না স্ফুরে—রুদ্ধ কণ্ঠ প্রেমজলে ॥
হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপুরী।
বক্ষ হৈতে নিত্যানন্দ বাহির না করি ॥
ঈশ্বরপুরী ব্রহ্মানন্দপুরী আদি যত।
সর্ব্ব-শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত ॥
সভে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।
কৃষ্ণপ্রেম কাহারো শরীরে না দেখেন ॥
সভেই পায়েন দুঃখ জন সম্ভাষিয়া।
অতএব বন সভে ভ্রমেন দেখিয়া ॥
অন্যোহন্যে সে সব দুঃখের হৈল নাশ।
অন্যোহন্যে দেখি কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ ॥

কথোদিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র-সঙ্গে।
ভ্রমেন শ্রীকৃষ্ণকথা-পরানন্দ-রঙ্গে ॥
মাধবেন্দ্র-কথা অতি অদ্ভুত-কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন ॥
অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেমে মদ্যপের প্রায়।
হাসে কান্দে হৈ হৈ করে হায় হায় ॥
নিত্যানন্দ মহা-মত্ত গোবিন্দের রসে।
ঢুলিয়াঢুলিয়া পড়ে অট্টঅট্ট হাসে ॥
দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ।
নিরবধি 'হরি' বলি করয়ে কীর্ত্তন ॥
রাত্রিদিন কেহো নাহি জানে প্রেমরসে।
কতকাল যায়, কেহো ক্ষণ নাহি বাসে ॥
মাধবেন্দ্র-সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ ॥
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥
মাধবেন্দ্র বোলে "প্রেম না দেখিলুঁ কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ * হেন প্রেম যথা ॥
জানিলুঁ কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ-হেন বন্ধু পাইলুঁ সংহতি ॥
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ-বৈকুণ্ঠাদি-ময় † ॥
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥"
এইমত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ-প্রতি।
অহর্নিশ বোলেন করেন রতি মতি ॥

---

* 'বালু। † 'দুহু কৃষ্ণের'। ‡ আমার।

* 'মহাতীর্থ। † 'শ্রীবৈকুণ্ঠময়।'

মাধবেন্দ্র-প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥
এইমত অন্যোহন্যে দুই মহামতি।
কৃষ্ণপ্রেমে না জানেন কোথা দিবা-রাতি॥
কথোদিন মাধবেন্দ্র-সঙ্গে নিত্যানন্দ।
থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ॥
মাধবেন্দ্র চলিলা সরযূ দেখিবারে।
কৃষ্ণাবেশে কেহো নিজ দেহ * নাহি স্মরে॥
অতএব জীবনের রক্ষা সে-বিরহে।
বাহ্য থাকিলে কি সে-বিরহে প্রাণ রহে॥
নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্র-দুই-দরশন।
যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে' প্রেমরসে।
সেতুবন্ধে আইলেন কথোক দিবসে॥
ধনু-তীর্থে স্নান করি গেলা রামেশ্বর।
তবে প্রভু আইলেন বিজয়া নগর॥
মায়াপুরী অবন্তী দেখিয়া গোদাবরী।
আইলেন জিওড় —নৃসিংহদেবপুরী॥
ত্রিমল্ল দেখিয়া কূর্ম্মনাথ পুণ্য-স্থান।
শেষে নীলাচলচন্দ্র দেখিতে পয়ান॥
আইলেন নীলাচলচন্দ্রের নগরে।
ধ্বজা দেখি মাত্র মূর্চ্ছা হইল শরীরে॥
দেখিলেন চতুর্ব্বূহ-রূপ জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ‡সাথ॥
দেখি মাত্র হইলেন আনন্দে § মূর্চ্ছিতে।
পুন বাহ্য হয় পুন পড়ে পৃথিবীতে॥
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আছাড়, হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার?
এইমত কথোদিন বসি * নীলাচলে।
দেখি গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে॥
তান তীর্থ-যাত্রা সব কে পারে কহিতে।
কিছু লিখিলাঙ মাত্র তান কৃপা হৈতে॥
এইমত তীর্থ ভ্রমি নিত্যানন্দ-রায়।
পুনর্ব্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায়॥
নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি॥
আহার নাহিক—কদাচিত দুগ্ধ-পান।
সেহো যদি অযাচিত কেহো করে দান॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে।
ইহা নিত্যানন্দস্বরূপের মনে জাগে॥
"আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিব যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন-সেবা তবে॥"
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ-রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায়॥
নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে।
শিশু-সঙ্গে বৃন্দাবনে ধূলা-খেলা খেলে॥
যদ্যপিহ নিত্যানন্দ ধরে সর্ব্ব-শক্তি।
তথাপিহ কারেও না দিলেন বিষ্ণুভক্তি †॥
যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিব প্রকাশ।
তান সে আজ্ঞায় ভক্তিদানের বিলাস॥
কেহো কিছু না করে চৈতন্য-আজ্ঞা বিনে।
ইহাতে অল্পতা নাহি পায় প্রভুগণে ‡॥

* 'দেশ'। † 'দেখিতেই কম্প'।
‡ 'হুক্তাদি'। § 'পুলকে'।

* 'নিত্যানন্দ থাকি'।
† 'কারে দিতে না পারেন ভক্তি'। ‡ 'ভক্তগণে'।

কি অনন্ত, কিবা শিব, অজাদি দেবতা।
চৈতন্য-আজ্ঞায় হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা ॥
ইহাতে যে পাপিগণ মনে দুঃখ পায়।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সেই পাপী সর্ব্বথায় ॥
সাক্ষাতেই দেখ সভে এই * ত্রিভুবনে।
নিত্যানন্দ-দ্বারে পাইলেন প্রেমধনে ॥
চৈতন্যের আদি ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের যশ † বৈসে যাঁহার জিহ্বায় ॥
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কহে।
তানে ভজিলে সে চৈতন্যভক্তি হয়ে ॥
আদিদেব জয়জয় নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যমহিমা স্ফুরে যাহার কৃপায় ॥
চৈতন্যকৃপায়ে হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দ জানিলে আপদ নাহি কতি ॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক নিতাইচান্দেরে ॥
কেহো বোলে "নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহো বোলে "চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥"
কিবা যতি ‡ নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেনমত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি ॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তভু সেই পাদপদ্ম § রহুক হৃদয়ে ॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে ॥
কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দপ্রতি।
মন্দ বোলে হেন দেখ, সে কেবল স্তুতি ॥
নিত্যসিদ্ধ * জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব-সকল।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতুহল ॥
ইথে একজনের হইয়া পক্ষ যে †।
অন্য জনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সে ‡ ॥
নিত্যানন্দস্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায়।
তাঁর পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পায় ॥
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিগে ভক্তবৃন্দ ॥
সর্ব্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তান হৈয়া ভজি যেন প্রভু গৌরচন্দ্র ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্মজন্ম পড়িবাঙ এই অভিমত ॥
জয়জয়জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়!
তোমাতে তাহাতে যেন চিত্তবৃত্তি রয় ॥
তোমার পরম-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
তুমি তানে দিলে বিনা কোন্ জনে পায়?
বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমে' নিত্যানন্দ।
যাবত না আপনা' প্রকাশে' গৌরচন্দ্র ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের তীর্থ-পর্য্যটন।
যেই ইহা শুনে তারে মিলে প্রেমধন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীআদিখণ্ডে মহাপ্রভোরুপনয়ন-পাঠাভ্যাসাদি-বর্ণনং তথা শ্রীনিত্যানন্দ-তীর্থযাত্রাদিকথনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

---

* 'এই দেখ এবে'। † 'রস'। ‡ 'যোগী'। § 'সেই পাদ-পদ্ম মোর' বা 'তোমার সেই পাদপদ্ম'।

* 'শুদ্ধ'। † 'যে পক্ষ লৈয়া হাসে'। ‡ 'ক্ষয় যায় শেষে'।

সপ্তম অধ্যায়।

——:*:——

জয়জয় গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর *।
জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য-কলেবর ॥
জয় শ্রীগোবিন্দ-দ্বারপালকের নাথ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥
জয়জয় জগন্নাথপুত্র বিপ্ররাজ।
জয় হউ তোর যত শ্রীভক্তসমাজ ॥
জয়জয় কৃপাসিন্ধু কমললোচন।
হেন কৃপা কর তোর যশে রহু মন ॥
আদিখণ্ডে শুন ভাই! চৈতন্যের কথা।
বিদ্যার বিলাস প্রভু করিলেন যথা॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
রাত্রিদিন বিদ্যারসে নাহি অবসর ॥
উষঃকালে সন্ধ্যা করি ত্রিদশের নাথ।
পড়িতে চলেন সর্ব্বশিষ্যগণ-সাথ ॥
আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায়।
পক্ষ-প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায় ॥
প্রভুস্থানে পুঁথি নাহি চিন্তে যে যে জনে।
তাহারে সে প্রভু কদর্থেন অনুক্ষণে ॥
পড়িয়া বৈসেন প্রভু পুঁথি চিন্তাইতে।
যার † যত গণ লৈয়া বৈসে নানা-ভিতে ॥
না চিন্তে মুরারিগুপ্ত পুঁথি প্রভুস্থানে।
অতএব প্রভু কিছু চালেন তাহানে ॥
যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বৈসেন সভার মধ্যে করি বীরাসন ॥
চন্দনের শোভে ঊর্দ্ধ-তিলক সুভাতি।
মুকুতা গঞ্জয়ে শ্রী*দশনের জ্যোতি ॥
গৌরাঙ্গসুন্দর বেশ মদন-মোহন।
ষোড়শ-বৎসর প্রভু প্রথমযৌবন ॥
বৃহস্পতি জিনিঞা পাণ্ডিত্য পরকাশে।
স্বতন্ত্র যে পুঁথি চিন্তে, তারে করে† হাসে ॥
প্রভু বোলে "ইথে আছে কোন্ বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক্ দেখি আমার স্থাপন?
সন্ধি-কার্য্য না জানিঞা ‡কোন কোন জনা।
আপনে চিন্তয়ে পুঁথি প্রবোধে আপনা' ॥
অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়।
যেবা জানে তার ঠাঞি পুঁথি না চিন্তয় ॥"
শুনয়ে মুরারিগুপ্ত আটোপ-টঙ্কার।
না বোলয়ে কিছু, কার্য্য করে আপনার ॥
তথাপিহ প্রভু তারে চালেন সদায়।
সেবক দেখিয়া বড় সুখী দ্বিজরায় ॥
প্রভু বোলে "বৈদ্য! তুমি ইহা কেনে পড়॥
লতা পাতা নিঞা § গিয়া রোগী কর দঢ় ॥
ব্যাকরণশাস্ত্র এই বিষমের অবধি।
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ-ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥

* 'শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর'। † 'আর'।

* 'দিব্য'। † 'পরি'। ‡ 'কর'। § 'দিয়া'।

মনেমনে চিন্তি তুমি কি বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দঢ় কর গিয়া॥"
রুদ্র-অংশ মুরারি পরম-খরতর।
তথাপি নহিল ক্রোধ দেখি বিশ্বম্ভর॥
প্রত্যুত্তর দিল "কেনে* বড় ত ঠাকুর!
সভারেই চাল' দেখি, গর্ব্ব হব চূর†॥
সূত্র, বৃত্তি, পাঁজী, টীকা যত হেন কর।
আমা' জিজ্ঞাসিয়া কি না পাইলা উত্তর॥
বিনা জিজ্ঞাসিয়া বোল 'কি জানিস্‡তুই'।
ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি কি বলিব মুঞি॥"
প্রভু বোলে "ব্যাখ্যা কর আজি যে পড়িলা§।"
ব্যাখ্যা করে গুপ্ত, প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা॥
গুপ্ত বোলে এক অর্থ, প্রভু বোলে আর।
প্রভু-ভৃত্যে কেহো কারে নারে জিনিবার॥
প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম-পণ্ডিত।
মুরারির ব্যাখ্যা শুনি হন ¶ হরষিত॥
সন্তোষে দিলেন তার অঙ্গে পদ্ম-হস্ত।
মুরারির দেহ হৈল আনন্দ সমস্ত॥
চিন্তয়ে মুরারি গুপ্ত আপন-॥ হৃদয়ে।
"প্রাকৃত-মনুষ্য কভু এ পুরুষ নহে॥
এমন পাণ্ডিত্য কিবা মনুষ্যের হয়ে।
হস্তস্পর্শে দেহ হৈল পরানন্দময়ে॥
চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লাজ নাঞি।
এমত সুবুদ্ধি সর্ব্ব-নবদ্বীপে নাঞি॥"
সন্তোষিত হইয়া বোলেন বৈদ্যবর।
"চিন্তিব তোমার স্থানে শুন বিশ্বম্ভর!"

ঠাকুর সেবকে হেনমতে করি রঙ্গ।
গঙ্গাস্নানে চলিলা লইয়া সব সঙ্গ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা প্রভু ঘরে।
এইমত বিদ্যারসে ঈশ্বর বিহরে॥
মুকুন্দ-সঞ্জয় বড় মহাভাগ্যবান্।
যাহার মন্দিরে বিদ্যাবিলাসের স্থান॥
তাহার পুত্রেরে প্রভু আপনে পড়ায়ে।
তাহারও তাঁর প্রতি ভক্তি সর্ব্বথায়ে॥
বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে তার ঘরে।
চতুর্দ্দিগে বিস্তর পড়ুয়া তহিঁ ধরে॥
গোষ্ঠী করি তাহাই পড়ান দ্বিজরাজ।
সেইস্থানে চৈতন্যের বিদ্যার সমাজ॥
কথোরূপে ব্যাখ্যা করে কথো বা খণ্ডন।
অধ্যাপক-প্রতি সে আক্ষেপ সর্ব্বক্ষণ॥
প্রভু কহে "সন্ধি-কার্য্য-জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য-পদবী তাহার॥
হেন জন দেখি ফাঁকি বলুক* আমার।
তবে জানি, ভট্ট মিশ্র পদবী সভার†॥"
এইমত বৈকুণ্ঠনায়ক বিদ্যারসে।
ক্রীড়া করে, চিনিতে না পারে কোন দাসে॥
কিছুমাত্র দেখি আই পুত্রের যৌবন।
বিবাহের কার্য্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ॥
দৈবে সেই নবদ্বীপে‡ এক সুব্রাহ্মণ।
বল্লভ-আচার্য্য নাম—জনকের সম।
তান কন্যা আছে যেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
নিরবধি বিপ্র তার চিন্তে যোগ্য পতি॥

* 'কেবল'। † 'গর্ব্বহ প্রচুর'। ‡ 'বুঝিস্'।
§ 'চাহিলা'। ¶ 'প্রভু'। ॥ 'আনন্দ'।

* 'দুষুক'। † 'তাহার'।
‡ 'সেই নবদ্বীপে বৈসে'।

দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গাস্নানে।
গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেইস্থানে ॥
নিজ-লক্ষ্মী চিনিঞা হাসিলা গৌরচন্দ্র।
লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভু পদদ্বন্দ্ব ॥
হেনমতে দোঁহা চিনি দোঁহা* ঘরে গেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা ॥
ঈশ্বর-ইচ্ছায় বিপ্র—বনমালী নাম।
সেইদিন গেলা তিঁহো শচীদেবী-† স্থান ॥
নমস্করি আইরে বসিলা বিপ্রবর।
আসন দিলেন আই করিয়া আদর ॥
আইরে বোলেন তবে বনমালী-আচার্য্য।
"পুত্র বিবাহের কেনে না চিন্তহ কার্য্য ॥
বল্লভ-আচার্য্য কুলে শীলে সদাচারে।
নির্দ্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে ॥
তার কন্যা লক্ষ্মীপ্রায় রূপে শীলে মানে ‡।
সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে ॥"
আই বোলে "পিতৃহীন বালক আমার।
জীউক পঢ়ুক আগে, তবে কার্য্য আর ॥"
আইর কথায় বিপ্র রস না পাইয়া।
চলিলেন বিপ্র কিছু দুঃখিত হইয়া ॥
দৈবে পথে দেখা হৈল গৌরচন্দ্র-সঙ্গে।
তারে দেখি আলিঙ্গন কৈলা প্রভু রঙ্গে ॥
প্রভু বোলে "কহ গিয়াছিলে কোন্ ভিতে?"
বিপ্র বোলে "তোমার জননী সম্ভাষিতে ॥
তোমার বিবাহ লাগি বলিলাঙ তানে।
না জানি, শুনিঞা শ্রদ্ধা না কৈলেন কেনে ॥"

শুনি তান বচন ঈশ্বর মৌন হৈলা।
হাসি তারে সম্ভাষিয়া মন্দিরে আইলা ॥
জননীরে হাসিয়া বোলেন* সেইক্ষণে।
"আচার্য্যেরে সম্ভাষা না কৈলে ভাল কেনে?"
পুত্রের ইঙ্গিত পাই শচী হরষিতা।
আরদিনে বিপ্রে আনি কহিলেন কথা ॥
শচী বোলে "বিপ্র †কালি যে কহিলা তুমি।
শীঘ্র তাহা করাহ, বলিল ‡ এই আমি ॥"
আইর চরণধূলি লইয়া ব্রাহ্মণ।
সেইক্ষণে চলিলেন বল্লভ-ভবন ॥
বল্লভ-আচার্য্য দেখি সম্ভ্রমে তাহানে §।
বহু মান্য করি বসাইলেন আসনে ¶ ॥
আচার্য্য বোলেন "শুন আমার বচন।
কন্যা-বিবাহের এবে কর সু-লগন ॥ ‖
মিশ্র পুরন্দর-পুত্র—নাম বিশ্বম্ভর।
পরম-পণ্ডিত সর্ব্বগুণের সাগর ॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই মহাশয়।
কহিলাঙ এই, কর যদি চিত্তে লয় ॥"
শুনিঞা বল্লভাচার্য্য $ বোলেন হরিষে।
"সেহেন কন্যার পতি মিলে ভাগ্যবশে ॥
কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হয়েন আমারে।
অথবা কমলা গৌরী সন্তুষ্টা কন্যারে ॥
তবে সে সেহেন আসি**মিলিব জামাতা।
অবিলম্বে তুমি ইহা করাহ †† সর্ব্বথা ॥

* 'হুঁহে দোঁহা চিনি'।
† 'আইলেন শ্রীশচীর'। ‡ 'নামে'।

* 'আসি বলিলেন'। † 'বাপ,।
‡ 'তুমি করহ কহিলুঁ'। § 'তাহারে'।
¶ 'তারে বসাইল আদরে'।
‖ 'অবিলম্বে কর বিচারিবার নাহি ক্ষণ'।
$ 'বল্লভ-ভট্ট' বা 'বল্লভ মিশ্র'। ** 'মোরে'।
†† 'করহ'।

সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই।
আমি সে নির্ধন, কিছু দিতে শক্তি নাঞি॥
কন্যা-মাত্র দিব পঞ্চ-হরীতকী দিয়া।
এই আজ্ঞা সবে তুমি আনিবে মাগিয়া॥"
বল্লভ-মিশ্রের বাক্য * শুনিঞা আচার্য্য।
সন্তোষে আইলা সিদ্ধি করি সর্ব্ব কার্য্য॥
সিদ্ধি † কথা আসিয়া কহিলা আই-স্থানে।
"সফল ‡ হইল কার্য্য কর শুভ-ক্ষণে॥"
আপ্ত লোক শুনি সভে হরষিত হৈলা।
সভেই উদ্যোগ আসি করিতে লাগিলা॥
অধিবাস লগ্ন করিলেন শুভ-দিনে § ।
নৃত্য গীত নানা বাদ্য বা'য় নটগণে॥
চতুর্দ্দিগে বিপ্রগণ করে বেদধ্বনি।
মধ্যে চন্দ্র সম বসিলেন ¶ দ্বিজমণি।
ঈশ্বরেরে গন্ধ-মাল্য দিয়া শুভক্ষণে॥
অধিবাস করিলেন আপ্ত-বিপ্র ‖ গণে॥
দিব্য গন্ধ চন্দন তাম্বূল মালা দিয়া।
ব্রাহ্মণগণেরে তুষিলেন হর্ষ হৈয়া॥
বল্লভ-আচার্য্য আসি যথা-বিধি-রূপে।
অধিবাস করাইয়া গেলেন কৌতুকে॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু § করি স্নান-দান।
পিতৃগণে পূজিলেন করিয়া সম্মান॥
নৃত্য-গীত-বাদ্যে মহা উঠিল মঙ্গল।
চতুর্দ্দিগে 'দেহ দেহ' শুনি কোলাহল॥
কত বা মিলিলা আসি পতিব্রতাগণ।
কতেক বা ইষ্ট মিত্র ব্রাহ্মণ সজ্জন॥

খই, কলা, সিন্দুর, তাম্বুল, তৈল দিয়া।
স্ত্রীগণেরে আই তুষিলেন হর্ষ হৈয়া॥
দেবগণ দেববধূগণ—নররূপে।
প্রভুর বিবাহে আসি আছেন কৌতুকে॥
বল্লভ-আচার্য্য এইমত বিধিক্রমে।
করিলেন দেব-পিতৃ-কার্য্য হর্ষমনে॥
তবে প্রভু শুভক্ষণে * গোধূলী-সময়ে।
যাত্রা করি আইলেন মিশ্রের আলয়ে॥
প্রভু আইলেন মাত্র মিশ্র গোষ্ঠী-সনে।
আনন্দসাগরে মগ্ন হৈলা সভে মনে॥
সম্ভ্রমে আসন দিয়া যথাবিধিরূপে।
জামাতারে বরিলেন † পরম-কৌতুকে॥
শেষে সর্ব্ব-অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত।
লক্ষ্মী কন্যা আনিলেন প্রভুর ‡ সমীপ॥
হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে লাগিলা করিতে।
তুলিলেন সভে প্রভুরে পৃথ্বী § হইতে॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার।
জোড়-হস্তে রহিলেন করি নমস্কার॥
তবে শেষে হৈল পুষ্পমালা ফেলাফেলী।
লক্ষ্মী-নারায়ণ দোঁহে মহাকুতূহলী॥
দিব্য-মালা দিয়া লক্ষ্মী প্রভুর চরণে।
নমস্করি করিলেন আত্মসমর্পণে॥
সর্ব্বদিগে মহা-জয়-জয়-হরি-ধ্বনি।
উঠিল পরমানন্দ, আর নাহি শুনি॥
হেনমতে শ্রীমুখচন্দ্রিকা করি রসে।
বসিলেন প্রভু লক্ষ্মী করি বাম-পাশে॥

---

* 'আজ্ঞা' † 'শুভ'। ‡ 'সকল'।
§ 'ক্ষণে'। ¶ 'চন্দ্র প্রায় বসিয়াছে'।
‖ 'আগে বিপ্র বা আত্মবর্গ'। § 'চলিলা বিপ্র'।

* 'লগ্নে'। † 'বসাইলা'।
‡ 'পাত্রের'। § 'লক্ষ্মী পৃথিবী'।

প্রথম-বয়স প্রভু জিনিঞা মদন।
বাম-পাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ॥
কি শোভা কি সুখ সে হইল মিশ্রঘরে।
কোন্ জন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে॥
তবে শেষে বল্লভ করিতে কন্যা-দান।
বসিলেন যেহেন ভীষ্মক বিদ্যমান॥
যে চরণে পাদ্য দিয়া শঙ্কর-ব্রহ্মার।
জগত জিনিতে* শক্তি হইল সভার॥
হেন পাদপদ্মে পাদ্য দিলা বিপ্রবর।
বস্ত্র-মাল্য-চন্দনে ভূষিলা কলেবর॥
যথাবিধি-রূপে কন্যা করি সমর্পণ।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা ব্রাহ্মণ॥
তবে যত কিছু কুলব্যবহার আছে।
পতিব্রতাগণে তাহা করিলেন পাছে॥
সে রাত্রি তথায় থাকি তবে আর-দিনে।
নিজগৃহে আইলা মহাপ্রভু † লক্ষ্মী-সনে॥
লক্ষ্মীর সহিত প্রভু চঢ়িয়া দোলায়।
আইসেন, দেখিতে সকল লোক ধায়॥
গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, মুকুট, চন্দন।
কজ্জলে উজ্জ্বল দুই লক্ষ্মী নারায়ণ॥
সর্ব্ব-লোক দেখি মাত্র 'ধন্যধন্য' বোলে।
বিশেষে স্ত্রীগণ অতি পড়িলেন ভোলে॥
"কতকাল এ বা ভাগ্যবতী হর-গৌরী।
নিষ্কপটে সেবিলেন কত ভক্তি করি॥
অল্প-ভাগ্যে কন্যার কি হেন স্বামী মিলে?
এই হর-গৌরী হেন বুঝি" কেহো বোলে॥
কেহো বোলে "ইন্দ্র শচী, রতি বা মদন।"
কোন নারী বোলে "এই লক্ষ্মী নারায়ণ॥"
কোন নারীগণ বোলে "যেন সীতা রাম।
দোলায় শোভিয়া আছে অতি অনুপাম॥"
এইমত নানারূপে বোলে নারীগণে।
শুভদৃষ্ট্যে সভে দেখে লক্ষ্মী-নারায়ণে॥
হেনমতে নৃত্যগীত-বাদ্যে-কোলাহলে।
নিজগৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে॥
তবে শচীদেবী বিপ্রপত্নীগণ লৈয়া।
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া॥
বিপ্র-আদি যত জাতি* নট বাজনিঞা।
সভারে তুষিলেন ধন, বস্ত্র, বাক্য দিয়া॥
যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ-পুণ্য-কথা।
তাহার সংসারবন্ধ না হয় সর্ব্বথা॥

প্রভুপার্শ্বে লক্ষ্মী হইলেন বিদ্যমান †।
শচীগৃহ হইল পরম-জ্যোতির্ধাম॥
নিরবধি দেখে শচী কি ঘর বাহিরে।
পরম অদ্ভুত জ্যোতি ‡ লখিতে না পারে॥
কখনো পুত্রের পাশে দেখে অগ্নিশিখা।
উলটিয়া চাহিতে না পায় আর দেখা॥
কমলপুষ্পের গন্ধ ক্ষণেক্ষণে পায়।
পরম বিস্মিত আই চিন্তেন সদায়॥
আই চিন্তে "বুঝিলাঙ কারণ ইহার।
এ-কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার॥
অতএব জ্যোতি দেখি, পদ্মগন্ধ পাই!
পূর্ব্বপ্রায় দরিদ্রতা-দুঃখ এবে নাঞি॥
এই লক্ষ্মী বধূ আসি গৃহে প্রবেশিলে।
কোথা হৈতে না জানি আসিয়া সব মিলে॥"
এইমত নানা মনকথা আই কহে।
ব্যক্ত হইয়াও প্রভু ব্যক্ত নাহি হয়ে॥

---

* 'তুষিতে'। † 'চলিলেন প্রভু'।

* 'করি যত'। † 'লক্ষ্মীর হইল অবস্থান'। ‡ 'রূপ

ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার।
কিরূপে করেন কোন্ কালের বিহার * ॥
ঈশ্বরে সে আপনারে না জানায়ে যবে।
লক্ষ্মীও জানিতে শক্তি না ধরেন তবে ॥
এই সব শাস্ত্রে বেদে পুরাণে বাখানে।
'যারে তান কৃপা হয় সে-ই জানে তানে' ॥
এইমত গুপ্তভাবে আছে বিপ্ররাজ।
অধ্যয়ন বিনা আর নাহি কোন কাজ ॥
জিনিঞা কন্দর্প-কোটি রূপ মনোহর।
প্রতি-অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য সুন্দর ॥
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল-নয়ান।
অধরে তাম্বূল, দিব্য-বাস-পরিধান ॥
সর্ব্বদায়ে পরিহাসমূর্ত্তি বিদ্যাবলে।
সহস্র পঢ়ুয়া সঙ্গে, যবে প্রভু † চলে ॥
সর্ব্বনবদ্বীপে ভ্রমে' ত্রিভুবনপতি।
পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সরস্বতী ॥
নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম।
যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান ‡ ॥
সবে এক গঙ্গাদাস মহাভাগ্যবান্।
যার ঠাঞি করে প্রভু বিদ্যার আদান ॥
সকল সংসারিলোক § বোলে "ধন্যধন্য।
এ নন্দন যাহার, তাহার কোন্ দৈন্য ?"
যতেক প্রকৃতি দেখে মদন-সমান।
পাষণ্ডিয়ে দেখে যেন যম বিদ্যমান ॥
পণ্ডিত সকল দেখে যেন বৃহস্পতি।
এইমত দেখে সভে ¶ যার যেন মতি ॥

দেখি বিশ্বম্ভর-রূপ সকল বৈষ্ণব।
হরিষ-বিষাদ হই * মনে ভাবে সব ॥
"হেন-দিব্য-শরীরে না হয় কৃষ্ণরস।
কি করিব বিদ্যায় হইলে কালবশ ॥"
মোহিত বৈষ্ণব সব প্রভুর মায়ায়।
দেখিয়াও তভু † কেহো দেখিতে না পায় ॥
সাক্ষাতেও প্রভু দেখি কেহোকেহো বোলে।
"কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যাভোলে ?"
শুনিয়া হাসেন প্রভু সেবকের বাক্য।
প্রভু বোলে "তোমরা শিখাও মোর ভাগ্য ॥"
হেনমতে প্রভু গোঙায়েন বিদ্যারসে।
সেবকে চিনিতে নারে, অন্য জন কিসে ॥
চতুর্দ্দিগ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পঢ়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥
চাটীগ্রামনিবাসীও অনেক তথায়।
পঢ়েন বৈষ্ণব সব রহেন গঙ্গায় ॥
সভেই জন্মিঞা আছেন প্রভুর আজ্ঞায়।
সভেই বিরক্ত কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বথায় ॥
অন্যোহন্যে মিলি সভে পঢ়িয়া শুনিঞা।
করেন গোবিন্দচর্চ্চা ‡ নিভৃতে বসিয়া ॥
সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত।
মুকুন্দের গানে দ্রবে সকল মহান্ত ॥
বিকাল হইলে § আসি ভাগবতগণ।
অদ্বৈত-সভায় সভে হয়েন মিলন ॥
যেইমাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত।
হেন নাহি জানি ¶ কে পড়য়ে কোন্ ভিত ॥

* 'কালে কি প্রকার বা 'কার্য্য ব্যবহার'।
† 'প্রভু সঙ্গে-সঙ্গে'। ‡ 'আখ্যান'।
§ 'সংসারী দেখি'। ¶ 'দেখয়ে যত'।

* 'দুই'। † 'কেহো'। ‡ 'গান'।
§ 'উষঃকাল হৈলে'। ¶ 'জানে'।

কেহো কান্দে কেহো হাসে কেহো নৃত্য করে।
গড়াগড়ি যায় কেহো বস্ত্র না সম্বরে॥
হুঙ্কার করয়ে কেহো মালসাট্ মারে।
কেহো গিয়া মুকুন্দের দুই পা'য়ে ধরে॥
এইমত উঠয়ে পরমানন্দ-সুখ।
না জানে বৈষ্ণব সব আর কোন দুঃখ॥
প্রভুও মুকুন্দ-প্রতি বড় সুখী মনে।
দেখিলেই মুকুন্দেরে ধরেন আপনে॥
প্রভু জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, বাখানে মুকুন্দ।
প্রভু বোলে "কিছু নহে" আর লাগে দ্বন্দ্ব॥
মুকুন্দ পণ্ডিত বড় প্রভুর প্রভাবে।
পক্ষ-প্রতিপক্ষ করি প্রভু-সনে লাগে॥
এইমত প্রভু নিজ সেবক চিনিএগ *।
জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, সভে যায়েন হারিয়া॥
শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন।
মিথ্যা-বাক্য-ব্যয়-ভয়ে সভে পলায়েন॥
সহজে বিরক্ত সভে শ্রীকৃষ্ণের রসে।
কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা বিনু আর কিছু নাহি বাসে॥
দেখিলেই প্রভু মাত্র ফাঁকি সে জিজ্ঞাসে।
প্রবোধিতে নারে কেহো শেষে উপহাসে'॥
যদি কেহো দেখে প্রভু আইসেন দূরে।
সভে পলায়েন ফাঁকি-জিজ্ঞাসার ডরে॥
কৃষ্ণ-কথা শুনিতেই সভে ভাল বাসে।
ফাঁকি বিনু প্রভু কৃষ্ণ-কথা না জিজ্ঞাসে॥
রাজপথ দিয়া প্রভু আইসে এক-দিন।
পঢ়ুয়ার সঙ্গে মহা-ঔদ্ধত্যের চিন॥
মুকুন্দ যায়েন গঙ্গাস্নান করিবারে।
প্রভু দেখি আড়ে পলাইলা কথোদূরে॥

দেখি জিজ্ঞাসয়ে প্রভু গোবিন্দের স্থানে।
"এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে?"
গোবিন্দ বোলেন "আমি না জানি পণ্ডিত!
আর কোনো কার্য্যে বা চলিলা কোনভিত॥"
প্রভু বোলে "জানিলাও যে লাগি পলায়।
বহির্ম্মুখ-সম্ভাষা করিতে না জুয়ায়॥
এ বেটা পঢ়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজী বৃত্তি টীকা আমি বাখানিয়ে মাত্র॥
আমার সম্ভাষে নাহি * কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা' দেখি করে পলায়ন॥"
সন্তোষে পাড়েন গালি প্রভু মুকুন্দেরে।
ব্যপদেশে প্রকাশ করেন আপনারে॥
প্রভু বোলে "আরে বেটা! কথোদিন থাক।
পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক॥"
হাসি বোলে প্রভু "আগে পঢ়োঁ কথোদিন।
তবে সে দেখিবে মোর বৈষ্ণবের চিন॥
এমত বৈষ্ণব মুঞি হইব সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥
শুন ভাইসব! এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুঞি সর্ব্ববিলক্ষণ॥
আমারে † দেখিয়া এবে যে-সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তি গায়॥"
এতেক বলিয়া প্রভু চলিলা হাসিতে।
ঘরে গেলা নিজশিষ্যবর্গের সহিতে॥
এইমত রঙ্গ করে বিশ্বম্ভর-রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
হেনমতে ভক্তগণ নদীয়ায় বৈসে।
সকল নদীয়া মত্ত ধন-পুত্ত্র-রসে॥

* 'জিনিএগ'।

* 'নহে'। † 'মোহরে'।

শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহো বোলে "সব পেট পুষিবার আশ॥"
কেহো বোলে "জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য এ কোন্ ব্যভার॥"
কেহো বোলে "কত বা পঢ়িলুঁ * ভাগবত।
নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিলুঁ পথ॥
শ্রীবাসপণ্ডিত-চারি-ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই ভাই! ভোজন করিয়া॥
ধীরেধীরে 'কৃষ্ণ' বলিলে কি পুণ্য নহে।
নাচিলে কাঁদিলে † ডাক ছাড়িলে কি হয়ে॥"
এইমত যত পাপ-পাষণ্ডীর গণ।
দেখিলেই বৈষ্ণব—করেন সংকথন॥
শুনিঞা বৈষ্ণব সব মহাদুঃখ পায়।
'কৃষ্ণ' বলি সভেই কাঁদেন উর্দ্ধ-রায় ‡॥
"কতদিনে এ-সব দুঃখের হব নাশ।
জগতেরে কৃষ্ণচন্দ্র! করহ প্রকাশ॥"
সকল বৈষ্ণব মিলি অদ্বৈতের স্থানে।
পাষণ্ডীর বচন করেন নিবেদনে॥
শুনিঞা অদ্বৈত হয় ক্রোধ §-অবতার।
"সংহারিমু সব" বলি করয়ে হুঙ্কার॥
"আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর।
দেখিবা কি হয় এই নদীয়া-ভিতর॥
করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন-গোচর।
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
আর দিনকথো গিয়া থাক ভাই-সব!
এথাই দেখিবা সব কৃষ্ণ-অনুভব॥"

অদ্বৈত বাক্য শুনি * ভাগবতগণ।
দুঃখ পাসরিয়া সভে করেন কীর্ত্তন॥
উঠিল কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গল।
অদ্বৈত-সহিতে সভে হইলা বিহ্বল॥
পাষণ্ডীর বাক্য-জ্বালা সব গেল দূর।
এইমত পুলকিত নবদ্বীপ-পুর॥
অধ্যয়ন-সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
নিরবধি জননীর আনন্দ বাঢ়ায়॥
হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বর-পুরী।
আইলেন অতি-অলক্ষিত-বেশ ধরি †॥
কৃষ্ণরসে পরম বিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি-দয়াময়॥
তান বেশে তানে কেহো চিনিতে না পারে।
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে॥
যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া।
সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কোচিত হৈয়া॥
বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবেতে না লুকায়।
পুনঃপুন অদ্বৈত তাহান পানে ‡ চায়॥
অদ্বৈত বোলেন "বাপ! তুমি কোন্ জন?
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি, হেন লয় মন॥"
বোলেন ঈশ্বর-পুরী "আমি ক্ষুদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাঙ তোমার চরণ॥"
বুঝিয়া মুকুন্দ এক কৃষ্ণের চরিত।
গাইতে লাগিলা অতি-প্রেমের সহিত॥
যেইমাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে।
পড়িলা ঈশ্বর-পুরী ঢলি পৃথিবীতে॥

---

* 'কত রূপ পঢ়িল'। † 'গাইলে'।
‡ 'উচ্চরায়' বা 'উচ্চরায়'। § 'রুদ্র'।

* 'বাক্যে সব'। † 'বেশধারী'। ‡ 'ভিতে'।

নয়নের জলে অন্ত নাহিক তাহান *।
পুনঃপুন বাঢ়ে প্রেম-ধারার পয়ান † ॥
আথেব্যথে অদ্বৈত তুলিলা নিজ ‡ কোলে।
সিঞ্চিত হইল অঙ্গ নয়নের জলে ॥
সম্বরণ নহে প্রেম পুনঃপুন বাঢ়ে।
সন্তোষে মুকুন্দ উচ্চ করি শ্লোক পঢ়ে।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব প্রেমের বিকার।
অতুল আনন্দ মনে জন্মিল সভার ॥
পাছে সভে চিনিলেন § শ্রীঈশ্বর-পুরী।
প্রেম দেখি সভেই স্মরেন 'হরিহরি' ॥
এইমত ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ-পুরে।
অলক্ষিতে বুলেন, চিনিতে কেহো নারে ॥
দৈবে একদিন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পঢ়াইয়া আইসেন আপনার ঘর ॥
পথে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী-সনে।
ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্করিলা আপনে ॥
অতি অনির্ব্বচনীয় ঠাকুর সুন্দর।
সর্ব্ব-মতে সর্ব্ব-বিলক্ষণ-গুণধর ॥
যদ্যপিহ তান মর্ম্ম কেহো নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি সর্ব্ব-জনে ॥
চা'হেন ঈশ্বর-পুরী প্রভুর শরীর।
সিদ্ধপুরুষের প্রায় পরম-গম্ভীর ॥
জিজ্ঞাসেন "তোমার কি নাম বিপ্রবর!
কি পুঁথি পঢ়াও পঢ়, কোন স্থানে ঘর?"
শেষে সভে বলিলেন "নিমাঞি পণ্ডিত।"
"তুমি সে!" বলিয়া ¶ বড় হৈলা হরষিত ॥

ভিক্ষা নিমন্ত্রণ প্রভু করিয়া তাহানে।
মহাদরে গৃহে লই চলিলা আপনে ॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য শচী করিলেন গিয়া।
ভিক্ষা করি বিষ্ণুগৃহে বসিলা আসিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রস্তাব তবে কহিতে লাগিলা।
কহিতে কৃষ্ণের কথা বিহ্বল * হইলা ॥
দেখিয়া প্রেমের ধারা প্রভুর † সন্তোষ।
না প্রকাশে' আপনা' লোকের দিন-দোষ ॥
মাস-কথো গোপীনাথ-আচার্য্যের ঘরে।
রহিলা ঈশ্বর-পুরী নবদ্বীপ-পুরে ॥
সভে বড় উলসিত দেখিতে তাহানে ‡।
প্রভুও দেখিতে নিত্য চলেন আপনে § ॥
গদাধর পণ্ডিতের দেখি প্রেমজল।
বড় প্রীত বাসে তানে বৈষ্ণব সকল ॥
শিশু-হৈতে সংসারে বিরক্ত বড় মনে।
ঈশ্বরপুরীও স্নেহ করেন তাহানে ॥
গদাধরপণ্ডিতেরে আপনার কৃত।
পুঁথি পঢ়ায়েন নাম 'কৃষ্ণলীলামৃত' ॥
পঢ়াইয়া পঢ়িয়া ঠাকুর সন্ধ্যাকালে।
ঈশ্বরপুরীরে নমস্করিবারে চলে ॥
প্রভু দেখি শ্রীঈশ্বরপুরী হরষিত।
প্রভু হেন না জানেন, তভু বড় প্রীত ॥
হাসিয়া বলেন "তুমি পরম পণ্ডিত।
আমি পুঁথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত ॥
সকল বলিবা কোথা থাকে কোন দোষ।
ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ ॥"

* 'তাঁহার'। † 'শ্রাবণ-ধারার' বা 'বহে অশ্রুধার'।
‡ 'তুলিয়া নিল' বা 'করিয়া নিল'।
§ 'জানিলেন'। ¶ 'শুনিঞা মনেতে'।

* 'অবশ' † 'অপূর্ব্ব প্রেমের ধারা দেখিয়া'।
‡ 'তাঁহারে'। § 'সত্বরে'।

প্রভু বোলে "ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দেখে দোষ সে-ই পাপী জন ॥
ভক্তের কবিত্ব যে-তে-মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয় ॥
মূর্খে বোলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বোলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর ॥

তথাহি—

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ ॥"১॥ইতি

অনুবাদ।

[শ্রীবিষ্ণুর প্রণামকালে] মূর্খ ব্যক্তি 'বিষ্ণায় [নমঃ] বলে এবং ধীর জন বিষ্ণবে [নমঃ] বলিয়া থাকে। কিন্তু পুণ্য উভয়েরই সমান; কেননা, জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী ॥১॥

"ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে*সে দোষ।
ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ ॥
অতএব তোমার যে প্রেমের বর্ণন।
ইহা দূষিবেক কোন্ সাহসিক জন ॥"
শুনিঞা ঈশ্বরপুরী প্রভুর উত্তর।
অমৃত সিঞ্চিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর ॥
পুন হাসি বোলেন "তোমার দোষ নাঞি।
অবশ্য বলিবা দোষ থাকে যেই-ঠাঞি ॥"
এইমত প্রতিদিন প্রভু তান সঙ্গে।
বিচার করেন দুই-চারি-দণ্ড রঙ্গে ॥
একদিন প্রভু তান কবিত্ব শুনিঞা।
হাসি দূষিলেন "ধাতু না লাগে" বলিয়া ॥
প্রভু বোলে "এ ধাতু আত্মনেপদী নয়।"
বলিয়া চলিলা প্রভু আপন আলয় ॥
ঈশ্বরপুরীও সর্ব্ব-শাস্ত্রেতে* পণ্ডিত।
বিদ্যারস-বিচারেও বড় হরষিত ॥
প্রভু গেলে সেই 'ধাতু' করেন বিচার।
সিদ্ধান্ত করেন তহি অশেষপ্রকার ॥
সেই 'ধাতু' করেন 'আত্মনেপদী' নাম।
আর-দিনে প্রভু গেলে করিলা ব্যাখ্যান ॥
"যে ধাতু 'পরস্মৈপদী' বলি গেলা তুমি।
তাহা এই সাধিল 'আত্মনেপদী' আমি ॥"
ব্যাখ্যান শুনিঞা প্রভু পরম-সন্তোষ।
ভৃত্য-জয় নিমিত্ত না দেন আর দোষ ॥
'সর্ব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভৃত্য-জয়।'
এই তান স্বভাব সকল-বেদে কয় ॥
এইমত কথোদিন বিদ্যারস-রঙ্গে।
আছিলা ঈশ্বরপুরী গৌরচন্দ্র-সঙ্গে ॥
ভক্তিরসে চঞ্চল—একত্র নহে স্থিতি।
পর্য্যটনে চলিলা পবিত্র করি ক্ষিতি ॥
যে শুনয়ে ঈশ্বরপুরীর পুণ্য-কথা।
তার বাস হয় কৃষ্ণপাদপদ্ম যথা ॥
যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরীর শরীরে।
সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বরপুরীরে ॥
পাইয়া গুরুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদে।
ভ্রমেন ঈশ্বরপুরী অতি-নির্ব্বিরোধে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে ঈশ্বরপুরী-মিলনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

* 'তাহার'।

* 'পুস্তকে'।

অষ্টম অধ্যায়।

—:*:—

জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় হউ প্রভুর যতেক অনুচর॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
পুস্তক লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর॥
যত অধ্যাপক—প্রভু চালেন সভারে।
প্রবোধিতে শক্তি কোনজনে নাহি ধরে॥
ব্যাকরণশাস্ত্রে সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্যপ্রতিও নাহিক তৃণ-জ্ঞান॥
স্বানুভাবানন্দে করে নগর-ভ্রমণ।
সংহতি পরম-ভাগ্যবন্ত শিষ্যগণ॥
দৈবে পথে মুকুন্দের সঙ্গে দরশন।
হস্তে ধরি প্রভু তানে বোলেন বচন॥
"আমারে দেখিয়া তুমি কি কার্য্যে পলাও।
আজি আমা' প্রবোধিয়া বিনা দেখি যাও?"
মনে ভাবে মুকুন্দ "আজ জিনিব কেমনে *?
ইহান অভ্যাস সবে মাত্র ব্যাকরণে॥
ঠেকাইমু আজি জিজ্ঞাসিয়া অলঙ্কার।
মোর সনে যেন গর্ব্ব না করেন আর॥"
লাগিল জিজ্ঞাসা মুকুন্দের প্রভুসনে।
প্রভু খণ্ডে' যত অর্থ মুকুন্দ বাখানে॥
মুকুন্দ বোলেন "ব্যাকরণ শিশুশাস্ত্র।
বালকে সে ইহার বিচার করে মাত্র॥
অলঙ্কার বিচার করিব তোমা' সনে।"
প্রভু কহে "বুঝ তোর যথা * লয় মনে॥"
বিষমবিষম যত কবিত্ব-প্রচার।
পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে অলঙ্কার॥
সর্ব্বশক্তিময় গৌরচন্দ্র অবতার।
খণ্ডখণ্ড করি দোষে' সব অলঙ্কার॥
মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন।
হাসিয়াহাসিয়া প্রভু বোলেন বচন॥
"আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুঁথি চাহ।
কালি বুঝিবাঙ ঝাট আসিবারে চাহ॥"
চলিলা মুকুন্দ লই চরণের ধূলী।
মনেমনে চিন্তয়ে মুকুন্দ কুতূহলী॥
"মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহিক, অভ্যাস নাহি যথা॥
এমত সুবুদ্ধি—কৃষ্ণভক্ত হয় যবে।
তিলেকো ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে॥"
এইমত বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
ভ্রমিতে দেখেন আরদিনে গদাধর॥
হাসি দুই হাথে প্রভু রাখিল ধরিয়া।
"ন্যায় পড় তুমি, আমা' যাও প্রবোধিয়া॥"
"জিজ্ঞাসহ" গদাধর বোলয়ে বচন।
প্রভু বোলে "কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ?"

---

* 'জিনিমু কেম-মতে'।

* 'যেথা'।

শাস্ত্র-অর্থ যেন গদাধর বাখানিলা ।
প্রভু বোলে "ব্যাখ্যান করিতে না জানিলা ॥"
গদাধর বোলে "আত্যন্তিক-দুঃখ-নাশ ।
ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ ॥"
নানারূপে দোষে' প্রভু সরস্বতীপতি ।
হেন নাহি তার্কিক যে করিবেক স্থিতি ॥
হেন জন নাহিক যে প্রভুসনে বোলে ।
গদাধর ভাবে * "আজি বর্ত্তি পলাইলে † ॥"
প্রভু বোলে "গদাধর ! আজি যাহ ঘর ।
কালি বুঝিবাঙ তুমি আসিহ সত্বর ॥"
নমস্করি গদাধর চলিলেন ঘরে ।
ঠাকুর ভ্রমেন সর্ব্ব নগরেনগরে ॥
পরম-পণ্ডিত-জ্ঞান হইল সভার ।
সভেই করেন দেখি সম্ভ্রম অপার ॥
বিকালে ঠাকুর সর্ব্ব-পঢ়ুয়ার সঙ্গে ।
গঙ্গাতীরে আসিয়া বৈসেন মহা-রঙ্গে ॥
সিন্ধুসুতা-সেবিত প্রভুর কলেবর ।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদনসুন্দর ॥
চতুর্দ্দিকে বেঢ়িয়া বৈসেন শিষ্যগণ ।
মধ্যে শাস্ত্র বাখানেন শ্রীশচীনন্দন ॥
বৈষ্ণবসকলো তবে ‡ সন্ধ্যাকাল হৈলে ।
আসিয়া বৈসেন গঙ্গাতীরে কুতূহলে ॥
দূরে থাকি প্রভুর ব্যাখ্যান সভে শুনে ।
হরিষ-বিষাদ সভে ভাবে মনেমনে ॥
কেহো বলে "হেনরূপ হেন বিদ্যা যার ।
না ভজিলে কৃষ্ণ, নহে কিছু উপকার ॥"
সভেই বোলেন "ভাই ! উহানে দেখিয়া ।
ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়া ॥"

* 'বোলে'। † 'না আইলে'। ‡ 'কথা' বা 'মিলি'।

কেহো বোলে "দেখা হৈলে না ছেড়ে এড়িয়া ।
মহা-দানী-প্রায় যেন রাখেন ধরিয়া ॥"
কেহো বোলে "ব্রাহ্মণের শক্তি অমানুষী ।
কোনো মহাপুরুষ বা হয় হেন * বাসি ॥
যদ্যপিহ নিরন্তর বাখানেন ফাঁকি ।
তথাপি সন্তোষ বড় পাও উহা † দেখি ॥
মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাঞি ।
কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই ॥"
অন্যোঽন্যে সভেই সাধেন সভা' প্রতি ।
"সভে বোল 'ইহান হউক কৃষ্ণে রতি' ॥"
দণ্ডবত হই সভে পড়িলা গঙ্গারে ।
সর্ব্ব-ভাগবত মেলি আশীর্ব্বাদ করে ॥
"হেন কর' কৃষ্ণ ! জগন্নাথের নন্দন ।
তোর রসে মত্ত হউ ছাড়ি অন্য-মন ‡ ॥
নিরবধি প্রেমভাবে ভজুক তোমারে ।
হেন সঙ্গ কৃষ্ণ ! দেহ' আমা'সভাকারে ॥"
অন্তর্যামী প্রভু—চিত্ত জানেন সভার ।
শ্রীবাসাদি দেখিলেই করেন § নমস্কার ॥
ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয় ।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয় ॥
কেহোকেহো সাক্ষাতেই প্রভু দেখি বোলে ।
"কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যাভোলে ॥"
কেহো বোলে "হেরদেখ নিমাঞিপণ্ডিত !
বিদ্যায় কি লাভ ||, কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত ॥
পড়ে কেনে লোক ?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে ।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে ?"

* 'হেন মনে'। † 'আনন্দ বড় পাই ইহা'।
‡ 'অন্যমন'। § 'হয়েন'। || 'ভক্তি' বা 'কার্য্য'।

হাসি বোলে প্রভু "বড় ভাগ্য সে আমার।
তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণভক্তি-সার॥
তুমি সব যার কর শুভানুসন্ধান।
মোর চিত্তে হেন লয়, সে-ই ভাগ্যবান্॥
কতদিন পড়াইয়া, মোর চিত্তে আছে।
চলিমু বুঝিয়া ভাল-বৈষ্ণবের কাছে॥"
এত বলি হাসে প্রভু সেবকের সনে।
প্রভুর মায়ায় কেহো প্রভুরে না চিনে॥
এইমত ঠাকুর সভার চিত্ত হরে।
হেন নাহি, যে জনে অপেক্ষা নাহি করে॥
এইমত ক্ষণে প্রভু বৈসে গঙ্গাতীরে।
কখন ভ্রমেন প্রতি নগরেনগরে॥
প্রভু দেখিলেই মাত্র নগরিয়াগণ।
পরম আদর করি বন্দেন চরণ॥
নারীগণ দেখি বোলে "এই ত মদন।
স্ত্রীলোকে পাউক জন্মেজন্মে হেন ধন॥"
পণ্ডিত দেখয়ে বৃহস্পতির সমান।
বৃদ্ধ-আদি * পাদপদ্মে করয়ে প্রণাম॥
যোগিগণে দেখে যেন সিদ্ধ-কলেবর।
দুষ্টগণ দেখে যেন মহা-ভয়ঙ্কর॥
দিবসেকো যারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
বন্দিপ্রায় হয় যেন, পরে প্রেমফাঁস †॥
বিদ্যারসে যত প্রভু করে অহঙ্কার।
শুনেন তথাপি প্রীত প্রভুরে সভার॥
যবনেও প্রভু দেখি করে বড় প্রীত।
সর্ব্বভূত-কৃপালুতা প্রভুর চরিত॥
পড়ায় বৈকুণ্ঠনাথ নবদ্বীপ-পুরে।
মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবন্তের মন্দিরে ‡॥
পক্ষ-প্রতিপক্ষ সূত্র-খণ্ডন স্থাপন।
বাখানে অশেষরূপে শ্রীশচীনন্দন॥
গোষ্ঠীসহ মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবান্।
ভাসয়ে আনন্দে, মর্ম্ম না জানয়ে তান॥
বিদ্যা জয় করিয়া ঠাকুর চলে ঘরে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥
একদিন বায়ু-দেহ-মান্দ্য * করি ছল।
প্রকাশেন প্রেমভক্তিবিকার সকল॥
আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে।
গড়াগড়ি যায়, হাসে, ঘর ভাঙ্গি ফেলে॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে, মালসাট্ পূরে।
সম্মুখে দেখয়ে যারে তাহারেই মারে॥
ক্ষণেক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়।
হেন মূর্চ্ছা হয়, লোক দেখি পায় ভয়॥
শুনিলেন বন্ধুগণ বায়ুর বিকার।
ধাইয়া আসিয়া সভে করে প্রতিকার॥
বুদ্ধিমন্ত-খান আর মুকুন্দ-সঞ্জয়।
গোষ্ঠীসহ আইলেন প্রভুর আলয়॥
বিষ্ণুতৈল নারায়ণতৈল দেন শিরে।
সভে করে প্রতিকার, যার যেন স্ফুরে॥
আপন-ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম্ম করে।
সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে॥
সর্ব্ব অঙ্গে কম্প, প্রভু করে আস্ফালন।
হুঙ্কার শুনিয়ে † ভয় পায় সর্ব্বজন॥
প্রভু বোলে "মুঞি সর্ব্ব-লোকের ঈশ্বর।
মুঞি বিশ্ব ধরোঁ মোর নাম 'বিশ্বম্ভর'॥
মুঞি সেই, মোরে ত না চিনে কোন জনে।"
এত বলি লড় দেই ধরে সর্ব্বগণে॥

* 'আদি'। † 'পাশ'। ‡ 'দুয়ারে'।

* 'দেহে মান্দী'। † 'করিলে বা শুনিতে'।

আপনা'-প্রকাশ প্রভু করে বায়ু-ছলে।
তথাপি না বুঝে কেহো তান মায়াবলে ॥
কেহো বোলে "হইল দানব-অধিষ্ঠান।"
কেহো বোলে "হেন বুঝি ডাকিনীর কাম ॥"
কেহো বোলে "সদাই করেন বাক্য-ব্যয়।
অতএব হৈল বায়ু, জানিহ নিশ্চয় ॥"
এইমত সর্ব্বজনে করেন বিচার।
বিষ্ণু-মায়া-মোহে তত্ত্ব না জানিঞা তাঁর ॥
বহুবিধ পাকতৈল সভে দেই শিরে।
তৈলদ্রোণে থুই তৈল দেন কলেবরে ॥
তৈলদ্রোণে ভাসে প্রভু, হাসে খলখল।
সত্য যেন মহাবায়ু করিয়াছে বল ॥
এইমত আপন-ইচ্ছায় লীলা করি।
স্বাভাবিক হৈলা * প্রভু বায়ু পরিহরি ॥
সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ-হরিধ্বনি।
কেবা কারে † বস্ত্র দেই, হেন নাহি জানি ॥
সর্ব্বলোক শুনিঞা হইলা হরষিত।
সভে বোলে "জীউ জীউ এহেন পণ্ডিত ॥"
এইমত রঙ্গ করে ত্রিদশের ‡ রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায় ॥
প্রভুরে দেখিয়া সর্ব্ব বৈষ্ণবের গণ।
সভে বোলে "ভজ বাপ! কৃষ্ণের চরণ ॥
ক্ষণেকে নাহিক বাপ! অনিত্য শরীর।
তোমারে কে শিখাইব, তুমি মহাধীর ॥"
হাসি প্রভু সভারে করিয়া নমস্কার।
পড়াইতে চলে শিষ্য-সংহতি অপার ॥
মুকুন্দ-সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে।
পড়ায়েন প্রভু চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে ॥

* 'স্বভাব হইলা'। † 'কে কাহারে'। ‡ 'বৈকুণ্ঠের'।

পরম-সুগন্ধি পাকতৈল প্রভু-শিরে।
কোন পুণ্যবন্ত দেই, প্রভু ব্যাখ্যা করে ॥
চতুর্দ্দিগে মহা*পুণ্যবন্ত-শিষ্যগণ।
মাঝে প্রভু ব্যাখ্যা করে জগতজীবন ॥
সে শোভার মহিমা ত কহিতে না পারি।
উপমা কি দিব কোন ‡ না দেখি বিচারি ॥
হেন বুঝি যেন সনকাদি-শিষ্যগণে।
নারায়ণ বেড়ি বৈসে § বদরিকাশ্রমে ॥
তাহা সভা' লৈয়া যেন সে প্রভু পড়ায়।
হেন বুঝি সেই লীলা করে গৌররায় ॥
সেই বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ।
নিশ্চয় জানিহ এই শ্রীশচীনন্দন ॥
অতএব শিষ্যসঙ্গে সেই লীলা করে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে ॥
পড়াইয়া প্রভু দুই-প্রহর হইলে।
তবে শিষ্যগণ লৈয়া গঙ্গাস্নানে চলে ॥
গঙ্গাজলে বিহার করিয়া কথোক্ষণ।
গৃহে আসি করে প্রভু শ্রীবিষ্ণু-পূজন ॥
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসেন গিয়া বলি 'হরিহরি' ॥
লক্ষ্মী দেই অন্ন, খাএ বৈকুণ্ঠের পতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী ॥
ভোজন-অন্তরে করি তাম্বূল-ভক্ষণ।
শয়ন করেন, লক্ষ্মী সেবেন ॥ চরণ ॥
কথোক্ষণ যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি দিয়া।
পুন প্রভু $ চলিলেন পুস্তক লইয়া ॥

* 'শোভে'।
‡ 'দিবাঙ কিবা'। § 'যেন'।
¶ 'শ্রীকৃষ্ণ'। ॥ 'শয়েন'। $ 'পুনরপি'।

নগরে উঠিয়া করে অশেষ-*বিলাস।
সভার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষ॥
যদ্যপি প্রভুর কেহো তত্ত্ব নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি সর্ব্বজনে॥
নগরভ্রমণ করে শ্রীশচীনন্দন।
দেবের দুর্লভ বস্তু দেখে সর্ব্বজন॥
উঠিলেন প্রভু তন্ত্রবায়ের দুয়ারে।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তন্ত্রবায় নমস্করে॥
"ভাল বস্ত্র আন" প্রভু বোলয়ে বচন।
তন্ত্রবায় বস্ত্র আনিলেন সেইক্ষণ॥
প্রভু বোলে "এ বস্ত্রের কি মূল্য লইবা?"
তন্ত্রবায় বোলে "তুমি আপনে যে দিবা॥"
মূল্য করি বোলে প্রভু "এবে কড়ি নাঞি।"
তাঁতি বোলে "†দশে-পক্ষে দিবা বা গোসাঞি॥
বস্ত্র লৈয়া পর' তুমি পরম-সন্তোষে।
পাছে তুমি কড়ি মোর দিও সমাবেশে॥"
তন্ত্রবায়-প্রতি প্রভু শুভ-দৃষ্টি করি।
উঠিলেন গিয়া প্রভু গোয়ালের পুরী॥
বসিলেন মহাপ্রভু গোপের দুয়ারে ‡।
ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে প্রভু পরিহাস করে॥
প্রভু বোলে "আরে বেটা! দধি দুগ্ধ আন।
আজি তোর ঘরের লইব মহাদান॥"
গোপবৃন্দ দেখে § যেন সাক্ষাৎ মদন।
সম্ভ্রমে দিলেন আনি সুন্দর আসন॥
প্রভু-সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস।
'মামা মামা' বলি সভে করেন সম্ভাষ॥

* 'আসিয়া করে বিবিধ'।
† 'দশে পক্ষে দিও বা' বা 'দশ-পক্ষে দিবা হে'।
‡ 'গিয়া প্রভু গোয়ালের ঘরে'। § 'দেখি'।

কেহো বোলে "চল মামা! ভাত খাই গিয়া।"
কোন গোপ কান্ধে করি যায় ঘরে লৈয়া॥
কেহো বোলে "আমার ঘরের যত ভাত।
পূর্ব্বে যে খাইলা মনে নাহিক তোমা'ত?"
সরস্বতী সত্য কহে, গোপ নাহি জানে।
হাসে মহাপ্রভু গোপগণের বচনে॥
দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, রস, সুন্দর নবনী।
সন্তোষে প্রভুরে সর্ব্ব গোপ দেয় আনি॥
গোয়ালাকুলেরে প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
গন্ধবণিকের ঘরে উঠিলেন গিয়া॥
সম্ভ্রমে বণিক করে চরণে প্রণাম।
প্রভু বোলে "আরে ভাই! ভাল গন্ধ আন॥"
দিব্য-গন্ধ বণিক আনিল ততক্ষণ।
"কি মূল্য লইবা?" বোলে শ্রীশচীনন্দন॥
বণিক বোলয়ে "তুমি জান" মহাশয়!
তোমা' স্থানে মূল্য কি বলিতে যুক্ত হয়*?
আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহ ত ঠাকুর!
কালি যদি গা'য়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর॥
ধুইলেও যদি গা'য়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে।
তবে কড়ি দিহ মোরে যেই চিত্তে পড়ে॥"
এত বলি আপনে প্রভুর সর্ব্ব-অঙ্গে।
গন্ধ দেই বণিক, না জানি কোন্ রঙ্গে॥
সর্ব্ব-ভূত-হৃদয় আকর্ষে সর্ব্ব-মন।
সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ নহে কোন্ জন?
বণিকেরে অনুগ্রহ করি বিশ্বম্ভর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকারের ঘর॥
পরম অদ্ভুত রূপ দেখি মালাকার।
সাদরে আসন দিয়া করে নমস্কার॥

* 'কিছু দিতে যুক্ত নয়'।

প্রভু বোলে "ভাল মালা দেহো মালাকার।
কড়ি-পাতি লগে কিছু নাহিক আমার?
সিদ্ধপুরুষের-প্রায় দেখে মালাকার।
মালী বোলে "কিছু দায় নাহিক তোমার॥"
এত বলি মালা দিল প্রভুর শ্রীঅঙ্গে।
হাসে মহাপ্রভু সর্ব্ব-পঢ়ুয়ার সঙ্গে॥
মালাকার-প্রতি প্রভু শুভদৃষ্টি * করি।
উঠিলা তাম্বুলী-ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
তাম্বূলী দেখয়ে রূপ মদন †-মোহন।
চরণের ধূলি লই দিলেন আসন॥
তাম্বুলী বোলয়ে "বড় ভাগ্য সে আমার।
কোন্ ভাগ্যে তুমি আমা'-ছারের দুয়ার॥"
এত বলি আপনেই পরম-সন্তোষে।
দিলেন তাম্বূল আনি, প্রভু দেখি ‡ হাসে॥
প্রভু বোলে "কড়ি-বিনা কেনে গুয়া দিলা?"
তাম্বূলী বোলয়ে "চিত্তে হেনই লইলা॥"
হাসে প্রভু তাম্বূলীর শুনিঞা বচন।
পরম সন্তোষে করে তাম্বূল-ভক্ষণ §॥
দিব্য পর্ণ, ¶ কর্পূরাদি যত অনুকূল।
শ্রদ্ধা করি দিলা, তার নাহি নিল মূল ‖॥
তাম্বূলীয়ে অনুগ্রহ করি গৌর-রায়।
হাসিয়াহাসিয়া সর্ব্বনগরে বেড়ায়॥
মধুপুরী-প্রায় যেন নবদ্বীপ-পুরী।
একো জাতি লক্ষলক্ষ কহিতে না পারি॥
প্রভুর বিহার লাগি পূর্ব্বেই বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইয়াছে \$ তথা॥

পূর্ব্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ।
সেই লীলা করে এবে শ্রীশচীনন্দন।
তবে গৌর গেলা শঙ্খবণিকের ঘরে *।
দেখি শঙ্খবণিক সম্ভ্রমে নমস্করে॥
প্রভু বোলে "দিব্য-শঙ্খ আন' দেখি ভাই!
কেমবে বা নিব শঙ্খ, কড়ি-পাতি † নাঞি॥"
দিব্য-শঙ্খ শাঁখারি আনিঞা সেইক্ষণে।
প্রভুর শ্রীহস্তে দিয়া করিল প্রণামে ‡॥
"শঙ্খ লই ঘরে তুমি চলহ গোসাঞি!
পাছে কড়ি দিহ, না দিলেও দায় নাঞি॥"
তুষ্টা হৈলা প্রভু শঙ্খবণিক-বচনে।
চলিলেন হাসি শুভ§দৃষ্টি করি তানে॥
এইমত নবদ্বীপে যত নগরিয়া।
সভার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ নাগরিকগণ।
পায় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ॥
তবে ইচ্ছাময় গৌরচন্দ্র ভগবান্।
সর্ব্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়ান॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ সেই সর্ব্বজ্ঞান।
বিনয় সম্ভ্রম করি করিলা প্রণাম॥
প্রভু বোলে "তুমি সর্ব্বজ্ঞান ভাল শুনি।
বোল দেখি, অন্য-জন্মে কি আছিলাঙ আমি?"
"ভাল" বলি সর্ব্বজ্ঞ সুকৃতি চিন্তে মনে।
জপিতে গোপালমন্ত্র দেখে সেইক্ষণে॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজ শ্যাম।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে মহাজ্যোতির্ধাম॥

* 'শুভ-দৃষ্টিপাত'। † 'মরন'। ‡ 'মনে'। § 'চর্ব্বণ' বা 'ভোজন'। ¶ 'চূর্ণ'। ‖ 'সেই তাম্বূলী তাম্বূল'। \$ 'থুইলেন' বা 'থুইছেন'।

* 'দ্বারে'। † 'কপর্দ্দক'। ‡ 'বোলে প্রীতমনে' বা 'বোলে পুত-মনে'। § 'প্রভু'।

নিশাভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দিঘরে *।
পিতা-মাতা দেখয়ে সম্মুখে স্তুতি করে॥
সেইক্ষণে দেখে পিতা পুত্র লই কোলে।
সেই রাত্রে থুইলেন আনিঞা গোকুলে॥
পুন † দেখে মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে।
কটিতে কিঙ্কিণী, নবনীত দুই করে॥
নিজ-ইষ্টমূর্ত্তি যাহা চিন্তে অনুক্ষণ।
সর্ব্বজ্ঞ ‡ দেখয়ে সেই সকল লক্ষণ॥
পুন দেখে ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন।
চতুর্দ্দিগে যন্ত্র গীত গায় § গোপীগণ॥
দেখিয়া অদ্ভুত, চক্ষু মেলে সর্ব্বজ্ঞান।
গৌরাঙ্গে চাহিয়া পুনঃপুন করে ধ্যান॥
সর্ব্বজ্ঞ কহয়ে "শুন ¶ শ্রীবালগোপাল!
কে আছিলা দ্বিজ এই, দেখাহ সকাল॥"
তবে দেখে, ধনুর্দ্ধর দূর্ব্বাদল-শ্যাম ।॰
বীরাসনে প্রভুরে দেখয়ে সর্ব্বজ্ঞান॥
পুন দেখে প্রভুরে প্রলয়জল-মাঝে।
অদ্ভুত বরাহ-মূর্ত্তি দন্তে পৃথ্বী সাজে॥
পুন দেখে প্রভুরে নৃসিংহ-অবতার।
মহা-উগ্র-রূপ ভক্তবৎসল অপার॥
পুন দেখে প্রভুরে বামন-রূপ ধরি।
বলি-যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়া করি॥
পুন দেখে মৎস্য-রূপে প্রলয়ের জলে।
করিতে আছেন জলক্রীড়া কুতূহলে॥
সুকৃতি সর্ব্বজ্ঞ পুন দেখয়ে প্রভুরে।
মত্ত হলধর-রূপ শ্রীমুষল করে॥

পুন দেখে জগন্নাথ-মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞান।
মধ্যে শোভে সুভদ্রা, দক্ষিণে বলরাম॥
এইমত ঈশ্বর-তত্ত্ব দেখে সর্ব্বজ্ঞান।
তথাপি না বুঝে কিছু, * হেন মায়া তান॥
চিন্তয়ে সর্ব্বজ্ঞ মনে হইয়া বিস্মিত।
হেন বুঝি "এ ব্রাহ্মণ মহামন্ত্রবিত॥
অথবা দেবতা কোন আসিয়া কৌতুকে।
পরীক্ষিতে' আমারে বা ছলে' বিপ্ররূপে॥
অমানুষি-তেজ দেখি বিপ্রের শরীরে।
'সর্ব্বজ্ঞ' করিয়া কিবা কদর্থে আমারে?"
এতেক চিন্তিতে প্রভু বলিলা হাসিয়া।
"কে আসি, কি দেখ, কেনে না কহ ভাঙ্গিয়া"
সর্ব্বজ্ঞ বোলয়ে "তুমি চলহ এখনে।
বিকালে বলিব মন্ত্র জপি ভাল-মনে॥"
"ভাল ভাল" বলি প্রভু হাসিয়া চলিলা।
তবে প্রিয়-শ্রীধরের মন্দিরে আইলা॥
শ্রীধরেরে বড় প্রভু সন্তুষ্ট † অন্তরে।
নানা ছলে আইসেন প্রভু তান ঘরে॥
বাকোবাক্য পরিহাস শ্রীধরের সঙ্গে।
দুই চারি দণ্ড করি চলে প্রভু রঙ্গে॥
প্রভু দেখি শ্রীধর করিয়া নমস্কার।
শ্রদ্ধা করি আসন দিলেন বসিবার॥
পরম সুশান্ত শ্রীধরের ব্যবসায়।
প্রভু নিহরেন যেন উদ্ধতের প্রায়॥
প্রভু বোলে "শ্রীধর! তুমি যে অনুক্ষণ।
'হরিহরি' বোল, তবে দুঃখ কি কারণ?
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্ন-বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি?"

* 'দেখে অবতীর্ণ বন্দিঘরে' বা 'দেখে জন্ম বসুদেব-ঘরে'। † 'পুত্র'। ‡ 'সর্ব্বাজ্ঞে'। § 'যন্ত্রে গীত করে'। ¶ 'প্রভু'। ॥ 'সকল'। ।॰ 'ধারী'।

* 'কেহো'। † 'প্রসন্ন'।

শ্রীধর বোলেন "উপবাস ত না করি ।
ছোট হউ বড় হউ বস্ত্র দেখ পরি ॥"
প্রভু বোলে 'দেখিলাঙ * গাঁঠি দশ ঠাঞি ।
ঘরে বোল, এই দেখিতেছি † নাঞি ॥
দেখ এই চণ্ডী-বিষহরিরে পূজিয়া ।
কে না ঘরে খায় পরে সব নগরিয়া ॥"
শ্রীধর বোলেন "বিপ্র ! বলিলা উত্তম ।
তথাপি সভার কাল যায় এক-সম ॥
রত্নঘরে থাকে রাজা, দিব্য খায় পরে ।
পক্ষিগণ থাকে দেখ বৃক্ষের উপরে ‡ ॥
কাল পুন সভার সমান হই যায় ।
সভে নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥"
প্রভু বোলে "তোমার বিস্তর আছে ধন ।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন ॥
তাহা মুঞি বিদিত করিমু কথো-দিনে ।
তবে দেখি, তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে ॥"
শ্রীধর বোলেন "ঘরে চলহ পণ্ডিত !
তোমায় আমায় দ্বন্দ্ব না হয় উচিত ॥"
প্রভু বোলে "আমি তোমা' না ছাড়ি এমনে ।
কি আমারে দিবা' তাহা বোল এইক্ষণে ॥"
শ্রীধর বোলেন "আমি খোলা বেচি খাই ।
ইহাতে কি দিব, তাহা বোলহ গোসাঞি !"
প্রভু বোলে "যে তোমার পোঁতা ধন আছে ।
সে থাকুক্ এখনে, পাইব তাহা পাছে ॥
এবে কলা মূলা থোড় দেহো § কড়ি-বিনে ।
দিলে আমি কন্দল না করি তোমা'সনে ॥"

মনে গণে শ্রীধর 'উদ্ধত বিপ্র বড় ।
কোন দিন আমারে কিলায় পাছে দঢ় ॥
মারিলেও ব্রাহ্মণের কি করিতে * পারি ।
কড়ি-বিনি প্রতি-দিন দিবারেও নারি ॥
তথাপিহ বলে ছলে যে লয় ব্রাহ্মণে ।
সে আমার ভাগ্য, সে দিবাঙ প্রতি-দিনে ॥"
চিন্তিয়া শ্রীধর বোলে "শুনহ গোসাঞি !
কড়ি-পাতি তোমার কিছুই দায় নাঞি ॥
থোড় কলা মূলা খোলা দিব এই † মনে ।
সবে আর কন্দল না কর' ‡ আমা'সনে ॥"
প্রভু বোলে "ভালভাল, আর দ্বন্দ্ব নাঞি ।
সবে থোড় কলা মূলা ভাল যেন পাই ॥"
(যাহার খোলায় নিত্য করেন ভোজন ।
যার থোড় কলা মূলা হয় শ্রীব্যঞ্জন ॥
শ্রীধরের গাছে যেই লাউ ধরে চালে ।
তাহা খায় প্রভু দুগ্ধ মরিচের ঝালে ॥)
প্রভু বোলে "আমারে কি বাসহ শ্রীধর !
তাহা করিলেই আমি চলি যাই ঘর ॥"
শ্রীধর বোলেন "তুমি বিপ্র—বিষ্ণু-অংশ ।"
প্রভু বোলে "না জানিলা, আমি গোপ-বংশ ॥
তুমি আমা দেখ যেন ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল ।
আমি আপনারে বাসি যেহেন গোয়াল ॥"
হাসেন শ্রীধর শুনি প্রভুর বচন ।
না চিনিল নিজ-প্রভু মায়ার কারণ ॥
প্রভু বোলে "শ্রীধর ! তোমারে কহি তত্ত্ব ।
আমা' হৈতে তোর সব গঙ্গার মহত্ত্ব § ॥"

* 'দেখি বস্ত্র' ।　† 'দেখিতেছি খড়গাছি' ।
‡ 'সুখিয়ে' ।　§ 'পাত' ।

* 'এ ব্রাহ্মণেরে কি বলিতে' ।　† 'ভাল' ।
‡ 'কলি না করিবা' ।　§ 'মাহাত্ম্য' ।

শ্রীধর বোলেন "ওহে পণ্ডিত নিমাঞি !
গঙ্গা করিয়াও কি তোমার ভয় নাঞি ॥
বয়স বাড়িলে লোক কোথা স্থির হ'য়ে।
তোমার চাপল্য আরো দ্বিগুণ বাঢ়য়ে ॥"
এইমত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি।
আইলেন নিজ-গৃহে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥
বিষ্ণুদ্বারে বসিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর।
চলিলা পঢ়ুয়াবর্গ যার যথা ঘর ॥
দেখি প্রভু পৌর্ণমাসী-চন্দ্রের উদয়।
বৃন্দাবনচন্দ্র-ভাব হইল হৃদয় * ॥
অপূর্ব্ব-মুরলী-ধ্বনি লাগিলা করিতে।
আই বই আর কেহো না পায় শুনিতে ॥
ত্রিভুবনমোহন মুরলী শুনি আই।
প্রথমে আনন্দে † মূর্চ্ছা গেলা সেই ঠাঁই।
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই স্থির করি মন।
অপূর্ব্ব মুরলীধ্বনি করেন শ্রবণ ॥
যেখানে বসিয়া আছেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
সেই দিগে শুনেন মুরলী মনোহর ॥
অদ্ভুত শুনিঞা আই আইলা বাহিরে।
দেখে পুত্র বসি আছে বিষ্ণুঘরদ্বারে ॥
আর নাহি পায়েন শুনিতে বংশীনাদ।
পুত্রের হৃদয়ে দেখে আকাশের চাঁদ ॥
পুত্র-বক্ষে দেখে চন্দ্রমণ্ডল সাক্ষাতে।
বিস্মিত হইয়া আই চা'হে চারিভিতে ॥
গৃহে আই' বসি গিয়া লাগিলা চিন্তিতে।
কি হেতু নিশ্চয় কিছু না পারে করিতে ‡ ॥

এইমত কত ভাগ্যবতী শচী আই।
যত দেখে প্রকাশ, তাহার অন্ত নাঞি ॥
কোনদিন নিশাভাগে শচী আই শুনে।
গীত বাদ্যযন্ত্র বা'য় কত শত জনে ॥
বহুবিধ মুখবাদ্য, নৃত্য, পদতাল।
যেন মহা-রাসক্রীড়া শুনেন বিশাল ॥
কোনদিন দেখে * সর্ব্ব বাড়ী † ঘর দ্বার।
জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু না দেখেন আর ॥
কোনদিন দেখে অতি-দিব্য-নারীগণ।
লক্ষ্মী-প্রায় সভে; ‡ হস্তে পদ্ম-বিভূষণ ॥
কোনদিন দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ।
দেখি পুন আর নাহি পায় দরশন ॥
আইর এসব দৃষ্টি কিছু চিত্র নহে।
বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী বেদে যাঁরে কহে ॥
আই যাঁরে সকৃত করেন § দৃষ্টিপাতে।
সেই হয়ে অধিকারী এ সব দেখিতে ॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর বনমালী।
আছে গূঢ়রূপে নিজানন্দে কুতূহলী।
যদ্যপি এতেক প্রভু আপনা' প্রকাশে'।
তথাপিহ চিনিতে না পারে কোন দাসে ॥
হেন সে ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।
তেমত উদ্ধত ¶ আর নাহি নবদ্বীপে ॥
যখন যেরূপ লীলা করেন ঈশ্বর।
সেই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, তার নাহিক ‖ সোসর ॥
যুদ্ধ-লীলা প্রতি ইচ্ছা উপজে যখন।
অস্ত্র-শিক্ষা-বীর আর না থাকে তেমন $ ॥

* 'উদয়'। † 'আনন্দ-প্লাবনে' বা 'পরম আনন্দে'।
‡ 'পারে লখিতে' বা 'পারি কহিতে'।

* 'আই'। † 'রাত্রি'। ‡ 'শোভে'।
§ 'দেখেন'। ¶ 'হেনমত ঔদ্ধত্য'।
‖ 'না থাকে'। $ 'তখন'।

কাম-লীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়।
লক্ষার্ব্বুদ বনিতা সে করেন বিজয়॥
ধন বিলসিতে বা যখন ইচ্ছা হয়।
প্রজার ঘরেতে হয় নিধি * কোটিময়॥
এমত উদ্ধত গৌরসুন্দর এখনে।
এই প্রভু বিরক্তি আশ্রয়িবেন ¶ যখনে॥
সে বিরক্তি-ভক্তি-কণা নাহি ‡ ত্রিভুবনে।
অন্যে কি সম্ভবে তাহা ব্যক্ত সর্ব্বজনে॥
এই মত ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
সবে সেবকেরে হারে, সে তাহান ধর্ম্ম॥

একদিন প্রভু আইসেন রাজপথে।
সাত পাঁচ পড়ুয়া প্রভুর চারিভিতে॥
ব্যবহারযোগ্য বস্ত্র মাত্র পরিধান।
অঙ্গে পানীতোলা পীত-পট্টের সমান॥ §
অধরে তাম্বূল, কোটি-চন্দ্র শ্রীবদন।
লোকে বোলে "মূর্ত্তিমন্ত এই কি বা মদন?"
ললাটে তিলক-ঊর্দ্ধ, পুস্তক শ্রীকরে।
দৃষ্টিমাত্রে পদ্মনেত্রে সর্ব্ব-তাপ || হরে॥
স্বভাবে ‡ চঞ্চল পড়ুয়ার বর্গ সঙ্গে।
বাহু দোলাইয়া প্রভু আইসেন রঙ্গে॥
দৈবে পথে আইসেন পণ্ডিত শ্রীবাস।
প্রভু দেখি মাত্র তান হৈল মহা-হাস $॥
তানে দেখি প্রভু করিলেন নমস্কার।
"চিরজীবী × হও" বোলে শ্রীবাস উদার॥

হাসিয়া শ্রীবাস বোলে "কহ দেখি শুনি।
কতি চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি॥
কৃষ্ণ না ভজিয়ে কাল কি কার্য্যে গোঙাও?
রাত্রিদিন নিরবধি কেনে বা পড়াও?
পড়ে লোক কেনে? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে?
এতেকে সর্ব্বথা ব্যর্থ না গোঙাও কাল।
পড়িলা ত, এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল॥"
হাসি বোলে মহাপ্রভু "শুনহ পণ্ডিত!
তোমার কৃপায় সেহো হইব নিশ্চিত॥"
এত বলি মহাপ্রভু হাসিয়া চলিলা।
গঙ্গাতীরে আসি শিষ্য-সহিতে বসিলা *॥
গঙ্গাতীরে বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া বসিলা শিষ্যগণ॥
কোটিমুখে সেই শোভা না পারি কহিতে।
উপমাও তার নাহি দেখি ত্রিজগতে॥
চন্দ্র-তারাগণ বা বলিব, সেহো নহে।
সকলঙ্ক; তার কলা-ক্ষয়-বৃদ্ধি হয়ে॥
সর্ব্ব-কাল-পরিপূর্ণ এ প্রভুর কলা।
নিষ্কলঙ্ক; তেঞি সে উপমা দূরে গেলা॥
বৃহস্পতি-উপমাও দিতে না জুয়ায়।
তেঁহো একপক্ষে—দেবগণের সহায়॥
এ প্রভু সভার পক্ষ, সহায় সভার।
অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ইঁহার॥
কামদেব-উপমা বা দিব, সেহো নহে †।
তিঁহো চিত্তে জাগিলে, চিত্তের ক্ষোভ হয়ে॥
এ প্রভু জাগিলে চিত্তে, সর্ব্ববন্ধ-ক্ষয়।
পরম-নির্ম্মল সুপ্রসন্ন চিত্ত হয়॥

---

* 'লক্ষ'। † 'বিপ্র বিরক্তি আশ্রয়িবা'।
‡ 'ভক্তিকলা নাহি' বা 'ও ভক্তি কোথায়'।
§ 'ব্যবহারে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান।
অঙ্গে পীতবস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান'॥
¶ 'আইসে' বা 'এই ত'। || 'পাপ'।
$ 'হৈল উল্লাস'। × 'চিরজীব'।

* 'মিলিলা'। † 'উপমা দিব সেহো ইহ নহে।

এইমত সকল দৃষ্টান্ত যোগ্য নহে।
সবে এক উপমা দেখিয়ে চিত্তে লয়ে ॥ *
কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দকুমার।
গোপবৃন্দ-মধ্যে বসি করেন † বিহার ॥
সেই-গোপবৃন্দ লই, সেই কৃষ্ণচন্দ্র।
বুঝি দ্বিজরূপে গঙ্গাতীরে করে রঙ্গ ॥
গঙ্গাতীরে যে যে জনে দেখে প্রভুর মুখ।
সেই পায়ে অতি-অনির্ব্বচনীয় সুখ ॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ অতি-বিলক্ষণ।
গঙ্গাতীরে কাণাকাণি করে ‡ সর্ব্বজন ॥
কেহো বোলে "এত তেজ মানুষের নহে।"
কেহ বোলে "এ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু-অংশ হয়ে ॥"
কেহো বোলে "বিপ্র রাজা হইবেক গৌড়ে।
সেই এই, হেন বুঝি ; কখনো § না নড়ে ॥
রাজচক্রবর্ত্তি-চিহ্ন ¶ দেখিয়ে সকল।"
এইমত বোলে যার যত বুদ্ধি বল ॥
অধ্যাপক-প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া।
ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গা-সমীপে বসিয়া ॥
'হয়' ব্যাখ্যা 'নয়' করে, 'নয়' করে 'হয়'।
সকল খণ্ডিয়া, শেষে সকল স্থাপয় ॥
প্রভু বোলে "তারে আমি বলিয়ে পণ্ডিত।
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত ॥ ॥
সেই বাক্য যদি বাখানিয়ে × আর-বার।
আমা' প্রবোধিব, হেন দেখি শক্তি ঙ কার ?"
এইমত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্কার।
সর্ব্ব-গর্ব্ব চূর্ণ হয় শুনিঞা * সভার ॥
কত বা প্রভুর শিষ্য, তার অন্ত নাঞি।
কত বা মণ্ডলী হই পড়ে ঠাঞিঠাঞি ॥
প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাহ্মণকুমার।
আসিয়া প্রভুর পা'য় করে † নমস্কার ॥
"পণ্ডিত ! আমরা পড়িবাঙ তোমা' স্থানে।
কিছু জানি, হেন কৃপা করিবা আপনে ॥"
"ভাল ভাল" হাসি প্রভু বোলেন বচন।
এই মত প্রতিদিন বাঢ়ে শিষ্যগণ ॥
গঙ্গাতীরে শিষ্য-সঙ্গে মণ্ডলী করিয়া।
বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি আছেন বসিয়া ॥
চতুর্দ্দিগে দেখে সব ভাগ্যবন্ত লোক।
সর্ব্ব-নবদ্বীপ প্রভু-প্রভাবে অশোক ॥
সে আনন্দ যে যে ভাগ্যবন্ত দেখিলেক।
কোন্ জন আছে তার ভাগ্য বলিবেক ?
সে আনন্দ দেখিলেক যে সুকৃতি জন।
তানে দেখিলেও খণ্ডে' সংসারবন্ধন ॥
হইল পাপিষ্ঠ, জন্ম নহিল তখনে।
হইলাঙ বঞ্চিত সে সুখ-দরশনে ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর' গৌরচন্দ্র !
সে লীলা মোহর স্মৃতি হউ জন্মজন্ম ॥
স-পার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথাযথা।
লীলা কর, মুঞি যেন ভৃত্য হঙ তথা ‡ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গ-নগর-ভ্রমণাদিবর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

* একমাত্র উপমান সবে (মোহর) চিত্তে লহে'।
† 'করিলা'। ‡ 'নানা বাণী কহে'। § 'কথন'।
¶ 'রাজশ্রী বা রাজচিহ্ন' বা 'রাজশ্রীবা রাজচিহ্ন'।
|| 'এক ব্যাখ্যা করে যদি আমার সমীপ'।
× 'সেই ব্যাখ্যা যদি বাখানিঞা'। ঙ 'শক্তি আছে'।

* 'চিত্তবৃত্তি প্রভু তবে জানিঞা'। † 'হয়'।
‡ 'ভৃত্য হঙ তথা তথা'।

নবম অধ্যায়।

জয়জয় দ্বিজকুল-দীপ * গৌরচন্দ্র।
জয়জয় ভক্ত-গোষ্ঠী-হৃদয়-আনন্দ ॥
জয়জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর' প্রভু শুভ-দৃষ্টি-পাত ॥
জয় অধ্যাপকশিরোরত্ন বিপ্ররাজ।
জয়জয় চৈতন্যের শ্রীভক্তসমাজ ॥
হেনমতে বিদ্যারসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
বৈসেন সভার করি বিদ্যা-গর্ব্ব-পাত ॥
যদ্যপিহ নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজ।
কোট্যর্ব্বুদ † অধ্যাপক নানা-শাস্ত্র-রাজ ‡ ॥
ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র বা আচার্য্য।
অধ্যাপনা বিনা কারো নাহি কোনো কার্য্য ॥
যদ্যপিহ সভেই স্বতন্ত্র, সভে জয়ী § ॥
শাস্ত্রচর্চ্চা হৈলে ব্রহ্মারেও নাহি সহী ॥
প্রভু যত নিরবধি আক্ষেপ করেন।
পরস্পরা ¶ সাক্ষাতেও সভেই শুনেন ॥
তথাপিহ হেন জন নাহি প্রভু-প্রতি।
দ্বিরুক্তি করিতে কারো কভো নহে মতি ॥
হেন সে সাধ্বস জন্মে প্রভুরে দেখিয়া।
সভেই যায়েন একদিগে নম্র হৈয়া ॥
যদি বা কাহারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
সেই জন হয় যেন অতি-বড় দাস ॥

প্রভুর পাণ্ডিত্যবুদ্ধি শিশুকাল হৈতে।
সভেই জানেন গঙ্গাতীরে ভাল-মতে ॥
কোনরূপে কেহো প্রবোধিতে নাহি পারে।
ইহাও সভার চিত্তে * জাগয়ে অন্তরে ॥
প্রভু দেখি স্বভাবেই † জন্ময়ে সাধ্বস।
অতএব ‡ প্রভু দেখি সভে হয় বশ ॥
তথাপিহ হেন তান মায়ার বড়াই।
বুঝিবারে পারে তানে হেন জন নাই ॥
তেঁহো যদি না করেন আপনা' বিদিত।
তবে তানে কেহো নাহি জানে কদাচিত ॥
তেঁহো পুন § নিত্য সুপ্রসন্ন সর্ব্বরীতে।
তাহান মায়ায় পুনী সভে বিমোহিতে ॥
হেনমতে সভারে মোহিয়া গৌরচন্দ্র।
বিদ্যারসে নবদ্বীপে করে প্রভু রঙ্গ ¶ ॥
হেনকালে তথা এক মহা-দিগ্বিজয়ী।
আইল পরম-অহঙ্কার-যুক্ত হই ॥
সরস্বতীমন্ত্রের একান্ত-উপাসক।
মন্ত্র জপি সরস্বতী করিলেক বশ ॥
বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী বিষ্ণু-বক্ষ-স্থিতা।
মূর্ত্তিভেদে রমা—সরস্বতী জগন্মাতা ॥
ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণেরে প্রত্যক্ষ হইলা।
'ত্রিভুবন-দিগ্বিজয়ী' করি বর দিলা ॥

---

* 'চন্দ্র'। † 'কোটিসংখ্য'। ‡ 'জাত' বা 'সাজ'।
§ 'সর্ব্বজয়ী'। ¶ 'পরস্পর'। ‖ 'নাহি শক্তি কতি'।

* 'সদা'। † 'সভারেই' বা 'স্বভাবেও'।
‡ 'প্রভাবেই' বা 'স্বভাবেই'।
§ 'পুনী' বা 'পুণ্য'। ¶ 'করেন আনন্দ'।

যাঁর দৃষ্টিপাত-মাত্রে হয় বিষ্ণুভক্তি।
'দিগ্বিজয়ী' বর বা তাহান কোন্ শক্তি॥
পাই সরস্বতীর সাক্ষাতে বর-দান।
সংসার জিনিঞা বিপ্র বুলে স্থানেস্থান॥
সর্ব্বশাস্ত্র জিহ্বায় আইসে নিরন্তর।
হেন নাহি জগতে, যে দিবেক্ উত্তর॥
যার কক্ষা মাত্র নাহি বুঝে কোন-জনে।
দিগ্বিজয়ী হই বুলে সর্ব্ব স্থানেস্থানে॥
শুনিলেন বড় নবদ্বীপের মহিমা।
পণ্ডিতসমাজ যত, তার নাহি সীমা॥
পরম-সমৃদ্ধ অশ্ব-গজ-যুক্ত হই।
সভা' জিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী॥
প্রতি ঘরেঘরে, প্রতি পণ্ডিতসভায়।
মহা-ধ্বনি উপজিল সর্ব্ব-নদীয়ায়॥
"সর্ব্ব-রাজ্য দেশ জিনি জয়পত্র লই।
নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী॥
সরস্বতীর বরপুত্র" শুনি সর্ব্বজনে।
পণ্ডিতসভার বড় চিন্তা হৈল মনে॥
"জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থানে।
সভা' জিনি নবদ্বীপ জগতে বাখানে॥
হেন-স্থান দিগ্বিজয়ী যাইব জিনিঞা।
সংসারেই * অপ্রতিষ্ঠা ঘুষিব শুনিঞা॥
ঘুঝিতে † বা কার্ শক্তি আছে তার সনে।
সরস্বতী বর যারে দিলেন আপনে॥
সরস্বতী বক্তা যার জিহ্বায় আপনে।
মনুষ্যে কি বাদে কভো পারে তার সনে?"
সহস্রসহস্র মহা-মহা-ভট্টাচার্য্য!
সভেই চিন্তেন মনে ‡ ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥

* 'সংসারে এই'। † 'ঘুঝিতে'। ‡ 'বড়'।

চতুর্দ্দিগে সভেই করেন কোলাহল।
"বুঝিবাঙ এই যার যত বিদ্যাবল॥"
এ সব বৃত্তান্ত যত পঢ়ুয়ার গণে।
কহিলেন নিজ গুরু গৌরাঙ্গের স্থানে॥
"এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি।
সর্ব্বত্র জিনিঞা বুলে জয়পত্র ধরি॥
হস্তী ঘোঁড়া দোলা লোক অনেক সংহতি।
সম্প্রতি আসিয়া হৈলা নবদ্বীপে স্থিতি* ॥
নবদ্বীপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী চায়।
নহে জয়পত্র মাগে সকল-সভায়॥"
শুনি শিষ্যগণের বচন গৌরমণি।
হাসিয়া কহিতে লাগিলেন তত্ত্ববাণী॥
"শুন ভাইসব! এই কহি তত্ত্বকথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা॥
যে যে-গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥
হৈহয়, নহুষ, বেণ ‡, নরক, রাবণ।
মহা-দিগ্বিজয়ী শুনিঞাছ যে যে জন॥
বুঝ দেখি, কার্ গর্ব্ব চূর্ণ নাহি হয়ে?
সর্ব্বদা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সহে॥
এতেকে তাহার যত বিদ্যা-অহঙ্কার।
দেখিবা এথাই সব হইব সংহার॥"
এত বলি হাসি প্রভু সর্ব্ব-শিষ্য-সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন § রঙ্গে॥

* 'আইলা তিঁহো নবদ্বীপ প্রতি'। † 'সভা'।
‡ 'বাণ' বা 'রাজি'। § 'চলিলেন'।

গঙ্গাজল স্পর্শ করি গঙ্গা নমস্করি।
বসিলেন গঙ্গাতীরে * গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে পরম-শোভন ॥
ধর্ম্ম-কথা শাস্ত্র-কথা অশেষ †কৌতুকে।
গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন প্রভু সুখে ॥
কাহাকে না কহি মনে ভাবেন ঈশ্বরে।
"দিগ্বিজয়ী জিনিবাঙ কেমন প্রকারে?
এ বিপ্রের হইয়াছে মহা-অহঙ্কার।
'জগতে মোহর প্রতিদ্বন্দ্বী নাহি আর' ॥
সভা-মধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে।
মৃত-তুল্য হইবেক সংসার-ভিতরে ‡ ॥
লাঘবো বিপ্রেরে § করিবেক সর্ব্ব-লোকে।
লুঠিবেক সর্ব্বস্ব, মরিবে বিপ্র ¶ শোকে ॥
দুঃখ না পাইব বিপ্র, গর্ব্ব হৈব ক্ষয়।
বিরলে সে করিবাঙ দিগ্বিজয়ি-জয় ॥"
এইমত ঈশ্বর চিন্তিতে সেইক্ষণে।
দিগ্বিজয়ী নিশায়ে আইলা সেই-স্থানে ॥
পরম-নির্ম্মল নিশা পূর্ণ-চন্দ্রবতী।
কিবা শোভা হইয়া আছেন ‖ ভাগীরথী ॥

ধানশী রাগ ॥

(হরি বলি গোরা পঁহু নাচে বাহু তুলি।
জগ-মন বান্ধল করুণ বোল বলি ॥ ধ্রু ॥)
শিষ্য-সঙ্গে গঙ্গাতীরে আছেন ঈশ্বর।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে রূপ সর্ব্ব-মনোহর ॥

* 'শিষ্য-সঙ্গে'। † 'অনেক'।
‡ 'সকল সংসারে'। § 'অনাদর বিপ্রের'।
¶ 'সর্ব্বস্ব নিবেক, বিপ্র মরিবেক'। ‖ 'হইয়াছে অতি'।

হাস্যযুক্ত শ্রীচন্দ্র-বদন অনুক্ষণ।
নিরন্তর দিব্য-দৃষ্টি দুই শ্রীনয়ন ॥
মুক্তা জিনি শ্রীদশন, অরুণ অধর।
দয়াময় সুকোমল সর্ব্ব-কলেবর ॥
সুবলিত শ্রীমস্তকে শ্রীচাঁচর কেশ।
সিংহ-গ্রীব, গজ-স্কন্ধ, বিলক্ষণ বেশ ॥
সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ, * সুন্দর হৃদয়।
যজ্ঞসূত্ররূপে তহি অনন্ত-বিজয় ॥
শ্রীললাটে ঊর্দ্ধ-সুতিলক মনোহর।
আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর ॥
যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বাম-ঊরু-মাঝে থুই দক্ষিণ চরণ ॥
করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
'হয়' 'নয়' করে, 'নয়' করেন প্রমাণ ॥
অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
চতুর্দ্দিগে বসিয়া আছেন † সুশোভন ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী সুবিস্মিত।
মনে ভাবে "এই বুঝি নিমাঞি-পণ্ডিত?"
অলখিতে সেই-স্থানে থাকি দিগ্বিজয়ী।
প্রভুর সৌন্দর্য্য চা'হে একদৃষ্টি হই ॥
শিষ্যস্থানে জিজ্ঞাসিলা 'কি নাম ইহান?"
শিষ্য বোলে "নিমাঞি পণ্ডিতখ্যাতি যাঁ'ন ॥"
তবে গঙ্গা নমস্করি সেই বিপ্রবর।
আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর ॥
তানে দেখি প্রভু কিছু ঈষত হাসিয়া।
বসিতে বলিলা ‡ অতি আদর করিয়া ॥
পরম-নিঃশঙ্ক সেই, দিগ্বিজয়ী আর।
তভো প্রভু দেখিয়া সাধ্বস হৈল তার ॥

* 'সুবিগ্রহ'। † 'প্রভুরে বেড়িয়া' ‡ 'বসাইলা প্রভু'।

ঈশ্বর-স্বভাব-শক্তি এই মত হয় ।
দণ্ড দেখিতে কি বাহু কখন উঠয় ? *
সাত পাঁচ কথা প্রভু কহি বিপ্র-সঙ্গে ।
জিজ্ঞাসিতে তাঁরে কিছু আরম্ভিলা রঙ্গে ॥
প্রভু কহে "তোমার কবিত্বের নাহি সীমা ।
হেন নাহি, যাহা তুমি না কর' বর্ণনা ॥
গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন ।
শুনিঞা সভার হউ পাপ-বিমোচন ॥"
শুনি সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন ।
সেইক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন ॥
দ্রুত যে † লাগিলা বিপ্র করিতে বর্ণনা ।
কত-রূপে বোলে ‡, তার কে করিবে সীমা ?
কত মেঘে শুনি যেন করয়ে § গর্জ্জন ।
এইমত কবিত্বের গাম্ভীর্য্য ¶ পঠন ॥
জিহ্বায় আপনি সরস্বতী অধিষ্ঠান ।
যে বোলয়ে সে-ই হয়ে অত্যন্ত-প্রমাণ ॥
মনুষ্যের শক্তি তাহা দূষিবেক কে ।
হেন বিদ্যাবন্ত নাহি বুঝিবেক যে ॥
সহস্রসহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ ।
অবাক্য হইলা সভে শুনিঞা বর্ণন ॥
'রাম রাম অদ্ভুত !' স্মরেন ‖ শিষ্যগণ ।
মনুষ্যের এমত কি স্ফুরয়ে কথন ?
জগতে অদ্ভুত যত শব্দ অলঙ্কার ।
সেই বই কবিত্বের বর্ণন নাহি আর ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে মহা-বিশারদ যে যে জন ।
হেন শব্দ তানা বুঝিবারেও বিষম ॥

এইমত প্রহর-খানেক দিগ্বিজয়ী ।
পড়ে দ্রুত বর্ণনা * তথাপি অন্ত নাহি ॥
পড়ি যদি দিগ্বিজয়ী হৈলা অবসর ।
তবে হাসি বলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ॥
"তোমার যে শব্দের গ্রন্থন-অভিপ্রায় ।
তুমি বিনে বুঝাইলে, বুঝন না যায় ॥
এতেকে আপনে কিছু করহ ব্যাখ্যান ।
যে শব্দে যে বোল তুমি সে-ই সুপ্রমাণ † ॥"
শুনিঞা প্রভুর বাক্য সর্ব্বমনোহর ।
ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন বিপ্রবর ॥
ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেইক্ষণে ‡ ।
দূষিলেন আদি-মধ্য-অন্তে তিন স্থানে ॥
প্রভু বোলে "এ সকল শব্দ অলঙ্কার ।
শাস্ত্রমতে শুদ্ধ হৈতে বিষম অপার ॥
তুমি বা দিয়াছ কোন্ অভিপ্রায় করি ।
বোল দেখি ?" কহিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
এত-বড় সরস্বতীপুত্র দিগ্বিজয়ী ।
সিদ্ধান্ত না স্ফুরে কিছু, বুদ্ধি গেল কহিঁ ॥
সাত পাঁচ বোলে বিপ্র, প্রবোধিতে নারে ।
যে বোলেন, তাহি দোষে' গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥
সকল প্রতিভা পলাইল কোন্ স্থানে ।
আপনে না বুঝে বিপ্র,§ কি বোলে আপনে ॥
প্রভু বোলে "এ থাকুক্ পড় কিছু ¶ আর ।"
পড়িতেও পূর্ব্ববৎ শক্তি নাহি আর ॥
কোন্ চিত্র তাহার সম্মোহ ‖ প্রভু-স্থানে ?
বেদেও পায়েন মোহ যাঁর বিদ্যমানে ॥

---

* 'দেখিতেই মাত্র তার সাধ্বসে জন্ময়' বা 'দেখি দিগ্বিজয়ী হৈল পরম-বিস্ময়' । † 'দ্রুত তেজে' । ‡ 'বর্ণে' । § 'শতমেঘে শুনি যেন করিতে' । ¶ 'আশ্চর্য্য' বা 'শুনিঞ' । ‖ 'বোলেন সকল' । $ 'শব্দ' ।

* 'অদ্ভুত পড়রে' । † 'সে প্রমাণ' । ‡ 'খানে' । § 'কিছু' । ¶ 'পড় দেখি' । ‖ 'তাহা সম্মোহন' ।

আপনে অনন্ত, চতুর্ম্মুখ, পঞ্চানন।
যা'সভার দৃষ্ট্যে হয়ে অনন্ত ভুবন॥
তানাও মানেন মোহ যাঁর বিদ্যমানে।
কোন্ চিত্র সে বিপ্রের মোহ প্রভু-স্থানে*॥
লক্ষ্মী-সরস্বতী-আদি যত যোগমায়া।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড মোহে' যা'সভার ছায়া॥
তাহারা পায়েন মোহ যাঁর বিদ্যমানে।
অতএব পাছে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে†॥
বেদকর্ত্তা সব‡ মোহ পায় যাঁর স্থানে।
কোন্ চিত্র দিগ্বিজয়ি-মোহ বা তাহানে?
মনুষ্যে এ সব কার্য্য অসম্ভব দঢ়।
তেঞি বলি, তান এ সকল কর্ম্ম বড়॥
মূলে যত কিছু কর্ম্ম করেন ঈশ্বরে।
সকল নিস্তার-হেতু দুঃখিত-জীবেরে॥
দিগ্বিজয়ী যদি পরাভবে§ প্রবেশিলা।
শিষ্যগণ হাসিবারে উদ্যত হইলা॥
সভারেই প্রভু করিলেন নিবারণ।
বিপ্র-প্রতি বলিলেন মধুর-বচন॥
"আজি চল তুমি শুভ কর' বাসা-প্রতি।
কালি বিচারিব সব তোমার সংহতি॥
তুমিও হইলা শ্রান্ত অনেক পড়িয়া।
নিশাও অনেক যায়, শুই থাক গিয়া॥"
এইমত প্রভুর কোমল¶ ব্যবসায়।
যাহারে জিনেন সেহো দুঃখ নাহি পায়॥
সেই নবদ্বীপে যত অধ্যাপক আছে।
জিনিঞাও সভারে তোষেন প্রভু পাছে॥

"চল আজি ঘরে গিয়া বসি পুঁথি চাহ।
কালি যে জিজ্ঞাসি, তাহা বলিবারে চাহ॥"
জিনিঞাও কারো না করেন তেজ-ভঙ্গ।
সভেই পায়েন প্রীত, হেন তান রঙ্গ॥
অতএব নবদ্বীপে যতেক পণ্ডিত।
সভার প্রভুর প্রতি মনে বড় প্রীত॥
শিষ্যগণ-সহিত চলিলা প্রভু ঘর।
দিগ্বিজয়ী বড় হৈলা লজ্জিত-অন্তর॥
দুঃখিত হইলা বিপ্র চিন্তে মনেমনে।
'সরস্বতী মোরে বর দিলেন আপনে॥
ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা-দর্শন।
বৈশেষিক, বেদান্তে নিপুণ যত জন॥
হেন জন না দেখিল সংসার ভিতরে।
জিনিতে কি দায়, মোর সনে কক্ষা করে॥
শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায়ে ব্রাহ্মণ।
সে মোরে জিনিল* হেন বিধির ঘটন॥
সরস্বতীর বরো ত অন্যথা দেখি হয়।
এহো মোর চিত্তে বড় লাগিল সংশয়॥
দেবীস্থানে মোর বা জন্মিল কোন দোষ।
অতএব হৈল মোর প্রতিভা-সঙ্কোচ॥
অবশ্য ইহার আজি বুঝিব কারণ!"
এত বলি মন্ত্র-জপে বসিলা ব্রাহ্মণ॥
মন্ত্র জপি, দুঃখে বিপ্র শয়ন করিলা।
স্বপ্নে সরস্বতী বিপ্র-সম্মুখে আইলা॥
কৃপা-দৃষ্ট্যে ভাগ্যবন্ত-ব্রাহ্মণের প্রতি।
কহিতে লাগিলা অতি গোপ্য† সরস্বতী॥
সরস্বতী বোলেন "শুনহ বিপ্রবর!
বেদগোপ্য কহি এই তোমার গোচর॥

* 'দিগ্বিজয়ি মোহ তান স্থানে'।
† 'জনে'। ‡ 'শেষ'।
§ 'পরাজয়ে'। ¶ 'সকল'।

* 'সেহো মোরে জিনে'। † 'গোপ্য করি'।

কারো স্থানে ভাঙ্গ যদি এ সকল কথা।
তবে তুমি শীঘ্র হবে অল্পায়ু সর্ব্বথা ॥
যার ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ তিঁহো সুনিশ্চয় ॥
আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনাকে লজ্জা বাসি ॥

তথাহি (ভা॰ ২।৫।১৩) নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্—
"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥" ১ ॥

টীকা।

বিলজ্জমানয়েতি। তম আদিমত্ত্বেন সত্ত্বাঃ সদোষত্বাৎ, সচ্চিদানন্দঘনত্বেন, যস্য—নির্দ্দোষস্য ভগবতঃ, ঈক্ষাপথে—নেত্রগোচরে, স্থাতুং, বিলজ্জমানয়া—মৎকপটমসৌ জানাতীতি কপটিন্যা স্ত্রিয়া ইব, অমুয়া—মায়য়া, বিমোহিতাঃ অস্মদাদয়ো দুর্দ্ধিয়ঃ 'মম অহম্' ইতি, বিকত্থন্তে—আত্মানং শ্লাঘন্তে। ১ ॥

অনুবাদ।

'আমার প্রভু আমার কপট জানেন' ভাবিয়া মায়া যাঁহার নয়নপথে অবস্থান করিতে নিতান্ত লজ্জিতা হন;—যাঁহার সেই মায়ার প্রভাবে বিমোহিত হইয়া মাদৃশ দুর্ব্বুদ্ধিগণ 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে; [আমি সেই ভগবান্ বাসুদেবের নমস্কার ধ্যান করি]। ॥ ১ ॥

"আমি সে বলিয়ে * বিপ্র! তোমার জিহ্বায়।
তাহান সম্মুখে শক্তি না বসে † আমায় ॥
আমার কি দায়, শেষ-দেব ভগবান্।
সহস্র-জিহ্বায় ‡ বেদ যে করে ব্যাখ্যান ॥
অজ-ভব-আদি যাঁর উপাসনা করে।
হেন 'শেষ' মোহ মানে যাঁহার গোচরে ॥
পরব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয় ॥
ভক্তি, জ্ঞান, বিদ্যা, শুভ, অশুভাদি যত।
দৃশ্যাদৃশ্য * তোমারে বা কহিবাঙ কত ॥
সকল প্রলয় † হয় শুন যাঁহা হৈতে।
সেই প্রভু বিপ্ররূপে ‡ দেখিলা সাক্ষাতে ॥
আব্রহ্মাদি যত দেখ সুখ দুঃখ পায়।
সকল জানিহ বিপ্র! উহান আজ্ঞায় § ॥
মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি যত শুন অবতার।
ওই প্রভু সর্ব্ব বিপ্র! দুই ¶ নাহি আর ॥
উহি ॥ সে বরাহরূপে ক্ষিতি-স্থাপয়িতা।
উহি সে নৃসিংহ-রূপে প্রহ্লাদ-রক্ষিতা ॥
উহি সে বামন-রূপে বলির-জীবন।
যাঁর পাদ-নখ হৈতে গঙ্গার জনম ॥
উহি সে হইয়া অবতীর্ণ অযোধ্যায়।
বধিলা রাবণ দুষ্ট অশেষ-লীলায় ॥
উহানে সে বসুদেব-নন্দ-পুত্র বলি।
এবে বিপ্রপুত্র বিদ্যারসে কুতূহলী ॥
বেদেও কি জানেন উহান অবতার!
জানাইলে জানেন, অন্যথা শক্তি কার্?
যত কিছু মন্ত্র তুমি জপিলে আমার।
দিগ্বিজয়ি-পদ ফল না হয় তাহার ॥
মন্ত্রের যে ফল তাহা এবে সে পাইলা।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সাক্ষাতে দেখিলা ॥

---

* 'বুলিয়ে' বা 'বলিয়া'। † 'হয়' ‡ 'বদনে'।

* 'দৃশ্যাদৃশ্য'। † 'প্রবর্ত্ত'।
‡ 'বিশ্বরূপে'। § 'ইহান মায়ায়'।
¶ 'অই প্রভু সেই (বিনা) বিপ্র কিছু'। ॥ 'অই'।

যাহ শীঘ্র বিপ্র! তুমি উহান চরণে।
দেহ গিয়া সমর্পণ করহ উহানে॥
স্বপ্ন-হেন * না মানিহ এ-সব বচন।
মন্ত্র-বশে কহিলাঙ বেদ-সঙ্গোপন॥"
এত বলি সরস্বতী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
জাগিলেন বিপ্রবর মহা-ভাগ্যবান্॥
জাগিয়াই মাত্র বিপ্রবর সেইক্ষণে।
চলিলেন অতি উষঃকালে প্রভু-স্থানে॥
প্রভুরে আসিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ হৈলা।
প্রভুও বিপ্রেরে কোলে করিয়া তুলিলা॥
প্রভু বোলে "কেনে ভাই! একি ব্যবহার?"
বিপ্র বোলে "কৃপাদৃষ্টি যেহেন † তোমার॥"
প্রভু বোলে "দিগ্বিজয়ী হইয়া আপনে।
তবে তুমি আমারে এমত কর' কেনে?"
দিগ্বিজয়ী বোলেন "শুনহ বিপ্ররাজ!
তোমা' ভজিলেই সিদ্ধ হয় সর্ব্ব-কাজ॥
কলিযুগে বিপ্ররূপে তুমি নারায়ণ।
তোমারে চিনিতে শক্তি ধরে কোন্ জন?
তখনেই মোর চিত্তে হইল সংশয়।
তুমি জিজ্ঞাসিলে মোর বাক্য না স্ফুরয়॥
তুমি যে অগর্ব্ব সর্ব্ব-ঈশ বেদে ‡ কহে।
তাহা সত্য দেখিল, অন্যথা কভু নহে॥
তিন বার আমারে করিলা পরাভব।
তথাপি আমার তুমি রাখিলা গৌরব॥
এহো কি ঈশ্বরশক্তি বিনে অন্য হয়?
অতএব তুমি নারায়ণ সুনিশ্চয়॥

* 'অন্ন করি'। † 'যে নহে'।
‡ 'ইহা (প্রভু) সর্ব্ববেদে'।

গৌড়, ত্রিহোত, দিল্লী, কাশী আদি করি।
গুজ্জরাট, বিজয়ানগর, কাঞ্চী-পুরী॥
হেলঙ্গ, তেলঙ্গ, ওড্র, দেশ আর কত *।
পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত॥ †
দূষিব আমার বাক্য সে থাকুক্ দূরে।
বুঝিতেই কোন জন শক্তি নাহি ধরে॥
হেন আমি তোমা'স্থানে সিদ্ধান্ত করিতে।
না পারিল, সর্ব্ববুদ্ধি গেল কোন্ ভিতে॥
এহো কর্ম্ম তোমার আশ্চার্য্য কিছু ‡ নহে।
'সরস্বতীপতি তুমি' সেই দেবী § কহে॥
বড় শুভ-লগ্নে আইলাঙ নবদ্বীপে।
তোমা' দেখিলাঙ ডুবিয়াঙ ¶ ভব-কূপে॥
অবিদ্যা-বাসনা-বন্ধে মোহিত হইয়া।
বেড়াঙ পাসরি তত্ত্ব আপনা' বঞ্চিয়া॥
দৈব-ভাগ্যে পাইলুঁ তোমার দরশন।
এবে শুভদৃষ্ট্যে মোরে ‖ করহ মোচন॥
পর-উপকার-ধর্ম্ম স্বভাব তোমার।
তোমা বই শরণ্য $ দয়ালু নাহি আর॥
হেন উপদেশ মোরে কর' মহাশয়!
আর যেন দুর্ব্বাসনা মোর চিত্তে নয়॥"
এইমত কাকুর্ব্বাদ অনেক করিয়া।
স্তুতি করে দিগ্বিজয়ী অতি নম্র হৈয়া॥
শুনিঞা বিপ্রের কাকু শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া তাহানে কিছু কহিলা উত্তর॥

* 'বঙ্গ, ওড্র দেশ কত'।
† 'পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত। সভারে করিল আমি পরাভব কত॥'
‡ 'কভো'। § 'দেবী মোরে'।
¶ 'বুড়িয়াঙ' বা 'অসাধনে'। ‖ 'দৃষ্টি আর'।
$ 'তুমি বিনু অন্য যে'।

"শুন বিপ্রবর তুমি মহা-ভাগ্যবান্।
সরস্বতী যাঁহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান॥
'দিগ্বিজয় করিব' * বিদ্যার কার্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, † সে বিদ্যায় সত্য ‡ কহে॥
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কেহো নাহি চলে॥
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি।
করেন ঈশ্বরসেবা দৃঢ়-চিত্ত § করি॥
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র! সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল॥
যাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবত সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়॥
সে-ই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি হয়'॥
মহা-উপদেশ এই কহিল তোমারে।
'সবে বিষ্ণু-ভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে'॥"
এত বলি মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া।
আলিঙ্গন করিলেন বিপ্রেরে চাপিয়া॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গন।
বিপ্রের হইল সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন॥
প্রভু বোলে "বিপ্র! সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতে দয়া করি॥
যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
তাহা পাছে বিপ্র! আর কহ কাহা'প্রতি॥
বেদগুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু-ক্ষয়।
পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয়॥"

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সেই বিপ্রবর।
প্রভুরে করিয়া দণ্ড-প্রণাম বিস্তর॥
পুনঃপুন পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
মহা-কৃতকৃত্য হই চলিলা ব্রাহ্মণ॥
প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি, বিরক্তি বিজ্ঞান!
সেইক্ষণে বিপ্রদেহে হৈলা অধিষ্ঠান॥
কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ি-দম্ভ।
তৃণ হৈতে অধিক হইলা বিপ্র নম্র॥
হস্তী, ঘোড়া, দোলা, ধন, যতেক সম্ভার।
পাত্রসাৎ করিয়া সর্ব্বস্ব আপনার॥ *
চলিলেন দিগ্বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ।
হেনমত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রঙ্গ॥
তাহান কৃপার এই স্বাভাবিক † ধর্ম্ম।
রাজ্যপদ ছাড়ি করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম॥
কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবীরখাস।
রাজ্যসুখ ছাড়ি যার অরণ্যে বিলাস॥
যে বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে।
পাইয়াও কৃষ্ণদাসে তাহা পরিহরে॥
তাবত রাজ্যাদি-পদ 'সুখ' করি মানে।
ভক্তিসুখ-মহিমা যাবত নাহি জানে॥
রাজ্যাদিসুখের কথা সে থাকুক্ দূরে।
মোক্ষসুখ অল্প মানে কৃষ্ণ-অনুচরে॥
ঈশ্বরের শুভদৃষ্টি বিনা কিছু নহে।
অতএব ঈশ্বরের ভজন বেদে কহে॥
হেনমতে দিগ্বিজয়ী পাইলা মোচন।
হেন গৌরসুন্দরের অদ্ভুত কথন॥

* 'দিগ্বিজয়ী করিবার'। † 'ভজিতে'।
‡ 'সত্য' বা 'সবে'।
§ 'চিন্তা দৃঢ়ভক্তি' বা 'সেবা কৃষ্ণ-চিত্ত'।

* 'পাঁচ সাত করিয়া দিলেন সভাকার'।
† 'স্বভাব এই'।

দিগ্বিজয়ী জিনিলেন শ্রীগৌরসুন্দরে।
শুনিলেন ইহা সব নদীয়া-নগরে॥
সকল-লোকের হৈল মহাশ্চর্য্য-জ্ঞান।
"নিমাঞি-পণ্ডিত হয় বড় * বিদ্যাবান॥
দিগ্বিজয়ী হারিয়া চলিলা যার ঠাঞি।
এত বড় পণ্ডিত আর কোথা শুনি নাঞি †॥
সার্থক করেন গর্ব্ব নিমাঞি-পণ্ডিত।
এবে সে তাহান বিদ্যা হইল বিদিত॥"
কেহো বোলে "এ ব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পঢ়ে।
ভট্টাচার্য্য হয় তবে, কথন না নড়ে॥
কেহোকেহো বোলে "ভাই! মিলি সর্ব্বজনে॥
'বাদিসিংহ' বলিয়া পদবী দিব তানে॥"
হেন সে তাঁহার অতি মায়ার বড়াঞি।
এত দেখিয়াও জানিবারে শক্তি নাঞি॥
এইমত সর্ব্বনবদ্বীপে সর্ব্বজনে।
প্রভুর সৎকীর্ত্তি সভে * ঘোষে সর্ব্বগণে †॥
নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার।
এ সকল লীলা দেখিবারে শক্তি যার॥
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়িজয়।
কোথাও তাহান পরাভব নাহি হয়॥
বিদ্যারস গৌরাঙ্গের অতি-মনোহর।
ইহা যেই শুনে, হয় ‡ তাঁর অনুচর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে দিগ্বিজয়ি-বিমোচনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশম অধ্যায়।

জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য-কলেবর॥
জয়জয় শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রের জীবন।
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর প্রাণ ‡ ধন॥
জয়জয় সর্ব্ববৈষ্ণবের ধন প্রাণ।
কৃপাদৃষ্ট্যে কর' প্রভু সর্ব্বজীবে ত্রাণ॥
আদিখণ্ড-কথা ভাই! শুন একমনে।
বিপ্ররূপে কৃষ্ণ বিহরিলেন যেমনে॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক সর্ব্বক্ষণ।
বিদ্যারসে বিহরেন লই শিষ্যগণ॥
সর্ব্বনবদ্বীপে প্রতি নগরে নগরে।
শিষ্যগণ-সঙ্গে বিদ্যারসে ক্রীড়া করে॥
সর্ব্বনবদ্বীপে সর্ব্বলোকে হৈল ধ্বনি।
'নিমাঞি-পণ্ডিত অধ্যাপকশিরোমণি,॥
বড়বড় বিজয়ী সকল দোলা হৈতে।
নাম্বিয়া করেন নমস্কার বহুমতে॥

---

* 'এত বড়'।
† 'না জানি এই ঠাঞি' বা 'নাহি জানিয়ে এথাই'।
‡ 'মহাপাত্র'।
‡ 'সার' বা 'সবে'।
† 'ঘোষে সর্ব্বক্ষণে' বা করয়ে ঘোষণে'।
† 'শুনিলে সে হই',

প্রভু দেখি-মাত্র জন্মে সভার সাধ্বস।
নবদ্বীপে হেন নাহি, যে না হয়ে বশ ॥
নবদ্বীপে যারা যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে।
ভোজ্য বস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু-ঘরে ॥
প্রভু সে পরম ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার *।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার ॥
দুঃখিতে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্ন বস্ত্র কপর্দ্দক দেন গৌর-হরি ॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সভাকারে ॥
কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সভা' নিমন্ত্রেন প্রভু হইয়া হরিষ ॥
সেইক্ষণে কহি পাঠায়েন জননীরে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে ॥
ঘরে কিছু নাঞি, আই চিন্তে মনেমনে।
"কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইব কেমনে ?"
চিন্তিতেই হেন নাহি জানি কোন্ জনে।
সকল সম্ভার আনি দেই সেই-ক্ষণে ॥
তবে লক্ষ্মী-দেবী গিয়া পরম-সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ † তবে প্রভু আসি বৈসে ॥
সন্ন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
তুষ্ট করি পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া ॥
এইমত যতেক অতিথি আসি হয়।
সভারেই জিজ্ঞাসা করেন কৃপাময় ‡ ॥
গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
"অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম ॥
গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে।
পশু পক্ষী হইতেও অধম বলি তারে ॥

* 'স্বভাব'। † 'অশেষ'। ‡ 'মহাশয়'।

যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে।
সেহো তৃণ জল ভূমি দিবেক সন্তোষে ॥

তথাহি (মনুসংহিতায়াং ৩।১০১)—

"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥" ১ ॥

টীকা।

"তৃণানীতি। অন্নাসম্ভবে পুনস্তৃণ-বিশ্রামভূমি-পাদ-প্রক্ষালনাদ্যর্থজল-প্রিয়বচনান্যপি ধার্ম্মিকগৃহেষতিথ্যর্থং ন কদাচিৎ উচ্ছিদ্যন্তে,—অবশ্যদেয়ানীতি বিধীয়তে। তৃণ-গ্রহণং শয়নীয়োপলক্ষণার্থম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

[দরিদ্রতা-নিবন্ধন অন্নদানে অসমর্থ হইলেও, অতিথির] শয়নের জন্য তৃণ, বিশ্রামের জন্য ভূমি, পাদ প্রক্ষালনাদির জন্য জল, আর চতুর্থত প্রিয়-বচন—ধার্ম্মিকের গৃহে এ সকলের উচ্ছেদ বা অভাব কখনই হইতে পারে না ॥ ১ ॥

"সত্য বাক্য কহিবেক করি পরিহার।
তথাপি অতিথি শূন্য না * হয় তাহার ॥
অকৈতবে চিত্ত-সুখে যার যেন শক্তি :
তাহা করিলেই বলি 'অতিথির ভক্তি' ॥"
অতএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম-আদরে ॥
সেই সব ভিক্ষুক পরম-ভাগ্যবান্।
লক্ষ্মী-নারায়ণে যারে করে অন্ন-দান ॥
যার অন্নে ব্রহ্মাদির আশা অনুক্ষণ।
হেন সে অদ্ভুত, তাহা খায় যে-তে-জন ॥
কেহোকেহো ইথিমধ্যে কহে অন্য-কথা।
"সে অন্নের যোগ্য অন্য না হয় সর্ব্বথা ॥

* 'সিদ্ধতা'। † 'যে'।

ব্রহ্মা-শিব-শুক-ব্যাস-নারদাদি করি।
সুর-সিদ্ধ-আদি যত স্বচ্ছন্দ-বিহারী ॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপে।
জানি সভে আইসেন ভিক্ষুকের রূপে।
অন্যথা সে-স্থানে যাইবার শক্তি কার।
ব্রহ্মা-আদি বিনে কি সে অন্ন পায় আর ?"
কেহো বোলে "দুঃখিত তারিতে অবতার।
সর্ব্বমতে দুঃখিতের করেন নিস্তার ॥
ব্রহ্মাদি দেবতা তাঁর অঙ্গ প্রতি-অঙ্গ।
সর্ব্বথা * তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্য সঙ্গ ॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা তান এই অবতারে।
'ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভো দিব সকল জীবেরে' ॥
অতএব দুঃখিতেরে ঈশ্বর আপনে।
নিজগৃহে অন্ন দেন উদ্ধার-কারণে ॥"
একেশ্বর লক্ষ্মীদেবী করেন রন্ধন।
তথাপিহ পরমসন্তোষযুক্ত মন ॥
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী।
দণ্ডেদণ্ডে আনন্দ বিশেষ বাঢ়ে অতি ॥
উষঃকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম্ম।
আপনে করেন সব, সে-ই তান ধর্ম্ম ॥
দেবগৃহে করেন সে স্বস্তিকমণ্ডলী।
শঙ্খ-চক্র লিখেন হইয়া কুতুহলী ॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ সুবাসিত জল।
ঈশ্বরপূজার সজ্জ করেন সকল ॥
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোধিক শচীর সেবায় তান মন ॥
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
মুখে কিছু না বোলেন, সন্তোষ অন্তর ॥

কোনদিন লই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ।
বসিয়া থাকেন পদমূলে অনুক্ষণ ॥
অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্রপদতলে।
মহা-জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিপুঞ্জ শিখা জ্বলে ॥
কোনদিন মহা পদ্মগন্ধ শচী আই।
ঘরে দ্বারে সর্ব্বত্র পায়েন, অন্ত নাই ॥
হেনমতে লক্ষ্মী-নারায়ণ নবদ্বীপে।
কেহো নাহি চিনেন আছেন গূঢ়রূপে।
তবে কথোদিনে ইচ্ছাময় ভগবান্।
বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥
তবে প্রভু জননীরে বলিলেন আনি *।
"কথোদিন প্রবাস করিব মাতা! আমি ॥"
লক্ষ্মী-প্রতি বলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
আইর সেবন করিবারে নিরন্তর ॥
তবে প্রভু কথো আপ্ত শিষ্যবর্গ লয়্যা।
চলিলেন বঙ্গদেশে হরষিত হয়্যা ॥
যে যে জন দেখে প্রভু চলিয়া আসিতে।
সে-ই আর দৃষ্টি নাহি পারে সম্বরিতে ॥
স্ত্রীলোকে দেখিয়া বোলে 'হেন পুত্র যার।
ধন্য তার জন্ম, তার পা'য়ে নমস্কার ॥
যেবা ভাগ্যবতী হেন পাইলেন পতি।
স্ত্রীজন্ম সার্থক করিলেন সেই সতী ॥"
এইমত পথে যত দেখে স্ত্রী-পুরুষে।
পুনঃপুন সভে ব্যাখ্যা করেন সন্তোষে ॥
বেদেও † করেন কাম্য যে প্রভু দেখিতে।
যে-তে-জনে প্রভু দেখে কৃপা হৈতে ॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর ধীরেধীরে।
কথোদিনে আইলেন পদ্মাবতী-তীরে ॥

* 'সর্ব্বদা'।

* 'বাণী'। † 'দেবেও'।

পদ্মাবতীনদীর তরঙ্গশোভা * অতি।
উত্তম পুলিন-বন, জল বহু তথি॥
দেখি পদ্মাবতী প্রভু মহা-কুতূহলে।
গণসহ স্নান করিলেন তান জলে॥
ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।
যোগ্য হৈলা সর্ব্ব-লোক পবিত্র করিতে॥
পদ্মাবতী-নদী অতি দেখিতে সুন্দর।
তরঙ্গ পুলিন স্রোত অতি মনোহর।
পদ্মাবতী দেখি প্রভু পরম হরিষে।
সেইস্থানে রহিলেন তান † ভাগ্যবশে॥
যেন ক্রীড়া করিলেন জাহ্নবীর জলে।
শিষ্যগণ-সহিতে পরম কুতূহলে॥
সেই ভাগ্য ইবে পাইলেন পদ্মাবতী।
প্রতিদিন প্রভু জলক্রীড়া করে তথি॥
বঙ্গদেশে মহাপ্রভু হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥
পদ্মাবতীতীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র।
শুনি সর্ব্বলোক বড় হইল আনন্দ॥
"নিমাঞিও-পণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি।
আসিয়া আছেন" ‡ সর্ব্বদিগে হৈল ধ্বনি॥
ভাগ্যবন্ত যত আছে সকল ব্রাহ্মণ।
উপায়ন-হস্তে আইলেন সেই-ক্ষণ॥
সভে আসি প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
বলিতে লাগিলা অতি করি পরিহার॥
"আমা' সভাকার মহা-ভাগ্যোদয় হৈতে।
তোমার বিজয় আসি হৈল এ-দেশেতে॥

অর্থ-বিত্ত * লই সর্ব্ব-গোষ্ঠীর সহিতে।
যার স্থানে নবদ্বীপে যাইব পড়িতে॥
হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে।
আনিঞা দিলেন আমা' সভার দুয়ারে॥
মূর্ত্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি-অবতার।
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর।
বৃহস্পতি-দৃষ্টান্ত তোমার যোগ্য নহে।
ঈশ্বরের অংশ তুমি, হেন মনে লয়ে॥
অন্যথা ঈশ্বর বিনে এমন পাণ্ডিত্য।
অন্যের না হয় কভো, লয়ে † চিত্ত-বৃত্ত॥
সবে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে।
বিদ্যা দান কর' কিছু আমা'সভাকারে॥
উদ্দেশে আমরা সভে তোমার টিপ্পনী।
লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি!
সাক্ষাতেও শিষ্য কর' আমা' সভাকারে।
থাকুক তোমার কীর্ত্তি সকল সংসারে॥"
হাসি প্রভু সভা-প্রতি করিয়া আশ্বাস।
কথো-দিন বঙ্গদেশে করিলা বিলাস॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব-বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে॥
মধ্যেমধ্যে মাত্র কথো পাপিগণ গিয়া।
লোক-নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর-ভরণ লাগি পাপিষ্ঠসকলে।
'রঘুনাথ' করি আপনারে কেহো বোলে॥
কোন পাপিসব ছাড়ি কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় কত বা ভূতগণ ‡॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥

---

* 'শোভে'। † 'করিলেন স্নান'।
‡ 'আসিয়াছেন পণ্ডিত' বা 'আসিয়াছেন প্রভু'।

* 'অর্থ-বৃত্তি'। † 'হেন'। ‡ বলিয়া নারায়ণ'।

রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্র-কাচ মাত্র কাচে ॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায়ে 'গোপাল'।
অতএব তারে সভে বোলেন 'শিয়াল' ॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বোলে সেই ছার শোচ্যতর ॥
দুই বাহু তুলি এই বলি সত্য করি।
"অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ—শ্রীচৈতন্যহরি ॥
যাঁর নাম-স্মরণে সমস্ত-বন্ধ-ক্ষয়।
যাঁর দাস-স্মরণেও সর্ব্বত্রে বিজয় * ॥
সকল-ভুবনে দেখ যাঁর যশ গায়।
বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভু-পা'য় ॥"
হেনমতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র।
বিদ্যারসে করে প্রভু বঙ্গদেশে রঙ্গ ॥
মহা-বিদ্যা-গোষ্ঠী প্রভু † করিলেন বঙ্গে।
পদ্মাবতী দেখি প্রভু ভুলিলেন রঙ্গে ॥
সহস্রসহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি, কে পড়য়ে কোন্ ঠাঁই ॥
শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।
নিমাঞি-পণ্ডিত-স্থানে পড়িবাঙ গিয়া ॥
হেন কৃপাদৃষ্ট্যে প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
দুই মাসে সভেই হইলা বিদ্যাবান্ ॥
কত শতশত জন পদবী লভিয়া।
ঘরে যায়, আর কত আইসে শুনিয়া ॥
এইমতে বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যারসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি ॥
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে।
অন্তরে দুঃখিতা দেবী কারে নাহি কহে ॥

নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন ॥
নামেরে সে অন্ন-মাত্র * পরিগ্রহ করে।
ঈশ্বরবিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে ॥
একেশ্বর সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন-ক্ষণ ॥
ঈশ্বরবিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারি সহিতে।
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে † ॥
নিজ প্রতিকৃতি‡-দেহ থুই পৃথিবীতে।
চলিলেন প্রভুপাশে অতি-অলক্ষিতে ॥
প্রভুপাদপদ্ম লক্ষ্মী করিয়া হৃদয়।
ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয় ॥
এখানে শচীর দুঃখ না পারি কহিতে §।
কাষ্ঠ দ্রবে আইর সে ক্রন্দন শুনিতে ॥
সে সকল দুঃখরস না পারি বর্ণিতে §।
অতএব কিছু কহিলাঙ সূত্রমতে ॥
সাধুগণ শুনি বড় হইলা দুঃখিত।
সভে আসি কার্য্য করিলেন যথোচিত ॥
ঈশ্বর থাকিয়া কথোদিন বঙ্গদেশে।
আসিতে হইল ইচ্ছা নিজ-গৃহবাসে ¶ ॥
তবে প্রভু গৃহে আসিবেন হেন শুনি।
যার যেন শক্তি সভে দিলা ধন আনি ॥
সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন।
সুরঙ্গ-কম্বল, বহু-প্রকার বসন ‖ ॥
উত্তম-পদার্থ যত ছিল যার ঘরে।
সভেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে ॥

* 'সর্ব্বসিদ্ধি হয়'। † 'মহাপ্রভু বিদ্যাগোষ্ঠী'।

* 'মায়ে মাত্র অন্ন লক্ষ্মী'। † 'চলিতে' বা 'আসিতে'। ‡ 'প্রকৃতি' বা 'প্রাকৃত'। § 'সহিতে'। ¶ 'কথোক দিবসে'। ‖ 'রতন'।

প্রভুও সভার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করি।
পরিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥
সন্তোষে সভার স্থানে হইয়া * বিদায়।
নিজ-গৃহে চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥
অনেক পঢ়ুয়া সব প্রভুর সহিতে।
চলিলেন প্রভু-স্থানে তথাই পঢ়িতে ॥ †

হেনমতে প্রভু বঙ্গদেশ ধন্য করি।
নিজ-গৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥

---

* 'করিয়া'।

† ইহার পর নিম্নলিখিত পয়ার ও শ্লোকগুলি কেবল-মাত্র মুদ্রিত পুস্তকেই স্থান পাইয়াছে; আমাদের অবলম্বিত একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতেও ইহার কিয়দংশও দেখা গেল না।

"হেনই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
অতি সারগ্রাহী, নাম—মিশ্র তপন ॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপিতে নারে।
হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞাসিবে তারে ॥
নিজ-ইষ্ট-মন্ত্র সদা জপে রাত্র-দিনে।
সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে ॥
ভাবিতে চিন্তিতে এক-দিন রাত্রিশেষে।
স্বপন দেখিল দ্বিজ নিজ ভাগ্যবশে ॥
সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান্।
ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র-আখ্যান ॥
"শুন শুন ওহে দ্বিজ পরম সুধীর!
চিন্তা না করিহ আর, মন কর স্থির ॥
নিমাঞি-পণ্ডিত-পাশ করহ গমন।
তিঁহো কহিবেন তোমা' সাধ্য-সাধন ॥
মনুষ্য নহেন তিঁহো—নর-নারায়ণ।
নর-রূপে লীলা তাঁর জগত-কারণ ॥
বেদগোপ্য এ সকল না কহিবে কা'রে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে ॥"
অন্তর্দ্ধান হৈলা দেব, ব্রাহ্মণ জাগিলা।
স্বপন দেখিয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিলা ॥
অহো ভাগ্য মানি পুন চেতন পাইয়া।
সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু যেথা ইয়া ॥

বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
শিষ্যগণ সহিত পরম মনোহর ॥
আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
যোড়হস্তে দাণ্ডাইল সভার সদনে ॥
বিপ্র বোলে "আমি অতি দীন হীন জন।
কৃপাদৃষ্ট্যে কর মোর সংসারমোচন ॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি আমা' প্রতি কহিবা আপনি ॥
বিষয়াদি-সুখ মোর চিত্তে নাহি লয়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ, কহ দয়াময়।"
প্রভু বোলে "বিপ্র! তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ সেই সে সর্ব্বথা ॥
ঈশ্বরভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি পরচার ॥
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম রাখি ক্ষিতিতলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ-স্থানে চলে ॥
তথাহি—
"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"
তথাহি—
"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥"
"কলি-যুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ ॥
তথাহি—
"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥"
"অতএব কহিলেন নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে, নাহি হয় পার ॥
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে-শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥
শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তার মহা ভাগ্য ॥

ব্যবহারে অর্থ-বিত্ত * অনেক লইয়া।
সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রভু উত্তরিলাসিয়া॥

দণ্ডবৎ করি প্রভু জননী-চরণে।
অর্থ-বিত্ত সকল দিলেন তার স্থানে॥
সেইক্ষণে প্রভু শিষ্যগণের সহিতে।
চলিলেন শীঘ্র গঙ্গা-মজ্জন করিতে॥
সেইক্ষণে গেলা আই করিতে রন্ধন।
অন্তরে দুঃখিতা আই * সর্ব্ব-পরিজন॥
শিক্ষা-গুরু প্রভু সর্ব্ব-গণের সহিতে।
গঙ্গারে হইলা দণ্ডবত বহুমতে॥
কথোক্ষণ জাহ্নবীতে করি জলখেলা।
স্নান করি গঙ্গা দেখি গৃহেতে আইলা॥
তবে প্রভু যথোচিত নিত্যকর্ম্ম করি।
ভোজনে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।
সন্তোষে বৈকুণ্ঠনাথ ভোজন করিয়া।
বিষ্ণুগৃহদ্বারে প্রভু বসিলা আসিয়া †॥
তবে আপ্তবর্গ আইলেন সম্ভাষিতে।
সভেই বেড়িয়া বসিলেন চারিভিতে॥
সভার সহিত প্রভু হাস্য-কথা-রঙ্গে।
কহিলেন যেনমত আছিলেন বঙ্গে ‡॥
বঙ্গদেশি-বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া-হাসিয়া॥
দুঃখরস হইবেক লাগি § আপ্তগণ।
লক্ষ্মীর বিজয় কেহো না করে কথন॥
কথোক্ষণ থাকিয়া সকল আপ্তগণ।
বিদায় হইয়া ¶ গেলা যার যে ভবন॥
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল-ভোজন।
নানা-হাস্য-পরিহাস্য করেন কথন॥

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটী পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনামসঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

তথাহি—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অথ মহামন্ত্র।—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
"এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য-সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥"
প্রভুর শ্রীমুখে শিক্ষা শুনি বিপ্রবর।
পুনঃপুন প্রণাম করয়ে বহুতর॥
মিশ্র কহে "আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি।"
প্রভু কহে "তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী॥
তথাই আমার সঙ্গে হইব মিলন।
কহিব সকল তত্ত্ব সাধ্য সাধন॥"
এত বলি প্রভু তারে দিলা আলিঙ্গন।
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গন!
পরানন্দ-সুখ পাইল ব্রাহ্মণ তখন॥
বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
স্বপ্নবৃত্তান্ত কহে গোপনে বসিয়া॥
শুনি প্রভু কহে "সত্য যে হয় উচিত।
আর কারো না কহিবা এ সব চরিত॥
পুন নিষেধিল প্রভু সযত্ন করিয়া।
হাসিয়া উঠিলা শুভ ক্ষণ লগ্ন পাঞা॥"

---

* 'বৃত্তি'।

* 'আছে'। † 'বসিলেন গিয়া'।
‡ 'যেমন আছিলা বঙ্গে রঙ্গে'।
§ 'জানি'। ¶ 'করিয়া'।

শচী-দেবী অন্তরে দুঃখিতা হই ঘরে।
কাছে নাহি * আইসেন পুত্রের গোচরে॥
আপনি চলিলা প্রভু জননীসম্মুখে †।
দুঃখিত-বদন প্রভু জননীরে দেখে॥
জননীরে বোলে প্রভু মধুর বচন।
"দুঃখিতা তোমারে মাতা! দেখি কি কারণ॥
কুশলে আইলুঁ আমি দূর দেশ হৈতে।
কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভাল ‡-মতে॥
আরে তোমা' দেখি অতি-§দুঃখিত-বদন।
সত্য কহ দেখি মাতা! ইহার কারণ॥"
শুনিঞা পুত্রের বাক্য আই অধোমুখে।
কান্দে মাত্র, উত্তর না করে কিছু দুঃখে॥
প্রভু বোলে "মাতা! আমি জানিল সকল।
তোমার বধূর কিছু শুনি ¶ অমঙ্গল॥"
তবে সভে কহিলেন "শুনহ পণ্ডিত!
তোমার ব্রাহ্মণী গঙ্গা পাইলা নিশ্চিত॥"
পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।
ক্ষণেক রহিলা কিছু হেট মাথা করি॥
প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার।
তুষ্ণী হই রহিলেন সর্ব্ব-বেদ-সার॥
লোকানুকরণ-দুঃখ ক্ষণেক করিয়া।
কহিতে লাগিলা নিজ ধৈর্য্য-চিত্ত হৈয়া॥

তথাহি (ভা০ ৮।১৬।১৯)—
"কস্য কে পতি-পুত্রাদ্যা
মোহ এব হি কারণম্॥" ২॥ইতি

অনুবাদ।

পতি-পুত্রাদি কে কাহার?—(অর্থাৎ কেহই কাহারও নহে।)—মোহই ঐ সকল প্রতীতির কারণ॥ ২॥

প্রভু বোলে "মাতা! দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যে আছে, সে ঘুচিব কেমনে॥
এইমত কাল-গতি—কেহো কারো নহে;
অতএব সংসার 'অনিত্য' বেদে কহে॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর॥
অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
হইল সে কার্য্য, আর দুঃখ কেনে তায় *॥
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী?"
এইমত প্রভু জননীরে প্রবোধিয়া।
রহিলেন নিজ-কৃত্যে আপ্তগণ লৈয়া॥
শুনিঞা প্রভুর অতি অমৃত বচন।
সভার হইল সর্ব্ব-দুঃখ-বিমোচন॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক গৌরহরি।
কৌতুকে আছেন বিদ্যারসে ক্রীড়া করি †॥

* 'আছেন, না'। † 'সমীপে'। ‡ 'বহু'। § 'বড়'। ¶ 'বাধি' বা 'বেধি'।

* 'আর কোন্ কার্য্য দুঃখ তা'য়'।
† ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে বঙ্গদেশবিজয়ো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥
গোষ্ঠীর সহিতে গৌরাঙ্গ জয়জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥
হেনমতে মহাপ্রভু বিদ্যার আবেশে।
আছে গুপ্তরূপে কারে না করে প্রকাশে॥"

সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রভু করি উষঃকালে।
নমস্করি জননীরে পঢ়াইতে চলে ॥
অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ সঞ্জয়।
পুরুষোত্তমদাস হেন * যাঁহার তনয় ॥
প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়।
পঢ়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয় ॥
চণ্ডীগৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে।
তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে ॥
ইথিমধ্যে কদাচিত কেহো কোন দিনে।
কপালে তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে ॥
ধর্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্ব-ধর্ম্ম।
লোক-রক্ষা লাগি কভু † না লঙ্ঘেন কর্ম্ম ॥
হেন লজ্জা তাহারে দেহেন সেইক্ষণে।
সে আর না আইসে কভু, সন্ধ্যা করি বিনে ॥
প্রভু বোলে "কেনে ‡ ভাই! কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার ॥
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
তবে তারে § 'শ্মশান-সদৃশ' বেদে বোলে ॥
বুঝিলাঙ আজি তুমি নাহি কর' সন্ধ্যা।
আজি ভাই! তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা ॥
চল সন্ধ্যা কর' গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পঢ়িবার ॥"
এইমত প্রভুর যতেক শিষ্যগণ।
সভেই অত্যন্ত নিজ-ধর্ম্ম-পরায়ণ ॥
এতেক ¶ ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।
হেন নাহি যাকে না চালেন নানারূপে ॥

* 'হন'। † 'হেতু প্রভু'। ‡ 'গুন'।
§ 'সে কপালে'। ¶ 'কতেক'।

সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখিলে দূরে প্রভু হয় একপাশ ॥
বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া ॥
ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বোলে "হয় হয় *।
তুমি কোন-দেশী তাহা কহ ত নিশ্চয় ॥
পিতা মাতা-আদি করি যতেক তোমার।
বোল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার?
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে ঢোল † কর, কোন্ যুক্তি ইথে না হয় ॥"‡
যতযত বোলে, প্রভু প্রবোধ না মানে।
নানামত কদর্থেন সে-দেশী-বচনে
তাবত চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর।
যাবত তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর ॥
মহা-ক্রোধে কেহো লই যায় খেদাড়িয়া।
লাগালি না পায়, § যায়ে তর্জ্জিয়াগর্জ্জিয়া ॥
কেহো ॥ ধরিয়া লয় ¶ শিকদার-স্থানে।
লৈয়া যায় মহা-ক্রোধে ধরিয়া দেয়ানে ॥
তবে শেষে আসিয়া প্রভুর সখাগণে।
সমঞ্জস করাই চলেন সেইক্ষণে ॥
কোনদিন থাকি কোন বাঙ্গালের আড়ে।
বাওয়াস ভাঙ্গিয়া তান পালায়েন রড়ে ॥
এইমত চাপল্য করেন সভা'সনে।
সবে স্ত্রী-মাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টি-কোণে ॥

* 'জয় জয়'।
† 'ঢোল (ঢৌল) কর কাল হেন হবে'।
‡ 'তবে কেনে উপহাস কর মহাশয়।'
§ 'লাগি না পাইলে' বা 'লাগোল না পাই'।
¶ 'ক্রোধে' 'কোচা' বা 'কাছে'। ॥ 'ডরে'।

'শ্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণো না করিলা—বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গ নাগর' হেন স্তব নাহি বোলে॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপিহ স্বভাবে সে গায় বুধগণে॥
হেনমতে শ্রীমুকুন্দসঞ্জয়-মন্দিরে।
বিদ্যা-রসে শ্রীবৈকুণ্ঠনায়ক বিহরে॥
চতুর্দ্দিগে শোভে শিষ্যগণের মণ্ডলী।
মধ্যে পড়ায়েন প্রভু মহাকুতূহলী॥
বিষ্ণুতৈল শিরে দিতে আছে কোন দাসে।
অশেষ-প্রকারে ব্যাখ্যা করে নিজ-রসে *॥
উষঃকাল হৈতে দুই-প্রহর-অবধি।
পড়াইয়া গঙ্গাস্নানে চলে গুণনিধি॥
নিশারো অর্দ্ধেক এইমত প্রতিদিনে।
সেই পড়া † চিন্তায়েন সভারে আপনে॥
অতএব প্রভুস্থানে বর্ষেক পড়িয়া।
পণ্ডিত হয়েন সভে সিদ্ধান্ত জানিয়া॥
হেনমতে বিদ্যারসে আছেন ঈশ্বর।
বিবাহের কার্য্য শচী চিন্তে নিরন্তর॥
সর্ব্ব-নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে।
পুত্রের সদৃশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-ভাগ্যবান্।
দয়াশীল-স্বভাব—শ্রীসনাতন-নাম॥
অকৈতব, পরম-উদার, বিষ্ণুভক্ত।
অতিথিসেবন পর-উপকারে রত ‡॥
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মহা-বংশ-জাত।
পদবী 'রাজপণ্ডিত' সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥
ব্যবহারেও পরম সম্পন্ন * এক জন।
অনায়াসে অনেকেরে করেন পোষণ †॥
তাঁর কন্যা আছেন পরম-সুচরিতা।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-প্রায় সেই জগন্মাতা॥
শচী-দেবী তানে দেখিলেন সেইক্ষণে।
সেই কন্যা-পুত্র-যোগ্যা বুঝিলেন মনে॥
শিশু হৈতে দুই-তিন-বার গঙ্গাস্নান ‡।
পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণু-ভক্তি বই নাহি আন §॥
আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনেদিনে।
নম্র হই নমস্কার করেন চরণে॥
আইও করেন মহাপ্রীতে আশীর্ব্বাদ।
"যোগ্য-পতি কৃষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ॥"
গঙ্গাস্নানে আই মনে করেন কামনা।
"এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা॥
রাজপণ্ডিতের ইচ্ছা সর্ব্ব-গোষ্ঠী-সনে।
প্রভুরে করিতে কন্যাদান নিজ-মনে॥
দৈবে শচী কাশীনাথপণ্ডিতেরে আনি।
বলিলেন তাঁরে "বাপ! শুন এক বাণী॥
রাজপণ্ডিতেরে কহ, ইচ্ছা থাকে তান।
আমার পুত্রেরে তবে করু কন্যাদান॥"
কাশীনাথপণ্ডিত চলিলা সেইক্ষণে।
'দুর্গা' 'কৃষ্ণ' বলি রাজপণ্ডিত-ভবনে॥
কাশীনাথে দেখি রাজপণ্ডিত আপনে।
বসিতে আসন আনি দিলেন সম্ভ্রমে॥
পরম-গৌরবে বিধি করে ¶ যথোচিত।
"কি কার্য্যে আইলা?" জিজ্ঞাসিলেন পণ্ডিত॥

* 'নিজাবেশে'। † 'পড়ায়েন'। ‡ 'উপকারে অনুরক্ত'।

* 'সম্পূর্ণ'। † 'ভরণ'। ‡ 'স্নানে'।
§ 'মনে' বা 'জানে'। ¶ 'গৌরব-বিধি করি'।

কাশীনাথ বোলেন "আছয়ে এক কথা।
চিত্তে লয় যদি, তবে করহ সর্ব্বথা॥
বিশ্বম্ভরপণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর'—এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপতি।
তাহান উচিত পত্নী এই মহা-সতী॥
যেন কৃষ্ণ-রুক্মিণীতে অন্যোন্য-উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাঞিপণ্ডিত॥"
শুনি বিপ্র পত্নী-আদি-আপ্তবর্গ-সহে।
লাগিলা করিতে যুক্তি, বুঝি* কে কি কহে॥
সভে বলিলেন "আর কি কার্য্য বিচারে।
সর্ব্বথা এ কর্ম্ম গিয়া করহ সত্বরে॥"
তবে রাজপণ্ডিত হইয়া হর্ষমতি।
বলিলেন কাশীনাথপণ্ডিতের-প্রতি॥
"বিশ্বম্ভরপণ্ডিতের করে† কন্যাদান।
করিব সর্ব্বথা বিপ্র! ইথে নাহি আন॥
ভাগ্য থাকে যদি সর্ব্ববংশের আমার।
তবে হেন সম্বন্ধ হইব এ ‡ কন্যার॥
চল তুমি, তথা গিয়া কহ সর্ব্ব-কথা।
আমি পুন দঢ়াইনু—করিব সর্ব্বথা॥"
শুনিঞা সন্তোষে কাশীনাথ § মিশ্রবর।
সকল কহিল আসি শচীর গোচর॥
কার্য্যসিদ্ধি শুনি আই সন্তোষ হইলা।
সকল উদ্যোগ তবে করিতে লাগিলা।
প্রভুর বিবাহ শুনি সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
সভেই হইলা অতি-পরানন্দ-মন॥

প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত মহাশয়।
"মোর ভার এ বিবাহে যত লাগে ব্যয়॥"
মুকুন্দ সঞ্জয় বোলে "শুন সখা ভাই!
তোমার সকল ভার, মোর কিছু * নাই?"
বুদ্ধিমন্ত-খান বোলে "শুন সর্ব্ব † ভাই!
বামনিঞা মত ‡ এ বিবাহে কিছু নাই॥
এ বিবাহে পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন॥"
তবে সভে মিলি শুভ-দিন শুভ-ক্ষণে।
অধিবাস-লগ্ন করিলেন হর্ষ-মনে॥
বড়বড় চন্দ্রাতপ সব টানাইয়া।
চতুর্দ্দিগে রুইলেন কদলী আনিয়া॥
পূর্ণ ঘট, দীপ, ধান্য, দধি, আম্রসার।
যতেক মঙ্গল-দ্রব্য আছয়ে প্রচার॥
সকল একত্রে আনি করি § সমুচ্চয়।
সর্ব্ব-ভূমি করিলেন আলিপনাময়॥
যতেক বৈষ্ণব আর যতেক ব্রাহ্মণ।
নবদ্বীপে আছয়ে যতেক সুসজ্জন॥
সভারেই নিমন্ত্রণ করিলা সকালে।
"অধিবাসে গুয়া আসি খাইবা বিকালে॥"
অপরাহ্ণকাল মাত্র হইল আসিয়া।
বাদ্য আসি করিতে লাগিল বাজনিয়া॥
মৃদঙ্গ, সানাঞি, জয়ঢাক, করতাল।
নানাবিধ বাদ্যধ্বনি উঠিল বিশাল॥
ভাটগণে পড়িতে লাগিলা রায়বার।
পতিব্রতাগণ করে জয়জয়কার॥

---

* 'দেখি'। † 'পণ্ডিতেরে দিব'।
‡ 'সুসম্বন্ধ হইব'। § 'তবে কাশী'।

* 'সম্যক্ (অর্দ্ধেক) ভার আমার কি'। † 'সখা'।
‡ 'সজ্জ'। § 'সকল আনিঞা তথি কৈল'।

বিপ্রগণে করিতে লাগিলা বেদধ্বনি।*
মধ্যে আসি বসিলা দ্বিজেন্দ্রকুলমণি॥
চতুর্দ্দিগে বসিলেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
সভেই হইলা চিত্তে মহা-কুতূহলী॥
তবে গন্ধ, চন্দন, তাম্বুল, দিব্য মালা।
ব্রাহ্মণগণেরে সভে দিবারে লাগিলা †॥
শিরে মালা, সর্ব্ব-অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে।
একো বাটা তাম্বুল সে দেন একো জনে॥
বিপ্রকুল নদীয়া ‡—বিপ্রের অন্ত নাই।
কত যায়, কত আইসে, অবধি না পাই॥
তথি-মধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে।
একবার লৈয়া পুন আর কাচ § কাচে॥
আরবার আসি মহা-লোকের গহলে।
চন্দন, গুবাক, মালা নিঞা নিঞা চলে॥
সভেই আনন্দে মত্ত, কে কাহারে চিনে।
প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে॥
"সভারে তাম্বুল ¶ মালা দেহ' তিন-বার।
চিন্তা নাহি, ব্যয় কর', যে ইচ্ছা যাহার॥"
একবার নিঞা, যে যে লেই' আরবার।
এ আজ্ঞায় তাহার কৈলেন প্রতিকার॥
"পাছে কেহো চিনিঞা বিপ্রেরে মন্দ বোলে।
পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য করি নিলে॥"
বিপ্র-প্রিয় প্রভুর চিত্তের এই কথা।
"তিন-বার দিলে ‖ পূর্ণ হইব সর্ব্বথা॥"

তিনবার পাইয়া সভেই হর্ষ-মন।
শাঠ্য করি আর নাহি লয় কোন জন॥
এইমত মালায়, চন্দনে, গুয়া-পানে।
হইল অনন্ত, মর্ম্ম কেহো নাহি জানে॥
মনুষ্যে পাইল যত সে থাকুক্ দূরে।
পৃথ্বীতে পড়িল যত দিতে মনুষ্যেরে॥
সেই যদি প্রাকৃত-লোকের ঘরে হয়ে।
তাহাতেই তার*পাঁচ বিভা নির্ব্বাহয়ে †॥
সকল-লোকের চিত্তে হইল উল্লাস।
সভে বোলে "ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস॥
লক্ষেশ্বরো দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে।
হেন অধিবাস নাহি করে কারো বাপে॥
এমত চন্দন, মালা, দিব্য গুয়া পান।
অকাতরে কেহো কভো‡ নাহি করে দান॥"
তবে রাজপণ্ডিত আনন্দচিত্ত হৈয়া।
আইলেন অধিবাস-সামগ্রী লইয়া॥
বিপ্রবর্গ আপ্তবর্গ করি নিজ-সঙ্গে।
বহুবিধ বাদ্য-নৃত্য-গীত-মহারঙ্গে॥
বেদবিধিপূর্ব্বকে পরম-হর্ষ-মনে।
ঈশ্বরেরে গন্ধস্পর্শ কৈলা শুভ-ক্ষণে॥
ততক্ষণে মহা জয়-জয়-হরি-ধ্বনি।
করিতে লাগিলা সভে মহা-স্বস্তি§বাণী॥
পতিব্রতাগণ দেই জয়জয়কার।
বাদ্য-গীতে হৈল মহানন্দ-অবতার॥
হেনমতে করি অধিবাস শুভ-কাজ।
গৃহে চলিলেন সনাতন বিপ্ররাজ॥

---

* 'প্রিয়গণে লাগিল করিতে জয়ধ্বনি'।
† 'আনিলা'। ‡ 'নদীয়ায়'।
§ 'বেশ' বা 'বার'। ¶ 'চন্দন'। ‖ 'দেবে'।

* 'সাত'। † 'বিবাহ নিবাহে' বা 'বিবাহ নিবড়য়ে'।
‡ 'কারে'। § 'স্তুতি'।

এইমতে গিয়া ঈশ্বরের আপ্তগণে।
লক্ষ্মীরে করিলা অধিবাস শুভ-ক্ষণে॥
আর যত কিছু লোকে 'লোকাচার' বোলে।
দোঁহারাই সব করিলেন কুতূহলে॥
তবে সুপ্রভাতে প্রভু করি * গঙ্গাস্নান।
আগে বিষ্ণু পূজি গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
তবে শেষে সর্ব্ব-আপ্তগণের সহিতে।
বসিলেন নান্দীমুখকর্ম্মাদি করিতে॥
বাদ্য-নৃত্য-গীতে হৈল মহা-কোলাহল।
চতুর্দ্দিগে জয়জয় উঠিল মঙ্গল॥
পূর্ণ-ঘট, ধান্য, দধি, দীপ, আম্রসার।
স্থাপিলেন ঘরে দ্বারে অঙ্গনে অপার॥
চতুর্দ্দিগে নানা-বর্ণে উড়য়ে পতাকা।
কদলক রোপি বান্ধিলেন আম্রশাখা † ॥
তবে আই পতিব্রতাগণ লই সঙ্গে।
লোকাচার করিতে লাগিলা মহা-রঙ্গে॥
আগে গঙ্গা পূজিয়া পরম-হর্ষ-মনে।
তবে বাদ্য-বাজনে গেলেন ষষ্ঠী-স্থানে॥
ষষ্ঠী পূজি তবে বন্ধু-মন্দিরে-মন্দিরে॥
লোকাচার করিয়া আইলা নিজ-ঘরে॥
তবে, খই, কলা, তৈল, তাম্বুল, সিন্দূরে।
দিয়াদিয়া পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে॥
ঈশ্বর-প্রভাবে দ্রব্য হৈল অসংখ্যাত।
শচীও সভারে দেন বার পাঁচ সাত॥
তৈলে স্নান করিলেন সর্ব্ব-নারীগণে।
হেন নাহি পরিপূর্ণ নহিল যে মনে ‡ ॥
এইমত মহানন্দ লক্ষ্মীর ভবনে।
লক্ষ্মীর জননী করিলেন হর্ষ-মনে॥

শ্রীরাজপণ্ডিত অতি চিত্তের উল্লাসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করি মহানন্দে ভাসে॥
সর্ব্ব-বিধি-কর্ম্ম করি শ্রীগৌরসুন্দর।
বসিলেন খানিক হইয়া অবসর॥
তবে সব ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য বস্ত্র দিয়া।
করিলেন সন্তোষ পরম নম্র হৈয়া॥
যে যেমন পাত্র, যার যোগ্য যেন দান।
সেইমতে করিলেন সভার সম্মান॥
মহা-প্রীতে অশীর্ব্বাদ করি বিপ্রগণ।
গৃহে চলিলেন সভে করিতে ভোজন॥
অপরাহ্ন-বেলা আসি লাগিল হইতে।
প্রভুর সভেই বেশ লাগিলা করিতে॥
চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রীঅঙ্গ।
মধ্যেমধ্যে সর্ব্বত্র দিলেন তথি গন্ধ॥
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন।
তথি-মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন॥
অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির-উপর।
সুগন্ধি-মালায় পূর্ণ হৈল কলেবর॥
দিব্য সূক্ষ্ম পীত-বস্ত্র ত্রিকচ্ছ-বিধানে।
পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়ানে॥
ধান্য, দূর্ব্বা, সূত্র করে করিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন রম্ভামঞ্জরী দর্পণ॥
সুবর্ণকুণ্ডল দুই শ্রুতিমূলে সাজে *।
নব-রত্ন-হার বান্ধিলেন বাহু-মাঝে † ॥
এইমত যে যে শোভা করে যে যে অঙ্গে॥
সকল ঘটনা সভে করিলেন রঙ্গে॥
ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখি যত নর নারী।
মুগ্ধ হইলেন সভে আপনা পাসরি॥

---

* 'শুভপ্রভাতে করিয়া'। † 'পাত্য'। ‡ 'জনে'।

* 'দোলে'। † 'মূলে'।

প্রহরেক বেলা আছে হেনই সময়।
সভেই বোলেন "শুভ করাহ বিজয়॥
প্রহরেক সর্ব্ব-নবদ্বীপে বেড়াইয়া।
কন্যাঘরে যাইবেন গোধূলি করিয়া॥"
তবে দিব্য দোলা সাজি' বুদ্ধিমন্ত-খান।
হরিবে আনিঞা করিলেন উপস্থান॥
বাদ্য-গীতে উঠিল পরম কোলাহল।
বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি সুমঙ্গল॥
ভাটগণে পড়িতে লাগিলা রায়বার।
সর্ব্বদিগে হইল আনন্দ-অবতার॥
তবে প্রভু জননীরে প্রদক্ষিণ করি।
বিপ্রগণে নমস্করি বহু-মান্য করি॥
দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়।
সর্ব্বদিগে উঠিল মঙ্গল * জয়জয়।
নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার।
শুভ-ধ্বনি বই কোনো দিগে নাহি আর॥
প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গাতীরে।
পূর্ণচন্দ্র ধরিলেন শিবের উপরে॥
সহস্রসহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে॥
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে॥
আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্তখাঁর।
চলিল হইয়া দুইসারি পাটোয়ার॥
নানা-বর্ণে পতাকা চলিল তার পাছে।
বিদূষক-সকল চলিলা নানা-কাচে॥
নর্ত্তক বা না জানি ‡ কতেক সম্প্রদায়।
পরম-উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি যায়॥

জয়ঢাক, বীরঢাক, মৃদঙ্গ, কাহাল।
পটহ, * দগড়, শঙ্খ, বংশী, করতাল॥
বরগোঁ, † শিঙ্গা, পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে যত॥
কে লিখিবে বাদ্যভাণ্ড বাজি যায় কত॥
লক্ষ লক্ষ শিশু বাদ্যভাণ্ডের ভিতরে।
রঙ্গে নাচি যায়, দেখি হাসেন ঈশ্বরে॥
সে মহা-কৌতুক দেখি শিশুর কি দায়।
জ্ঞানবান্ সভে লজ্জা ছাড়ি নাচি যায়।
প্রথমে আসিয়া গঙ্গাতীরে কথোক্ষণ।
করিলেন নৃত্য, গীত, আনন্দ-বাজন॥
তবে পুষ্পবৃষ্টি করি গঙ্গা নমস্করি।
ভ্রমেন কৌতুকে সর্ব্ব-নবদ্বীপপুরী॥
দেখি অতি-অমানুষী বিবাহ-সম্ভার।
সর্ব্ব-লোক চিত্তে মহা পায় চমৎকার॥
"বড় বড় বিভা দেখিয়াছি" লোকে বোলে।
"এমত সমৃদ্ধ নাহি দেখি কোনো কালে॥"
এইমত স্ত্রী-পুরুষে প্রভুরে দেখিয়া।
আনন্দে ভাসয়ে সব সুকৃতি নদীয়া॥
সবে যার রূপবতী কন্যা আছে ঘরে।
সেই সব বিপ্র সবে ‡ বিমরিষ করে॥
"হেন বরে কন্যা নাহি পারিলাঙ দিতে।
আপনার ভাগ্য নাহি, হইব কেমতে?"
নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার।
এ সব আনন্দ দেখিবারে শক্তি যার॥
এইমত রঙ্গে প্রভু নগরেনগরে।
ভ্রমেন কৌতুকে সর্ব্ব-নবদ্বীপপুরে॥
গোধূলি-সময় আসি প্রবেশ হইতে।
আইলেন রাজপণ্ডিতের মন্দিরেতে॥

* 'গৌরাঙ্গ'। † 'দেখিলেন'। ‡ 'নর্ত্তক বা জানিঞা'।

* 'কাড়া'। † 'ভোড়ঙ্গ'। ‡ 'তবে'।

মহা-জয়জয়কার লাগিল হইতে ।
দুই বাদ্যভাণ্ড বাদে লাগিল বাজিতে ॥
পরম-সম্ভ্রমে রাজপণ্ডিত আসিয়া ।
দোলা হৈতে কোলে করি বসাইলা নিয়া ॥
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন সন্তোষে আপনে ।
জামাতা দেখিয়া হয়ে দেহ * নাহি জানে ॥
তবে বরণের সজ্জ সামগ্রী লইয়া ।
জামাতা বরিতে বিপ্র বসিলা আসিয়া ॥
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী, বস্ত্র, অলঙ্কার ।
যথাবিধি দিয়া কৈল বরণ-ব্যভার ॥
তবে তান পত্নী নারীগণের সহিতে ।
মঙ্গল-বিধান আসি লাগিলা করিতে ॥
ধান্য-দূর্ব্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে ।
আরতি করিয়া সপ্ত-ঘৃতের-প্রদীপে ॥
খই কড়ি ফেলি করিলেন জয়কার ।
এইমত যত কিছু করি লোকাচার ॥
তবে সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া ।
লক্ষ্মী দেবী আনিলেন আসনে ধরিয়া † ॥
তবে হর্ষে প্রভুর সকল-আপ্তগণে ।
প্রভুরেও তুলিলেন ধরিয়া আসনে ॥
তবে ‡ মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে ।
সপ্ত-প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে ॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সপ্ত-বার ।
রহিলেন সম্মুখে করিয়া নমস্কার ॥
তবে পুষ্প-ফেলাফেলি লাগিল হইতে ।
দুই বাদ্যভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে ॥
চতুর্দ্দিগে স্ত্রী-পুরুষে করে জয়ধ্বনি ।
আনন্দ আসিয়া অবতরিলা আপনি ॥

* 'কেহো' বা 'দোঁহা' । † 'বরিয়া' । ‡ 'তার' ।

আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে ।
মালা দিয়া করিলেন আত্ম-সমর্পণে ॥
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষত হাসিয়া ।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া ॥
তবে লক্ষ্মী-নারায়ণে পুষ্প-ফেলাফেলি ।
করিতে লাগিলা হই মহা-কুতূহলী ॥
ব্রহ্মাদি-দেবতা সব অলক্ষিত-রূপে ।
পুষ্পবৃষ্টি লাগিলেন করিতে কৌতুকে ॥
আনন্দে * বিবাদে লক্ষ্মী-গণে প্রভু-গণে ।
উচ্চ করি বর-কন্যা তোলে হর্ষ-মনে ॥
ক্ষণে জিনে প্রভু-গণে, ক্ষণে লক্ষ্মী-গণে ।
হাসহাসি প্রভুরে বোলয়ে সর্ব্বজনে ॥
ঈষত হাসিলা প্রভু সুন্দর শ্রীমুখে ।
দেখি সর্ব্ব-লোক হাসে † পরানন্দ-সুখে ॥
সহস্রসহস্র মহাতাপ-দীপ জ্বলে ।
কর্ণে কিছু নাহি শুনি বাদ্যকোলাহলে ॥
মুখচন্দ্রিকার মহা-বাদ্য-জয়-ধ্বনি ।
সকল ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিলেক হেন শুনি ॥
হেনমতে শ্রীমুখচন্দ্রিকা করি রঙ্গে ।
বসিলেন শ্রীগৌরসুন্দর লক্ষ্মী-সঙ্গে ॥
তবে রাজপণ্ডিত পরম-হর্ষ-মনে ।
বসিলেন করিবারে কন্যা-সম্প্রদানে ॥
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী যথা বিধিমতে ।
ক্রিয়া করি লাগিলেন সঙ্কল্প করিতে ॥
বিষ্ণুপ্রীতি কাম্য করি শ্রীলক্ষ্মীর পিতা ।
প্রভুর শ্রীকরে সমর্পিলেন দুহিতা ॥
তবে দিব্য ধেনু, ভূমি, শয্যা, দাসী, দাস ।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস ॥

* 'আনন্দ' । † 'ভাসে' ।

লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বাম-পাশে।
হোম-কর্ম্ম করিতে লাগিলা তবে শেষে॥
বেদাচার লোকাচার যত কিছু আছে।
সব করি বর-কন্যা ঘরে নিলা পাছে॥
(বৈকুণ্ঠ হইল রাজপণ্ডিত-আবাসে।
ভোজন করিতে যাই বসিলেন শেষে॥)
ভোজন করিয়া সুখ *-রাত্রি সুমঙ্গলে।
লক্ষ্মী-কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতূহলে॥
সনাতনপণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে।
যে সুখ হইল, তাহা কে পারে কহিতে॥
নগ্নজিত, জনক, ভীষ্মক, জাম্বুবন্ত।
পূর্ব্বে তানা যেহেন হইলা ভাগ্যবন্ত॥
সেই ভাগ্য এবে গোষ্ঠী-সহ সনাতন।
পাইলেন পূর্ব্ব-বিষ্ণুসেবার কারণ॥
তবে রাত্রিপ্রভাতে যে ছিল লোকাচার।
সকল করিলা সর্ব্বভুবনের সার॥
অপরাহ্নে গৃহে আসিবার হৈল কাল।
বাদ্য, নৃত্য, গীত হৈতে লাগিল বিশাল॥
চতুর্দ্দিগে জয়ধ্বনি লাগিল হইতে।
নারীগণে জয়কার লাগিলেন দিতে॥
বিপ্রগণে আশীর্ব্বাদ লাগিলা করিতে।
যাত্রা-যোগ্য শ্লোক সভে লাগিলা পঢ়িতে॥
ঢাক, পড়া, সানাঞি, বরগোঁ, † করতাল।
অন্যোহন্যে বাদ করি বাজায় বিশাল॥
তবে প্রভু নমস্করি সর্ব্ব-মান্যগণ।
লক্ষ্মী-সঙ্গে দোলায় করিলা আরোহণ॥

* 'সম্ভাজন করি সব'।

† 'ঢাক, কাড়া, ঝোড়ঙ্গো, সানাঞি' বা 'ঢাক, পটহ, সানাঞি, মৃদঙ্গ'।

'হরিহরি' বলি তবে করি জয়ধ্বনি।
চলিলেন লইয়া দ্বিজেন্দ্রকুলমণি॥
পথে যত লোক দেখে চলিয়া আসিতে।
ধন্যধন্য সভেই প্রশংসে বহু-মতে॥
স্ত্রীগণ দেখিয়া বোলে "এই ভাগ্যবতী।
কত জন্ম সেবিলেন কমলা পার্ব্বতী॥"
কেহো বোলে "এই হেন বুঝি হর-গৌরী।"
কেহো বোলে ' হেন বুঝি কমলা-শ্রীহরি॥"
কেহো বোলে "এই দুই—কামদেব-রতি!"
কেহো বোলে "ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি॥"
কেহো বোলে "হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।"
এইমত বোলে সর্ব্ব সুকৃতি-বনিতা॥
হেন ভাগ্যবন্ত স্ত্রী-পুরুষ নদীয়ার।
এ সব সম্পত্তি দেখিবারে শক্তি যার॥
লক্ষ্মী-নারায়ণের মঙ্গল-দৃষ্টিপাতে।
সুখময় সর্ব্বলোক হৈল নদীয়াতে *॥
নৃত্য, গীত, বাদ্য, পুষ্প বর্ষিতেবর্ষিতে।
পরম-আনন্দে আইসেন সর্ব্ব-পথে॥
তবে শুভ-ক্ষণে প্রভু সকল-মঙ্গলে।
আইলেন গৃহে লক্ষ্মী-কৃষ্ণ কুতূহলে॥
তবে আই পতিব্রতাগণ সঙ্গে লৈয়া।
পুত্রবধু গৃহে আনিলেন হর্ষ হৈয়া॥
গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।
জয়ধ্বনিময় হৈল সকল-ভুবন॥
কি আনন্দ হইল সে অকথ্য-কথন।
সে মহিমা কোন্ জনে করিব বর্ণন॥
যাঁহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে।
সর্ব্ব-পাপযুক্তো † যায় বৈকুণ্ঠভুবনে॥

* 'হেন নদীয়াতে' বা 'এ নবদ্বীপেতে'। † 'সর্ব্বপাপমুক্ত'।

সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাতে।
তেঞি তান নাম দয়াময় দীননাথে ॥
তবে যত নট, ভাট, ভিক্ষুক-গণেরে * ।
তুষিলেন বস্ত্র-ধন-বচনে সভেরে † ॥
বিপ্রগণ আপ্তগণ সভারে প্রত্যেকে ‡ ।
আপনে ঈশ্বর বস্ত্র দিলেন কৌতুকে ॥
বুদ্ধিমন্ত-খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন ।
তাহান আনন্দ অতি অকথ্য-কথন ॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ ।
'আবির্ভাব' তিরোভাব' সবে কহে বেদ ॥
দণ্ডকে এ সব লীলা যত হইয়াছে।
শত-বর্ষে তাহা কে বর্ণিব হেন আছে ?
নিত্যানন্দস্বরূপের আজ্ঞা করি শিরে।
সূত্র-মাত্র লিখি আমি কৃপা-অনুসারে ॥
এ সব ঈশ্বরলীলা যে পড়ে যে শুনে।
সে অবশ্য বিহরয়ে গৌরচন্দ্র-সনে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয় বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

জয়জয় দীনবন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর ।
জয়জয় লক্ষ্মীকান্ত সভার ঈশ্বর ॥
জয়জয় ভক্ত-রক্ষা-হেতু অবতার ।
জয় সর্ব্ব-কাল-সত্য কীর্ত্তন-বিহার ॥
ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয়জয় ।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥
আদিখণ্ড-কথা অতি অমৃতের ধার ।
যহি গৌরাঙ্গের সর্ব্বমোহন বিহার ॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক নবদ্বীপে ।
গৃহস্থ হইয়া পঢ়ায়েন বিপ্ররূপে ॥
প্রেম-ভক্তি-প্রকাশ নিমিত্ত অবতার ।
তাহা কিছু না করেন, ইচ্ছা সে তাঁহার ॥
অতি-পরমার্থ-শূন্য সকল-সংসার ।
তুচ্ছ-রস বিষয়ে সে আদর সভার ॥
গীতা ভাগবত বা পঢ়ায় যে যে জন ।
তারাও না বোলে না বোলায়ে সঙ্কীর্ত্তন ॥
হাথে তালি দিয়া বা সকল ভক্তগণ ।
আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন ॥
তাহাতেও উপহাস করয়ে অন্তরে * ।
"ইহারা কি কার্য্যে ডাক্ ছাড়ে উচ্চস্বরে † ॥
আমি ব্রহ্ম, আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন ।
দাস-প্রভু-ভেদ বা করেন কি কারণ ?"
সংসারি-সকল বোলে "মাগিয়া খাইতে ।
ডাকিয়া বোলয়ে হরি, লোক জানাইতে ॥"

---

* 'সভেরে'। † 'প্রকারে'। ‡ 'প্রত্যক্ষে'।

* 'সভারে'। † 'নিরন্তরে'।

"এ-গুলার ঘর-দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।"
এই যুক্তি করে সব-নদীয়া মিলিয়া॥
শুনিঞা পায়েন দুঃখ সর্ব্ব-ভক্তগণে।
সম্ভাষা করেন হেন না পায়েন জনে॥
শূন্য দেখে ভক্তগণ সকল সংসার।
'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার॥
হেনকালে তথাই আইলা হরিদাস।
শুদ্ধ-বিষ্ণুভক্তি যার বিগ্রহে প্রকাশ॥
এবে শুন হরিদাসঠাকুরের কথা।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা।
বুঢ়ন-গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে-সব-দেশে কীর্ত্তন-প্রকাশ॥
কথোদিন থাকি আইলা গঙ্গাতীরে।
আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায়—শান্তিপুরে॥
পাইয়া তাহান সঙ্গ আচার্য্য-গোসাঞি।
হুঙ্কার করেন, আনন্দের অন্ত নাঞি॥
হরিদাসঠাকুরো অদ্বৈতদেব-সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দ-রস-সমুদ্র-তরঙ্গে॥
নিরবধি হরিদাস গঙ্গা-তীরে-তীরে।
ভ্রমেন কৌতুকে 'কৃষ্ণ' বলি উচ্চস্বরে॥
বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥
ক্ষণেকো গোবিন্দনামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানা-মতি *॥
কখনো করেন নৃত্য আপনাআপনি।
কখনো করেন মত্ত-সিংহ-প্রায় ধ্বনি॥
কখনো বা উচ্চস্বরে করেন রোদন।
অট্টঅট্ট মহা-হাস্য হাসেন কখন॥

* 'মূর্ত্তি'।

কখনো গর্জ্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া।
কখনো মূর্চ্ছিত হই থাকেন পড়িয়া॥
ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বোলেন ডাকিয়া।
ক্ষণে তাহি বাখানেন উত্তম করিয়া॥
অশ্রুপাত, রোমহর্ষ, হাস্য, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম।
কৃষ্ণভক্তিবিকারের যত আছে মর্ম্ম *॥
প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্য প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া তান শ্রীবিগ্রহে মিলে॥
হেন সে আনন্দধারা—তিতে সর্ব্ব-অঙ্গ।
অতি-পাষণ্ডীও দেখি পায় মহা-রঙ্গ॥
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলি।
ব্রহ্মা-শিবো দেখিয়া হয়েন কুতূহলী॥
ফুলিয়া-গ্রামের যত ব্রাহ্মণ-সকল।
সভেই তাহানে দেখি হইলা বিহ্বল॥
সভার তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাস।
ফুলিয়ায়ে রহিলেন প্রভু হরিদাস॥
গঙ্গাস্নান করি নিরবধি হরিনাম।
উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্ব্ব-স্থান॥
কাজি গিয়া মুলুকের অধিপতি-স্থানে।
কহিলেন তাহান সকল বিবরণে॥
"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভাল-মতে তারে আনি করহ বিচার॥" †

* 'ধর্ম্ম'।

† কোন কোন পুঁথিতে উপরের চারি পংক্তির পরিবর্ত্তে এইরূপ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত পাঠ আছে—
পাষণ্ডীর গণ দেখি মরয়ে জ্বলিয়া।
দশে পাঁচে যুক্তি করে একত্রে মিলিয়া॥
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
কোনো খানে না দেখি এমত অবিচার॥

পাপীর বচন শুনি সেহ পাপমতি।
ধরি আনাইল তানে অতি শীঘ্রগতি॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায়, কালেরো নাহি ভয়॥
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলিতে চলিলা সেইক্ষণে।
মুলুকপতির দ্বারে দিলা দরশনে॥
হরিদাসঠাকুরের শুনিঞা গমন।
হরিষ-বিষাদ হৈল যত সুসজ্জন॥
বড়বড় লোক যত আছে বন্দি-ঘরে।
তারা সব হৃষ্ট হৈলা শুনিঞা অন্তরে॥
"পরম-বৈষ্ণব হরিদাস-মহাশয়।
তানে দেখি বন্দি-দুঃখ হইবেক ক্ষয়॥"
রক্ষক-লোকেরে সভে সাধন করিয়া।
রহিলেন বন্দিগণ একদৃষ্টি হৈয়া॥
হরিদাসঠাকুর আইলা সেইস্থানে।
বন্দি-সব দেখি কৃপাদৃষ্টি হৈল মনে॥
হরিদাসঠাকুরের চরণ দেখিয়া।
রহিলেন বন্দিগণ প্রণতি করিয়া॥
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল নয়ান।
সর্ব্ব-মনোহর মুখ-চন্দ্র অনুপাম॥
ভক্তি করি সভে করিলেন নমস্কার।
সভার হইল কৃষ্ণভক্তির বিকার॥

তাহারা-সভার ভক্তি দেখি হরিদাস।
বন্দি-সব প্রতি করিলেন আশীর্ব্বাদ *॥
"থাক থাক এখন আছহ যেন-রূপে।"
গুপ্ত-আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে॥
না বুঝিয়া তান অতি দুর্জ্ঞেয় বচন।
বন্দি-সব হৈলা কিছু বিষাদিত-মন॥
তবে পাছে কৃপাযুক্ত হই হরিদাস।
গুপ্ত-আশীর্ব্বাদ কহে করিয়া প্রকাশ॥
"আমি তোমা'সভারে যে কৈল আশীর্ব্বাদ।
তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ॥
মন্দ-আশীর্ব্বাদ আমি কখনো না করি।
মন দিয়া সভে ইহা বুঝহ বিচারি॥
এবে কৃষ্ণ প্রতি তোমা'সভাকার মন।
যেন আছে, এইমত রহ ‡ সর্ব্বক্ষণ॥
এবে নিত্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের চিন্তন।
সভে মেলি করিতে আছহ অনুক্ষণ॥
এবে হিংসা নাহি, নাহি § প্রজার পীড়ন॥
'কৃষ্ণ' বলি কাকুর্ব্বাদে করহ চিন্তন॥
আরবার গিয়া বিষয়েতে প্রবর্ত্তিলে ¶।
সভে† ইহা পাসরিবে, গেলে দুষ্ট-মেলে॥ ॥

কালি গিয়া মুলুকের অধিপতি স্থানে।
কহিব যে ইহার সব বিবরণে॥
যবন হইয়া যেন হিন্দুয়ানি করে।
ভালমতে আনি শাস্তি করুক উহারে॥
এমত যুকতি করি পাষণ্ডীর গণ।
যবন-রাজার স্থানে কৈল নিবেদন॥"

---

* 'বন্দি-সব দেখিয়া হইল কৃপা হাস'।

† 'শুন সভে'।   ‡ 'থাকু' বা 'হও'।

§ 'কিছু'।   ¶ 'সে বিষয়ে প্রবেশিলে'।

॥ দুইখানি পুঁথিতে ইহার পর নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পাঠ আছে; সকল পুথিতে না থাকায় মূল মধ্যে সন্নিবেশিত হইল না। যথা—

"বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥
বিষয়ি-আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।
স্ত্রী পুত্র মায়াজাল এই সব কাল॥
দৈবে কোন ভাগ্যবান্ সাধুসঙ্গ পায়।
বিষয়-আবেশ ছাড়ি কৃষ্ণেরে ভজয়॥"

সেই সব অপরাধ হৈব পুনর্ব্বার।
বিষয়ের ধর্ম্ম এই শুন কথা সার॥
'বন্দী থাক' হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি।
'বিষয় পাসর অহর্নিশ বোল হরি'॥
ছলে করিলাঙ আমি এই আশীর্ব্বাদ।
তিলোর্দ্ধেক না ভাবিহ তোমরা * বিষাদ॥
সর্ব্বজীব-প্রতি দয়া-দর্শন আমার।
কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হউ তোমরা-সভার॥
চিন্তা নাই—দিন-দুই-তিনের ভিতরে।
বন্দন ঘুচিব, এই কহিলুঁ তোমারে †॥
বিষয়েতে থাক, কিবা থাক যথা তথা।
এই বুদ্ধি কভো ‡ না পাসরিহ সর্ব্বথা॥"
বন্দিসকলের করি শুভানুসন্ধান।
আইলেন মুলুকের অধিপতি-স্থান § ॥
অতি-মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান।
পরম-গৌরবে বসিবারে দিল স্থান॥
আপনে জিজ্ঞাসে তানে মুলুকের পতি।
"কেনে ভাই! তোমার কিরূপ দেখি মতি॥
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ' মন॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত॥
জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য-ব্যবহার ¶।
পর-লোকে কেমতে বা পাইবা নিস্তার॥ ‖
না জানিঞা যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা-উচ্চার॥"
শুনি মায়ামোহিতের বাক্য হরিদাস।
"অহো বিষ্ণু-মায়া!" বলি হৈল মহা-হাস॥
বলিতে লাগিলা তাঁরে * মধুর উত্তর।
"শুন বাপ! সভারই † একই ঈশ্বর॥
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেইমত কর্ম্ম করে সকল-ভুবন॥
সে প্রভুর নাম-গুণ সকল জগতে।
বোলেন সকল মাত্র নিজ-শাস্ত্র-মতে॥
যে ঈশ্বর সে পুনি সভার ভার ‡ লয়।
হিংসা করিলেও সে তাহান হিংসা হয়॥
এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যেহেন।
লওয়াইয়াছেন চিত্তে, করি আমি তেন॥
হিন্দুকুলে কেহো যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনেই গিয়া § হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দু বা ¶ কি করে তারে, যার ‖ যেই কর্ম্ম।
আপনে যে মৈল তাঁরে মারিয়া কি ধর্ম্ম॥
মহাশয়! $ তুমি এবে করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে, শাস্তি করহ আমার॥"
হরিদাসঠাকুরের সুসত্য-বচন।
শুনিঞা সন্তোষ হৈল সকল যবন॥

* 'তিলার্দ্ধ তোমরা কিছু না কর'। † 'সব কহিলুঁ সভারে'। ‡ 'সভে'। § 'মুলুকের পতি বিদ্যমান'। ¶ 'ছাড়িয়া করহ অনাচার' বা 'লঙ্ঘিয়া যে করে অবেত্তার'। ‖ 'সে পাইব প্রতিকার'।

* 'তবে'। † 'ভাই! সভাকার'। ‡ 'ভাল' বা 'ভাব'। § 'আপনে আসিয়া'। ¶ 'হিন্দুরা'। ‖ 'তার'। $ 'মহাশয়'।

সবে এক পাপী কাজী মুলুকপতিরে ।
বলিতে লাগিয়া "শাস্তি করহ ইহারে ॥
এই দুষ্ট, আরো দুষ্ট করিব অনেক ।
যবনকুলের অমহিমা আনিবেক ॥
এতেকে উহার শাস্তি কর' ভাল-মতে ।
নহে বা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে ॥"
পুন বোলে মুলুকের পতি "আরে ভাই !
আপনার শাস্ত্র বোল, তবে চিন্তা নাই ॥
অন্যথা করিব শাস্তি সব-কাজীগণে ।
বলিবাও পাছে, আর লঘু হৈবা * কেনে ॥"
হরিদাস বোলেন "যে করান ঈশ্বরে ।
তাহা বই আর কেহো কবিতে না পারে ॥
অপরাধ-অনুরূপ যার যেন ফল ।
ঈশ্বরে সে করে, ইহা জানিহ সকল ‡॥
খণ্ডখণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ ।
তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥"
শুনিঞা তাহান বাক্য মুলুকের পতি ।
জিজ্ঞাসিল "এবে কি করিবা ইহা প্রতি ?"
কাজী বোলে "বাইশবাজারে নিঞা†মারি ।
প্রাণ লহ, আর কিছু বিচার না করি ॥
বাইশ-বাজারে মারিলেহ যদি জীয়ে ।
তবে জানি, জ্ঞানি-সব সাঁচা কথা কহে ॥"
পাইক-সকলে ডাকি § তর্জ্জ করি কহে ।
"এমত মারিবি, যেন প্রাণ নাহি রহে ॥
যবন হইয়া যেন হিন্দুয়ানি করে ।
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তরে'¶ ॥"

পাপীর বচনে সেহ পাপী আজ্ঞা দিল ।
দুষ্টগণে আসি হরিদাসেরে ধরিল * ॥
বাজারেবাজারে সব বেঢ়ি দুষ্টগণে ।
মারয়ে নির্জ্জীব † করি মহা-ক্রোধ-মনে ॥
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' স্মরণ করেন হরিদাস ।
নামানন্দে দেহদুঃখ না হয় প্রকাশ ॥
দেখি হরিদাসদেহে অত্যন্ত প্রহার ।
সুজন‡সকল দুঃখ ভাবেন অপার ॥
কেহো বোলে "উর্ত্তিষ্ট § হইবে সর্ব্ব-রাজ্য ।
সে-নিমিত্তে হেন সুজনের হেন কার্য্য ॥"
রাজা উজিরেরে ¶ কেহো শাপে' ক্রোধ-মনে ।
মারামারি করিতেও উঠে কোনো জনে ॥
কেহো গিয়া যবনগণের পা'য়ে ধরে ।
"কিছু দিব, অল্প করি মারহ উহারে ॥"
তথাপিহ দয়া নাহি জন্মে পাপিগণে ।
বাজারেবাজারে মারে মহা-ক্রোধ-মনে ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে ।
অল্প দুঃখো নাহি জন্মে এতেক প্রহারে ॥
অসুর-প্রহারে যেন প্রহ্লাদবিগ্রহে ।
কোনো দুঃখ না জন্মিল ॥ সর্ব্ব-শাস্ত্রে কহে ॥
এইমত যবনের অশেষ-প্রহারে ।
দুঃখ না জন্ময়ে হরিদাসঠাকুরেরে ॥
হরিদাস-স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা ।
ছিণ্ডে সেইক্ষণে, হরিদাসের কি কথা ॥
সবে যে সকল পাপিগণ তাঁরে মারে ।
তার লাগি দুঃখ-মাত্র ভাবেন অন্তরে ॥

* 'হও' । † 'কেবল' । ‡ 'ভিলা' বা 'বেড়ি' ।
§ 'সভারে কাজী' ।
¶ 'সে এ সব পাপে তরে' বা 'শেষে পাপেতে নিস্তরে' ।

* 'বেঢ়িল' । † 'নির্ঘাত' । ‡ '[illegible]' ।
§ 'উচ্চট' 'উর্ব্বিষ্ট' বা 'উচ্ছৃষ্ট' । ¶ '[illegible]' ।
॥ 'পাইল' বা 'জানিল' ।

"এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ * ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সভার অপরাধ ॥"
এই মত পাপিগণ নগরেনগরে।
প্রহার করয়ে হরিদাসঠাকুরে ॥
দৃঢ় করি মারে তারা প্রাণ লইবারে।
মনস্পথো নাহি হরিদাসের প্রহারে ॥ †
বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে।
"মানুষের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে ॥
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ-বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে।
মরেওনা, আরো ‡ দেখি হাসে ক্ষণেক্ষণে।
এ পুরুষ পীর বা ?" সভেই ভাবে মনে § ॥
যবন-সকল বোলে "অয়ে হরিদাস !
তোমা' হৈতে আমা' সভার হইবেক ¶ নাশ ॥
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার।
কাজী প্রাণ লইবেক আমা'সভাকার ॥"
হাসিয়া বোলেন হরিদাস মহাশয়।
"আমি জীলে যদি তোমা' সভার মন্দ হয় ॥
তবে আমি মরি এই দেখ বিদ্যমান।"
এত বলি আবিষ্ট হইলা করি ধ্যান ॥
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত প্রভু হরিদাস।
হইলেন অচেষ্ট, ‖ কোথাও নাহি শ্বাস ॥
দেখিয়া যবনগণ বিস্মিত হইল।
মুলুকপতির দ্বারে নিঞা ফেলাইল।

"মাটি দেহ' নিঞা" বোলে মুলুকের পতি।
কাজী কহে "তবে ত পাইব ভাল-গতি ॥
বড় হই যেন করিলেক নীচ-কর্ম্ম ॥
অতএব ইহারে জুয়ায় এই * ধর্ম্ম ॥
মাটি দিলে পরলোকে † হইবেক ভাল।
গাঙ্গে ফেল, যেন দুঃখ পায় চিরকাল ॥"
কাজীর বচনে সব ধরিয়া যবনে।
গাঙ্গে ফেলাইতে সভে তোলে গিয়া তানে ॥‡
গাঙ্গে নিতে তোলে যদি ‡ যবন-সকল।
বসিলেন হরিদাস হইয়া ¶ নিশ্চল ॥
ধ্যানানন্দে বসিলা ঠাকুর-হরিদাস।
বিশ্বম্ভর-দেহে আসি করিলা ‖ প্রকাশ ॥
বিশ্বম্ভর-অধিষ্ঠান হইল শরীরে।
কার্ শক্তি আছে হরিদাসে নাড়িবারে ॥
মহা-বলবন্ত সব চতুর্দ্দিগে ঠেলে।
মহা-স্তম্ভ § প্রায় প্রভু আছেন নিশ্চলে ॥
কৃষ্ণানন্দ-সুধাসিন্ধু-মধ্যে হরিদাস।
মগ্ন হই আছেন, বাহ্য নাহি পরকাশ ॥
কিবা অন্তরীক্ষে, কিবা পৃথ্বীতে, গঙ্গায়।
না জানেন হরিদাস, আছেন কোথায় ॥
প্রহ্লাদের যেহেন স্মরণ কৃষ্ণভক্তি।
সেইমত হরিদাসঠাকুরের শক্তি ॥

---

* 'প্রভু'। † 'মনস্পথ্য নাহি হরিদাসঠাকুরেরে'।
‡ 'মরণে না দুঃখ' বা 'মনেও না ভাবে'।
§ 'ভাবেন মনে মনে'।
¶ 'আমরা মজায় হৈব,' 'আমা'সভার হৈল সর্ব্ব' বা 'আমরা মজেই হৈনু'। ‖ 'আবিষ্ট'।

* 'হেন' বা 'সেই'। † 'পরকালে'।
‡ 'গঙ্গায় ফেলিয়া দেল যথা যায় স্থানে' বা 'গাঙ্গে ফেলাইতে সভে তুলিলেন (ধরিলেক) তানে'।
§ 'গঙ্গায় ফেলিতে নিলে' বা 'গাঙ্গে দিতে ধরিলেক'।
¶ পরম। ‖ 'হইলা'। § 'শম্ভু'।

হরিদাসে এ সকল * কিছু চিত্র নহে।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহার হৃদয়ে ॥
রাক্ষসের বন্ধন যেহেন হনুমান।
আপনে লইলা করি ব্রহ্মার সম্মান ॥†
এইমত হরিদাসো যবনপ্রহার।
জগতের শিক্ষা লাগি করিলা স্বীকার ॥
"অশেষ-দুর্গতি হই ‡ যদি যায় প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম ॥"
অন্যথা গোবিন্দ-হেন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লঙ্ঘিতে ॥
হরিদাস-স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা।
খণ্ডে সেইক্ষণে, হরিদাসের কি কথা ॥
সত্যসত্য হরিদাস জগত-ঈশ্বর §।
চৈতন্যচন্দ্রের মহা-মুখ্য অনুচর ॥
হেনমতে হরিদাস ভাসেন গঙ্গায়।
ক্ষণেকে হইল বাহ্য ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥
চৈতন্য পাইয়া হরিদাস মহাশয়।
তীরে আসি উঠিলেন পরানন্দময় ॥
সেইমতে আইলেন ফুলিয়ানগরে।
কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে ॥
দেখিয়া অদ্ভুত-শক্তি সকল যবন।
সভার খণ্ডিল হিংসা, ভাল হৈল মন ॥
পীর-জ্ঞান করি সভে কৈল নমস্কার।
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার ॥
কথোক্ষণে বাহ্য পাইলেন হরিদাস।
মুলুকপতিরে চা'হি হৈল কৃপা-হাস ॥

সম্ভ্রমে মুলুকপতি জুড়ি দুই কর।
বলিতে লাগিলা কিছু বিনয়-উত্তর ॥
"সত্যসত্য জানিলাঙ তুমি মহা-পীর।
একজ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির ॥
যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র * বোলে।
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা-কুতূহলে ॥
তোমারে দেখিতে মুঞি আইলুঁ এথারে †।
সব দোষ মহাশয়! ক্ষমিবে আমারে ॥
সকল তোমার সম,—শত্রু মিত্র নাঞি।
তোমা' চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাঞি ‡ ॥
চল তুমি, শুভ কর' আপন ইচ্ছায়।
গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন-§গোফায় ॥
অপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা-তথা।
যে তোমার ইচ্ছা, তাহি ¶ করহ সর্ব্বথা ॥"
হরিদাসঠাকুরের চরণ ‖ দেখিলে।
উত্তমের কি দায়, অধম $ দেখি ভুলে ॥
এত ক্রোধে আনিলেক মারিবার তরে।
পীর-জ্ঞান করি, আর × পা'য়ে পাছে ধরে ॥
যবনেরে কৃপাদৃষ্টি করিয়া প্রকাশ।
ফুলিয়ায় আইলেন ঠাকুর-হরিদাস ॥
উচ্চ করি হরিনাম লইতেলইতে।
আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণসভাতে ॥
হরিদাসে দেখি ফুলিয়ার বিপ্রগণ।
সভেই হইলা অতি পরানন্দ-মন ॥
হরিধ্বনি বিপ্রগণ লাগিলা করিতে।
হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে ॥

---

* 'হরিদাসের এই সব' বা 'হরিদাসঠাকুরের'।
† 'ইচ্ছা করি লইলেন ব্রহ্মার শরণ (সম্মান)'।
‡ 'হয়'। § 'পূর্ণ বিপ্রবর'।

* 'সব মাত্র মুখে কেবল'। † 'আনিলুঁ তোমারে'।
‡ 'কাঞি?'। § 'আপন'। ¶ 'তুমি'।
‖ 'শ্রীমুখ'। $ 'যবন'। × 'যার' বা 'আরো'।

অদ্ভুত অনন্ত হরিদাসের বিকার।
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার ॥
আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে।
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ মহানন্দে ভাসে ॥
স্থির হই ক্ষণেকে বসিলা হরিদাস।
বিপ্রগণ বসিলেন বেঢ়ি চারিপাশ ॥
হরিদাস বোলেন "শুনহ বিপ্রগণ!
দুঃখ না ভাবিহ কিছু আমার কারণ ॥
প্রভু-নিন্দা আমি শুনিলাঙ যে অপার।
তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বরে আমার ॥
ভাল হৈল, ইথে বড় পাইলুঁ সন্তোষ।
অল্প শাস্তি করি ক্ষমিলেন বড়-দোষ ॥
কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণু-নিন্দন-শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিল পাপ-কাণে ॥
যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বরে তাহার।
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার ॥"
হেনমতে হরিদাস বিপ্রগণ-সঙ্গে।
নির্ভয়ে করেন সঙ্কীর্ত্তন মহা-রঙ্গে * ॥
তাহানেও দুঃখ দিল যে-সব যবনে।
সবংশে উচ্ছিন্ন তারা হৈল কথোদিনে ॥
তবে হরিদাস গঙ্গাতীরে গোফা † করি।
থাকেন বিরলে অহর্নিশ 'কৃষ্ণ' স্মরি ॥
তিন-লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফাই হইল তান বৈকুণ্ঠভবন ॥
মহা-নাগ বৈসে সেই গোফার ভিতরে।
তার জ্বালা প্রাণি-মাত্র সহিতে না পারে ॥
হরিদাসঠাকুরেরে সম্ভাষা করিতে।
যতেক আইসে, কেহো না পারে রহিতে‡ ॥

পরম বিষের জ্বালা সভেই পায়েন।
হরিদাস পুনী ইহা কিছু না জানেন ॥
বসিয়া করেন যুক্তি সর্ব্ব-বিপ্রগণে।
"হরিদাস-আশ্রমে এতেক জ্বালা কেনে?
সেই ফুলিয়ায় বৈসে মহাবৈদ্যগণ।
তারা আসি জানিলেক সর্পের কারণ ॥
বৈদ্য বলিলেক "এই গোফার তলায়।
মহা এক নাগ আছে, তাহার জ্বালায় ॥
রহিতে না পারে কেহো, কহিল নিশ্চয়।
হরিদাস সত্বরে চলুন অন্যাশ্রয় ॥
সর্পের সহিত বাস কভু যুক্ত নহে।
চল সভে কহি গিয়া তাহান আলয়ে* ॥"
তবে সভে আসি হরিদাসঠাকুরেরে।
কহিলা বৃত্তান্ত সেই গোফা ছাড়িবারে ॥
"মহা-নাগ বৈসে এই গোফার ভিতরে।
তাহার জ্বালায় কেহো রহিতে না পারে ॥
অতএব এখানে রহিতে যোগ্য নহে।
অন্য স্থানে আসি তুমি করহ আশ্রয়ে † ॥"
হরিদাস বোলেন "অনেক দিন আছি।
কোনো জ্বালা রিষ্ট‡ এ গোফায় নাহি বাসি ॥
সবে দুঃখ, তোমরা যে না পার' সহিতে।
এতেকে চলিব কালি আমি যে-সে-ভিতে ॥
সত্য যদি ইহাতে থাকেন মহাশয়।
তিঁহো যদি কালি না ছাড়েন এ আলয় ॥ §
তবে আমি কালি ছাড়ি যাইব সর্ব্বথা।
চিন্তা নাহি তোমরা বোলহ কৃষ্ণগাথা ¶ ॥

* 'হরি-সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে'। † 'গোঁফা'। ‡ 'সহিতে'।

* 'আশয়ে' বা 'আশ্রয়ে'। † 'আশ্রয়ে'।
‡ 'বিষ'। § 'তেঁহো যদি না ছাড়য়ে এ সব আলয়'।
¶ 'কথা'।

এইমত কৃষ্ণ-কথা মঙ্গল কীর্ত্তনে।
থাকিতে, অদ্ভুত অতি হৈল সেইক্ষণে॥
"হরিদাস ছাড়িবেন" শুনিঞা বচন।
মহানাগ স্থান ছাড়িলেন সেইক্ষণ॥
গর্ত্ত হৈতে উঠি সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে।
সভেই দেখেন চলিলেন অন্য-দেশে॥
পরম-অদ্ভুত সর্প—মহা-ভয়ঙ্কর।
পীত-নীল-শুক্লবর্ণ—পরম-সুন্দর॥
মহামণি জ্বলিতেছে মস্তক-উপরে।
দেখি ভয়ে বিপ্রগণ 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' স্মরে॥
সর্প সে চলিয়া গেল, * জ্বালা নাহি আর।
বিপ্রগণ হইলেন সন্তোষ অপার॥
দেখি হরিদাসঠাকুরের মহা-শক্তি।
বিপ্রগণের জন্মিল বিশেষ তাঁরে ভক্তি॥
হরিদাসঠাকুরের এ কোন্ প্রভাব।
যাঁর বাক্য-মাত্র স্থান ছাড়িলেন নাগ॥
যাঁর দৃষ্টিমাত্র † ছাড়ে অবিদ্যা-বন্ধন।
কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরিদাসের বচন॥
আর এক শুন তান অদ্ভুত আখ্যান।
নাগরাজে যে কহিলা মহিমা তাহান॥
একদিন এক বড়লোকের মন্দিরে।
সর্পক্ষত ভক্ত নাচে বিবিধ প্রকারে॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা-গীত—তার মন্ত্র-ঘোরে।
ভক্ত বেড়ি সভেই গায়েন উচ্চস্বরে॥
দৈবগতি তথায় আইলা ‡ হরিদাস।
ভক্ত-নৃত্য দেখেন হইয়া এক-পাশ॥
মনুষ্য-শরীরে নাগ-রাজ মন্ত্র-বলে।
অধিষ্ঠান হইয়া নাচয়ে কুতূহলে॥

কালিদহে করিলেন যে নাট্য ঈশ্বরে।
সেই গীত গায়েন কারুণ্য উচ্চ * স্বরে॥
শুনি নিজ প্রভুর মহিমা হরিদাস।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, নাহি শ্বাস॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই, করিয়া হুঙ্কার।
আনন্দে লাগিলা নৃত্য করিতে অপার॥
হরিদাসঠাকুরের আবেশ দেখিয়া।
একভিত হই ভক্ত রহিলেন গিয়া॥
গড়াগড়ি যায়েন ঠাকুর হরিদাস।
অদ্ভুত পুলক-অশ্রু-কম্পের প্রকাশ॥
রোদন করেন হরিদাস-মহাশয় †।
শুনিঞা প্রভুর গুণ হইলা তন্ময় ‡॥
হরিদাসে বেড়ি সভে গায়েন হরিষে।
জোড়হস্তে রহি ভক্ত দেখে একপাশে॥
ক্ষণেকে রহিল হরিদাসের আবেশ।
পুন আসি ভক্ত নৃত্যে করিলা প্রবেশ॥
হরিদাসঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
সভেই হইলা অতি আনন্দ-বিশেষ॥
যেখানে পড়য়ে তান চরণের ধূলি।
সভেই লেপেন অঙ্গে হই কুতূহলী॥
আর এক ঢঙ্গ বিপ্র থাকি সেইখানে §।
"মুঞিও নাচিমু আজি" গণে' মনেমনে॥
বুঝিলাঙ "নাচিলেই অবোধ ¶ বর্ব্বরে।
অল্প-মনুষ্যেরেও পরম ভক্তি করে॥"
এত ভাবি সেইখানে ‖ আছাড় খাইয়া।
পড়িল যেহেন মহা-অচেষ্ট হইয়া॥

* 'সর্প চলিলেন স্থানে'। † 'পাছে'। ‡ 'গেলেন'।

* 'গণ' † 'মহাশয় হরিদাস'। ‡ 'উদাস'।
§ 'সেইক্ষণে'। ¶ 'অবুধ' বা 'অধম'। ‖ 'ক্ষণে'।

যেই-মাত্র পড়িল ভক্তের নৃত্য-স্থানে।
মারিতে লাগিলা ডঙ্ক মহা-ক্রোধ-মনে॥
আশেপাশে ঘাড়েমুড়ে বেত্রের প্রহার।
নির্ঘাত মারয়ে ডঙ্ক, রক্ষা নাহি আর॥
বেত্রের প্রহারে বিপ্র জর্জ্জর হইয়া।
'বাপ বাপ' বলি ত্রাসে * গেল পলাইয়া॥
তবে ডঙ্ক নিজ-সুখে নাচিলা বিস্তর।
সভার জন্মিল বড় বিস্ময় অন্তর॥
জোড়হস্তে সভে জিজ্ঞাসেন ডঙ্ক-স্থানে।
"কহ দেখি এ বিপ্রেরে মারিলে বা কেনে॥
হরিদাস নাচিতে বা জোড়হস্ত কেনে।
রহিলা ; এ সব কথা কহ ত আপনে ?"
তবে সেই ডঙ্ক-মুখে বিষ্ণুভক্ত নাগ।
কহিতে লাগিলা হরিদাসের প্রভাব॥
"তোমরা যে জিজ্ঞাসিলা এ বড় রহস্য।
যদ্যপি অকথ্য, তভো কহিব অবশ্য॥
হরিদাসঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
তোমরা যে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ॥
তাহা দেখি, ও ব্রাহ্মণ আহার্য্য † করিয়া।
পড়িলা মাৎসর্য্য-বুদ্ধ্যে আছাড় খাইয়া॥
আমারো কি নৃত্য-সুখ ভঙ্গ করিবারে।
আহার্য্যে মাৎসর্য্যে কোনো জন শক্তি ধরে ?
হরিদাস-সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করি করে ‡।
অতএব শাস্তি বহু § করিল উহারে॥
'বড়-লোক করি লোকে জানুক আমারে।'
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে॥

এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণ*ভক্তি পাই॥
এই যে দেখিলে নাচিলেন হরিহাস।
ও নৃত্য দেখিলে সর্ব্ব-বন্ধ হয় নাশ॥
হরিদাস-নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয়ে ও-নৃত্য-দেখনে॥
উহান সে যোগ্য পদ 'হরিদাস্' নাম।
নিরবধি কৃষ্ণ বদ্ধ † হৃদয়ে উহান॥
সর্ব্বভূতবৎসল সভার উপকারী।
ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিজন্মে অবতারী ‡॥
উহিঁ § সে নিরপরাধ বিষ্ণু-বৈষ্ণবেতে।
স্বপ্নেও উহান দৃষ্টি ¶ না যায় বিপথে॥
তিলার্দ্ধ উহান সঙ্গ যে জীবের হয়।
সে অবশ্য পায় কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয়॥
ব্রহ্মা-শিবো হরিদাস-হেন-ভক্ত-সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥
'জাতি কুল সর্ব্ব নিরর্থক' বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ‖॥
'অধম-কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে-ই সে পূজ্য' সর্ব্ব$শাস্ত্রে কয়॥
উত্তমকুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে × মজে'॥
এ সকল বেদ-বাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম-কুলেতে॥

---

* 'শেষে'। † 'রহস্য' বা 'আশ্চর্য্য'।
‡ 'ভঙ্গ করিবারে'। § 'আমি'।

* 'বিষ্ণু'। † 'চক্র'। ‡ 'অবতরি'।
§ 'উহি'। ¶ 'মন'।
‖ 'হরিদাস অধম-কুলেতে'। $ 'বেদে'।
× 'কুলে তার কিছু নহে নরকে সে'।

প্রহ্লাদ যেহেন দৈত্য, কপি হনুমান।
সেইমত হরিদাস নীচ-জাতি নাম * ॥
হরিদাস-স্পর্শে বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন † ॥
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেও হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি-কর্ম্মপাশ ॥
হরিদাস-আশ্রয় করিব যেই জন।
তানে দেখিলেও খণ্ডে সংসারবন্ধন ॥
শত-বর্ষে শত-মুখে উহান মহিমা।
কহিলেও নাহি পারি ‡ করিবারে সীমা ॥
ভাগ্যবন্ত তোমরা সে, তোমা'সভা'হৈতে।
উহান মহিমা কিছু আইল মুখেতে ॥
সকৃত § যে বলিবেক হরিদাস-নাম।
সত্যসত্য সেহ যাইবেক কৃষ্ণধাম ॥"
এত বলি মৌন হইলেন নাগরাজ।
তুষ্ট হইলেন শুনি সজ্জন-সমাজ ॥
হেন হরিদাসঠাকুরের অনুভাব।
কহিয়া আছেন পূর্ব্বে শ্রীবৈষ্ণব-¶নাগ ॥
সভার পরম প্রীতি হরিদাস-প্রতি।
নাগ-মুখে শুনিঞা বিশেষ ‖ হৈল অতি ॥
হেনমতে বৈসেন ঠাকুর হরিদাস।
গৌরচন্দ্র না করেন ভক্তির প্রকাশ ॥
সর্ব্বদিগে বিষ্ণুভক্তি-শূন্য সর্ব্বজন।
উদ্দেশ না জানে কেহো কেমন কীর্ত্তন $ ॥
কোথাও নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সভেই করয়ে পরিহাস ॥

আপনাআপনি সব সাধুগণ মেলি।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি ॥
তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে।
পাষণ্ডেপাষণ্ডে মেলি বল্‌গিয়াই * মরে ॥
"এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহাসভা' হৈতে হৈব দুর্ভিক্ষ-প্রকাশ ॥
এ বামনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবক-কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে ॥
গোসাঞির শয়ন হয় বর্ষা † চারিমাস।
ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক ॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে ক্রুদ্ধ হইব ‡ গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে, ইথে দ্বিধা নাঞি ॥"
কেহো বোলে "যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে §।
তবে এ-গুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে ॥"
কেহো বোলে "একাদশী-নিশি-জাগরণ।
করিব গোবিন্দ-নাম করি উচ্চারণ ॥
প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ ?"
এইমত বোলে যত ¶ মধ্যস্থ-সমাজ ॥
দুঃখ পায় শুনিঞা সকল-‖ভক্তগণ।
তথাপি না ছাড়ে কেহো উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন ॥
ভক্তিযোগে লোকের দেখিয়া অনাদর।
হরিদাসো দুঃখ বড় পায়েন অন্তর ॥
তথাপিহ হরিদাস উচ্চ-স্বর করি।
বোলেন প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন মুখ ভরি ॥
ইহাতেও অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপিগণ।
না পারে শুনিতে উচ্চ-হরিসঙ্কীর্ত্তন ॥

* 'অধমকুলে জন্ম'। † 'মার্জ্জন'।
‡ 'না পারিব'। § 'সুকৃতি'। ¶ 'শ্রীবৈকুণ্ঠ'।
‖ 'শুনি হরষিত'। $ 'কেন সঙ্কীর্ত্তন'।

* 'ব্যঙ্গিয়াই'। † 'শয়ন বরিষা'।
‡ 'হইয়া'। § 'বড়ে'।
¶ 'কথো'। ‖ 'শুনিঞা শুনিঞা'।

হরিনদী-গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন * ।
হরিদাস দেখি ক্রোধে বোলয়ে বচন ॥
"অয়ে হরিদাস ! একি ব্যাভার তোমার ।
ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার ॥
মনেমনে জপিবা, এই সে † ধর্ম্ম হয় ।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয় ॥
কার্ শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে ।
এই ত পণ্ডিত-সভা বোলহ ইহাতে ?"
হরিদাস বোলেন 'ইহার যত তত্ত্ব ।
তোমরা সে জান' হরিনামের মহত্ত্ব ॥
তোমরা-সভার মুখে শুনিঞা সে আমি ।
বলিতেছি, বলিবাও যেবা কিছু জানি ॥
উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণ্য হয় ।
দোষ ত না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয় ॥"

তথাহি—

"উচ্চৈঃ শতগুণম্ভবেৎ" ইতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

উচ্চস্বরে নাম গ্রহণ করিলে শতগুণ [পুণ্য] হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

বিপ্র বোলে "উচ্চ-নাম করিলে উচ্চার ।
শত-গুণ পুণ্য ‡ হয়, কি হেতু ইহার ?"
হরিদাস বোলেন 'শুনহ মহাশয় !
যে তত্ত্ব § ইহার বেদে ভাগবতে কয় ॥"
সর্ব্ব-শাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে ।
লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দসুখে ॥
"শুন, বিপ্র ! সকৃত শুনিলে কৃষ্ণনাম ।
পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥

* 'বিপ্র-দুর্জ্জন'। † 'জপিবাও এ সে'।
‡ 'ফল'। § 'হেতু'।

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে (৩৪।১৭) সুদর্শনবাক্যং—

'যন্নাম গৃহ্নন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেব চ ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥" ২॥

টীকা।

কিঞ্চ ত্বৎপাদাব্জেন সাক্ষাৎ স্পৃষ্টোঽহং স্বলোকবর্ত্তিনঃ অন্যান্ গত্বা কস্পর্শেন কৃতার্থয়িষ্যামি, কিমুত আত্মানম্? ইত্যাহ, যন্নামেতি। নামৈকমপি, গৃহ্নন্—উচ্চারয়ন্, অপীতি শ্রদ্ধাদ্যপেক্ষা নিরস্তা; গৃহ্নন্ ইতি বর্ত্তমানত্বেন সম্পূর্ণত্বাপেক্ষা, অখিলান্ ইতি অধিকারাদ্যপেক্ষা, সদ্য ইতি কালাপেক্ষা চ। শ্রোতৄন ইতি কেবলশ্রবণপ্রাপ্তিরেব অভিপ্রেতা। ইবার্থে এবঃ; আত্মানমিবেতি দৃষ্টান্তত্বেন শ্রবণকীর্ত্তনয়োঃ অবিশেষোক্ত্যা মাহাত্ম্যবিশেষঃ সূচিতঃ চকারেণ তত্তৎসম্বন্ধিনোঽপি। তস্য পদা স্পৃষ্টঃ সন্, ভূয়ঃ—অধিকং যথা স্যাৎ তথা, সর্ব্বানেব তান্ হি—নিশ্চিতং, পুনাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।

জীব যাঁহার একটিমাত্রও নাম কেবল উচ্চারণ করিতে করিতেই, আপনাকে এবং আপনার ন্যায় নিখিল শ্রোতৃবর্গ ও সেই শ্রোতৃবর্গের সংসর্গি-দিগকে সদ্যই পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই তোমার চরণস্পৃষ্ট হইয়া আমিও যে নিশ্চয়ই আপনাকে ও আর আর সকলকে অধিকতররূপে পবিত্র করিব তাহার আর কথা কি ? ॥ ২ ॥

"পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে ।
শুনিলে সে হরিনাম তারা সব তরে' ॥
জপিলে সে কৃষ্ণ*-নাম আপনে সে তরে' ।
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর-†উপকার করে ॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে ।
শত-গুণ ফল হয় সর্ব্ব‡শাস্ত্রে বোলে ॥

* 'শ্রীকৃষ্ণ'। † 'সব'। ‡ 'বেদে'।

তথাহি শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যং—

"জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥"৩॥

টীকা।

জপত ইতি। হরিনামানি জপতঃ—স্বল্পম্ উচ্চারয়তো জনাৎ, উচ্চৈর্জপন্ জনঃ শতগুণাধিকো ভবতীতি, স্থানে—যুক্তম্। তৎ কুতঃ? যতঃ কেবলং হরিনাম জপন্ আত্মানমেব পুনাতি, উচ্চৈর্জপংস্তু আত্মানং তথা শ্রোতৄন্ অপি পুনাতি। অতস্তস্য শতগুণাধিকত্বং সাম্প্রতমেব। শতগুণাধিকমিতি পাঠে শতগুণাধিকং ফলং ভবতীত্যধ্যাহার্য্যম্। উচ্চৈর্জপস্তু কীর্ত্তনমেব; যথোক্তং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং ত্রিষষ্টিতমাঙ্কিতে শ্লোকে—"নামরূপগুণাদীনাম্ উচ্চৈর্ভাষ তু কীর্ত্তনম্।" ইতি, তত্রৈব পঞ্চষষ্টিতমাঙ্কিতে শ্লোকে—"মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে।" ইতি চ॥ ৩॥

অনুবাদ

হরিনাম-জপপরায়ণ জনের অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-জপকারী যে শত গুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা যুক্তিযুক্ত। কেননা, কেবল জপকারী আপনাকেই পবিত্র করেন, আর উচ্চৈঃস্বরে জপকারী আপনাকে এবং শ্রোতৃবৃন্দকে, সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন॥ ৩॥

"জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তনকারী।
শতগুণ অধিক পুরাণে কেনে * ধরি॥
শুন বিপ্র! মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দসঙ্কীর্ত্তন।
জন্তু-মাত্র শুনিঞাই পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইয়াও নর বিনে সর্ব্ব-প্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম হেন ধ্বনি॥

* 'শতগুণাধিক ফল পুরাণেতে'।

ব্যর্থজন্মা ইহারা নিস্তরে * যাহা হৈতে।
বোল দেখি কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে॥
কেহো আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহো বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ' উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে॥"
সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা-দুর্ব্বচন॥
"দরশনকর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস।
কালেকালে বেদপথ হয় দেখি নাশ॥
'যুগশেষে শূদ্রে বেদ করিব বাখানে'।
এখনেই তাহা দেখি, শেষে আর কেনে॥
এইরূপে আপনারে প্রকট করিয়া।
ঘরেঘরে ভাল ভোগ খাইস্ বুলিয়া॥†
যে ব্যাখ্যা করিলি তুই, এ যদি না লাগে।
তবে তোর নাক কাটি মুড়ি পূর' ‡ আগে॥"
শুনি বিপ্রাধমের বচন হরিদাস।
'হরি' বলি ঈষত হইল কিছু হাস॥
প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া।
চলিলেন উচ্চ করি কীর্ত্তন গাইয়া॥
যে বা পাপি-সভাসদ সেহো পাপমতি।
উচিত উত্তর কিছু না করিল ইথি॥
এ সকল রাক্ষস, ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এই সব জন যম-যাতনার পাত্র॥
কলিযুগে রাক্ষসসকল বিপ্রঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥

* 'ব্যর্থ জন্ম পাইয়া নিস্তার'।
† 'ভালে ঘরে ঘরে ভোগ বুলিস্ খাইয়া'।
‡ 'নাক কাণ কাটি পুন (ফেলি)'।

তথাহি বরাহপুরাণে মহেশবাক্যং—

"রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্ *॥" ৪॥

টীকা

রাক্ষসা ইতি। অত্র শ্রোত্রিয়াণাং কৃশত্বং তাবৎ বেদাধ্যয়নাদি-স্বধর্ম্মপরিহীনত্বমেব ;—'জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যাভ্যাসী ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব হি ॥' (পাদ্মোত্তরখণ্ডে ১১৩ অধ্যায়ে) ইত্যস,—"একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য চ। ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ ॥' (দানকমলাকরে) ইত্যত্রচ বেদাধ্যয়নাদি স্বধর্ম্মপরিপালনত্বমেব শ্রোত্রিয়স্য শ্রোত্রিয়ত্বং নিরূপিতং শাস্ত্রকৃদ্ভিঃ, কলিপ্রভাবেন তদ্ধর্ম্মাপরিপালনাৎ তেষাং কার্শ্যং সঞ্জাতমিত্যবগন্তব্যম্। যদ্বা স্বল্পসংখ্যকত্বমেবাত্র তেষাং কৃশত্বম্। কলৌ খলু ব্রাহ্মণা বেদবিদ্যাবিহীনা ভবিষ্যন্তীতি পুরাণেতিহাসাদিষু বহুশঃ প্রদর্শিতমস্তি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।

রাক্ষসগণ কলিযুগ আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণ করে; আর সেই ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া, কালপ্রভাবে যাঁহাদিগের দশবিধ সংস্কার ও বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি অথবা যাহাদিগের সংখ্যা কৃশ বা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, সেই শ্রোত্রিয়কুলকে বাধা প্রদান করিতে থাকে। ৪ ॥

এ সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে মহেশবাক্যং—

"কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ ॥" ৫

অনুবাদ।

এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব,—ব্রাহ্মণ হইয়াও যাহারা অবৈষ্ণব প্রমাদবশতও তাহাদের সম্ভাষণ ও স্পর্শন পরিত্যাগ করিবে ॥ ৫ ॥

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও যায় পুণ্য ক্ষয় ॥
সে বিপ্রাধমের কথোদিবস থাকিয়া।
বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া ॥
হরিদাসঠাকুরেরে বলিলেক যেন।
কৃষ্ণও তাহার শাস্তি করিলেন তেন ॥

ভক্তিশূন্য * জগত দেখিয়া হরিদাস।
দুঃখে 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলি ছাড়েন নিশ্বাস ॥
কথোদিনে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা করি।
আইলেন হরিদাস নবদ্বীপপুরী ॥
হরিদাসে দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
হইলেন অতিশয় পরানন্দমন ॥
আচার্য্যগোসাঞিও হরিদাসেরে পাইয়া।
রাখিলেন প্রাণ হৈতে অধিক করিয়া ॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রীতি হরিদাস-প্রতি।
হরিদাসো করেন সভারে ভক্তি অতি ॥
পাষণ্ডিসকলে যত দেই বাক্যজ্বালা।
অন্যোহন্যে সব তাহা কহিতে লাগিলা ॥
গীতা ভাগবত লই সর্ব্বভক্তগণ।
অন্যোহন্যে বিচারে থাকেন সর্ব্বক্ষণ ॥

যে জনে শুনয়ে পড়ে এ সব আখ্যান।
তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীহরিদাসমহিমবর্ণনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

---

* 'কুশান'।

* 'বিষয়েতে মগ্ন' বা 'অতি মুগ্ধ'।

দ্বাদশ অধ্যায়।

———:০:———

জয়জয় শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দপ্রিয় নিত্য-কলেবর॥
জয় সর্ব্ব-বৈষ্ণবের ধন মন * প্রাণ।
কৃপাদৃষ্ট্যে কর' প্রভু সর্ব্বজীবে ত্রাণ॥
আদিখণ্ড-কথা ভাই! শুন সাবধানে †।
শ্রীগৌরসুন্দর গয়া চলিলা যেমনে॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অধ্যাপক-শিরোমণি-রূপে করে বাস॥
চতুর্দ্দিগে পাষণ্ড বাঢ়য়ে গুরুতর ‡।
ভক্তিযোগ নাম হৈল শুনিতে দুষ্কর॥
মিথ্যা-রসে অতি লোকের আদর।
ভক্ত-সব দুঃখ বড় ভাবেন অন্তর॥
প্রভু সে আবিষ্ট হই আছেন অধ্যয়নে।
ভক্তসভে দুঃখ পায় দেখেন আপনে॥
নিরবধি বৈষ্ণবসভেরে § দুষ্টগণে।
নিন্দা করি বুলে, ¶ তাহা শুনেন আপনে॥
চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্মপ্রকাশ করিতে।
ভাবিলেন "আগে আসিগিয়া গয়া হৈতে॥"
ইচ্ছাময় শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।
গয়াভূমি দেখিতে হইল ইচ্ছা তান॥
শাস্ত্রবিধিমত শ্রাদ্ধকর্ম্মাদি করিয়া।
যাত্রা করি চলিলা অনেক শিষ্য লৈয়া॥

জননীর আজ্ঞা লই মহা-হর্ষ-মনে।
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া-দরশনে॥
সর্ব্ব দেশ গ্রাম করি পুণ্য*-তীর্থময়।
শ্রীচরণ হৈল গয়া দেখিতে বিজয়॥
ধর্ম্মকথা বাকোবাক্য পরিহাস রসে।
মন্দারে আইলা প্রভু কথোক দিবসে॥
দেখিয়া মন্দার-মধুসূদন তথায়।
ভ্রমিলেন সকল-পর্ব্বত স্বলীলায় †
এইমত কথো পথ আসিতেআসিতে।
আরদিন জ্বর প্রকাশিলেন দেহেতে॥
প্রাকৃত-লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লোক-শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর॥
মধ্য-পথে জ্বর প্রকাশিলেন ঈশ্বরে।
শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্তরে॥
পথে রহি করিলেন বহু প্রতিকার।
তথাপি না ছাড়ে জ্বর, হেন ‡ ইচ্ছা তাঁর॥
তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে।
'সর্ব্ব-দুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক-পানে॥'
বিপ্রপাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে॥
বিপ্রপাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর।
সেইক্ষণে সুস্থ হৈলা, আর নাহি জ্বর॥

---

* 'জয়জয় সর্ব্ব-বৈষ্ণবের ধন'। † 'একমনে'।
‡ 'বহুতর'। § 'বৈষ্ণবের সব'। ¶ 'নিন্দা করে বোলে'।

* 'মহা'। † 'সুলীলায়'। ‡ যেন।

ঈশ্বর সেঙ্গ * করে বিপ্রপাদোদক-পানে।
এ তান স্বভাব বেদ-পুরাণ-প্রমাণে † ॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং (৪।১১)—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ ॥" ১ ॥

টীকা।

নমু নিত্যজন্মাদিমনোজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরস্তং ময়াবগতঃ ক্বচিৎ অঙ্গুষ্ঠমাত্রাদিরূপি ঈশ্বরো জন্মাদিশূন্যঃ শ্রূয়তে তৎ কিং তব স্বরূপাসনস্য চ বৈবিধ্যং ভবেদিতি চেৎ? তত্র ইত্যাহ, যে যথেতি। যে—ভক্তাঃ, মাম্—এবং বৈদূর্য্যমিব বহুরূপং সর্ব্বেশ্বরং, যথা—যেন প্রকারেণ, ভাবেনেতি যাবৎ, প্রপদ্যন্তে—ভজন্তি, তান্, অহং—তাদৃশঃ, তথৈব—তদ্ভাবানুসারিণা রূপেণ ভাবেন চ, ভজামি—সাক্ষাৎ ভবন্ননুগৃহ্ণামি। ন্যূনতাম্ এবকারো নিবর্ত্তয়তি। অতঃ, মম—একস্যৈব বহুরূপস্য, বর্ত্ম—বহুবিধমুপাসনমার্গম্, অনাদিপ্রবৃত্ত-তদুপাসকপরম্পরানুকম্পিতা মনুষ্যাঃ সর্ব্বে, অনুবর্ত্তন্তে—অনুসরন্তি ॥১ ॥

অনুবাদ।

যাহারা যেরূপে আমাকে ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে সেইরূপেই আমি ভজনা করিয়া থাকি! পার্থ! মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমারই পথ অনুসরণ করিয়া থাকে ॥১॥

যে তাহান দাস্য-পদ ভাবে নিরন্তর।
তাহারো অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর ॥
অতএব নাম তান 'সেবকবৎসল'।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভৃত্য ‡-বল ॥
সর্ব্বত্র রক্ষক হেন প্রভুর চরণ।
বোল দেখি কেমতে ছাড়িব ভক্তগণ?
হেনমতে করি প্রভু জ্বরের বিনাশ।
'পুনঃপুনা'-তীর্থে আসি হইলা প্রকাশ ॥
স্নান করি পিতৃ-দেব করিয়া অর্চ্চন।
গয়াতে প্রবিষ্ট হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥
গয়া-তীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া।
নমস্করিলেন প্রভু শ্রীকর জুড়িয়া ॥
ব্রহ্মকুণ্ডে আসি প্রভু করিলেন স্নান।
যথোচিত কৈলা পিতৃদেবের সম্মান ॥
তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে।
পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে ॥
বিপ্রগণে বেড়িয়াছে শ্রীচরণস্থান।
শ্রীচরণে মালা যেন দেউল *-প্রমাণ ॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার।
কত পড়িয়াছে, লেখা-জোখা নাহি তার ॥
চতুর্দ্দিগে দিব্য রূপ ধরি বিপ্রগণ।
করিতেছে পাদপদ্ম-প্রভাব-বর্ণন ॥
"কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা † যে চরণ।
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন ॥
বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত-জন!
"তিলার্দ্ধেকো যে চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র।
যম তার না হয়েন অধিকারপাত্র ॥
যোগেশ্বর-সভেরো দুর্ল্লভ যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত-জন!
"যে চরণে ভাগীরথী হইলা প্রকাশ।
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে ‡ দাস ॥
অনন্ত-শয্যায় অতি-প্রিয় যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত-জন!"
চরণপ্রভাব শুনি বিপ্রগণ-মুখে।
আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দসুখে ॥

* 'সে'। † 'পুরাণে বাখানে'। ‡ 'ভক্ত'।

* 'পর্ব্বত'। † 'হৃদয়ের ধন'। ‡ 'যাহারে না ছাড়ে হৃদে'।

অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্মনয়নে ।
লোমহর্ষ কম্প হৈল চরণদর্শনে ॥
সর্ব্বজগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র ।
প্রেমভক্তি-প্রকাশের করিলা আরম্ভ ॥
অবিচ্ছিন্ন-গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে ।
পরম অদ্ভুত রহি * দেখে বিপ্রগণে ॥
দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে ।
আইলেন ঈশ্বর-ইচ্ছায় সেইস্থানে ॥ †
ঈশ্বরপুরীরে দেখি শ্রীগৌরসুন্দর ।
নমস্করিলেন বড় ‡ করিয়া আদর ॥
ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্রেরে দেখিয়া ।
আলিঙ্গন করিলেন মহা-হর্ষ হৈয়া ॥
দোঁহার বিগ্রহ দোঁহাকার প্রেমজলে ।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ-কুতূহলে ॥
প্রভু বোলে "গয়াযাত্রা সফল আমার ।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার ॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ ।
সেহো যারে পিণ্ড দিয়ে, § তরে' সেই জন ॥
তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ ।
সেইক্ষণে সর্ব্ব-বন্ধ পায় ¶ বিমোচন ॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান ।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান ॥
সংসারসমুদ্র হৈতে উদ্ধারো আমারে ।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে ॥
'কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস-পান ।
আমারে করাও তুমি' এই চাহি দান ॥"

বোলেন ঈশ্বরপুরী "শুনহ পণ্ডিত ।
তুমি যে ঈশ্বর-অংশ অতি সুনিশ্চিত * ॥
যে তোমার পাণ্ডিত্য, যে চরিত্র তোমার ।
সেহো 'কি ঈশ্বর-অংশ-বই হয় আর ?
যেন আজি আমি শুভস্বপ্ন দেখিলাঙ ।
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাঙ ॥
সত্য কহি পণ্ডিত ! তোমার দরশনে ।
পরানন্দ-সুখ যেন পাই অনুক্ষণে ॥
যদবধি তোমা' দেখিয়াছি নদীয়ায় ।
তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায় ॥
সত্য এই কহি, ইথে কিছু অন্য নাই ।
কৃষ্ণ-দরশন-সুখ তোমা' দেখি পাই ॥"
শুনি প্রিয় ঈশ্বরপুরীর সত্য বাক্য ।
হাসিয়া বোলেন প্রভু "মোর বড় ভাগ্য ॥"
এইমত কত আর কৌতুক-সম্ভাষ ।
সত হৈল, তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস ॥
তবে প্রভু তান স্থানে অনুমতি লৈয়া ।
তীর্থশ্রাদ্ধ করিবারে বসিলা আসিয়া ॥
ফল্গুতীর্থে করি বালুকার পিণ্ড দান ।
তবে গেলা গিরিশৃঙ্গে প্রেতগয়া-স্থান † ॥
প্রেতগয়া-শ্রাদ্ধ করি শ্রীশচীনন্দন ।
দক্ষিণায়ে বাক্যে তুষিলেন বিপ্রগণ ।
তবে উদ্ধারিয়া পিতৃগণ সন্তর্পিয়া ‡ ।
দক্ষিণমানসে চলিলেন হর্ষ হৈয়া ॥
তবে চলিলেন প্রভু শ্রীরামগয়ায় ।
রাম-অবতারে শ্রাদ্ধ করিলা § যথায় ॥

---

* 'রষ' । † 'কৃপা করি তথাই করিলা উপাদানে' । ‡ 'অতি' বা 'প্রভু' । § 'দেয়' । ¶ 'হয়' ।

* 'জানিলুঁ নিশ্চিত' । † 'গিরিশৃঙ্গ প্রেতগয়া নাম' । ‡ 'সম্ভাষিয়া' । § 'কৈলেন' ।

এহো * অবতারে সেই স্থানে শ্রাদ্ধ করি।
তবে যুধিষ্ঠিরা-গয়া গেলা গৌরহরি॥
পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির পিণ্ড দিলেন তথায়।
সেই প্রীতে তথা শ্রাদ্ধ কৈলা গৌররায়॥
চতুর্দ্দিগে প্রভুরে বেড়িয়া বিপ্রগণ।
শ্রাদ্ধ করায়েন সভে পঢ়ান ‡ বচন॥
শ্রাদ্ধ করি প্রভু, পিণ্ড ফেলে যেই § জলে।
গয়ালি ব্রাহ্মণ সব ¶ ধরি ধরি গিলে॥
দেখিয়া হাসেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
সে সব বিপ্রেরো যত ‖ খণ্ডিল বন্ধন॥
উত্তরমানসে প্রভু পিণ্ড দান করি।
ভীমগয়া করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
শিবগয়া ব্রহ্মগয়া আদি যত আছে।
সব করি ষোড়শগয়ায় গেলা পাছে॥
ষোড়শগয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া।
সভারে দিলেন পিণ্ড শ্রদ্ধাযুক্ত $ হৈয়া॥
তবে মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে করি স্নান।
গয়াশিরে আসি করিলেন পিণ্ড-দান॥
দিব্য মালা চন্দন শ্রীহস্তে প্রভু লৈয়া।
বিষ্ণুপদাচহ্ন পূজিলেন হর্ষ হৈয়া॥
এইমত সর্ব্বস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া।
বাসায়ে চলিলা বিপ্রগণে সন্তোষিয়া॥
তবে মহাপ্রভু কথোক্ষণে সুস্থ হৈয়া।
রন্ধন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥
রন্ধন সম্পূর্ণ হৈল হেনই সময়।
আইলেন শ্রীঈশ্বরপুরী মহাশয়॥

প্রেমযোগে কৃষ্ণনাম বলিতেবলিতে।
আইলেন মত্তপ্রায় * ঢুলিতেঢুলিতে॥
রন্ধন এড়িয়া প্রভু পরম-সংভ্রমে।
নমস্করি তানে বসাইলেন আসনে॥
হাসিয়া বোলেন পুরী "শুনহ পণ্ডিত!
ভাল ত সময়ে হইলাঙ উপনীত॥"
প্রভু বোলে "যবে হৈল ভাগ্যের উদয়।
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর' মহাশয়!"
হাসিয়া বোলেন পুরী "তুমি কি খাইবে?" †
প্রভু বোলে "আমি অন্ন রান্ধিবাঙ সবে ‡॥"
পুরী বোলে "কি কার্য্যে করিবে আর পাক?
যে অন্ন আছয়ে তাহি কর' দুইভাগ॥"
হাসিয়া বোলেন প্রভু "যদি আমা' চাও।
যে অন্ন হৈয়াছে তাহা তুমি সব § খাও॥
তিলার্দ্ধেকে আর অন্ন রান্ধিবাঙ আমি!
না কর' সঙ্কোচ কিছু, ভিক্ষা কর' তুমি॥"
তবে প্রভু আপনার অন্ন তানে দিয়া।
আর অন্ন রান্ধিতে লাগিলা হর্ষ হৈয়া॥
হেন কৃপা প্রভুর ঈশ্বরপুরী-প্রতি।
পুরীরো নাহিক কৃষ্ণ-ছাড়া ¶ অন্য-মতি॥
শ্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরিশন।
পরানন্দ-সুখে পুরী করেন ভোজন॥
সেইক্ষণে রমা-দেবী অতি অলক্ষিতে।
প্রভুর নিমিত্তে অন্ন রান্ধিলা ত্বরিতে॥
তবে প্রভু আগে তানে ভিক্ষা করাইয়া।
আপনেও ভোজন করিলা হর্ষ হৈয়া॥

* 'এই'। † 'অধিষ্ঠান'। ‡ 'পঢ়েন'।
§ 'ফেলিতেই'। ¶ 'গয়ালিয়া বিপ্রগণ'।
‖ 'সব'। $ 'কৃপাযুক্ত'।

* 'প্রভুস্থানে'।
† 'হাসি বোলে পুরী তুমি কি খাইবে তবে?'
‡ 'এবে'। § 'যে অন্ন হইয়া আছে উহা তুমি'।
¶ 'কৃষ্ণ ছাড়ি'।

ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে প্রভুর ভোজন।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
তবে প্রভু ঈশ্বরপুরীর সর্ব্ব অঙ্গে।
আপনে শ্রীহস্তে লেপিলেন দিব্য-গন্ধে॥
যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীরে।
তাহা বর্ণিবারে * কোন্ জন শক্তি ধরে॥
আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান॥
প্রভু বোলে "কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে-গ্রামে অবতার॥"
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেইস্থানে।
আর শব্দ কিছু নাই 'ঈশ্বরপুরী' বিনে॥
সে-স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি এক ঝুলি॥
প্রভু বোলে 'ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা মোহর জীবন ধন প্রাণ॥"
হেন ঈশ্বরের প্রীত ঈশ্বরপুরীরে।
ভক্তেরে বাঢ়াতে প্রভু সব † শক্তি ধরে॥
প্রভু বোলে "গয়া করিতে যে আইলাঙ।
সত্য হৈল, ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাঙ।"
আরদিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরীস্থানে।
মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন মধুর-বচনে॥
পুরী বোলে "মন্ত্র বা বলিয়া ‡ কোন্ কথা।
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা॥"
তবে তান স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ॥

তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বোলে "দেহ আমি দিলাঙ তোমারে॥
হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে॥"
শুনিঞা প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বরপুরী।
প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি॥
দোঁহার নয়নজলে দোঁহার শরীর।
সিঞ্চিত হইল প্রেমে, কেহো নহে স্থির॥
হেনমতে ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি।
কথোদিন গয়ায় রহিলা গৌরহরি॥
আত্মপ্রকাশের আসি হইল সময়।
দিনেদিনে বাঢ়ে প্রেমভক্তির বিজয়।
একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে।
নিজ-ইষ্ট-মন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে॥
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া॥
"কৃষ্ণ রে বাপ রে! মোর জীবন শ্রীহরি!
কোন্ দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥
পাইলোঁ ঈশ্বর মোর কোন দিগে গেলা?"
শ্লোক পঢ়িপঢ়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
প্রেমভক্তিরসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর॥
আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চস্বরে।
"কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ! ছাড়িয়া মোহরে?"
যে প্রভু আছিলা অতি-পরম-গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম-অস্থির॥
গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চস্বরে।
ভাসিলেন * নিজ-ভক্তি-বিরহ-সাগরে॥

* 'কহিবারে' বা 'কহিবারে'।
† 'ভক্ত বাঢ়াইতেও প্রভু সে'। ‡ 'কহিয়া'।

* 'ভাসে প্রভু'।

তবে কথোক্ষণে আসি সর্ব্ব-শিষ্যগণে * ।
সুস্থ করিলেন আসি অশেষ †-যতনে ॥
প্রভু বোলে "তোমরা সকলে যাহ ঘরে ।
মুঞি আর না যাইমু সংসারভিতরে ॥
মথুরা দেখিতে মুঞি চলিব সর্ব্বথা ।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাও ‡ যথা ॥"
নানা-রূপে সর্ব্ব-শিষ্যগণে প্রবোধিয়া ।
স্থির করি রাখিলেন সভেই মিলিয়া ॥
ভক্তিরসে মগ্ন হই বৈকুণ্ঠের পতি ।
চিত্তে স্বাস্থ্য না পায়েন, রহিবেন কতি ॥
কাহারে না বলি প্রভু কথো-রাত্রি-শেষে ।
মথুরারে চলিলেন প্রেমের আবেশে ॥
'কৃষ্ণ রে বাপ রে মোর ! পাইমু কোথায় ?
এইমত বলিয়া যায়েন গৌররায় ॥
কথো দূর যাইতে শুনেন দিব্যবাণী ।
"এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি !
যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে ।
নবদ্বীপে নিজ-গৃহে চলহ এখনে ॥
তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে ।
অবতীর্ণ হইয়াছ সভার সহিতে ॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় করিবা কীর্ত্তন ।
জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তিধন ॥
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি যে রসে বিহ্বল ।
মহাপ্রভু অনন্ত গায়েন যে মঙ্গল ॥
তাহা তুমি জগতেরে দিবার কারণে ।
অবতীর্ণ হইয়াছ, জানহ আপনে ॥
সেবক আমরা তভো চাহি কহিবার ।
অতএব কহিলাও চরণে তোমার ॥

* 'সব সঙ্গিগণে'। † 'অনেক'। ‡ 'পাউ'

আপনার বিধাতা আপনে তুমি প্রভু !
তোমার যে ইচ্ছা, সে লঙ্ঘন নহে কভু ॥
অতএব মহাপ্রভু ! চল তুমি ঘর ।
বিলম্বে দেখিবা আসি মথুরানগর ॥"
শুনিঞা আকাশবাণী শ্রীগৌরসুন্দর ।
নিবর্ত্ত হইলা প্রভু * হরিষ-অন্তর॥
বাসায় আসিয়া সর্ব্বশিষ্যের সাহতে ।
নিজ-গৃহে চলিলেন ভক্তি প্রকাশিতে ॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয় ।
দিনেদিনে বাঢ়ে প্রেমভক্তির উদয় ॥
আদিখণ্ড-কথা পরিপূর্ণ এই হৈতে ।
মধ্যখণ্ড-কথা এবে শুন ভালমতে ॥
যে বা শুনে ঈশ্বরের গয়ার বিজয় ।
গৌরচন্দ্র-প্রভু তারে মিলিব হৃদয় † ॥
কৃষ্ণযশ শুনিতে সে কৃষ্ণ-সঙ্গ ‡ পাই ।
ঈশ্বরের সঙ্গে তার কভু ত্যাগ নাই ॥
অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে ।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥
তাহান কৃপায় লিখি চৈতন্যের কথা ।
স্বতন্ত্র ইহাতে § শক্তি নাহিক সর্ব্বথা ॥
কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায় ।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥
চৈতন্যকথার আদি অন্ত নাহি জানি ।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায় ।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি যায় ॥

* 'অতি'। † 'নিশ্চয়'।
‡ 'শুনিলে কৃষ্ণের সঙ্গ'। § 'হইতে'।

এইমত চৈতন্যযশের অন্ত নাই।
যার যত শক্তি, কৃপা সভে তাই * গাই॥

তথাহি (ভাঃ১।১৮।২৩)—

"নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ-
স্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ॥" ২॥ ইতি।

টীকা।

নভ ইতি। যথা পক্ষিণঃ, আত্মসমং—স্বশক্ত্যনুরূপম্ এব, নভঃ উৎপতন্তি, ন তু কৃৎস্নং, তথা, বিপশ্চিতঃ—বিদ্বাংসঃ, অপি বিষ্ণোঃ, গতিং—লীলাং, সমং—স্বমত্যনুরূপম্ এব, বদন্তীত্যর্থঃ॥ ২॥

অনুবাদ।

পক্ষিসকল স্বকীয় শক্তির অনুরূপেই আকাশ-মার্গে উড্ডীন হইয়া থাকে,—পণ্ডিতগণও সেইরূপ, যাঁহার যতদূর বুদ্ধি, তদনুসারেই বিষ্ণুর গতি বা লীলা বর্ণন করিয়া থাকেন॥ ২॥

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পা'যে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক নিতাইচান্দেরে॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥ †
কেহো বোলে "প্রভু নিত্যানন্দ বলরাম।"
কেহো বোলে "চৈতন্যের মহা-প্রিয় ‡-ধাম॥"
কেহো বোলে "মহা তেজীয়ান্ § অধিকারী।"
কেহো বোলে "কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥"
কিবা যতি * নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত, জ্ঞানী।
যার যেন-মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
সে চরণ-ধন মোর রহুক হৃদয়ে॥
এত পরিহারেও যে † পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥
জয়জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যজীবন।
তোমার চরণ ‡ মোর হউক শরণ॥
তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র গাঙ।
জন্মেজন্মে যেন তোমা' সংহতি বেড়াঙ॥ §
যে শুনয়ে আদিখণ্ডে চৈতন্যের কথা।
তাহারে শ্রীগৌরচন্দ্র মিলিব সর্ব্বথা॥
ঈশ্বরপুরীর স্থানে হইয়া ¶ বিদায়।
গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥
শুনি সর্ব্বনবদ্বীপ হৈল আনন্দিত।
প্রাণ আসি দেহে যেন হৈল উপনীত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র ‖ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

আদিখণ্ডকথা দিব্যা যে শৃণ্বন্তি মহাত্মনঃ $।
সর্ব্বাপরাধনির্ম্মুক্তাস্তে ভবন্তি × সুনিশ্চিতম্॥ ৩॥
যে পঠন্তি মহাত্মানো বিলিখন্তি পরাদরৈঃ।
প্রলয়েঽপি চ তেষাং বৈ তিষ্ঠত্যেব হরেঃ স্মৃতিঃ ৪॥
জন্মারভ্য গয়াভূমিগমনে যঃ কথোদয়ঃ।
তৎ কথ্যতে বিজ্ঞজনেনাদিখণ্ডস্য লক্ষণম্॥ ৫॥

---

* 'তাহা' বা 'তত'।
† 'এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর'।
‡ 'প্রেম'। § 'মহাতেজী অংশ' বা 'মহাতেজীয়াংস'।

* 'যোগী'। † 'যে বা'। ‡ 'তোর গৌরচন্দ্র'।
§ 'শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি ফল ধরে।
জন্মজন্ম চৈতন্যের সঙ্গে অবহরে॥'
¶ 'করিয়া'। ‖ 'শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ পঁহু'।
$ 'পরাত্মানঃ'। × 'ভবন্তি'।

কারুণ্যে ভক্তিদাতৃত্বে চৈতন্য গুণবর্ণনে ।
অমায়াকথনে নাস্তি নিত্যানন্দসমঃ প্রভুঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।

যে সকল মহাত্মা আদিখণ্ডের অলৌকিক কথা শ্রবণ করেন, তাঁহারা নিখিল অপরাধ হইতে নির্মুক্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥

যে সকল মহাত্মা পরমাদর-সহকারে [এই আদিখণ্ড] অধ্যয়ন ও লিপিবদ্ধ করেন, প্রলয়-কালেও তাঁহাদের হরির স্মৃতি নিশ্চয়ই বিদ্যমান থাকে ॥ ৪ ॥

মহাপ্রভুর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া গয়া-ভূমি গমন পর্যন্ত যে সকল কথা উদিত হইয়াছে, বিজ্ঞজন তাহাকেই আদিখণ্ডের লক্ষণ বলিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

কি করুণাপ্রকাশ, কি ভক্তিদাতৃত্ব শক্তি, কি শ্রীচৈতন্যের গুণবর্ণন, কি অকপট কথা,—এ সকল বিষয়ে নিত্যানন্দের সমান প্রভু আর নাই ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে গয়াভূমিগমনবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

॥ সমাপ্তশ্চায়ম্ আদিখণ্ডঃ ॥

॥ * । ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ । * ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

মধ্যখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

(মঙ্গলাচরণ।)

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতরৌ॥ ১॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥ ২॥ *

জয় জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
জয় বিশ্বম্ভরপ্রিয় বৈষ্ণবসমাজ॥
জয় গৌরচন্দ্র ধর্ম্মসেতু মহা-ধীর।
জয় সঙ্কীর্ত্তনময় † সুন্দরশরীর॥
জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ।
জয় গদাধর-অদ্বৈতের প্রেমধাম॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-প্রিয়-অতিশয়।
জয় বক্রেশ্বর-কাশীশ্বরের হৃদয়॥

জয়জয় শ্রীবাসাদি-প্রিয়বর্গ-নাথ।
জীব-প্রতি কর' প্রভু শুভ-দৃষ্টিপাত॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই! শুন একচিত্তে।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল যেনমতে॥
গয়া করি আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
পরিপূর্ণ ধ্বনি হৈল নদীয়ানগর॥
ধাইলেন সভে যত আপ্তবর্গ আছে।
কেহো আগে, কেহো মাঝে, কেহো অতি পাছে॥
যথাযোগ্য করে * প্রভু সভারে সম্ভাষ।
বিশ্বম্ভর দেখি হৈল সভার † উল্লাস॥
আগুবাড়ি সভে আনিলেন নিজ-ঘরে।
তীর্থ-কথা সভারে কহেন বিশ্বম্ভরে॥

---

* টীকা ও অনুবাদ ১ম ও ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। † 'প্রিয়'।

* 'কৈলা'। † 'সভে হইলা'।

প্রভু বোলে "তোমা' সভাকার আশীর্ব্বাদে।
গয়াভূমি দেখি আইলাঙ * নির্ব্বিরোধে॥"
পরম সুনম্র হই প্রভু কথা কহে।
সভে তুষ্ট হৈলা দেখি প্রভুর † বিনয়ে॥
শিরে হাথ দিয়া কেহো 'চিরজীবী' করে।
সর্ব্ব অঙ্গে হাথ দিয়া কেহো মন্ত্র পড়ে॥
কেহো বক্ষে হাথ দিয়া করে আশীর্ব্বাদ।
"গোবিন্দ শীতলানন্দ করুন প্রসাদ॥"
হইলা আনন্দময় শচী ভাগ্যবতী।
পুত্র দেখি হরিষে না জানে আছে কতি॥
লক্ষ্মীর জনক-কুলে আনন্দ উঠিল।
পতিমুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল॥
সকল-বৈষ্ণবগণ হরিষ হইলা।
দেখিতেও সেইক্ষণে কেহোকেহো গেলা॥
সভারে করিলা প্রভু বিনয় ‡-সম্ভাষ।
বিদায় দিলেন সভে গেলা নিজ § বাস॥
বিষ্ণুভক্ত গুটি দুই চারি জন ॥ লৈয়া।
রহঃকথা কহিবারে বসিলেন গিয়া॥
প্রভু বোলে "বন্ধু-সব! শুন কহি কথা॥
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব যে দেখিল যথা যথা॥
গয়ার ভিতর মাত্র হইলাঙ প্রবেশ।
প্রথমেই শুনিলাঙ মঙ্গল বিশেষ॥
সহস্র সহস্র বিপ্র পড়ে বেদধ্বনি।
'দেখদেখ বিষ্ণুপাদোদক তীর্থ-খানি॥'
পূর্ব্বে কৃষ্ণ যবে কৈলা গয়া-আগমন।
সেইস্থানে রহি প্রভু ॥ ধুইলা চরণ॥
যাঁর পাদোদক লাগি গঙ্গার মহত্ত্ব *।
শিরে ধরি শিব জানে পাদোদক-তত্ত্ব॥
সে চরণ-উদক-প্রভাবে সেই † স্থান।
জগতে হইল 'পাদোদক-তীর্থ' নাম॥"
পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে প্রভু নাম।
অঝরে ঝরয়ে দুই কমল-নয়ান॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
ভরিল পুষ্পের বন মহা-প্রেম-জলে।
মহা-শ্বাস ছাড়ি প্রভু 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বোলে॥
পুলকে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর।
স্থির নহে প্রভু কম্পভরে ‡ থরথর॥
শ্রীমান্‌পণ্ডিত-আদি যত ভক্তগণ।
দেখেন অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন॥
চতুর্দ্দিগে নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
গঙ্গা যেন আসি করিলেন অবতার॥
মনেমনে সভে ভাবেন চমৎকার।
"এমত ইহানে কভু নাহি দেখি আর॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে।
কি বিভব § পথে বা হইল দরশনে॥"
বাহ্যদৃষ্টি প্রভুর হইল কথোক্ষণে।
শেষে প্রভু সম্ভাষা করিলা সভা' সনে॥
প্রভু কহে "বন্ধু সব! আজি ঘরে যাহ।
কালি যথা বোলোঁ তথা আসিবারে চাহ॥
তোমা' সভা' সহিত নির্জ্জন এক স্থানে।
মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে॥

---

* 'গয়া দেখি আইলাঙ আমি' বা 'গয়াভূমি দেখিলাঙ আজি'। † 'হইলেন শুনিঞা'। ‡ 'সরস'। § 'ঘর ঘর' ॥ 'প্রভু' বা 'সঙ্গে'। ॥ 'এই স্থানে রহি কৃষ্ণ'।

* 'মাহাত্ম্য'। † 'এই'। ‡ 'ভাবে'। § 'বৈভব'।

কালি সভে শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি-ঘরে।
তুমি আর সদাশিব চলিবে * সত্বরে॥"
সময় † করিয়া সভে করিলা বিদায়।
যথাকার্য্যে রহিলেন বিশ্বম্ভর-রায়॥
নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে।
মহা বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে॥
বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত।
তথাপিহ পুত্র দেখি মহা-আনন্দিত॥
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলি প্রভু করেন ক্রন্দন।
আই দেখে পূর্ণ হয় সকল ‡ অঙ্গন॥
'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বোলয়ে ঠাকুর।
বলিতে বলিতে প্রেম বাঢ়য়ে প্রচুর॥
কিছু নাহি বুঝে আই কোন্ বা কারণ।
কর-জোড়ে গেলা আই গোবিন্দ-শরণ॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস॥
'প্রেম-বৃষ্টি করিতে প্রভুর শুভারম্ভ।'
শুনি § ধ্বনি যায় যথা ভাগবতবৃন্দ॥
যে সব বৈষ্ণব গেলা প্রভু-দরশনে।
সময় ¶ করিলা প্রভু তা' সভার সনে॥
"কালি শুক্লাম্বর-ঘরে মিলিবা আসিয়া।
মোর দুঃখ নিবেদিব নিভৃতে বসিয়া॥"
হরিষে পূর্ণিত হৈলা শ্রীমান্পণ্ডিত।
দেখিয়া অদ্ভুত প্রেম মহা-হরষিত॥
যথাকৃত্য করি উষঃকালে সাজি লৈয়া।
চলিলা তুলিতে পুষ্প হরষিত হৈয়া॥

এক ঝাড় কুন্দ * আছে শ্রীবাসমন্দিরে।
কুন্দরূপে কিবা কল্পতরু অবতরে † ॥
যতেক বৈষ্ণব তোলে, তুলিতে ‡ না পারে।
অক্ষয় অব্যয় পুষ্প সর্ব্বক্ষণ ধরে॥
উষঃকালে উঠিয়া যতেক ভক্তগণ।
পুষ্প তুলিবারে আসি হইলা মিলন॥
সভেই তোলেন ‡ পুষ্প কৃষ্ণকথারসে।
গদাধর গোপীনাথ রামাঞি শ্রীবাসে॥
হেনই সময়ে আসি শ্রীমান্পণ্ডিত।
হাসিতে হাসিতে তথা হইলা বিদিত §॥
সভেই বোলেন "আজি বড় দেখি হাস্য ?"
শ্রীমান্ বোলেন "আছে কারণ অবশ্য॥"
"কহ দেখি ?" বোলে সব ভাগবতগণ।
শ্রীমানপণ্ডিত বোলে "শুনহ কারণ॥
পরম-অদ্ভুত কথা, মহা-অসম্ভব।
নিমাঞিপণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব॥
গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে।
শুনি আমি সম্ভাষিতে গেলাঙ বিকালে॥
পরম-বিরক্ত-রূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ॥
নিভৃতে যে লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণকথা।
যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব্ব যথা॥
পাদপদ্মতীর্থের লইতে মাত্র নাম।
নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান॥
সর্ব্ব-অঙ্গ মহা-কম্প-পুলকে পূর্ণিত।
'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত॥

---

* 'আসিহ'। † 'সম্ভাষা'।
‡ 'অশ্রুজলে ভরিল'। § 'স্নান' বা 'গান'।
¶ 'সম্ভাষা'।

* 'ঝাড় পুষ্প' বা 'কুন্দ-গাছ'।
† 'অবতারে'। ‡ 'তুলিলা'।
§ 'আসি হৈলা উপনীত'।

সর্ব্ব-অঙ্গে ধাতু নাই হইলা মূর্চ্ছিত।
কথোক্ষণে বাহ্যদৃষ্টি হৈলা চমকিত * ॥
শেষে যে বলিয়া 'কৃষ্ণ' কান্দিতে লাগিলা।
হেন বুঝি গঙ্গা-দেবী আসিয়া মিলিলা ॥
যে ভক্তি † দেখিল আমি তাহান নয়নে।
তাহানে মনুষ্য-বুদ্ধি নাহি আর মনে ॥
সবে এই কথা কহিলেন বাহ্য হৈলে।
'শুক্লাম্বর-গৃহে কালি মিলিবা সকালে ॥
তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি।
তোমা'সভা'স্থানে দুঃখ করিব ‡ গোহারি ॥'
পরম মঙ্গল এই কহিলাঙ কথা।
অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সর্ব্বথা ॥"
শ্রীমানের বচন শুনিঞা ভক্তগণ।
'হরি' বলি মহা-ধ্বনি করিলা তখন ॥
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
"গোত্র বাঢ়াউক্ কৃষ্ণ আমা' সভাকার ॥"

তথাহি—

"গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্ ॥" ১ ॥ ইতি।

টীকা—

গোত্রমিতি। শ্রাদ্ধকর্ম্মান্তর্গত-পিণ্ডপ্রদানকালীনমাশীর্ব্বচনমেতৎ আশীর্ব্বচনসামান্যেনৈবাত্রোল্লিখিতম্। শ্রাদ্ধমন্ত্রে গোত্রশব্দেন বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধাদিপুরুষব্রাহ্মণরূপ-এবার্থোঽবগম্যতে—"দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ" ইত্যত্র সন্ততিশব্দস্য পৃথগুল্লেখাৎ; অত্র তু সন্ততিরূপোঽর্থ এব গোত্রশব্দস্যেতি সুধীভিরবধেয়ম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

আমাদিগের গোত্রবৃদ্ধি হউক ॥ ১ ॥

আনন্দে করেন সভে কৃষ্ণ-সঙ্কথন।
উঠিল মধুর কৃষ্ণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন * ॥
'তথাস্তু তথাস্তু' বোলে ভাগবতগণ।
'সভেই ভজুক কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ ॥'
হেনমতে পুষ্প তুলি সর্ব্ব-ভক্তগণ।
পূজা করিবারে সভে করিলা গমন ॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত চলিলেন গঙ্গাতীরে।
শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী—তাহান মন্দিরে ॥
শুনিঞা এ সব কথা প্রভু গদাধর।
শুক্লাম্বর-গৃহ-প্রতি চলিলা সত্বর ॥
"কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া।"
থাকিলেন শুক্লাম্বরগৃহে লুকাইয়া ॥
সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্, শুক্লাম্বর।
মিলিলা সকল যত † প্রেম-অনুচর ॥
হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
আসিয়া মিলিলা ‡ যথা বৈষ্ণবসমাজ ॥
পরম-আদরে § সভে করেন সম্ভাষ।
প্রভুর নাহিক বাহ্যদৃষ্টির প্রকাশ ॥
দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণ।
পঢ়িতে লাগিল শ্লোক—ভক্তির লক্ষণ ॥
"পাইলুঁ ঈশ্বর মোর ¶ কোন্ দিগে গেলা ?"
এত বলি স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা ॥
ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে।
"কোথা কৃষ্ণ ?" বলি পড়িলেন মুক্তকেশে ॥
প্রভু পড়িলেন মাত্র "হা কৃষ্ণ !" বলিয়া।
ভক্ত সব পড়িলেন ঢলিয়াঢলিয়া ॥

* 'হইলা চকিত' বা 'হেলা সুচকিত'।
† 'অশ্রু'।
‡ 'কহিব'।

* 'মঙ্গলধ্বনি পরমমোহন'
† 'আসি'।
‡ 'বসিলা'।
§ 'আনন্দে'।
¶ 'সক্রি'।

গৃহের ভিতরে মূর্চ্ছা গেলা গদাধর।
কেবা কোন্ দিগে পড়ে নাহি পরাপর॥
সভেই হইলা প্রেম-আনন্দে মূর্চ্ছিত।
হাসেন জাহ্নবী-দেবী দেখিয়া বিস্মিত॥
কথোক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
"কৃষ্ণ রে প্রভু রে! মোর কোন্ দিগে গেলা?"
এত বলি প্রভু পুন ভূমিতে পড়িলা॥
কৃষ্ণপ্রেমে কান্দে প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
চতুর্দ্দিগে বেঢ়ি কান্দে ভাগবতগণ।
আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীঅঙ্গে।
না জানে ঠাকুর কিছু নিজ-প্রেম-রঙ্গে॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের ক্রন্দন *।
প্রেমময় হৈল শুক্লাম্বরের ভবন॥
স্থির হৈয়া ক্ষণেকে রহিলা † বিশ্বম্ভর।
তথাপি আনন্দধারা বহে নিরন্তর॥
প্রভু বোলে "কোন্ জন গৃহের ভিতর?"
ব্রহ্মচারী বোলেন "তোমার গদাধর॥"
হেঠ-মাথা করিয়া কান্দেন গদাধর।
দেখিয়া সন্তোষ প্রভু বোলে বিশ্বম্ভর॥
প্রভু বোলে "গদাধর! তোমরা সুকৃতি।
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়-মতি॥
আমার সেহ‡-হেন জন্ম গেল বৃথা-রসে।
পাইলুঁ অমূল্য নিধি গেল দিন §-দোষে॥
এত বলি ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর।
ধূলায় লোটায় সর্ব্ব-সেব্য ¶-কলেবর॥

* 'কীর্ত্তন'। † 'রহিলা'। ‡ 'এ'।
§ 'দৈব'। ¶ 'ধূসর হয় সেবা'।

পুনঃপুন হয় বাহ্য, পুনঃপুন পড়ে।
দৈবে রক্ষা পায় নাক মুখ সে আছাড়ে॥
মেলিতে না পারে দুই * চক্ষু প্রেমজলে।
সবে মাত্র 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' শ্রীবদনে বোলে॥
ধরিয়া সভার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর।
"কৃষ্ণ কোথা? বন্ধুসব! বোলহ সত্বর॥" †
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে ভক্তগণ।
কারো মুখে আর কিছু না স্ফুরে বচন॥
প্রভু বোলে "মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।
আনি দেহ' মোরে নন্দগোপের নন্দন॥"
এত বলি শ্বাস ছাড়ে, ‡ পুনঃপুন কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ, তাহো নাহি বান্ধে॥
এই সুখে সর্ব্বদিন গেল ক্ষণ-প্রায়।
কথঞ্চিত সভা'-প্রতি হইলা বিদায়॥
গদাধর, সদাশিব, শ্রীমান্‌পণ্ডিত।
শুক্লাম্বর-আদি সভে হইলা বিস্মিত॥
যে যে দেখিলেন প্রেম, সভেই অবাক্য।
অপূর্ব্ব দেখিয়া কারো দেহে নাহি বাহ্য॥
বৈষ্ণবসমাজে সভে আইলা § হরিষে।
আনুপূর্ব্বি ¶ কহিলেন অশেষ-বিশেষে॥
শুনিএগ সকল মহাভাগবতগণ।
'হরিহরি' বলি সভে করেন ক্রন্দন॥
শুনিএগ ‖ অপূর্ব্ব প্রেম সভেই বিস্মিত।
কেহো বোলে "ঈশ্বর বা হইলা বিদিত॥"
কেহো বোলে 'নিমাঞিপণ্ডিত ভাল হৈলে।
পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হেলে॥"

* 'পুর্ণ'। † 'কৃষ্ণকৃষ্ণ ভাই-সব! বোল নিরন্তর'।
‡ 'ছাড়ি'। § 'বৈষ্ণবসমাজ তবে হইলা'।
¶ 'সানুপূর্ব্বে'। ‖ 'দেখিয়া'।

কেহো বোলে "হইবেক কৃষ্ণের রহস্য।
সর্ব্বথা সন্দেহ নাঞি জানিহ * অবশ্য॥"
কেহো বোলে "ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ হৈতে।
কিবা দেখিলেন কৃষ্ণপ্রকাশ গয়াতে॥"
এইমত আনন্দে' সকল ভক্তগণ।
নানা-জন নানা মতে করেন কথন॥
সভে মিলি করিতে লাগিলা আশীর্ব্বাদ।
"হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ॥"
আনন্দে লাগিলা সভে করিতে কীর্ত্তন।
কেহো গায় কেহো নাচে করয়ে † ক্রন্দন॥
হেনমতে ভক্তগণ আছেন হরিষে।
ঠাকুর আবিষ্ট হই আছেন স্ব-বাসে ‡॥
কথঞ্চিত বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
চলিলেন গঙ্গাদাসপণ্ডিতের ঘর॥
গুরুর করিলা প্রভু চরণ-বন্দন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া গুরু কৈলা আলিঙ্গন॥
গুরু বোলে "ধন্য বাপ! তোমার জীবন।
পিতৃকুল মাতৃকুল করিলে মোচন॥
তোমার পঢ়ুয়া সব তোমার অবধি।
পুঁথি কেহো নাহি মিলে ব্রহ্মা বোলে যদি॥
এখনে আইলা তুমি সভার প্রকাশ।
কালি হৈতে পঢ়াইবা, আজি যাহ বাস॥"
গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিগে পঢ়ুয়া-বেষ্টিত শশধর॥
আইলেন শ্রীমুকুন্দসঞ্জয়ের ঘরে।
আসিয়া বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে॥

গোষ্ঠী-সহ মুকুন্দসঞ্জয় পুণ্যবন্ত।
যে হইল আনন্দ, তাহার নাহি অন্ত॥
পুরুষোত্তমসঞ্জয়েরে প্রভু কৈলা কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে॥
জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ।
পরম আনন্দ হৈল মুকুন্দ-ভবন॥
শুভ দৃষ্টিপাত প্রভু করি সভাকারে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন মন্দিরে॥
বসিলা আসিয়া বিষ্ণুগৃহের দুয়ারে।
প্রীত করি বিদায় দিলেন সভাকারে॥
যেই জন আইসে প্রভুরে সম্ভাষিতে।
প্রভুর চরিত্র কেহো না পারে বুঝিতে *॥
পূর্ব্ব-বিদ্যা-ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
পরম-বিরক্ত-প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে।
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা-বিষ্ণু † পূজে॥
"স্বামী নিলা কৃষ্ণ! মোর নিলা ‡ পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে § একজন॥
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ! এই দেহ' বর।
সুস্থ-চিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর॥"
লক্ষ্মীরে আনিঞা পুত্রসমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥
নিরবধি শ্লোক পঢ়ি করয়ে ক্রন্দন।
"কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!" বোলে অনুক্ষণ॥
কখনো কখনো যে বা হুঙ্কার করয়ে।
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয়ে ¶॥

---

* 'আছে জানিবা'। † 'করিয়া'।
‡ 'নিজ রসে', 'ভাবরসে' বা 'ভাবাবেশে'।

* 'লখিতে' বা 'কহিতে'। † 'কৃষ্ণ'।
‡ 'নিলা সব'। § 'সকলে দিয়াছ'।
¶ 'ধরে শচী-পায়ে'।

রাত্র্যে নিদ্রা নাহি যান প্রভু কৃষ্ণরসে * ।
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য, উঠে পড়ে বৈসে ॥
ভিন্ন জন দেখিলে করেন সম্বরণ ।
উষঃকালে গঙ্গাস্নানে করিলা † গমন ॥
আইলেন মাত্র প্রভু করি গঙ্গাস্নান ।
পঢ়ুয়ার বর্গ আসি হৈলা উপস্থান ॥
'কৃষ্ণ' বিনু ঠাকুরের না আইসে বদনে ।
পঢ়ুয়া-সকল ইহা কিছুই না জানে ॥
অনুরোধে প্রভু বসিলেন পঢ়াইতে ।
পঢ়ুয়া-সভার স্থানে প্রকাশ করিতে ॥
'হরি' বলি পুঁথি মেলিলেন শিষ্যগণ ।
শুনিঞা আনন্দ হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥
বাহ্য নাহি প্রভুর শুনিঞা হরিধ্বনি ।
শুভদৃষ্টি সভারে করিলা দ্বিজমণি ॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান ।
সূত্র বৃত্তি টীকায় সকলে হরিনাম ॥
প্রভু বোলে "সর্ব্ব কাল সত্য কৃষ্ণনাম ।
সর্ব্ব-শাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই বা বোলয়ে আন ॥
কর্ত্তা হর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর ।
অজ-ভব-আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে ।
ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য-কথনে ‡ ॥
আগম বেদান্ত-আদি যত দরশন ।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন' ॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায় ।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায় ॥

করুণাসাগর কৃষ্ণ জগতজীবন ।
সেবকবৎসল নন্দগোপের নন্দন ॥
হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি * মতি ।
পঢ়িয়াও সর্ব্ব শাস্ত্র তাহার দুর্গতি ॥
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম ।
সর্ব্ব দোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম ॥
এইমত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায় ।
ইহাতে সন্দেহ যার, সে-ই দুঃখ পায় ॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে ।
সে অধম কভু শাস্ত্র-মর্ম্ম নাহি জানে ॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে ।
গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি' মরে ॥
পঢ়িয়া শুনিঞা লোক গেল ছারখারে ।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিল † তাহারে ॥
পূতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তিদান ।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোক করে অন্য ধ্যান ‡ ॥
অঘাসুর-হেন পাপী যে কৈল মোচন ।
কোন্ সুখে § ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্ত্তন ॥
যে কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিত্র ।
না বোলে দুঃখিত জীব তাঁহার চরিত্র ॥
যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল ।
তাহা ছাড়ি নৃত্যগীত করয়ে মঙ্গল ॥
অজামিল উদ্ধারিল যে কৃষ্ণের নামে ।
ধন-কুল-বিদ্যা-মদে তাহা নাহি জানে ॥
শুন ভাই-সব ! সত্য আমার বচন ।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধন ॥

* 'নাহিক প্রভুর প্রেমাবেশে' । † 'করয়ে' ।
‡ 'অসত্য বচনে' বা 'অসত্য বয়নে' ।

* 'দৃঢ়' । † 'মহামহোৎসব বঞ্চিল' ।
‡ 'কাম' । § 'দুঃখে' বা 'সুখে' ।

যে চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ।
যে চরণ সেবিয়া শঙ্কর শুদ্ধ দাস॥
যে চরণ হইতে জাহ্নবী-পরকাশ।
হেন পাদপদ্মে ভাই! সভে হই দাস *॥
দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে॥"
পরং-ব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দ-মূর্ত্তিময়।
যে শব্দে যে বাখানেন সে-ই সত্য হয়॥
মোহিত পঢ়ুয়া-সব শুনে একমনে।
প্রভুও বিহ্বল হৈয়া সত্য সে † বাখানে॥
সহজেই শব্দ-মাত্রে 'কৃষ্ণ সত্য' কহে।
ঈশ্বর যে বাখানিব কিছু চিত্র নহে॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্য-দৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু কহয়ে উত্তর॥
"আজি আমি কোন্ রূপ ‡ সূত্র বাখানিল?"
পঢ়ুয়া-সকল বোলে "কিছু না বুঝিল॥
যত কিছু শব্দে বাখানহ কৃষ্ণ মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কে বা আছে পাত্র?"
হাসি বোলে বিশ্বম্ভর "শুন সব ভাই!
পুঁথি বান্ধ আজি চল গঙ্গাস্নানে যাই॥"
বান্ধিলা পুস্তক সভে প্রভুর বচনে।
গঙ্গাস্নানে চলিলেন বিশ্বম্ভর-সনে॥
গঙ্গাজলে কেলি করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সমুদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ-শশধর॥
গঙ্গাজলে কেলি করে বিশ্বম্ভর§-রায়।
পরম-সুকৃতি-সব দেখে নদীয়ায়॥

* 'কর আশ' বা 'হও দাস'।
† 'প্রভু অবিলম্বি হঞা সুসত্য' বা 'প্রভুও বিহ্বল হই আপনা'। ‡ 'কেন মত'। § 'শ্রীগৌরাঙ্গ'।

ব্রহ্মাদির অভিলাষ যে রূপ দেখিতে।
হেন প্রভু বিপ্র-রূপে খেলায় জগতে *॥
গঙ্গাঘাটে স্নান করে যত সব জন।
সভেই চা'হেন গৌরচন্দ্রের বদন॥
অন্যোহন্যে সর্ব্ব-জনে কহয়ে বচন।
"ধন্য মাতা পিতা যার এহেন নন্দন॥"
গঙ্গার বাঢ়িল প্রভু-পরশে উল্লাস।
আনন্দে করয়ে দেবী তরঙ্গ-প্রকাশ॥
তরঙ্গের ছলে নৃত্য করয়ে জাহ্নবী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর পদযুগ-সেবী॥
চতুর্দ্দিগে প্রভুরে বেঢ়িয়া জহ্নুসুতা।
তরঙ্গের ছলে জল দেই অলক্ষিতা॥
বেদে মাত্র এ সব লীলার মর্ম্ম জানে।
কিছু শেষে ব্যক্ত হবে সকল পুরাণে॥
স্নান করি গৃহে আইলেন বিশ্বম্ভর।
চলিলা পঢ়ুয়াবর্গ যথা যার ঘর॥
বস্ত্র পরিবর্ত্ত করি ধুইলা চরণ।
তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন॥
যথাবিধি করি প্রভু গোবিন্দ-পূজন।
আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন॥
তুলসীর মঞ্জরী সহিত দিব্য অন্ন।
মা'য়ে আনি সম্মুখে করিলা উপসন্ন॥
বিশ্বক্সেনেরে প্রভু করি নিবেদন।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ করেন ভোজন॥
সম্মুখে বসিলা শচী জগতের মাতা।
গৃহের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা॥
মা'য়ে বোলে "আজি বাপ! কি পুঁথি পঢ়িলা?
কাহার্ সহিত কিবা † কন্দল করিলা?"

* 'জলেতে'। † 'সংহতি বাপ!'

প্রভু বোলে "আজি পড়িলাঙ কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল গুণ-ধাম॥
সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥
সে-ই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥

তথাহি জৈমিনিভারতে চাশ্বমেধিকে পর্ব্বনি—
"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং* যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥"৪॥

অনুবাদ।

যে শাস্ত্রে বা পুরাণে হরিভক্তি দেখা যায় না, যদি ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া বলেন, তাহা হইলেও সেই শাস্ত্র শ্রবণ করা কিছুতেই উচিত নহে॥ ৪॥

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে—যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র—যদি অসৎপথে চলে॥"
কপিলের ভাবে প্রভু জননীর স্থানে।
যে কহিল, তাই প্রভু কহয়ে এখানে †॥
"শুনশুন মাতা! কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর' মাতা! কৃষ্ণে অনুরাগ॥
কৃষ্ণের সেবক মাতা! কভু নহে নাশ। ‡
কালচক্র ডরায়েন দেখি কৃষ্ণদাস॥
গর্ব্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা! কিছুই না জানে॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মজন্ম তাপ॥
চিত্ত দিয়া শুন মাতা! জীবের যে গতি।
কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি॥

মরিয়া মরিয়া পুন পায় গর্ব্ভবাস।
সর্ব্ব-অঙ্গে অমেধ্য পঙ্কের পরকাশ॥
কটু অম্ল লবণ—জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার * মহামোহ পায়॥
মাংসময় অঙ্গ কৃমিকুলে বেড়ি খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি, মরয়ে জ্বালায়॥
নড়িতে না পারে তপ্ত-পঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে ভবিতব্যতার কাজে॥
কোন অতিপাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ব্ভেগর্ব্ভে হয় পুন উৎপত্তি প্রলয়॥
শুনশুন মাতা! জীবতত্ত্বের সংস্থান।
সাত-মাসে জীবের গর্ব্ভেতে হয় জ্ঞান॥
তখনে সে স্মঙরিয়া করে অনুতাপ।
স্তুতি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘন শ্বাস॥
রক্ষ কৃষ্ণ জগত-জীবন প্রাণনাথ।
তোমা' বই জীব দুঃখ নিবেদিব কা'ত॥
যে করয়ে বন্দী, প্রভু! ছাড়ায়ে সে-ই সে।
সহজ-মৃতেরে প্রভু! মায়া কর' কিসে॥
মিথ্যা ধন-পুত্র-রসে বঞ্চিলুঁ জনম।
না ভজিলুঁ তোর দুই অমূল্য চরণ॥
যে পুত্র পোষণ কৈলুঁ অশেষ বিধর্ম্মে।
কোথা বা সে-সব গেল মোর এই কর্ম্মে॥
এখন এ দুঃখে মোরে কে করিবে পার।
তুমি সে এখন বন্ধু করিবা † উদ্ধার॥
এতেকে জানিলুঁ সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ প্রভু কৃষ্ণ! তোর লইলুঁ শরণ॥
তুমি-হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়া।
ভুলিলাঙ ‡ অসৎপথে প্রমত্ত হইয়া॥

* 'ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং'। † 'এথনে'।
‡ 'কৃষ্ণসেবকের মাতা! কভু নাহি নাশ'।

* 'তাতে'। † 'করহ'। ‡ 'ভজিলুঁ মো'।

উচিত তাহার এই শাস্তি যোগ্য হয়।
করিলা ত এবে কৃপা কর' মহাশয়!
এই কৃপা * আর যেন তোমা' না পাসরি।
যেখানে সেখানে কেনে না জন্মি না † মরি॥
যেখানে তোমার নাহিক যশের প্রচার।
যথা নাহিক বৈষ্ণবগণের অবতার॥
যেখানে তোমার মহামহামহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥

তথাহি (ভা০ ৫।১৯।২৩)—

"ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥" ৫।

টীকা।

ন যত্রেতি। যত্র, বৈকুণ্ঠকথামৃতনদ্যো ন সন্তি— মধুরমধুরা ভগবৎকথাঃ সন্ততং ন বর্ত্তন্তে; যদ্বা বৈকুণ্ঠস্য কথাসুধাঃ আপগাশ্চ শ্রীগঙ্গাযমুনাদিনদ্যঃ। বৈকুণ্ঠশব্দেন তৎকথাসুধাপগানামপি অকুণ্ঠত্বং সর্ব্বথা সূচিতম্। তদাশ্রয়াঃ—কথাপগাশ্রয়াঃ। মহান্তো নৃত্যাদ্যুৎসবা যেষু তথাভূতাঃ, যজ্ঞেশস্য—বিষ্ণোঃ, মখাঃ—পূজাঃ; যদ্বা যজ্ঞেশশব্দেন গোবর্দ্ধনমখপ্রবর্ত্তকস্তদ্যজ্ঞভোক্তা শ্রীগোবর্দ্ধনধরঃ শ্রীকৃষ্ণোঽভিহিতঃ। সুরেশস্য—ব্রহ্মণঃ, অপি লোকঃ, ন সেব্যতাং—শ্রদ্ধয়া চিরং ন উপভুজ্যতাং, কিন্তু দ্রুতমেব পরিত্যজ্যতামিত্যর্থঃ। বৈ—প্রসিদ্ধৌ॥ ৫॥

অনুবাদ।

যেখানে ভগবান্ বৈকুণ্ঠের কথারূপ সুধার নদী নাই, যেখানে সেই কথামৃত-কল্লোলিনীর একান্ত আশ্রিত ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ নাই, আর যেখানে যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর নৃত্যাদি-মহোৎসব-পূর্ণ যজ্ঞ বা পূজা নাই, সাক্ষাৎ ব্রহ্মলোক হইলেও সেই লোকের সেবা করিও না॥ ৫॥

* 'এই কর'। † 'জন্মিএ না'। ‡ 'যাত্রা'।

"গর্ভ-বাস-দুঃখ প্রভু! এহো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্ব * কাল॥
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর' প্রভু! না ফেলিবা তথা॥
এইমত দুঃখ প্রভু! কোটিকোটি জন্ম।
পাইলুঁ বিস্তর প্রভু! সব মোর কর্ম্ম॥
সে দুঃখ-বিপদ প্রভু! রহু বারেবার।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব্ব-বেদ-সার!
হেন কর' কৃষ্ণ! এবে দাস্যযোগ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসীনন্দন করিয়া॥
বারেক করহ † যদি এ দুঃখের পার।
তোমা' বই তবে প্রভু! না গাইমু ‡ আর॥
এইমত গর্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহো ভাল বাসে কৃষ্ণস্মৃতির § কারণ॥
স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে ভূমিতে আপন অনিচ্ছায় ¶॥
শুনশুন মাতা! জীবতত্ত্বের সংস্থান।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান॥
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে, ক্ষণে কান্দে শ্বাসে ||।
কহিতে না পারে, দুঃখসাগরেতে ভাসে॥
কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত দুঃখ পায়॥
কথোদিনে কালবশে হয় বুদ্ধি-জ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ সে-ই ভাগ্যবান্॥
অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট-সঙ্গ করে।
পুন সেইমত মায়াপাপে $ ডুবি মরে॥

* 'প্রভু! হয় চির'। † 'দেখিয়ে'। ‡ 'চাহিমু'।
§ 'স্ফূর্ত্তির' বা 'স্তুতির'। ¶ 'আপন ইচ্ছায়'।
|| 'বহে শ্বাসে' বা 'কান্দে হাসে'। $ 'গর্ভবাসে'।

তথাহি (ভা ৩।৩১।৩২)—
"যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ ॥"৬॥

টীকা।

যদীতি। যদি, অসদ্ভিঃ—পাপিষ্ঠৈঃ, আস্থিতঃ—অধিষ্ঠিতঃ সন্, তেষাং পথি রমতে ; পথি—সন্মার্গে, আস্থিতোঽপি যদি অসদ্ভিঃ সহ রমতে ইতি বা ; তর্হি, পূর্ব্ববৎ—"যাতনাদেহ আবৃত্য" (ভা॰ ৩।৩০।২০) ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ, তমঃ—নরকং, বিশতি ॥৬॥

অনুবাদ।

জীব যদি সৎপথে অবস্থান করিয়াও, যাহারা কেবল শিশ্নোদরসেবার জন্যই উদ্যমশীল, পুনর্ব্বার সেই সকল অসজ্জনের সহিত রমণ বা আমোদ-প্রমোদে নিরত হয়, তাহা হইলে সে পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে অন্ধকার বা নরকে প্রবেশ করিয়া থাকে॥৬॥

"অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিতগোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ ॥"৭॥*

"অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে † ॥
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু-সঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাত'! মুখে বোল 'হরি' ॥
ভক্তিহীন-কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন,—পরহিংসা যা'য় ॥"
কপিলের ভাবে প্রভু মা'য়েরে শিখায়।
শুনি সেই বাক্য শচী আনন্দে মিলায় ॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
কৃষ্ণ-বিনু প্রভু আর কিছু না বাখানে ॥
আপ্তমুখে এ কথা শুনিঞা ভক্তগণ।
সর্ব্ব-গণে বিতর্ক ভাবেন মনেমন ‡ ॥
"কিবা কৃষ্ণ প্রকাশ হইলা সে শরীরে?
কিবা সাধু-সঙ্গে, কিবা পূর্ব্বের সংস্কারে?"
এইমত মনে সভে করেন বিচার।
সুখময় চিত্তবৃত্তি * হইল সভার ॥
খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ পাষণ্ডীর নাশ †।
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হইলা প্রকাশ ॥
বৈষ্ণব-আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর ॥
কৃষ্ণময় জগত দেখয়ে নিরন্তর ॥
অহর্নিশি শ্রবণে শুনয়ে কৃষ্ণনাম।
বদনে বোলয়ে 'কৃষ্ণচন্দ্র' অবিরাম ॥
যে প্রভু আছিলা ভোলা ‡ মহা বিদ্যারসে।
এবে কৃষ্ণ-বিনু আর কিছু নাহি বাসে ॥
পঢ়ুয়ার বর্গ সব অতি উষঃকালে।
পঢ়িবার নিমিত্তে আসিয়া সভে মিলে ॥
পঢ়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিজগত-রায়।
কৃষ্ণ-বিনু কিছু আর না আইসে জিহ্বায় ॥
"সিদ্ধ বর্ণসমাম্নায়?" § বোলে শিষ্যগণ।
প্রভু বোলে "সর্ব্ব-বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ ॥"
শিষ্য বোলে "বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে?"
প্রভু বোলে "কৃষ্ণদৃষ্টিপাতের কারণে ॥"
শিষ্য বোলে "পণ্ডিত! উচিত ব্যাখ্যা কর'।"
প্রভু বোলে "সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মঙর ॥
কৃষ্ণের ভজন কহি—সম্যক্ আম্নায়।
আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণভজন বুঝায়॥"
শুনিঞা প্রভুর ব্যাখ্যা হাসে শিষ্যগণ।
কেহো বোলে "হেন বুঝি বায়ুর কারণ ॥"

* টীকা ও অনুবাদ ৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† 'শরণে'।
‡ 'অনুক্ষণ'।

* 'বিত্ত'।
† 'পাষণ্ডি বিনাশ'।
‡ 'ভোরা'।
§ 'সমাশ্রয়' বা 'কোন্ সংজ্ঞায়'।

শিষ্যবর্গ বোলে "এবে কেমত বাখান ?"
প্রভু বোলে "যেন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ * ॥"
প্রভু বোলে "যদি নাহি বুঝহ এখনে।
বিকালে সকল বুঝাইব ভাল-মনে।
আমিহ বিরলে গিয়া বসি পুঁথি চাই।
বিকালে সকলে যেন হই একঠাঁই ॥"
শুনিঞা প্রভুর বাক্য † সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
কৌতুকে পুস্তক বান্ধি করিলা গমন ॥
সর্ব্ব-শিষ্য গঙ্গাদাসপণ্ডিতের স্থানে।
কহিলেন সব—যত ঠাকুর বাখানে ॥
"এবে যত বাখানেন নিমাঞিপণ্ডিত।
শব্দ-সনে বাখানেন কৃষ্ণ-সমীহিত ॥
গয়া হৈতে যাবত আসিয়াছেন ঘরে।
তদবধি কৃষ্ণ বই ব্যাখ্যা নাহি স্ফুরে ॥
সর্ব্বদা বোলেন 'কৃষ্ণ—পুলকিত-অঙ্গ।
ক্ষণে হাসে হুঙ্কার করয়ে ‡ বহু রঙ্গ ॥
প্রতি শব্দে—ধাতু সূত্র একত্র করিয়া।
প্রতিদিন কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করেন বসিয়া ॥
এবে ভাল § বুঝিবারে না পারি চরিত।
কি করিব আমি-সব বোলহ পণ্ডিত!"
উপাধ্যায়শিরোমণি বিপ্র গঙ্গাদাস।
শুনিঞা সভার বাক্য উপজিল হাস ॥
ওঝা বোলে "ঘরে যাহ, আসিহ সকালে।
আজি আমি শিখাইব তাঁহারে বিকালে॥
ভালমত করি যেন পঢ়ায়েন পুঁথি।
আসিহ বিকালে সব ¶ তাঁহার সংহতি ॥"

* 'বিধান'। † 'ব্যাখ্যা'। ‡ 'ক্ষণেই' বা 'কখনো'। § 'তান'। ¶ 'সকালে আজি'।

পরম-হরিষে সভে বাসায় চলিলা।
বিশ্বম্ভর-সঙ্গে সভে বিকালে * আইলা ॥
গুরুর চরণ-ধূলি প্রভু লয় শিরে।
"বিদ্যালাভ হউ" গুরু আশীর্ব্বাদ করে ॥
গুরু বোলে "বাপ বিশ্বম্ভর! শুন বাক্য।
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য ॥
মাতামহ যার—† চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
বাপ যার—জগন্নাথ-মিশ্রপুরন্দর ॥
উভয়-কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার।
তুমিহ পরম যোগ্য ব্যাখ্যাতে ‡ টীকার ॥
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়।
বাপ মাতামহ কি তোমার ভক্ত নয় ?
ইহা জানি ভালমতে কর' অধ্যয়ন।
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ॥
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কেমনে ?
ইহা জানি 'কৃষ্ণ' বোল, কর' অধ্যয়নে ॥
ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পঢ়াও।
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর', মোর মাথা খাও ॥"
প্রভু বোলে "তোর দুই-চরণ-প্রসাদে।
নবদ্বীপে কেহো মোরে না পারে বিবাদে ॥
আমি যে বাখানি সূত্র § করিয়া খণ্ডন।
নবদ্বীপে ইহা স্থাপিবেক কোন্ জন ?
নগরে বসিয়া এই পঢ়াইব গিয়া।
দেখি কার্ শক্তি আছে দূষুক্ আসিয়া ?"
হরিষ হইলা গুরু শুনিঞা বচন।
চলিলা গুরুর করি চরণ-বন্দন ॥
গঙ্গাদাসপণ্ডিত-চরণে নমস্কার।
বেদপতি সরস্বতীপতি শিষ্য যাঁর ॥

* 'সকালে'। † 'রাজ-'। ‡ 'বিখ্যাত'। § 'সূত্রে'।

আর * কিবা গঙ্গাদাসপণ্ডিতের সাধ্য।
যার শিষ্য চতুর্দ্দশ-ভুবন-আরাধ্য ॥
চলিলা পঢ়ুয়া-সঙ্গে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তারকে বেষ্টিত যেন পূর্ণ-শশধর ॥
বসিলা আসিয়া নগরিয়ার দুয়ারে।
যাহার চরণ লক্ষ্মী-হৃদয়-উপরে ॥
যোগপট্টছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
সূত্রের করয়ে প্রভু খণ্ডন স্থাপন ॥
প্রভু বোলে "সন্ধিকার্য্য-জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে 'ভট্টাচার্য্য' পদবী তাহার ॥
শব্দ-জ্ঞান নাহি যার, সে তর্ক বাখানে।
আমারে ত প্রবোধিতে নারে কোনো জনে ॥
যে আমি খণ্ডন করি করিয়ে † স্থাপন।
দেখি তাহা অন্যথা করুক্ কোনো জন ॥"
এইমত বোলে বিশ্বম্ভর বিশ্বনাথ।
প্রত্যুত্তর করিবেক হেন শক্তি কা'ত ?
গঙ্গা দেখিবারে যত অধ্যাপক যায়।
শুনিঞা সভার অহঙ্কার চূর্ণ পায় ॥
কার্ শক্তি আছে বিশ্বম্ভরের সমীপে।
সিদ্ধান্ত দিবেক হেন আছে নবদ্বীপে ॥
এইমত আবেশে বাখানে বিশ্বম্ভর।
চারি-দণ্ড রাত্রি তভু নাহি অবসর ‡ ॥
দৈবে আর এক নগরিয়ার দুয়ারে।
এক মহাভাগ্যবান্ আছে বিপ্রবরে ॥
'রত্নগর্ভ-আচার্য্য' বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর বাপের সঙ্গী, § জন্ম এক গ্রাম ॥

* 'দেখ'। † 'যে করি'।
‡ 'অপসর'। § 'সঙ্গে'।

তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণপদ-মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ-কবিচন্দ্র ॥
ভাগবত পরম আদরে' * বিপ্রবর।
ভাগবত-† শ্লোক পঢ়ে করিয়া আদর ॥

তথাহি (ভা° ১০।২৩।২২)—

"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্য-বর্হ-
ধাতু-প্রবাল-নটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্ ॥"৮ ॥

টীকা।

যজ্ঞপত্ন্যো যমুনোপবনে বিচরন্তং শ্রীকৃষ্ণং কথম্ভূতং দদৃশুরিত্যাহ. শ্যামমিতি। হিরণ্যবৎ, পরিধিঃ—পরিধানং, যস্য তং পীতাম্বরমিত্যর্থঃ। বনমাল্যৈঃ, বর্হৈঃ ধাতুভিঃ, প্রবালৈশ্চ নটবৎ বেশো যস্য তম্। অনুব্রতস্য-সখ্যুঃ, অংসে, বিন্যস্তঃ—নিহিতঃ, হস্তো যেন তম্। ইতরেণ হস্তেন অব্জং—লীলাকমলং ধুনানং—ভ্রাময়ন্তম্। কর্ণয়োঃ উৎপলে যস্য, অলকাঃ কপোলয়োর্যস্য, মুখাব্জে হাসো যস্য তঞ্চ তঞ্চ তঞ্চ ; যদ্বা, কর্ণোৎপলয়োঃ, অলকানাং, কপোলয়োঃ, মুখাব্জস্য চ, হাসঃ—প্রকাশঃ, যত্র তম্ ইতি ॥ ৮॥

অনুবাদ।

[যজ্ঞপত্নীগণ দেখিলেন] তিনি শ্যামকান্তি,—পরিধান সুবর্ণ-সুন্দর পীতাম্বর ; বনমালা, ময়ুর-পুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু ও প্রবালসমূহে নট-সদৃশ তাঁহার বেশ ; তিনি এক হস্ত অনুগত সহচরের স্কন্ধদেশে অর্পণ করিয়া অপর হস্তে একটি লীলা-কমল সঞ্চালিত করিতেছেন ; তাঁহার দুইটি কর্ণে দুইটি পদ্ম, কপোলযুগলে কুঞ্চিত কুন্তল, আর মুখপঙ্কজে সুমধুর হাস্য শোভমান হইতেছে ॥৮॥

ভক্তিযোগ-শ্লোক পঢ়ে পরম-সন্তোষে।
প্রভুর কর্ণেতে আসি করিল প্রবেশে ॥

* 'ভাগবতে পরম সাদর'। † 'ব্যাখ্যা করি'।

ভক্তির প্রভাব মাত্র শুনিল থাকিয়া।
সেইক্ষণে পড়িলেন মূর্চ্ছিত হইয়া॥
সকল পঢ়ুয়াবর্গ বিস্মিত হইলা।
ক্ষণেক অন্তরে প্রভু বাহ্য প্রকাশিলা॥*
বাহ্য পাই "বোল বোল" বোলে বিশ্বম্ভর।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী-উপর॥
প্রভু বোলে "বোল বোল",—বোলে বিপ্রবর।
উঠিল সমুদ্র—কৃষ্ণ-সুখ মনোহর॥
লোচনের জলে হৈল পৃথিবী সিঞ্চিত।
অশ্রু কম্প পুলক—সকল সুবিদিত॥
দেখে বিপ্রবর তাঁর ‡ পরম আনন্দ।
পঢ়ে ভক্তি-শ্লোক ভক্তি-সনে করি সঙ্গ §॥
দেখিয়া তাঁহার ভক্তিযোগের পঠন।
তুষ্ট হৈয়া প্রভু তানে দিলা আলিঙ্গন॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গনে।
প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হৈলা সেইক্ষণে॥
প্রভুর চরণ ধরি রত্নগর্ভ কান্দে।
বন্দী হৈলা বিপ্র চৈতন্যের প্রেমফান্দে॥
পুনঃপুন পঢ়ে শ্লোক প্রেমযুক্ত হৈয়া।
"বোল বোল" বোলে প্রভু হুঙ্কার করিয়া॥
দেখিয়া সভার হৈল অপরূপ-জ্ঞান।
নগরিয়া-সব দেখি করে পরণাম॥
"না পঢ়িহ আর" বলিলেন গদাধর।
সঙে মিলি ধরিলেন ¶ প্রভু বিশ্বম্ভর॥

ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি গৌররায়।
"কি বোল কি বোল?" প্রভু জিজ্ঞাসে সদায়॥
প্রভু বোলে "কি চাঞ্চল্য করিলাঙ আমি?"
পঢ়ুয়া-সকল বোলে "কৃতকৃত্য তুমি॥
কি বলিতে পারি আমা'সভার শকতি।"
আপ্তগণে নিবারিল "না করিহ স্তুতি॥"
বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর আপনা' সম্বরে'।
সর্ব্ব-গণে চলিলেন গঙ্গা দেখিবারে॥
গঙ্গা নমস্করি গঙ্গাজল লৈলা শিরে।
গোষ্ঠীর সহিত বসিলেন গঙ্গাতীরে॥
যমুনার তীরে যেন বেঢ়ি * গোপগণ।
নানা রস † করিলেন নন্দের নন্দন॥
সেইমত শচীর নন্দন গঙ্গাতীরে।
ভকত-সহিত কৃষ্ণপ্রসঙ্গে বিহরে॥
কথোক্ষণে সভারে বিদায় দিয়া ঘরে।
বিশ্বম্ভর চলিলেন আপন-মন্দিরে॥
ভোজন করিয়া সর্ব্ব-ভুবনের নাথ।
যোগনিদ্রা প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত॥
পোহাইল নিশা—সর্ব্ব-পঢ়ুয়ার গণ।
আসিয়া মেলিল ‡ পুঁথি করিতে চিন্তন॥
ঠাকুর আইলা ঝাট করি গঙ্গাস্নান।
বসিয়া করেন প্রভু পুস্তক-ব্যাখ্যান॥
প্রভুর না স্ফুরে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত আন।
শব্দ-মাত্র কৃষ্ণভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান॥
পঢ়ুয়া-সকল বোলে "ধাতু-সংজ্ঞা কার?"
প্রভু বোলে "শ্রীকৃষ্ণের শক্তি § নাম যার॥

---

* 'ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য দৃষ্টিয়ে আইলা (বাহ্য দৃষ্টি দেয়াপিলা)'। † 'পঢ়ে'। ‡ 'দেখিয়া প্রভুর ভাব'। § 'ভক্তসনে করি রঙ্গ'। ¶ 'বেঢ়ি বসিলেন'।

* 'লৈয়া'। † 'ক্রীড়া বা লীলা'। ‡ 'মিলিলা বা 'বসিলা'। § 'ভক্তি'

ধাতু-সূত্র বাখানি—শুনহ ভাইগণ!
দেখি কার্ শক্তি আছে করুক্ খণ্ডন?
যত দেখ রাজা—দিব্যদিব্য * কলেবর।
কনকভূষিত—গন্ধচন্দনে সুন্দর॥
'যম লক্ষ্মী যাহার বচনে' † লোক কহে।
ধাতু বিনে শুন তার যে অবস্থা হয়ে॥
কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া।
কেহো ভস্মাকার, ‡ কারে এড়েন পুঁতিয়া॥
সর্ব্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।
তাহ্-সনে করে § স্নেহ, তাহানে সে ভক্তি॥
ভ্রমবশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
'হয় নয়' ভাইসব! বুঝ মন দিয়া॥
এবে যারে নমস্করি করি মান্য-জ্ঞান।
ধাতু গেলে তারে পরশিলে করি স্নান॥
যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহা-সুখে।
ধাতু গেলে সে-ই পুত্র অগ্নি দেই মুখে॥
ধাতু-সংজ্ঞা কৃষ্ণশক্তি বল্লভ ¶ সভার।
দেখি ইহা দুষুক্, আছয়ে শক্তি কার?
এইমত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি।
হেন কৃষ্ণে ভাইসব! কর' দৃঢ় ভক্তি॥
বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশি কৃষ্ণের চরণ কর' ধ্যান॥
যাহার চরণে দুর্ব্বা জল ‖ দিলে মাত্র।
কভু যম তান অধিকারে নহে পাত্র॥
অঘ-বক-পূতনারে যে কৈল মোচন।
ভজভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ॥

পুত্রবুদ্ধ্যে অজামিল যাহার স্মরণে।
চলিল বৈকুণ্ঠপুরী কৃষ্ণের চরণে * ॥
যাহার চরণরসে † শিব দিগম্বর।
যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥
যে চরণ-মহিমা অনন্ত গুণ গায়।
দন্তে তৃণ করি ভজ হেন কৃষ্ণপা'য়॥
যাবত আছয়ে প্রাণ ‡ দেহে আছে শক্তি।
তাবত কৃষ্ণের পাদপদ্মে কর' ভক্তি॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
চরণে ধরিয়া বোলে'। 'কৃষ্ণে দেহ' মন'॥"
দাস্যভাবে কহে প্রভু আপন মহিমা।
হইল প্রহর দুই তভো নহে § সীমা॥
মোহিত পঢ়ুয়াসব শুনে একমনে।
দ্বিরুক্তি করিতে কারো না আইসে বদনে॥
সে সব কৃষ্ণের দাস—জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন, সে কি অন্য হয়?
কথোক্ষণে বাহ্য প্রকাশিলা বিশ্বম্ভর।
চা'হিয়া সভার মুখ—লজ্জিত-অন্তর॥
প্রভু বোলে "ধাতু-সূত্র বাখানিল কেন?"
পঢ়ুয়া-সকল বোলে "সত্য ¶ অর্থ যেন॥
যে শব্দে যে অর্থ তুমি করিলে বাখান।
কা'র্ বাপে তাহা করিবারে পারে আন?
যতেক বাখান' তুমি—সব সত্য হয়।
সবে যে উদ্দেশে পড়ি, তার অর্থ নয়॥"
প্রভু বোলে "কহ দেখি আমারে সকল।
বায়ু বা আমারে করিয়াছয়ে বিহ্বল॥ ‖

* 'রাজাদি দিব্য'। † 'চরণে'।
‡ 'কেহো হয় ভস্ম' বা 'কারে ভস্ম করে'।
§ 'করি'। ¶ 'ভক্তি দুর্ল্লভ'। ‖ 'দূর্ব্বাদল'।

* 'বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণচরণে'। † 'সেবি'।
‡ 'জীব'। § 'তার নাহি'। ¶ 'ধাতু'।
‖ 'থাকি করয়ে চঞ্চল' বা 'করিয়াছয়ে প্রবল'।

সূত্ররূপে কোন্ বৃত্তি করিয়ে ব্যাখ্যান ?”
শিষ্যবর্গ বোলে “সবে এক হরিনাম ॥
সূত্র, বৃত্তি, টীকায় বাখান' কৃষ্ণ মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কে আছয়ে পাত্র ?
ভক্তির শ্রবণে * যে তোমার আসি হয়ে।
তাহাতে তোমারে কভু নর-জ্ঞান নহে ॥”
প্রভু বোলে “কোন্ রূপ দেখহ আমারে ?”
পঢ়ুয়া-সকল বোলে “যত চমৎকারে ॥
যে কম্প, যে অশ্রু, যে বা পুলক তোমার।
আমরা ত কোথাও কভু নাহি দেখি আর ॥
কালি যবে পুঁথি তুমি চিন্তাহ † নগরে।
তখন পঢ়িল শ্লোক এক বিপ্রবরে ॥
ভাগবতশ্লোক শুনি হইলা মূর্চ্ছিত।
সর্ব্ব-অঙ্গে নাহি প্রাণ ‡, আমরা বিস্মিত ॥
চৈতন্য পাইয়া তুমি যে কৈলা ক্রন্দন।
গঙ্গার আসিয়া যেন হইল মিলন ॥
শেষে যে বা কম্প আসি হইল তোমার।
শত জন সমর্থ না হয় ধরিবার ॥
আপাদমস্তকে হৈল পুলক-উন্নতি।
লালা, ঘর্ম্ম, ধূলায় ব্যাপিত গৌরজ্যোতি ॥
অপূর্ব্ব সে সব লীলা § দেখে যত জন।
সভেই বোলেন 'এ পুরুষ নারায়ণ' ॥
কেহো বোলে 'ব্যাস, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ।
তাঁহাসভাকার যোগ্য এমত প্রসাদ' ॥
সভে মিলি ধরিলেন করিয়া শকতি।
ক্ষণেকে তোমার আসি বাহ্য হৈল মতি ॥

এ সব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না জান'।
আর কথা কহি তাহা চিত্ত দিয়া শুন ॥
দিন দশ ধরি কর' যতেক ব্যাখ্যান।
সর্ব্ব শব্দে কৃষ্ণভক্তি কর' * কৃষ্ণনাম ॥
দশ দিন ধরি আজি পাঠ-বাদ হয়।
কহিতে তোমারে সভে বড় বাসি ভয় ॥
শব্দের অশেষ অর্থ তোমার গোচর।
যে বাখান' হাসি তাহা কে † দিব উত্তর ॥”
প্রভু বোলে “দশ দিন পাঠ বাদ যায়।
তবে কি আমারে কহিবারে না ‡ জুয়ায় ?”
পঢ়ুয়া-সকল বোলে “বাখান' উচিত।
সত্য 'কৃষ্ণ' সকল-শাস্ত্রের সমীহিত ॥
অধ্যয়ন এই সে—সকল-শাস্ত্র-সার।
তবে যে না লই, দোষ আমা'সভাকার ॥
মূলে যে বাখান' তুমি, জ্ঞাতব্য সে-ই সে।
তাহাতে না লয় চিত্ত নিজকর্ম্মদোষে ॥”
পঢ়ুয়ার বাক্যে তুষ্ট হইলা ঠাকুর।
কহিতে লাগিলা কৃপা করিয়া প্রচুর ॥
প্রভু বোলে “ভাইসব! কহিলা সুসত্য।
আমার এ সব কথা অন্যত্র অকথ্য ॥
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখোঁ তাই ভাই! § বোলোঁ সর্ব্বথায় ॥
যত শুনি শ্রবণে—সকল কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখোঁ—গোবিন্দের ধাম ॥
তোমা'সভা'স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥

* 'শ্রবণে'। † 'চিন্তহ'। ‡ 'ধাতু'।
§ 'অপূর্ব্ব মাধুরে (ভাবয়ে) সব'।

* 'সর্ব্ব শব্দে কৃষ্ণ আর'। † 'সেই হয়, কি'।
‡ 'তবে ত আমারে সভে কহিতে'। § 'সেই'।

তোমা'সভাকার—যার স্থানে চিত্ত লয়।
তার ঠাঞি পঢ়—আমি দিলাঙ নির্ভয় ॥
কৃষ্ণ বিনু আর বাক্য না স্ফুরে আমার *।
সত্য আমি কহিলাঙ চিত্ত আপনার ॥"
এই বোল মহাপ্রভু সভারে কহিয়া
দিলেন পুঁথিতে ডোর অশ্রুযুক্ত হৈয়া ॥
শিষ্যগণ বোলেন করিয়া নমস্কার।
"আমরাও করিলাঙ সঙ্কল্প তোমার ॥
তোমার স্থানেতে পঢ়িলাঙ আমিসব।
আর স্থানে করিব কি † গ্রন্থ-অনুভব ॥"
গুরুর বিচ্ছেদ-দুঃখে সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
কহিতে লাগিলা সভে করিয়া ক্রন্দন ॥
"তোমার মুখেতে যত শুনিল ব্যাখ্যান।
জন্মজন্ম হৃদয়ে রহুক ‡ সেই ধ্যান ॥
আর স্থানে গিয়া কি আমরা পঢ়িবাঙ।
সেই ভাল যত তোমা' হৈতে জানিলাঙ § ॥"
এত বলি প্রভুরে করিয়া হাথ-জোড়।
পুস্তকে দিলেন সব-শিষ্যগণ ডোর।
'হরি' বলি শিষ্যগণ করিলেন ধ্বনি।
সভা' কোলে করিয়া কান্দেন দ্বিজমণি ॥
শিষ্যগণ ক্রন্দন করেন অধোমুখে।
ডুবিলেন শিষ্যগণ পরানন্দ সুখে ॥
রুদ্ধ-কণ্ঠ ¶ হইলেন সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
আশীর্ব্বাদ করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
"দিবসেকো আমি যদি হই কৃষ্ণদাস।
তবে সিদ্ধ হউ ‖ তোমা'সভার অভিলাষ ॥
তোমরা-সকল লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণনামে পূর্ণ হউ সভার বদন ॥
নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ তোমা'সভাকার ধন প্রাণ ॥
যে পঢ়িল, সেই ভাল, আর কার্য্য নাঞি।
সভে মিলি 'কৃষ্ণ' বলিবাঙ * একঠাঞি ॥
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক্ সভার।
তুমিসব জন্মজন্ম বান্ধব আমার ॥"
প্রভুর অমৃত বাক্য শুনি শিষ্যগণ।
পরম-আনন্দমন † হইলেন ততক্ষণ ॥
সে সব শিষ্যের পা'য় মোর নমস্কার।
চৈতন্যের শিষ্যত্বে হইল ভাগ্য যার ॥
সে সব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পঢ়ায়েন, সে কি অন্য হয় ?
সে বিদ্যাবিলাস দেখিলেন যে যে জন।
তাহারে দেখিলে হয় বন্ধবিমোচন ॥
হইল পাপিষ্ঠ,—জন্ম নহিল তখনে।
হইলাঙ বঞ্চিত সে সুখ দরশনে ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর' মহাশয়!
সে বিদ্যাবিলাস মোর রহুক ‡ হৃদয় ॥
পঢ়িলেন § নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়।
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে সর্ব্ব-নদীয়ায় ॥
চৈতন্য-লীলার কিছু ¶ অবধি না হয়ে।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই বেদে কহে ॥
এই হৈতে পরিপূর্ণ ‖ বিদ্যার বিলাস।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভের হইল $ প্রকাশ ॥

---

* 'আমার না আইসে মুখে (বাক্য) আর'।
† 'না করিবাঙ'। ‡ বহুক'। § 'স্থানে পাইলাঙ'।
¶ 'রুদ্ধকণ্ঠ'। ‖ 'হইব' বা' হবে'।

* 'কৃষ্ণ বলি ডাকিব'। † 'পরমানন্দময়'।
‡ 'বহুক'। § 'পঢ়াইলা'। ¶ 'কভু' বা 'আদি'
‖ 'পূর্ণ হৈল'। $ 'করিলা'।

চতুর্দ্দিগে অশ্রুযুক্ত হইল * শিষ্যগণ
সদয় হইয়া প্রভু বোলেন বচন ॥
"পঢ়িলাঙশুনিলাঙ এত কাল † ধরি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর' পরিপূর্ণ করি ॥"
শিষ্যগণ বোলেন "কেমন সঙ্কীর্ত্তন ?"
আপনে শিক্ষায় ‡ প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥

(কেদার রাগ)

"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ § যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥"
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাথে তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া ॥
আপনে কীর্ত্তননাথ করয়ে কীর্ত্তন।
চৌদিগে বেঢ়িয়া গায় সব-শিষ্যগণ ॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ নাম-রসে।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় ¶ আবেশে ॥
'বোল বোল' বলি প্রভু চতুর্দ্দিগে পড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে-আছাড়ে ॥
গণ্ডগোল শুনি সব-নদীয়ানগর।
ধাইয়া আইলা সব ঠাকুরের ঘর ॥
নিকটে বসয়ে ‖ যত বৈষ্ণবের ঘর।
কীর্ত্তন শুনিঞা সভে আইলা সত্বর ॥
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব-ভক্তগণ।
পরম অপূর্ব্ব সভে ভাবে মনেমন ॥
পরম সন্তোষ সভে হইলা * অন্তরে।
"এবে সে কীর্ত্তন হৈল নদীয়ানগরে ॥
এমত দুর্ল্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে।
নয়ন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে ॥
যত উদ্ধতের † সীমা এই বিশ্বম্ভর।
প্রেম দেখিলাঙ নারদাদির দুষ্কর ॥
হেন উদ্ধতের ‡ যদি হেন ভক্তি হয়।
না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা এ বা কিবা হয় § ॥"
ক্ষণেকে হইলা * বাহ্য বিশ্বম্ভররায়।
সবে প্রভু 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বোলয়ে সদায় ॥
বাহ্য হইলেও বাহ্য-কথা নাহি কহে।
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের গলা ধরিয়া কান্দয়ে ॥
সভে মিলি ঠাকুরেরে স্থির করাইয়া।
চলিলা বৈষ্ণবগণ মহানন্দ হৈয়া ॥
কোন কোন পঢ়ুয়া-সকল প্রভুসঙ্গে।
উদাসীনপথ লইলেন প্রেমরঙ্গে ॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
সকল-ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসঙ্কীর্ত্তনারম্ভবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

---

* 'অশ্রুকণ্ঠে কান্দে'। † 'যত দিন'।
‡ 'শিখাও'। § 'রাম'।
¶ 'ধূলায় পড়িয়া গড়ি যায়েন'। ‖ 'নিকটে'।

* 'পাইলা'। † 'উদ্ধত্যের'।
‡ 'হেন উদ্ধত্যের'।
§ 'এই কি বা নয়'।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

———:o:———

জয়জয় জগতমঙ্গল † গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিতে গৌরাঙ্গ জয়জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥
ঠাকুরের প্রেম দেখি-সর্ব্ব-ভক্তগণ।
পরম বিস্মিত হৈল সভাকার মন॥
পরম সন্তোষে সভে অদ্বৈতের স্থানে।
সভে কহিলেন যত হৈল দরশনে॥
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
'অবতরিয়াছে ‡ প্রভু' জানেন সকল॥
তথাপি অদ্বৈততত্ত্ব বুঝন না যায়।
সেইক্ষণে প্রকাশিয়া তখনে লুকায়॥
শুনিঞা অদ্বৈত বড় হরিষ হইলা।
পরম আবিষ্ট হই কহিতে লাগিলা॥
"মোর আজুকার কথা শুন ভাইসব!
নিশিতে দেখিলুঁ আজি § কিছু অনুভব॥
গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া।
থাকিলাঙ দুঃখ ভাবি উপাস করিয়া॥
কথো রাত্রে আমারে বোলয়ে একজন।
'উঠহ আচার্য্য! ঝাট করহ ভোজন *।
এই পাঠ এই অর্থ কহিল তোমারে।
উঠিয়া ভোজন কর' পূজহ আমারে †॥
আর কেনে দুঃখ ভাব' পাইলে সকল।
যে লাগি সঙ্কল্প কৈলে, সে হৈল সফল॥
যত উপবাস কৈলে, যত আরাধন।
যতেক করিলে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন॥
যা' আনিতে ভুজ তুলি ‡ প্রতিজ্ঞা করিলা।
সে প্রভু তোমারে § এবে বিদিত হইলা॥
সর্ব্বদেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
ঘরেঘরে নগরেনগরে অনুক্ষণ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ মূর্ত্তি জগতে যতেক ¶।
তোমার প্রসাদে মাত্র সভে দেখিবেক॥
এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দেখিব অনুভব॥
ভোজন করহ তুমি, আমার বিদায়।
আরবার আসিবাঙ ভোজনবেলায়॥'
চক্ষু মেলি চা'হি দেখি—এই বিশ্বম্ভর।
দেখিতেদেখিতে মাত্র হইলা অন্তর॥
কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে।
কোন্ রূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে॥

---

* মুদ্রিতপুস্তকে ও একখানি পুঁথিতে এই স্থানে 'ই (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত। ৪১) শ্লোকটি স্থান পাইয়াছে—
"অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে! ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো! করুণৈকসিন্ধো! হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥"
† 'জীবন'। ‡ 'অবতারিয়াছে'। § 'আমি'।

* 'শয়ন'। † 'পূজিয়া সত্বরে'।
‡ 'যাহা আনিতেও যত্ন'। § 'তোমার'।
¶ 'ভক্তি যতেক যতেক'।

ইহার অগ্রজ পূর্ব্ব—বিশ্বরূপ নাম।
আমা'-সঙ্গে আসি গীতা করিতা * ব্যাখ্যান॥
এই শিশু পরম-মধুর-রূপবান।
ভাইকে ডাকিতে আইসেন মোর স্থান॥
চিত্তবৃত্তি হরে' শিশু সুন্দর দেখিয়া।
আশীর্ব্বাদ করো 'ভক্তি হউক' বলিয়া॥
আভিজাত্যে আছে 'া' বড়মানুষের পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—তাঁহার ‡ দৌহিত্র॥
আপনেও সর্ব্বগুণে উত্তম পণ্ডিত।
তাঁহার কৃষ্ণেতে ভক্তি হইতে উচিত॥
বড় সুখী হইলাঙ এ কথা শুনিয়া।
আশীর্ব্বাদ কর' সভে 'তথাস্তু' বলিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হউক সভারে।
কৃষ্ণনামে মত্ত § হউ সকল সংসারে॥
যদি সত্য বস্তু হয় তবে এইখানে।
সভে আসিবেন এই বামনার স্থানে॥"
আনন্দে অদ্বৈত করে পরম হুঙ্কার।
সকল বৈষ্ণব করে জয়জয়কার॥
'হরিহরি' বলি ডাকে বদন সভার।
উঠিল কীর্ত্তনরূপ কৃষ্ণ-অবতার॥
কেহো বোলে "নিমাঞিপণ্ডিত ভাল হৈলে।
তবে সঙ্কীর্ত্তন করি মহাকুতূহলে॥"
আচার্য্যেরে প্রণতি করিয়া ভক্তগণ।
আনন্দে চলিলা করি কৃষ্ণের কীর্ত্তন॥
প্রভুসঙ্গে যাহার যাহার দেখা হয়।
পরম-আদরে সভে রহি সম্ভাষয়॥

প্রাতঃকালে যবে প্রভু চলে গঙ্গাস্নানে।
বৈষ্ণবসভার সনে হয় দরশনে॥
শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্করে।
প্রীত হৈয়া ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে॥
"তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে।
মুখে কৃষ্ণ বোল, কৃষ্ণ শুনহ শ্রবণে॥
কৃষ্ণ ভজিলে সে বাপ! সব সত্য হয়।
না ভজিলে কৃষ্ণ, রূপ বিদ্যা কিছু নয়॥
কৃষ্ণ সে জগতপিতা কৃষ্ণ সে জীবন।
দৃঢ় করি ভজ বাপ! কৃষ্ণের চরণ॥"
আশীর্ব্বাদ শুনিঞা প্রভুর বড় সুখ।
সভারে চা'হেন প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ॥
"তোমরা সে কর' সত্য করি * আশীর্ব্বাদ!
তোমরা বা কেনে অন্য করিবা প্রসাদ?
তোমরা সে পার' কৃষ্ণভজন দিবারে!
দাসে সেবিলে সে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণুধর্ম্ম।
তেঞি বুঝি আমার উত্তম আছে কর্ম্ম॥
তোমা'সভা' সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।"
এত বলি কারো পা'য়ে ধরে সেই ঠাঁই॥
নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে।
ধুতিবস্ত্র তুলি কারো দেন ত † আপনে॥
কুশ গঙ্গামৃত্তিকা কাহারো দেন করে।
সাজি বহি' কোন দিন চলে কারো ঘরে॥
সকল বৈষ্ণবগণ 'হায় হায়' করে।
"কি কর' কি কর'" তবে বোলে ‡ বিশ্বম্ভরে॥
এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপন দাসের হয় আপনে কিঙ্কর॥

---

* 'গীতার অর্থ করিথা'। † 'হয়'।
‡ 'চক্রবর্ত্তীর হএন'। § 'পূর্ণ'।

* 'মোরে'। † 'দেহেন' বা 'জোগান'। ‡ 'তবু করে'।

কোন্ কর্ম্ম সেবকের কৃষ্ণ নাহি করে।
সেবকের লাগি নিজ ধর্ম্ম পরিহরে॥
'সকল-সুহৃৎ কৃষ্ণ' সর্ব্ব-বেদে কহে।
এতেকে কৃষ্ণের কেহো দ্বেষ্য*-যোগ্য নহে॥
তাহো পরিহরে কৃষ্ণ ভক্তের † কারণে।
তার সাক্ষী দুর্য্যোধনবংশের মরণে॥
কৃষ্ণের করয়ে সেবা—ভক্তের স্বভাব ‡।
ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সকল অনুভাব॥ §
কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে।
তার সাক্ষী সত্যভামা—দ্বারকানিবাসে॥
সেই প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর বিশ্বম্ভর।
গূঢ়-রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥
চিনিতে না পারে কেহো প্রভু আপনার।
যা'সভার লাগিয়া হইলা অবতার॥
কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল নিজ ¶ দাস॥
সভারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥
সাজি বহে, ধুতি বহে, লজ্জা নাহি করে।
সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হস্তে আসি ধরে॥
দেখি বিশ্বম্ভরের বিনয় ভক্তগণে।
অকৈতবে আশীর্ব্বাদ করে কায়-মনে ‖॥
"ভজ কৃষ্ণ, স্মর' কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ সভার জীবন ধন প্রাণ॥
বোলহ বোলহ কৃষ্ণ, হও কৃষ্ণদাস।
তোমার হৃদয়ে হউ কৃষ্ণের প্রকাশ॥
কৃষ্ণ বই আর নাহি স্ফুরুক তোমার।
তোমা' হৈতে দুঃখ যাউ আমা'সভাকার॥
যে যে অজ্ঞ জন সব কীর্ত্তনেরে হাসে'।
তোমা' হৈতে তাহারা ডুবুক কৃষ্ণরসে॥
যেন তুমি শাস্ত্রে সব * জিনিলে সংসার।
তেন কৃষ্ণ ভজি কর পাষণ্ডি-সংহার॥
তোমার প্রসাদে যেন আমরা-সকল।
সুখে কৃষ্ণ † গাই নাচি হইয়া বিহ্বল॥"
হস্ত দিয়া প্রভুর অঙ্গেতে ভক্তগণ।
আশীর্ব্বাদ করে দুঃখ করি নিবেদন॥
"এই নবদ্বীপে বাপ! যত অধ্যাপক।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সভে হয় বক ‡॥
কি সন্ন্যাসী, কি তপস্বী কিবা জ্ঞানী যত।
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত॥
কেহো না বাখানে বাপ! কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
না করুক ব্যাখ্যা আরো নিন্দে' সর্ব্বক্ষণ॥
যতেক পাপিষ্ঠ শ্রোতা সেই বোল ধরে।
তৃণ-জ্ঞান কেহো আমা'সভারে না করে॥
সন্তাপে পোড়য়ে বাপ! সব দেহভার।
কোথাহো না শুনি কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-প্রচার॥
এখনে প্রসন্ন কৃষ্ণ হইলা সভারে।
এ-পথে প্রবিষ্ট করি দিলেন তোমারে॥
তোমা' হৈতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয়।
মনেতে আমরা ইহা বুঝিল নিশ্চয়॥
চিরজীবি হও তুমি বলি § কৃষ্ণনাম।
তোমা' হৈতে ব্যক্ত হউ কৃষ্ণগুণগ্রাম॥'

* 'শিষ্য' বা 'দাস্ত'। † 'ভক্তির'।
‡ 'ভক্তির প্রভাব'।
§ 'ভক্তি লাগি কৃষ্ণের সকল অনুরাগ'।
¶ 'প্রিয়'। ‖ 'সর্ব্বক্ষণে' বা 'সর্ব্ব জনে'।

* 'শাস্ত্র-জয়ে'। † 'কৃষ্ণ রসে'।
‡ 'বোক'। § 'চিরজীব হও তুমি বোল'।

ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়ে।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়ে॥
শুনিঞা ভক্তের দুঃখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রকাশ হইতে চিত্ত হইল * সত্বর॥
প্রভু বোলে "তুমিসব কৃষ্ণের দয়িত !
তোমরা যে বোল, সে-ই হইব নিশ্চিত॥
ধন্য মোর জীবন—তোমরা বোল ভাল।
তোমরা রাখিলে গ্রাসিবারে † নারে কাল॥
কোন্ ছার হয় পাপ পাষণ্ডীর গণ।
সুখে গিয়া কর' কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তন॥
ভক্তদুঃখ প্রভু কভু সহিতে না পারে।
ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সর্ব্বত্র ‡ অবতারে॥
এ ত বুঝি তোমরা আনাইবা § কৃষ্ণচন্দ্র।
নবদ্বীপে করাইবা বৈকুণ্ঠের-আনন্দ॥
তোমা'সভা' হৈতে হৈব জগত-উদ্ধার।
করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার॥
'সেবক' করিয়া মোরে সভেই জানিবা।
এই বর—মোরে কভু না পরিহরিবা॥
সভার চরণধূলি লয় বিশ্বম্ভর।
আশীর্ব্বাদ সভেই করেন বহুতর॥
গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা সভে ঘরে !
প্রভুও চলিলা কিছু হাসিয়া অন্তরে॥
আপনে ভক্তের দুঃখ শুনিঞা ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর॥
"সংহারিব সব বলি" করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই, মুঞি সেই" বোলে বারেবার॥

ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়॥
এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
শচী না বুঝয়ে কোন্ ব্যাধি বা বিশেষে॥
স্নেহ বিনু শচী কিছু নাহি জানে আর।
সভারে কহেন বিশ্বম্ভর-ব্যবহার॥
"বিধাতায়ে স্বামী নিল, নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে এক জন॥
তাহারো কিরূপ মতি বুঝনে * না যায়।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
আপনে আপনে কহে মনেমনে কথা।
ক্ষণে বোলে 'ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা'॥
ক্ষণে গিয়া গাছের উপরডালে চড়ে।
না মেলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে॥
দন্ত কড়মড়ি করে, মালসাট মারে।
গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফুরে॥"
নাহি শুনে দেখে লোক কৃষ্ণের বিকারে।
বায়ু-জ্ঞান করি লোক বোলে বান্ধিবারে॥
শচীমুখে শুনি যায় যে যে দেখিবারে।
বায়ুজ্ঞান করি সভে বোলে বান্ধিবারে॥
পাষণ্ডী দেখিয়া প্রভু খেদাড়িয়া যায়।
বায়ুজ্ঞান করি লোক হাসিয়া পলায়॥
অস্তেব্যস্তে মা'য়ে গিয়া আনয়ে ধরিয়া।
লোক বোলে "পূর্ব্ব-বায়ু জন্মিল আসিয়া †॥"
লোক বোলে "তুমি ত অবোধ ঠাকুরাণি !
আর বা ইঁহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসহ কেনি ?

* 'করিতে চিত্তে হইলা'। † 'বাধানিতে গ্রাসিতে'।
‡ 'সকল'। § 'সত্তে বুঝাইবা'। ¶ 'বৈকব'।

* 'কহনে'। † 'নিবর্ত্তিল গিয়া'

পূর্ব্বকার বায়ু আসি জন্মিল শরীরে * ।
দুই-পা'য়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে ॥
খাইবারে দেহ' ডাবু'নারিকেল-জল ।
যাবত উন্মাদ-বায়ু নাহি করে বল ॥"
কেহো বোলে "ইথে অল্প ঔষধে কি করে ।
শিবাঘৃত-প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তরে ॥
পাকতৈল শিরে দিয়া করাইবা ‡ স্নান ।
যাবত প্রবল নাহি হইয়াছে § জ্ঞান ॥"
পরম উদার শচী—জগতের মাতা ।
যার মুখে যেই শুনে, কহে সেই কথা ॥
চিন্তায় ব্যাকুল ¶ শচী কিছু নাহি জানে ।
গোবিন্দ-শরণে গেলা কায়-বাক্য-মনে ॥
শ্রীবাসাদি বৈষ্ণব—সভার স্থানে স্থানে ।
লোকদ্বারে শচী করিলেন নিবেদনে ॥
একদিন গেলা তথা শ্রীবাসপণ্ডিত ।
উঠি প্রভু নমস্কার কৈলা সাবহিত ॥
ভক্ত দেখি প্রভুর বাঢ়িল ভক্তি‖-ভাব ।
লোমহর্ষ, অশ্রুপাত, কম্প, অনুরাগ ॥
তুলসীরে আছিলা করিতে প্রদক্ষিণে ।
ভক্ত দেখি প্রভু মূর্চ্ছা পাইলা তখনে ॥
বাহ্য পাই কথোক্ষণে লাগিলা কান্দিতে ।
মহাকম্পে প্রভু স্থির না পারে হইতে ॥
অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে' ।
"মহাভক্তিযোগ ; বায়ু বোলে কোন্ জনে ?"
বাহ্য পাই প্রভু বোলে পণ্ডিতের স্থানে ।
"কি বুঝ পণ্ডিত ! তুমি মোহর বিধানে ॥
কেহো বোলে মহা-বায়ু, বান্ধিবার তরে ।
পণ্ডিত ! তোমার চিত্তে কি লয়ে আমারে ?"
হাসি বোলে শ্রীবাসপণ্ডিত "ভাল বাই ।
তোমার যেমত বাই তাহা আমি চাই ॥
মহাভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে ।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে ॥"
এতেক শুনিল যবে শ্রীবাসের মুখে ।
শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈলা বড় সুখে ॥
"সভে বোলে বায়ু, সবে আশংসিলে তুমি ।
আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাঙ আমি ॥
যদি তুমি বায়ু-হেন বলিতা * আমারে ।
প্রবেশিতোঁ† আজি আমি গঙ্গার ভিতরে ॥"
শ্রীবাস বোলেন "যে তোমার ভক্তিযোগ ।
ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি বাঞ্ছয়ে এই ভোগ ॥
সভে মিলি একঠাঞি করিব কীর্ত্তন ।
যে-তে কেনে না বোলে পাষণ্ডি-পাপি-গণ ॥"
শচী প্রতি শ্রীনিবাস বলিলা বচন ।
"চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন ॥
'বায়ু নহে—কৃষ্ণভক্তি' বলিল তোমারে ।
ইহা কভু অন্য জন বুঝিবারে নারে ॥ ‡
ভিন্ন-লোক-স্থানে ইহা কিছু § না কহিবা ।
অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা ॥"
এতেক কহিয়া শ্রীনিবাস গেলা ঘর ।
বায়ুজ্ঞান দূর হৈল শচীর অন্তর ॥

* 'অন্তরে'। † 'তাবে,' 'আনি' বা 'দিব্য'।
‡ 'করাইহ' বা 'করাও বে'। § 'হইবেক'।
¶ 'বিকল'। ‖ 'ভক্ত'।

* 'বলিথে'। † 'প্রবেশিথুঁ'।
‡ 'ইহা নাকি বুঝিবারে অন্য জন পারে!' বা 'ইহা লোক বুঝাবারে অন্য জন পারে!'।
§ 'জন স্থানে কভু কথা'।

তথাপিহ অন্তরে দুঃখিতা শচী হয়।
'বাহিরায় পুত্র পাছে' এই মনে ভয়॥

এইমতে আছে প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
একদিন প্রভু-গদাধর করি সঙ্গে।
অদ্বৈতে দেখিতে প্রভু চলিলেন রঙ্গে॥
অদ্বৈত দেখিল গিয়া প্রভু-দুই-জন।
বসিয়া করয়ে জল-তুলসী-সেবন *॥
দুই ভুজ আস্ফালিয়া বোলে 'হরিহরি'।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে অর্চ্চন পাসরি॥
মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার।
ক্রোধ দেখি—যেন মহারুদ্র-অবতার॥
অদ্বৈত দেখিয়া † মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই পৃথিবী-উপর॥
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
'এই মোর প্রাণনাথ' জানিলা সকল ‡॥
'কতি যাবে চোরা আজি' ভাবে § মনেমনে।
"এতদিন চুরি করি বুল' এইখানে॥
অদ্বৈতের ঠাঞি চোর! ¶ না লাগে চোরাই।
চোরের উপরে চুরি করিব এথাই॥"
চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে।
সর্ব্ব-পূজা-সজ্জ লই নাম্বিলা তখনে ||॥
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী লই সেই ঠাঞি।
চৈতন্যচরণ পূজে আচার্য্যগোসাঞি॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চরণ-উপরে $।
পুনঃপুন এই শ্লোক পড়ি নমস্করে ×॥

তথাহি (বিষ্ণুপুরাণে ১।১৯।৬৫)—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥" ১॥

টীকা।

নম ইতি। ব্রহ্মণ্যানাং, দেবায়—শ্রেষ্ঠায়। গোভ্যঃ—হবির্দোগ্ধৃভ্যঃ, ব্রাহ্মণেভ্যঃ—বেদবিদ্ভ্যঃ, হিতং যস্মাৎ তস্মৈ। গো ব্রাহ্মণানাং রক্ষণেনৈব যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানতো রক্ষিতঃ স্যাৎ বৈদিকো ধর্ম্ম ইতি। অতএব, জগদ্ধিতায়—জগতাং হিত সাধকায়। লীলামাহ, গোবিন্দায়েতি—গোপালনলীলায়েত্যর্থঃ; তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৩৯) —"সুরভীরভিপালয়ন্তম্" ইতি। ন চাস্যা ন্যূনত্বমাশঙ্কনীয়ং, "গোভ্যো যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে গোভ্যো দেবাঃ সমুত্থিতঃ। গোভির্বেদাঃ সমুদ্গীর্ণাঃ স ষড়ঙ্গপদক্রমাঃ॥" ইতি গোস্তুত্যাৎ। কৃষ্ণায়েত্যত্র যশোদাস্তনন্ধয়ায়েতি রূঢ্যর্থএবাত্র গ্রাহ্যঃ, ন তু সত্তাভিন্নানন্দায়েতি যোগার্থোঽপি, 'রূঢ়ির্যোগমপহরতি' ইতি ন্যায়াৎ; এবমুক্তং ভট্টৈঃ—"লব্ধাত্মিকা সতী রূঢ়ির্ভবেদ্‌যোগাপহারিণী। কল্পনীয়া তু লভতে নাত্মানং যোগবাধতঃ॥" ইতি; নামকৌমুদীকৃদ্ভিশ্চ—"কৃষ্ণশব্দস্য তমালশ্যামলত্বিষি যশোদাস্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়িঃ" ইতি। নমো নমো নম ইতি ত্রিরাবৃত্তিঃ অত্যৌৎসুক্যেনৈবেত্যবগন্তব্যম্॥ ১॥

অনুবাদ।

[প্রহ্লাদ কহিলেন,] কৃষ্ণ! তুমি ব্রহ্মণ্যদেব এবং গো-ব্রাহ্মণগণের মঙ্গলসাধক,—সমগ্র জগতেরও মঙ্গলসাধক; আর গোপালন তোমার একটি লীলা, এই জন্য তোমার একটি নাম 'গোবিন্দ'; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার॥ ১॥

পুনঃপুন শ্লোক পড়ি পড়য়ে চরণে।
চিনিঞা আপন প্রভু করয়ে ক্রন্দনে॥
পাখালিল দুই পদ নয়নের জলে।
যোড়হস্ত করি দাণ্ডাইলা পদতলে॥

* 'সেবন'। † 'দেখিবা'। ‡ 'নিশ্চল'।
§ 'বোলে'। ¶ 'ভোর'। || 'আপনে'।
$ 'উপরি'। × 'পড়িল বিচারি' বা 'পড়ি নমস্করি'।

হাসি বোলে গদাধর জিহ্বা কামড়ায়ে *।
"বালকেরে গোসাঞি ! এমত না জুয়ায়ে ॥"
হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে।
"গদাধর ! বালক জানিবা কথোদিনে ॥"
চিত্তে বড় বিস্মিত হইলা গদাধর।
"হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর ॥"
কথোক্ষণে বিশ্বম্ভর প্রকাশিলা † বাহ্য।
দেখেন আবেশময় অদ্বৈত-আচার্য্য ॥
আপনারে ‡ লুকায়েন প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে স্তুতি করে জুড়ি দুই কর ॥
নমস্কার করি তাঁর পদধূলি লয়ে।
আপনার দেহ প্রভু তাঁরে নিবেদয়ে ॥
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর' মহাশয় !
তোমার আমি সে § হেন জানিহ নিশ্চয় ॥
ধন্য হইলাঙ আমি দেখিয়া তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে ॥
তুমি সে করিতে পার' ভব¶-বন্ধ-নাশ।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বথা প্রকাশ ॥"
ভক্ত বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে ‖ জানে।
যেন করে ভক্ত, তেন করেন আপনে ॥
মনে বোলে অদ্বৈত "কি কর' ভারি-ভুরি।
চোরের উপরে আগে করিয়াছোঁ চুরি ॥"
হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর।
"সভা' হৈতে তুমি মোর বড় বিশ্বম্ভর !
কৃষ্ণ-কথা-কৌতুকে থাকহ $ এই ঠাঁই।
নিরন্তর তোমা' যেন দেখিবারে পাই ॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
তোমার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে ॥"
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম-হরিষে।
স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজ-বাসে ॥
জানিলা অদ্বৈত—হৈল প্রভুর প্রকাশ।
পরীক্ষিতে' চলিলেন শান্তিপুর-বাস ॥
"সত্য যদি প্রভু হয়ে, মুঞি হঙ দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিব নিজ-পাশ ॥"
অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার ?
যার শক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার ॥
এ-সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
অদ্বৈতের সেবা তার নিষ্ফল * নিশ্চিত ॥
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতি-দিনে দিনে।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সনে ॥
সভে বড় আনন্দিত দেখি বিশ্বম্ভর।
লখিতে না পারে কেহো আপন ঈশ্বর ॥
সর্ব্ব-বিলক্ষণ তাঁর পরম-আবেশ।
দেখিতে † সভার চিত্তে সন্দেহ বিশেষ ॥
যখন প্রভুর হয় আনন্দ আবেশ।
কে কহিব তাহা, সবে পারে প্রভু 'শেষ' ॥
শতেক-জনেও কম্প ধরিবারে নারে।
লোচনে বহয়ে শতশত-নদী‡-ধারে ॥
কনক-পনস যেন পুলকিত-অঙ্গ।
ক্ষণেক্ষণে অট্টঅট্ট হাসে বহু রঙ্গ ॥
ক্ষণে হয় আনন্দমূর্চ্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বোলয়ে কৃষ্ণ-ব্যতিরেক ॥

* 'জিহ্বা সে মোচড়য়ে'। † 'প্রকাশিয়া'। ‡ 'আকারে ত'। § 'আশিবে'। ¶ 'সর্ব্ব'। ‖ 'সে ঠাকুর জান'। $ 'থাকিব'।

* 'মজ্জ অধঃপাত তার জানিহ'। † 'দেখিয়া'। ‡ নদী 'শতশত'

হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে।
তাঁর অনুগ্রহে তাঁর ভক্ত সব তরে' ॥
সর্ব্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণেক্ষণে হয়।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময় ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সব-ভাগবতগণে।
নর-জ্ঞান আর কেহো না করয়ে মনে ॥
কেহো বোলে "এ পুরুষ অংশ-অবতার।"
কেহো বোলে "এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার॥"
কেহো বোলে "শুক কিবা প্রহ্লাদ নারদ।"
কেহো বোলে "হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ॥"
যত সব ভাগবতগণের গৃহিণী।
তাঁহারা বোলয়ে "কৃষ্ণ * জন্মিলা আপনি॥"
কেহো বোলে "এই বুঝি প্রভু-†অবতার।"
এইমত মনে সভে করেন বিচার ॥
বাহ্য হৈলে ঠাকুর সভার ‡ গলা ধরি।
যে ক্রন্দন করে, তাহা কহিতে না পারি ॥
"কোথা গেলে পাইব সে মুরলীবদন §।"
বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস, করয়ে ক্রন্দন ॥
স্থির হই প্রভু সব-আপ্তগণ-স্থানে।
প্রভু বোলে "মোর দুঃখ করো নিবেদনে ¶॥"
প্রভু বোলে "মোহর দুঃখের অন্ত নাঞি।
পাইয়াও হারাইলুঁ জীবন-কানাঞি॥"
সভার সন্তোষ হৈল রহস্য শুনিতে। ‖
শ্রদ্ধা করি সভে বসিলেন চারিভিতে ॥
"কানাঞির-নাটশালা-নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিলুঁ সেই স্থান ॥
তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা-সহিত কুন্তল মনোহর ॥
বিচিত্র-ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি *।
ঝলমল মণিগণ—লখিতে না পারি † ॥
হাথেতে মোহন বংশী পরম-সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি-মনোহর ॥
নীলস্তম্ভ জিনি ‡ ভুজে রত্ন-অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার ॥
কি কহিব সে পীত-ধটীর পরিধান §।
মকর-কুণ্ডল শোভে কমল-নয়ান ¶ ॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতেহাসিতে।
আমা' আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন্ ভিতে॥"
কিরূপে কহেন কথা শ্রীগৌরসুন্দরে।
তাঁর কৃপা বিনে তাহা কে বুঝিতে পারে ॥
কহিতেকহিতে মূর্চ্ছা গেলা বিশ্বম্ভর।
পড়িলা 'হা কৃষ্ণ!' বলি পৃথিবী-উপর ॥
আথেব্যথে ধরে সভে 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলি।
স্থির করি ঝাড়িলেন শ্রীঅঙ্গের ধূলি ॥
স্থির হইয়াও প্রভু স্থির নাহি হয়ে।
'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' বলিয়া কান্দয়ে ॥
ক্ষণেকে হইলা স্থির শ্রীগৌরসুন্দর।
স্বভাবে ‖ হইলা অতি-নম্র-কলেবর ॥
পরম-সন্তোষ-চিত্ত হইল সভার।
শুনিঞা প্রভুর ভক্তিকথার প্রচার ॥
সভে বোলে "আমরাসভার বড় পুণ্য।
তুমি-হেন সঙ্গে সভে হইলাঙ ধন্য ॥

* 'তাঁরা বোলে কৃষ্ণ আসি'। † 'হেন বুঝি এই'। ‡ 'হইলেও প্রভু সভা'। § 'নন্দের নন্দন'। ¶ করহ শ্রবণে'। ‖ 'প্রভু বসিলেন তবে রহস্য কহিতে'।

* 'তদুপরি'। † 'শোভে সারি সারি'। ‡ 'যেন। § 'পরিধানে'। ¶ 'যুগল শ্রবণে'। ‖ 'বিনে কেহো বুঝিতে না'। সভারে'।

তুমি সঙ্গে যার, তার বৈকুণ্ঠে কি করে।
তিলেকে তোমার সঙ্গে ভক্তি ফল ধরে ॥
অনুপাল্য * তোমার আমরা সর্ব্বজন।
সভার নায়ক হই করহ কীর্ত্তন ॥
পাষণ্ডীর বাক্যে দগ্ধ শরীর সকল।
এ তোমার প্রেমজলে করহ শীতল ॥"
সন্তোষে সভার প্রতি করিয়া আশ্বাস।
চলিলেন মত্ত-সিংহ-প্রায় নিজ-বাস ॥
গৃহে আইলেও নাহি ব্যাভার-প্রস্তাব।
নিরন্তর আনন্দ-আবেশ-আবির্ভাব ॥
কত বা আনন্দধারা বহে † শ্রীনয়নে।
চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে ॥
'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' এইমাত্র ‡ বোলে।
আর কেহো কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে ॥
যে বৈষ্ণব ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে।
তাঁহারেই জিজ্ঞাসেন "কৃষ্ণ কোন্ খানে?"
বলিয়া ক্রন্দন প্রভু করে অতিশয়।
যে জানে যে-মত সেই-মত প্রবোধয় ॥
একদিন তাম্বূল লইয়া গদাধর।
সন্তোষে হইলা আসি প্রভুর গোচর ॥
গদাধরে দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা।
"কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা?"
সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব্ব-হৃদয় বিদরে।
কি বোল বলিব হেন বচন না স্ফুরে ॥ §

সম্ভ্রমে বোলেন গদাধর মহাশয়।
"নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমার হৃদয় ॥"
'হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ' বচন শুনিয়া।
আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া ॥
আথেব্যথে গদাধর দুই হাথে ধরি।
নানা মতে প্রবোধি রাখিলা স্থির করি ॥
"এই আসিবেন কৃষ্ণ, স্থির হও খাণি।"
গদাধর বোলে, আই দেখিল * আপনি ॥
বড় তুষ্ট হৈলা আই গদাধর-প্রতি।
"এমত শিশুর বুদ্ধি নাহি দেখি কতি ॥
মুঞি ভয়ে নাহি পারোঁ সম্মুখ হইতে।
শিশু হই কেন প্রবোধিল † ভাল-মতে ॥"
আই বোলে "বাপ! তুমি সর্ব্বথা‡ থাকিবা।
ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথাহো না যাবা ॥"
অদ্ভুত প্রভুর প্রেমযোগ দেখি আই।
পুত্র-হেন জ্ঞান আর মনে কিছু নাই ॥
মনে ভাবে আই "এ পুরুষ নর নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে ॥
নাহি জানি আসিয়াছে কোন মহাশয়।"
ভয় পাই § প্রভুর সম্মুখ নাহি হয় ॥
সর্ব্ব-ভক্তগণ সন্ধ্যাসময় হইলে।
আসিয়া প্রভুর গৃহে অল্পে-অল্পে মিলে ॥
ভক্তিযোগসম্মত যে-সব শ্লোক হয়।
পড়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ-মহাশয় ॥
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধ্বনি।
শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি ॥

---

* 'ভয় পাইল'। † 'আছে'। ‡ 'মাত্র প্রভু'।
§ 'কে কি বলিবেক হেন (কি বলিব গদাধর) প্রবোধ না স্ফুরে'।

* 'দেখহ' বা 'দেখেন'। † 'কৈল প্রবোধ'।
‡ 'সর্ব্বদা'। § 'ডরে আই'।

'হরি বোল' বলি প্রভু* লাগিলা গর্জ্জিতে।
চতুর্দ্দিগে পড়ে, কেহো না পারে ধরিতে॥
ত্রাস, হাস, কম্প, স্বেদ, পুলক, গর্জ্জন।
একবারে সর্ব্ব-ভাব দিল দরশন॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ।
ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ॥
সর্ব্ব-নিশা যায় যেন মুহূর্ত্তেক-প্রায়।
প্রভাতে না কথঞ্চিত প্রভু বাহ্য পায়॥
এইমত নিজগৃহে শ্রীশচীনন্দন।
নিরবধি নিশিদিশি করেন কীর্ত্তন॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-প্রকাশ।
সকল-ভক্তের দুঃখ হয় দেখ † নাশ॥
'হরি ‡ বোল' বলি ডাকে § শ্রীশচীনন্দন।
ঘনঘন পাষণ্ডীর হয় জাগরণ॥
নিদ্রাসুখভঙ্গে বহির্মুখ ¶ ক্রুদ্ধ হয়।
যার যেনমত ইচ্ছা বলিয়া মরয়॥
কেহো বোলে "এ-গুলার হইল কি বাই।"
কেহো বোলে "রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই॥"
কেহো বোলে "গোসাঞি রুষিব ঘন॥ ডাকে।
এ-গুলার ** সর্ব্বনাশ হৈব এই পাকে॥"
কেহো বোলে "জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার।
পরম-উদ্ধত-হেন সভার ব্যভার॥"
কেহো বোলে "কিসের কীর্ত্তন কে বা জানে।
এত পাক করে এই শ্রীবাস-বামনে॥

মাগিয়া খাইতে লাগি মিলি চারি ভাই।
'হরি' বলি ডাক ছাড়ে যেন মহাবাই॥
মনেমনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়।
রাত্রি * করি ডাকিলে কি পুণ্য-জনময়?"
কেহো বোলে "আরে ভাই! পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের বাদে † হৈল দেশের উৎসাদ॥
আজি মুঞি দেয়ানে শুনিলুঁ সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা॥
শুনিলেক নদীয়ায় কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবারে ‡ হৈল রাজার আদেশ॥
যে-তে-দিগে পলাইব শ্রীবাস-পণ্ডিত।
আমা'সভা' লৈয়া সর্ব্বনাশ § উপস্থিত॥
তখনে বলিলুঁ মুঞি হইয়া মুখর।
শ্রীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর॥
তখনে না কৈলে ইহা পরিহাস-জ্ঞানে।
সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে॥"
কেহো বোলে "আমরাসভের কোন্ দায়।
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব যেবা আসি চায়॥"
এইমত কথা হৈল নগরেনগরে।
'রাজনৌকা আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে॥'
বৈষ্ণবসমাজে সব এ কথা শুনিলা।
গোবিন্দ স্মঙরি সব ভয় নিবারিলা॥
"যে করিব কৃষ্ণচন্দ্র—সে-ই সত্য হয়।
সে প্রভু থাকিতে কোন্ অধমেরে ভয়॥"
শ্রীবাস পণ্ডিত বড় পরম উদার।
যেই কথা শুনে তাই প্রতীত তাঁহার॥

---

* 'বোল বোল বলি বাণী'। † 'দেখি'।
‡ 'বোল'। § 'ডাকে'।
¶ 'তম-মায়ে মূর্খ'। ‖ 'বড়'। ** 'এগোলার'।

* 'বড়'। † 'লাগি'।
‡ 'ধরি আনিবারে'।
§ 'লইয়া প্রমাদ'।

যবনের রাজ্য দেখি মনে হৈল ভয়।
জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের * হৃদয় ॥
প্রভু অবতীর্ণ নাহি জানে ভক্তগণ।
জানাইতে আরম্ভিলা শ্রীশচীনন্দন ॥
নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদনসুন্দর ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন।
অরুণ-অধর শোভে কমল-নয়ন ॥
চাঁচর চিকুর শোভে পূর্ণচন্দ্র-মুখ।
স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহর রূপ ॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান, অধরে তাম্বূল।
কৌতুকেকৌতুকে গেলা ভাগীরথীকূল ॥
সুকৃতি যে হয় তারা দেখিতে হরিষ।
যতেক পাষণ্ডি-সব হয় † বিমরিষ ॥
"এত ভয় শুনিঞাও ভয় নাহি পায়।
রাজার কুমার যেন ‡ নগরে বেড়ায় ॥"
আর-জন বোলে "ভাই! বুঝিলাও থাক'।
যত দেখ এ সকল পলাবার পাক ॥"
নির্ভয়ে চা'হেন চারিদিগে বিশ্বম্ভর।
গঙ্গার সুন্দর স্রোত পুলিন সুন্দর ॥
গরু এক-যুথ দেখে পুলিনেতে চরে।
হম্বা-রব করি আইসে জল খাইবারে ॥
ঊর্দ্ধ-পুচ্ছ করি কেহো চতুর্দ্দিগে ধায়।
কেহো যুঝে, কেহো শোয়ে, কেহো জল খায় ॥
দেখিয়া গর্জ্জয়ে প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই মুঞি সেই" বোলে বারেবার ॥

* 'অন্তর'। † 'তারা করে'।
‡ 'হেন'।

এই-মতে ধায়্যা গেলা শ্রীবাসের ঘরে।
"কি করিস্ শ্রীবাসিয়া!" বোলে অহঙ্কারে † ॥
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃপুন লাথি মারে তাহার দুয়ারে ॥
"কাহারে বা পূজিস্, করিস্ কার্ ধ্যান্?
যাহারে পূজিস্ তারে দেখ্ বিদ্যমান ॥"
জ্বলন্ত-অনল যেন শ্রীবাসপণ্ডিত।
হইল সমাধি-ভঙ্গ, চা'হে চারিভিত ॥
দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ॥
গর্জ্জিতে-আছয়ে যেন মত্ত-সিংহ-সার।
বাম-কক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার ॥
দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস-শরীরে।
স্তব্ধ হৈলা শ্রীনিবাস, কিছুই না স্ফুরে ॥
ডাকিয়া বোলয়ে প্রভু "আরে শ্রীনিবাস!
এতদিন না জানিস্ আমার প্রকাশ?
তোর উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে, নাঢ়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইলুঁ সর্ব্বপরিবারে ॥
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া §।
শান্তিপুরে গেল নাঢ়া আমারে এড়িয়া ¶ ॥
সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাহিঁ, পঢ়' মোর স্তব ॥"
প্রভুরে দেখিয়া প্রেমে কাঁদে ॥ শ্রীনিবাস।
ঘুচিল অন্তর-ভয়, পাইয়া আশ্বাস ﹩ ॥

* 'তেঞি' বা 'সেই'। † 'বলিয়া হুঙ্কারে'।
‡ 'সহ'। § 'আজ' না জানিঞা'।
¶ 'মোহরে জানিঞা (আনিঞা)'।
॥ 'দেখিয়া প্রভুর রূপ কান্দে'।
﹩ 'পাইল উল্লাস'।

হরিষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর।
দাণ্ডাইয়া স্তুতি করে জুড়ি দুই কর॥
সহজে পণ্ডিত বড়-মহা-ভাগবত।
আজ্ঞা পাই স্তুতি করে যেন অভিমত॥
ভাগবতে আছে ব্রহ্ম-মোহাপনোদনে *।
সেই শ্লোক পড়ি স্তুতি করয়ে প্রথমে॥

তথাহি (ভা° ১০।১৪।১)—

"নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥" ২॥

টীকা।

নৌমীতি। হে ঈড্য!—স্তুতিযোগ্য!, তে—তুভ্যং (দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী), নৌমি—স্তৌমি। অথবা, তে—তুভ্যং—ত্বামেব প্রসাদয়িতুং, ত্বামেব প্রাপ্তুং ইতি বা, ত্বামেব নৌমীত্যর্থঃ। অভ্রবৎ—নবজলধরবৎ কৃষ্ণকান্তি, বপুর্যস্য তস্মৈ। তড়িদ্বৎ পীতম্ অম্বরং যস্য তস্মৈ। গুঞ্জাভিঃ, অবতংসৌ—কর্ণভূষণে, পরিতঃ পিচ্ছানি যস্য তৎ পরিপিচ্ছং—বর্হাপীড়ং, তৈঃ লসৎ মুখং যস্য তস্মৈ। বন্যাঃ—বনোদ্ভবাঃ নানাবর্ণ-পত্র-পুষ্পাদিময্যঃ, স্রজো যস্য তস্মৈ। কবলাদিভিঃ, লক্ষ্মভিঃ—অসাধারণলক্ষণৈঃ, শ্রীঃ—শোভা, যস্য তস্মৈ। অত্র. কবলং—দধ্যোদনগ্রাসঃ, বামহস্তে, বামকক্ষে বেত্রবিষাণে, জঠরপটসক্তো বেণুরিতি বোদ্ধব্যম্। মৃদু পাদৌ যস্য তস্মৈ। পশুপস্য—শ্রীনন্দ-রাজস্য, অঙ্গজায়—পুত্রায়। ২॥

অনুবাদ।

বিভো! নবনীরদের ন্যায় তোমার দেহ—বিদ্যুদ্দামের ন্যায় তোমার বসন; গুঞ্জাপুঞ্জ-বিনির্ম্মিত দুইটি কর্ণভূষণ ও ময়ূরপুচ্ছ-বিরচিত চূড়ায় তোমার বদনমণ্ডল সমধিক দীপ্তি বিকাশ করিতেছে; তুমি অরণ্যজাত নানাবর্ণের পত্র-পুষ্পে গ্রথিত মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছ; কবল বা দধিমিশ্রিত অন্নের গ্রাস, আর বেত্র, বেণু ও শৃঙ্গ এই সকলই তোমার অসাধারণ লক্ষণ—এই সকলই তোমার সৌন্দর্য্য; তোমার চরণযুগল অতি কোমল; তুমি পশুপালক নন্দের নন্দন; আর স্তবের যোগ্যও একমাত্র তুমি; অতএব তোমাকেই পাইবার জন্য, আমি তোমাকেই স্তব করি॥ ২॥

"বিশ্বম্ভর-চরণে আমার নমস্কার।
নব-ঘন জিনি বর্ণ, পীতবাস যাঁর॥ *
শচীর-নন্দন-পা'য়ে মোর নমস্কার।
নব-গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাঁহার॥
গঙ্গাদাস-শিষ্য-পা'য়ে মোর নমস্কার।
বনমালা, করে দধি-ওদন যাঁহার॥
জগন্নাথপুত্র-পদে মোর নমস্কার।
কোটি চন্দ্র যিনি রূপ বদন যাঁহার॥
শিঙ্গা, বেত্র, বেণু চিহ্ন ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার॥
চারি-বেদে যাঁরে ঘোষে 'নন্দের কুমার'।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার॥"
ব্রহ্মস্তবে স্তুতি করে প্রভুর চরণে।
স্বচ্ছন্দে বোলয়ে—যত আইসে বদনে॥
"তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদক—গঙ্গা তীর্থবর॥
জানকীবল্লভ † তুমি, তুমি নরসিংহ।
অজ-ভব-আদি তোর চরণের ভৃঙ্গ॥

* 'ব্রহ্ম-মোহ পলায়নে'।

* 'নব-ঘন বর্ণ, পীত বসন যাঁহার'। † 'জানকী-জীবন'।

তুমি সে বেদান্তবেদ্য*, তুমি নারায়ণ।
তুমি সে ছলিলা বলি—হইয়া বামন॥
তুমি হয়গ্রীব, তুমি জগত-জীবন।
তুমি নীলাচলচন্দ্র—সভার তারণ†॥
তোমার মায়ায় কার্ নাহি হয় ভঙ্গ‡?
কমলা না জানে—যার সনে একসঙ্গ§॥
সঙ্গী, সখা, ভাই—সর্ব্ব-মতে সেবে যে।
হেন প্রভু মোহ মানে'—অন্য জনা কে?
মিথ্যা-গৃহবাসে মোরে পাড়িয়াছ ভোলে।
তোমা' না জানিঞা¶ মোর জন্ম গেল হেলে॥
নানা মায়া করি তুমি আমারে বঞ্চিলা।
সাজি-ধুতি আদি করি আমার বহিলা॥
তাথে মোর ভয় নাহি, শুন প্রাণনাথ।
তুমি-হেন প্রভু মোরে হইলা সাক্ষাত॥
আজি মোর সকল-দুঃখের হৈল নাশ।
আজি মোর দিবস হইল পরকাশ॥
আজি মোর জন্ম-কর্ম্ম—সকল সফল।
আজি মোর উদয়—সকল সুমঙ্গল॥
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার॥
আজি মোর নয়ান-ভাগ্যের নাহি‖ সীমা।
তাহা দেখি—যার শ্রীচরণ সেবে রমা॥"
বলিতে আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত-শ্রীবাস।
ঊর্দ্ধ-বাহু করি কান্দে, ছাড়ে ঘন শ্বাস॥

গড়াগড়ি যায় ভাগ্যবন্ত শ্রীনিবাস।
দেখিতে অপূর্ব্ব গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥
কি অদ্ভুত সুখ হৈল শ্রীবাস-শরীরে।
ডুবিলেন বিপ্রবর আনন্দ-সাগরে॥
হাসিয়া শুনেন প্রভু শ্রীবাসের স্তুতি।
সদয় হইয়া বোলে শ্রীবাসের প্রতি॥
"স্ত্রী-পুত্র-আদি যত তোমার বাড়ীর।
দেখুক আমার রূপ, করহ বাহির॥
সস্ত্রীক হইয়া পূজ' চরণ আমার*।
বর মাগ' যেন ইচ্ছা থাকয়ে† তোমার॥‡"
প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা শ্রীবাসপণ্ডিত।
সর্ব্ব-পরিকর-সহ আইলা ত্বরিত॥
বিষ্ণুপূজা-নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল।
সকল প্রভুর পা'য়ে সাক্ষাতেই দিল॥
গন্ধ-মাল্য§-ধূপ-দীপে পূজে শ্রীচরণ।
সস্ত্রীক হইয়া বিপ্র করয়ে ক্রন্দন॥
ভাই, পত্নী, দাস, দাসী সকল লইয়া।
শ্রীবাস করয়ে কাকু চরণে পড়িয়া॥
শ্রীনিবাসপ্রিয়কারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ দিলেন সর্ব্ব-শিরের উপর॥
অলক্ষিতে বুলে প্রভু মাথায় সভার।
হাসি বোলে "মোরে চিত্ত¶ হউ সভাকার॥"
হুঙ্কার গর্জ্জন করি প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীনিবাস সম্বোধিয়া‖ বোলেন উত্তর॥
"অয়ে শ্রীনিবাস! কিছু মনে ভয় পাও?
শুনি তোমা' ধরিতে আইসে রাজ-নাও॥

* 'বেদান্তবিৎ'। † 'কারণ'।
‡ 'কারো নাহি ভয়ভঙ্গ'। § 'রঙ্গ'।
¶ 'ভজিয়া' বা 'মানিঞা'।
‖ 'নয়নের ভাগ্যের কি'।

* 'আমার চরণ'। † 'মনেতে'।
‡ 'বর মাগি লহ যেন ইচ্ছা লয় মন'।
§ 'পুষ্প'। ¶ 'প্রীত'। ‖ 'সম্বরিয়া'।

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে যত জীব বৈসে।
সভার প্রেরক আমি আপনার রসে॥
মুঞি যদি বোলাঙ * সেই রাজার শরীরে।
তবে সে † বলিব সেই ধরিবার তরে॥
যদি বা এমত নহে,—স্বতন্ত্র হইয়া।
ধরিবারে বোলে, তবে মুঞি চাহোঁ ইহা॥
মুঞি গিয়া সর্ব্ব-আগে নৌকায় চড়িমু।
এইমত গিয়া রাজগোচর হইমু॥
মোরে দেখি রাজা কি রহিব নৃপাসনে?
বিহ্বল করিয়া না ‡ পাড়িমু সেইখানে ‡ ¶॥
যদি বা ॥ এমত নহে, জিজ্ঞাসিব মোরে।
সেহো মোর অভীষ্ট শুনহ কহোঁ তোরে॥
শুনশুন অয়ে রাজা! সত্য মিথ্যা জান'।
যতেক মোললা কাজী সব তোর § আন'॥
হস্তী ঘোড়া পশু পক্ষী যত তোর × আছে।
সকল আনহ রাজা! আপনার কাছে॥
এবে হেন আজ্ঞা কর' সকল-কাজীরে।
আপনার শাস্ত্র বলি কান্দাউ ÷ সভারে।
না পারিল তারা যদি এতেক করিতে।
তবে সে আপনা' ব্যক্ত করিব রাজাতে॥
'সঙ্কীর্ত্তন মানা কর' এ গুলার বোলে।
যত তার শক্তি এই দেখিলি সকলে॥
মোর শক্তি দেখ এবে নয়ন ভরিয়া।'
এত বলি মত্ত-হস্তী আনিব ধরিয়া॥

হস্তী, ঘোড়া, মৃগ, পাখী একত্র করিয়া।
সেইখানে কান্দাইমু 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া *॥
রাজার যতেক গণ—রাজার সহিতে।
সভা' কান্দাইমু 'কৃষ্ণ' বলি ভাল-মতে॥
ইহাতে বা অপ্রত্যয় তুমি বাস' মনে।
সাক্ষাতেই করোঁ দেখ আপন-নয়নে †॥"
সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—নাম 'নারায়ণী'॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী'॥
সর্ব্ব-ভূত-অন্তর্যামী—প্রভু গৌরচান্দ।
আজ্ঞা কৈলা "নারায়ণি! কৃষ্ণ বলি কান্দ॥"
চারি-বৎসরের সেই উন্মত্ত-চরিত।
'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া কান্দে, নাহিক সম্বিত॥
অঙ্গ বাহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে॥
হাসিয়াহাসিয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"এখন তোমার সব ঘুচিল কি ডর?"
মহা-বক্তা শ্রীনিবাস—সর্ব্ব-তত্ত্ব জানে।
আস্ফালিয়া দুই ভুজ বোলে প্রভু-স্থানে॥
"কালরূপী তোমার বিগ্রহ ভগবানে।
যখনে সকল সৃষ্টি ‡ সংহারিয়া আনে'॥
তখনে না করি ভয় তোর নাম-বলে।
এখনে কিসের ভয়, তুমি মোর ঘরে॥"
বলিয়া আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত-শ্রীবাস।
গোষ্ঠীর সহিত দেখে প্রভুর প্রকাশ॥
চারি-বেদে যারে দেখিবারে অভিলাষ।
তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী দাস॥

---

* 'বলোঁ'। † 'ত'। ‡ 'যে' বা 'সে'। § 'ক্ষণে'।

¶ ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—

"যদি বা এমত নহে স্বতন্ত্র হইয়া।
জিজ্ঞাসিব মোরে, তবে মুঞি চাহোঁ ইহা॥"

॥ 'অন্তুবা' বা 'নয় বা'। $ 'ধরি'।

কি বলিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
যাহার চরণ-ধুলে সংসার পবিত্র ॥
কৃষ্ণ-অবতার যেন বসুদেবঘরে।
যতেক বিহার সব—নন্দের মন্দিরে ॥
জগন্নাথঘরে হৈল এই অবতার।
শ্রীবাসপণ্ডিতগৃহে সকল * বিহার ॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রিয়—পণ্ডিত-শ্রীবাস।
তাঁর বাড়ী গেলে মাত্র সভার উল্লাস ॥
অনুভবে † যারে স্তব করে বেদ মুখে ॥
শ্রীবাসের দাস দাসী তাঁরে দেখে সুখে ॥
এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম-উপায়।
অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণবকৃপায় ॥
শ্রীবাসেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
"না কহিও এ সব কথা কাহারো গোচর ॥"
বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর লজ্জিত-অন্তর।
আশ্বাসিয়া শ্রীবাসেরে গেলা নিজ-ঘর ॥
সুখময় হৈলা তবে শ্রীবাসপণ্ডিত।
পত্নী, বধূ, ভাই দাস, দাসীর সহিত ॥
শ্রীবাস করিলা স্তুতি—দেখিয়া প্রকাশ।
ইহা যেই শুনে, সেই হয় কৃষ্ণদাস ॥
অন্তর্য্যামি-রূপে বলরাম ভগবান।
আজ্ঞা কৈলা চৈতন্যের গাইতে আখ্যান ॥
বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর এই মনস্কাম *।
জন্মজন্ম প্রভু মোর হউ বলরাম † ॥
'নরসিংহ' 'যদুসিংহ' যেন নাম-ভেদ।
এইমত জান'—'নিত্যানন্দ' 'বলদেব' ॥
চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়-বিগ্রহ বলাই।
এবে 'অবধূতচন্দ্র' করি যারে গাই ॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই! শুন একচিত্তে।
বৎসরেক কীর্ত্তন করিলা যেনমতে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসঙ্কীর্ত্তনারম্ভবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

❈

জয়জয় সর্ব্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর ॥
জয়জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের অধীন।
ভক্তি-দান দেহ' ‡ প্রভু! উদ্ধারহ দীন ॥
এইরূপে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভক্তিসুখে ভাসে লই সর্ব্ব-অনুচর ॥
প্রাণ-হেন সকল সেবক আপনার।
কৃষ্ণ' বলি কান্দে গলা ধরিয়া সভার ॥

* 'যতেক'। 'অনুভাবে'।
‡ মুদ্রিত পুস্তকে ও একখানি পুঁথিতে এইস্থানে এই শ্লোকটি স্থান পাইয়াছে,—
"অবতীর্ণৌ সকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥"

* 'নমস্কার'। † 'হলধর'। ‡ 'দিয়া'।

দেখিয়া প্রভুর প্রেম সর্ব্ব-দাসগণ।
চতুর্দ্দিগে প্রভু বেঢ়ি করয়ে ক্রন্দন॥
আছুক দাসের কাজ, সে প্রেম দেখিতে।
শুষ্ককাষ্ঠ-পাষাণাদি মিলায় ভূমিতে॥
ছাড়ি ধন, পুত্র,* গৃহ সর্ব্ব-ভক্তগণ।
অহর্নিশ প্রভু-সঙ্গে করেন কীর্ত্তন॥
হইলেন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণভক্তিময়।
যখন যেরূপ শুনে, সেইমত হয়॥
দাস্যভাবে প্রভু যবে করেন ক্রন্দন।
হইল প্রহর-দুই গঙ্গা-আগমন॥
যবে হাসে, তবে প্রভু প্রহরেক হাসে।
মূর্চ্ছিত হইলে—প্রহরেক নাহি শ্বাসে॥
ক্ষণে হয় স্বানুভাব,—দন্ত করি বৈসে।
"মুঞি সেই মুঞি সেই" ইহা † বলি হাসে॥
"কোথা গেল নাঢ়া বুঢ়া—যে আনিল মোরে?
বিলাইমু ভক্তিরস প্রতি-ঘরেঘরে॥"
সেইক্ষণে "কৃষ্ণ আরে বাপ!" বলি কান্দে।
আপনার কেশ আপনার পা'য়ে বান্ধে॥
অক্রূর-যানের শ্লোক পঢ়িয়াপঢ়িয়া।
ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবত হৈয়া॥
হইলেন মহাপ্রভু যেহেন অক্রূর।
সেইমত কথা কহে, বাহ্য গেল দূর॥
"মথুরায় চল নন্দ! রাম-কৃষ্ণ লৈয়া।
ধনুর্ম্মখ রাজমহোৎসব দেখি গিয়া॥"
এইমত নানা-ভাবে নানা-কথা কহে।
দেখিয়া বৈষ্ণব-সব আনন্দে ভাসয়ে॥
একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি।
গর্জ্জিয়া মুরারি-ঘরে চলিলা আপনি॥

* 'জন'। † 'বলি'।

অন্তরে মুরারিগুপ্ত-প্রতি বড় প্রেম।
হনুমান-প্রতি প্রভু রঘুনাথ যেন॥
মুরারির ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন।
সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ-বন্দন॥
"শূকর শূকর" বলি প্রভু চলি যায়।
স্তম্ভিত মুরারিগুপ্ত এইমত * চা'য়॥
বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে দেখিলা জলভাজন সুন্দর॥
বরাহ-আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে॥
গর্জ্জে যজ্ঞবরাহ,—প্রকাশে' খুর চারি।
প্রভু বোলে "মোর স্তুতি বোলহ † মুরারি!"
স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপূর্ব্ব-দরশনে।
কি বলিব মুরারি, ‡ না আইসে বদনে॥
প্রভু বোলে "বোল বোল § কিছু ভয় নাঞি।
এত দিন নাহি জান' মুঞি এই ঠাঞি?"
কম্পিত মুরারি কহে করিয়া বিনতি।
"তুমি সে জানহ প্রভু! তোমার যে স্তুতি॥
অনন্ত—ব্রহ্মাণ্ড যার ফণা এক ধরে।
সহস্রবদন হই যারে স্তুতি করে॥
তভু নাহি পায় অন্ত, সেই প্রভু কহে।
তোমার স্তবেতে ¶ আর কে সমর্থ হয়ে?
যে বেদের মত করে॥ সকল সংসার।
সেই বেদ সর্ব্ব- তত্ত্ব না জানে তোমার॥

* 'চতুর্দ্দিগে'। † 'কহহ'।
‡ 'স্তব কি বলিব বোল'। § 'তোর'।
¶ 'স্তবের'। ॥ 'কহে'।

যত দেখি শুনি প্রভু! অনন্ত ভুবন।
তোর লোমকূপে গিয়া মিলায় যখন॥
এক * সদানন্দ তুমি যে কর' যখনে।
বোল দেখি বেদে তাহা জানিব কেমনে?
অতএব তুমি সে তোমারে জান' মাত্র।
তুমি জানাইলে জানে তোমার কৃপাপাত্র॥
তোমার স্তুতিয়ে মোর কোন্ অধিকার?"
এত বলি কান্দে গুপ্ত করে নমস্কার॥
গুপ্ত-বাক্যে তুষ্ট হই বরাহ-ঈশ্বর।
বেদ প্রতি ক্রোধ করি বোলয়ে উত্তর॥
"হস্ত পাদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
বেদ মোরে এইমত করে বিড়ম্বন॥
কাশীতে পঢ়ায় বেটা পরকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ডখণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ †, মোর বিগ্রহ না মানে'।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, তভু ‡ নাহি জানে॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব-আদি গায় যাহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে।
তাহা 'মিথ্যা' বোলে বেটা কেমন সাহসে?"
"শুনরে মুরারিগুপ্ত!" কহয়ে শূকর।
"বেদ-গুহ্য কহি এই তোমার গোচর॥
আমি যজ্ঞবরাহ—সকল-বেদ-সার।
আমি সে করিলুঁ পূর্ব্ব § পৃথিবী-উদ্ধার॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহর অবতার।
ভক্ত-জন রাখি দুষ্ট করিমু সংহার॥
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে * না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নাহি বোলোঁ গুপ্ত! শুন মন দিয়া॥
যে-কালে করিলুঁ মুঞি পৃথিবী-উদ্ধার।
রহিল † ক্ষিতির গর্ভ—পরশে আমার॥
হইল 'নরক' নামে পুত্র মহাবল।
আপনে পুত্রেরে ধর্ম্ম কহিলুঁ সকল॥
মহারাজা হইলেন আমার নন্দন।
দেব দ্বিজ গুরু ভক্ত ‡ করেন পালন॥
দৈবদোষে তাহার হইল দুষ্ট-সঙ্গ।
বাণের § সংসর্গে হৈল ভক্ত-দ্রোহ-রঙ্গ॥
সেবকের হিংসা মুঞি না পারি সহিতে।
কাটিলুঁ আপন পুত্র—সেবক রাখিতে॥
জন্মেজন্মে তুমি সেবিয়াছহ আমারে।
এতেকে সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে॥"
শুনিঞা মুরারিগুপ্ত প্রভুর বচন।
বিহ্বল হইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন॥
মুরারি-সহিত গৌরচন্দ্র জয়জয়।
জয় যজ্ঞবরাহ—সেবক-রক্ষাময়॥
এইমত সর্ব্ব-সেবকের ঘরেঘরে।
কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে॥
চিনিঞা সকল ভৃত্য—প্রভু আপনার।
পরানন্দময় চিত্ত হইল সভার॥
পাষণ্ডীরে আর কেহো ভয় নাহি করে।
হাটে ঘাটে সভে 'কৃষ্ণ' গায় উচ্চস্বরে॥

---

* 'হেন'। † 'বাখানে বেদান্তে'। ‡ 'হইব কুষ্ঠ তাহা'। § 'সর্ব্ব'।

* 'দেখিতে'। † 'হইল'। ‡ 'ধর্ম্ম' বা 'ভক্তি'। § 'বাল্যের'।

প্রভু-সঙ্গে মিলিয়া সকল ভক্তগণ।
মহানন্দে অহর্নিশ করয়ে কীর্ত্তন॥
মিলিলা সকল ভক্ত, বই নিত্যানন্দ।
ভাই না দেখিয়া বড় দুঃখী গৌরচন্দ্র॥
নিরন্তর নিত্যানন্দ স্মরে' বিশ্বম্ভর।
জানিলেন নিত্যানন্দ—অন্তর-ঈশ্বর॥
প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান।
সূত্ররূপে জন্ম-কর্ম্ম কিছু কহি তান॥
রাঢ়-মাঝে * একচাকা-নামে আছে গ্রাম।
যঁহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান॥
মৌড়েশ্বর-নামে দেব আছে কথোদূরে।
যাঁরে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে॥
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই-পণ্ডিত।
মহা-বিরক্তের প্রায় দয়ালু-চরিত॥
তাঁর পত্নী—পদ্মাবতী-নাম পতিব্রতা।
পরম-বৈষ্ণবীশক্তি—সেই জগন্মাতা॥
পরম-উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি॥
সকল-পুত্রের জ্যেষ্ঠ—নিত্যানন্দ-রায়।
সর্ব্ব-সুলক্ষণ দেখি নয়ন জুড়ায়॥
তান বাল্যলীলা আদিখণ্ডে সে বিস্তর।
এথায় কহিলে হয় গ্রন্থ বহুতর॥
এইমত কথো-দিন নিত্যানন্দরায়।
হাড়োপণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায়॥
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন।
না ছাড়ে জননী-তাত দুঃখের কারণ॥
তিল-মাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা।
যুগপ্রায় হেন বাসে', ততোধিক পিতা॥

তিলমাত্র নিত্যানন্দ-পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই-ওঝা না যায় চলিয়া॥
কিবা কৃষিকর্ম্মে, কিবা যজমান-ঘরে।
কিবা হাটে, কিবা ঘাটে * যত কর্ম্ম করে॥
পাছে যদি নিত্যানন্দচন্দ্র চলি যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চা'য়॥
ধরিয়াধরিয়া পুন আলিঙ্গন করে।
নুনীর † পুতলি যেন মিলায় শরীরে॥
এইমত পুত্র-সঙ্গে বুলে সর্ব্বঠাঁই।
প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ, শরীর হাড়াই॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ ইহা সব জানে।
পিতৃসুখ-ধর্ম্ম পালি আছে ‡ পিতা-সনে॥
দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর।
আইলেন নিত্যানন্দজনকের ঘর॥
নিত্যানন্দপিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া।
রাখিলেন পরম-আনন্দযুক্ত হৈয়া॥
সর্ব্ব-রাত্রি নিত্যানন্দপিতা তাঁর সঙ্গে।
আছিলেন কৃষ্ণকথা-কথন-আনন্দে § ॥
গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা উষঃকালে।
নিত্যানন্দপিতা-প্রতি ন্যাসিবর বোলে॥
ন্যাসী বোলে "এক ভিক্ষা আছয়ে আমার।"
নিত্যানন্দপিতা বোলে "যে ইচ্ছা তোমার॥"
ন্যাসী বোলে "করিবাঙ তীর্থ-পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ॥
এই যে সকল-জ্যেষ্ঠ-নন্দন তোমার।
কথোদিন লাগি দেহ' সংহতি আমার॥

* 'দেশে'।

* 'বাটে'। † 'ননীর'।
‡ 'পালিবারে আছে'। § 'প্রসঙ্গে'।

প্রাণ-অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব্ব-তীর্থ দেখিবেন বিবিধ-বিধানে॥"
শুনিঞা ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ-বিপ্রবর।
মনেমনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর॥
"প্রাণভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলেও 'সর্ব্বনাশ হয়' হেন বাসি॥
ভিক্ষুকেরে পূর্ব্বে মহাপুরুষ-সকল।
প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল॥
রামচন্দ্র পুত্র—দশরথের জীবন *।
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তানে করিলা যাচন॥
যদ্যপিহ রাম-বিনে রাজা † নাহি জীয়ে।
তথাপি দিলেন—এই পুরাণেতে কহে॥
সেই ত বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
এ ধর্ম্মসঙ্কটে কৃষ্ণ! রক্ষা কর' মোরে॥"
দৈবে সেই বস্তু, কেনে নহিব সে মতি?
অন্যথা লক্ষ্মণ কেনে গৃহেতে ‡ উৎপতি?
চিন্তিয়া ব্রাহ্মণ গেলা ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আনুপূর্ব্ব কহিলেন সব বিবরণে॥
শুনিঞা বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
"যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই মোর কথা॥"
আইলা সন্ন্যাসি-স্থানে নিত্যানন্দপিতা।
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র, নোঙাইয়া মাথা॥
নিত্যানন্দ লই § চলিলেন ন্যাসিবর।
হেনমতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর॥
নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই-পণ্ডিত।
ভূমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মূর্চ্ছিত॥

* 'নন্দন'। † 'প্রাণে'।
‡ 'লক্ষ্মণের কেনে গৃহে' বা 'লক্ষ্মণ কার গৃহেতে'।
§ 'সঙ্গে'।

সে বিলাপ ক্রন্দন কহিব কোন্ জনে?
বিদরে পাষাণকাষ্ঠ তাহার শ্রবণে॥
ভক্তিরসে জড়প্রায় হইলা বিহ্বল।
লোকে বোলে "হাড়ো-ওঝা হইলা পাগল॥"
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ।
চৈতন্যপ্রভাবে সবে রহিল জীবন॥
প্রভু কেনে ছাড়ে, যার হেন অনুরাগ?
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য প্রভাব॥
স্বামিহীনা দেবহূতি-জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল-প্রভু নিরপেক্ষ হৈয়া॥
ব্যাস-হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি শুক।
চলিলা—উলটি নাহি চাহিলেন মুখ॥
শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই ন্যাসিমণি॥
পরমার্থে এই * ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এসকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে' যেন † ইহার শ্রবণে॥
যেন পিতা—হারাইয়া ‡ শ্রীরঘুনন্দনে।
নির্ভরে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে॥
হেনমতে গৃহ ছাড়ি নিত্যানন্দ-রায়!
স্বানুভাবানন্দে তীর্থ ভ্রমিঞা § বেড়ায়॥
গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, দ্বারাবতী।
নরনারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি॥
বৌদ্ধাশ্রম দিয়া ¶ গেলা ব্যাসের আলয়।
রঙ্গনাথ, সেতুবন্ধ, গেলেন মলয়॥

* 'যত'। † 'মহাকাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে'।
‡ 'পিতা ছাড়িলেন' বা 'সীতা হারাইয়া'। § 'করিয়া'।
¶ 'বৌদ্ধ-কাশীপুর' বা 'বৌদ্ধালয় দিয়া'।

তবে অনন্তের পুর * গেলা মহাশয়।
ভ্রমেন নির্জ্জন-বনে পরম-নির্ভয়॥
গোমতী, গণ্ডকী, গেলা সরযূ, কাবেরী।
অযোধ্যা, দণ্ডকবন বুলেন বিহরি॥
ত্রিমল্ল, বেঙ্কটনাথ, সপ্তগোদাবরী।
মহেশ্বর-স্থান গেলা কন্যকানগরী॥
রেবা † মাহিষ্মতী, মল্ল ‡ তীর্থ, হরিদ্বার।
যহিঁ পূর্ব্বে অবতার হইল গঙ্গার॥
এইমত যত তীর্থ নিত্যানন্দ-রায়।
সব দেখি পুন আইলেন মথুরায়॥
চিনিতে না পারে কেহো অনন্তের ধাম।
হুঙ্কার করয়ে দেখি পূর্ব্ব-জন্ম-স্থান॥ §
নিরবধি বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে।
ধূলাখেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে॥
আহারের চেষ্টা নাহি করয়ে কোথায়।
বাল্যভাবে বৃন্দাবনে গড়াগড়ি যায়॥
কেহো নাহি বুঝে তান চরিত্র উদার ¶।
কৃষ্ণরস বিনে আর না করে আহার॥
কদাচিত কোনো দিনে করে দুগ্ধ-পান।
সেহো যদি অযাচিত কেহো করে দান॥
এইমত বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র॥
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন—পরম আনন্দ।
দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ॥
যে অবধি লাগি করে বৃন্দাবনে বাস॥

জানিঞা আইলা ঝাট নবদ্বীপপুরে।
আসিয়া রহিলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে॥
নন্দন-আচার্য্য মহাভাগবতোত্তম।
দেখি মহাতেজোরাশি যেন সূর্য্য-সম॥
মহা-অবধূত-বেশ—প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি-গতি-স্থান * দেখি মহা-ধীর॥
অহর্নিশ বদনে বোলয়ে কৃষ্ণনাম।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম॥
নিজানন্দে ক্ষণেক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
মহা-মত্ত যেন বলরাম-অবতার॥
কোটি চন্দ্র জিনিঞা বদন মনোহর।
জগত-জীবন হাস সুরঙ্গ † অধর॥
মুকুতা জিনিঞা শ্রীদশনের জ্যোতি।
আয়ত অরুণ দুই লোচন-সুভাতি॥
আজানু-লম্বিত ভুজ, সুপীবর বক্ষ।
চলিতে কমলবত ‡ পদযুগ দক্ষ॥
পরম-কৃপায়ে করে সভারে সম্ভাষ।
শুনিলে শ্রীমুখবাক্য কর্ম্ম-বন্ধ-নাশ॥
আইলা নদীয়াপুরে নিত্যানন্দ-রায়।
সকল-ভুবনে জয়জয়ধ্বনি গায়॥
সে মহিমা বোলে হেন কে আছে প্রচণ্ড?
যে প্রভু ভাঙ্গিলা গৌরসুন্দরের দণ্ড॥
বণিক্ § অধম মূর্খ যে করিলা পার।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম লৈলে যাঁর॥
পাইয়া নন্দনাচার্য্য হরষিত হৈয়া।
রাখিলেন নিজগৃহে ভিক্ষা করাইয়া॥

---

* 'অক্তেশ্বর তীর্থ'। † 'রেমা'। ‡ 'মল্ল'।
§ 'হুঙ্কার গর্জ্জন ঘন (পুন) দেখি পূর্ব্বস্থান'।
¶ 'ভাব চরিত্র তাঁহার'।

* 'গতি-স্থলে' বা 'গভীরতা'।
† 'সুন্দর'। ‡ 'কোমল বড়'।
§ 'বালক'।

নবদ্বীপে নিত্যানন্দচন্দ্র-আগমন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
নিত্যানন্দ-আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
অনন্ত-* হরিষ প্রভু হইলা অন্তর †॥
পূর্ব্ব ব্যপদেশে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
ব্যঞ্জিয়া আছেন, কেহো মর্ম্ম নাহি জানে॥
"আরে ভাই! দিন ‡ দুইতিনের ভিতরে।
কোন মহাপুরুষ এক আসিব এথারে॥"
দৈবে সেইদিন বিষ্ণু পূজি গৌরচন্দ্র।
সত্বরে মিলিলা যথা বৈষ্ণবের বৃন্দ॥
সভাকার স্থানে প্রভু কহয়ে আপনে।
"আজি আমি অপরূপ দেখিলুঁ স্বপনে॥
তাল-ধ্বজ এক রথ—সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ—আমার দুয়ার॥
তার পাছে § দেখি এক প্রকাণ্ড-শরীর।
মহা এক স্তম্ভ কান্ধে, গতি নহে স্থির॥
বেত্র-বান্ধা এক কাণা-কুম্ভ ¶ বাম-হাথে।
নীলবস্ত্র-পরিধান, নীলবস্ত্র মাথে॥
বাম-শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধর হেন তান বুঝিয়ে চরিত্র॥
'এই বাড়ী নিমাঞিপণ্ডিতের হয়ে হয়ে?'
দশ-বার বিশ-বার এই কথা কহে॥
মহা-অবধূত-বেশ পরম প্রচণ্ড।
আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড ‖॥
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাঙ আমি।
জিজ্ঞাসিল আমি 'কোন্ মহাজন তুমি'?
হাসিয়া আমারে বোলে 'এই ভাই হয়ে।
তোমার আমার কালি হৈব পরিচয়ে'॥
হরিষ বাড়িল শুনি তাঁহার বচন।
আপনারে বাসোঁ মুঞি যেন সেই* সম॥"
কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর।
হলধর-ভাবে প্রভু গর্জ্জয়ে প্রচুর॥
"মদ আন' মদ আন' "বলি প্রভু ডাকে।
হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে॥
শ্রীবাসপণ্ডিত বোলে "শুনহ গোসাঞি!
যে মদিরা চাহ তুমি, সে তোমার ঠাঞি॥
তুমি যারে বিলাও, সে-ই সে তারে† পায়।"
কম্পিত সকল-গণ, দূরে রহি চা'য়॥
মনেমনে চিন্তে সব বৈষ্ণবের গণ।
"অবশ্য ইহার কিছু আছয়ে কারণ॥"
আর্য্যা তর্জ্জা পঢ়ে প্রভু অরুণ-নয়ন।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ—যেন সঙ্কর্ষণ॥
ক্ষণেকে হইলা প্রভু স্বভাব-চরিত্র।
স্বপ্ন-অর্থ সভারে বাখানে ‡ রামমিত্র॥
"হেন বুঝি, মোর চিত্তে লয় এই কথা।
কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে এথা॥
পূর্ব্বে মুঞি বলিয়াছোঁ তোমা'সভার স্থানে।
'কোন মহাজন-সনে হৈব দরশনে॥
চল হরিদাস! চল শ্রীবাসপণ্ডিত!
চাহ গিয়া দেখি কে আইলা§কোন্ ভিত॥"
দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে।
সর্ব্ব-নবদ্বীপ চাহি বুলয়ে হরিষে॥

* 'অন্তরে'। † 'বিস্তর'। ‡ 'সব' বা 'সবে'।
§ 'যাবে'। ¶ 'কালা কুম্ভ' বা 'কমণ্ডলু'। ‖ 'উদ্ধত'।

* 'তান'। † 'তাহা'।
‡ 'স্বপ্ন-অনুভবে বাখানেন'। § 'আইসে'।

চাহিতে চাহিতে কথা কহে দুই-জন।
"এ বুঝি আইলা কিবা প্রভু সঙ্কর্ষণ॥"
আনন্দে বিহ্বল দুঁহে চাহিয়া বেড়ায়।
তিলার্দ্ধেকো উদ্দেশ কোথাও নাহি পায়॥
সকল নদীয়া তিন-প্রহর চাহিয়া।
আইলা প্রভুর স্থানে কাহোঁ না দেখিয়া॥
নিবেদিল আসি দোঁহে প্রভুর চরণে।
"উপাধিক কোথাহ নহিল দরশনে॥
কি বৈষ্ণব, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ * স্থল।
পাষণ্ডীর ঘর-আদি—দেখিল সকল॥
চাহিলাঙ সর্ব্ব নবদ্বীপ যার নাম।
সবে না চাহিল প্রভু! গিয়া আর গ্রাম॥"
দোঁহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝায়েন 'বড় গূঢ় নিত্যানন্দ'॥
এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ-নাম শুনি উঠিয়া পলায়॥
পূজয়ে গোবিন্দ যেন, না মানে' শঙ্কর।
এই পাকে † অনেক যাইব যম-ঘর॥
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে, সে দেখিতে পারে ‡॥
না বুঝি যে নিন্দে' তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ §॥
সর্ব্বথা শ্রীবাস-আদি তাঁর তত্ত্ব জানে।
না হইল দেখা কোন কৌতুক-কারণে॥
ক্ষণেকে ঠাকুর বোলে ঈষত হাসিয়া।
"আইস আমার সঙ্গে সভে দেখি গিয়া॥"

* 'কিবা জ্ঞানী'। † 'পাপে'। ‡ 'দেখিব তাঁরে'।
§ সকল পুঁথিতে সর্ব্বত্রই 'বাধ' পাঠের পরিবর্ত্তে 'বাদ' পাঠ আছে।

উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে * সর্ব্ব-ভক্তগণ।
'জয় কৃষ্ণ' বলি সভে করিলা গমন॥
সভা' লই প্রভু নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
জানিঞা উঠিলা গিয়া শ্রীগৌরসুন্দরে॥
বসিয়া আছয়ে এক পুরুষ-রতন। †
সভে দেখিলেন—যেন কোটি-সূর্য্য-সম॥
অলক্ষিত-আবেশ—বুঝন নাহি যায়।
ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ, হাসয়ে সদায়॥
মহাভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণ-সহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার॥
সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্ব-গণ দাণ্ডাইয়া।
কেহো কিছু না বোলয়ে রহিল চা'হিয়া ‡॥
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ—প্রাণের § ঈশ্বর॥

কেদার রাগ।

বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যেন মদন-সমান।
দিব্য গন্ধ-মাল্য দিব্য বাস পরিধান॥
কি হয় কনক-জ্যোতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চান্দের সাধ লাগে॥ ¶
সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার নাম॥
সে কেশ-বন্ধান দেখি না রহে গেয়ান॥
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ান।
আর কি 'কমল আছে' হেন হয় জ্ঞান॥

* 'সভার স্থানে।' † 'বসি আছে এক মহাপুরুষ'।
‡ 'চা'হেন রহিয়া'। § 'আপন'।
¶ অতঃপর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"মনোহর শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
ভকতজন সঙ্গে নগরে বেড়ায়॥"
‖ 'দাম'।

সে আজানু দুই ভুজ, হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে শুভ্র যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ॥
ললাটে বিচিত্র ঊর্দ্ধ-তিলক সুন্দর।
আভরণ বিনে সর্ব্ব-অঙ্গ মনোহর॥
কিবা হয় কোটি মণি সে নখ চা'হিতে।
সে হাস দেখিতে কিবা করিব অমৃতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দমিলনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন-ঈশ্বর॥
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিতানন্দ-রায়।
একদৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর-রূপ চা'য়॥
রসনায় লেহে * যেন, দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন, নাসিকায়ে ঘ্রাণ॥
এইমত নিত্যানন্দ হইলা স্তম্ভিত।
না বোলে না করে কিছু, সভেই বিস্মিত॥
বুঝিলেন সর্ব্বপ্রাণনাথ গৌররায়।
নিত্যানন্দে জানাইতে সৃজিলা উপায়॥
ইঙ্গিতে শ্রীবাস প্রতি বোলেন ঠাকুরে †।
এক ভাগবতের বচন পঢ়িবারে॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি শ্রীবাস-পণ্ডিত।
কৃষ্ণ-ধ্যান ‡ এক শ্লোক পঢ়িলা ত্বরিত॥

তথাহি (ভা° ১০।২১।৫)—

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্ বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ"॥ ১॥

টীকা

যাদৃক্ শ্রীকৃষ্ণস্য স্মরণং গোপীনাং মনসঃ ক্ষোভকং জাতং তদাহ, বর্হাপীড়মিতি। নটবরবপুঃ, বিভ্রৎ—শশ্বৎ শোভাবির্ভাবেন পুষ্ণন্, বৃন্দাবনং প্রাবিশৎ। কথম্ভূতং বনম্? স্বৈঃ—অসাধারণৈঃ, পদৈঃ—সর্ব্বত্রাঙ্কিতৈঃ, রমণং—রতিজনকম্। গোপবৃন্দৈঃ গীতা কীর্ত্তির্যস্য তথাভূতঃ। বর্হময়ম্, আপীড়ং—শিরোভূষণং, বিভ্রৎ, বর্হম্ আপীড়ো যস্মিন্ ইতি বপুষো বিশেষণং বা। কর্ণিকারং—পীতবর্ণম্ উৎপলাকারং পুষ্পম্। বৈজয়ন্তী,—পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাম্। বেণুবাদনমুৎপ্রেক্ষতে, রন্ধ্রান্ বেণোরিতি; অতো নূনমধরসুধয়ৈব পূর্ণা বেণোরুচ্ছলন্তী সা গীতবৎ প্রসর্পিতুমর্হতীতি ভাবঃ"॥ ১॥

অনুবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরপুচ্ছরচিত চূড়া, উভয় কর্ণে কর্ণিকার কুসুম, কনক-সদৃশ কপিশ বা নীল-পীত-মিশ্রিত বর্ণের বস্ত্র এবং পঞ্চবর্ণ-পুষ্পে গ্রথিত বৈজয়ন্তী-মালা ধারণ করিয়া, নটবরের ন্যায় নিজ অঙ্গ নিয়ত নব নব শোভার আবির্ভাবে সমধিক সমৃদ্ধ করিতে করিতে, আর অধরসুধায় বেণুর

---

* 'লিহে'। † 'বলিলেন ঠারে' বা 'বোলেন ঈশ্বরে'।
‡ 'রস'।

রন্ধ্র সকল পরিপূর্ণ করিতে করিতে, বৃন্দাবনে—যেখানে তঁহার অসাধারণ চরণচিহ্নসমূহ সকলেরই নিরতিশয় রতি বা আনন্দ সম্পাদন করিতেছে—সেই বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। এদিকে গোপগণ তাহার যশোগান করিতে থাকিলেন ॥ ১ ॥

শুনি মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক-উচ্চারণ।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া— নাহিক চেতন ॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
"পঢ় পঢ়" শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায় ॥
শ্লোক শুনি কথোক্ষণে হইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি বাঢ়য়ে উন্মাদ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি সিংহনাদ ॥
অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পড়য়ে আছাড়।
সভে মনে বাসে' 'কিবা চুর্ণ হৈল হাড়' ॥
অন্যের কি দায়, বৈষ্ণবের লাগে ভয়।
"রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ!" সভেই স্মরয় ॥
গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে ॥
বিশ্বম্ভর-মুখ চাহি ছাড়ে ঘনশ্বাস।
অন্তরে আনন্দ—ক্ষণেক্ষণে মহাহাস ॥
ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে গড়ি, * ক্ষণে বাহু-তাল।
ক্ষণে জোড়েজোড়ে লাফ দেই দেখি ভাল ॥
দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ-উন্মাদ আনন্দ।
সকল-বৈষ্ণব-সঙ্গে কান্দে গৌরচন্দ্র ॥
পুনঃপুন বাঢ়ে সুখ অতি অনিবার †।
ধরেন সভেই—কেহো নারে ধরিবার ॥
ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ণব সকলে।
বিশ্বম্ভর লইলেন আপনার কোলে ॥
বিশ্বম্ভর-কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ।
সমর্পিয়া প্রাণ * তানে হইলা নিস্পন্দ ॥
যার প্রাণ, তানে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া।
আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া ॥
ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।
শক্তিহত লক্ষ্মণ যেহেন রাম-কোলে ॥
প্রেমভক্তি-বাণে মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ কোলে করি কান্দে গৌরচন্দ্র ॥
কি আনন্দ-বিরহ হইল সর্ব্ব-গণে †।
পূর্ব্বে যেন শুনিঞাছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
গৌরচন্দ্রে নিত্যানন্দে স্নেহের যে সীমা।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বই নাহিক উপমা ॥
বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কথোক্ষণে।
হরিধ্বনি জয়ধ্বনি করে সর্ব্ব-গণে ॥ ‡
নিত্যানন্দ কোলে করি আছে বিশ্বম্ভর।
বিপরীত দেখি মনে হাসে গদাধর ॥
"যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজি তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ—কোলের ভিতর ॥"
নিত্যানন্দ-প্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর।
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর ॥
নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দময় হৈল সভাকার মন ॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি।
কেহো কিছু না বোলে, ঝরয়ে মাত্র আঁখি ॥

* 'পড়ে', 'অড়' 'নাড়' 'পতি', বা 'নত'।
† 'অনির্ব্বার'।

* 'স্নেহ'। † 'দুইজনে'।
‡ 'হরি বলি জয়ধ্বনি করে ভক্তগণে'।

দোঁহে দোঁহা দেখি বড় বিবশ * হইলা।
দোঁহার নয়নজলে পৃথিবী ভাসিলা॥
বিশ্বম্ভর বোলে "শুভ-দিবস আমার।
দেখিলাঙ ভক্তিযোগ—চারি-বেদ সার॥
এ কম্প, এ অশ্রু, এই † গর্জ্জন হুঙ্কার।
এহ কি ঈশ্বরশক্তি বই হয় আর॥
সকৃৎ এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোনো কালে॥
বুঝিলাম—ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ-শক্তি।
তোমা' ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি॥
তুমি কর, চতুর্দ্দশভুবন পবিত্র।
অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র॥
তোমা' লখিবেক হেন আছে কোন্ জন।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-ধন॥
তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়ে।
কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নহে॥
বুঝিলাঙ—কৃষ্ণ মোর করিব উদ্ধারে।
তোমা' হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমারে॥
মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ!
তোমা' ভজিলে সে পাই কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥"
আবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
নিত্যানন্দে স্তুতি করে,—নাহি অবসর॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের অনেক আলাপ।
সব কথা ঠারেঠোরে, নাহিক প্রকাশ ‡॥
প্রভু বোলে "জিজ্ঞাসা করিতে বাসি ভয়।
কোন্ দিগ হৈতে শুভ করিলা বিজয়?"
শিশুমতি নিত্যানন্দ—পরম-বিহ্বল।
বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল॥
'এই প্রভু অবতীর্ণ' জানিলেন মর্ম্ম।
করজোড় করি বোলে হই বড় নম্র॥
প্রভু স্তুতি করে, শুনি লজ্জিত হইয়া
ব্যপদেশে সর্ব্ব-কথা কহেন ভাঙ্গিয়া॥
নিত্যানন্দ বোলে "তীর্থ করিল অনেক।
দেখিল কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক॥
স্থান মাত্র দেখি, কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল-লোক-ঠাঁই॥
সিংহাসন -সব কেনে দেখি আচ্ছাদিত?
কই ভাইসব! কৃষ্ণ গেলা কোন্ ভিত?
তারা বোলে—কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে।
গয়া করি গিয়াছেন কথোক দিবসে॥
নদীয়ায় শুনি বড় হরিসঙ্কীর্ত্তন।
কেহো বোলে তথায় জন্মিলা নারায়ণ॥
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিঞা আইলুঁ মুঞি পাতকী এথায়॥"
প্রভু বোলে "আমরা সকলে ভাগ্যবান্।
তুমি-হেন ভক্তের হইল উপস্থান॥
আজি কৃতকৃত্য হেন মানিল আমরা।
দেখিল যে তোমার আনন্দ-বারি-ধারা॥"
হাসিয়া মুরারি বোলে "তোমরা তোমরা।
উহা ত না বুঝি কিছু আমরা-সভারা * ॥"
শ্রীবাস বোলেন "উহা আমরা কি বুঝি?
মাধব-শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি॥"
গদাধর বোলে "ভাল বলিলা ‡ পণ্ডিত।
সেই † বুঝি যেন রাম-লক্ষ্মণ-চরিত॥"
কেহো বোলে "দুইজন যেন দুই কাম।"
কেহো বোলে "দুই জন কৃষ্ণ-বলরাম § ॥"

* 'হরিষ'। † এ পুলকাশ্রু। ‡ 'বুঝে কার বাপ'।

* 'আমরা'। † 'বুঝিলে'। ‡ স্নেহে। § 'যেন কৃষ্ণ রাম'।

কেহো বোলে "আমি কিছু বিশেষ না জানি
কৃষ্ণকোলে যেন 'শেষ' আইলা আপনি।।"
কেহো বোলে "দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন।
সেইমত দেখিলাঙ স্নেহ পরিপূর্ণ।।"
কেহো বোলে "দুইজনে বড় পরিচয়।
কিছু না বুঝিয়ে—সব ঠারে কথা কয়।।"
এইমত হরিষে সকল-ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-দরশনে কহেন কথন ॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দরশন।
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ-বিমোচন ॥
সঙ্গী, সখা, ভাই, ছত্র, শয়ন, বাহন।
নিত্যানন্দ বই অন্য নহে কোন জন ॥
নানা-রূপে সেবে প্রভু আপন ইচ্ছায়।
যারে দেন অধিকার, সে-ই জন পায় ॥
আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা নাহি জানে সব ॥
না জানিঞা নিন্দে' তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ ॥
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ রাম।
হউ মোর প্রাণনাথ—এই মনস্কাম ॥
তাহান প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি।
তাহান আজ্ঞায়ে লিখি চৈতন্যের স্তুতি ॥
'রঘুনাথ' 'যদুনাথ' যেন নামভেদ।
এইমত ভেদ 'নিত্যানন্দ' 'বলদেব' ॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক্ নিতাইচান্দেরে ॥
যেবা গায় এই কথা হইয়া তৎপর।
গোষ্ঠীসহ বরদাতা তারে বিশ্বম্ভর ॥
জগতে দুর্ল্লভ বড় বিশ্বম্ভর-নাম।
সেই প্রভু চৈতন্য—সভার ধন প্রাণ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-চৈতন্য-দর্শনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥ †

পঞ্চম অধ্যায়।

*

হেনমতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতূহলে।
কৃষ্ণকথারসে সভে হইলা বিহ্বলে ॥
সভে মহাভাগবত পরম-উদার।
কৃষ্ণ-রসে মত্ত সভে করেন হুঙ্কার ॥

---

* এই স্থানে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"পটমঞ্জরী রাগ। হরিবোল হরি বোল গৌরাঙ্গসুন্দর।
বাহু তুলি বুলে যেন মত্ত করিবর ॥
জয় নবদ্বীপ নব প্রদীপ প্রভাব পাষণ্ডগজৈকসিংহঃ।
স্বনাম সংখ্যাজপ সূত্রধারী চৈতন্যচন্দ্রো ভগবন্মুরারিঃ ॥"
* এই স্থানে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
জয় জয় সর্ব্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর ॥
জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের অধীন।
ভক্তিদান দেহ'প্রভু! উদ্ধারহ দীন ॥"

† একখানি পুঁথিতে এইস্থানে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারিদিগে দেখি।
বহয়ে আনন্দধারা সভাকার আঁখি ॥
দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু * বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ-প্রতি কিছু বলিলা উত্তর ॥
"শুনশুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি!
ব্যাসপূজা তোমার হইব কোন্ ঠাঞি?
কালি হৈব পৌর্ণমাসী—ব্যাসের পূজন।
আপনে বুঝিয়া বোল, যারে লয় মন।"
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত।
হাথে ধরি আনিলেন শ্রীবাসপণ্ডিত ॥
হাসি বোলে নিত্যানন্দ "শুন বিশ্বম্ভর!
ব্যাসপূজা এই মোর বামনের ঘর ॥"
শ্রীবাসের প্রতি বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর ॥"
পণ্ডিত বোলেন "প্রভু! কিছু নহে ভার।
তোমাদের প্রসাদে সব ঘরেই আমার ॥
বস্ত্র, মুদগ †, যজ্ঞসূত্র, ঘৃত, গুয়া, পান।
বিধিযোগ্য যত সজ্জ ‡—সব বিদ্যমান ॥
পদ্ধতি-পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্যে ব্যাসপূজন দেখিব ॥"
প্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে।
হরিহরিধ্বনি কৈলা বৈষ্ণব-সকলে ॥
বিশ্বম্ভর বোলে "শুন শ্রীপাদ গোসাঞি!
শুভ কর' সভে পণ্ডিতের ঘর যাই ॥
আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে।
সেইক্ষণে আজ্ঞা লই করিলা গমনে ॥
সর্ব্ব-গণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
রাম-কৃষ্ণ বেঢ়ি যেন গোকুলকিঙ্কর ॥

* 'মহামত্ত'। † 'পত্র' বা 'মুদ্গ'। ‡ 'দ্রব্য'।

প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাস-মন্দিরে।
বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সভার শরীরে ॥
কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তগণ বিনে আর যাইতে না পায় ॥
কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি, বাহ্য গেল দূর ॥
ব্যাসপূজা-অধিবাস উল্লাস কীর্ত্তন।
দুই প্রভু নাচে, বেঢ়ি গায় ভক্তগণ ॥
চির-দিবসের প্রেমে * চৈতন্য নিতাই।
দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি নাচে একঠাঁই ॥
হুঙ্কার করয়ে কেহো, কেহো বা গর্জ্জন।
কেহো মূর্চ্ছা যায়, কেহো করয়ে ক্রন্দন ॥
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আনন্দ-মূর্চ্ছিত †।
ঈশ্বরের বিকার—কহিতে জানি কত ॥
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু ‡ দুই জন।
ক্ষণে কোলাকুলি করি করয়ে ক্রন্দন ॥
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চাহে।
পরম চতুর দোঁহে—কেহো নাহি পায়ে ॥
পরম-আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়।
আপনা না জানে দোঁহে আপন-লীলায় ॥
বাহ্য দূর হইল, বসন নাহি রহে।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ, ধরণ না যায়ে ॥
যে ধরয়ে ত্রিভুবন, কে ধরিব তারে।
মহামত্ত দুই প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে ॥
'বোল বোল' বলি ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর।
সিঞ্চিত আনন্দজলে সর্ব্ব-কলেবর ॥

* 'পরে'। † 'পুলক, আনন্দমূর্চ্ছা তত'।
‡ 'স্বানুভাবানন্দ হৈয়া নাচে'।

চির-দিনে নিত্যানন্দ পাই অভিলাষে।
বাহ্য নাহি, আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসে॥
বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি-মনোহর।
নিজ শির লাগে গিয়া চরণ-উপর॥
টলমল ভূমি নিত্যানন্দ-পদতালে। *
ভূমিকম্প-হেন মানে' বৈষ্ণব-সকলে॥
এইমত আনন্দে নাচেন দুই নাথ।
সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কা'ত ?
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলরাম-ভাবে উঠে খট্টার উপর॥
মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম-ভাবে।
"মদ আন' মদ আন' " বলি ঘন ডাকে॥
নিত্যানন্দ প্রতি বোলে শ্রীগৌরসুন্দর।
"ঝাট দেহ' মোরে হল মুষল সত্বর॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু-নিত্যানন্দ।
করে দিলা, কর পাতি লৈলা গৌরচন্দ্র॥
কর দেখে কেহো আর কিছুই না দেখে।
কেহো বা দেখিল হল মুষল প্রত্যক্ষে॥
যারে কৃপা করে সেই ঠাকুরে, সে জানে।
দেখিলেহ শক্তি নাহি কহিতে কথনে॥
এ বড় নিগূঢ় কথা কেহো মাত্র জানে।
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই-সব-জন-স্থানে॥
নিত্যানন্দ-স্থানে হল মুষল লইয়া।
"বারুণী বারুণী" প্রভু ডাকে মত্ত হৈয়া॥
কারো বুদ্ধি নাহি স্ফুরে, না বুঝে উপায়।
অন্যোহন্যে সভার বদন সভে চা'য়॥
যুগতি করিয়া সভে মনেতে ভাবিয়া।
ঘট ভরি গঙ্গাজল সভে দিল লৈয়া॥

সর্ব্ব-জন দেই জল, প্রভু করে পান।
সত্য যেন কাদম্বরী পীয়ে—হেন ভাণ *॥
চতুর্দ্দিগে রামস্তুতি পঢ়ে ভক্তগণ।
"নাঢ়া নাঢ়া নাঢ়া" প্রভু বোলে অনুক্ষণ॥
সঘনে ঢুলায় শির "নাঢ়া নাঢ়া" বোলে।
নাঢ়ার সন্দর্ভ কেহো না বুঝে সকলে †॥
সভে বলিলেন "প্রভু! 'নাঢ়া' বোল কা'রে ?"
প্রভু বোলে "আইলুঁ মুঞি যাহার হুঙ্কারে॥
'অদ্বৈত-আচার্য্য' বলি কথা কহ যার।
সেই নাঢ়া লাগি মোর এই অবতার॥
মোহরে আনিলা নাঢ়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাস লৈয়া॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহর অবতার।
ঘরেঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার॥
বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান, তপস্যার মদে।
মোর ভক্তস্থানে যার আছে অপরাধে॥
সে অধম-সভারে না দিমু ‡ প্রেমযোগ।
নগরিয়া প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ॥"
শুনিঞা আনন্দে ভাসে সব-ভক্তগণ।
ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন।
"কি চাঞ্চল্য করিলাঙ ?" প্রভু জিজ্ঞাসয়ে।
ভক্ত সব বোলে "কিছু উপাধিক নহে॥"
সভারে করেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
"অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্ব-ক্ষণ॥"
হাসে সর্ব্ব-ভক্তগণ প্রভুর কথায়।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায়॥
সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
প্রেমরসে বিহ্বল হইলা প্রভু 'শেষ'॥

* 'টলমল করে ভূমি নিত্যানন্দ-তালে'।

* 'হেন হয় জ্ঞান'। † 'বুঝিতে না পারে'। ‡ 'দেও'।

ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে * দিগম্বর।
বাল্যভাবে † পূর্ণ হৈল সর্ব্ব-কলেবর॥
কোথা বা থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডলু ‡।
কোথা বা বসন গেল, নাহি আদি মূল॥
চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহা ধীর।
আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন § স্থির॥
চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ সবে মানে'।
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ আর নাহি জানে॥
"স্থির হও, কালি পূজিবারে চাহ ব্যাস।"
স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজ-বাস॥
ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে।
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসমন্দিরে॥
কথো রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া।
নিজ দণ্ড কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া॥
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড ¶।
কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ কমণ্ডলু দণ্ড॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখে ‖ রামাই-পণ্ডিত।
ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলু, দেখিয়া বিস্মিত $॥
পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে।
শ্রীবাস বোলেন "যাও ঠাকুরের স্থানে॥"
রামাইর মুখে শুনি আইলা ঠাকুর।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর॥
দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া।
চলিলেন গঙ্গাস্নানে নিত্যানন্দ × লৈয়া॥

শ্রীবাসাদি সভেই চলিলা গঙ্গাস্নানে।
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায়ে আপনে॥
চঞ্চল সে নিত্যানন্দ, না মানে' বচন।
তবে একবার প্রভু করয়ে গর্জ্জন *॥
কুম্ভীর দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়।
গদাধর শ্রীনিবাস করে 'হায় হায়'॥
সাঁতরে গঙ্গার মাঝে নির্ভয়-শরীর।
চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির॥
নিত্যানন্দ প্রতি ডাকি বোলে বিশ্বম্ভর।
"ব্যাসপূজা আসি ঝাট † করহ সত্বর॥"
শুনিঞা প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে।
স্নান করি গৃহে আইলেন প্রভু-সনে॥
আসিয়া মিলিলা সব-ভাগবতগণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিতে কীর্ত্তন॥
শ্রীবাসপণ্ডিত—ব্যাসপূজার আচার্য্য।
চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব্ব-কার্য্য॥
মধুরমধুর সভে করেন কীর্ত্তন।
শ্রীবাসমন্দির হৈল বৈকুণ্ঠভবন॥
সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা সেই ঠাকুর-পণ্ডিত।
করিলা সকল কার্য্য যে বিধিবোধিত ‡॥
দিব্য-গন্ধ-সহিত সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ-হাথে দিয়া বলিতে লাগিলা॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ! এই মালা ধর।
বচন পঢ়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর॥
শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে, সর্ব্ব-অভীষ্ট পাইবা॥"
যত শুনে নিত্যানন্দ করে 'হয় হয়'।
কিসের বচন-পাঠ—প্রবোধ না লয়॥

* 'হই' বা 'হয়'।　† 'ভাবাবেশে'।
‡ 'কমুণ্ডল' বা 'কমণ্ডলু'।　§ 'করাইলা'।
¶ 'অগম্য'।　‖ 'ভবে'।
$ 'দেখি আচম্বিত'।
× 'করিলেন গঙ্গাস্নান সর্ব্ব-গণ'।

* 'তর্জ্জন'।　† 'আজি তুমি'।　‡ 'বিধিয়ে বোধিত'।

কি বা বোলে ধীরে ধীরে, বুঝন না যায়।
মালা হাথে করি পুন চারিদিগে চা'য়॥
প্রভুরে ডাকিয়া বোলে শ্রীবাস উদার।
"না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার॥"
শ্রীবাসের বাক্য শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর॥
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ! শুনহ বচন।
মালা দিয়া ঝাট কর' ব্যাসের পূজন॥"
দেখিলেন নিত্যানন্দ—প্রভু বিশ্বম্ভর।
মালা তুলি দিলা তাঁর মস্তক-উপর॥
চাঁচর-চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয়-ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা * তৎকাল॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল।
দেখিয়া বিস্মিত † হৈলা নিতাই বিহ্বল॥
ষড়্ভুজ দেখি মূর্চ্ছা পাইলা নিতাই।
পড়িলা পৃথিবীতলে—ধাতু মাত্র নাই॥
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ।
"রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ!" করেন স্মরণ॥
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন।
কক্ষে তালি দেই ‡ ঘন-বিশাল-গর্জ্জন॥
মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ ষড়্ভুজ দেখিয়া।
আপনে চৈতন্য তোলে গা'য়ে হাথ দিয়া॥
"উঠ উঠ নিত্যানন্দ! স্থির কর' চিত।
সঙ্কীর্ত্তন শুন—যে তোমার সমীহিত॥
যে কীর্ত্তন-নিমিত্ত করিলা অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল, কিবা চাহ আর॥
তোমার সে প্রেমভক্তি, তুমি প্রেমময়।
বিনে তুমি দিলে, কারো ভক্তি * নাহি হয়॥
আপনা' সম্বরি উঠ, নিজ-জন চা'হ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা, তাহারে বিলাহ॥
তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে।
ভজিলেহ সে আমার প্রিয় কভু নহে॥"
পাইয়া চৈতন্য প্রভু—প্রভুর বচনে †।
হইলা আনন্দময় ষড়্ভুজ-দর্শনে॥
যে অনন্ত-হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র।
সেই প্রভু অবিস্ময় জান' নিত্যানন্দ॥
ছয়-ভুজ-দৃষ্টি তানে কোন্ অদভুত।
অবতার-অনুরূপ এ সব কৌতুক॥
রঘুনাথ-প্রভু যেন পিণ্ডদান কৈলা।
প্রত্যক্ষ হইয়া আসি দশরথ লৈলা॥
সে যদি অদ্ভুত, তবে এহো অদভুত।
নিশ্চয় সকল এই কৃষ্ণের কৌতুক॥
নিত্যানন্দস্বরূপের স্বভাব সর্ব্বথা।
তিলার্দ্ধেকো দাস্যভাব না হয় অন্যথা॥
লক্ষ্মণের স্বভাব যেহেন অনুক্ষণ।
সীতাবল্লভের দাস্যে ‡ মন প্রাণ ধন॥
এই মত নিত্যানন্দস্বরূপের মন।
চৈতন্যচন্দ্রের দাস্য প্রতি অনুক্ষণ॥
যদ্যপিহ অনন্ত ঈশ্বর নিরাশ্রয় §।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু জগন্ময়॥
সর্ব্ব-সৃষ্টি-তিরোভাব যে সময়ে হয়ে।
তখনো অনন্ত-রূপ সত্য ¶ বেদে কহে॥

* 'নিত্যানন্দে দেখাইলা'।
† 'চিত্রিত', 'চিন্তিত' বা 'মূর্চ্ছিত'।
‡ 'দিয়া'।

* 'শক্তি'। † 'চরণে'।
‡ 'সীতার বল্লভ-দাস্য'। § 'দাস্যময়'।
¶ 'সব' বা 'সাম'।

তথাপিহ শ্রীঅনন্তদেবের স্বভাব।
নিরবধি প্রেম দাস্যভাবে অনুরাগ ॥
যুগেযুগে—প্রতি-অবতারে-অবতারে।
স্বভাব তাঁহার দাস্য, বুঝহ বিচারে ॥
শ্রীলক্ষ্মণ-অবতারে অনুজ হইয়া।
নিরবধি সেবেন অনন্ত—দাস হৈয়া * ॥
অন্ন পানী নিদ্রা ছাড়ি শ্রীরামচরণ।
সেবিয়াও আকাঙ্ক্ষা না পূরে অনুক্ষণ ॥
জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম-অবতারে।
দাস্যযোগ কভু না ছাড়িলেন অন্তরে ॥
'স্বামী' করিয়াও সে বোলেন কৃষ্ণপ্রতি। †
ভক্তি বই কখনো না হয় অন্য-মতি ॥ ‡

তথাহি (ভা০ ১০।১৩।১৪) বৎসহরণে বলদেববাক্যং—

"কেয়ং বা কুত আয়াতা
দৈবী নার্য্যুত বাসুরী
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তু-
র্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥" ১ ॥

টীকা

কেয়মিতি। কা ইয়ং মায়া ?—দেবানাং বা, নরাণাং বা, অসুরাণাং বা ? কুতো বা ?—কস্মাৎ প্রযুক্তা ? তত্র অন্যমায়া ন সম্ভবতি, যতো মমাপি মোহো বর্ত্ততে; অতঃ প্রায়শো মৎস্বামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব মায়েয়মস্তিতি সম্ভাবয়তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

[শ্রীবলরাম কহিলেন,] ইনি কে ?—কোথা হইতেই বা আসিয়াছেন ? ইনি কি সুরগণের, না অসুরগণের, না মানবগণের ? বুঝিয়াছি, ইনি আমার প্রভুরই মায়া,—আর' কেহ নহেন। কেননা, আমাকেও ইনি বিমুগ্ধ করিতেছেন ॥ ১ ॥

সেই প্রভু আপনে অনন্ত মহাশয় ॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু জানিহ নিশ্চয় ॥
ইহাতে যে নিত্যানন্দ বলরাম প্রতি।
ভেদ-দৃষ্টি হেন * করে—সে-ই মূঢ়মতি ॥
সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর যার।
বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার ॥

তথাহি শ্রীরামচন্দ্রবাক্যং—

"অজপ্ত্বা লাক্ষ্মণং মন্ত্রং রামচন্দ্রং জপেৎ তু যঃ।
তস্য কার্য্যং ন সিধ্যেত কল্পকোটিশতৈরপি ॥" ২॥†

অনুবাদ।

যিনি লক্ষ্মণমন্ত্র জপ না করিয়া রামমন্ত্র জপ করেন, শতকোটিকল্পেও তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হইবে না ॥ ২ ॥

ব্রহ্মা-মহেশ্বর-বন্দ্য যদ্যপি কমলা।
তভু তাঁর স্বভাব—চরণসেবা-খেলা ॥
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত 'শেষ' ভগবান্।
তথাপি স্বভাব-ধর্ম্ম—সেবা সে তাহান ॥
অতএব তান যেন স্বভাব কহিতে।
সন্তোষ পায়েন প্রভু সকল হইতে ॥
ঈশ্বর-স্বভাব সে—কেবল ভক্তি-বশ। ‡
বিশেষ প্রভুর সুখ শুনিতেই § যশ ॥

---

* 'দাস্য পাইয়া'।

† 'স্বামী করিয়া সেবিলেন, কৃষ্ণ পতি' বা 'স্বামী করি শব্দে সে বোলেন কৃষ্ণ প্রতি'।

‡ 'সর্ব্বকাল স্বভাব হইল (তাঁর) এই মতি'।

* 'ভক্ত-স্থানে হেলা'।

† রামার্চ্চনচন্দ্রিকা-গ্রন্থের প্রথম-পটলে এই শ্লোকটির অনুরূপ একটি শ্লোক বিন্যস্ত হইয়াছে। যথা—

"অজপ্ত্বা লক্ষ্মণমনুং রামমন্ত্রান্ জপন্তি যে।
তজ্জপস্য ফলং নৈব প্রযান্তি কুশলা অপি ॥"

‡ 'ঈশ্বরের স্বভাব কেবল ভক্তবশ'।

§ 'সুখে শুনিতে এ'।

স্বভাব কহিতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রীত।
অতএব বেদে কহে স্বভাব-চরিত ॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের তত্ত্ব যে কহে পুরাণে।
সেইমত লিখি আমি পুরাণ-প্রমাণে ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের এই বাক্য মন।
"চৈতন্য ঈশ্বর, মুঞি তাঁর এক জন ॥"
অহর্নিশ শ্রীমুখে নাহিক অন্য কথা।
"মুঞি তাঁর, সেহো মোর ঈশ্বর সর্ব্বথা ॥
চৈতন্যের সঙ্গে যে মোহোর স্তুতি করে।
সেই সে মোহোর ভৃত্য, পাইবেক মোরে ॥"
আপনে কহিয়া আছেন ষড়্ভুজদর্শনে।
তান প্রীতে কহি তান এ সব কথনে ॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ তাহান হৃদয়ে।
দোঁহে দোঁহা দেখিতে আছেন সুনিশ্চয়ে ॥
তথাপিহ অবতার-অনুরূপ খেলা।
করেন ঈশ্বরসেবা, বুঝ তান লীলা ॥ *
সহজে † স্বীকার প্রভু করয়ে ‡ আপনে।
তাহা গায় বর্ণে বেদে ভারতে পুরাণে ॥
যে কর্ম্ম করয়ে প্রভু, সেই হয় বেদ।
তাহি গায় § সর্ব্ব-বেদ ছাড়ি সর্ব্ব-ভেদ ॥
ভক্তিযোগ বিনে ইহা বুঝন না যায়।
জানে জন-কথো গৌরচন্দ্রের কৃপায় ॥
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব-সকল।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল ॥
ইহা না বুঝিয়া কোনোকোনো বুদ্ধি-নাশ।
এক বন্দে', আর নিন্দে', যাইবেক ¶ নাশ ॥

তথাহি নারদীয়ে—

"অভ্যর্চ্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং
দূষ্যন্ * জনে সর্ব্বগতং তমেব।
অভ্যর্চ্চ্য পাদৌ দ্বিজনস্য মূর্দ্ধ্নি,
দ্রুহ্যন্নিবাজ্ঞো নরকং প্রযাতি ॥" ৩ ॥ †

টীকা

অভ্যর্চ্চয়িত্বেতি। অজ্ঞো জনঃ প্রতিমাসু বিষ্ণুম্, অভ্যর্চ্চয়িত্বা—সম্যক্ পূজয়িত্বা 'বেবেষ্টি সর্ব্বং জগৎ' ইতি বিষ্ণুশব্দব্যুৎপত্তেঃ, অন্তার্যামিরূপেন সর্ব্বগতং, তং—বিষ্ণুম্, এব, জনে দূষ্যন্—জনে দোষাচরণেন তদন্তর্য্যামিণি বিষ্ণাবেব দোষম্ আচরন্, দ্বিজনস্য—সংস্কারবতো ব্রাহ্মণস্য, পাদৌ অভ্যর্চ্চ্য, মূর্দ্ধ্নি দ্রুহ্যন্ ইব নরকং প্রযাতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।

যদি কোন ব্যক্তি প্রতিমাসমূহে যথাবিধি বিষ্ণুর অর্চ্চনা করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনগণের প্রতি অপরাধ-আচরণে বিরত না হয়, তাঁহা হইলে সেই অপরাধে সে সেই সর্ব্বব্যাপীর প্রতিই অপরাধী হইয়া থাকে। সুতরাং যদি কেহ বিহিত-বিধানে কোন ব্রাহ্মণের চরণপূজা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তকের উপর দ্রোহাচরণ করে, তদ্দ্বারা তাহার যেমন নরকবাস হয়, সেই মূর্খও সেইরূপ নিরয়গামী থাকে ॥ ৩ ॥

বৈষ্ণব-হিংসার কথা, সে থাকুক দূরে।
সহজ-জীবেরে ‡ যে অধম পীড়া করে ॥
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার দ্রোহ § করে।
পূজাও নিষ্ফল হয়, আরো দুঃখে মরে ॥

---

* 'করেন ঈশ্বর কে বা বুঝে তাঁর লীলা' বা 'করেন ঈশ্বর সেবা কে বুঝিব লীলা।' † 'সেহো যে'। ‡ 'যে করে'। § 'তাই গাই'। ¶ 'যাইবারে'।

* 'নিন্দন্'।

† ইহার পর একখানিপুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—

"ধানশী রাগ।

হরি বলি গোরা পঁহু নাচে বাহু তুলি।
জগমন বান্ধল করুণা-বোল বুলি ॥

‡ 'সহজে জীবের'। § 'সে পূজার পীড়া'।

'সর্ব্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু' না জানিয়া।
বিষ্ণুপূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া॥
এক হস্তে যেন বিপ্র-চরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢিলা মারে মাথায় কপালে॥
এ সব লোকের কি কুশল কোন-ক্ষণে।
হইয়াছে হইবেক?—বুঝ ভাবি * মনে॥
যত পাপ হয় প্রজাগণের হিংসনে।
তার শতগুণ হয় বৈষ্ণব-নিন্দনে॥
শ্রদ্ধা করি মূর্ত্তি পূজে, ভক্ত না আদরে'।
মূর্খ-নীচ-পতিতেরে দয়া নাহি করে॥
(ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এ সব জনারে।
'প্রভু' 'অবতার' যেই জন ভেদ করে॥)
এক অবতার ভজে, না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ-রঘুনাথে করে ভেদ-ব্যবহার॥
বলরাম-শিব প্রতি প্রীত নাহি করে।
'ভক্তাধম' শাস্ত্রে কহে এ সব জনারে॥

তথাহি (ভা০ ১১।২।৪৭)—

"অর্চ্চায়ামের হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"৪॥

টীকা।

অর্চ্চায়ামিতি। যঃ, হরয়ে—হরিং প্রীণয়িতুম্, অর্চ্চায়াং—প্রতিমায়াম্, এব, শ্রদ্ধয়া—লোকপরম্পরাপ্রাপ্তয়ৈব, নতু শাস্ত্রার্থবিশ্বাসবত্যা, পূজাম্, ঈহতে-করোতি, ন তদ্ভক্তেষু, অন্যেষু চ, সুতরাং ন করোতি, স ভক্তঃ, প্রাকৃতঃ—অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিঃ, স্মৃতঃ॥ ৪॥

অনুবাদ।

যিনি শ্রীহরির প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত, শ্রদ্ধা-সহকারে কেবল প্রতিমাতেই তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার ভক্ত এবং অপরাপর জীবসমূহে তাহা করেন না, সেই ভক্তকেই প্রাকৃত বলিয়া মনে করা যায়॥ ৪॥

প্রসঙ্গে কহিল ভক্তাধমের লক্ষণে।
পূর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ষড়্ভুজ-দর্শনে॥
এই নিত্যানন্দের ষড়্ভুজ-দরশন।
ইহা যে শুনয়ে—তার বন্ধ-বিমোচন॥
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দনে।
মহানদী বহে দুই কমল-নয়নে॥
সভা' প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
"পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা, করহ কীর্ত্তন॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সভে আনন্দিত।
চৌদিগে উঠিল কৃষ্ণধ্বনি আচম্বিত॥
নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র নাচে একঠাঞি।
মহামত্ত দুই ভাই *, কারো বাহ্য নাঞি॥
সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
ব্যাসপূজা-মহোৎসব মহা-কুতূহল॥
কেহো নাচে †, কেহো গায়, কেহো গড়ি যায়।
সভেই চরণ ধরে, যে যাহার পায়॥
চৈতন্যপ্রভুর মাতা—জগতের আই।
নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই॥
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ দেখি দুইজনে ‡।
"দুই জন মোর পুত্র" হেন বাসে' মনে॥
ব্যাসপূজা-মহোৎসব পরম উদার।
অনন্ত-প্রভু সে পারে ইহা বর্ণিবার॥
সূত্র আমি কিছু কহি চৈতন্যচরিত।
যে-তে-মতে কৃষ্ণ গাইলেই হয় হিত॥ §

* 'ভাল' বা 'দেখি'।

* 'প্রভু' বা 'জন'। † 'বা'য়'। ‡ 'দেখেন যখনে'।
§ 'যেমতে তেমতে কৃষ্ণ গাইলেই হিত'।

দিন অবশেষ হৈল ব্যাসপূজা-রঙ্গে।
নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর-সঙ্গে॥
পরানন্দে মত্ত মহাভাগবতগণ।
"হা কৃষ্ণ!" বলিয়া সভে করেন ক্রন্দন॥
এইমতে নিজ * ভক্তিযোগ প্রকাশিয়া।
স্থির হৈলা বিশ্বম্ভর সর্ব্ব-গণ লৈয়া॥
ঠাকুর-পণ্ডিত প্রতি বোলে বিশ্বম্ভর।
"ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনহ সত্বর॥"
ততক্ষণে আনিলেন সর্ব্ব-উপহার।
আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সভার॥
প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই ততক্ষণ।
আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ॥
যতেক আছিল সেই বাড়ীর ভিতরে।
সভারে ডাকিয়া প্রভু দিলা নিজ-করে॥
ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা * ভাগ্য-হেন মানে।
তাহা পায় † বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে॥
এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে।
এতেকে শ্রীবাস-ভাগ্য কে বলিতে পারে॥
এইমত নানা‡-দিন নানা সে কৌতুকে।
নবদ্বীপে হয়, নাহি জানে সর্ব্ব-লোকে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীব্যাসপূজন-বর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

†

জয়জয় জগতজীবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥
জয়জয় জগতজীবন ‡ বিশ্বম্ভর।
জয়জয় যত গৌরচন্দ্রের কিঙ্কর॥
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।
জয় দামোদরস্বরূপের প্রাণ ধন॥
জয় রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয়॥
জয়জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর' প্রভু! শুভ-দৃষ্টিপাত॥
হেনমতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে গৌরচন্দ্র।
ভক্তগণ লৈয়া করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গ॥
এখনে শুনহ অদ্বৈতের আগমন।
মধ্যখণ্ডে যেনমতে হৈল দরশন॥

---

* 'নৃত্য' বা 'নিত্য'।
† এইস্থানে একখানি পুঁথি ও মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তিভৃত্যাস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে-
র্জয়তি জয়তি নৃত্যাস্তস্য সর্ব্বপ্রিয়াণাম্॥"
‡ 'মঙ্গল'।

* 'যারে'। † 'খায়'। ‡ 'প্রতি'।

একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর-আবেশে।
রামাইরে আজ্ঞা করিলেন পূর্ণ-রসে॥
"চলহ রামাঞি! তুমি অদ্বৈতের বাস।
তাঁর স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ॥
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন।
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস *।
সে প্রভু তোমার লাগি † হইলা প্রকাশ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
আপনি আসিয়া ঝাট কর' বিবর্ত্তন ‡॥
নির্জ্জনে কহিও নিত্যানন্দ-আগমন।
যে কিছু দেখিলে তাঁরে § কহিও কথন॥
আমার পূজার সজ্জ উপহার লৈয়া।
ঝাট আসিবারে বোল' সস্ত্রীক হইয়া॥"
শ্রীবাস-অনুজ-রাম আজ্ঞা শিরে করি ¶।
সেইক্ষণে চলিলা স্মঙরি 'হরি হরি'॥
আনন্দে বিহ্বল—পথ না জানে রামাঞি।
চৈতন্যের আজ্ঞা লৈয়া গেলা সেই ঠাঞি॥
আচার্য্যেরে নমস্করি রামাঞি-পণ্ডিত।
কহিতে না পারে কথা, আনন্দে পূর্ণিত॥
সর্ব্বজ্ঞ অদ্বৈত ভক্তিযোগের প্রভাবে।
'আইল প্রভুর আজ্ঞা' জানিঞাছে আগে॥
রামাঞি দেখিয়া হাসি বোলয়ে বচন।
"বুঝি আজ্ঞা হৈল আমা' নিবার কারণ?
করজোড় করি বোলে রামাঞি-পণ্ডিত।
"সকল জানিঞাছহ, চলহ ত্বরিত॥"

আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য্য-গোসাঞি।
হেন নাহি জানে, দেহ আছে কোন্ ঠাঞি॥
কে বুঝয়ে অদ্বৈতের চরিত্র গহন।
জানিঞাও নানা-মত কহয়ে কথন॥
"কোথার গোসাঞি আইলা মানুষ-ভিতরে।
কোন্ শাস্ত্রে বোলে নদীয়ায় অবতারে॥
মোর ভক্তি অধ্যাত্ম বৈরাগ্য জ্ঞান * মোর।
সকল জানয়ে শ্রীনিবাস—ভাই তোর॥"
অদ্বৈতের চরিত্র রামাঞি ভাল জানে।
উত্তর না করে কিছু, হাসে মনে মনে॥
এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য্যবাধ॥
পুন বোলে "কহকহ রামাঞিপণ্ডিত!
কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত?"
বুঝিলেন—আচার্য্য হইলা শান্তচিত।
তখনে কান্দিয়া কহে রামাঞি পণ্ডিত॥
"যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন †।
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার লাগি ‡ হইলা প্রকাশ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্ত্তন॥
ষড়ঙ্গ-পূজার বিধিযোগ্য সজ্জ লৈয়া।
প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া॥
নিত্যানন্দস্বরূপের হৈল আগমন।
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ, তোমার জীবন॥

* 'অভিলাষ'। † 'আসি'। ‡ 'করহ নর্ত্তন'।
§ 'কহিল তায়' বা 'দেখিলে তাহা'। ¶ 'ধরি'।

* 'প্রকাশ বৈরাগ্য দান'।
† 'স্তবন'। ‡ 'আসি'।

তুমি সে জানহ তাঁরে, মুঞি কি কহিমু।
ভাগ্য থাকে মোর তবে একত্র * দেখিমু॥"
রামাঞির মুখে যবে এতেক শুনিলা।
তখনি তুলিয়া বাহু কান্দিতে † লাগিলা॥
কান্দিয়া হইলা মূর্চ্ছা আনন্দ-সহিত।
দেখিয়া সকল-গণ হইলা বিস্মিত॥
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য, করয়ে হুঙ্কার।
"আনিলুঁ আনিলুঁ" বোলে "প্রভু আপনার॥"
"মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।"
এত বলি কান্দে পুন ভূমিতে পড়িয়া॥
অদ্বৈতগৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
প্রভুর প্রকাশ শুনি ‡ কান্দে আনন্দিতা॥
অদ্বৈতের তনয়—'অচ্যুতানন্দ' নাম।
পরম বালক সেহো কান্দে অবিরাম॥
কান্দেন অদ্বৈত পত্নী-পুত্রের সহিতে।
অনুচর-সব বেড়ি কান্দে চারি-ভিতে॥
কে বা কোন্ দিগে কান্দে, নাহি পরাপর।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল অদ্বৈতের ঘর॥
স্থির হয় অদ্বৈত—হইতে নারে স্থির।
ভাবাবেশে নিরবধি দোলায়ে শরীর॥
রামাঞিরে বোলে "প্রভু কি বলিলা মোরে?" §
রামাঞি বোলেন "ঝাট চলিবার তরে॥"
অদ্বৈত বোলয়ে "শুন রামাঞিপণ্ডিত!
মোর প্রভু হেন ¶ তবে আমার প্রতীত॥
আপন ঐশ্বর্য্য যদি মোহোরে দেখায়।
শ্রীচরণ তুলি দেই আমার মাথায়॥
তবে সে জানিমু মোর হয় প্রাণনাথ।
সত্য সত্য সত্য এই * কহিলুঁ তোমা'ত॥"
রামাই বোলেন "প্রভু! মুঞি কি বলিমু।
যদি মোর ভাগ্য থাকে নয়নে দেখিমু॥
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সে-ই সে তাঁহার।
তোমার নিমিত্ত প্রভু! এই অবতার॥"
হইলা অদ্বৈত তুষ্ট রামের বচনে।
শুভ-যাত্রা-উদ্‌যোগ করিলা ততক্ষণে॥
পত্নীরে বলিলা "ঝাট হও সাবধান।
লইয়া পূজার সজ্জ চল আগুয়ান॥" †
পতিব্রতা সেই চৈতন্যের তত্ত্ব জানে।
গন্ধ, মাল্য, ধূপ, বস্ত্র ‡ অশেষ-বিধানে॥
ক্ষীর, দধি, সুনবনী, কর্পূর, তাম্বূল।
লইয়া চলিলা যত সব অনুকূল॥
সপত্নীক চলিলা অদ্বৈত-মহাপ্রভু।
রামেরে নিষেধে' 'ইহা না কহিবা কভু॥
'না আইলা আচার্য্য' তুমি বলিবা বচন।
দেখি প্রভু মোরে তবে কি বোলে তখন॥
গুপ্ত থাকোঁ মুঞি নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
'না আইলা' বলি তুমি করিবা § গোচরে॥"
সভা'র হৃদয়ে বৈসে প্রভু-বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর॥
আচার্য্যের আগমন জানিঞা আপনে।
ঠাকুর-পণ্ডিত-গৃহে চলিলা তখনে॥

---

* 'তিলেক'। † 'নাচিতে'।
‡ 'প্রভু প্রভু বলি প্রেমে'।
§ 'অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু কি বোলয়ে মোরে?"'।
¶ 'হয়' বা 'হয়'।

* 'সত্য সত্য এই মুঞি'।
† 'চল তুমি লইয়া পূজার গুয়া পান'।
‡ 'দীপ'। § 'করিও' বা 'কহিও'।

প্রায় যত চৈতন্যের নিজ-ভক্তগণ।
প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিলা তখন ॥
'আবেশিত-চিত্ত প্রভু' সভেই বুঝিয়া।
সশঙ্কে আছেন সভে নীরব হইয়া ॥
হুঙ্কার করয়ে * প্রভু ত্রিদশের রায়।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায় ॥
"নাঢ়া আইসে, নাঢ়া আইসে" বোলে বারে বারে।
"নাঢ়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে ॥"
নিত্যানন্দ জানে সব প্রভুর ইঙ্গিত।
বুঝিয়া মস্তকে ছত্র ধরিলা ত্বরিত ॥
গদাধর বুঝি দেই কর্পূর তাম্বূল।
সবব-জনে করে সেবা—যেন অনুকূল ॥
কেহো পঢ়ে স্তুতি, কেহ কোন সেবা করে।
হেনই সময়ে আসি রামাঞি গোচরে ॥
নাহি কহিতেই প্রভু বোলে রামাঞিরে।
"মোরে পরীক্ষিতে' নাঢ়া পাঠাইল তোরে ?"
"নাঢ়া আইসে" বলি প্রভু মস্তক ঢুলায়।
"জানিঞাও নাঢ়া মোরে চালয়ে সদায় ॥
এথাই রহিল নন্দনাচার্য্যের ঘরে।
মোরে পরীক্ষিতে' নাঢ়া পাঠাইল তোরে ॥
আন' গিয়া শীঘ্র তুমি এথাই তাহানে।
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে ॥"
আনন্দে চলিলা পুন রামাঞি-পণ্ডিত।
সকল অদ্বৈত-স্থানে কহিলা বিদিত ॥
শুনিয়া আনন্দে ভাসে অদ্বৈত-আচার্য্য।
আইলা প্রভুর স্থানে, সিদ্ধ হৈল কার্য্য ॥

দূরে থাকি দণ্ডবত করিতে করিতে *।
সস্ত্রীকে আইসে স্তব পঢ়িতে পঢ়িতে ॥
আইলা নির্ভয়-পদ, হইলা † সম্মুখে।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ বেশ দেখে ॥

(শ্রীরাগ।)

জিনিঞা কন্দর্প-কোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনক-সুন্দর কলেবর ॥
প্রসন্ন-বদন কোটি-চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর ॥
দুই-বাহু-কোটি ‡ কনকের স্তম্ভ জিনি।
তহিঁ দিব্য অলঙ্কার—রত্নের খেঁচনি § ॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ-মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর-কুণ্ডল বৈজয়ন্তী-মালা দেখে ॥
কোটি-মহা-সূর্য্য জিনি তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত ॥
কিবা নখ কিবা মণি না পারে চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে ॥
কিবা প্রভু, কিবা গণ ¶, কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর ॥
দেখে পড়িয়াছে চারি পঞ্চ শত ‖ মুখ।
মহাভয়ে স্তুতি করে নারদাদি শুক ॥
মকরবাহন-রথ এক-বরাঙ্গনা।
দণ্ড-পরণামে আছে যেন গঙ্গা-সমা ॥
তবে দেখে—স্তুতি করে সহস্রবদন।
চারি-দিগে দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ ॥

---

* 'করিয়া'।

* 'হইতে হইতে'।
† 'পাইলা নির্ভয় পদ হইলা (আইলা)'।
‡ 'দিব্য'। § 'খিচনি'। ¶ 'গুণ'। ‖ 'ছয়'।

উলটিয়া চা'হে নিজ * চরণের তলে।
সহস্র সহস্র দেব পড়ি 'কৃষ্ণ' বোলে॥
যে পূজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে।
তাহাদেখে চারিদিগে চরণের তলে॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে দণ্ডপরণাম ছাড়ি।
উঠিলা অদ্বৈত—অদ্ভুত দেখি বড়ি॥
দেখে সপ্ত † ফণাধর মহানাগগণ।
ঊর্দ্ধবাহু স্তুতি করে তুলি সব ফণ॥
অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্য রথ।
গজ হংস অশ্বে নিরোধিল ‡ বায়ুপথ॥
কোটি কোটি নাগবধূ সজল-নয়নে।
'কৃষ্ণ' বলি স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে॥
ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে।
দেখে পড়িয়াছে মহা-ঋষিগণ পাশে॥
মহা-ঠাকুরাল দেখি পাইলা সম্ভ্রম।
পতি পত্নী কিছু বলিবারে নহে ক্ষম॥
পরম-সদয়-মতি প্রভু বিশ্বম্ভর।
চা'হিয়া অদ্বৈত প্রতি করিলা উত্তর॥
"তোমার সঙ্কল্প লাগি অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি॥
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
নিদ্রা-ভঙ্গ মোর তোর প্রেমের হুঙ্কারে॥
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে।
আমারে আনিলে সর্ব্ব-জীব উদ্ধারিতে॥
যতেক দেখিলে চতুর্দ্দিগে মোর গণ।
সভা'র হইল জন্ম তোমার কারণ॥
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা' হৈতে তাহা দেখিবেক সর্ব্ব-জনে॥

রামকিরি রাগ।

এতেক প্রভুর বাক্য অদ্বৈত * শুনিঞা।
ঊর্দ্ধবাহু করি কান্দে সস্ত্রীক হইয়া॥
"আজি সে সফল মোর দিন-পরকাশ।
আজি সে সফল কৈলুঁ † যত অভিলাষ!
আজি মোর জন্ম দেহ‡ সকল সফল।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ তোর চরণযুগল॥
ঘোষে' মাত্র চারিবেদ, যারে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেখে॥
মোর কিছু শক্তি নাহি, তোমার করুণা।
তোমা' বই জীব উদ্ধারিব কোন্ জনা?"
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসেন আচার্য্য।
প্রভু বোলে "আমার পূজার কর' কার্য্য॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম-হরিষে।
চৈতন্য চরণ পূজে অশেষ-বিশেষে॥
চৈতন্যচরণ ধুই সুবাসিত জলে।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে॥
চন্দনে ডুবাই দিব্য তুলসীমঞ্জরী।
অর্ঘ্যের সহিত দিলা চরণ-উপরি॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ—পঞ্চ-উপচারে।
পূজা করে, প্রেম-জলে বহে মহা § ধারে॥
পঞ্চশিখা জ্বালি পুন করেন বন্দনা ¶।
শেষে জয়-জয়-ধ্বনি করয়ে ঘোষণা॥

* 'উলটি আচার্য্য দেখে'।
† 'সহস্র' বা 'শত'।
‡ 'সহস্র সহস্র হংসে রোধে'।

* 'প্রভুর-বাক্য প্রভুর' বা 'প্রভুর বাক্য প্রভুত'।
† 'হৈল'। ‡ 'কর্ম্ম'। § 'অশ্রু'।
¶ 'করে বন্ধ্যাপনা (বন্দাপনা)'।

করিয়া চরণ-পূজা ষোড়শোপচারে ।
আর-বার দিলা মাল্য বস্ত্র অলঙ্কারে ॥
শাস্ত্র-দৃষ্ট্যে পূজা করে পটল-বিধানে ।
এই শ্লোক পঢ়ি করে দণ্ড-পরণামে ॥ *

তথাহি—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥" ১ ॥ †

"এই শ্লোক পঢ়ি আগে নমস্কার করি ‡ । §
শেষে স্তুতি করে নানা শাস্ত্র-অনুসারি ¶ ॥
"জয় জয় সর্ব্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর ।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর ॥
জয় জয় ভকত-বচন-সত্যকারী ।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী ॥
জয় জয় সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম ।
জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বিভূষণ ॥
জয় জয় হরে-কৃষ্ণ-মন্ত্রের প্রকাশ ।
জয় জয় নিজ-ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস ॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্তশয়ন ।
জয় জয় জয় সর্ব্বজীবের শরণ ॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ ।
তুমি মৎস্য তুমি কূর্ম্ম তুমি সনাতন ॥
তুমি সে বরাহ প্রভু, তুমি সে বামন ।
তুমি কর' যুগে যুগে বেদের পালন ॥

* 'ভাবে গদ গদ হৈয়া পড়িলা চরণে' ।
† টীকা ও অনুবাদ ১৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।
‡ 'করে' ।
§ 'শ্লোক পঢ়িয়া আগে (আছে) পরণাম করি' ।
¶ 'অনুসারে' ।

তুমি রক্ষঃকুলহন্তা জানকীজীবন ।
তুমি গুহ-*বরদাতা অহল্যামোচন ॥
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার ।
হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ-নাম যার ॥
সর্ব্বদেবচূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ ।
তুমি সে ভোজন কর' নীলাচল-মাঝ ॥
তোমারে সে চারি-বেদে বুলে অন্বেষিয়া ।
তুমি এথা আসি রহিয়াছ লুকাইয়া ॥
লুকাইতে বড় প্রভু † তুমি মহাধীর ।
ভক্তজন ধরি তোমা' করয়ে বাহির ॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে তোমার অবতার ।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে তোমা' বই নাহি আর ॥
এই তোর দুইখানি চরণকমল ।
ইহারি সে রসে গৌরী-শঙ্কর বিহ্বল ॥
এই সে চরণ রমা সেবে' এক মনে ।
ইহারি সে যশ গায় সহস্র বদনে ॥
এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে ‡ সদায় ।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ইহারি তত্ত্ব § গায় ॥
সত্যলোকে আক্রমিল ¶ এই সে চরণে ।
বলি-শির ধন্য হৈল ইহার অর্পণে ॥
এই সে চরণ হৈতে গঙ্গা-অবতার ।
শঙ্কর ধরিলা শিরে মহাবেগ যার ॥"
কোটি বৃহস্পতি জিনি অদ্বৈতের বুদ্ধি ।
ভালমতে জানে সেই চৈতন্যের ‖ শুদ্ধি ॥
বর্ণিতে চরণ—ভাসে নয়নের জলে ।
পড়িল দীঘল হই চরণের তলে ॥

* 'প্রভু' । † 'মহাপ্রভু' । ‡ 'সেবয়ে' ।
§ 'যশ' । ¶ 'আকর্ষেন' । ‖ 'চরণের' ।

সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায়॥
চরণ অর্পণ শিরে করিলা যখন।
'জয় জয়' মহাধ্বনি হইল তখন॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সভে হইলা বিহ্বল।
'হরি হরি' বলি সভে করে কোলাহল॥
গড়াগড়ি যায় কেহো মালসাট্ মারে।
কারো গলা ধরি কেহো কান্দে উচ্চস্বরে॥
সস্ত্রীকে অদ্বৈত হৈলা পূর্ণ-মনোরথ।
পাইয়া চরণ শিরে পূর্ব্ব-অভিমত॥
অদ্বৈতেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
'আরো নাচ! আমার কীর্ত্তনে নৃত্য কর'।"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা আচার্য্য-গোসাঞি।
নানা-ভক্তিযোগে নৃত্য করে সেইঠাঞি॥
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি অতি-মনোহর।
নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর॥
ক্ষণে বা বিশাল নাচে, ক্ষণে বা মধুর।
ক্ষণে বা দশনে তৃণ করয়ে প্রচুর॥
ক্ষণে ক্ষণে * উঠে, ক্ষণে পড়ি † গড়ি যায়।
ক্ষণে ঘনশ্বাস বহে ‡ ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
যে কীর্ত্তন যখন শুনয়ে—সেই হয়ে।
এক-ভাবে স্থির নহে, আনন্দে নাচয়ে॥
অবশেষে আসি সবে রহে দাস্যভাব।
বুঝন না যায় সেই অচিন্ত্য§-প্রভাব॥
ধাইয়া ধাইয়া যায় ঠাকুরের পাশে।
নিত্যানন্দ দেখিয়া ভ্রুকুটি করি হাসে॥

হাসি বোলে "ভাল হৈল আইলা নিতাই।
এতদিন তোমার নাগালি নাহি পাই॥
যাইবা কোথায় আজি এড়িমু* বান্ধিয়া।'
ক্ষণে বোলে "প্রভু" ক্ষণে বোলে "মাতালিয়া"॥
অদ্বৈত-চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ-রায়।
এক মূর্ত্তি, দুই ভাগ, কৃষ্ণের লীলায় †॥
পূর্ব্বে বলিয়াছি নিত্যানন্দ নানারূপে।
চৈতন্যের সেবা করে অশেষ-কৌতুকে॥
কোনো রূপে কহে কোনো রূপে করে ধ্যান।
কোনো রূপে ছত্র শয্যা, কোনো রূপে গান॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে অভেদ প্রেম জান'।
এই অবতারে ‡ জানে সেই § ভাগ্যবান॥
যে কিছু কলহ-লীলা দেখহ দোঁহার।
সে সব অচিন্ত্য-রঙ্গ—ঈশ্বর-ব্যভার॥
এ দুইর প্রীতি যেন অনন্ত শঙ্কর।
দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর॥
যে না বুঝি দোঁহার ¶ কলহ-পক্ষ ধরে।
এক বন্দে, আর নিন্দে', সেই জন মরে॥
অদ্বৈতের নৃত্য দেখি বৈষ্ণব-সকল।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা কেবল ‖॥
হইল প্রভুর আজ্ঞা—রহিবার তরে।
ততক্ষণে রহিলেন আজ্ঞা—রহিবার তরে।
আপন-গলার মালা অদ্বৈতেরে দিয়া।
"বর মাগ' বর মাগ'" বোলেন হাসিয়া॥

---

* 'ঘুরে' 'ঘনে' বা 'ধরে'। † 'ক্ষণে'।
‡ 'ছাড়ি'। § 'অনন্ত'।

* 'রাখিমু'। † 'ইচ্ছায়'।
‡ 'এই মত তানে'। § 'মত'।
¶ 'দেবের' বা 'বেদের'। ‖ 'বিকল' বা 'বিহ্বল'।

শুনিঞা অদ্বৈত কিছু না করে উত্তর।
"মাগ' মাগ'" পুনঃপুনঃ বোলে বিশ্বম্ভর॥
অদ্বৈত বোলয়ে "আর কি মাগিমু বর।
যে বর চাহিলুঁ তাহা পাইলুঁ সকল॥
তোমারে সাক্ষাত করি আপনে নাচিলুঁ।
চিত্তের অভীষ্ট যত সকলি পাইলুঁ॥
কি চাহিমু প্রভু!*কিবা শেষ আছে আর।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ প্রভু! তোর অবতার॥
কি চাহিমু, কিবা নাহি জানহ আপনে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে॥"
মাথা ঢুলাইয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"তোমার নিমিত্তে আমি হইলুঁ গোচর॥
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল † সংসার॥
ব্রহ্মা-ভব‡-নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু বলিলুঁ তোমারে॥"
অদ্বৈত বোলেন "যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
বিদ্যা-ধন-কুল-আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে §॥
সে পাপিষ্ঠ-সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়্যা *॥"
অদ্বৈতের বাক্য শুনি করিলা হুঙ্কার।
প্রভু বোলে "সত্য যে তোমার অঙ্গীকার॥
এ সব বাক্যের সাক্ষী—সকল সংসার।
মূর্খ নীচ প্রতি কৃপা হইল তাঁহার॥
চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণগ্রামে †।
ভট্ট, মিশ্র, চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে॥
গ্রন্থ পড়ি মুণ্ড মুড়ি ‡ কারো বুদ্ধি-নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দে' বৃথা যাইবারে নাশ॥
অদ্বৈতের বোলে প্রেম পাইল জগতে।
এ সকল কথা কহি মধ্যখণ্ড হৈতে॥
চৈতন্য-অদ্বৈতে যত হইল সে § কথা।
সকল জানেন সরস্বতী জগন্মাতা॥
সেই ভগবতী সর্ব্ব-জনের জিহ্বায়।
অনন্ত হইয়া চৈতন্যের যশ ¶ গায়॥
সর্ব্ব- বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
সস্ত্রীকে আনন্দ হৈলা আচার্য্য-গোসাঞি।
অভিমত পাইয়া রহিলা ॥ সেইঠাঞি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈতমিলনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

---

* 'মোর'। † 'জগত'। ‡ 'শুক'। § 'বাদে'।

* 'লৈয়া'। † 'কৃষ্ণের গুণ-গানে'। ‡ 'গ্রন্থ পড়িয়াও কারো'। § 'হৈল প্রেম-'। ¶ 'গুণ'। ॥ 'পূর্ব্ব অভিমত পাই রহে'।

সপ্তম অধ্যায়।

——৪৪৪——

(নাচে রে চৈতন্য গুণনিধি।
অসাধনে চিন্তামণি হাথে দিল বিধি॥ ধ্রু॥)
জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব-প্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেমধাম॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন।
জয় পুণ্ডরীক*বিদ্যানিধি-প্রেম†ধন॥
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউ যত গৌরচন্দ্র-অনুচর॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে রঙ্গ করেন সদায়॥
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব-বৈষ্ণব-মণ্ডল।
মহা-নৃত্য-গীত করে কৃষ্ণ-কোলাহল॥
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে॥
আপনি তুলিয়া হাথে ভাত নাহি খায়।
পুত্র-প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥
ইবে শুন শ্রীবিদ্যানিধির আগমন।
'পুণ্ডরীক' নাম—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম॥
প্রাচ্য-ভূমি চাটিগ্রাম ধন্য করিবারে।
তথা ‡ তানে অবতীর্ণ করিলা ঈশ্বরে॥
নবদ্বীপে করিলেন ঈশ্বর প্রকাশ।
বিদ্যানিধি না দেখিয়া ছাড়ে প্রভু§শ্বাস॥
নৃত্য করি উঠিয়া বসিল গৌর-রায়।
'পুণ্ডরীক' নাম* বলি কান্দে উচ্চ-রা'য়॥
"পুণ্ডরীক আরে মোর বাপ রে বন্ধু রে!
কবে তোমা' দেখিব আরে রে বাপ রে!"†
হেন চৈতন্যের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
হেন সব ভক্ত প্রকাশিলা গৌর-নিধি॥
প্রভু সে ‡ ক্রন্দন করে তান নাম লৈয়া।
ভক্ত-সব কেহো কিছু নাহি বুঝে ইহা॥
সভে বোলে "'পুণ্ডরীক' বোলেন কৃষ্ণেরে।"
বিদ্যানিধি-নাম শুনি সভেই বিচারে'॥
'কোন প্রিয় ভক্ত' ইহা সভে বুঝিলেন।
বাহ্য হৈলে প্রভু-স্থানে সভে বলিলেন॥
"কোন্ ভক্ত লাগি প্রভু! করহ § ক্রন্দন।
সত্য আমা'সভা' প্রতি করহ কথন॥
আমা'সভাকার ভাগ্য হউ, তানে জানি।
তাঁর জন্ম-কর্ম্ম কোথা কহ প্রভু ¶ শুনি॥"
প্রভু বোলে "তোমরা-সকল ভাগ্যবান্।
শুনিতে হইল ইচ্ছা তাঁহার আখ্যান॥
পরম-অদ্ভুত তাঁর সকল চরিত্র।
তাঁর নাম-শ্রবণেও সংসার পবিত্র॥

* 'জয় জয় প্রভু'। † 'প্রাণ'। ‡ 'তোথা'। § 'ঘন'।

* 'বাপ'।
† 'কবে মো দেখিব তোমা' আরে (প্রাণের) বাপ রে'। ‡ 'যে'। § 'করেন'। ¶ 'প্রভু (কিছু) কহ দেখি'।

বিষয়ীর প্রায় তাঁর পরিচ্ছদ সব *।
চিনিতে না পারে কেহো তিহোঁ যে বৈষ্ণব ॥
চাটিগ্রামে জন্ম, বিপ্র পরম-পণ্ডিত।
পরম-সাচার সর্ব্ব-লোকে অপেক্ষিত ॥
কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধু-মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর ॥
গঙ্গাস্নান না করেন পাদস্পর্শ-ভয়ে।
গঙ্গা দরশন করে নিশির সময়ে ॥
গঙ্গায় যে সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশসংস্কার ॥
এ সকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা ॥
এতেক দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্ব্বথা ॥
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান।
দেবার্চ্চন †-পূর্ব্বে করে গঙ্গাজল পান ॥
তবে সে করেন পূজা-আদি নিত্য ‡ কর্ম্ম।
ইহা সর্ব্ব-পণ্ডিতেরে বুঝায়েন ধর্ম্ম ॥ §
চাটিগ্রামে আছেন, এথাহো বাড়ী আছে।
আসিবেন সংপ্রতি, দেখিবা কিছু পাছে ॥
তাঁরে ঝাট কেহো চিনিবারে না পারিবা।
দেখিলে 'বিষয়ী' মাত্র জ্ঞান সে করিবা ॥
তাঁরে না দেখিয়া আমি স্বাস্থ্য নাহি পাই।
সভে তাঁরে আকর্ষিয়া আনহ এথাই ॥"
কহি তাঁর কথা প্রভু আবিষ্ট হইলা।
"পুণ্ডরীক বাপ!" বলি কান্দিতে লাগিলা ॥
মহা-উচ্চস্বরে প্রভু রোদন করেন।
তাঁহার ভক্তের তত্ত্ব তিহোঁ সে জানেন ॥

ভক্তুতত্ত্ব চৈতন্য-গোসাঞি মাত্র জানে।
সে-ই ভক্ত জানে, যারে কহেন আপনে ॥
ঈশ্বরের আকর্ষণ হৈল তাঁর প্রতি।
নবদ্বীপে আসিতে তাঁহার হৈল মতি * ॥
অনেক সেবক সঙ্গে অনেক সম্ভার।
অনেক ব্রাহ্মণ সঙ্গে শিষ্য ভক্ত আর † ॥
আসিয়া রহিলা ‡ নবদ্বীপে গূঢ়-রূপে।
পরম-ভোগীর প্রায় সর্ব্বলোক দেখে ॥
বৈষ্ণব-সমাজে ইহা কেহো নাহি শুনে §।
সবে মাত্র মুকুন্দ জানিলা সেইক্ষণে ॥
শ্রীমুকুন্দ-বেজ-ওঝা ¶ তাঁর তত্ত্ব জানে।
একসঙ্গে মুকুন্দেরো জন্ম চাটিগ্রামে ॥
বিদ্যানিধি-আগমন জানিঞা গোসাঞি।
যে হইল আনন্দ—তাহার অন্ত ॥ নাঞি ॥
কোনো বৈষ্ণবেরে প্রভু না ক'ন ভাঙ্গিয়া।
পুণ্ডরীক আছেন বিষয়ি-প্রায় হৈয়া $ ॥
যত কিছু তাঁর প্রেম-ভক্তির মহত্ত্ব।
মুকুন্দ জানেন, আর বাসুদেবদত্ত ॥
মুকুন্দের বড় প্রিয় পণ্ডিত-গদাধর।
একান্ত মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে অনুচর ॥
যথাকার যে বার্ত্তা—কহেন আসি সব।
"আজি × এথা আইলা এক অদ্ভুত বৈষ্ণব ॥
গদাধরপণ্ডিত! শুনহ সাবধানে।
বৈষ্ণব দেখিতে যে বাঞ্ছহ তুমি মনে ॥
অদ্ভুত বৈষ্ণব আজি দেখাব তোমারে।
সেবক করিয়া যেন স্মঙর আমারে ॥"

---

* 'সব পরিচ্ছদ'। † 'দেবার্চ্চা' বা 'দেবার্চ্চার'।
‡ 'বিধিকৃত্য'। § 'ইহা সব বুঝায়েন পণ্ডিতের মর্ম্ম'।

* 'হইল তান রতি'। † 'যার' বা 'তাঁর'।
‡ 'বসিলা'। § 'জানে'। ॥ 'ওথা সবে'।
¶ 'তুর'। $ 'বিষয়ী মাত্র লঞা'। × 'জানি'।

শুনি গদাধর বড় হরিষ হইলা।
সেইক্ষণে 'কৃষ্ণ' বলি দেখিতে চলিলা॥
বসিয়া আছেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
সম্মুখে হইল গদাধরের বিজয়॥
গদাধরপণ্ডিত করিলা নমস্কার।
বসাইলা আসনে তাঁরে করি* পুরস্কার॥
জিজ্ঞাসিলা বিদ্যানিধি মুকুন্দের স্থানে।
"কিবা নাম ইহাঁর † থাকেন কোন্ গ্রামে?
বিষ্ণুভক্তি-তেজোময় দেখি কলেবর।
আকৃতি প্রকৃতি—দুই পরম-সুন্দর॥"
মুকুন্দ বোলেন "'শ্রীগদাধর' নাম।
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান্॥
'মাধব-মিশ্রের পুত্র' কহি ব্যবহারে।
সকল-বৈষ্ণব প্রীত বাসেন ইহাঁরে॥
ভক্তিপথে রত, সঙ্গ ‡ ভক্তের সহিতে।
শুনিঞা তোমার নাম আইলা দেখিতে॥"
শুনি বিদ্যানিধি বড় সন্তোষ হইলা।
পরম-গৌরবে সম্ভাষিবারে লাগিলা॥
বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়।
রাজপুত্র হেন করিয়াছেন বিজয়॥
দিব্য খট্টা হিঙ্গুল-পিত্তলে শোভা করে।
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥
তহিঁ দিব্য শয্যা শোভে অতি-সূক্ষ্ম-বাসে§।
পট্ট-নেত বালিস শোভয়ে চারি-পাশে॥
বড়-ঝারি ছোট-ঝারি গুটি পাঁচ সাত¶।
দিব্য পিত্তলের বাটা, পাকা পান তা'ত॥
দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই-পাশে।
পান খাঞা অধর * দেখি দেখি হাসে॥
দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুই-জনে।
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্ব্বক্ষণে॥
চন্দনের ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র তিলক কপালে।
গন্ধের সহিত তথি ফাগু-বিন্দু মিলে॥
কি কহিব সে † বা কেশভারের সংস্কার।
দিব্য গন্ধ আমলকী বই নাহি আর॥
ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন-সমান।
যে না চিনে তার হয় রাজপুত্র-জ্ঞান॥
সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবান।
বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যভার-সংস্থান॥
দেখিয়া বিষয়ি-রূপ দেব গদাধর।
সন্দেহ বিস্ময় ‡ কিছু জন্মিল অন্তর॥
আজন্ম-বিরক্ত গদাধর-মহাশয়।
বিদ্যানিধি প্রতি কিছু জন্মিল সংশয়॥
ভাল ত বৈষ্ণব—সব বিষয়ীর বেশ।
দিব্য ভোগ দিব্য বেশ § দিব্য গন্ধ-কেশ।
শুনিঞা ত ভাল ভক্তি ¶ আছিল ইহানে।
আছিল যে ভক্তি সেহ গেল দরশনে॥
বুঝি গদাধর-চিত্ত শ্রীমুকুন্দানন্দ।
বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিলা আরম্ভ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে গদাধর-অগোচর।
কিছু নাহি, অবেদ্য কৃষ্ণ সে মায়াধর ৎ॥
মুকুন্দ সুস্বর বড়—কৃষ্ণের গায়ন।
পঢ়িলেন শ্লোক—ভক্তিমহিমাবর্ণন॥

---

* 'বসাঞা আসনে তাঁরে কৈলা'। † 'কি নাম ইহাঁর যে'। ‡ 'হই' বা 'রহে'। § 'বেশে'। ¶ 'চারি পাঁচ'।

* 'পান খায়, গদাধর'। † 'কি'। ‡ 'বিশেষ'। § 'বাস'। ¶ 'শুনি ভাল ভক্তি তবে'। ॥ 'দেখিয়াই ভক্তি সেই গেল এইক্ষণে'। ৎ 'সে কৃষ্ণমায়াধর'।

"রাক্ষসী পূতনা—শিশু খাইতে নির্দ্দয়া।
ঈশ্বর বধিতে গেলা কালকূট লৈয়া॥
তাহারেও মাতৃ-পদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীব * হেন দয়ালুরে॥"

তথাহি (ভা॰ ৩।২।২৩)—

"অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥" ১॥

টীকা।

অহো ইতি—আশ্চর্য্যম্! হন্তুমিচ্ছয়াপি স্তনয়োঃ সম্ভৃতং, কালকূটং—মহাদুর্বিষং, যম্ অপায়য়ৎ; বকী—পূতনা, অসাধ্বী—দুষ্টা, অপি, ধাত্র্যাঃ—স্তন্যামৃত-দায়িন্যাঃ শ্রীযশোদায়াঃ, শ্রীযশোদাধাত্রীত্বেন প্রসিদ্ধায়াঃ শ্রীমুখরায়া বা, শ্রীদেবকীধাত্র্যা বা কস্যাশ্চিৎ, উচিতাং গতিং তস্মাদেব লেভে স্তন্যদেবমাত্রেণ যঃ সদ্গতিং দদাবিত্যর্থঃ; যদ্বা, মরণসময়ে তস্যা আর্ত্তনাদমাকর্ণ্য গাত্রাস্ফালনাদি-দুঃখমবলোক্য চ কেবলং পরদুঃখাসহিষ্ণু-তয়া যস্তাদৃশীং গতিমদাদিত্যর্থঃ; তত্র চ ধাত্রীগতিদানে স্তন্যদানং কপটেনাপি মাতৃভাবানুকরণঞ্চ কারণমূহ্যম্; তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ অন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম? বা-শব্দঃ কটাক্ষে। অতোঽন্যঃ কোঽপি দয়ালুর্নাস্তি অতস্তমেব বয়ং দীনাঃ শরণং গচ্ছাম ইত্যর্থঃ॥ ১॥

অনুবাদ।

অহো! বকাসুরভগিনী পূতনা যাঁহাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে, স্তনদ্বয়ে সম্ভৃত কালকূট পান করাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও সেই অসাধ্বী যাঁহার নিকট হইতে ধাত্রীজনযোগ্য গতিই লাভ করিয়াছে; বল দেখি তিনি ভিন্ন আর কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইব? ॥ ১॥

দশমস্কন্ধে চ (ভা॰ ১০।৬।৩৫)—

"পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্॥"২॥

টীকা।

পূতনেতি। জাত্যা রাক্ষসী, তত্রাপি লোকবালঘ্নী, তত্রাপি রুধিরাশনা, পূতনা, জিঘাংসয়া—হন্তুমিচ্ছয়া, অপি, হরয়ে—সর্ব্বচিত্তানাং স্বভাবত এব স্বস্মিন্নাকর্ষকায়, স্তনং দত্ত্বা, সদ্গতিং—সতাং গতিং শ্রীকৃষ্ণমেব, আপ॥ ২॥

অনুবাদ।

লোকের শিশুসন্তান বিনষ্ট করাই যাহার স্বভাব, সেই রুধিরাশনা রাক্ষসী পূতনা, হত্যার ইচ্ছাতেও হরিকে স্তনদান করিয়া, সদ্গতি লাভ করিল॥ ২

শুনিলেন মাত্র ভক্তিযোগের স্তবন *।
বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
নয়নে অপূর্ব্ব বহে শ্রীআনন্দধার।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার॥
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক হুঙ্কার।
এককালে হইল সভার † অবতার॥
'বোল বোল' বলি মহা লাগিলা গর্জ্জিতে।
স্থির হৈতে না পারিলা, পড়িলা ভূমিতে॥
লাথি-আছাড়ের ঘায়ে যতেক ‡ সম্ভার।
ভাঙ্গিল সকল, রক্ষা নাহি কারো আর॥
কোথা গেল দিব্য বাটা, দিব্য গুয়া পান।
কোথা গেল ঝারি, যাথে করে জল-পান॥
কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে।
প্রেমাবেশে দিব্য বস্ত্র চিরে দুই-হাথে॥

---

* 'লোক'।

* 'পঠন', 'বর্ণন' বা 'কথন'। † 'হৈল সর্ব্বভাব'।
‡ 'যাতে সকল'।

কোথা গেল সে বা দিব্য কেশের সংস্কার।
ধূলায় লোটায়ে করে ক্রন্দন অপার॥
"কৃষ্ণ রে ঠাকুর রে কৃষ্ণ রে! মোর প্রাণ!*
মোরে সে করিলা কাষ্ঠ-পাষাণ-সমান॥"
অনুতাপ করিয়া কান্দয়ে উচ্চস্বরে।
"মুঞি সে বঞ্চিত হৈলুঁ হেন অবতারে॥"
মহা-গড়াগড়ি দিয়া যে পড়ে আছাড়।
সভে মনে করে † 'কিবা চূর্ণ হৈল হাড়'॥
হেন সে হইল ‡ কম্প—ভাবের বিকারে।
দশ-জন ধরিলেও ধরিতে না পারে॥
বস্ত্র, শয্যা, ঝারি, বাটা § যতেক সম্ভার।
পদাঘাতে সব গেল, কিছু নাহি আর॥
সেবক-সকল যে করিল সম্বরণ।
সকলে রহিল সেই ব্যবহার-ধন॥
এইমতে কথোক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই থাকিলা পড়িয়া॥
তিল-মাত্র ধাতু নাহি সকল-শরীরে।
ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দসাগরে॥
দেখি গদাধর মহা হইলা বিস্মিত।
তখন সে মনে বড় হইলা চিন্তিত॥
"হেন জনেরে সে আমি অবজ্ঞা করিলুঁ।
কোন্ বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইলুঁ॥"
মুকুন্দেরে পরম-সন্তোষে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দজলে॥
"মুকুন্দ! আমার তুমি কৈলে বন্ধু-কার্য্য।
দেখাইলা ভক্তি, ¶ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য॥

এমত বৈষ্ণব কিবা আছে ত্রিভুবনে?
ত্রৈলোক্য পবিত্র হয় এ ভক্ত * দর্শনে॥
আজি আমি এড়াইলুঁ পরম-সঙ্কটে।
সেহো যে কারণে তুমি আছিলা নিকটে॥
বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া উহান।
'বিষয়ি-বৈষ্ণব' মোর চিত্তে হৈল জ্ঞান॥
বুঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয়!
প্রকাশিলা পুণ্ডরীক-ভক্তির উদয়॥
যতখানি আমি করিয়াছি অপরাধ।
ততখানি করাইবা চিত্তের † প্রসাদ॥
এ পথে প্রবিষ্ট যত সব ‡ ভক্তগণ।
উপদেষ্টা অবশ্য করেন একজন॥
এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি।
ইহান স্থানেই § মন্ত্র-উপদেশ ধরি॥
ইহানে অবজ্ঞা যেন ¶ করিয়াছি মনে।
শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে॥"
এত ‖ ভাবি গদাধর মুকুন্দের স্থানে।
দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে॥
শুনিঞা মুকুন্দ বড় সন্তোষ হইলা।
'ভাল ভাল' বলি বড় শ্লাঘিতে লাগিলা॥
প্রহর-দুইতে বিদ্যানিধি মহাধীর।
বাহ্য পায়্যা বসিলেন হইয়া সুস্থির॥
গদাধরপণ্ডিতের নয়নের জল।
অন্ত নাহি—ধারা অঙ্গ তিতিল সকল॥
দেখিয়া সন্তোষ বিদ্যানিধি-মহাশয়ে।
কোলে করি থুইলেন আপন-হৃদয়ে॥

---

* কৃষ্ণ রে ঠাকুর অরে কৃষ্ণ অরে প্রাণ'।
† 'ভাবে'। ‡ 'হেনই সে মহা'।
§ 'বাটি'। ¶ 'ভক্ত'।

* 'ইহাত' বা 'এ ভক্তি'। † 'আমারে'।
‡ 'যত'। § 'ইহানেই স্থানে'।
¶ 'যত'। ‖ 'এই'।

পরম-সম্ভ্রমে রহিলেন গদাধর।
মুকুন্দ কহেন তাঁর মনের উত্তর ॥
"ব্যবহার ঠাকুরাল দেখিয়া তোমার।
পূর্ব্বে কিছু চিত্ত দূষিয়াছিল উঁহার * ॥
ইবে তার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিলা আপনে।
মন্ত্রদীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে ॥
বিষ্ণুভক্তি বিরক্তি শৈশবে বৃদ্ধরীত † ।
মাধবমিশ্রের কুলনন্দন-উচিত ॥
শিশু হৈতে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর।
গুরু-শিষ্য যোগ্য—পুণ্ডরীক-গদাধর ॥
আপনে বুঝিয়া চিত্তে এক শুভ-দিনে।
নিজ ইষ্ট-মন্ত্র-দীক্ষা করাহ ইহানে ‡ ॥"
শুনিঞা হাসেন পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি।
"আমারে ত মহারত্ন মিলাইলা বিধি ॥
করাইব—ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
বহু-জন্ম-ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই ॥
এই যে আইসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী।
সর্ব্ব-শুভ-লগ্ন ইথি মিলিবেক আসি ॥
ইহাতে সঙ্কল্পসিদ্ধি হইব তোমার।"
শুনি গদাধর হর্ষে § হৈলা নমস্কার ॥
সে-দিন মুকুন্দ-সঙ্গে করিয়া ¶ বিদায়।
আইলেন গদাধর—যথা গৌররায় ॥
বিদ্যানিধি-আগমন শুনি বিশ্বম্ভর।
অনন্ত-হরিষ প্রভু হইলা অন্তর ॥

বিদ্যানিধি-মহাশয় অলক্ষিতবেশে * ।
রাত্রি করি আইলেন মহাপ্রভু-পাশে ॥ †
সর্ব্ব-সঙ্গ ছাড়ি একেশ্বর মাত্র হঞা।
প্রভু দেখি মাত্র পড়িলেন মূর্চ্ছা পাঞা ॥
দণ্ডবত প্রভুরে না পারিলা করিতে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল ভূমিতে ॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই করিয়া ‡ হুঙ্কার।
কান্দে পুন আপনাকে করিয়া ধিক্কার ॥
"কৃষ্ণ রে! পরাণ মোর, কৃষ্ণ! মোর বাপ! §
মুঞি-অপরাধীকে কতেক দেহ' তাপ ॥
সর্ব্বজগতের বাপ! উদ্ধার করিলা।
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলা ॥"
'বিদ্যানিধি' হেন কোন বৈষ্ণব না চিনে।
সভেই কান্দেন মাত্র তাঁহার ক্রন্দনে ॥
নিজ প্রিয়তম জানি শ্রীভক্তবৎসল।
সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর ¶ ॥
"পুণ্ডরীক বাপ!" বলি কান্দেন ঈশ্বর।
"বাপ দেখিলাও আজি নয়নগোচর ॥"
তখনে সে জানিলেন সর্ব্বভক্তগণ
'বিদ্যানিধি-গোসাঞির হৈলা আগমন' ॥
তখন যে হৈল সর্ব্ব-বৈষ্ণব-ক্রন্দন।
পরম-অদ্ভুত—তাহা না যায় বর্ণন ॥
বিদ্যানিধি বক্ষে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমজলে সিঞ্চিলেন তাঁর কলেবর ॥

* 'চিত্ত-দোষ জন্মিল ইহার'।
† 'সে সব বুদ্ধি নিত (রীত)' বা 'শৈশবে বুদ্ধিবিত্ত'।
‡ 'আপনে'।
§ 'হাসে'।
¶ 'হইয়া'।

* 'রূপে'। † 'রাত্রিকালে আইলেন প্রভুর আবাসে (সমীপে)'। ‡ 'করিলা'।
§ 'কৃষ্ণ রে জীবন আরে কৃষ্ণ মোর বাপ' বা 'কৃষ্ণ রে জীবন রে কৃষ্ণ রে বাপ'।
¶ 'উঠিলা লৈয়া শ্রীভক্তমণ্ডল'।

'প্রিয়তম প্রভুর' জানিঞা ভক্তগণে।
প্রীতি ভয় * আপ্ততা সভার হৈল মনে॥
বক্ষে হৈতে বিদ্যানিধি না ছাড়ে ঈশ্বরে।
লীন হৈলা যেন প্রভু তাঁহার শরীরে॥
প্রহরেক গৌরচন্দ্র আছেন নিশ্চলে।
তবে প্রভু বাহ্য পাই ডাকি 'হরি' বোলে॥
"আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছাসিদ্ধি কৈলেন † আমার।
আজি পাইলাঙ সর্ব্ব-মনোরথ-পার॥"
সকল-বৈষ্ণব-সঙ্গে করিলা মিলন।
পুণ্ডরীক লই সভে করিলা কীর্ত্তন॥
"ইঁহার পদবী 'পুণ্ডরীক-প্রেমনিধি' ‡।
প্রেমভক্তি বিলাইতে গঢ়িলেন বিধি॥"
এইমত তাঁর গুণ বর্ণিয়াবর্ণিয়া।
উচ্চস্বরে 'হরি' বোলে শ্রীভুজ তুলিয়া॥
প্রভু বোলে "আজি শুভপ্রভাত § আমার।
আজি মহামঙ্গল বাসিয়ে আপনার॥
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাঙ শুভক্ষণে।
দেখিলাঙ প্রেমনিধি সাক্ষাতে নয়নে॥"
শ্রীপ্রেমনিধির আসি হৈল ¶ বাহ্যজ্ঞান।
এখনে সে প্রভু ‖ চিনি করিলা প্রণাম॥
অদ্বৈতদেবেরে আগে করি $ নমস্কার।
যথাযোগ্য প্রেমভক্তি কৈলেন সভার॥
পরানন্দ হইলেন সর্ব্ব- × ভক্তগণ।
হেন প্রেমনিধি-পুণ্ডরীক-দরশন॥
ক্ষণেকে যে হৈল প্রেমভক্তি-আবির্ভাব।
তাহা বর্ণিবার পাত্র—ব্যাস মহাভাগ॥
গদাধর আজ্ঞা মাগিলেন প্রভু-স্থানে।
পুণ্ডরীক-মুখে মন্ত্র-গ্রহণ-কারণে॥
'না জানিঞা উহান অগম্য ব্যবহার।
চিত্তে অবজ্ঞান হইয়াছিল আমার॥
এতেকে উহান আমি হইবাঙ শিষ্য।
শিষ্য-অপরাধ গুরু ক্ষমিব অবশ্য॥"
গদাধরবাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
"শীঘ্র কর' শীঘ্র কর' " বলিতে লাগিলা॥
তবে গদাধরদেব প্রেমনিধি-স্থানে।
মন্ত্রদীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে॥
কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা।
গদাধর শিষ্য তাঁর—ভক্তির এই সীমা * ॥
কহিলাঙ কিছু বিদ্যানিধির আখ্যান।
এই মোর কাম্য—যেন দেখা পাই তান॥
যোগ্য গুরু-শিষ্য—পুণ্ডরীক-গদাধর।
দুই—কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর॥
পুণ্ডরীক গদাধর—দুইর মিলন।
যে পঢ়ে যে শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে পুণ্ডরীক-গদাধর-মিলনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

---

* 'শ্রীভভাব'। † 'সিদ্ধ করিলে'। ‡ 'বিদ্যানিধি'। § 'দিবস'। ¶ 'বিদ্যানিধি বলিয়া সে হইল'। ‖ 'প্রভুরে'। $ 'অগ্রে কৈল'। × 'পরম আনন্দে মগ্ন হৈলেন'।

* 'যার—ভক্তের সেই সীমা'।

অষ্টম অধ্যায়।

জয়জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বপ্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেম-ধাম ॥
জয় শ্রীজগদানন্দ শ্রীগর্ভ-জীবন।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-প্রেম‡ধন ॥
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউ যত গৌরচন্দ্র-অনুচর ॥

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায় ॥
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব বৈষ্ণব-মণ্ডল।
মহা-নৃত্য-গীত করে কৃষ্ণকোলাহল ॥
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব, আর নাহি স্ফুরে ॥
আপনি তুলিয়া হাথে ভাত নাহি খায়।
পুত্র-প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায় ॥
নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে- যেন পুত্র মাতা ॥
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।
বসিয়া কহেন কথা—কৃষ্ণের চরিত ॥
পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"এই অবধূত কেনে রাখ নিরন্তর?
কোন্ জাতি কোন্ কুল কিছুই না জানি।
পরম-উদার তুমি—বলিলাঙ আমি ॥
আপনার জাতি-কুল যদি রক্ষা চাও।
তবে ঝাট এই অবধূতেরে ঘুচাও ॥"
ঈষত হাসিয়া বোলে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
"আমারে পরীক্ষ' প্রভু! এ নহে * উচিত ॥
দিনেকো যে তোমা' ভজে, সে-ই মোর প্রাণ।
নিত্যানন্দ তোর দেহ—আমাতে প্রমাণ ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে ॥
তথাপি আমার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্যসত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা ॥"
এতেক শুনিলা যবে শ্রীবাসের মুখে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তার বুকে ॥
প্রভু বোলে "কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস!
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতেক বিশ্বাস?
মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলে সে তুমি।
তোমারে সন্তুষ্ট হয়্যা বর দিয়ে আমি ॥
যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরেনগরে।
তথাপি দারিদ্র তোর নহিবেক ঘরে ॥
বিড়াল-কুক্কুর-আদি তোমার বাড়ীর।
সভার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির ॥
নিত্যানন্দ সমর্পিল আমি তোমা'স্থানে।
সর্ব্বমতে সম্বরণ করিবা আপনে ॥"

---

‡ 'প্রাণ'।

* 'না হয়'।

শ্রীবাসেরে বর দিয়া প্রভু গেলা ঘর।
নিত্যানন্দ ভ্রমে' সর্ব্ব-নদীয়ানগর॥
ক্ষণেকে গঙ্গার মাঝে এড়েন সাঁতার।
মহাস্রোতে লই যায়—সন্তোষ অপার॥
বালক-সভার সঙ্গে ক্ষণে ক্রীড়া করে।
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে॥
প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যায়েন ধাইয়া।
বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া।
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়—আই করে পলায়ন॥
একদিন আই কিছু দেখিল স্বপনে।
নিভৃতে কহিলা পুত্র-বিশ্বম্ভর-স্থানে॥
"নিশি-অবশেষে মুঞি দেখিলুঁ স্বপন।
তুমি আর নিত্যানন্দ—এই দুই জন॥
বৎসর-পাঁচের দুই ছাওয়াল হৈয়া।
মারামারি করি দোঁহে বেড়াও ধাইয়া॥
দুইজনে সাম্ভাইলা গোসাঞির ঘরে।
রামকৃষ্ণ লই দোঁহে হইলা বাহিরে॥
তাঁর হাথে কৃষ্ণ, তুমি লই* বলরাম।
চারিজনে মারামারি মোর বিদ্যমান॥
রাম-কৃষ্ণ ঠাকুর বোলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
'কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুই বাহিরাও গিয়া॥ †
এ বাড়ী এ ঘর সব আমা'দোঁহাকার।
এ সন্দেশ দধি দুগ্ধ যত উপহার॥'
নিত্যানন্দ বোলয়ে 'সে কাল গেল বয়্যা।
যে-কালে খাইলা দধি নবনী লুটিয়া॥ ‡
ঘুচিল গোয়ালা—হৈল বিপ্র-অধিকার।
আপনা চিনিঞা ছাড়' সব-উপহার॥
প্রীতে যদি না ছাড়িবা, খাইবা মারণ।
লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন্ জন?'
রাম কৃষ্ণ বোলে 'আজি মোর দোষ নাঞি।
বান্ধিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গ এই ঠাঞি॥' *
'দোহাই কৃষ্ণের যদি করোঁ আজি আন।'
নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ্জগর্জ্জ করে রাম॥
নিত্যানন্দ বোলে 'তোর কৃষ্ণেরে কি ডর।
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর—আমার ঈশ্বর॥'
এইমত কলহ করহ চারিজন।
কাঢ়াকাঢ়ি করি সব † করহ ভোজন॥
কাহারো হাথের কেহো কাড়ি লই যায়।
কাহারো মুখের কেহো মুখ দিয়া খায়॥
'জননি!' বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে।
'অন্ন দেহ' মাতা! মোরে ক্ষুধা বড় করে'॥
এতেক বলিতে মুঞি চৈতন্য পাইলুঁ।
কিছু না বুঝিলুঁ মুঞি§ তোমারে কহিলুঁ॥
হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর শুনিয়া স্বপন।
জননীর প্রতি বোলে মধুর বচন॥
"বড়ই সুস্বপ্ন ¶ তুমি দেখিয়াছ মাতা!
আর কারো ঠাঞি পাছে কহ এই কথা॥
তোমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেখ বড়।
মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দঢ়॥
মুঞি দেখোঁ বারেবার নৈবেদ্যের সাজে।
আধাআধি না থাকে, না কহি কারে লাজে॥

---

* 'ধরি'।
† 'কে বা তোরা ঢাঙ্গাইত বাহিরাও গিয়া'।
‡ 'লুটিয়া'।

* 'বন্দিঞা থুইব ঢঙ্গ দুই এক ঠাঞি'।
† 'ডাকাডাকি করি সভে'। ‡ 'খায়' বা 'ধায়'।
§ 'কিছু নাঞি বুঝিলাঙ'। ¶ 'বড় শুভ (ভাল) স্বপ্ন'।

তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল ॥"
হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা—স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন-কথা শুনে ॥
বিশ্বম্ভর বোলে "মাতা! শুনহ বচন।
নিত্যানন্দে আনি ঝাট করাহ ভোজন ॥"
পুত্রের বচনে শচী হরিষ হইলা। *
ভিক্ষার সামগ্রী যত্ন করিতে লাগিলা ॥
নিত্যানন্দ-স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
নিমন্ত্রণ গিয়া তানে করিলা সত্বর ॥
"আমার বাড়ীতে আজি গোসাঞির ভিক্ষা।
চঞ্চলতা না করিবা—করাইল শিক্ষা ॥"
কর্ণ ধরি নিত্যানন্দ 'বিষ্ণুবিষ্ণু' বোলে।
"চঞ্চলতা করে যত পাগল-সকলে ॥
এ বুঝিয়ে † মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল।
আপনার মত তুমি দেখহ ‡ সকল ॥"
এত বলি দুই জনে হাসিতে হাসিতে।
কৃষ্ণকথা কহিকহি আইলা বাড়ীতে ॥
আসিয়া বসিলা একঠাঞি দুইজন।
গদাধর-আদি আর পরমাপ্তগণ ॥
ঈশান দিলেন জল—ধুইতে চরণ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন ॥§
বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন।
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥

(এইমত দুই প্রভু করয়ে ভোজন।
সেই ভাব সেই প্রেম সেই দুইজন ॥)
আই পরিবেষণ করে পরম-*সন্তোষে।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা—দুইজন হাসে ॥
আরবার আসি আই দুইজন দেখে।
বৎসর-পাঁচের শিশু যেন পরতেখে ॥
কৃষ্ণ-শুক্ল-বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুইজন চতুর্ভুজ—দুই দিগম্বর ॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল।
শ্রীবৎস, কৌস্তুভ দেখে † মকরকুণ্ডল ॥
আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে।
সকৃত দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে ॥
পড়িলা মূর্চ্ছিতা হৈয়া পৃথিবীর তলে।
তিতিল বসন সব নয়নের জলে ॥
অন্নময় সব ঘর হইল তখনে।
অপূর্ব্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে ॥
আথে ব্যথে মহাপ্রভু আচমন করি।
গায়ে হাথ দিয়া জননীরে তোলে ধরি ॥
"উঠউঠ মাতা! তুমি ‡ স্থির কর' চিত।
কেনে বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত ?"
বাহ্য পাই আই আথেব্যথে কেশ বান্ধে।
না বোলয় আই কিছু, গৃহমধ্যে কান্দে ॥
মহাদীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, কম্প সর্ব্বগায়।
প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা, কিছু নাহি ভায় § ॥

---

* 'পুত্রের বচন শুনি শচী হর্ষ হৈলা'।

† 'যে বুঝিয়া'। ‡ 'বাসহ'।

§ একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে পরবর্ত্তী 'বসিলে ও দুই' হইতে 'দুই জন হাসে' পর্য্যন্ত অংশটুকু এইরূপ পরিবর্ত্তিত আকারে আছে—

"কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম লক্ষণ।
সেই ভাব সেই প্রেম সেই দুই জন।
আই পরিবেষণ করে পরম হরিষে।
দুই ভাই ভোজন করে আনন্দ সন্তোষে ॥"

* 'আই পরিবেষণ করেন'। † 'বক্ষে'।

‡ 'উঠ উঠ উঠ মাতা'। § 'হেথা কিছু নাহি খায়'।

ঈশান করিল সব-গৃহ-উপস্কার * ।
যত ছিল অবশেষ—সকল † তাঁহার ॥
সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ-লোক-মধ্যে মহাভাগ্যবান্ ॥
এইমত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে।
মর্ম্ম‡-ভৃত্য বই ইহা কেহো নাহি জানে ॥
মধ্যখণ্ড-কথা বড় § অমৃতের খণ্ড ¶।
যে কথা শুনিলে খণ্ডে || অন্তর পাষণ্ড ॥
এইমত গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ-মাঝে।
কীর্ত্তন করেন সব-ভকতসমাজে ॥
যতযত স্থানে সব পার্ষদ ** জন্মিলা।
অল্পেঅল্পে সভে নবদ্বীপেরে আইলা ॥
সভে জানিলেন—ঈশ্বরের অবতার।
আনন্দ-স্বরূপ চিত্ত হইল সভার ॥
প্রভুর প্রকাশ দেখি বৈষ্ণব-সকল।
অভয়-পরমানন্দে হইলা বিহ্বল ॥
প্রভুও সভারে দেখে প্রাণের × সমান।
সভেই প্রভুর পারিষদের প্রধান ॥
বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু সভারে করে প্রেম-আলিঙ্গন ॥
নিরন্তর সভার মন্দিরে প্রভু যায়।
চতুর্ভুজ-ষড়্ভুজাদি বিগ্রহ দেখায় ॥
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে।
আচার্য্যরত্নের ক্ষণে চলেন মন্দিরে ॥
নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন সংহতি।
প্রভু-নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ নাহি কতি ॥

* 'গৃহের সংস্কার'। † 'হইল'। ‡ 'সত্য'।
§ 'যেন'। ¶ 'ভাণ্ড'। || 'ঘুচে'।
** 'প্রকট'। × 'আপন'।

নিত্যানন্দস্বরূপের বাল্য নিরন্তর।
সর্ব্ব-ভাবে আবেশিত প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, নরসিংহ।
ভাগ্য-অনুরূপ দেখে চরণের ভৃঙ্গ ॥
কোনদিন গোপীভাবে করেন রোদন।
কারে বলি রাত্রি-দিন—নাহিক স্মরণ ॥
কোনদিন উদ্ধব-অক্রূর-ভাব হয়।
কোনদিন রাম-ভাবে মদিরা যাচয় ॥
কোনদিন চতুর্ম্মুখ-ভাবে বিশ্বম্ভর।
ব্রহ্ম-স্তব পড়ি পড়ে পৃথিবী-উপর ॥
কোনদিন প্রহ্লাদ-ভাবেতে স্তুতি করে।
এইমত প্রভু ভক্তিসাগরে বিহরে * ॥
দেখিয়া আনন্দে ভাসে শচী জগন্মাতা।
'বাহিরায় পুত্র পাছে' এই মনঃকথা ॥
আই বোলে "বাপ! গিয়া কর গঙ্গাস্নান।"
প্রভু বোলে "বোল মাতা! জয় কৃষ্ণ রাম ॥"
যত কিছু করে শচী † পুত্রেরে উত্তর।
'কৃষ্ণ' বই কিছু নাহি বোলে বিশ্বম্ভর ॥
অচিন্ত্য আবেশ সেই—বুঝন না যায়।
যখন যে হয়ে—সে-ই অপূর্ব্ব-দেখায় ॥
একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায়—গায় শিবের কথন ॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে ॥
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্করমূর্ত্তি দিব্য-জটাধর ॥
এক-লাফে উঠে তার কান্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বোলে "মুঞি সে শঙ্কর ॥"

* 'সাগর উথলে'। † 'বোলে শচী' বা 'বোলে কহে'।

কেহো দেখে জটা, শিঙ্গা ডমরু বাজায়।
'বোল বোল' মহাপ্রভু বোলয়ে সদায়॥
সে মহাপুরুষ যত শিবগীত গাইল।
পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল॥
সেই সে গাইল শিব * নির-অপরাধে।
গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈল যার কান্ধে॥
বাহ্য পাই নাম্বিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর॥
কৃতার্থ হইয়া সেই পুরুষ চলিল।
হরিধ্বনি সর্ব্ব-গণে মঙ্গল উঠিল॥
জয় পাই উঠে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ।
ঈশ্বর-সহিত সর্ব্ব-দাসের বিলাস॥
প্রভু বোলে "ভাইসব! শুন মন্ত্র † সার।
রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমা'সবাকার॥
আজি হৈতে নির্ব্বন্ধিত করহ সকল।
নিশায় করিব সভে কীর্ত্তন মঙ্গল॥
সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকল-গণ-সনে। ‡
ভক্তিস্বরূপিণী গঙ্গা করিব মজ্জনে॥
জগত উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণনাম।
পরার্থে সে § তোমরা সভার ধন প্রাণ॥"
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের হৈল শুনিঞা উল্লাস।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তনবিলাস॥
শ্রীবাসমন্দিরে প্রতি-নিশায় কীর্ত্তন।
কোনদিন হয় চন্দ্রশেখরভবন॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস॥
গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন।
জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্তখান, নারায়ণ।
কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গরুড়াই।
গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ সকল * তথাই॥
গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান্, শ্রীধর।
সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর॥
ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম সঞ্জয়াদি যত।
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য—নাম জানি কত॥
সভেই প্রভুর নৃত্যে † থাকেন সংহতি।
পারিষদ বই আর কেহো নাহি তথি॥
প্রভুর হুঙ্কার, আর নিশা-হরি-ধ্বনি ‡।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥
শুনিঞা পাষণ্ডি-সব মরয়ে বল্গিয়া।
"নিশায় এ গুলা খায় মদিরা আনিয়া॥
এ-গুলা সকল মধুমতী সিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ-কন্যা আনে'॥
চারি-প্রহর নিশি—নিদ্রা যাইতে না পাই।
'বোল বোল' হুহুঙ্কার শুনিয়ে সদাই॥"
বল্গিয়া মরয়ে যত § পাষণ্ডীর গণ।
আনন্দে কীর্ত্তন করে শ্রীশচীনন্দন॥
শুনিলে কীর্ত্তন মাত্র প্রভুর শরীরে।
বাহ্য নাহি থাকে, পড়ে পৃথিবী-উপরে॥
হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন নির্ভর ¶।
পৃথ্বী হয় খণ্ডখণ্ড, সভে পায় ডর॥
সে কোমল শরীরে আছাড় বড় দেখি।
'গোবিন্দ' স্মরয়ে আই বুজি ‖ দুই আঁখি॥

* 'ত গাইল গীত' † 'যুক্তি শুন' বা 'মন্ত্রণা শুন'।
‡ 'কীর্ত্তন করিয়া শেষে সর্ব্ব-গণ-সনে'।
§ 'পরমার্থে' বা 'পরার্থে বা'।

* 'আছেন'। † 'নিত্য'।
‡ 'কীর্ত্তনিশাধ্বনি' বা 'কীর্ত্তনের ধ্বনি'।
§ 'মাত্র'। ¶ 'পড়ে নিরন্তর'। ‖ 'ঝুরে'।

প্রভু সে আছাড় খায় বৈষ্ণব-আবেশে।
তথাপিহ আই দুঃখ পায় স্নেহবশে॥
আছাড়ের আই না জানেন প্রতিকার।
এই বোল বোলে কাকু করিয়া অপার॥*
"কৃপা কর' কৃষ্ণ! মোরে দেহ' এই বর।
যে সময় আছাড় খায়েন বিশ্বম্ভর॥
মুঞি যেন তাহা নাহি জানোঁ সে সময়।
হেন কৃপা কর' মোরে কৃষ্ণ মহাশয়!
যদ্যাপিহ পরানন্দে তাঁর নাহি দুঃখ।
তথাপিহ না জানিলে মোর বড় সুখ॥"
আইর চিত্তের ইচ্ছা জানি গৌরচন্দ্র।
সেইমত তাঁহারে দিলেন পরানন্দ॥
যতক্ষণ প্রভু করে হরিসঙ্কীর্ত্তন।
আইর না থাকে বাহ্যমাত্র ততক্ষণ॥
প্রভুর আনন্দনৃত্যে নাহি অবসর।
রাত্রিদিনে বেঢ়ি সব গায় অনুচর॥
কোনদিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ।
সভেই গায়েন, নাচে শ্রীশচীনন্দন॥
কখন ঈশ্বরভাবে প্রভু-পরকাশ।
কখন রোদন করে বোলে "মুঞি দাস॥"
চিত্ত দিয়া শুন ভাই! প্রভুর বিকার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে সম নাহিক যাহার॥
যেমতে করেন নৃত্য প্রভু গৌরচন্দ্র।
তেমতে সে মহানন্দে গায় ভক্তবৃন্দ॥
শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্ত্তনবিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥
পুণ্যবন্ত-শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি 'গোপাল গোবিন্দ'॥
উষঃকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যুথ যুথ হৈল যত গায়ন সুন্দর॥
শ্রীবাসপণ্ডিত লৈয়া এক সম্প্রদায়।
মুকুন্দ লইয়া আর জন কথো গায়॥
লইয়া গোবিন্দ দত্ত * আর কথো জন।
গৌরচন্দ্র-নৃত্যে সভে করেন কীর্ত্তন॥
ধরিয়া বুলেন † নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলী॥
গদাধর-আদি যত সজল-নয়নে।
আনন্দে বিহ্বল হৈলা প্রভুর কীর্ত্তনে॥
শুনহ চল্লিশ-পদ প্রভুর কীর্ত্তন।
যে বিকারে নাচে প্রভু জগত-জীবন॥

ভাটিয়ারি ‡ রাগ।

চৌদিগে গোবিন্দধ্বনি
শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে।
বিহ্বল হইলা সব পারিষদ সঙ্গে॥
হরি রাম রাম রাম § ॥ ধ্রু॥
যখন কান্দয়ে প্রভু—প্রহরেক কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ, তাহা নাহি বান্ধে॥
সে ক্রন্দন দেখি হেন কোন্ কাষ্ঠ আছে।
না পড়ে বিহ্বল হৈয়া সে প্রভুর পাছে ¶ ॥১
যখনে হাসয়ে প্রভু মহা-অট্টহাস।
সেই হয় প্রহরেক আনন্দ-বিলাস॥

---

* 'এই বোল বলিয়া (বাহুল্য করে) সে কান্দয়ে অপার'।
† 'তেঞি'।

* 'মুকুন্দ দত্ত' বা 'গোবিন্দ ঘোষ।'
† 'বেড়ায়'।
‡ 'ভাট্যারী'।
§ 'হরি ও রাম'।
¶ 'কাছে'

দাস্যভাবে প্রভু নিজ মহিমা না জানে। *
'জিনিলুঁ জিনিলুঁ' বোলে, † উঠে ঘনেঘনে ॥ ২ ‡
ক্ষণেক্ষণে আপনে গায়ই উচ্চ§ধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি ॥
ক্ষণেক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের ভর।
ধরিতে সমর্থ কেহো ¶ নহে অনুচর ॥ ৩
ক্ষণে হয় তুলা হৈতে অত্যন্ত পাতল।
হরিষে করিয়া কান্ধে || বুলয়ে সকল ॥
প্রভুরে করিয়া কান্ধে ভাগবতগণ।
পূর্ণানন্দ হই করে অঙ্গন-ভ্রমণ ॥ ৪
যখনে বা হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কর্ণমূলে সভে 'হরি' বোলে অতি ভীত ॥
ক্ষণেক্ষণে সর্ব্ব-অঙ্গে হয় মহাকম্প।
মহা-শীতে বাজে যেন বালকের দন্ত ॥ ৫
ক্ষণেক্ষণে মহাস্বেদ হয় কলেবরে।
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে ॥
কখনো বা হয় অঙ্গ ** জ্বলন্ত অনল।
দিতে মাত্র মলয়জ শুখায় সকল ॥ ৬
ক্ষণেক্ষণে অদভুত বহে মহাশ্বাস।
সম্মুখ ছাড়িয়া সভে হয় একপাশ ॥
ক্ষণে যায় সভার চরণ ধরিবারে।
পলায় বৈষ্ণবগণ চারিদিগে ডরে ॥ ৭
ক্ষণে নিত্যানন্দ-অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বৈসে।
চরণ তুলিয়া সভাকারে চা'হি হাসে ॥
বুঝিয়া ইঙ্গিত সব ভাগবতগণ।
লুটয়ে * চরণধূলি—অপূর্ব্ব রতন ॥ ৮
আচার্য্যগোসাঞি বোলে "আরে আরে চোরা!
ভাঙ্গিল সকল তোর ভারিভূরি মোরা ॥"
মহানন্দে বিশ্বম্ভর গড়াগড়ি যায়।
চারিদিগে ভক্তগণ কৃষ্ণ-গুণ গায় ॥ ৯
যখন উদ্দণ্ড নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর।
পৃথিবী কম্পিত হয় †, সভে পায় ডর ॥
কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর ॥ ১০
কখনো বা করে কোটি-সিংহের হুঙ্কার।
কর্ণ রক্ষা-হেতু—সবে অনুগ্রহ তাঁর ॥
পৃথিবীর আলগ হইয়া ক্ষণে যায়।
কেহো দেখে, কেহো দেখিবারে নাহি পায় ॥ ১১
ভাবাবেশে পাকল-লোচনে যারে চা'য়।
মহাত্রাস পায়্যা সেই হাসিয়া পলায় ॥
কৃষ্ণাবেশে ‡ চঞ্চল হইয়া বিশ্বম্ভর।
নাচয়ে বিহ্বল হই, নাহি পরাপর ॥ ১২
ভাবাবেশে একবার ধরে যার পা'য়।
আরবার পুন তার উঠয়ে মাথায় ॥

---

* একখানি অতিপ্রাচীন পুঁথিতে 'না জানে'র পরে—'আবেশে অবশ হৈয়া নাচেন আপনে' এই এক পংক্তি এবং 'উঠে ঘনে ঘনে'র পরে—'বাহ্য কিছু নাহি জানেন শ্রীশচীনন্দনে' এই এক পংক্তি অতিরিক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। † 'বলি'।

‡ এতদনন্তর মুদ্রিতপুস্তকে এবং দু'একখানি পুঁথিতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত গদ্যাংশটুকু স্থান পাইয়াছে। অধিকাংশ পুঁথিতে না থাকায় মূলমধ্যে সন্নিবেশিত হইল না। "তথাহি—জিতং জিতমিতি অতিহর্ষেণ কদাচিদ্‌যুক্তো বদতি তদনুকরণং করোতি জিতং জিতমিতি।"

§ 'হরি'। ¶ 'কাহো'।
|| 'হরিষ করিয়া কান্ধে'। ** 'দেখি অঙ্গে'।

* 'লোটায়'। † 'পা'য়'। ‡ 'ভাবাবেশে'।

ক্ষণে যার * গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণেকে তাহার কান্ধে করে আরোহণ ॥১৩
ক্ষণে হয় বাল্যভাবে পরম-চঞ্চল।
মুখে বাদ্য বা'য় যেন ছাওয়াল-সকল ॥
চরণ নাচায় ক্ষণে খলখল হাসে।
জানুগতি চলে ক্ষণে বালক-আবেশে ॥ ১৪
ক্ষণেক্ষণে হয় ভাব—ত্রিভঙ্গ-সুন্দর।
প্রহরেক সেইমত আছে নিরন্তর † ॥
ক্ষণে ধ্যান করে কর ‡মুরলীর ছন্দ।
সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন বৃন্দাবনচন্দ্র ॥ ১৫
বাহ্য পাই দাস্যভাবে করয়ে ক্রন্দন।
দন্তে তৃণ করি চাহে চরণ-সেবন ॥
চক্রাকৃতি হই ক্ষণে প্রহরেক ফিরে।
আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ-শিরে ॥ ১৬
যখন যে ভাব হয়, সে-ই অদভুত।
নিজ-নামানন্দে নাচে জগন্নাথসুত ॥
ঘনঘন হিক্কা হয় § সর্ব্ব অঙ্গ নড়ে।
না পারে হইতে স্থির পৃথিবীতে পড়ে ॥ ১৭
গৌরবর্ণ দেহ—ক্ষণে নানা-বর্ণ দেখি।
ক্ষণেক্ষণে দুইগুণ হয় দুই আঁখি ॥
অলৌকিক হৈয়া প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
যে বলিতে যোগ্য নহে তাহা প্রভু ভাষে' ॥১৮
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি 'প্রভু' করি বোলে।
'এ বেটা আমার দাস' ধরে তার চুলে ॥
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি ধরয়ে চরণে।
তার বক্ষে উঠি করে চরণ-অর্পণে ॥ ১৯

প্রভুর আনন্দ দেখি ভাগবতগণ।
অন্যোহন্যে গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন ॥
সভার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা।
আনন্দে গায়ই কৃষ্ণরসে * হই ভোলা ॥ ২০
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে † শঙ্খ করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গে সব হইল মিশাল ॥
ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ‡ ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ ॥ ২১
এ কোন্ অদ্ভুত!—যার সেবকের নৃত্য।
সর্ব্ব বিঘ্ন নাশ হয়ে জগত পবিত্র ॥
সে প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে।
ইহার কি ফল—কিবা বলিব পুরাণে ॥ ২২
চতুর্দ্দিকে শ্রীহরি-মঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথমিশ্রের নন্দন ॥
যার নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যার রসে নাচে শিব, সে নাচে আপনে ॥ ২৩
যার নামে বাল্মীক হইল তপোধন।
যার নামে অজামিল পাইল-মোচন ॥
যার নাম-শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতার কলিযুগে নাচে ॥ ২৪
যার নাম লই § শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্রবদন প্রভু যার গুণ গায় ॥
সর্ব্ব-মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে, দেখে যত ভাগ্যবান্ ॥ ২৫
হইল পাপিষ্ঠ, জন্ম তখনে না হৈল।
হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল ॥

* 'কাবো'। † 'থাকে বিশ্বম্ভর'। ‡ 'করি করে'। § 'ফুকারয়ে'।

* 'সভে'। † 'বাদ্য'। ‡ 'হইল' বা 'ভেদিল'। § 'গাই'।

কলিযুগে আশংসিল শ্রীভাগবতে।
এই অভিপ্রায় তার জানি ব্যাসসুতে * ॥ ২৬
নিত্যানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তালি শুনি অতি-মনোহর ॥
ভাবাবেশে † মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গা'য় ॥ ২৭
কতি গেল গরুড়ের আরোহণ-সুখ।
কতি গেল শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-রূপ ॥
কোথায় রহিল সুখ অনন্ত-শয়ন।
দাস্য-ভাবে ধূলি লুটি করয়ে রোদন ॥ ২৮
কোথায় রহিল বৈকুণ্ঠের সুখভার।
দাস্য-সুখে সব সুখ পাসরিল আর ॥
কতি গেল রমার বদন-দৃষ্টি-সুখ।
বিরহী হইয়া কান্দে তুলি বাহু মুখ ॥ ২৯
শঙ্কর-নারদ-আদি যার দাস্য পায়্যা।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য তিরস্করি ভ্রমে' দাস ‡ হৈয়া ॥
সেই প্রভু আপনেই দন্তে তৃণ ধরি §।
দাস্যযোগ মাগে' ¶ সব সুখ পরিহরি ॥ ৩০
হেন দাস্যযোগ ছাড়ি যে বা আর চাহে।
অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষ লাগি' ধায়ে ॥
সে বা কেনে ভাগবত পড়ে বা পড়ায়।
ভক্তির প্রভাব নাহি যাহার জিহ্বায় ॥ ৩১
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে ॥
এই মত শাস্ত্র বহে, অর্থ নাহি জানে।
অধম-সভায় ‖ অর্থ অধম বাখানে ॥ ৩২
বেদে ভাগবতে কহে 'দাস্য বড় ধন'।
দাস্য লাগি রমা-অজ-ভবের যতন। • •
চৈতন্যের বাক্যে * যার নাহিক প্রমাণ।
চৈতন্য নাহিক তার, কি বলিব আন ॥ ৩৩
দাস্যভাবে নাচে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চৌদিগে কীর্ত্তনধ্বনি অতি মনোহর ॥
শুনিতে শুনিতে ক্ষণে হয় মূরছিত।
তৃণ-করে অদ্বৈত তখনে উপনীত ॥ ৩৪
আপাদ-মস্তক তৃণ † নিছিয়া লইয়া ‡।
নিজ শিরে থুই § নাচে ভ্রূকুটী করিয়া ॥
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি সভার তরাস।
নিত্যানন্দ গদাধর—দুইজনে হাস ॥ ৩৫
নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র জগতজীবন।
আবেশের অন্ত নাহি, হয় ঘনেঘন ॥
যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে।
হেন সব বিকার প্রকাশে' শচীসুতে ॥ ৩৬
ক্ষণেক্ষণে সর্ব্ব-অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি।
তিলার্দ্ধেকো নোঙাইতে নাহিক শকতি ॥
সেই অঙ্গ ক্ষণেক্ষণে হেনমত হয়।
অস্থিমাত্র নাহি যেন নবনীতময় ॥ ৩৭
কখনো দেখিয়ে অঙ্গ—গুণ দুই তিন।
কখনো স্বভাব হৈতে অতিশয় ক্ষীণ ॥
কখনো বা মত্ত যেন ঢুলিঢুলি যায়।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ, আনন্দ সদায় ॥ ৩৮
সকল-বৈষ্ণব প্রভু ¶ দেখি একেএকে।
ভাবাবেশে পূর্ব্ব-নাম ধরিধরি ডাকে ॥

---

* 'ব্যাস হৈতে'। † 'ভার-ভরে'। ‡ 'দাস্য'। § 'করি'। ¶ 'দাস্যসুখ আগে'। ‖ 'স্বভাব'।

* 'কাজ'। † 'মন'। ‡ 'নিছিয়া'। § 'তৃণ শিরে করি (লই)'। ¶ 'মত'। ‖ 'ভাবাবেশে পূর্ব্ব নাম ধরি সভা' ডাকে'।

'হলধর, শিব, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ।
রমা, অজ, উদ্ধব' বলিয়া করে নাদ॥ ৩৯
এইমত সভা' দেখি নানামত বোলে।
যে বা সেই বস্তু, তাহা প্রকাশয়ে ছলে॥
অপরূপ কৃষ্ণাবেশ, অপরূপ নৃত্য।
আনন্দে নয়ন ভরি দেখে সব ভৃত্য॥ ৪০*

(গৌর এ পরম দয়াল।
ধন্য ক্ষিতি ধন্য অবতার ধন্য কলিকাল॥ধ্রু॥)
পূর্ব্বে যেই সাম্ভাইল বাড়ীর ভিতরে।
সে-ই মাত্র দেখে, অন্যে প্রবেশিতে নারে॥
প্রভুর আজ্ঞায় দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার।
প্রবেশিতে নারে লোক সব নদীয়ার॥
ধাইয়া আইসে লোক কীর্ত্তন শুনিয়া।
প্রবেশিতে নারে লোক দ্বারে রহে গিয়া †॥
সহস্রসহস্র লোক কলরব করে।
"কীর্ত্তন দেখিব—ঝাট ঘুচাহ দুয়ারে॥"
যতেক বৈষ্ণব সব কীর্ত্তনের রসে ‡।
না জানে আপন দেহ, অন্য বোল § কিসে॥
যতেক পাষণ্ডি-সব না পাইয়া দ্বার।
বাহিরে থাকিয়া মন্দ বোলয়ে অপার॥
কেহো বোলে "এগুলা সকল নাকি ¶ খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ—দ্বার না ঘুচায়॥"
কেহো বোলে "সত্যসত্য এই সে উত্তর।
নহিলে কেমতে ডাকে এ অষ্ট॥ প্রহর॥"
কেহো বোলে "অরে ভাই! মদিরা আনিয়া।
সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া॥"
কেহো বোলে "ভাল ছিল নিমাঞিপণ্ডিত।
তার কেনে নারায়ণ কৈল হেন চিত॥"
কেহো বোলে "হেন বুঝি পূর্ব্বের সংস্কার *।"
কেহো বোলে "সঙ্গদোষ হইল তাহার॥
নিয়ামক বাপ নাহি, তাতে আছে বাই। †
এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাই॥"
কেহো বোলে "পাসরিল সব অধ্যয়ন।
মাসেক না চাহিলে হয় 'অবৈয়াকরণ'॥"
কেহো বোলে "অরে ভাই! সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল॥
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ-কন্যা আনে'।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তাঁ'সভার সনে॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তাঁ'সভা'সঙ্গে বিবিধ রমণ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে—না হয় তার সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা-রঙ্গ॥"
কেহো বোলে "কালি হউ, যাইব দেয়ানে।
কাঁকালি ‡ বান্ধিয়া সব নিব জনেজনে॥
যে না ছিল রাজ্যদেশে আনিঞা কীর্ত্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল—সব গেল চিরন্তন॥
দেবে হরিলেক বৃষ্টি—জানিল নিশ্চয়।
ধান্য মরি গেল §, কড়ি উৎপন্ন না হয়॥

---

* চল্লিশ-পদের ১ হইতে ৪০ পর্য্যন্ত অঙ্কগুলি সকল পুঁথিতে বিন্যস্ত দেখা যায় না। † 'গিয়া'। ‡ 'কীর্ত্তন-আবেশে'। § 'জন'। ¶ 'মিজি' বা 'মাগি'। ‖ 'অষ্ট সে'।

* 'পূর্ব্ব-অসংস্কার'। † 'নিজ একে বাপ নাহি, তাতে আছে আই'। ‡ 'কাঁকালে'। § 'মার্গ্য হৈল'।

থলিয়াতি * শ্রীবাসের কালি করোঁ কার্য্য।
কালি বা কি করোঁ দেখ অদ্বৈত-আচার্য্য॥
কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ-অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি করে এতরূপ॥"
এইমতে নানারূপে দেখায়েন ভয়।
আনন্দে বৈষ্ণব-সব কিছু না শুনয়॥
কেহো বোলে "ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য ধর্ম্ম।
পঢ়িয়াও এ-গুলা করয়ে হেন কর্ম্ম॥"
কেহো বোলে "এ-গুলা দেখিতে না-জুয়ায়।
এ-গুলার সম্ভাষে সকল কীর্ত্তি যায়॥
ও নৃত্য কীর্ত্তন যদি ভাল লোক দেখে।
সেহো এইমত হয়,—দেখ পরতেখে॥
পরম-সুবুদ্ধি ছিল নিমাঞিপণ্ডিত।
এ-গুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত॥"
কেহো বোলে "আত্মা বিনা সাক্ষাত করিয়া।
ডাকিলে কি কার্য্য হয়, না জানিল ইহা॥
আপন শরীর-মাঝে আছে নিরঞ্জন।
ঘরে হারাইয়া ধন, চায় গিয়া বন॥"
কেহো বোলে "কোন্ কার্য্য পরেরে চর্চ্চিয়া।
চল সভে ঘরে যাই, কি কার্য্য দেখিয়া॥†"
কেহো বোলে "না দেখিল নিজকর্ম্মদোষে।
'সে সব সুকৃতি' তা'সভারে বলি ‡ কিসে॥"
সকল পাষণ্ডী—তারা একচাপ § হৈয়া।
'এহ সেই গণ' হেন বুঝি যায় ধায়্যা॥
"ও কীর্ত্তন না দেখিলে কি হইব মন্দ।
জন শত বেঢ়ি যেন করে মহাদ্বন্দ্ব॥

কোন্ জপ কোন্ তপ কোন্ তত্ত্বজ্ঞান *।
যাহা না দেখিলে, † করি নিজ কর্ম্মধ্যান॥
চালু কলা মুদগ ‡ দধি একত্র করিয়া।
জাতি নাশ করি খায় একত্র হইয়া॥
পরিহাসে আসি সভে দেখিবার তরে।
'দেখি ত পাগলগুলা কোন্ কর্ম্ম করে'॥"
এতেক বলিয়া সভে চলিলেন ঘরে।
এক যায়, আর আসি বাজয়ে § দুয়ারে॥
পাষণ্ডী পষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি সব হাসিয়া পড়য়॥
পুন ধরি লই যায়—যেবা নাহি দেখে।
কেহো বা নিবর্ত্ত হয় কারো অনুরোধে ¶॥
কেহো বোলে "ভাই! এই দেখিল শুনিল।
নিমাইপণ্ডিত লৈয়া ‖ পাগল হইল॥
দুর্দ্দুরি $ উঠিয়া আছে শ্রীবাসের বাড়ী।
দুর্গোৎসবে যেন সাড়ি দেই × হুড়াহুড়ি॥
'হই হই হায় হায়' এই মাত্র শুনি।
ইহা সভা' হৈতে হৈল অপযশ-বাণী ÷॥
মহামহাভট্টাচার্য্য সহস্র যথায় =।
হেন ঢাঙ্গাইত-গুলা বৈসে নদীয়ায়॥
শ্রীবাস-বামন এই নদীয়া হইতে।
ঘর ভাঙ্গি কালি লৈয়া ফেলাইব সোঁতে॥

---

* 'থানি থাক'।
† 'কেহো বোলে ঘর যাই, কি কার্য্য রহিয়া'।
‡ 'বোল'। § 'ঠাঞি'।

* 'যজ্ঞ দান'। † 'তাহা না দেখিয়ে'। ‡ 'দুগ্ধ'।
§ 'এক আস্তে আর যায় রহয়ে (বাজায়)'।
¶ 'কেহ অর্দ্ধ রোধে'।
‖ 'পণ্ডিত হৈয়া' বা 'লইয়া সব'।
$ 'দুর্দ্দারে' বা 'দুর্দ্দুরে'।
× 'দুর্গোৎসব হয় যেন সেই' বা 'মহাদ্বন্দ্ব হয় যেন সেই'। ÷ 'অপযশ-কাহিনী'। = 'যেথায়'।

ও বামন ঘুচাইলে গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল * ॥"
এইমত পাষণ্ডী করয়ে কোলাহল।
তথাপিহ মহাভাগ্যবন্ত সে সকল ॥
প্রভু-সঙ্গে একত্র জন্মিল এক-গ্রামে।
দেখিলেক শুনিলেক এ সব বিধানে ॥
চৈতন্যের গণ-সব মত্ত কৃষ্ণরসে।
বহির্ম্মুখবাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে ॥
"জয় কৃষ্ণ মুরারি † মুকুন্দ বনমালী।"
অহর্নিশ গায় সভে হই কুতূহলী ॥ ‡
অহর্নিশ ভক্তসঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর।
শ্রান্তি নাহি কারো—সব সত্ত্ব § কলেবর ॥
'বৎসরেক' নাম মাত্র, কত যুগ গেল ॥
চৈতন্য-আনন্দে কেহ কিছু না জানিল ॥
যেন মহা-রাস-ক্রীড়া,—কত যুগ গেল।
'তিলার্দ্ধেক' হেন সব গোপিকা মানিল ॥
এইমত অচিন্ত্য কৃষ্ণের পরকাশ।
ইহা জানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যের দাস ॥
এইমত নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিশি অবশেষ মাত্র সে এক-প্রহর ॥
শালগ্রাম শিলা-সব ¶ নিজ-কোলে করি।
উঠিলা চৈতন্যচন্দ্র খট্টার উপরি ॥
মড়মড় করে খট্টা বিশ্বম্ভরভরে।
আথেব্যথে নিত্যানন্দ খট্টা স্পর্শ করে ॥

অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খট্টায়।
না ভাঙ্গিল খট্টা, দোলে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥
চৈতন্য-আজ্ঞায় স্থির হইল কীর্ত্তন।
কহে আপনার তত্ত্ব—করিয়া গর্জ্জন ॥
"কলিযুগে কৃষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ।
আমি সেই ভগবান্ দেবকীনন্দন ॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি-মাঝে আমি নাথ *।
যত গাও সেই আমি, তোরা মোর দাস ॥
তোমা'সভা' লাগিয়া আমার অবতার।
তোরা যেই দেহ' সেই আমার আহার ॥
আমারে সে দিয়া আছ সর্ব্ব-উপহার।"
শ্রীবাস বোলেন "প্রভু! সকল তোমার ॥"
প্রভু বোলে "মুঞি ইহা খাইল † সকল।"
অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু! বড়ই মঙ্গল ॥"
করে-করে প্রভুরে যোগায় সর্ব্ব-দাসে।
আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে ॥
দধি খায়, দুগ্ধ খায়, নবনীত খায়।
"আর কি আছয়ে আন' " বোলয়ে সদায় ॥
বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করা-ম্রক্ষিত। ‡
মুদ্গ § নারিকেল-জল শস্যের সহিত ॥
কদলক, চিপীটক, ভর্জ্জিতশাতণ্ডুল।
"আরবার আন' " বোলে খাইয়া বহুল ॥
ব্যবহারে জন-শত-দুইর আহার।
নিমিষে খাইয়া বোলে "কি আছয়ে আর ॥"
প্রভু বোলে 'আন'আন' এথা কিছু নাঞি।"
ভক্ত সব ত্রাস পাই স্মঙরে গোসাঞি ॥

* 'সব করিবেক বল'। † 'গোপাল'।
‡ 'নাচয়ে ভকতগণ দিয়া করতালি'।
§ 'শ্রান্তি নাহি কারো সভে সত্য' বা 'শ্রম নাহি কারো যেন মত্ত'। ¶ 'শিলা-চক্র'।

* 'মোর বাস'। † 'খাইমু'।
‡ 'বিবিধ শর্করা খায় সন্দেশ মুক্ষিত'।
§ 'মুগী' বা 'মিশ্রী'। ¶ 'ভজ্জিত'।

করজোড় করি সভে কয় ভয়-বাণী *।
"তোমার মহিমা প্রভু! আমরা কি জানি॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড আছে যাহার উদরে।
তারে কি করিব এই ক্ষুদ্র-উপহারে॥"
প্রভু বোলে ক্ষুদ্র নহে ভক্ত-উপহার।
ঝাট আন' ঝাট আন' কি আছয়ে আর॥"
"কর্পূর তাম্বূল আছে শুনহ গোসাঞি!"
প্রভু বোলে "তাই দেহ' † কিছু চিন্তা নাঞি॥"
আনন্দ হইল, ভয় গেল সভাকার।
যোগায় তাম্বূল—সবে ‡ যার অধিকার॥
হরিষে তাম্বূল যোগায়েন সর্ব্ব-দাসে।
হস্ত পাতি লয় প্রভু সভা' প্রতি § হাসে॥
অন্তর-গম্ভীর হই ক্ষণেক্ষণে হাসে। ¶
সকল ভক্তের চিত্তে লাগয়ে তরাসে॥
দুই চক্ষু পাকাইয়া করয়ে হুঙ্কার।
"নাঢ়া নাঢ়া নাঢ়া" প্রভু বোলে বারেবার॥
মহাশান্তিকর্ত্তা হেন ভক্ত-সব দেখে।
হেন শক্তি নাহি কারো হইব সম্মুখে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শিরে ধরে ছাতি।
জোড়করে অদ্বৈত সম্মুখে করে স্তুতি॥
মহা-ভয়ে জোড়হাথে সর্ব্বভক্তগণ।
হেট-মাথা করি চিন্তে' চৈতন্য-চরণ॥
এ ঐশ্বর্য্য শুনিতে যাহার হয় সুখ।
অবশ্য দেখিব সেই চৈতন্য-শ্রীমুখ॥

যেখানে যে আছে, সে আছয়ে সেইখানে *।
তদূর্দ্ধ্ব হইতে কেহো নারে আজ্ঞা বিনে॥
"বর মাগ'" বোলে অদ্বৈতের মুখ চা'ই।
"তোর লাগি অবতার মোর এই ঠাঁই॥"
এইমত সব ভক্ত দেখিয়াদেখিয়া।
"মাগ' মাগ'" বোলে প্রভু হাসিয়াহাসিয়া॥
এই মত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে'।
দেখি ভক্তগণ সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে॥
অচিন্ত্য † চৈতন্য-রঙ্গ—বুঝন না যায়।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য করি পুন মূর্চ্ছা পায়॥
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু ‡ করয়ে ক্রন্দন।
দাস্য-ভাব প্রকাশ করয়ে অনুক্ষণ॥
গলা ধরি কান্দে সর্ব্ব-বৈষ্ণব দেখিয়া।
সভারে সম্ভাষে' 'ভাই' 'বান্ধব' বলিয়া॥ ¶
লখিতে না পারে—প্রভু § হেন মায়া করে।
ভৃত্য বিনু তাঁর তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে॥
প্রভুর চরিত্র দেখি হাসে ভক্তগণ।
সভেই বোলেন "অবতীর্ণ নারায়ণ॥"
কথোক্ষণ থাকি প্রভু খট্টার উপর।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর॥
ধাতু মাত্র নাহি, পড়িলেন পৃথিবীতে।
দেখি সব পারিষদ কান্দে চারিভিতে ¶॥
সর্ব্বভক্তগণ যুক্তি করিতে লাগিলা।
"আমা'সভা' ছাড়িয়া বা ‖ ঠাকুর চলিলা॥
যদি প্রভু এমত নিষ্ঠুর ভাব করে।
আমরাহ এইক্ষণে ছাড়িব শরীরে॥

* 'বোলে ভয় মানি'। † 'আন'।
‡ 'তবে'। § 'চাহি'।
¶ 'কিছুই না বোলে কেহো মৌন-করি বৈসে'।

* 'যেই খানে যে আছয়ে সে আছে সেখানে'।
† 'অনন্ত'। ‡ 'পুন'। § 'কেহো'।
¶ 'লাগিল কান্দিতে'। ‖ 'ছাড়ি জানি'।

এতেক চিন্তিতে সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি !
বাহ্য প্রকাশিয়া করে মহা-হরিধ্বনি ॥
সর্ব্ব-গণে উঠিল আনন্দকোলাহল।
না জানি কে কোন্ দিগে হয় বা বিহ্বল।
এমত আনন্দ হয় নবদ্বীপপুরে।
প্রেমরসে বৈকুণ্ঠের নাথ সে * বিহরে ॥
এ সকল পুণ্যকথা যে করে শ্রবণ।
ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহে † তার মন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দজান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যৈশ্বর্য্য-প্রকাশাদি-বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

(গৌরনিধি কপট সন্ন্যাসিবেশধারী।
অখিল-ভুবন-অধিকারী ॥ ধ্রু ॥)
জয় জগন্নাথ-শচী-নন্দন চৈতন্য।
জয় গৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন ধন্য ॥
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।
জয়জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রাণ-ধন ॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-হরিদাস-প্রাণ।
জয় বক্রেশ্বর-পুণ্ডরীক-প্রেমধাম ॥
জয় বাসুদেব-শ্রীগর্ভের প্রাণনাথ।
জীব-প্রতি কর' প্রভু ! শুভ দৃষ্টিপাত ॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয়জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই ! শুন একচিত্তে।
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র বিহরে যেমতে ॥
এবে শুন চৈতন্যের মহা-পরকাশ।
যহিঁ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সিদ্ধ * অভিলাষ ॥
'সাতপ্রহরিয়া-ভাব' লোকে খ্যাতি যার।
যহিঁ প্রভু হইলেন সর্ব্ব-অবতার ॥
অদ্ভুত ভোজন যহিঁ অদ্ভুত প্রকাশ।
জনেজনে ‡ বিষ্ণুভক্তি-দানের বিলাস ॥
রাজরাজেশ্বর-অভিষেক সেই দিনে।
করিলেন প্রভুরে সকল-ভক্তগণে ॥
একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন শ্রীনিবাসপণ্ডিতের ঘর ॥
সঙ্গে নিত্যানন্দচন্দ্র পরম-বিহ্বল।
অল্পেঅল্পে ভক্তগণ মিলিলা সকল ॥
আবেশিত-চিত্ত মহাপ্রভু গৌররায়।
পরম-ঐশ্বর্য্য করি চতুর্দ্দিগে চা'য় ॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
উচ্চস্বরে চতুর্দ্দিগে করেন § কীর্ত্তন ॥
অন্যঅন্য দিন প্রভু নাচে দাস্যভাবে।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিয়া পুন ভাঁগে ¶ ॥

* 'সিদ্ধি'।

* 'নায়ক'। † 'রহ'। ‡ 'যারে তারে'।
§ 'লাগিলেন করিতে'। ¶ 'ঢাকে' বা 'ভাগে'।

সকল-ভক্তের ভাগ্যে এ-দিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে॥
আর-সব-দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া॥
সাতপ্রহরিয়া-ভাবে—ছাড়ি সর্ব্ব-মায়া।
বসিলা প্রহর-সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া॥
জোড়হস্তে সম্মুখে সকল ভক্তগণ।
রহিলেন পরম-আনন্দ-যুক্ত-মন॥
কি অদ্ভুত সন্তোষের হইল প্রকাশ।
সভেই বাসেন যেন বৈকুণ্ঠ বিলাস॥
প্রভুও বসিলা যেন বৈকুণ্ঠের নাথ।
তিলার্দ্ধেকো মায়া মাত্র নাহিক কোথা ত॥
আজ্ঞা হৈল "বোল মোর অভিষেকগীত।"
শুনি গায় ভক্তগণ হই হরষিত॥
অভিষেক শুনি প্রভু মস্তক ঢুলায়।
সভারে করেন কৃপাদৃষ্টি অমায়ায়॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
অভিষেক করিতে সভার হৈল মন॥
সর্ব্ব-ভক্তগণে বহি' আনে' গঙ্গাজল।
আগে ছাঁকিলেন দিব্য-বসনে সকল॥
শেষে শ্রীকর্পূর-চতুঃসম-আদি * দিয়া।
সজ্জ করিলেন সভে প্রেমযুক্ত হৈয়া॥
মহা জয়জয়ধ্বনি শুনি চারিভিতে।
অভিষেকমন্ত্র সভে লাগিলা পড়িতে।
সর্ব্বাদ্যে শ্রীনিত্যানন্দ † 'জয়জয়' বলি।
প্রভুর শ্রীশিরে জল দিয়া কুতূহলী॥

অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি যতেক প্রধান।
পড়িয়া পুরুষসূক্ত * করায়েন স্নান॥
গৌরাঙ্গের ভক্ত সব মহা-মন্ত্রবিত।
মন্ত্র পড়ি জল ঢালে হই হরষিত॥
মুকুন্দাদি গায় অভিষেক-সুমঙ্গল।
কেহো কান্দে কেহো নাচে—আনন্দে বিহ্বল॥
পতিব্রতাগণ করে জয়জয়কার।
আনন্দস্বরূপ চিত্ত † হইল সভার॥
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
ভৃত্যগণে ‡ জল ঢালে শিরের উপর॥
নাম মাত্র—অষ্টোত্তর-শত ঘট জল।
সহস্র ঘটেও অন্ত না পাই সকল॥
দেবতাসকলে ধরি নরের আকৃতি।
গুপ্তে অভিষেক করে যে হয় সুকৃতি॥
যার পাদপদ্মে জলবিন্দু দিলে মাত্র।
সেহো ধ্যানে,—সাক্ষাতে কে § দিতে আছে পাত্র॥
তথাপিহ তারে নাহি যমদণ্ড-ভয়।
হেন প্রভু সাক্ষাতে সভার জল লয়॥
শ্রীবাসের দাস-দাসীগণে আনে' জল।
প্রভু স্নান করে; ভক্ত-সেবার এই ফল॥
জল আনে' এক ভাগ্যবতী—'দুঃখী' নাম।
আপনে ঠাকুর দেখি বোলে "আন' আন'॥"
আপনে ঠাকুর তাঁর ভক্তিযোগ দেখি।
'দুঃখী' নাম ঘুচাইয়া থুইলেন 'সুখী'॥

---

* 'আদি চতুঃসোম'।
† 'সর্ব্বারাধ্য নিত্যানন্দ'।

* 'পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র'। † 'দেহ'।
‡ 'ভক্তগণে'। § 'সেই কালে সাক্ষাতে কি'।

নানা বেদমন্ত্র পড়ি সর্ব্ব-ভক্তগণ।
স্নান করাইয়া অঙ্গ করিলা মার্জ্জন ॥
পরিধান করাইলা নূতন বসন।
শ্রীঅঙ্গে লেপিলা দিব্য * সুগন্ধি-চন্দন ॥
বিষ্ণুখট্টা পাড়িলেন † উপস্কার করি।
বসিলেন প্রভু নিজ-খট্টার উপরি ॥
ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ-রায়।
কোন ভাগ্যবন্ত রহি চামর ঢুলায় ॥
পূজার সামগ্রী লই সর্ব্ব-ভক্তগণ।
পূজিতে লাগিল নিজ প্রভুর চরণ ॥
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ।
প্রদীপ নৈবেদ্য, বস্ত্র—যথা-অনুরূপ ॥
যজ্ঞসূত্র, যথাশক্তি অঙ্গে অলঙ্কার।
পূজিলেন করিয়া ষোড়শ-উপচার ॥
চন্দনে করিয়া লিপ্ত তুলসীমঞ্জরী।
পুনঃপুন দেন সভে ‡ চরণ-উপরি ॥
দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রের বিধিমতে।
পূজা করি সভে স্তব লাগিলা পড়িতে ॥
অদ্বৈতাদি আর যত পার্ষদ-§প্রধান।
পড়িলা চরণে করি দণ্ড-পরণাম ॥
প্রেমনদী বহে সর্ব্ব-গণের নয়নে।
স্তুতি করে সভে, প্রভু অমায়ায় শুনে ॥
"জয়জয় জয় সর্ব্ব-জগতের নাথ।
তপ্ত-জগতেরে কর' শুভ দৃষ্টিপাত ॥
জয় আদিহেতু জয় জনক সভার।
জয়জয় সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ-অবতার ॥
জয়জয় বেদ-ধর্ম্ম-সাধু-জন-ত্রাণ।
জয়জয় আব্রহ্ম-স্তম্বের মূল প্রাণ ॥
জয়জয় পতিতপাবন গুণসিন্ধু।
জয়জয় পরম-শরণ দীনবন্ধু ॥
জয়জয় ক্ষীরসিন্ধু-মধ্যে গুপ্তবাসী *।
জয়জয় ভক্ত-হেতু প্রকট বিলাসী ॥
জয়জয় অচিন্ত্য অগম্য আদি-তত্ত্ব †।
জয়জয় পরম-কোমল শুদ্ধ-সত্ত্ব ‡ ॥
জয়জয় বিপ্রকুল-পাবন-ভূষণ।
জয় বেদ§-ধর্ম্ম-আদি সভার জীবন ॥
জয়জয় অজামিল-পতিত-পাবন।
জয়জয় পূতনা-দুষ্কৃতি-বিমোচন ॥
জয়জয় অদোষ-দরশী ¶ রমাকান্ত।"
এইমত স্তুতি করে সকল মহান্ত ॥
পরম প্রকট রূপ প্রভুর প্রকাশ।
দেখি পরানন্দে ডুবিলেন সর্ব্ব-দাস ॥
সর্ব্ব-মায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র।
শ্রীচরণ দিলেন,—পূজয়ে ভক্তবৃন্দ ॥
দিব্য গন্ধ আনি কেহো লেপে শ্রীচরণে।
তুলসী-কমলে মেলি পূজে কোন জনে ॥
কেহো রত্ন-সুবর্ণ-রজত-‖ অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া দিয়া করে নমস্কার ॥
পট্ট-নেত, শুক্ল নীল সুপীত বসন।
পাদপদ্মে দিয়া নমস্করে সর্ব্বজন ॥
নানাবিধ $ ধাতুপাত্র দেই সর্ব্বজনে।
না জানি কতেক আসি পড়ে শ্রীচরণে ॥

* 'তবে' বা 'তাঁর'। † 'পাতিলেন'। ‡ 'শ্রী'।
§ 'আশ্রিত বৈষ্ণব' বা 'করি আর যতেক'।

* 'গোপবাসী'। † 'আদি-তনু'। ‡ 'শুদ্ধ-তনু'।
§ 'দেব'। ¶ 'অদোষের দর্শী'।
‖ 'কেহো ত সুবর্ণ আদি যত'। $ 'বিধি'।

যে চরণ পূজিবারে সভার ভাবনা।
অজ-রমা-শিব করে যে লাগি কামনা॥
বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে তাহা পূজে।
এইমত ফল হয়ে—বৈষ্ণবে যে ভজে॥
দূর্ব্বা, ধান্য, তুলসী লইয়া সর্ব্ব-জনে।
পাইয়া অভয় সভে দেন শ্রীচরণে॥
নানাবিধ ফল * আনি দেন পদতলে।
গন্ধ, পুষ্প, চন্দন চরণে কেহো ঢালে॥
কেহো পূজে করিয়া ষোড়শ-উপচারে।
কেহো বা ষড়ঙ্গ-মতে—যেন স্ফুরে যারে॥
কস্তুরী, কুঙ্কুম, শ্রীকর্পূর, ফাগুধূলী।
সভে শ্রীচরণে দেই হই কুতুহলী॥
চম্পক, মল্লিকা, কুন্দ, কদম্ব, মালতী।
নানা-পুষ্পে শোভে শ্রীচরণ-নখ পাঁতি॥
পরম প্রকাশ—বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
"কিছু দেহ' খাই" প্রভু চাহেন আপনি॥
হস্ত পাতে প্রভু, সব দেখে ভক্তগণ।
যে যেমত দেই—সব করেন ভোজন॥
কেহো দেই কদলক, কেহো দিব্য মুদ্গ।
কেহো দধি ক্ষীর বা নবনী, কেহো দুগ্ধ॥
প্রভুর শ্রীহস্তে সব দেই ভক্তগণ।
অমায়ায় মহাপ্রভু করেন ভোজন॥
ধাইল সকল গণ † নগরেনগরে।
কিনিঞা উত্তম ‡ দ্রব্য আনেন সত্বরে॥
কেহো দিব্য নারিকেল উপস্কার করি।
শর্করা-সহিত দেই শ্রীহস্ত-উপরি॥
নানাবিধ প্রকার সন্দেশ দেই আনি।
শ্রীহস্তে লইয়া প্রভু খায়েন আপনি॥

* 'ফুল'।　† 'লোক' বা 'জন'।　‡ 'সকল'।

কেহো দেই মেওয়া ক্ষিরা * কর্কটিকা-ফল।
কেহো দেই ইক্ষু, কেহো দেই গঙ্গাজল॥
দেখিয়া প্রভুর সভে † আনন্দ-প্রকাশ।
দশ-বার পাঁচ ‡ বার দেই কোন § দাস॥
শতশত জনে বা কতেক দেই জল।
মহাযোগেশ্বর ¶ পান করেন সকল॥
সহস্র সহস্র ভাণ্ড—দধি ক্ষীর দুগ্ধ।
সহস্রসহস্র কান্দি কলা, কত মুদ্গ॥
কতেক বা সন্দেশ, কতেক বা ফলমূল ॥।
কতেক সহস্র বাটা কর্পূর তাম্বূল॥
কি অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ্র।
'কেমতে খায়েন?' নাহি জানে ভক্তবৃন্দ॥
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায়েন সন্তোষে॥
খাইয়া সভার জন্ম-কর্ম্ম কহে শেষে॥
ততক্ষণে সে ভক্তের হয় স্মঙরণ $।
সন্তোষে আছাড় খায়, করয়ে ক্রন্দন॥
শ্রীবাসেরে বোলে "অরে! পড়ে তোর মনে।
ভাগবত শুনিলি যে অমুকের × স্থানে?
পদেপদে ভাগবত প্রেমরসময়।
শুনিয়া দ্রবিল অতি তোমার হৃদয়॥
উচ্চস্বর করি তুমি লাগিলা কান্দিতে।
বিহ্বল হইয়া তুমি পড়িলা ভূমিতে॥
অবুধ পঢ়ুয়া + ভক্তিযোগ না জানিঞা =।
বল্গয়ে কান্দয়ে কেনে—না বুঝিল ইহা॥ ÷

* 'মোয়া ক্ষুদ্র' বা মায়াশৃঙ্গা (?)'।　† 'অতি'।
‡ 'বিশ'।　§ 'একো'।
¶ 'মায়াযোগেশ্বর'।　॥ 'ফুল'।　$ 'যে স্মরণ'।
× 'দেবানন্দ'।　+ 'পণ্ডিত'।　= 'বুঝিয়া'।
÷ 'বল্গিয়া কান্দয়ে কেনে না জানিয়ে ইহা'।

বাহ্য নাহি জান' তুমি প্রেমের বিকারে।
পড়ুয়া তোমারে নিল বাহির-দুয়ারে ॥
দেবানন্দ ইথে না করিল নিবারণ।
গুরু যথা অজ্ঞ *—সেইমত শিষ্যগণ ॥
বাহির-দুয়ারে তোমা' এড়িল টানিঞা।
তবে তুমি আইলা পরম দুঃখ পাঞা ॥
দুঃখ পাই মনে তুমি বিরলে বসিলা।
আরবার ভাগবত চাহিতে লাগিলা ॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ শ্রীবৈকুণ্ঠ হৈতে।
আবির্ভাব হইলাঙ তোমার দেহেতে ॥
তবে আমি তোমার এই হৃদয়ে বসিয়া।
কান্দাইলুঁ আপনার প্রেমযোগ দিয়া ॥
আনন্দ হইল দেহ শুনি ভাগবত।
সব তিতি স্থান হৈল বরিষার মত ॥"
অনুভব পাইয়া বিহ্বল শ্রীনিবাস।
গড়াগড়ি যায় কান্দে বহে ঘনশ্বাস ॥
এইমত অদ্বৈতাদি যতেক বৈষ্ণব।
সভারে দেখিয়া করায়েন অনুভব ॥
আনন্দসাগরে মগ্ন সর্ব্ব-ভক্তগণ।
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল ভক্ষণ ॥
কোন ভক্ত নাচে, কেহো করে সঙ্কীর্ত্তন।
কেহো বোলে "জয়জয় শ্রীশচীনন্দন ॥"
কদাচিৎ যে ভক্ত না থাকে সেই-স্থানে।
আজ্ঞা করি প্রভু তারে আনান আপনে ॥
"কিছু দেহ' খাই" বলি পাতেন শ্রীহস্ত।
যেই যে দেয়েন তাহা † খায়েন সমস্ত ॥
খাইয়া বোলেন প্রভু "তোর মনে আছে।
অমুক নিশায় আমি বসি তোর কাছে ॥

বিপ্র*রূপে তোর জ্বর করিলাঙ নাশ।"
শুনিঞা বিহ্বল হই পড়ে সেই দাস ॥
গঙ্গাদাসে দেখি বোলে "তোর মনে জাগে।
রাজভয়ে পলাইস্ যবে নিশাভাগে ॥
সর্ব্ব-পরিকরণ † সনে আসি খেয়াঘাটে।
কোথাহ নাহিক নৌকা—পড়িলা সঙ্কটে ॥
রাত্রি শেষ হৈল, তুমি নৌকা না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া ॥
'মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।'
গাঙ্গে প্রবেশিতে মন হইল তোমার ॥
তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে।
গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে ॥
তবে নৌকা দেখি তুমি সন্তোষ হইলা।
অতিশয় প্রীত করি কহিতে লাগিলা ॥
'অরে ভাই! আমারে রাখহ এই-বার।
জাতি প্রাণ ধন দেহ ‡—সকলি তোমার ॥
রক্ষা কর' পরিকর-সঙ্গে কর' পার।
এক-তঙ্কা এক-জোড় বস্ত্র সে § তোমার ॥'
তবে তোমা'সঙ্গে পরিকর করি পার।
তবে নিজ বৈকুণ্ঠে গেলাঙ আরবার ॥"
শুনি ভাসে গঙ্গাদাস আনন্দসাগরে।
হেন লীলা করে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥
"গঙ্গায় ¶ হইতে পার চিন্তিলে আমারে।
মনে পড়ে পার আমি করিলাঙ তোরে ॥"
শুনিঞা মূর্চ্ছিত গঙ্গাদাস গড়ি ‖ যায়।
এইমত কহে প্রভু অতি অমায়ায় ॥

---

* 'যোগ্য'। † 'যেই যেই দেন তাই'।

* 'বৈদ্য'। † 'পূর্ব্বে পরিবার'।
‡ 'যত', 'মোর' বা 'করি'। § 'বস্কিস্' বা 'বক্সিস্'।
¶ 'গঙ্গা যে'। ‖ 'মূর্চ্ছিত হাস গড়াগড়ি'।

বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
চন্দন-মালায় পরিপূর্ণ কলেবর॥
কোন প্রিয়তম করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন *।
শ্রীকেশ-সংস্কার করে অতি প্রিয়জন॥
তাম্বূল যোগায় কোন অতি প্রিয় ভৃত্য।
কেহো গায়, কেহো বা † সম্মুখে করে নৃত্য॥
এইমত সকল দিবস পূর্ণ হৈল।
সন্ধ্যা আসি পরম কৌতুকে প্রবেশিল॥
ধূপ দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ।
অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন শ্রীচরণ॥
শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, মন্দিরা, মৃদঙ্গ।
বাজায়েন বহুবিধ উঠিল আনন্দ ‡॥
অমায়ায় বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র।
কিছু নাহি বোলে যত করে ভক্তবৃন্দ॥
নানাবিধ পুষ্প § সভে পাদপদ্মে দিয়া।
"ত্রাহি প্রভু!" বলি পড়ে দণ্ডবত হৈয়া॥
কেহো কাকু করে, কেহো করে ¶ জয়ধ্বনি।
চতুর্দ্দিগে আনন্দক্রন্দন মাত্র ‖ শুনি॥
কি অদ্ভুত সুখ হৈল নিশায় প্রবেশে।
যে আইসে সে-ই যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশে' $॥
প্রভুর হইল মহা-ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ।
জোড়হস্তে সম্মুখে রহিলা সর্ব্ব দাস॥
ভক্ত-অঙ্গে অঙ্গ দিয়া পাদপদ্ম মেলি ×।
লীলায় আছেন গৌরসিংহ কুতূহলী ÷॥

বরোম্মুখ * হইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
জোড়হস্তে রহিলেন সর্ব্ব-অনুচর॥৮
সাতপ্রহরিয়া-ভাবে সর্ব্বজনেজনে।
অমায়ায় প্রভু কৃপা করেন আপনে॥
আজ্ঞা হৈল "শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন'।
আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ-বিধান॥
নিরবধি ভাবে মোরে বড় দুঃখ পায়্যা।
আসিয়া দেখুক মোরে, ঝাট আন' গিয়া॥
নগরের অন্তে † গিয়া থাকিহ বসিয়া।
যে মোরে ডাকয়ে তারে আনিহ ধরিয়া॥"
ধাইলা বৈষ্ণবগণ প্রভুর বচনে।
আজ্ঞা লই গেলা তারা ‡ শ্রীধর-ভবনে॥ §
সেই শ্রীধরের কিছু শুনহ আখ্যান।
খোলার পসার করি রাখে নিজ-প্রাণ॥
একবার খোলাগাছি কিনিঞা আনয়। ¶
খানিখানি করি তাহা কাটিয়া বেচয় ‖॥
তাহাতে যে-কিছু হয় দিবসে উপায়।
তার অর্দ্ধ গঙ্গার নৈবেদ্য লাগি যায়॥
অর্দ্ধেক সদায় হয় নিজ-প্রাণ-রক্ষা।
এইমত হয় বিষ্ণু-ভক্তের × পরীক্ষা॥
মহাসত্যবাদী তিঁহো যেন যুধিষ্ঠির।
যার যেই মূল্য বোলে, না হয় ÷ বাহির॥
মধ্যেমধ্যে যে বা জন তাঁর তত্ত্ব জানে।
তাঁহার বচনে মাত্র দ্রব্য-খানি কিনে॥

* 'শ্রীঅঙ্গ মর্দ্দন'। † 'বা'র কেহো'।
‡ 'উঠে নানা রঙ্গ'। § 'নানা পুষ্প যত'।
¶ 'কেহো কাকুর্বাদ করে কেহো'।
‖ 'কীর্ত্তন জয়'। $ 'জন প্রেমানন্দে ভাসে'।
× 'মিলে'। ÷ 'কুতূহলে'।

* 'বরমুখ'। † 'অন্তরে'। ‡ 'সেই'।
§ 'যথা জনে প্রভুর গুণ সেই জনে জানে'।
¶ 'এক খোলাগাছি গিয়া আনয়ে বাজার'।
‖ 'বিকয়'। $ 'সওদায়'।
× 'ভক্তির'। ÷ 'বোলে'।

এইমতে নবদ্বীপে আছে মহাশয়।
'খোলাবেচা' জ্ঞান করি কেহো না চিনয় ॥
চারি-প্রহর রাত্রি নিদ্রা নাহি কৃষ্ণনামে।
সর্ব্ব-রাত্রি 'হরি' বোলে দীঘল-আহ্বানে ॥
যতেক পাষণ্ডী বোলে "শ্রীধরের ডাকে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, দুই কর্ণ ফাটে ॥
মহা-চাষা বেটা, ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হৈয়া রাত্রি জাগি মরে ॥"
এইমত পাষণ্ডী মরয়ে মন্দ বলি।
নিজ কার্য্য করয়ে শ্রীধর কুতূহলী ॥
'হরি' বলি ডাকিতে যে আছয়ে শ্রীধর।
নিশাভাগে প্রেমযোগে ডাকে উচ্চস্বর ॥
আধপথ ভক্তগণ গেল মাত্র ধায়্যা।
শ্রীধরের ডাক শুনে—তথাই থাকিয়া ॥
ডাক-অনুসারে গেলা ভাগবতগণ।
শ্রীধরেরে ধরিয়া লইলা ততক্ষণ ॥
"চলচল মহাশয়! প্রভু দেখসিয়া *।
আমরা কৃতার্থ হই তোমা' পরশিয়া ॥"
শুনিঞা প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্চ্ছিত।
আনন্দে বিহ্বল হই পড়িলা ভূমিত ॥
আথেব্যথে ভক্তগণ লইলা তুলিয়া।
বিশ্বম্ভর-অগ্রে নিল আলগ করিয়া ॥
শ্রীধর দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলা।
'আইস-আইস' করি বলিতে লাগিলা ॥
"বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন।
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন ॥
এহ জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর।
তোমার খোলায় অন্ন খাইলুঁ নিরন্তর ॥
তোমার হস্তের দ্রব্য খাইলুঁ বিস্তর।
পাসরিলা আমা'সঙ্গে যে কৈলা উত্তর ॥"
যখনে করিলা প্রভু বিদ্যার বিলাস।
পরম-উদ্ধত হেন যখনে * প্রকাশ ॥
সেইকালে গূঢ়-রূপে শ্রীধরের সঙ্গে।
খোলা-কেনা-বেচা-ছলে কৈল বহু-রঙ্গে ॥
প্রতিদিন শ্রীধরের পসারেতে গিয়া।
থোড়, কলা, মূল, খোলা আনেন কিনিয়া ॥
প্রতিদিন চারিদণ্ড কলহ করিয়া।
তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অর্দ্ধ-মূল্য দিয়া ॥
সত্যবাদী শ্রীধর—যে নিব তাহা † বোলে।
অর্দ্ধমূল্য দিয়া প্রভু নিজ-হস্তে তোলে ॥
উঠিয়া শ্রীধরদাস করে কাঢ়াকাঢ়ি।
এইমত শ্রীধর-ঠাকুরে হুড়াহুড়ি ॥
প্রভু বোলে "কেনে ভাই শ্রীধর তপস্বি।
অনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসি ॥
আমার হাথের দ্রব্য লহসি ‡ কাঢ়িয়া।
এত-দিনে কেবা আমি না জানিল ইহা।"
পরম ব্রহ্মণ্য শ্রীধর—ক্রুদ্ধ নাহি হয়।
বদন দেখিয়া সব দ্রব্য কাঢ়ি লয় ॥
মদনমোহন রূপ গৌরাঙ্গসুন্দর।
ললাটে তিলক ঊর্দ্ধ শোভে মনোহর ॥
ত্রিকচ্ছ-বসন শোভে কুটিল-কুন্তল।
প্রকৃতে নয়ন দুই পরম-চঞ্চল ॥
শুভ্র যজ্ঞসূত্র শোভে বেঢ়িয়া শরীরে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যেহেন কলেবরে ॥
অধরে তাম্বূল—হাসে শ্রীধরে চা'হিয়া।
আরবার খোলা লয়ে আপনে তুলিয়া ॥

* 'দেখ গিয়া'।

* 'যেন সমান'। † 'যথার্থ মূল্য'। ‡ 'লহ সে'।

শ্রীধর বোলেন "শুন ব্রাহ্মণ-ঠাকুর !
ক্ষমা কর' মোরে মুঞি তোমার কুক্কুর * ॥"
প্রভু বোলে "জানি তুমি পরম-চতুর।
খোলা-বেচা অর্থ আছে তোমার প্রচুর ॥"
"আর কি পসার নাহি ?" শ্রীধর সে বোলে।
"অল্প কড়ি দিয়া তথা কিন' পাত-খোলে ॥"
প্রভু বোলে "যোগানিঞা আমি নাহি ছাড়ি।
থোড় কলা† দিয়া মোরে তুমি লহ কড়ি ॥"
রূপ দেখি মুগ্ধ হৈয়া শ্রীধর সে হাসে।
গালি পাড়ে বিশ্বম্ভর পরম-সন্তোষে ॥
"প্রত্যহ গঙ্গারে দ্রব্য দেহ' ত কিনিয়া।
আমারে বা কিছু দিলে মূলোতে ছাড়িয়া ॥
যে গঙ্গা পূজহ তুমি, আমি তার পিতা।
সত্যসত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা ॥"
কর্ণ ধরি শ্রীধর সে 'হরিহরি' ‡ বোলে।
উদ্ধত দেখিয়া তাঁরে দেই পাত-খোলে ॥
এইমত প্রতিদিন করেন কন্দল।
শ্রীধরের জ্ঞান—"বিপ্র পরম-চঞ্চল ॥"
শ্রীধর বোলেন "মুঞি হারিলুঁ তোমারে।
কড়ি-বিনু কিছু দিব ক্ষমা কর' মোরে ॥
একখণ্ড খোলা দিব, একখণ্ড থোড়।
একখণ্ড কলা মূল ; আরো দোষ মোর ॥"
প্রভু বোলে "ভালভাল আর নাহি দায়।"
শ্রীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খায় ॥
ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে § খায়।
কোটি হৈলে অভক্তের উলটি না চা'য় ॥

এই লীলা করিব চৈতন্য হেন আছে *।
ইহার কারণে সে শ্রীধর খোলা বেচে॥
এই লীলা লাগিয়া শ্রীধরে বেচে খোলা।
কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা ॥
বিনি প্রভু জানাইলে সেহ † নাহি জানে।
সেই কথা প্রভু করাইলেন স্মরণে ॥
প্রভু বোলে "শ্রীধর ! দেখহ রূপ মোর।
অষ্টসিদ্ধি দাস আজি করি দেও তোর ॥"
মাথা তুলি চা'হে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমাল-শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর ॥
হাথে বংশী মোহন, দক্ষিণে বলরাম।
মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান ॥
কমলা তাম্বূল দেই হস্তের উপরে।
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে ॥
মহা ফণা-ছত্র দেখে ‡ শিরের উপরে।
সনক, নারদ, শুক, দেখে জোড় § করে ॥
প্রকৃতি স্বরূপা সব জোড়-হস্ত করি।
স্তুতি করে চতুর্দ্দিগে পরম-সুন্দরী ॥
দেখি মাত্র শ্রীধর হইলা মূরছিত ¶।
সেইমত ঢলিয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥
"উঠউঠ শ্রীধর !" প্রভুর আজ্ঞা হৈল।
প্রভু-বাক্যে শ্রীধর সে চৈতন্য পাইল ॥
প্রভু বোলে "শ্রীধর ! আমারে কর' স্তুতি।"
শ্রীধর বোলয়ে "নাথ ! মুঞি মূঢ়মতি ॥
কোন্ স্তুতি জানোঁ। মুঞি-ছারের ॥ শকতি।"
প্রভু বোলে "তোর বাক্য—সে-ই § মোর স্তুতি ॥"

* 'তোমার নাছের কুক্কুর'। † 'খোলা'। ‡ [illegible] § 'সেই শ্রীধর শ্রীবন্ধু বিষ্ণু'। ¶ 'বলে ছলে'।
* 'প্রভু পাছে'। † 'কেহো'। ‡ 'মহাফণা ছত্র ধরে'। § স্তুতি। ¶ 'মুরছিত'। ॥ 'কি মোর'। § 'মোর'।

প্রভুর আজ্ঞায় জগন্মাতা সরস্বতী।
প্রবেশিলা জিহ্বায়, শ্রীধর করে স্তুতি ॥
"জয়জয় জয় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
জয়জয় জয় নবদ্বীপ-পুরন্দর * ॥
জয়জয় অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি-নাথ।
জয়জয় শচী-পুণ্যবতী-গর্ভজাত ॥
জয় মহা-বেদ গোপ্য জয় বিপ্ররাজ।
যুগেযুগে ধর্ম্ম পাল' করি নানা কাজ † ॥
গূঢ়রূপে বেড়াইলা ‡ নগরেনগরে।
বিনি তুমি জানাইলে কে জানিতে § পারে ॥
তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম তুমি ভক্তি জ্ঞান।
তুমি শাস্ত্র ¶ তুমি বেদ তুমি সর্ব্বধ্যান ॥
তুমি ঋদ্ধি তুমি সিদ্ধি $ তুমি যোগ ভোগ।
তুমি শ্রদ্ধা তুমি দয়া তুমি মোহ লোভ ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি অগ্নি জল।
তুমি সূর্য্য তুমি বায়ু তুমি ধন বল ॥
তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি তুমি অজ ভব।
তুমি বা হইবে কেনে,—তোমার এ সব ॥
পূর্ব্বে মোর স্থানে তুমি আপনে × বলিলা।
'তোর গঙ্গা দেখ মোর চরণ-সলিলা' ॥
তভু ÷ মোর পাপ-চিত্তে নহিল স্মরণ।
না জানিলুঁ তুয়া দুই অমূল্য চরণ ॥
যে তুমি করিলা ধন্য গোকুলনগরে। =
এখনে হইলা নবদ্বীপ-পুরন্দরে ॥
রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর-ভিতরে।
হেনমতে নবদ্বীপে হইলা বাহিরে ॥
ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা' * জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে ॥
ভক্তিযোগে তোমারে বেঁচিল সত্যভামা।
ভক্তিবশে † তুমি কান্ধে কৈলে গোপরামা ॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি বহে যারে মনে।
সে তুমি শ্রীদাম গোপ বহিলা আপনে ॥
যাহা হৈতে আপনার পরাভব হয়ে।
সেই বড় গোপ্য লোক কাহারেও না কহে ‡।
ভক্তি লাগি সর্ব্ব-স্থানে পরাভব পায়্যা।
জিনিঞা বেড়াও তুমি ভক্তি লুকাইয়া § ॥
সে মায়া হইল চূর্ণ—আর নাহি লাগে।
হের-দেখ সকল-ভুবনে ভক্তি মাগে' ॥
সেকালে হারিলা জন-দুই-চারি-স্থানে।
একালে বান্ধিব তোমা' সর্ব্বজনেজনে ॥"
মহা-শুদ্ধা-সরস্বতী শ্রীধরের শুনি।
বিস্ময় পাইলা সর্ব্ব-বৈষ্ণব-আগণি ¶ ॥
প্রভু বোলে শ্রীধর! বাছিয়া মাগ' বর।
অষ্টসিদ্ধি দিব আজি তোমার গোচর ॥"
শ্রীধর বোলেন "প্রভু! আরো ভাণ্ডাইবা।
নিশ্চিন্তো থাকহ তুমি, আর না পারিবা ॥"

---

* 'নবদ্বীপের ঈশ্বর'। † 'সাজ'। ‡ 'সাজাইলা'।
§ 'জানাত্যে'। ¶ 'শাস্ত্রা'। ‖ 'শুদ্ধি'।
$ 'বুদ্ধি'। × 'এ সব'। ÷ 'তবে'।
= তিনখানি প্রাচীন পুথিতে 'যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল-নগরে' এই পংক্তির পরবর্ত্তী 'এখানে হইলা নবদ্বীপ পুরন্দরে' পংক্তিটি নাই; পরন্তু ইহার পূরণ-স্বরূপে 'ভক্তি-যোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে' এই পংক্তির পরে 'ভক্তিতে উদ্ধার কৈলে কুবের-কুমারে' এই পংক্তিটি বিন্যস্ত হইয়াছে।

* 'ভীষ্মদেব'। † 'যোগে'।
‡ 'কেহো বলে কহে'। § 'লুকাঞা লুকাঞা'।
¶ 'বৈষ্ণবাগ্রগণি' বা 'বৈষ্ণব-আগুণি'।

প্রভু বোলে "দরশন মোর ব্যর্থ নহে।
অবশ্য পাইবা বর—যেই চিত্তে লয়ে ॥"
"মাগ' মাগ" পুনঃপুন বোলে বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর বোলয়ে "প্রভু! দেহ' এই বর ॥
'যে ব্রাহ্মণ কাড়িলেন মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মেজন্মে নাথ ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল।
মোর প্রভু হউ তাঁর * চরণ যুগল' ॥"
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে শ্রীধরে।
দুই বাহু তুলি কান্দে মহা-উচ্চস্বরে ॥
শ্রীধরের ভক্তি দেখি বৈষ্ণব-সকল।
অন্যোহন্যে কান্দে সব হইয়া বিহ্বল ॥
হাসি বোলে বিশ্বম্ভর "শুনহ শ্রীধর!
এক মহারাজ্যে করোঁ তোমারে † ঈশ্বর ॥"
শ্রীধর বোলয়ে "আমি কিছুই না চাই।
হেন কর' প্রভু! যেন তোর নাম ‡ গাই ॥"
প্রভু বোলে "শ্রীধর! আমার তুমি দাস।
এতেকে দেখিলে তুমি আমার প্রকাশ ॥
এতেকে তোমার মতি-ভেদ না হইল।
বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল ॥"
জয়জয়ধ্বনি হৈল বৈষ্ণবমণ্ডলে।
'শ্রীধর পাইল বর' শুনিল সকলে ॥
ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিব এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য ॥
কি করিব বিদ্যা-ধন-রূপ-বেশ§-কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি সব পড়য়ে নির্ম্মূলে ॥

* 'ভাবোঁ'।　† 'তোরে করিলু'।
‡ 'গুণ'।　§ 'যশ'।

কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটি-কল্পে কোটীশ্বরে না দেখিল * তাহা ॥
অহঙ্কার † দ্রোহ মাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত-ফল তার না জানয়ে পাছে ॥
দেখি মূর্খ-দরিদ্রেরে সুজনে যে ‡ হাসে'।
কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজ-কর্ম্ম-দোষে ॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি, দেখিতে ‡ দুর্গতি ॥
খোলাবেচা শ্রীধর—তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্ট-সিদ্ধিকে উপেক্ষি ॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ ॥
বিষয়মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥
শ্রীধর পাইলা বর করিয়া স্তবন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন ॥
প্রেমভক্তি হয় কৃষ্ণচরণারবিন্দে।
সে-ই কৃষ্ণ পায়ে যে বৈষ্ণবে না নিন্দে' ॥
নিন্দায়ে নাহিক কার্য্য, সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা মহা-মহাভাগ ॥
অনিন্দুক হই যে সকৃত ¶ 'কৃষ্ণ' বোলে।
সত্যসত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে ॥

* 'পাইল' বা 'দেখিব'।　† 'অহঙ্কারে'।
‡ 'দরিদ্র যে সুজনেরে'।　§ 'দেশয়ে'।
¶ 'আনন্দে ভাবয়ে সুকৃতি' বা 'আনন্দ করিয়া যে সুকৃতি'।

বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর এই মনস্কাম।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ * হউ মোর প্রাণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীধর-বর-লাভ-বর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশম অধ্যায়।

(মোর মোর বধুঁয়া। গৌর গুণনিধিয়া॥ধ্রু॥)†
হেনমতে প্রভু শ্রীধরেরে বর দিয়া।
'নাঢ়া নাঢ়া নাঢ়া' বোলে মস্তক ঢুলাঞা॥
প্রভু বোলে "আচার্য্য! মাগহ নিজ কার্য্য।"
"যে মাগিলুঁ তাহা পাইলুঁ" বোলয়ে আচার্য্য॥
হুঙ্কার করয়ে জগন্নাথের নন্দন।
হেন শক্তি নাহি কারো—বলিতে বচন॥
মহাপরকাশ প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
গদাধর যোগায় তাম্বূল, প্রভু খায়॥
ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দ ধরে ছত্র।
সম্মুখে অদ্বৈত-আদি সব ‡ মহাপাত্র॥
মুরারিরে আজ্ঞা হৈল "মোর রূপ দেখ।"
মুরারি দেখয়ে—রঘুনাথ পরতেখ॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসি আছে মহা ধনুর্দ্ধর॥

জানকী লক্ষ্মণ দেখে—বামেতে দক্ষিণে।
চৌদিগে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে॥
আপন প্রকৃতি বাসে' যেহেন বানর।
সকৃত দেখিয়া মূর্চ্ছা পাইল বৈদ্যবর॥
মূর্চ্ছিত হইয়া গুপ্ত * মুরারি পড়িলা।
চৈতন্যের ফাঁদে গুপ্ত মুরারি রহিলা †॥
ডাকি বোলে বিশ্বম্ভর "আরে রে বানরা।
পাসরিলি—তোরে পোড়াইল সীতাচোরা॥
তুই তার পুরী পুড়ি কৈলি বংশক্ষয়।
সেই প্রভু আমি—তোরে দিল পরিচয়॥
উঠউঠ মুরারি! আমার তুমি প্রাণ।
আমি সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি হনূমান্॥
সুমিত্রানন্দন দেখ তোমার জীবন।
যারে জীয়াইলে আনি সে গন্ধমাদন॥
জানকীর চরণে করহ নমস্কার।
যার দুঃখ দেখি তুমি কান্দিলা অপার॥
চৈতন্যের বাক্যে গুপ্ত চৈতন্য পাইলা।
দেখিয়া সকল ‡ প্রেমে কান্দিতে লাগিলা॥
শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রবে' শুনি গুপ্তের ক্রন্দন।
বিশেষে দ্রবিলা সর্ব্ব-ভাগবতগণ॥

* 'চৈতন্যের নিত্যানন্দ'।
† অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জয় নিত্যানন্দ অনাদি ঈশ্বর॥"
‡ 'সম্মুখে আছেন অদ্বৈতাদি'।

* 'ভূমে'। † 'বাঁধিলা'। ‡ 'সকল' বা 'সকলে'।

পুনরপি মুরারিরে বোলে বিশ্বম্ভর।
"যে তোমার অভিমত ইচ্ছি লহ বর॥"
মুরারি বোলয়ে "প্রভু! আর নাহি চাহোঁ।
হেন কর, প্রভু! যেন তোর গুণ * গাওঁ॥
যে-তে-ঠাঞি প্রভু! কেনে জন্ম নহে মোর।
তথাইতথাই যেন স্মৃতি হয় তোর॥
জন্মজন্ম তোমার যে সব প্রভু! † দাস।
তাঁ'সভার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস॥
'তুমি প্রভু, মুঞি দাস' ইহা নাহি যথা।
হেন সত্য কর' প্রভু! না ফেলিবে‡ তথা॥
সপার্ষদে তুমি যথা কর' অবতার।
তথাইতথাই দাস হইব তোমার॥"
প্রভু বোলে "সত্যসত্য এই বর দিল।"
মহা-মহা-জয়ধ্বনি ততক্ষণে § হৈল॥
মুরারির প্রতি সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রীত।
সর্ব্বভূতে কৃপালুতা মুরারি-চরিত॥
যে-তে-স্থান মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্ব-তীর্থ-শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥
মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কা'র।
মুরারি-বল্লভ ¶ প্রভু সর্ব্ব-অবতার॥
ঠাকুর চৈতন্য বোলে "শুন সর্ব্ব-গণ!
সকৃত মুরারি-নিন্দা করে যেই জন॥
কোটি-গঙ্গাস্নানে তার নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা-হরি-নামে তার করিব সংহার॥
মুরারি বৈসয়ে গুপ্তে ইহার ‖ হৃদয়ে।
এতেকে 'মুরারি-গুপ্ত' নাম যোগ্য হয়ে॥"

মুরারিরে কৃপা দেখি ভাগবতগণ।
প্রেমযোগে 'কৃষ্ণ' বলি করয়ে রোদন॥
মুরারিরে কৃপা কৈল শ্রীচৈতন্য-রায়।
ইহা যেই শুনে সেই প্রেমভক্তি পায়॥
মুরারি শ্রীধর কান্দে সম্মুখে পড়িয়া।
প্রভুও তাম্বূল খায় গর্জ্জিয়াগর্জ্জিয়া॥
হরিদাস প্রতি প্রভু সদয় হইয়া।
"মোরে দেখ হরিদাস!" বোলে ডাক দিয়া॥
"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দড়॥
পাপিষ্ঠ যবনে তোমা' বড় * দিল দুঃখ।
তাহা স্মঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক॥
শুনশুন হরিদাস! তোমারে যখনে।
নগরেনগরে মারি বেড়ায় যবনে॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ, চক্র ধরি করে।
নাম্বিলুঁ বৈকুণ্ঠ হৈতে সভা' কাটিবারে॥
প্রাণান্ত করিয়া তোমা' মারে যে-†সকল।
তুমি ‡ মনে চিন্ত' তাহাসভার কুশল॥
আপনে মারণ খাও, তাহা নাহি লেখ' §।
তখনেহ তা'সভারে মনে ভাল দেখ॥
তুমি ভাল দেখিলে¶ না করোঁ মুঞি বল।
তোলোঁ চক্র, তোমা লাগি সে হয়‖ বিফল॥
কাটিতে না পারোঁ তোর সঙ্কল্প লাগিয়া।
তোর $ পৃষ্ঠে পড়োঁ তোর মারণ দেখিয়া॥
তোহোর মারণ নিজ-অঙ্গে করি লঙো।
এই তার চিহ্ন আছে, মিছা নাহি কহোঁ॥

* 'তব নাম'। † 'সেবক প্রিয়'।
‡ 'পাড়িবে' বা 'কেলিহ'। § 'ভক্তগণে'।
¶ 'দুর্ল্লভ'। ‖ 'তাহার' বা 'যাহার।'

* 'যত তোরে'। † 'মারয়ে'।
‡ 'তভো'। § 'দেখ'। ¶ 'চিন্তিলে'।
‖ 'মোর চক্র তোমা লাগি হইল'। $ 'তবে'

যে বা গৌন ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইলুঁ, তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে' ॥
তোমারে চিনিল মোর নাঢ়া ভালমতে।
সর্ব্ব-ভাবে মোরে বন্দী করিলা অদ্বৈতে ॥"
ভক্ত * বাঢ়াইতে নিজ ঠাকুর সে † জানে।
কি বা বোলে, কি বা ‡ করে, ভক্তের কারণে ॥
জ্বলন্ত-অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন-ইচ্ছায় ॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত-ভুবনে ॥
হেন কৃষ্ণভক্ত-নামে না পায় সন্তোষ।
সেই সব পাপীরে লাগিল § দৈব-দোষ ॥
ভক্তের মহিমা ভাই! দেখ চক্ষু ভরি।
কি বলিলা হরিদাস প্রতি গৌরহরি ॥
প্রভু-মুখে শুনি মহা-কারুণ্য-বচন।
মূর্চ্ছিত পড়িলা হরিদাস ততক্ষণ ॥
বাহ্য দূরে গেল, ভূমিতলে হরিদাস।
আনন্দে ডুবিলা, তিলার্দ্ধেক নাহি শ্বাস ॥
প্রভু বোলে "উঠউঠ মোর হরিদাস!
মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ ॥
বাহ্য পাইল হরিদাস প্রভুর বচনে।
কোথা রূপ-দরশন,—করয়ে ক্রন্দনে ॥
সকল-অঙ্গনে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
মহাশ্বাস বহে ক্ষণে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় ॥
মহাবেশ হৈল হরিদাসের শরীরে।
চৈতন্য করায়ে স্থির, তবু নহে স্থিরে ॥

* 'ভক্তি'। † 'সে ঠাকুর ভাল'।
‡ 'কি বা বোলে কি না'। § 'এই সব পাপীর হৈল'।

"বাপ বিশ্বম্ভর প্রভু জগতের নাথ!
পাতকীরে কর কৃপা, পড়িলুঁ তোমাত ॥
নির্গুণ অধম সর্ব্ব-জাতি-বহিষ্কৃত।
মুঞিঁ কি বলিব প্রভু! তোমার চরিত ॥
দেখিলে পাতক মোরে, পরশিলে স্নান।
মুঞিঁ কি বলিব প্রভু! তোমার আখ্যান ॥
এক সত্য করিয়াছ আপন-বদনে।
যে জন তোমার করে চরণ-স্মরণে ॥
কীটতুল্য হয় তভু * তারে নাহি ছাড়'।
ইহাতে অন্যথা হৈলে নরেন্দ্রেরে পাড়' ॥
এহ বল নাহি মোর,—স্মরণ-বিহীন।
স্মরণ করিলে মাত্র—রাখ তুমি দীন ॥
সভা-মধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন।
আনিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন দুঃশাসন ॥
সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা স্মঙরিলা।
স্মরণ-প্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা ॥
স্মরণ-প্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত।
তথাপিহ না জানিল সে সব দুরন্ত ॥
কোন-কালে পার্ব্বতীরে ডাকিনীর গণে।
বেঢ়িয়া খাইতে কৈল তোমার স্মরণে ॥
স্মরণ-প্রভাবে তুমি আবির্ভাব হৈয়া।
করিলা সভার শান্তি বৈষ্ণবী তারিয়া ॥
হেন-তুয়া-স্মরণ-বিহীন মুঞিঁ পাপ।
মোরে তোর চরণে শরণ † দেহ' বাপ!
বিষ, সর্প, অগ্নি, জলে পাথরে বান্ধিয়া।
ফেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া ॥
প্রহ্লাদ করিল তোর চরণ-স্মরণ।
স্মরণ-প্রভাবে সর্ব্ব-কৃত্যা ‡-বিমোচন ॥

* 'যদি'। † 'স্মরণ'। ‡ 'দুঃখ'।

কারো বা ভাঙ্গিল দন্ত, কারো তেজ নাশ।
স্মরণ-প্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ ॥
পাণ্ডুপুত্র স্মঙরিল দুর্ব্বাসার ভয়ে।
অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা হইয়া * সদয়ে ॥
চিন্তা নাহি যুধিষ্ঠির! হের-দেখ আমি।
আমি দিব মুনি-ভিক্ষা, বসি থাক তুমি ॥
অবশেষ এক শাক আছিল হাণ্ডীতে।
সন্তোষে খাইলা নিজভকত † রাখিতে ॥
স্নানে সব ঋষির উদর মহা ফুলে'।
সেইমত সব ঋষি পলাইলা জলে ‡ ॥
স্মরণ-প্রভাবে পাণ্ডুপুত্রের মোচন।
এ সব কৌতুক-সব§ স্মরণ-কারণ ॥
অখণ্ড স্মরণ-ধর্ম্ম ইহা-সভাকার।
তেঞি চিত্র নহে ইহা-সভার উদ্ধার ॥
অজামিল—স্মরণের মহিমা অপার।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-হীন তাহা বই নাহি আর ॥
দূতভয়ে পুত্রস্নেহে দেখি পুত্রমুখ।
স্মঙরিল পুত্রনাম 'নারায়ণ'-রূপ ॥
সেই ত স্মরণে সব খণ্ডিল আপদ।
তেঞি চিত্র নহে—ভক্ত স্মরণ-সম্পদ ॥
হেন তোর চরণ-স্মরণ-হীন মুঞি।
তথাপিহ প্রভু! মোরে না ছাড়িবি তুঞি ॥
তোমা' দেখিবারে মোর কোন্ অধিকার।
এক বই প্রভু! কিছু না চাহিব আর ॥"
প্রভু বোলে "বোল বোল—সকল তোমার।
তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার ॥"

কর-জোড় করি বোলে প্রভু হরিদাস।
"মুঞি অল্প-ভাগ্য প্রভু! করোঁ বড় আশ ॥
'তোমার চরণ ভজে—যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস ॥
সেই সে ভোজন মোর হউ জন্মজন্ম।
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুলধর্ম্ম' ॥
তোমার স্মরণ-হীন পাপ-জন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর ॥
এই মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয়।
মহা-পদ চাহো—যে মোহর যোগ্য নয় ॥
প্রভু রে নাথ রে মোর বাপ বিশ্বম্ভর!
মৃত মুঞি, মোর অপরাধ ক্ষমা কর' ॥
শচীর নন্দন বাপ! কৃপা কর' মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত-ঘরে ॥"
প্রেমভক্তিময় হৈলা প্রভু হরিদাস।
পুনঃপুন করে কাকু, না পুরয়ে আশ ॥
প্রভু বোলে "শুনশুন মোর হরিদাস!
দিবসেকো তোমা'সঙ্গে কৈল যেই বাস ॥
তিলার্দ্ধেকে তুমি যার সঙ্গে কহ কথা।
সে অবশ্য আমা' পাইব, নাহিক অন্যথা ॥
তোমারে যে করে শ্রদ্ধা, সে করে আমারে।
নিরন্তর আছি * আমি তোমার শরীরে ॥
তুমি-হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল।
তুমি মোরে হৃদয়ে বান্ধিলা সর্ব্বকাল ॥
মোর স্থানে মোর সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
বিনি-অপরাধে তোরে ভক্তি দিলা দানে ॥"
হরিদাস-প্রতি বর দিলেন যখনে।
জয়জয়-মহাধ্বনি উঠিল তখনে ॥

---

* 'হৈয়া হইলা'। ‡ 'শাক, সেবক'।
† 'ভরে'। § 'তোর'।

* 'থাকি'। † 'ভক্তি দিলাঙ বর।'

জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্ত্তি বিনে না পাই কৃষ্ণেরে॥
যে-তে-কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম—সর্ব্ব-শাস্ত্রে কহে॥
এই তার প্রমাণ—যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দেখিল পরকাশ॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি-বুদ্ধি করে।
জন্মজন্ম অধম-যোনিতে ডুবি মরে॥
হরিদাস-স্তুতি-বর শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
এ বচন মোর নহে, সর্ব্ব-শাস্ত্রে কহে।
ভক্তাখ্যান শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়ে'॥
মহাভক্ত হরিদাস জয়* জয় জয়।
হরিদাস-স্মরণে সকল†পাপ-ক্ষয়॥
কেহো বোলে "চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।"
কেহো বোলে "প্রহ্লাদের যেন পরকাশ॥"
সর্ব্ব-মতে মহাভাগবত হরিদাস।
চৈতন্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যাহার বিলাস॥
ব্রহ্মা শিব হরিদাস-হেন ভক্ত-সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥
হরিদাস স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব-জীবের অনাদি কর্ম্মপাশ॥
প্রহ্লাদ যেহেন দৈত্য, কপি হনুমান্।
এইমত হরিদাস নীচ-জাতি-নাম॥
হরিদাস কান্দে, কান্দে মুরারি শ্রীধর।
হাসিয়া তাম্বূল খায় প্রভু বিশ্বম্ভর॥

বসি আছে মহাজ্যোতি খট্টার উপরে।
মহাজ্যোতি নিত্যানন্দ ছত্র ধরে শিরে॥
অদ্বৈতের ভিতে চা'হি হাসিয়া হাসিয়া।
মনের বৃত্তান্ত তাঁর কহে প্রকাশিয়া॥
"শুনশুন আচার্য্য! তোমারে নিশাভাগে।
ভোজন করাইল আমি, তাহা মনে জাগে?
যখন আমার নাহি হয় অবতার।
আমারে আনিতে শ্রম করিলে অপার॥
গীতা*শাস্ত্র পঢ়াও—বাখান' ভক্তি মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কে বা আছে পাত্র†?
যে শ্লোকের ব্যাখ্যায় ‡ নাহি পাও ভক্তিযোগ।
শ্লোকেরে না দেহ' দোষ, ছাড়' সর্ব্ব-ভোগ॥
দুঃখ পাই সুতি থাক করি উপবাস।
তবে আমি তোমা' স্থানে হই পরকাশ॥
তোমার উপাসে মুঞি মানোঁ উপবাস।
তুমি মোরে যেই দেহ' সেই মোর গ্রাস॥
তিলার্দ্ধ তোমার দুঃখ আমি নাহি সহি।
স্বপ্নে আমি § তোমার সহিত কথা কহি॥
উঠউঠ আচার্য্য! শ্লোকের অর্থ শুন।
এই অর্থ, এই পাঠ, নিঃসন্দেহ জান॥
উঠিয়া ভোজন কর, না কর' উপাস।
তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ॥
সন্তোষে উঠিয়া তুমি করহ ভোজন।
আমি বলি, ¶ তুমি যেন মানহ স্বপন॥"

---

* 'ঠাকুর'। † 'পরশনে সর্ব্ব'।

* 'সর্ব্ব'। † 'নাহি কেহো পাত্র'।
‡ 'অর্থে'। § 'আসি'। ¶ 'ছলে'।

এইমত যেই যেই পাঠে দ্বিধা হয়।
আসিয়া চৈতন্যচন্দ্র আপনে * কহয় ॥
যত রাত্রি স্বপ্ন হয়, যে দিন, যখনে।
যত শ্লোক,—সব প্রভু কহিলা আপনে ॥
ধন্যধন্য অদ্বৈতের ভক্তির মহিমা।
ভক্তিভক্তি কি বলিব †, এই তার সীমা ॥
প্রভু বোলে "সর্ব্ব-পাঠ কহিল তোমারে।
এক পাঠ নাহি কহি, আজি কহি তোরে ॥
সম্প্রদায়-অনুরোধে সভে মন্দ পড়ে।
'সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তৎ' এই পাঠ নড়ে ॥
আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট।
'সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ' ‡ এই সত্য পাঠ ॥

তথাহি (গীতা ১৩।১৩)—

"সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥" ১ ॥

টীকা

অথ পরমাত্মবস্তূপদিশতি, সর্ব্বতঃপাণীতি। তৎ—পরমাত্মবস্তু, সর্ব্বতঃপাণিপাদমিত্যাদি বিস্ফূটার্থম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

সকলদিকেই যাঁহার পাণি ও চরণ, সকলদিকেই যাঁহার নয়ন, মস্তক ও বদন, আর সকলদিকেই যাঁহার শ্রবণ, তিনিই পরমাত্মবস্তু, তিনি ইহ লোকে সকল আবরণ করিয়া রহিয়াছেন ॥১॥

"অতি-গুপ্ত-পাঠ আমি কহিল তোমারে।
তোমা' বই পাত্র কেবা আছে কহিবারে ॥"
চৈতন্যের গুপ্ত-শিষ্য আচার্য্য-গোসাঞি।
চৈতন্যের সর্ব্ব-ব্যাখ্যা আচার্য্যের ঠাঞি ॥

শুনিঞা আচার্য্য প্রেমে কান্দিতে লাগিলা।
পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা ॥
অদ্বৈত বোলয়ে "আর কি বলিব মুঞি।
এই মোর মহত্ত্ব যে, মোর নাথ তুঞি ॥"
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য্যগোসাঞি।
প্রভুর প্রকাশ দেখি বাহ্য কিছু নাঞি ॥
এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
অধঃপাত হয় তার, জানিহ নিশ্চিত ॥
মহাভাগবতে বুঝে অদ্বৈতের * ব্যাখ্যা।
আপনে চৈতন্য যারে করাইল শিক্ষা ॥
বেদে যেন নানামত করয়ে কথন।
এইমত আচার্য্যের দুর্জ্ঞেয় বচন ॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি যার †।
জানিহ ঈশ্বর-সঙ্গে ভেদ নাহি তার ‡ ॥
শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যবশে §।
সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি, নাহি তার দোষে ¶ ॥

তথাহি (ভা ১০।২০।৩৬)—

"গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং কচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥"২॥

টীকা

গিরয় ইতি। অয়ং ভাবঃ—ন হি উপাধ্যায়াঃ কর্ম্মবিদ্যামিব জ্ঞানিনো জ্ঞানামৃতং সর্ব্বতো বিতরন্তি, অপি তু কৃপয়া কচিদেব ; এবং গিরয়ঃ, শিবং—নির্ম্মলং, তোয়ং—জলং, কচিৎ মুমুচুঃ, কচিৎ ন ; ন পুনঃ প্রাবৃষীব সর্ব্বত ইতি। তত্র কৃপায়াং হেতুঃ পাত্রসাদ্গুণ্যং জ্ঞেয়ং, গিরিপক্ষেঽপি গঙ্গা-যমুনাদি-খাতরেখাস্বেব, ন তু ক্ষুদ্রখাতরেখাস্বিতি, কচিদ্গ্রহণাৎ ॥২॥

অনুবাদ

যেমন জ্ঞানিগণ জ্ঞানামৃত দান করেন,

* 'স্বপনের কথা প্রভু প্রত্যক্ষ'।
† 'ভক্তি-শাস্ত্রে কি কহিব'।
‡ 'সর্ব্বতঃপাণিপাদান্তং'।

* 'কোটি বৃহস্পতি জিনি আচার্য্যের'। † 'কার'।
‡ 'যার'। § 'ভাগ্যে বশে'। ¶ 'কোথাহো বরিষে'।

আবার দান করেনও না, এইরূপ শরৎকালে গিরিরাজি কোনস্থানে সুনির্ম্মল সলিল মোচন করিয়াছিলেন, আবার কোনস্থানে তাহা করেন নাই ॥ ২ ॥

এইমত অদ্বৈতের কিছু দোষ নাঞি।
ভাগ্যাভাগ্য বুঝি ব্যাখ্যা করে সেই ঠাঞি ॥
চৈতন্য-চরণ-সেবা অদ্বৈতের কাজ।
ইহাতে প্রমাণ সব-বৈষ্ণব-সমাজ ॥
সর্ব্ব-ভাগবতের বচন অনাদরি'।
অদ্বৈতের সেবা করে, নহে প্রিয়ঙ্করী ॥
চৈতন্যেতে মহামহেশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে-ই সে অদ্বৈতভক্ত —অদ্বৈত তাহার ॥
'সর্ব্বপ্রভু গৌরচন্দ্র' ইহা যে না লয়।
অক্ষয়-অদ্বৈত-সেবা ব্যর্থ তার হয় ॥
শিরচ্ছেদে * ভক্তি যেন করে দশানন।
না মানয়ে রঘুনাথ,—শিবের কারণ ॥
অন্তরে ছাড়িল শিব, সে না জানে ইহা।
সেবা ব্যর্থ হৈল, মৈল সবংশে পুড়িয়া ॥
ভাল-মন্দ শিবে ঝাট † ভাঙ্গিয়া না কহে।
যার বুদ্ধি থাকে, সে-ই চিত্তে বুঝি লয়ে ॥
এইমত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
বোলায় 'অদ্বৈতভক্ত'—চৈতন্য নিন্দিয়া ॥
না বোলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব-কারণেঁ।
না ধরে বৈষ্ণববাক্য, মরে ভাল-মনে ॥
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্ব-সিদ্ধি।
হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি ॥
ইহা বলিতেই আইসে ধাইয়া মারিবারে।
অহো মায়া বলবতী!—কি বলিব তারে ॥
প্রভুর যে * অলঙ্কার—ইহা নাহি জানে।
অদ্বৈতের প্রভু গৌর—ইহা নাহি মানে' ॥
পূর্ব্বে যে আখ্যান হৈল, সেই সত্য হয়।
তাহাতে প্রতীত যার নাহি তার ক্ষয় ॥
যত যত শুন যার মহত্ত্ব বড়াঞি।
চৈতন্যের সেবা হৈতে আর কিছু নাঞি ॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু যারে কৃপা করে।
যার যেন যোগ্য † ভক্তি সেই সে আদরে' ॥
অহর্নিশ লওয়ায় ঠাকুর নিত্যানন্দ।
"বোল ভাইসব! মোর প্রভু গৌরচন্দ্র ॥"
চৈতন্য-স্মরণ করি আচার্য্যগোসাঞি।
নিরবধি কান্দে, আর কিছু স্মৃতি নাঞি ॥
ইহা দেখি চৈতন্যেতে যার ভক্তি নয়।
তাহার আলাপে হয় সুকৃতির ক্ষয় ॥
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধ্যে যে অদ্বৈত গায়।
সে-ই সে বৈষ্ণব জন্মজন্ম কৃষ্ণ পায় ॥
অদ্বৈতের সে-ই সে একান্ত প্রিয়কর ‡।
এ মর্ম্ম না জানে যত অধম কিঙ্কর ॥
'সভার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর'।
একথায় অদ্বৈতেরে প্রীত বহুতর ॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না কর' সর্ব্বথা ॥
মধ্যখণ্ড-কথা বড় অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে সর্ব্ব খণ্ডয়ে পাষণ্ড § ॥

অদ্বৈতেরে বলিয়া গীতার সত্য পাঠ।
বিশ্বম্ভর মুকাইল ভক্তির কপাট ॥

* 'শিরশ্ছেদি'। † 'কিছু'।

* 'ভক্তয়াজ'। † 'ভাগ্য'।
‡ 'প্রিয়তর'। § 'ঘুচে অন্তর পাষণ্ড'।

শ্রীভুজ তুলিয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"সভে মোরে দেখ, মাগ' যার যেই বর।" *
আনন্দ পাইলা † সভে প্রভুর বচনে।
যার যেই ইচ্ছা মাগে' তাহার কারণে ॥
অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু! মোর এই বর।
মূর্খ নীচ দরিদ্রেরে ‡ অনুগ্রহ কর' ॥"
কেহো বোলে "মোর বাপে আসিবারে
না দে §।
তার চিত্ত ভাল হউ তোমার প্রসাদে ¶ ॥"
কেহো বোলে শিষ্য-প্রতি, কেহো
পুত্র ||-প্রতি।
কেহো ভার্য্যা $, কেহো ভৃত্যে,
যার যথা রতি × ॥
কেহো বোলে "আমার হউক গুরু-
ভক্তি ÷।"
এইমত বর মাগে', যার যেন শক্তি = ॥
ভক্ত-বাক্য-সত্যকারী + প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাসিয়াহাসিয়া সভাকারে দেন বর ॥
মুকুন্দ আছেন অন্তঃপটের বাহিরে।
সম্মুখ হইতে শক্তি মুকুন্দ না ধরে ॥
মুকুন্দ সভার প্রিয়—পরম-মহান্ত।
ভালমতে জানে সেই সভার বৃত্তান্ত ॥

* 'সভে মোরে মাগ' যার যেন লয় বর'।
† 'আনন্দিত হৈলা'। ‡ 'পতিতেরে'।
§ 'মোরে বাপ না দেয় আসিবারে'।
¶ 'দেহ' এই বরে' || 'গুরু'।
$ 'কেহো বাংস্লে'। × 'যেই মতি'।
÷ 'গুরুর হউ ভক্তি'। = 'যেই যুক্তি'।
\+ 'সত্য করি'।

নিরবধি কীর্ত্তন করিয়া প্রভু-সনে *।
কোনজন না বুঝে, তথাপি দণ্ড কেনে ॥
ঠাকুরেহ নাহি ডাকে †,
আসিতে না পারে।
দেখিয়া জন্মিল দুঃখ সভার অন্তরে ॥
শ্রীবাস বোলেন 'শুন ‡ জগতের নাথ!
মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমা'ত ॥
মুকুন্দ তোমার প্রিয়—মো'সভার প্রাণ।
কে বা নাহি দ্রবে' শুনি মুকুন্দের গান ॥
ভক্তিপরায়ণ সর্ব্বদিগে সাবধান।
অপরাধ না দেখিয়ে কর' অপমান ॥
যদি অপরাধ থাকে, তার শাস্তি কর'।
আপনার দাস কেনে দূরে পরিহর ॥
তুমি না ডাকিলে নারে সম্মুখ হইতে।
দেখুক তোমারে প্রভু! বোল ভালমতে ॥"
প্রভু বোলে "হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি মোরে
কেহো না সাধিবা § ॥
'খড় লয় জাঠি লয়' পূর্ব্বে যে শুনিলা।
অই বেটা সেই হয়, কেহো না চিনিলা ॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়-জাঠিয়া বেটা না দেখিব মোরে ॥"
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বোলে আরবার।
"বুঝিতে তোমার বাক্য ¶ কার অধিকার ॥
আমরা ত মুকুন্দের দোষ নাহি দেখি।
তোমার অভয়-পাদপদ্ম তার || সাক্ষী ॥"

* 'করয়ে প্রভু সনে' বা 'করয়ে প্রভু শুনে'।
† 'ঠাকুরেহ না' না কাড়ে'। ‡ 'প্রভু'।
§ 'কভু না বলিবা'। ¶ 'প্রভুর শক্তি'। || 'দুই'।

প্রভু বোলে "ও বেটা যখন যথা যায়।
সেইমত কথা কহি তথায় মিশায় ॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে ॥
অন্য-সম্প্রদায়ে গিয়া যখনে সান্তায় *।
নাহি মানে' ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায় ॥
'ভক্তি হৈতে বড় আছে' যে ইহা বাখানে'।
নিরন্তর জাঠি মারে মোরে † সেই জনে ॥
ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ ॥"
মুকুন্দ শুনয়ে সব বাহিরে থাকিয়া।
'না পাইব দরশন' শুনিলেন ইহা ॥
"গুরু-উপরোধে পূর্ব্বে না মানিলুঁ ভক্তি।
সব জানে মহাপ্রভু-চৈতন্যের শক্তি ॥"
মনে চিন্তে মুকুন্দ পরম-ভাগবত।
"এ দেহ রাখিতে মোর না হয় যুগত ‡ ॥
অপরাধী শরীর ছাড়িব আজি আমি।
দেখিব কতেক কালে, ইহা নাহি জানি ॥"
মুকুন্দ বোলেন "শুন ঠাকুর শ্রীবাস!
'কভুনি দেখিমু মুঞিও ?' বোল প্রভু-পাশ ॥"
কান্দয়ে মুকুন্দ দুই ঝরয়ে § নয়নে।
মুকুন্দের দুঃখে কান্দে ভাগবতগণে ॥
প্রভু বোলে "আর যদি কোটি জন্ম হয়।
তবে মোর দরশন পাইব নিশ্চয় ॥"
শুনিল 'নিশ্চয়-প্রাপ্তি' প্রভুর শ্রীমুখে।
মুকুন্দ সিঞ্চিত হৈলা পরানন্দ সুখে ॥

"পাইব পাইব" বলি করে মহানৃত্য।
আনন্দে * বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য ॥
মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেইখানে।
'দেখিবেন হেন বাক্য শুনিঞা শ্রবণে ॥
মুকুন্দ দেখিয়া প্রভু হাসে' বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা হৈল মুকুন্দেরে আনহ সত্বর ॥"
সকল বৈষ্ণব ডাকে "আইসহ মুকুন্দ!"
না জানে মুকুন্দ কিছু পাইয়া আনন্দ ॥
প্রভু বোলে "মুকুন্দ! ঘুচিল অপরাধ।
আইস আমারে দেখ, ধরহ প্রসাদ ॥"
প্রভুর আজ্ঞায় সভে আনিল ধরিয়া।
পড়িলা মুকুন্দ মহাপুরুষ দেখিয়া ॥
প্রভু বোলে "উঠউঠ মুকুন্দ আমার!
তিলার্দ্ধেকো অপরাধ নাহিক তোমার ॥
সঙ্গ-দোষ তোমার সকল হৈল ক্ষয়।
তোর স্থানে আমার হইল পরাজয় ॥
'কোটি জন্মে পাইবা' হেন বলিলাঙ আমি।
তিলার্দ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি ॥
'অব্যর্থ আমার বাক্য' তুমি সে জানিলা।
তুমি আমা' সর্ব্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা ॥
আমার গায়ন তুমি, থাক আমা' সঙ্গে।
পরিহাসপাত্র-সঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে ॥
সত্য যদি তুমি কোটি অপরাধ কর'।
সে সকল মিথ্যা, তুমি মোর প্রিয় দঢ় ॥
ভক্তিময় তোমার শরীর—মোর দাস।
তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস ॥"

* 'মিশায়'। † 'মুই'।
‡ 'যুক্ত'। § 'দুই অক্ষর'।

* 'প্রেমেতে'।

প্রভুর আশ্বাস শুনি কান্দয়ে মুকুন্দ।
ধিক্কার করিয়া (কান্দে) আপনারে বোলে মন্দ॥
"ভক্তি না মানিলুঁ মুঞিও এই ছার-মুখে।
দেখিলেই ভক্তিশূন্য কি পাইব সুখে॥
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন।
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ॥
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।
না পাইল সুখ—ভক্তি-শূন্যের কারণ॥
হেন ভক্তি না মানিল আমি * ছার-মুখে।
দেখিলে কি হৈব আর মোর প্রেমসুখে॥
যখনে চলিলা তুমি রুক্মিণীহরণে।
দেখিল নরেন্দ্র-সব † গরুড়বাহনে॥
অভিষেকে হৈল‡ রাজরাজেশ্বর নাম।
দেখিল নরেন্দ্র তোমা, মহা-জ্যোতির্ধাম §॥
ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাষ।
বিদর্ভ-নগরে তাহা করিলা প্রকাশ॥
তাহা দেখি মরে সব নরেন্দ্রের গণ।
না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণ॥
সর্ব্বযজ্ঞময় রূপ—কারণ-শূকর।
আবির্ভাব হৈলা তুমি জলের ভিতর॥
অনন্ত পৃথিবী লাগি' আছয়ে দশনে।
যে প্রকাশ-দেখিতে দেবের অন্বেষণে॥
দেখিলেক হিরণ্য—অপূর্ব্ব-দরশনে।
না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণে॥

আর মহা*প্রকাশ দেখিল তার ভাই।
যাহা † গোপ্য হৃদয়েতে কমলার ঠাঁই॥
অপূর্ব্ব নৃসিংহ-রূপ কহে ত্রিভুবনে ‡।
তাহা দেখি মরে ভক্তিশূন্যের কারণে॥
হেন ভক্তি মোর ছার-মুখে না মানিল।
এ বড় অদ্ভুত!—মুখ খসি না পড়িল॥
কুব্জা, যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার।
কোথায় দেখিল তারা প্রকাশ তোমার॥
ভক্তিযোগে তোমারে পাইল সেই-সব।
সেইখানে মরে কংস—দেখি অনুভব॥
হেন ভক্তি মোর ছার-মুখে না মানিল।
এই বড় কৃপা তোর,—তথাপি রহিল॥
যে ভক্তির প্রভাবে § অনন্ত মহাবলী।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ধরে হই কুতূহলী॥
সহস্র-ফণার এক ফণে বিন্দু যেন।
যশে মত্ত প্রভু, না জানয়ে 'আছে হেন॥
নিরাশ্রয়ে পালন করেন সভাকার।
ভক্তিযোগ-প্রভাবে এ সব অধিকার॥
হেন ভক্তি না মানিলুঁ মুঞিও পাপমতি।
অশেষ-জন্মেও মোর নাহি ভাল-গতি॥
ভক্তিযোগে গৌরীপতি হইলা শঙ্কর।
ভক্তিযোগে নারদ হইলা মুনিবর॥
বেদ ধর্ম্ম যোগ—নানা শাস্ত্র করি ব্যাস।
তিলার্দ্ধেক চিত্তে নাহি বাসেন প্রকাশ॥
মহা-গোপ্য-জ্ঞানে ভক্তি বলিলা সংক্ষেপে।
সবে এই অপরাধ*—চিত্তের ¶ বিক্ষেপে॥

---

* 'মুঞি না মানিলুঁ' বা 'না মানিল মোর'।
† 'তোমা'। ‡ 'মহা-অভিষেক'।
§ 'সব জ্যোতির্ম্ময় ধাম'।

* 'এক'। † 'মহা'। ‡ 'সর্ব্বজনে'।
§ 'প্রতাপে'। ¶ 'চিত্তেতে'।

নারদের বাক্যে ভক্তি করিলা বিস্তার।
তবে মনোদুঃখ গেল, তারিলা সংসার॥
কীট হই না মানিলুঁ মুঞি হেন ভক্তি।
আরো তোমা দেখিবারে আছে
মোর শক্তি ?"
বাহু তুলি কান্দয়ে মুকুন্দ মহাদাস।
চলয়ে শরীর যেন, হেন বহে শ্বাস॥*
সহজে একান্ত-ভক্ত †—কি কহিব সীমা।
চৈতন্যপ্রিয়ের মাঝে যাহার গণনা॥
মুকুন্দের খেদ দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু করিলা উত্তর॥
"মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়ঙ্করী।
যথা গাও তুমি তথা আমি অবতরি॥
তুমি যত কহিলে সকল সত্য হয়।
ভক্তি বিনে আমা দেখিলেও কিছু নয়॥
এই তোরে সত্য কহি, বড় প্রিয় তুমি।
বেদ-মুখে বলিয়াছি যত কিছু আমি॥
যে যে কর্ম্ম কৈলে হয় যে যে দিব্যগতি।
তাহা ঘুচাইতে পারে কাহার ‡ শকতি॥
মুঞি পারোঁ সকল অন্যথা করিবারে।
সর্ব্ব-বিধি-উপরে আমার অধিকারে॥
মুঞি সত্য করিয়াছোঁ আপনার মুহে §।
মোর ভক্তি বিনে কোন কর্ম্মে কিছু নহে ¶॥
ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম্ম-দুঃখ।
মোর দুঃখে ঘুচে তার দরশন-সুখ॥

* 'শরীর চলয়ে হেন বহে মহাশ্বাস'। † 'ভক্তি'।
‡ 'নারে কাহার' বা 'পারে যাহার'।
§ 'কহিয়াছো আপনার মুখে'।
¶ 'কারো কর্ম্ম নহে সুখে'।

রজকেও দেখিল, মাগিল তার ঠাঞি।
তথাপি বঞ্চিত হৈল, যাতে প্রেম * নাঞি॥
আমা, দেখিবারে সেই কত তপ কৈল।
কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল॥
পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশনে।
না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণে॥
মোর সেবকের ঠাঞি যার অপরাধ।
মোর দরশন-সুখ তার হয় বাধ॥
ভক্ত-স্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন-শক্তি॥
যতেক কহিলে তুমি, সব মোর কথা।
তোমার মুখে বা † কেনে আসিব অন্যথা॥
ভক্তি বিলাইমু মুঞি' বলিল তোমারে।
আগে প্রেমভক্তি দিল তোর কণ্ঠস্বরে॥
যত দেখ আছে মোর বৈষ্ণবমণ্ডল।
শুনিলে তোমার গান দ্রবয়ে ‡ সকল॥
আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত।
এইমত হউ তোরে সকল মহান্ত॥
যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার॥"
মুকুন্দের প্রতি § যদি বর-দান কৈল।
মহা-জয়জয়ধ্বনি তখনে উঠিল॥
হরি বোল হরি বোল জয় জগন্নাথ।
হরি বলি নিবেদই সভে তুলি হাথ॥
মুকুন্দের স্তুতি বর শুনে যেই জন।
সেহো মুকুন্দের সঙ্গে হইব গায়ন॥

* 'ভক্তি'। † 'মুখেতে'।
‡ 'দ্রবিব', 'দ্রবিল' বা 'দ্রবিত'। § 'মুকুন্দেরে এত'।

এ সব চৈতন্য-কথা বেদের নিগূঢ়।
সুবুদ্ধি মানয়ে ইহা, না মানয়ে মূঢ় ॥
শুনিলে এসব কথা যার হয় সুখ।
অবশ্য দেখিব সেই শ্রীচৈতন্য-মুখ ॥
এইমত যতযত ভক্তের মণ্ডল।
সভে কৈলা স্তুতি—বর পাইল সকল ॥
শ্রীবাসপণ্ডিত অতিমহামহোদার।
অতএব তান গৃহে সব ব্যবহার * ॥
যার যেনমত ইষ্ট প্রভু আপনার।
সেই বিশ্বম্ভর দেখে সেই † অবতার ॥
'মহা মহা-পরকাশ' ইহারে সে বলি।
এমত করয়ে গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥
এইমত দিনেদিনে প্রভুর প্রকাশ।
সপত্নীকে চৈতন্যের দেখে যত দাস ॥
দেহ-মন-নির্ব্বিশেষে যে যে হয় দাস।
তারা সে দেখিতে পায় এ সব প্রকাশ ॥
সেই নবদ্বীপে আর কতকত আছে।
তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগী মাঝেমাঝে ॥
যাবৎকাল গীতা ‡ ভাগবত কেহো § পড়ে।
কেহো বা পড়ায়, স্বধর্ম্মেতে ¶ নাহি নড়ে ॥
কেহোকেহো পরিগ্রহ কিছুই না ‖ লয়।
বৃথা আকুমার-ধর্ম্মে শরীর শোষয় ॥
সেইখানে হেন বৈকুণ্ঠের সুখ হৈল।
বৃথা-অভিমানী একো জনা না দেখিল ॥
শ্রীবাসের দাস দাসী যে সব $ দেখিল।
শাস্ত্র পড়িয়াও তাহা কেহো না জানিল ॥

মুরারিগুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
কেহো মাথা মুণ্ডাইয়া তাহা না দেখিল ॥
ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য * নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ † চৈতন্যগোসাঞি ॥
বড় কীর্ত্তি হইলে চৈতন্য নাহি পাই।
ভক্তিবশ সবে প্রভু—চারি-বেদে গাই ॥
সেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল।
যত ভট্টাচার্য্য একো জনা না দেখিল ॥
দুষ্কৃতির সরোবরে কভু জল নহে ‡।
এমন প্রকাশে কি বঞ্চিত জীব হয়ে ?
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' তিরোভাব' এই কহে বেদ ॥
অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যখনে যাহারে করে দৃষ্টি-অধিকারে ॥
সে-ই দেখে, আর দেখিবারে শক্তি নাঞি।
নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতন্যগোসাঞি ॥
যে মন্ত্রেতে § যে বৈষ্ণব ইষ্ট-ধ্যান করে।
সেইমত দেখায় ¶ ঠাকুর-বিশ্বম্ভরে ॥
দেখাইয়া আপনে শিখায় সভাকারে।
"এ সকল কথা ভাই! শুনে পাছে আরে ॥
জন্মজন্ম তোমরা পাইবে মোর সঙ্গ।
তোমা' সভার ভৃত্যেও দেখিব মোর রঙ্গ ‖ ॥"
আপন-গলার মালা দিলা সভাকারে।
চর্ব্বিত-তাম্বুল আজ্ঞা হইল সভারে ॥
মহানন্দে খায় সভে হরষিত হৈয়া।
কোটি-চান্দ-শারদ-মুখের দ্রব্য পায়্যা ॥

---

* 'এ সব বিহার'। † 'সেই সে বিশ্বম্ভর সেই সে'।
‡ 'ধরি'। § 'সভে'। ¶ 'পড়ায় কারে, স্বধর্ম্মে'।
‖ 'বিগ্রহ কিছুই নাহি'। $ 'যাহারে'।

* 'জনে পাণ্ডিত্যে প্রভুরে'। † 'ফল'।
‡ 'কভ জল রহে'। § 'মন্ত্রের'।
¶ 'মূর্ত্তি দেখয়ে'। ‖ 'অঙ্গ'।

ভোজনের অবশেষে যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল * ॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজনশেষ প্রভু করে দান ॥
পরম-আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তাঁরে করে আশীর্ব্বাদ ॥
"ধন্যধন্য এই সে সেবিলা নারায়ণ।
বালিকাস্বভাবে ধন্য ইহার জীবন ॥"
খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয়ে "নারায়ণি!
কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি † ॥"
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দে অতি বালিকাস্বভাব ॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যার ‡ ধ্বনি।
'গৌরাঙ্গের অবশেষপাত্র নারায়ণী' ॥
যারে যেন আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য।
সে আসিয়া অবিলম্বে হয় উপসন্ন ॥
এ সব বচনে যার নাহিক প্রতীত।
সত্য § অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত ॥
অদ্বৈতের প্রিয় প্রভু চৈতন্য ঠাকুর।
এই সে অদ্বৈতের বড় মহিমা প্রচুর ॥
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ ¶ ঠাকুর নিতাই।
এই সে মহিমা তান চারি বেদে গাই ॥
'চৈতন্যের ভক্ত' হেন নাহি যার নাম।
যদি বা সে বস্তু, তভু তৃণের সমান ॥
নিত্যানন্দ কহে 'আমি চৈতন্যের দাস'।
অহর্নিশ আর প্রভু না করে প্রকাশ ॥
তাহান কৃপায় হয় চৈতন্যেতে রতি *।
নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ নাহি কতি ॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥
ধরণীধরেন্দ্র-নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ' প্রভু গৌরচন্দ্র! আমারে শরণ ॥
বলরাম-প্রীতে গাই চৈতন্যচরিত।
কর' † বলরাম প্রভু! জগতের হিত ॥
'চৈতন্যের দাস' বই নিতাই না জানে।
চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে ॥
নিত্যানন্দ-কৃপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে ভক্ত‡-তত্ত্ব জানি ॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দ-রায়।
সভে নিত্যানন্দ-স্থানে ভক্ত-পদ পায় ॥
কোনমতে § যদি করে নিত্যানন্দে হেলা।
আপনে চৈতন্য বোলে 'সেই জন গেলা' ॥
আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব ॥
কাহারো না করে নিন্দা, 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বোলে
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥
'নিন্দায় নাহিক লভ্য,' সর্ব্ব-শাস্ত্রে কহে।
সভার সম্মান ¶—ভাগবত-ধর্ম্ম হয়ে ॥
মধ্যখণ্ডকথা যেন অমৃতের খণ্ড।
মহা-নিম্ব হেন বাসে'—যতেক পাষণ্ড ॥
কেহো যেন শর্করায়ে নিম্ব-স্বাদু-পায়।
তার দৈব,—শর্করার স্বাদু নাহি যায় ॥

---

* 'শেষ পাল্য'। † 'তুমি'।
‡ 'এই'। § 'সত্য'। ¶ 'অতি'।

* 'মতি'। † 'করে'। ‡ 'ভক্তি'।
§ 'পাকে'। ¶ 'সম্মত'।

এইমত চৈতন্যের পরানন্দ-যশে।
শুনিতে না পায় সুখ—দুই দৈববশে * ॥
সন্ন্যাসীহ যদি নাহি মানে' গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে খল-জন—জন্মজন্ম অন্ধ ॥
পক্ষিমাত্র যদি বোলে চৈতন্যের নাম।
সেহো সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম ॥
জয় গৌরচন্দ্র!—নিত্যানন্দের জীবন!
তোর নিত্যানন্দ মোর হউ প্রাণ ধন ॥
যার যার সঙ্গে তুমি করিলা বিহার।
সে সব গোষ্ঠীর পা'য়ে মোর নমস্কার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মহামহাপ্রকাশ-বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

—:*:—

(রাগ মল্লার।)

(নিধি গৌরাঙ্গ—
কোথা হৈতে আইলা প্রেমসিন্ধু।
অনাথের নাথ প্রভু পতিতজনের বন্ধু ॥ ধ্রু ॥)

জয়জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজকুলসিংহ।
জয় হউ তোর যত চরণের ভৃঙ্গ ॥
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।
জয় দামোদরস্বরূপের প্রাণ ধন ॥
জয়-রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয় ॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে—নহে সর্ব্ব-জনের † গোচর ॥
নবদ্বীপে মধ্যখণ্ডে কৌতুক অনন্ত।
ঘরে বসি দেখয়ে শ্রীবাস ভাগ্যবন্ত ॥
নিষ্কপটে প্রভুরে সেবিলা শ্রীনিবাস।
গোষ্ঠী-সঙ্গে দেখয়ে প্রভুর * পরকাশ ॥
শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
'বাপ!' বলি শ্রীবাসেরে করয়ে পিরিতি ॥
অহর্নিশ বাল্য-ভাবে বাহ্য নাহি জানে।
নিরবধি মালিনীর করে স্তন-পানে ॥
কভু নাহি দুগ্ধ,—পরশিলে মাত্র হয়।
এ সব অচিন্ত্য-শক্তি মালিনী দেখয় ॥
চৈতন্যের নিবারণে † কারেও না কহে।
নিরবধি শিশু-রূপ ‡ মালিনী দেখয়ে ॥
প্রভু বিশ্বম্ভর বোলে "শুন নিত্যানন্দ!
কাহারো সহিত পাছে কর' তুমি দ্বন্দ্ব ॥
চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে।"
শুনি নিত্যানন্দ বিষ্ণু-স্মরণ করে ॥

---

* 'সেহ দৈববশে' বা 'সেই দৈবদোষে'। † 'নয়ন'।

* 'দেখে প্রভু-মহা-'। † 'বিবরণ'। ‡ 'বাল্যভাব'।

"আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা।
আপনার মত তুমি কারো না বাসিবা॥"
বিশ্বম্ভর বোলে "আমি তোমা' ভালে জানি।"
নিত্যানন্দ বোলে "দোষ কহ দেখি শুনি॥"
হাসি বোলে গৌরচন্দ্র "কি দোষ তোমার?
সব ঘরে অন্নবৃষ্টি কর' অবতার॥"
নিত্যানন্দ বোলে "ইহা পাগলে সে করে।
এ ছলায়ে ঘরে ভাত না দিবে আমারে॥
আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও।
অপকীর্ত্তি আর কেনে বলিয়া বেড়াও॥"
প্রভু বোলে "তোমার অপকীর্ত্তি আমি পাই।
সেই ত কারণে আমি তোমারে শিখাই॥"
হাসি বোলে নিত্যানন্দ "বড় ভাল ভাল।
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সর্ব্বকাল॥
নিশ্চয় বলিলা * তুমি—আমি ত চঞ্চল।"
এত বলি প্রভু চা'হি হাসে' খলখল॥
আনন্দে না জানে বাহ্য কোন্ কর্ম্ম করে।
দিগম্বর হই বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে॥
জোড়েজোড়ে লাফ দেই হাসিয়াহাসিয়া।
সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়াঢুলিয়া॥
গদাধর শ্রীনিবাস হাসে' হরিদাস।
শঙ্কার প্রসাদে † সভে দেখে দিগবাস॥
ডাকি বোলে বিশ্বম্ভর "এ কি কর' কর্ম্ম।
গৃহস্থের বাড়ীতে এমত নহে ধর্ম্ম॥
এখনি বলিলা তুমি 'আমি কি পাগল?
এইক্ষণে নিজ বাক্য ঘুচিল ‡ সকল॥"

* 'বুঝিলে'। † 'প্রভাবে'। ‡ 'ঘুচাইলে'।

যার বাহ্য নাহি, তার বচনে কি লাজ।
নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দসিন্ধুমাঝ॥
আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন।
এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন॥
চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ মাত্র মানে'।
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ আর নাহি জানে॥
আপনি তুলিয়া হাথে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥
নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ-সেবা করে—যেন পুত্র মাতা॥
একদিন পিত্তলের বাটি নিল কাকে।
উড়িয়া বসিল কাক যে ডালেতে * থাকে॥
অদৃশ্য হইল কাক কোন্ রাজ্যে গেল।
মহা-চিন্তা মালিনীর চিত্তেতে জন্মিল॥
বাটি থুই সেই কাক আইল আরবার।
মালিনী দেখয়ে শূন্য বদন তাহার॥
"মহা-তীব্র ঠাকুরপণ্ডিত-ব্যবহার।
'শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপাত্র হৈল অপহার'॥
শুনিলে প্রমাদ হৈব" হেন মনে গণি'।
নাহিক উপায় কিছু, কান্দয়ে মালিনী॥
হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেইস্থানে।
দেখয়ে মালিনী কান্দে, নাহিক কারণে † ॥
হাসি বোলে নিত্যানন্দ "কান্দ কি কারণ?
কোন্ দুঃখ বোল, সব করিব খণ্ডন॥"
মালিনী বোলয়ে "শুন শ্রীপাদ গোসাঞি!
ঘৃতপাত্র কাকে লই গেল কোন্ ঠাঞি॥ ‡

* 'চলিল কাক যে বনেতে'।
† 'অঘোর (অরুণ)-নয়নে'।
‡ 'মালিনী বোলয়ে বাপ! শুনহ কারণ।
শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপাত্র কাকে কৈল হরণ॥'

নিত্যানন্দ বোলে "মাতা! চিন্তা পরিহর।
আমি দিব বাটি, তুমি ক্রন্দন সম্বর*॥"
কাক প্রতি হাসি প্রভু বোলয়ে বচন।
"অহে কাক! ঝাট বাটি আনহ এখন॥"
সভার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক—কাহার্ শকতি॥
শুনিঞা প্রভুর আজ্ঞা কাক উড়ি যায়।
শোকাকুলী মালিনী কাকের দিগে চা'য়॥
ক্ষণেকে উড়িয়া কাক অদৃশ্য হইল।
বাটি মুখে করি পুন সেখানে আইল॥
আনিঞা থুইল বাটি মালিনীর স্থানে।
নিত্যানন্দ-প্রভাব মালিনী ভাল জানে॥
আনন্দে মূর্চ্ছিতা হৈলা অপূর্ব্ব দেখিয়া।
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া॥
"যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন করে সকল ভুবন॥
যমের ঘরেতে হৈতে যে আনিতে পারে।
কাক-স্থানে বাটি আনে' কি মহত্ত্ব তাঁরে॥
যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত-ভুবন।
লীলায় না জানে ভর, করয়ে * পালন॥
অনাদি-অবিদ্যা-ধ্বংস হয় যাঁর নামে।
কি মহত্ত্ব তাঁর—বাটি আনে' কাক-স্থানে॥
যে তুমি লক্ষ্মণ-রূপে পূর্ব্বে বনবাসে।
নিরবধি রক্ষক আছিলা সীতা-পাশে॥
তথাপিহ মাত্র তুমি সীতার চরণ।
ইহা বই, সীতা নাহি দেখিলে কেমন॥
তোমার সে বাণে রাবণের বংশ-নাশ।
সে তুমি যে বাটি আন'†—কেমন প্রকাশ॥

* 'করহ'। † 'সে তোমার বাটি-আনি'।

যাঁহার চরণে পূর্ব্বে কালিন্দী আসিয়া।
স্তবন করিল মহা-প্রভাব দেখিয়া॥
চতুর্দ্দশভুবন-পালন-*শক্তি যাঁর।
কাক-স্থানে বাটি আনে' কি মহত্ত্ব তাঁর॥
তথাপি তোমার কর্ম্ম অল্প নাহি হয়ে।
'যেই কর', সেই সত্য' চারি-বেদে কহে॥"
হাসে' নিত্যানন্দ শুনি তাঁহার স্তবন।
বাল্যভাবে বোলে "মুঞি করিমু ভোজন॥"
নিত্যানন্দ দেখিলে তাঁহার স্তন ঝরে।
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তনপান করে†॥
এইমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত।
আমি কি বলিব—সর্ব্বজগতে বিদিত॥
করয়ে দুর্ব্বিজ্ঞ ‡-কর্ম্ম অলৌকিক যেন।
যে জানয়ে § তত্ত্ব, সে বাসয়ে সত্য হেন॥
অহর্নিশ ভাবাবেশে পরম-উদ্দাম।
সর্ব্ব-নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময়-ধাম॥
কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যাহার যেমত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তভু সে চরণ চরণ-ধন ¶ রহুক হৃদয়ে॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥
এইমত আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষা করে॥
একদিন নিজগৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি আছে লক্ষ্মী-সঙ্গে পরম-সুন্দর॥

* 'পালনে'। † 'পিয়ে পয়োধরে'। ‡ 'দুর্জ্ঞেয়'।
§ 'যে না জানে'। ¶ 'মোর'।

যোগায় তাম্বুল লক্ষ্মী পরম-হরিষে।
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রিদিসে॥
যখন থাকয়ে লক্ষ্মীসঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর॥
মা'য়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া॥
হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ-বিহ্বল।
আইলা প্রভুর বাড়ী—পরম-চঞ্চল॥
বাল্যভাবে দিগম্বর হৈলা দাণ্ডাইয়া।
কাহারো না করে লাজ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া *॥
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ। কেনে দিগম্বর?"
নিত্যানন্দ "হয় হয়" করয়ে উত্তর॥
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ! পরহ বসন।"
নিত্যানন্দ বোলে "আজি আমার গমন॥"
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ! ইহা কেনে করি?'
নিত্যানন্দ বোলে "আর † খাইতে না পারি॥"
প্রভু বোলে "এক এড়ি‡ কহ কেনে আর?
নিত্যানন্দ বোলে "আমি গেলুঁ দশবার §॥"
ক্রুদ্ধ হই বোলে প্রভু! "মোর দোষ নাই॥"
নিত্যানন্দ বোলে 'প্রভু! এথা নাহি আই॥'
প্রভু কহে "কৃপা করি পরহ বসন।"
নিত্যানন্দ বোলে "আমি করিব ভোজন॥"
চৈতন্যের ভাবে ¶ মত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
এক শুনে, আর কহে, হাসিয়া বেড়ায়॥

আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন।
বাহ্য নাহি, হাসে' * পদ্মাবতীর নন্দন॥
নিত্যানন্দ-চরিত্র দেখিয়া আই হাসে'।
বিশ্বরূপ পুত্র হেন মনেমনে বাসে'॥
সেইমত বচন শুনয়ে সব মুখে।
মাঝেমাঝে সে-ই রূপ আই মাত্র দেখে॥
কাহারে না কহে আই, পুত্রস্নেহ করে।
সম-স্নেহ করে নিত্যানন্দ-বিশ্বম্ভরে॥
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ পরিলা বসন।
সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন॥
আই-স্থানে পঞ্চ ক্ষীর-সন্দেশ পাইয়া।
এক খাই, আর চারি ফেলে ছড়াইয়া॥
"হায় হায়" বোলে আই "কেনে ফেলাইলা॥
নিত্যানন্দ বোলে "কেনে একঠাঞি দিলা॥'
আই বোলে "আর নাহি, আর † কি খাইবা?"
নিত্যানন্দ বোলে "চাহ, অবশ্য পাইবা॥"
ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে।
সেই চারি সন্দেশ দেখয়ে পরতেখে ‡॥
আই বোলে "সে সন্দেশ কোথায় পড়িল।
ঘরের ভিতরে কোন্ পথেতে § আইল?"
ধুলা ঘুচাইয়া সেই সন্দেশ লইয়া।
হরিষে আইলা আই অপূর্ব্ব দেখিয়া॥
আসি দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড়ু ¶ খায়।
আই বোলে "বাপ! ইহা পাইলা কোথায়?"
নিত্যানন্দ বোলে "যাহা ছড়াই ফেলিলুঁ।
তোর দুঃখ দেখি তাই চাহিয়া আনিলুঁ॥"

* 'প্রেমানন্দ হৈয়া' বা 'পরানন্দ পাইয়া'।
† 'আমি'। ‡ 'কহি'।
§ 'কতবার'। ¶ 'চৈতন্য-আবেশে'।

* 'বাসে'। † 'ঘরে আর নাই' বা 'আর নাহি তবে'।
‡ 'আইল কোন্ পাকে (পথে)'। § 'প্রকারে'। ¶ 'নাড়ু'।

অদ্ভুত দেখিয়া আই মনেমনে গণে'।
"নিত্যানন্দমহিমা না জানে কোন জনে॥"
আই বোলে"নিত্যানন্দ! কেনে মোরে ভাঁড়'।
জানিল ঈশ্বর তুমি, মোরে মায়া ছাড়॥"
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়, আই করে পলায়ন॥
এইমত নিত্যানন্দচরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য্য-বাধ॥
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।
গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন॥
বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু 'শেষ' মহীধর॥
যে-তে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তভু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে॥
বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর এই মনস্কাম।
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দচরিত্র-বর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

——:*:——

হেন লীলা নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর সঙ্গে।
নবদ্বীপে দুইজন করে বহু-রঙ্গে॥
প্রেমানন্দে * অলৌকিক নিত্যানন্দ-রায়।
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায়॥
সভারে দেখিয়া প্রীত মধুর-সম্ভাষ।
আপনাআপনি নৃত্য গীত, বাদ্য, হাস॥
স্বানুভাবানন্দে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
শুনিতে অপূর্ব্ব বুদ্ধি জন্ময়ে সভার॥
বর্ষায় গঙ্গার ঢেউ কুম্ভীরে বেষ্টিত।
তাহাতে ভাসয়ে, তিলার্দ্ধেক নাহি ভীত॥
সর্ব্বলোক দেখি তাঁরে † করে 'হায় হায়'।
তথাপি ভাসেন হাসি নিত্যানন্দ-রায়॥
অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায়।
না বুঝিয়' সর্ব্বলোক করে 'হায় হায়'॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত বা হয়েন কোন ক্ষণ।
তিন-চারি দিবসেও না হয় চেতন॥
এইমত আর কত অচিন্ত্য-কথন।
অনন্ত-মুখেও নারি করিতে বর্ণন॥

দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি আছে।
আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে॥
বাল্যভাবে দিগম্বর, হাস্য শ্রীবদনে।
সর্ব্বদা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে॥
নিরবধি এই বলি করেন হুঙ্কার।
"মোর প্রভু নিমাঞিপণ্ডিত নদীয়ার॥"
হাসে' প্রভু দেখি তান মূর্ত্তি দিগম্বর।
মহা-জ্যোতির্ম্ময় তনু দেখিতে সুন্দর॥

---

* 'কৃষ্ণানন্দে'।　　† 'ভয়ে'।

আথেব্যথে প্রভু নিজ-মস্তকের বাস।
পরাইয়া থুইলেন তথাপিহ হাস ॥
আপনে লেপিয়া তাঁর অঙ্গে দিব্য-গন্ধে।
শেষে মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে ॥
বসিতে দিলেন নিজ-সম্মুখে আসন।
স্তুতি করে প্রভু, শুনে সর্ব্বভক্তগণ ॥
"নামে নিত্যানন্দ তুমি রূপে * নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ—রাম † মূর্ত্তিমন্ত ॥
নিত্যানন্দ—পর্য্যটন ভোজন ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু নাহিক তোমার ‡ ॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা?
পরম সুসত্য—তুমি যথা কৃষ্ণ তথা § ॥"
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহা-মতি।
যে বোলেন, যে করেন,—সর্ব্বত্র সম্মতি ॥
প্রভু বোলে "একখানি কৌপীন তোমার।
দেহ'—ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার ॥"
এত বলি প্রভু তাঁর কৌপীন আনিয়া।
ছোট করি চিরিলেন অনেক করিয়া ॥
সকল-বৈষ্ণবমণ্ডলীর জনেজনে।
খানিখানি করি প্রভু দিলেন আপনে ॥
প্রভু বোলে "এ বস্ত্র বান্ধহ সভে শিরে।
অন্যের কি দায়, ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে ॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে ¶ সে হয় বিষ্ণুভক্তি।
জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণ-শক্তি ॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বই নাই।
সঙ্গী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই ॥
বেদের অগম্য—নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্ব্ব-জীব-জনক-রক্ষক সর্ব্ব-মিত্র ॥
ইহান ব্যভার কর্ম্ম * কৃষ্ণরসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয় ॥
ভক্তি করি ইহান কৌপীন বান্ধ' শিরে।
মহা-যত্নে ইহা পূজা কর' গিয়া ঘরে ॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্ব্বভক্তগণ।
পরম-আদরে শিরে করিলা বন্ধন ॥
প্রভু বোলে "শুনহ সকল ভক্তগণ!
নিত্যানন্দপাদোদক করহ গ্রহণ ॥
করিলে ইঁহার পাদোদক-রস †-পান।
কৃষ্ণে দৃঢ়-ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন ॥"
আজ্ঞা পাই সভে নিত্যানন্দের চরণ।
পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ ॥
পাঁচবার দশবার একো জনে খায়।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায় ॥
আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌররায়।
নিত্যানন্দ-পাদোদক কৌতুকে লুটায় ॥
সভে নিত্যানন্দ-পাদোদক করি পান।
মত্ত-প্রায় 'হরি' বলি করয়ে আহ্বান ॥
কেহো বোলে "আজি ধন্য হইল জীবন।"
কেহো বোলে "আজি সব খণ্ডিল বন্ধন ॥"
কেহো বোলে "আজি হইলাঙ কৃষ্ণদাস।"
কেহো বোলে "আজি ধন্য দিবস প্রকাশ ॥"
কেহো বোলে "পাদোদক বড় স্বাদু লাগে।
এখনেও মুখের মিষ্টতা নাহি ভাগে' ‡ ॥
কি সে নিত্যানন্দ-পাদোদকের প্রভাব।
পান-মাত্র সভে হৈলা চঞ্চল-স্বভাব ॥

* 'নমো নিত্যানন্দ তুমি রূপ'। † 'রস' 'রূপ' বা 'সর্ব্ব'। ‡ 'আমার'। § 'তোমা'। ¶ 'প্রভাবে'।

* 'সর্ব্ব'। † 'করিলেই মাত্র এই পাদোদক'। ‡ 'ভাঙ্গে'।

কেহো নাচে, কেহো গায়, কেহো গড়ি যায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন কেহো করয়ে সদায়॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ॥
ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার।
উঠিয়া লাগিলা নৃত্য করিতে অপার॥
নিত্যানন্দস্বরূপ উঠিলা ততক্ষণ।
নৃত্য করে দুই প্রভু বেঢ়ি ভক্তগণ॥
কার্ গা'য়ে কেবা পড়ে, কেবা কারে ধরে।
কে বা কার্ চরণের ধূলি লয় শিরে॥
কে বা কার্ গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন।
কে বা কোন্ রূপ করে, না যায় বর্ণন॥
'প্রভু' করিয়াও কারো কিছু ভয় নাঞিঃ।
প্রভু-ভৃত্য সকলে নাচয়ে এক ঠাঞিঃ॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে করিয়া কোলাকোলি।
আনন্দে নাচেন দুই মহা-* কুতূহলী॥
পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ-পদতালে।
দেখিয়া আনন্দে সর্ব্ব-গণ 'হরি' বোলে॥
প্রেমরসে মত্ত হই † বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
নাচেন লইয়া সব-প্রেম-অনুচর॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ॥

এইমত সর্ব্বদিন প্রভু নৃত্য করি।
বসিলেন সর্ব্বগণ-সঙ্গে গৌরহরি॥
হাথে তিন তালি দিয়া গৌরাঙ্গসুন্দর।
সভারে কহেন অতি-অমায়া-উত্তর॥
প্রভু বোলে "এই নিত্যানন্দস্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা, সে করে আমারে॥
ইহান চরণ * ব্রহ্মা-শিবেরো বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সভে প্রীত॥
তিলার্দ্ধেকো ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥
ইহান বাতাস লাগিবেক যার গা'য়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িব সর্ব্বথায়॥
শুনিঞা প্রভুর বাক্য সর্ব্বভক্তগণ।
মহা-জয়জয়ধ্বনি করিলা তখন॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান॥
নিত্যানন্দস্বরূপের এ সকল কথা।
যে দেখিল তাঁহারে, সে জানয়ে সর্ব্বথা॥
এইমত কত † নিত্যানন্দের প্রভাব।
জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-প্রভাব-বর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

'প্রভু। † 'দুই। * 'চরিত্র'। † 'যত বা 'প্রভু'।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

——:*:——

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর ॥
লোকে দেখে পূর্ব্বে যেন নিমাঞিপণ্ডিত।
অতিরিক্ত আর কিছু না দেখে চরিত ॥
যখন প্রবিষ্ট হয় সেবকের মেলে।
তখন ভাসেন এই † মত কুতূহলে ॥
যার যেন ভাগ্য, তেন তাহারে দেখায়।
বাহির হইলে সব আপনা' ‡ লুকায় ॥
একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি ॥
"শুনশুন নিত্যানন্দ! শুন হরিদাস!
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতিঘরেঘরে গিয়া কর' এই ভিক্ষা।
'কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর' কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥'
ইহা বই আর না বলিবা বোলাইবা।
দিন-অবসানে আসি আমারে কহিবা ॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব।*
তবে আমি চক্র-হস্তে সভারে † কাটিব ॥
আজ্ঞা শুনি হাসে' সব বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যথা করিতে আজ্ঞা আছে কার বল ॥
আজ্ঞা শিরে করি নিত্যানন্দ হরিদাস।
সেইক্ষণে চলিলা, পথেতে আসি হাস ॥
হেন আজ্ঞা যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে।
ইহাতে অপ্রীত ‡ যার, সে সুবুদ্ধি নহে ॥
করয়ে অদ্বৈত-সেবা,§ চৈতন্য না মানে'।
অদ্বৈতেই তারে সংহারিব ভাল-মনে ॥
আজ্ঞা পাই দুইজনে বুলে ঘরেঘরে।
"বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে ॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বোল ভাই! হই এক-মন ॥"
এইমত নদীয়ায়—প্রতিঘরেঘরে।
বলিয়া বেড়ান দুই জগত-ঈশ্বরে ॥
দোহান সন্ন্যাসি-বেশ, যান যার ঘরে।
আথেব্যথে আসি ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করে ॥
নিত্যানন্দ হরিদাস বোলে "এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ বোল, কৃষ্ণ ভজ, কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥"
এই বোল বলি দুইজন চলি যায়।
যে হয় সুজন, সেই বড় সুখ পায় ॥

---

* এই স্থানে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥
জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বসেব্য-কলেবর ॥"

† 'সেই'।   ‡ 'পুন (মাত্র) আপনে'।

* 'তোমরা করাইলে শিক্ষা যে না লইব (যে কৃষ্ণ না লৈব)'।   † 'আপনে', 'সকল' বা 'বহুতে'।

‡ 'ইথে অপ্রতীত'।   § 'ভজয়ে অদ্বৈত সেই'।

অপরূপ শুনি লোক দুইজন-মুখে।
নানা-জনে নানা-কথা * কহে নানা-সুখে॥
"করিব করিব" কেহো বোলয়ে সন্তোষে।
কেহো বোলে "দুইজন ক্ষিপ্ত মন্ত্র-দোষে॥
তোমরাহ পাগল হইয়া মন্ত্র† -দোষে।
আমা'সভা' পাগল করিতে আইস কিসে?"
যে গুলা চৈতন্য-নৃত্যে না পাইল দ্বার।
তার বাড়ী গেলে মাত্র বোলে "মার মার॥
ভব্য ভব্য লোক-সব হইল পাগল।
নিমাঞিপণ্ডিত নষ্ট করিল সকল॥"
কেহো বোলে "দুইজন কিবা চোর-চর।
ছলা করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘরেঘর॥
এমত প্রকট কেনে করিব সুজনে।
আর বার আইলে ধরি লইব দেয়ানে॥"
শুনিশুনি নিত্যানন্দ-হরিদাস হাসে'।
চৈতন্যের আজ্ঞা-বলে না পায় তরাসে॥
এইমত ঘরেঘরে বুলিয়াবুলিয়া ‡।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভর-স্থানে কহে গিয়া॥
একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহা-দস্যু-প্রায় দুই মদ্যপ বিশাল॥
সে দুই জনের কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে, হেন পাপ নাহি আর॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস-ভক্ষণ।
ডাকা, চুরি, পরগৃহ দাহে' সর্ব্বক্ষণ §॥
দেয়ানে নাহিক ¶ দেখা, বোলায় 'কোটাল'।
মদ্যপান ‖ বিনে আর নাহি যায় কাল॥
দুইজন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
যাহারে যে পায়, সেই তাহারে কিলায়॥
দূরে থাকি লোকসব পথে দেখে রঙ্গ।
সেইখানে নিত্যানন্দ হরিদাস-সঙ্গ॥
ক্ষণে দুইজনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চুলে।
'চকার বকার' শব্দ উচ্চ করি বোলে॥
নদীয়ার বিপ্রের করিল * জাতি নাশ।
মদ্যের বিক্ষেপে কারে করয়ে আশ্বাস॥
সর্ব্ব পাপ সেই দুইর শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা পাপ সবে না হইল॥
অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে † থাকে।
নহিল বৈষ্ণব-নিন্দা এই সব পাকে॥
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম থাকিলেও তভু হয় ‡ ক্ষয়॥
সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দ্য§-কর্ম্ম।
মদ্যপেরো সভা হৈতে সে সব ¶ অধর্ম্ম্য॥
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোনো কোলে।
পরচর্চ্চকের গতি নহে কভু ভালে॥
শাস্ত্র পড়িয়াও কারো কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে, হবে সর্ব্বনাশ ‖॥
দুই-জনা কিলাকিলি গালাগালি করে।
নিত্যানন্দ-হরিদাস দেখে থাকি দূরে॥
লোক-স্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে।
"কোন্ জাতি দুইজন, হেন-মত $ কেনে?"
লোক বোলে "গোসাঞি! ব্রাহ্মণ দুইজন।
দিব্য পিতা মাতা, মহা-কুলে উতপন্ন॥

* 'বোল' বা 'মত'। † 'তোমরা পাগল হৈলা দুইসঙ্গ'। ‡ 'বলিয়া বলিয়া'। § 'পরগৃহে দুহে অনুক্ষণ'। ¶ 'না দেয়'। ‖ 'মাংস'।

* 'করিব'। † 'দুই'। ‡ 'যায়' বা 'তায়'। § 'নিন্দা'। ¶ 'সভা'। ‖ 'হৈল সর্ব্বনাশ' বা 'যাইবারে নাশ'। $ 'মতি'।

সর্ব্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে।
তিলার্দ্ধেকো দোষ নাহি এ-দোঁহার বংশে॥
এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম্ম।
জন্ম হৈতে এমত করয়ে অপকর্ম্ম *॥
ছাড়িল গোষ্ঠীয়ে † বড় দুর্জ্জন দেখিয়া।
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া॥
এ-দুই দেখিয়া সব নদীয়া ডরায়।
পাছে কারো কোনদিন বসতি পোড়ায়॥
হেন পাপ নাহি, যাহা না করে দুইজন।
ডাকা, চুরি, মদ্য-মাংস করয়ে ভক্ষণ॥"
শুনি নিত্যানন্দ বড় করুণ-হৃদয়।
দুইর উদ্ধার চিন্তে' হইয়া সদয়॥
"পাপী উদ্ধারিতে ‡ প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর §॥
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা' প্রকাশ।
প্রভাব না দেখি লোক করে উপহাস॥
এ-দুইরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল-সংসারে॥
তবে হঙ নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দাস।
এ-দুইরে করোঁ ¶ যদি চৈতন্য-প্রকাশ॥
এখনে যে মদে ‖ মত্ত, আপনা' না জানে।
এইমত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥
'মোর প্রভু' বলি যদি কান্দে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর $ যত পর্য্যটন॥

যে যে জন এ-দুইর ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান কৈল গিয়া॥
সেই সব জন যবে * এ-দোঁহারে দেখি।
গঙ্গাস্নান হেন মানে', তবে মোরে লেখি॥"
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মহিমা অপার।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাঁর অবতার॥
এ সব চিন্তিয়া মনে হরিদাস-প্রতি।
বোলে "হরিদাস! দেখ দোঁহার দুর্গতি॥
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট-ব্যবহার।
এ-দোঁহার যমঘরে নাহি প্রতিকার †॥
প্রাণান্তে মারিল তোমা' যে যবনগণে।
তাহারও করিলা তুমি ভাল মনেমনে॥
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর' মনে।
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুইজনে॥
তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে অন্যথা।
আপনে কহিলা প্রভু এই তত্ত্ব‡-কথা॥
প্রভুর প্রভাব সব দেখুক সংসার।
চৈতন্য করিল হেন দুইর উদ্ধার॥
যেন গায় অজামিল-উদ্ধার পুরাণে §।
সাক্ষাতে দেখুক এবে এ-তিন-ভুবনে॥"
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে।
'পাইল উদ্ধার দুই' জানিলেন মনে॥
হরিদাস প্রভু বোলে "শুন মহাশয়!
তোমার যে ইচ্ছা, সে-ই প্রভুর নিশ্চয়॥
আমারে ভাণ্ডাহ যেন পশুরে ভাণ্ডাহ।
আমারে সে তুমি পুনঃপুন পরিখাহ ¶॥"

---

* 'করে হেন পাপকর্ম্ম'। † 'গোষ্ঠীতে'।
‡ 'পাতকী তারিতে'।
§ 'নাহি দেখি আর' বা 'না পাইবেন আর'।
¶ 'করাঙ'। ‖ 'যেমত'। $ 'হয়'।

* 'যদি'। † 'নাহিক নিস্তার'।
‡ 'উক্ত'। § 'কারণে'। ¶ 'যে শিখাহ'।

হাসি নিত্যানন্দ তানে দিলা আলিঙ্গন।
অত্যন্ত কোমল হই বোলেন বচন॥
"প্রভুর যে আজ্ঞা লই আমরা বেড়াই।
তাহা কহি এই দুই মদ্যপের ঠাঁই॥
সভারে ভজিতে 'কৃষ্ণ' প্রভুর আদেশ।
তার মধ্যে অতিশয়-পাপীরে বিশেষ॥
বলিবার ভার মাত্র আমরা-দুইর *।
বলিলে না লয়, তবে সেই মহাবীর †॥"
বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে-দুইর স্থানে।
নিত্যানন্দ-হরিদাস করিলা গমনে॥
সাধু-লোকে মানা করে "নিকটে না যাও।
নাগালি পাইলে পাছে পরাণ হারাও॥
আমরা অন্তরে থাকি পরম ‡ তরাসে।
তোমরা নিকটে যাহ কেমন সাহসে॥
কিসের সন্ন্যাসি-জ্ঞান ও দুইর ঠাঞি।
ব্রহ্মবধে গোবধে যাহার § অন্ত নাঞি॥"
তথাপিহ দুইজন 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলি।
নিকটে চলিলা, দোঁহে মহা-কুতূহলী॥
'শুনিবারে পায়' হেন নিকটে থাকিয়া।
কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া॥
"বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
তোমা'সভা' লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥"
ডাক শুনি মাথা তুলি চা'হে দুইজন।
মহা-ক্রোধে দুইজন অরুণ-নয়ন॥

সন্ন্যাসি-আকার দেখি * মাথা তুলি চা'হে।
"ধর ধর" বলি দোঁহে † ধরিবারে যায়ে॥
আথেব্যথে নিত্যানন্দ-হরিদাস ধায়।
"রহ রহ" বলি দুই দস্যু পাছে যায়॥
ধাইয়া আইসে পাছে তর্জ্জগর্জ্জ করে।
মহা-ভয় পাই দুই প্রভু ধায় ডরে॥
লোক বোলে "তখনেই নিষেধ করিল।
এ দুই সন্ন্যাসী আজি সঙ্কটে পড়িল॥"
যতেক পাষণ্ডি-সব হাসে' মনেমনে।
"ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে॥"
"কৃষ্ণ! রক্ষ, কৃষ্ণ! রক্ষ" সুব্রাহ্মণে বোলে।
সে-স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে॥
দুই দস্যু ধায়, দুই ঠাকুর পলায়।
"ধরিলুঁ ধরিলুঁ" বলি লাগি নাহি পায়॥
নিত্যানন্দ বোলে "ভাল হইল বৈষ্ণব।
আজি যদি প্রাণ বাঁচে, তবে পাই ‡ সব॥"
হরিদাস বোলে "ঠাকুর! § আর কেনে বোল।
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল॥
মদ্যপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ-উপদেশ।
উচিত তাহার শাস্তি—প্রাণ অবশেষ॥"
এত বলি ধায় প্রভু হাসিয়াহাসিয়া।
দুই দস্যু পাছে ধায় তর্জ্জিয়াগর্জ্জিয়া॥
দোঁহার শরীর স্থূল—না পারে ধাইতে।
তথাপিহ ধায় দুই মদ্যপ দেখিতে ¶॥
দুই দস্যু বোলে "ভাই! কোথারে যাইবা।
জগা-মাধার ঠাঞি আজি কেমতে এড়াইবা?

* 'আমা'দোঁহাকার'। † 'যবে, সেই ভার তার'।
‡ 'পরাণ'। § 'তাহার'।

* 'দুই'। † 'ধর ধর ধর বলি'।
‡ 'রহে, তবে পাই' বা 'পাই, তবে হয়'।
§ 'রাম', 'বাউল' বা 'বাক্য'। ¶ 'ধরিতে'।

তোমরা না জান' এগা জগা-মাধা আছে।
খানি রহ উলটিয়া হের্-দেখ পাছে।।"
ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া।
"রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ! গোবিন্দ!" বলিয়া॥
হরিদাস বোলে "আমি না পারি চলিতে।
জানিঞাও আসি আমি চঞ্চল-সহিতে॥
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল যবনের ঠাঁই।
চঞ্চলের বুদ্ধ্যে আজি প্রাণ সে হারাই॥"
নিত্যানন্দ বোলে "আমি নহিয়ে চঞ্চল।
মনে ভাবি দেখ তোমার প্রভু সে বিহ্বল॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ-আজ্ঞা করে।
তান বোল বলি * সব প্রতিঘরেঘরে॥
কোথাও যে নাহি শুনি,—সেই আজ্ঞা তাঁর।
'চোর ঢঙ্গ' বই লোক নাহি বোলে আর॥
না করিলে আজ্ঞা তান † সর্ব্বনাশ করে।
করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে॥
আপন প্রভুর দোষ না জানহ তুমি।
দুই জনে বলিলাঙ, দোষভাগী আমি?"
হেনমতে দুইজনে আনন্দ-কন্দল।
দুই দস্যু ধায় পাছে, দেখিয়া বিকল॥
ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ী।
মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পাড়ে রড়ারড়ি॥
দেখা না পাইয়া দুই মদ্যপ রহিল।
শেষে হুড়াহুড়ি দুইজনেই বাজিল॥
মদ্যের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল।
আছিল বা কোন্ স্থানে, কোথা বা রহিল॥
কথোক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চা'হে।
কোথা গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায়ে॥

স্থির হই দুইজনে কোলাকোলি করে।
হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু-বিশ্বম্ভরে॥
বসি আছে মহাপ্রভু কমললোচন।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ মদনমোহন॥
চতুর্দ্দিগে রহিয়াছে বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোহন্যে কৃষ্ণকথা কহেন সকল॥
কহয়ে আপন তত্ত্ব সভা'মধ্যে রঙ্গে।
শ্বেতদ্বীপপতি যেন সনকাদি-সঙ্গে॥
নিত্যানন্দ-হরিদাস হেনই সময়।
দিবস-বৃত্তান্ত যত সম্মুখে কহয়॥
"অপরূপ দেখিলাঙ আজি দুইজন।
পরম মদ্যপ, পুন বোলায় 'ব্রাহ্মণ'॥
ভাল রে বলিল তারে 'বোল কৃষ্ণ-নাম'।
খেদাড়িয়া আইল, ভাগ্যে রহিল পরাণ॥"
প্রভু বোলে "কে সে দুই, কিবা তার নাম।
ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে হেন কাম?"
সম্মুখে আছিলা গঙ্গাদাস শ্রীনিবাস।
কহয়ে যতেক তার বিকর্ম্ম-প্রকাশ॥
"সে-দুইর নাম প্রভু!—জগাই মাধাই।
সুব্রাহ্মণপুত্র দুই, জন্ম এই * ঠাঁই॥
সঙ্গদোষে সে দোঁহার হৈল হেন মতি।
আজন্ম মদিরা বই আন নাহি গতি॥
সে-দুইর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে' †।
হেন নাহি, যার ঘরে চুরি নাহি করে॥
সে-দুইর পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি।
আপনে সকল দেখ, জানহ গোসাঞি!"
প্রভু বোলে "জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা।
খণ্ডখণ্ড করিমু আইলে মোর এথা॥"

* 'বোলে বুলি'। † 'ডরে'।

* 'এক'। † 'জরে' বা 'ঝরে'।

নিত্যানন্দ বোলে "খণ্ডখণ্ড" কর' তুমি।
সে-দুই থাকিতে কতি না যাইব আমি ॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সেই-দুইরে যে 'গোবিন্দ' বোলাই ॥
স্বভাবেই ধার্ম্মিক বোলয়ে কৃষ্ণনাম।
এ দুই বিকর্ম্ম বই নাহি জানে আন ॥
এ দুই উদ্ধার' যদি দিয়া ভক্তি-দান।
তবে জানি 'পাতকিপাবন' হেন নাম ॥
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ-দোঁহার উদ্ধারের সীমা ॥"
হাসি বোলে বিশ্বম্ভর "হইল উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার ॥
বিশেষে চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাত কৃষ্ণ তার করিব কুশল ॥"
শ্রীমুখের বাক্য শুনি ভাগবতগণ।
জয়জয়-হরি-ধ্বনি করিলা তখন ॥
"হইল উদ্ধার" সভে মানিলা হৃদয়ে।
অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কহে ॥
"চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়।
আমি থাকি কোথা, সে বা কোন্ দিগে যায় ॥
বরিষায় জাহ্নবীয়ে * কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার এড়িয়া তারে ধরিবারে যায় ॥
কূলে থাকি ডাক পাড়ি, করি 'হায় হায়'।
সকল-গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায় ॥
যদি বা কূলেতে উঠে ছাওয়াল † দেখিয়া।
মারিবার তরে শিশু ‡ যায় খেদাড়িয়া ॥
তার পিতা মাতা আইসে হাথে ঠেঙ্গা লৈয়া।
তা'সভা' পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া ॥
গোয়ালার ঘৃত দধি লইয়া পলায়।
আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায় ॥
সেই সে করয়ে কর্ম্ম, যে যুগত নহে।
কুমারী দেখিয়া বোলে' মোরে বিবাহিয়ে' ॥*
চড়িয়া ষাঁড়ের পিঠে 'মহেশ' বোলায়।
পরের গাবীর দুগ্ধ—তাহা দুহি' খায় ॥
আমি শিখাইতে গালি পাড়য়ে তোমারে।
তোহোর অদ্বৈত মোর কি করিতে পারে ॥
চৈতন্য—বলিস্ যারে 'ঠাকুর' করিয়া।
সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া ॥'
কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে।
দৈবে ভাগ্যে † আজি রক্ষা পাইল পরাণে ॥
মহা-মাতোয়াল দুই পথে পড়ি আছে।
কৃষ্ণ-উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে ॥
মহা-ক্রোধে ধাইয়া আইসে ‡ মারিবার।
জীবন-রক্ষার হেতু—প্রসাদ তোমার ॥'
হাসিয়া অদ্বৈত বোলে "কোন চিত্র নহে।
মদ্যপের উচিত—মদ্যপ-সঙ্গ হয়ে ॥
তিন-মাতোয়াল-সঙ্গ একত্র উচিত।
নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত § ?
নিত্যানন্দ করিব—সকল মাতোয়াল।
উহান চরিত্র আমি জানি ভালেভাল ॥
এই দেখ তুমি দিন-দুই-তিন ব্যাজে।
সেই দুই মদ্যপ আনিব গোষ্ঠী-মাঝে ॥"

---

* 'বর্ষাতে জাহ্নবী-জলে'। † 'ছাওয়াল' বা 'বালক'।
‡ 'মারিবারে তা'সভারে' বা 'মারিবারে শিশুগণে'।

* 'কুমারিকা দেখি বিভা করিবারে চাকে'।
† 'দৈবযোগে' বা 'দৈবে দৈবে'। ‡ 'আইল'।
§ 'তার ভীত' বা 'ভাব ভীত'।

বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ।
দিগম্বর হই বোলে অশেষ-বিশেষ ॥
"শুষিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি।
কেমনে নাচয়ে গায় দেখোঁ তাঁর শক্তি ॥
দেখ কালি সেই দুই মদ্যপ আনিয়া।
নিমাঞি নিতাই দুই নাচিব মিলিয়া ॥
একাকার করিবেক সেই*-দুই জনে।
জাতি লই তুমি আমি পলাই যতনে + ॥"
অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে' হরিদাস।
'মদ্যপ-উদ্ধার' চিত্তে হইল প্রকাশ ॥
অদ্বৈত-বচন বুঝে কাহার শকতি।
বুঝে হরিদাস প্রভু, যার যেন মতি ॥
এবে পাপিসব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া।
গদাধর নিন্দা করে, মরয়ে পুড়িয়া ॥
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয় ‡।
অন্য-বৈষ্ণবেরে নিন্দে', সে-ই যায় ক্ষয় ॥
সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে।
আইল—যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে ॥
দৈবযোগ সেইখানে করিলেক থানা।
বেড়াইয়া বুলে সর্ব্বঠাঞি দেই হানা ॥
সকল-লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক।
কিবা বড়, কিবা ধনী, কিবা মহা রঙ্ক ॥
নিশা হৈলে কেহো নাহি যায় গঙ্গাস্নানে।
যদি যায়, তবে দশ-বিশের গমনে ॥
প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে।
সর্ব্ব-রাত্রি প্রভুর কীর্ত্তন শুনি জাগে ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে।
মদ্যের বিক্ষেপে তারা § শুনি নাচে রঙ্গে ॥

* 'ভাই'। + 'দুজনে'। ‡ 'লয়'। § 'তাহা'।

দূরে থাকি সব ধ্বনি শুনিবারে পায়।
শুনিলেই নাচিয়া অধিক * মদ্য খায় ॥
যখন কীর্ত্তন রহে, সেহ দুই রহে।
শুনিঞা + কীর্ত্তন পুন উঠিয়া নাচয়ে ॥
মদ্যপানে বিহ্বল, কিছুই নাহি জানে।
আছিল বা কোথায়, আছয়ে কোন্ স্থানে ॥
প্রভুরে দেখিয়া বোলে "নিমাঞিপণ্ডিত!
করাইলা সংপূর্ণ মঙ্গলচণ্ডী-গীত ॥
গায়েন ‡ সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাঙ।
সকল আনিঞা দিব, যথা যেই § পাঙ ॥"
দুর্জ্জন ¶ দেখিয়া, প্রভু দূরেদূরে যায়।
আর আর পথ দিয়া সভেই পলায় ॥

একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে দোঁহে ধরিলেক গিয়া ॥
"কে রে, কে রে' বলিডাকে জগাই মাধাই।
নিত্যানন্দ বোলেন "প্রভুর বাড়ী যাই ॥"
মদ্যের বিক্ষেপে বোলে "কিবা নাম তোর?"
নিত্যানন্দ বোলে "অবধূত নাম মোর ॥"
বাল্যভাবে মহা-মত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
মদ্যপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায় ॥
'উদ্ধারিব দুইজন' হেন আছে মনে।
অতএব নিশাভাগে আইলা সে-স্থানে ॥
'অবধূত' নাম শুনি মাধাই কুপিয়া §।
মারিল প্রভুর শিরে মুটুকী তুলিয়া ॥

* 'অধিক নাচয়ে'। + 'শুনিলে'।
‡ 'গানী' বা 'কালি'।
§ 'যে বা যথা' বা 'যথা যত'। ¶ 'দুইজন'।
॥ 'রাত্রিতে আইসে (আসিতে) দুই ধরিল বেড়িয়া'।
§ 'কোপিয়া'।

ফুটিল মুটুকী শিরে, রক্ত পড়ে ধারে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু 'গোবিন্দ' স্মঙরে॥
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে।
আরবার মারিতে—ধরিল দুই-হাথে॥
"কেনে হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দঢ়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়?
এড় এড়—অবধূত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ লাভ বা* তোমার॥"
আথেব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা॥
নিত্যানন্দ-অঙ্গে সব রক্ত পড়ে † ধারে।
হাসে' নিত্যানন্দ সেই-দুইর ভিতরে॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি মানে' ‡॥
"চক্র! চক্র! চক্র!" প্রভু ডাকে ঘনেঘনে॥
আথেব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল॥
প্রমাদ গণিলা সব-ভাগবতগণ।
আথেব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন॥
"মাধাই মারিতে প্রভু! রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ' প্রভু! এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির॥"
"জগাই রাখিল" হেন বচন শুনিয়া।
জগাইরে আলিঙ্গন কৈলা সুখী হৈয়া॥
জগাইরে বোলে "কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া, কিনিলি তুঞি মোরে॥
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ, তাহা তুমি মাগ'।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তি-লাভ॥"

* 'ভাল বা'। † 'বহে'। ‡ 'জানে' বা 'মনে'।

জগাইরে বর শুনি বৈষ্ণবমণ্ডল।
জয়জয়-হরি-ধ্বনি করিলা সকল॥
"প্রেমভক্তি হউ" করি যখন বলিল।
তখনে জগাই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইল॥
প্রভু বোলে "জগাই! উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিল তোরে॥"
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর!
জগাই দেখিল সেই * প্রভু বিশ্বম্ভর॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিলা চৈতন্যগোসাঞি॥
পাইয়া চরণ-ধন লক্ষ্মীর জীবন।
ধরিল জগাই যেন অমূল্য-রতন॥
চরণে ধরিয়া কান্দে সুকৃতি জগাই।
এমত অপূর্ব্ব করে গৌরাঙ্গগোসাঞি॥ †
এক-জীব, দুই দেহ—জগাই মাধাই।
এক-পুণ্য, এক-পাপ, বৈসে এক-ঠাঁই॥
জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল।
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল॥
আথেব্যথে নিত্যানন্দ-বসন এড়িয়া।
পড়িল চরণ ধরি দণ্ডবত হৈয়া॥
"দুইজনে এক-ঠাঞি কৈল প্রভু! ‡ পাপ।
অনুগ্রহ কেনে প্রভু! হয় দুই-ভাগ?
মোরে অনুগ্রহ কর', লও তোর নাম।
আমারে উদ্ধার করিবারে নারে আন॥"
প্রভু বোলে "তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুঞি।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে রক্ত পাড়িলি সে তুঞি॥"

* 'সব'।
† "পাইয়া চরণ" হইতে "গৌরাঙ্গগোসাঞি" পর্য্যন্ত পয়ার দুইটি সকল পুঁথিতে নাই। ‡ 'করিলাঙ'।

মাধাই বোলয়ে "ইহা সলিতে না পার *।
আপনার ধর্ম্ম প্রভু! আপনি কেনে ছাড় †?
বাণে বিন্ধিলেক তোমা' যে অসুরগণে।
নিজ পদ তা'সভারে তবে দিলে কেনে?"
প্রভু বোলে "তাহা হৈতে তোর অপরাধ।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে তুঞি কৈলি রক্তপাত॥
মো' হইতে মোর ‡ নিত্যানন্দ-দেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য কহিলাঙ দঢ়॥"
"সত্য যদি কহিলা ঠাকুর! মোর স্থানে।
বোলহ নিষ্কৃতি §—মুঞি তরিমু কেমনে?
সর্ব্ব-রোগ নাশ'—বৈদ্যচূড়ামণি তুমি।
তুমি রোগ চিকিচ্ছিলে সুস্থ হই আমি॥
না কর' কপট প্রভু! সংসারের নাথ!
বিদিত হইলা, আর লুকাইবা কা'ত ¶?"
প্রভু বোলে "অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দচরণ ধরিয়া তুমি পা পড়॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।
ধরিল অমূল্যধন নিতাইচরণ॥
যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
রেবতী জানেন যেই চরণ-প্রকাশ॥
বিশ্বম্ভর বোলে "শুন নিত্যানন্দ-রায়!
পড়িলে চরণে—কৃপা করিতে জুয়ায়॥
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত।
তুমি সে ক্ষমিতে পার, পড়িল তোমা'ত॥"
নিত্যানন্দ বোলে "প্রভু! কি বলিব মুঞি।
বৃক্ষ||-দ্বারে কৃপা কর' সেহ শক্তি ** তুঞি॥

কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিলুঁ মাধাইরে, শুনহ নিশ্চিত॥
মোর যত অপরাধ—কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড়, কৃপা কর', তোমার মাধাই॥"
বিশ্বম্ভর বোলে "যদি ক্ষমিলা সকল।
মাধাইরে কোল দেহ', হউক সফল॥"
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ়-আলিঙ্গন।
মাধাইর হৈল সর্ব্ব-বন্ধ*-বিমোচন॥
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা।
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত মাধাই হইলা॥
হেনমতে দুইজনে পাইলা মোচনে।
দুইজনে স্তুতি করে দুইর চরণে॥
প্রভু বোলে "তোরা আর না করিস্ পাপ।"
জগাই মাধাই বোলে "আর না রে বাপ॥"
প্রভু বোলে "শুনশুন তুমি-দুই-জন!
সত্য এই তোরে আমি বলিল বচন †॥
কোটিকোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস্, সব দায় মোর॥
তো-সভার মুখে মুঞি করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার॥"
প্রভুর শুনিঞা বাক্য জগাই-মাধাই।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই পড়িলা তথাই॥
মোহ গেল, দুই বিপ্র আনন্দসাগরে।
বুঝি আজ্ঞা করিলেন প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
"দুইজনে তুলি লহ আমার বাড়ীতে।
কীর্ত্তন করিব দুইজনের সহিতে॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ আজি এ-দোঁহারে দিব।
এ-দুইরে জগতের উত্তম করিব॥

* 'না পারহ'। † 'আপনি রাখহ'।
‡ 'আমা হৈতে এই'। § 'দুষ্কৃতি'।
¶ 'গিয়া'। || 'ভৃত্য'। ** 'ভক্তি'।

* 'বিঘ্ন'। † 'করিল মোচন'।

এ-দুই-পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান।
এ-দুইরে বলিবেক গঙ্গার সমান॥
নিত্যানন্দ-প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-ইচ্ছা মুঞি জানিহ * নিশ্চয়॥"
জগাই-মাধাই সব বৈষ্ণবে ধরিয়া।
প্রভুর বাড়ীর অভ্যন্তরে গেলা লৈয়া॥
আপ্তগণ সাম্ভাইলা প্রভুর সহিতে।
পড়িল কপাট, কারো শক্তি নাহি যাইতে †॥
বসিলা আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
দুই-পাশে শোভে নিত্যানন্দ-গদাধর॥
সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে মহাপাত্র-রাজ।
চারিদিগে বৈসে সব বৈষ্ণব-সমাজ॥
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি, প্রভু হরিদাস।
গরুড়াই, রামাই, শ্রীবাস, গঙ্গাদাস॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
এ সব জানয়ে চৈতন্যের সর্ব্ব-কার্য্য॥
অনেক মহান্ত আর ‡ চৈতন্য বেড়িয়া।
আনন্দে বসিলা জগাই মাধাই লইয়া॥
লোমহর্ষ, মহা-অশ্রু, কম্প সর্ব্ব-গা'য়।
জগাই মাধাই দুই গড়াগড়ি যায়॥
কার্ শক্তি বুঝিতে চৈতন্য-অভিমত।
দুই দস্যু করে—দুই মহাভাগবত॥
তপস্বী সন্ন্যাসী করে—পরম পাষণ্ড।
এইমত লীলা তান অমৃতের খণ্ড॥
ইহাতে বিশ্বাস যার, সে-ই কৃষ্ণ পায়।
ইথে যার সন্দেহ, সে অধঃপাতে যায়॥
জগাই মাধাই দুইজনে স্তুতি করে।
সভার সহিত শুনে গৌরাঙ্গসুন্দরে॥

* 'এই জানিহ'। † 'যাইতে'। ‡ 'সব'।

শুদ্ধা সরস্বতী দুইজনের জিহ্বায়।
বসিলা চৈতন্যচন্দ্র-প্রভুর আজ্ঞায়॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের প্রকাশ একত্র।
দেখিলেন দুইজনে—যার যেন তত্ত্ব॥
সেইমত স্তুতি করে দুই মহাশয়।
যে স্তুতি শুনিলে কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয়॥
"জয়জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয়জয় নিত্যানন্দ—বিশ্বম্ভর-ধর॥*
জয়জয় নিজনাম-বিনোদ আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব্ব-কার্য্য॥
জয়জয় জগন্নাথমিশ্রের নন্দন।
জয়জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-শরণ॥
জয়জয় শচীপুত্র করুণার সিন্ধু।
জয়জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু॥
জয় রাজপণ্ডিতদুহিতা-প্রাণেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময়-কলেবর॥
সেই জয় প্রভু! †—তুমি যত কর' কাজ।
জয় নিত্যানন্দচন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ॥
জয়জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূতবর॥
জয়জয় অদ্বৈতজীবন গৌরচন্দ্র।
জয়জয় সহস্রবদন নিত্যানন্দ॥
জয় গদাধর-প্রাণ মুরারি-ঈশ্বর।
জয় হরিদাস-বাসুদেব-প্রিয়ঙ্কর॥
পাপী উদ্ধারিলে যত নানা-অবতারে।
'পরম অদ্ভুত' যাহা ‡ ঘোষয়ে সংসারে॥

* 'জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর'।
† 'জয়'। ‡ 'তাহা'।

আমি-দুই-পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার।
অল্পত্ব পাইল পূর্ব্ব-মহিমা তোমার॥
অজামিল-উদ্ধারের যতেক মহত্ত্ব।
আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অল্পত্ব॥
সত্য কহি, আমি কিছু স্তুতি নাহি করি।
উচিতেই অজামিল মুক্তি-অধিকারী॥
কোটি ব্রহ্ম বধি' যদি তোর নাম লয়ে।
'সত্ত মোক্ষ তার' বেদে এই সত্য কহে॥
হেন নাম অজামিল কৈল উচ্চারণ।
তেঞি চিত্র নহে অজামিলের মোচন॥
বেদ-সত্য পালিতে * তোমার অবতার।
মিথ্যা হয় বেদ তবে † না কৈলে উদ্ধার॥
আমি দ্রোহ কৈলুঁ প্রিয়-শরীরে তোমার।
তথাপিহ আমি-দুই করিলে উদ্ধার॥
এবে বুঝি দেখ প্রভু! আপনার মনে।
কত কোটি অন্তর আমরা দুইজনে॥
'নারায়ণ' নাম শুনি অজামিল-মুখে।
চারি মহাজন আইলা সেই জন দেখে॥
আমি দেখিলাঙ তোমা' রক্ত পাড়ি অঙ্গে।
সাঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্র, পারিষদ—সব সঙ্গে॥
গোপ্য করি রাখিছিলা এ সব মহিমা।
এবে ব্যক্ত হৈল প্রভু! মহিমার সীমা॥
এবে সে হইল বেদ মহাবলবন্ত।
এবে সে বড়াঞি করি গাইব অনন্ত॥
এবে সে বিদিত হৈল গোপ্য-গুণগ্রাম।
'নির্লক্ষ্য-উদ্ধার' প্রভু! ইহার সে নাম॥
যদি হেন বোল কংস-আদি ‡ দৈত্যগণ।
তাহারাও দ্রোহ করি পাইল মোচন॥

কত লক্ষ্য আছে তথি দেখ নিজ-মনে।
নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে॥
তোমা'সনে যুঝিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে।
ভয়ে তোমা' নিরন্তর চিন্তিলেক মর্ম্মে॥
তথাপি নারিল দ্রোহ-পাপ এড়াইতে।
পড়িল নরেন্দ্র-সব বংশের সহিতে॥
তোমারে দেখিতে নিজ শরীর * ছাড়িল।
তবে কোন্ মহাজনে তারে পরশিল?
আমারে পরশে' এবে ভাগবতগণে।
ছায়া ছুঞি যেই জন কৈলা গঙ্গাস্নানে॥
সর্ব্বমতে প্রভু! তোর এ মহিমা বড়॥
কাহারে ভাণ্ডিবে?—সভে জানিলেক দঢ়॥
মহাভক্ত গজরাজ করিলা স্তবন।
একান্তশরণ দেখি করিলা মোচন॥
দৈবে সে উপমা নহে অসুরা † পূতনা।
অঘ-বক-আদি যত, কেহো নহে সীমা॥
ছাড়িয়া সে দেহ তারা গেল দিব্য-গতি।
বেদ বিনে তাহা দেখে কাহার্ শকতি॥
যে করিলা এই দুই পাতকি-শরীরে।
সাক্ষাতে দেখিল ইহা সকল-সংসারে॥
যতেক করিলা তুমি পাতকি-উদ্ধার।
কারো কোনোরূপে লক্ষ্য আছে সভাকার॥
নির্লক্ষ্যে তারিলা ব্রহ্মদৈত্য দুইজন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ॥"
বলিয়াবলিয়া কান্দে জগাই-মাধাই।
এমত অপূর্ব্ব করে চৈতন্যগোসাঞি॥
যতেক বৈষ্ণবগণ অপূর্ব্ব দেখিয়া।
জোড়হাথে স্তুতি করে সভে দাণ্ডাইয়া॥

* 'স্থাপিতে'। † 'তারে'। ‡ 'যদি বোল কংস আদি যত'।

* 'জীবন'। † 'তবে বা' বা 'অঘ বা'।

"যে স্তুতি করিল প্রভু! এ দুই মত্তপে।
তোর কৃপা বিনে ইহা জানে কার বাপে॥
তোমার অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে।
যখন যে-রূপে কৃপা করহ যাহারে॥"
প্রভু বোলে "এ-দুই মত্তপ নহে আর।
আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার॥
সভে মিলি অনুগ্রহ কর এ-দুইরে।
জন্মেজন্মে আর যেন আমা' না পাসরে॥
যে যে রূপে যার ঠাঞি আছে অপরাধ।
ক্ষমিয়া এ দুই প্রতি করহ প্রসাদ॥"
শুনিঞা প্রভুর বাক্য জগাই-মাধাই।
সভার চরণ ধরি পড়িলা তথাই। *
সর্ব্ব-মহাভাগবত কৈলা আশীর্ব্বাদ।
জগাই-মাধাই হৈলা † নির-অপরাধ।
প্রভু বোলে "উঠউঠ জগাই-মাধাই।
হইলা আমার দাস, আর চিন্তা নাই॥
তুমি-দুই যত কিছু করিলা স্তবন।
পরম সুসত্য, কিছু না হয় খণ্ডন॥
সশরীরে ‡ কভু কারো হেন নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয়॥
তোসভার যত পাপ মুঞি নিল সব।
সাক্ষাতে দেখহ ভাই! এই অনুভব॥"
দুইজনার শরীরে পাতক নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া-আকার॥
প্রভু বোলে "তোমরা আমারে দেখ কেন?"
অদ্বৈত বোলয়ে "শ্রীগোকুলচন্দ্র যেন।"

অদ্বৈত-প্রতিজ্ঞা শুনি * হাসে বিশ্বম্ভর।
'হরি' বলি ধ্বনি করে যত অনুচর †॥
প্রভু বোলে "কালা দেখ দুইর পাতকে।
কীর্ত্তন করহ সব যাউক নিন্দকে॥" ‡
শুনিঞা প্রভুর বাক্য সভার উল্লাস।
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন-পরকাশ॥
নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
বেঢ়িয়া বৈষ্ণব-সব যশ গায় রঙ্গে॥
নাচয়ে অদ্বৈত—যার লাগি অবতার।
যাহার কারণে হৈল জগত-উদ্ধার॥
কীর্ত্তন করয়ে সভে দিয়া করতালী।
সভেই করেন নৃত্য হই কুতূহলী॥
প্রভু-প্রতি মহানন্দে কারো নাহি ভয়।
প্রভু-সঙ্গে কত লক্ষ ঠেলাঠেলি হয়॥
বধূ-সঙ্গে দেখে আই ঘরের ভিতরে।
বসিয়া ভাসয়ে আই আনন্দসাগরে॥
সভেই পরমানন্দ দেখিয়া প্রকাশ।
কাহারো না ঘুচে কৃষ্ণাবেশের উল্লাস॥
যার অঙ্গ পরশিতে রমা পায় ভয়।
সে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে মত্তপ নাচয়॥
মত্তপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্যগোসাঞি।
বৈষ্ণবনিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঞি॥
নিন্দায় না বাঢ়ে ধর্ম্ম, সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা কোনো § মহাভাগ॥

* 'সভার চরণে পড়িলেন সেই ঠাঁই'।
† 'দুই'। ‡ 'এ শরীরে'।

* 'দেখি'। † 'সব সহচর'।
‡ ইহার পর দুইখানি পুঁথিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি স্থান পাইয়াছে—
"তথাহি—নিন্দকাঃ শূকরাশ্চৈব সকলং নির্ম্মিতং হরেঃ।
শুধ্যন্তি শূকরা গ্রামং সাধূন্ শুধ্যন্তি নিন্দকাঃ॥"
§ 'মত্ত' বা 'মত্তা'।

দুই দস্যু দুই মহাভাগবত করি।
গণ-সহে নাচে প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
নৃত্যাবেশে বসিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
বসিলা চৌদিগে বেড়ি বৈষ্ণবমণ্ডল ॥
সর্ব্ব-অঙ্গে ধুলা চারি-অঙ্গুলি-প্রমাণ।
তথাপি সভার—অঙ্গ নির্ম্মল-গেয়ান ॥
পূর্ব্ববত হৈলা প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
হাসিয়া সভারে বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
"এ-দুইরে পাপী-হেন না করিহ মনে।
এ-দুইর পাপ মুঞি লইলুঁ * আপনে ॥
সর্ব্বদেহে মুঞি করোঁ বোলোঁ চালোঁ খাঙ।
তবে দেহ-পাত‡ যবে মুঞি চলি যাঙ ॥
যেই দেহে অল্প-দুঃখে জীব ডাক ছাড়ে।
মুঞি বিনে সেই দেহ পুড়িলে না নড়ে ॥
তবে যে জীবের দুঃখ,—করে অহঙ্কার।
'মুঞি করোঁ বোলোঁ' বলি পায় মহামার ॥
এতেকে যতেক কৈল এই-দুই-জনে।
করিলাঙ আমি, ঘুচাইলাঙ আপনে ॥
ইহা জানি এ-দুইরে সকল বৈষ্ণব।
দেখিবা অভেদ-দৃষ্ট্যে—যেন তুমি-সব ॥
শুন এই আজ্ঞা মোর—যে হও আমার।
এ-দুইরে শ্রদ্ধা করি যে দিব আহার ॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে যত মধু বৈসে।
যে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে ॥
এ-দুইরে বট-মাত্রো দিব যেই জন।
তার সে কৃষ্ণের মুখে মধু-সমর্পণ ॥
এ-দুই জনেরে যে করিব পরিহাস।
এ দুইর অপরাধে তার সর্ব্বনাশ ॥"

* 'লইলুঁ'। † 'চলোঁ'। ‡ 'চলে' বা 'পড়ে'।

শুনিঞা বৈষ্ণবগণ কান্দে মহাপ্রেমে।
জগাই-মাধাই-প্রতি করে পরণামে ॥
প্রভু বোলে "শুন সব ভাগবতগণ!
চল সভে যাই ভাগীরথীর চরণ ॥"
সর্ব্ব-গণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
পড়িলা জাহ্নবীজলে বল মহাবল * ॥
কীর্ত্তন-আনন্দে যত ভাগবতগণ।
শিশু-প্রায় চঞ্চল-চরিত্র সর্ব্বক্ষণ ॥
মহা ভব্য বৃদ্ধ † সব, সেহো শিশুমতি।
এইমত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি ॥
গঙ্গাস্নান-মহোৎসব কীর্ত্তনের শেষে।
প্রভু-ভৃত্য-বুদ্ধি গেল আনন্দ-আবেশে।
জল দেই প্রভু সর্ব্ব-বৈষ্ণবের গা'য়।
কেহো নাহি পারে, সভে হাসিয়া ‡ পলায় ॥
জলযুদ্ধ করে প্রভু যার যার সঙ্গে।
ক্ষণেক্ষণ যুদ্ধ করি সভে দেই ভঙ্গে ॥
ক্ষণে কেলি অদ্বৈত-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দে।
ক্ষণে কেলি হরিদাস-শ্রীবাস-মুকুন্দে ॥
শ্রীগর্ভ, শ্রীসদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্।
পুরুষোত্তমসঞ্জয় §, বুদ্ধিমন্তখান ॥
বিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস, জগদীশ নাম।
গোপীনাথ, গদাধর, গরুড়, শ্রীরাম ॥
গোবিন্দ, শ্রীধর, কৃষ্ণানন্দ, কাশীশ্বর।
জগদানন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীশুক্লাম্বর ॥
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য, কত নিব ¶ নাম।
বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ ॥

* 'বনমালাধর'। † 'ভব্য-বুদ্ধি'। ‡ 'হারিয়া'।
§ 'পুরুষোত্তম মুকুন্দাশ্রয়'। ¶ 'জানি'।

অন্যোহন্যে সর্ব্বজন জলকেলি করে।
পরানন্দরসে কেহো জিনে, কেহো হারে॥
গদাধর-গৌরাঙ্গে মিলিয়া * জলকেলি।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে খেলয়ে হই † মেলি॥
অদ্বৈত-নয়নে নিত্যানন্দ কুতূহলী।
নির্ঘাত করিয়া ‡ জল দিলা মহাবলী॥
দুই চক্ষু অদ্বৈত মেলিতে নাহি পারে।
মহাক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে॥
"নিত্যানন্দ মন্থপ করিল চক্ষু কাণ।
কোথা হৈতে মন্থপের হৈল উপস্থান॥
শ্রীনিবাসপণ্ডিতের মূলে জাতি নাঞি।
কোথাকার অবধূতে আনি দিল ঠাঞি॥
শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম্ম করে।
নিরবধি অবধূত-সংহতি বিহরে॥"
নিত্যানন্দ বোলে "মুখে নাহি বাস' লাজ।
হারিলে আপনে, আর কন্দলে কি কাজ॥"
গৌরচন্দ্র বোলে "এক-বারে নাহি জানি।
তিন-বার হইলে সে হারি-জিতি § মানি॥"
আর-বার জলযুদ্ধ অদ্বৈত-নিতাই।
কৌতুক লাগিয়া এক-দেহ দুই ঠাঁই॥
দুইজনে জলযুদ্ধ—কেহো নাহি পারে।
এক-বার জিনে কেহো আর-বার হারে॥
আর-বার নিত্যানন্দ সম্ভ্রম পাইয়া।
দিলেন নয়নে জল নির্ঘাত করিয়া॥
অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ বোলে "মাতালিয়া!
সন্ন্যাসী না হয় কভু এ ব্রহ্মবধিয়া॥
পশ্চিমার ঘরেঘরে খাইয়াছে ভাত।
কুল জন্ম জাতি কেহো না জানে কোথাত॥
মাতা পিতা গুরু নাহি, না জানি * কিরূপ।
খায় পরে' সকল, বোলায় 'অবধূত'॥"
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তব করে ব্যপদেশে।
শুনি নিত্যানন্দ প্রভু গণ-সহ হাসে'॥
"সংহারিব সকল, আমার দোষ নাঞি।"
এত বলি জলে ঝাঁপে' † আচার্য্যগোসাঞি॥
আচার্য্যের ক্রোধে হাসে' ভাগবতগণ।
ক্রোধে তত্ত্ব কহে, হেন শুনি কুবচন॥
হেন রস কলহের মর্ম্ম না বুঝিয়া।
ভিন্ন‡-জ্ঞানে নিন্দে' বন্দে' সে মরে পুড়িয়া॥
নিশ্চয় গৌরাঙ্গচন্দ্র § যারে কৃপা করে।
সে-ই সে বৈষ্ণববাক্য বুঝিবারে পারে॥
সেই কথোক্ষণে দুই মহাকুতূহলী।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকোলী॥
মহামত্ত দুই প্রভু গৌরচন্দ্র-রসে।
সকল গঙ্গার মাঝে নিত্যানন্দ ভাসে॥
হেনমতে জলকেলি কীর্ত্তনের শেষে।
প্রতিরাত্রি সভা' লৈয়া করে প্রভু ¶ রসে॥
এ লীলা দেখিতে মনুষ্যের শক্তি নাই।
সবে দেখে দেবগণ সঙ্গোপে তথাই॥
সর্ব্ব-গণে গৌরচন্দ্র গঙ্গাস্নান করি।
কূলে উঠি উচ্চ করি বোলে 'হরিহরি'॥
সভারে দিলেন মালা-প্রসাদ-চন্দন।
বিদায় হইলা সভে করিতে ভোজন॥ ॥

* 'কলহ', 'ক্ষণেক' বা খেলহ'।
† 'কলহ হয়' বা 'ক্ষণেক দোঁহে'।
‡ 'খাঙ্গিয়া' বা 'নয়নে'।　§ 'জিনি'।

* 'নাহি জানিয়ে'।　‡ 'ঝাঁপে'।
† 'তত্ত্ব'।　§ 'নিত্যানন্দ গৌরচাঁদ'।
¶ 'মহা'।　॥ 'শয়ন'।

জগাই-মাধাই সমর্পিল্য সভা'স্থানে।
আপন-গলার মালা দিলা দুই জনে॥
এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব, মাত্র বেদে কয়॥
গৃহে আসি প্রভু ধুইলেন শ্রীচরণ।
তুলসীর করিলেন চরণ-বন্দন॥
ভোজন করিতে বসিলেন বিশ্বম্ভর।
নৈবেদ্যান্ন আনি মা'য়ে করিলা গোচর॥
সর্ব্ব-ভাগবতেরে করিয়া নিবেদন।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথ করয়ে ভোজন॥
পরম-সন্তোষে মহাপ্রসাদ খাইয়া।
মুখশুদ্ধি করিবারে বসিলা আসিয়া॥
বধূ-সঙ্গে দেখে আই নয়ন ভরিয়া।
মহানন্দ-সাগরে শরীর ডুবাইয়া॥
আইর ভাগ্যের সীমা কে বলিতে পারে।
সহস্রবদন প্রভু যদি শক্তি ধরে॥
প্রাকৃত-শব্দে ও যে বা বলিবেক 'আই'।
আই-শব্দ-প্রভাবেও তার দুঃখ নাই॥
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি আই জগন্মাতা।
নিজ দেহ আই নাহি জানে আছে কোথা॥
বিশ্বম্ভর চলিলেন করিতে শয়ন।
তখন বিদায় করে গুপ্ত-* দেবগণ॥
চতুর্ম্মুখ-পঞ্চমুখ-আদি দেবগণ।
নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন॥
দেখিতে না পায় ইহা কেহো আজ্ঞা বিনে।
সেই প্রভু অনুগ্রহে বোলে কারো স্থানে॥
কোনদিন বসিয়া থাকয়ে বিশ্বম্ভর।
সমুখে আইলা মাত্র কোন অনুচর॥

"অই-খানে থাক" প্রভু বোলয়ে আপনে।
"চারি-পাঁচ-মুখগুলা লোটায় অঙ্গনে॥
পড়িয়া আছয়ে যত নাহি লেখা-জোখা।
তোমরা-সভেরে কি এ গুলা না দে' দেখা?"
কর-জোড় করি বোলে সব ভক্তগণ।
"ত্রিভুবনে করে প্রভু! তোমার সেবন॥
আমরা-সভের কোন্ শক্তি দেখিবার।
বিনে প্রভু! তুমি দিলে দৃষ্টি-অধিকার॥"
এ সব অদ্ভুত চৈতন্যের গুপ্ত কথা।
সর্ব্ব-সিদ্ধি হয় ইহা শুনিলে সর্ব্বথা॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে।
অজ-ভব নিতি আইসে গৌরাঙ্গের স্থানে॥
হেনমতে জগাই মাধাই-পরিত্রাণ।
করিলা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ॥
সভার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার॥
শূলপাণি-সম যদি ভক্তনিন্দা করে।
ভাগবত প্রমাণ—তথাপি শীঘ্র মরে॥

তথাহি (ভা° ৫।১০।২৫)—

"মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধিমাদৃক্
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ॥ ১॥

টীকা।

মহদিতি। স্বকৃতাৎ মহতাং, বিমানাৎ—অবমানাৎ, মাদৃশঃ, অদূরাৎ—ক্ষিপ্রং, হি—নিশ্চিতং, নঙ্ক্ষ্যতি; শূলপাণিরিব অতিসমর্থোঽপীত্যর্থঃ। স্বকৃতাদিতি-পাঠে পুণ্যাৎ নঙ্ক্ষ্যতীত্যর্থঃ। ১।

অনুবাদ।

মহজ্জনের অবমাননা করিলে, সেই স্বকৃত-অবমাননার ফলে মাদৃশ ব্যক্তি শূলপাণির ন্যায়

* 'হয় গুপ্তে'।

(অতিসমর্থ) হইলেও, অচিরেই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১ ॥

হেন বৈষ্ণবেরে নিন্দে' অসর্ব্বজ্ঞ হই ।
সে জনের অধঃপাত সর্ব্ব-শাস্ত্রে কই' ॥
সর্ব্ব-মহা প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের * নাম ।
বৈষ্ণবাপরাধে সে-ই নামে লয় প্রাণ ॥
পদ্মপুরাণের এই পরম বচন ।
প্রেমভক্তি হয় ইহা করিলে পালন ॥

তথাহি (পদ্মপুরাণে, ব্রহ্মখণ্ডে ২৫ । ১৪)—

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্ ॥"২॥

টীকা ।

সতামিতি । সতাং নিন্দেত্যনেন হিংসাদীনাং বচনাগোচরত্বং দর্শিতম্ । বিতনুতে—বিস্তারয়তি । যতঃ—সদ্ভ্যঃ, খ্যাতিং—প্রসিদ্ধিং প্রাকট্যং বা, যাতং—প্রাপ্তম্ উ—খেদে, নাম তেষাং, বিগরিহাং—বিগর্হাং, নিন্দাম্ ইকারাগমশ্ছন্দোঽনুরোধাৎ, কথং সহতে ?—অপি তু সোঢ়ুং ন শক্নুয়াদেব ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।

সজ্জনগণের নিন্দা নামের নিকট উৎকট অপরাধ বিস্তার করিয়া থাকে । হায় ! নাম যাঁহাদিগের হইতে খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা তিনি কেমন করিয়া সহ্য করেন ? ॥ ২ ॥

যেই শুনে দুই-মহাদস্যুর উদ্ধার ।
তারে উদ্ধারিব গৌরচন্দ্র অবতার ॥
ব্রহ্মদৈত্য-পাবন গৌরাঙ্গ ! জয়জয় ।
করুণাসাগর প্রভু পরম-সদয় ॥
সহজ-করুণা-সিন্ধু * মহাকৃপাময় ।
দোষ নাহি দেখে প্রভু, গুণ মাত্র লয় ॥
হেন-প্রভু-বিরহে যে পাপি-প্রাণ রহে ।
সবে পরমায়ু-গুণ, আর কিছু † নহে ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর' মহাশয় !
শ্রবণে বদনে যেন তোর যশ লয় ॥
আমার প্রভুর সঙ্গে গৌরাঙ্গসুন্দর ।
যথা বৈসে, তথা যেন হও অনুচর ॥
চৈতন্যকথার আদি-অন্ত নাহি জানি !
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥
গণ-সহ প্রভুপাদপদ্মে নমস্কার ।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে জগাই-মাধাই-উদ্ধার-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

---

* 'প্রভুর' ।　　* 'করুণানন্দ' বা 'করুণাবন্ধু' ।　　† 'হেতু' ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

——:০:——

*

চতুর্ম্মুখ-পঞ্চমুখ-আদি দেবগণ।
নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন॥
আজ্ঞা বিনে কেহো ইহা দেখিতে না পারে।
তারা পুনি ঠাকুরের সঙ্গে সেবা করে॥
সর্ব্বদিন দেখে প্রভু যত লীলা করে।
শয়ন করিলে প্রভু সভে চলে ঘরে॥
ব্রহ্মদৈত্য-দুইর সে দেখিয়া উদ্ধার †।
আনন্দে চলিলা তাঁ'ই করিয়া বিচার॥
"এমত কারুণ্য আছে চৈতন্যের ঘরে।
এমত জনেরে প্রভু করয়ে উদ্ধারে॥
আজি বড় চিত্তে প্রভু দিলেন ভরসা।
'অবশ্য পাইব পার' ধরিলাঙ আশা॥"
এইমত অন্যোঽন্যে করি ‡ সঙ্কথন।
মহানন্দে চলিলা সকল দেবগণ॥
প্রভু-স্থানে নিত্য আইসে যম ধর্ম্মরাজ।
আপনে দেখিল প্রভু চৈতন্যের কাজ॥
চিত্রগুপ্ত-স্থানে জিজ্ঞাসয়ে প্রভু যম।
"কিবা এ-দুইর পাপ, কিবা উপশম?"

চিত্রগুপ্ত বোলে "শুন প্রভু ধর্ম্মরাজ!
এ বিফল পরিশ্রমে আর কিবা কাজ॥
লক্ষেক কায়স্থ যদি একমাস পঢ়ি।
তথাপি পাইতে অন্ত শীঘ্র হয় * বড়ি॥
তুমি যদি শুন লক্ষ করিয়া শ্রবণ।
তথাপিহ শুনিবারে তুমি সে ভাজন॥
এ-দুইর পাপ নিরন্তর দূতে কহে।
লিখিতে কায়স্থ সব উত্তাপিত হয়ে †॥
এ-দুইর পাপ দূত ‡ কহে অনুক্ষণ।
ইহা লাগি দূতে কত খাইল মারণ॥
দূত বোলে পাপ করে সেই দুই জনে।
লেখাইতে ভার মোর, মোরে মার' কেনে॥'
না লিখিলে হয় শাস্তি, হেন করি লিখি।
পর্ব্বত-প্রমাণ 'গড়া' § আছে তার সাক্ষী॥
আমরাও কান্দিয়াছি ও-দুই লাগিয়া।
কেমতে বা এ যাতনা সহিব আসিয়া॥
তিল-মাত্র মহাপ্রভু সব কৈলা দূর।
এবে আজ্ঞা কর' 'গড়া' ডুবাই প্রচুর॥"
কভু নাহি দেখে যম এমত মহিমা।
পাতকি-উদ্ধার যত—তার এই সীমা॥

---

* এইখানে মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"হেম-কিরণিয়া।
গৌরাঙ্গসুন্দর তনু প্রেম-ভরে ভেল ডগ-মগিয়া।
নাচত,ভালি গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া। ধ্রু।"
† 'দেখি মহোদ্ধার'। ‡ 'কহি।'

* 'নহে'।
† 'উৎপিঠে জম্বয়ে', উৎপিচ্ছ জন্ময়ে,' উৎপিচ্ছিত হএ', 'উৎপাত্র জন্ময়ে', 'উৎপাত্ত পরয়ে,' বা 'উৎপৃষ্ট হয়ে' (?)। ‡ 'মত'। § "ঘড়া"।

স্বভাব-বৈষ্ণব যম—মূর্ত্তিমন্ত ধর্ম্ম।
ভাগবতধর্ম্মের জানয়ে সর্ব্ব-মর্ম্ম॥
যখন শুনিলা চিত্রগুপ্তের বচন।
কৃষ্ণাবেশে দেহ পাসরিলা ততক্ষণ॥
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া রথের উপরে।
কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে॥
আথেব্যথে চিত্রগুপ্ত-আদি যত গণ।
ধরিয়া লাগিলা সভে করিতে ক্রন্দন॥
সর্ব্ব দেব রথে যায় কীর্ত্তন করিয়া।
রহিল যমের রথ শোকাকুল হৈয়া॥
দুই ব্রহ্ম-অসুরের মোচন দেখিয়া।
সেই গুণ-কর্ম্ম সভে চলিলা গাইয়া॥
শঙ্কর-বিরিঞ্চি-শেষ-আদি দেবগণ।
নারদাদি গায় সেই-দুইর মোচন॥
কাহো * কেহো না জানয়ে আনন্দ-কীর্ত্তনে।
কারুণ্য দেখিয়া কেহো করয়ে ক্রন্দনে॥
রহিয়াছে যম-রথ—দেখে দেবগণে।
রহিল সকল রথ যম-রথ-স্থানে॥
শেষ, অজ, ভব, নারদাদি ঋষিগণে।
দেখে পড়ি আছে যমদেব অচেতনে॥
বিস্মিত হইলা সভে—না জানি কারণ।
চিত্রগুপ্ত কহিলেন সকল কারণ †॥
'কৃষ্ণাবেশ' হেন জানি অজ-পঞ্চানন।
কর্ণমূলে সভে মিলি ‡ করয়ে কীর্ত্তন॥
উঠিলেন যমদেব কীর্ত্তন শুনিয়া।
চৈতন্য পাইয়া নাচে মহামত্ত হৈয়া॥
উঠিল পরমানন্দ দেব-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণের আবেশে নাচে সূর্য্যের নন্দন॥

* 'কেহো'। † 'সব বিবরণ' বা 'সকল কথন'। ‡ 'বেঢ়ি'।

যম-নৃত্য দেখি নাচে সর্ব্ব-দেবগণ।
নারদাদি-সঙ্গে নাচে অজ-পঞ্চানন॥
দেবগণ-নৃত্য শুন সাবধান হৈয়া।
অতি গুহ্য,—বেদে ব্যক্ত করিবেন ইহা॥

শ্রীরাগ।

নাচই ধর্ম্মরাজ, ছাড়িয়া সকল কাজ *,
কৃষ্ণাবেশে না জানে আপনা'।
স্মঙরিয়া শ্রীচৈতন্য, বোলে "অতি ধন্যধন্য,
পতিতপাবন ধন্য বাণা।" ১॥
হুহুঙ্কার গরজন, সপুলক মহাপ্রেম,
যমের ভাবের অন্ত নাই।
বিহ্বল হইয়া যম, করে বহু ক্রন্দন,
স্মঙরিয়া জগাই মাধাই॥ ২॥
যমের যতেক গণ, দেখিয়া যমের প্রেম,
আনন্দে পড়িয়া গড়ি যায়।
চিত্রগুপ্ত মহাভাগ, কৃষ্ণে বড় অনুরাগ,
মালসাট পূরি পূরি † ধায়॥ ৩॥
নাচে প্রভু শঙ্কর, হইয়া দিগম্বর,
কৃষ্ণাবেশে বসন না জানে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য, জগত করয়ে ধন্য,
কহিয়া তারক-রামনামে॥ ৪॥
শিব নাচে মহানন্দে ‡, জটাও নাহিক বান্ধে,
দেখি নিজ-প্রভুর মহিমা।
কার্ত্তিক গণেশ নাচে, মহেশের পাছেপাছে,
স্মঙরিয়া কারুণ্যের সীমা॥ ৫॥
নাচয়ে চতুরানন, ভক্তি যাঁর প্রাণ ধন,
লইয়া সকল পরিবার।

* 'লাজ'। † 'মারিয়া সে'। ‡ 'আনন্দে মহেশ নাচে'।

কশ্যপ কর্দ্দম দক্ষ, মনু ভৃগু মহামুখ্য*,
পাছে নাচে সকল ব্রহ্মার ॥ ৬ ॥
সভে মহাভাগবত, কৃষ্ণরসে মহামত্ত,
সভে করে ভক্তি-অধ্যাপনা।
বেঢ়িয়া ব্রহ্মার পাশে,
কান্দে ছাড়ি দীর্ঘ † শ্বাসে,
সঙরিয়া প্রভুর করুণা ॥ ৭ ॥
দেবর্ষি নারদ নাচে, রহিয়া ব্রহ্মার পাছে,
নয়নে বহয়ে প্রেমজল।
পাইয়া যশের সীমা, কোথা বা রহিল বীণা,
না জানয়ে, আনন্দে বিহ্বল ॥ ৮ ॥
চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য, শুকদেব করে নৃত্য,
ভক্তির মহিমা শুক জানে।
লোটাইয়া পড়ে ধূলি, 'জগাই মাধাই' বলি,
করে বহু দণ্ডপরণামে ॥ ৯ ॥
নাচে ইন্দ্র সুরেশ্বর, মহাবীর বজ্রধর,
আপনারে করে ‡ অনুতাপ।
সহস্র-নয়নে ধার, অবিরত বহে যার,
সফল হইল ব্রহ্মশাপ ॥ ১০ ॥
প্রভুর মহিমা দেখি, ইন্দ্রদেব বড় সুখী,
গড়াগড়ি যায় পরবশ।
কোথা গেল বজ্রসার, কোথায় কিরীট হার,
ইহারে সে বলি 'কৃষ্ণরস' ॥ ১১ ॥
চন্দ্র সূর্য্য পবন, কুবের বহ্নি বরুণ,
নাচে সব—যত লোকপাল।
সভেই কৃষ্ণের ভৃত্য, কৃষ্ণরসে করে নৃত্য,
দেখিয়া কৃষ্ণের ঠাকুরাল ॥ ১২ ॥

* 'দক্ষ'। † 'ছাড়ে ঘন'। ‡ 'করি'।

নাচে সব দেবগণ, সভে উলসিত-মন,
ছোট বড় না জানে * হরিষে।
বড় † হয় ঠেলাঠেলি, তভু সভে কুতূহলী,
সভ্য ‡ সুখ কৃষ্ণের আবেশে ॥ ১৩ ॥
নাচে প্রভু ভগবান্, 'অনন্ত' যাঁহার নাম,
বিনতানন্দন করি সঙ্গে।
সকল বৈষ্ণবরাজ, পালন যাঁহার কাজ,
আদিদেব সেহো নাচে রঙ্গে ॥ ১৪।
অজ ভব নারদ, শুক-আদি যত দেব,
অনন্ত বেঢ়িয়া সভে নাচে।
গৌরচন্দ্র অবতার, ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার,
সহস্রবদন গায় মাঝে ॥ ১৫ ॥
কেহো কান্দে কেহো হাসে',
দেখি মহাপরকাশে,
কেহো মূর্চ্ছা পায় সেই ঠাঁই।
কেহো বোলে "ভালভাল, গৌরচন্দ্রঠাকুরাল,
ধন্য পাপী § জগাই মাধাই ॥" ১৬ ॥
নৃত্য-গীত-কোলাহলে, কৃষ্ণ-যশ ¶ সুমঙ্গলে,
পূর্ণ হৈল সকল ‖ আকাশ।
মহা জয়জয়-ধ্বনি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি,
অমঙ্গল সব গেল নাশ ॥ ১৭ ॥
সত্যলোক-আদি জিনি, উঠিল মঙ্গলধ্বনি,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পূরিল পাতাল।
ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধার, বই নাহি শুনি আর,
প্রকট গৌরাঙ্গ-ঠাকুরাল ॥ ১৮ ॥

* 'মাঝে'। † 'কত'।
‡ 'নৃত্য'। § 'ধন্য'।
¶ 'রস'। ‖ 'এ ভূমি'।

হেনমতে মহাজন, ভাগবত দেবগণ'*
কৃষ্ণাবেশে চলিলেন পুরে।
গৌরাঙ্গচন্দ্রের যশ, বিনে আর কোন রস,
কাহারো বদনে নাহি স্ফুরে ॥ ১৯ ॥
জয় জগতমঙ্গল, প্রভু গৌরচন্দ্র†,‡
জয় সর্ব্ব-জীবলোক-নাথ।
উদ্ধারিলা করুণাতে, ব্রহ্মদৈত্য যেনমতে,*
সভা' প্রতি কর' দৃষ্টিপাত ॥ ২০ ॥
জয়জয় শ্রীচৈতন্য, সংসারতারক ধন্য,
পতিত-পাবন ধন্য বাণা।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, প্রভু ভাল ভক্তবৃন্দ,
বৃন্দাবনদাস গুণ গানা ॥ † ২১ ॥ ‡

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে যমরাজ-সঙ্কীর্ত্তনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

---

§

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
অনন্ত অচিন্ত্য লীলা করয়ে সদায় ॥
এত সব প্রকাশেও কেহো নাহি চিনে।
সিন্ধুমাঝে চন্দ্র যেন না জানিল মানে ॥
জগাই মাধাই দুই—চৈতন্যকৃপায়।
পরম-ধার্ম্মিকরূপে বৈসে নদীয়ায় ॥
উষঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে ॥
আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' বলি করয়ে ক্রন্দন ॥
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার।
'কৃষ্ণের দয়িত' দেখে সকল সংসার ॥
পূর্ব্বে যে করিল হিংসা, তাহা স্মঙরিয়া।
কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
"গৌরচন্দ্র আরে বাপ পতিতপাবন!"
স্মঙরিস্মঙরি পুন করয়ে ক্রন্দন ॥
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে।
স্মঙরি চৈতন্যকৃপা দুইজন কান্দে ॥
সর্ব্বজনসহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
অনুগ্রহ আশ্বাস করয়ে নিরন্তর ॥

---

* 'হেন মহাভাগবত, সব দেবগণ যত', 'হেনমতে মহাভাগ-, যত সব দেবগণ' বা 'হেনমতে মহাভাগ, ভাবি কৃষ্ণ-অনুরাগ'। † 'সুন্দর'।

‡ 'জয় জয় জগতমঙ্গল প্রভু, গৌরচন্দ্র'।

§ এই স্থানে মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ —
মায়ুর রাগ।
দেখ গোরাচাঁদের কত ভাঁতি।
শিব শুক নারদ, যেয়ানে না পাওত,
সো পঁহু অকিঞ্চনসঙ্গে দিনরাতি ॥ ধ্রু ॥'

* 'করুণায়ে উদ্ধারিলা ব্রহ্মদৈত্য যেন, তেন'।

† 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দচান্দ প্রভু, ভাল বৃন্দাবনদাস গানা'॥

কোন কোন পুঁথিতে প্রত্যেক পদের শেষে একটি করিয়া 'রে' বা 'রে আ' আছে।

আপনে বসিয়া প্রভু ভোজন করায়।
তথাপিহ দুঁহে চিত্তে সোয়াথ না পায়॥
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া।
পুনঃপুন কান্দে বিপ্র তাহা স্মঙরিয়া॥
নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ।
তথাপি মাধাই চিত্তে না পায় প্রসাদ॥
"নিত্যানন্দ-অঙ্গে মুঞি কৈলুঁ রক্তপাত।"
ইহা বলি নিরন্তর করে আত্মঘাত॥
"যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার।
হেন অঙ্গে মুঞি পাপী করিলুঁ প্রহার॥"
মূর্চ্ছাগত হয় ইহা স্মঙরি মাধাই।
অহর্নিশ কান্দে, আর কিছু চিন্তা নাই॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বালক-আবেশে।
অহর্নিশ নদীয়ায় বুলেন হরিষে॥
সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ-রায়।
অভিমান নাহি—সর্ব্বনগরে বেড়ায়॥
একদিন নিত্যানন্দ নিভৃতে দেখিয়া *।
পড়িলা মাধাই দুই-চরণে ধরিয়া॥
প্রেমজলে ধোয়াইল † প্রভুর চরণ।
দন্তে তৃণ করি করে প্রভুর স্তবন॥
'বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু! করহ পালন।
তুমি সে ফণায় ধর অনন্ত ভুবন॥
ভক্তির স্বরূপ প্রভু! তোমার কলেবর।
তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্ব্বতী-শঙ্কর॥
তোমার সে ভক্তিযোগ, তুমি কর' দান।
তোমা' বই চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন॥
তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হই কুতূহলী॥

তুমি সে অনন্ত-মুখে কৃষ্ণগুণ গাও।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-শ্রেষ্ঠ ভক্তি' তুমি সে বুঝাও॥
তোমারি সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ।
তোমার সে যত কিছু চৈতন্যসম্পদ॥
তোমার সে 'কালিন্দীভেদন' করি নাম।
তোমা' সেবি জনক পাইল মহাজ্ঞান॥
সর্ব্বধর্ম্মময় তুমি পুরুষ পুরাণ।
তোমারে সে বেদে বোলে 'আদিদেব' নাম॥
তুমি সে জগতপিতা, মহাযোগেশ্বর।
তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র মহাধনুর্দ্ধর॥
তুমি সে পাষণ্ডক্ষয় রসিক আচার্য্য।
তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্ব্ব কার্য্য॥
তোমারে সেবিয়া পূজ্যা হৈলা মহামায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চাহে তোমা'-পদ-ছায়া॥
তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি।
যত কিছু চৈতন্যের—তুমি সর্ব্বশক্তি॥
তুমি শয্যা, তুমি খট্টা*, তুমি সে শয়ন।
তুমি চৈতন্যের ছত্র, তুমি প্রাণ ধন॥
তোমা' বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর।
তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার॥
তুমি সে করহ প্রভু! পতিতের ত্রাণ।
তুমি সে সংহার' সর্ব্ব-পাষণ্ডীর প্রাণ॥
তুমি সে করহ প্রভু! বৈষ্ণবের রক্ষা।
তুমি সে বৈষ্ণবধর্ম্ম করাইলা শিক্ষা॥
তোমার কৃপায় সৃষ্টি করে অজ-দেবে।
তোমারে সে রেবতী বারুণী কান্তি† সেবে॥
তোমার সে ক্রোধে মহারুদ্র-অবতার।
সেই দ্বারে কর' সর্ব্ব-সৃষ্টির ‡ সংহার॥

* 'বসিয়া' বা 'পাইয়া'। † 'ধোয়াইয়া'।

* 'সঙ্গী, তুমি সখা'। † 'কান্ত' বা 'সদা'। ‡ 'দুষ্টের'।

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (২।৫।১৯)—

"সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্রয়ম্ ॥" ১ ॥

টীকা ।

সঙ্কর্ষণাত্মক ইতি । অস্য পূর্ব্বার্দ্ধং—"কল্পান্তে যস্য বক্ত্রেভ্যো বিষানলশিখোজ্জ্বলঃ ।" ইতি । যস্য—অনন্তস্য, বক্ত্রেভ্যঃ—মুখেভ্যঃ । নিষ্ক্রম্য—নির্গতো ভূত্বা, জগত্রয়ম্, অত্তি—গ্রসতে ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।

[কল্পান্তকালে যে অনন্তের আননসমূহ হইতে বিষানল শিখায় সমুজ্জ্বল] সঙ্কর্ষণ-স্বরূপ রুদ্র নিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্রিজগৎ গ্রাস করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

"সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর' ।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ ! তুমি বক্ষে ধর ॥
পরম-কোমল সুখ-বিগ্রহ তোমার ।
যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ শয়ন * বিহার ॥
সেহেন শ্রীঅঙ্গে আমি করিলুঁ প্রহার ।
মুঞি-হেন † দারুণ পাতকী নাহি আর ॥
পার্ব্বতী-প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লৈয়া ।
যে অঙ্গ পূজয়ে শিব—জীবন করিয়া ॥
যে অঙ্গ-স্মরণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন ।
হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে মোহর কারণ ॥
চিত্রকেতু-মহারাজা যে অঙ্গ সেবিয়া ।
সুখে বিহরয়ে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হৈয়া ॥
যে অঙ্গ সেবিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ ।
পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধবিমোচন ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ ।
হেন অঙ্গ মুঞি পাপী করিলুঁ লঙ্ঘন ॥
(যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া মৈল সবংশে রাবণ ॥)
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয় ।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিবিদের নাশ হয় ॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া নাশ গেল জরাসন্ধ ।
আরো মোর কুশল ! লঙ্ঘিলুঁ হেন অঙ্গ ॥
লঙ্ঘনের কি দায়, যাহার অপমানে ।
কৃষ্ণের শ্যালক 'রুক্মী' ত্যজিল পরাণে ॥
দীর্ঘ-আয়ু ব্রহ্মাসন * পাইয়াও সূত ।
তোমা' দেখি না উঠিল, হৈল ভস্মীভূত ॥
যাঁর অপমান করি রাজা দুর্য্যোধন ।
সবান্ধবে রাজপুরে † পাইল মরণ ॥
দৈবযোগে ছিলা তথা মহাভক্তগণ ।
তাঁরা সব জানিলেন তোমার কারণ ॥
কুন্তী, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, অর্জ্জুন ।
তাঁ'সভার বাক্যে পুর পাইলেন পুন ॥
যাঁর অপমান-মাত্র জীবনের নাশ !
মুঞি-দারুণের কোন্ লোকে হৈব বাস ॥"
বলিতেবলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই ।
বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িলা তপাই ॥
"যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ ।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাহার প্রকাশ ॥
শরণাগতেরে বাপ ! কর' পরিত্রাণ ।
মাধাইর তুমি সে জীবন ধন প্রাণ ॥
জয়জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন ।
জয় নিত্যানন্দ—সর্ব্ববৈষ্ণবের ধন ॥
জয়জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায় ।
শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে জুয়ায় ॥

* 'যশের' । † 'মোহধিক' ।

* 'ব্রহ্মশীল' বা 'ব্রহ্মাসন' ।
† 'সবংশে বান্ধবপুরে' ।

দারুণ চণ্ডাল মুঞি কৃতঘ্ন গো খর।
সর্ব্ব-অপরাধ প্রভু! মোর * ক্ষমা কর'॥"
মাধাইর কাকু প্রেম শুনিঞা স্তবন।
হাসি নিত্যানন্দ-রায় বলিলা বচন॥
"উঠউঠ মাধাই! আমার তুমি দাস।
তোমার শরীরে হৈল † আমার প্রকাশ॥
শিশু-পুত্রে মারিলে কি বাপে দুঃখ পায়?
এইমত তোমার প্রহার মোর গা'য়॥
তুমি যে করিলে স্তুতি, ইহা যেই শুনে।
সেহ ভক্ত হইবেক আমার চরণে ‡॥
আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহপাত্র।
আমাতে তোমার দোষ নাহি তিল-মাত্র॥
যে জন চৈতন্য ভজে, সে-ই মোর প্রাণ।
যুগেযুগে আমি তার করি পরিত্রাণ॥
না ভজি চৈতন্য যবে মোরে ভজে গায়।
মোর দুঃখে সেহো জন্মেজন্মে দুঃখ পায়॥"
এত বলি তুষ্ট হৈয়া দিলা § আলিঙ্গন।
সর্ব্ব দুঃখ মাধাইর হৈল বিমোচন॥
পুন বোলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ।
"আর এক প্রভু! মোর আছে নিবেদন॥
সর্ব্ব-জীব-হৃদয়ে বসহ প্রভু! তুমি।
হেন জীব বহু হিংসা করিয়াছি আমি॥
কারে বা করিলুঁ হিংসা, তাহা ¶ নাহি চিনি।
চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি॥
যা'সভার স্থানে করিলাঙ অপরাধ।
কোন্‌রূপে তারা মোরে করিব প্রসাদ॥
যদি মোরে প্রভু! তুমি হইলা সদয়।
ইথে উপদেশ মোরে কর' * মহাশয়!"
প্রভু বোলে "শুন কহি তোমারে উপায়।
গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায়॥
সুখে লোক যখনে † করিব গঙ্গাস্নান।
তখনে তোমারে সভে করিব কল্যাণ॥
অপরাধ-ভঞ্জনী ‡ গঙ্গার সেবাকার্য্য।
ইহাতে অধিক বা তোমার কোন্ ভাগ্য॥
কাকু করি সভারে করিহ নমস্কার।
সব অপরাধ তবে ক্ষমিব তোমার॥"
উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণে।
চলিলা প্রভুরে করি বহু প্রদক্ষিণে॥
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলিতে নয়নে বহে § জল।
গঙ্গাঘাট সজ্জ করে, দেখয়ে সকল॥
লোকে দেখি করে বড় অপরূপ জ্ঞান ¶।
সভারে মাধাই করে দণ্ডপরণাম॥
"জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈলুঁ অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥"
মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্ব্বজন।
আনন্দে 'গোবিন্দ' সভে করয়ে স্মরণ॥
শুনিল সকল লোকে "নিমাঞিপণ্ডিত।
জগাই-মাধাইর কৈল উত্তম চরিত॥"
শুনিঞা সকল লোক হইলা বিস্মিত!
সভে বোলে "নর নহে নিমাঞিপণ্ডিত॥
না বুঝি নিন্দয়ে যত সকল দুর্জ্জন।
নিমাঞিপণ্ডিত সত্য করয়ে কীর্ত্তন॥

* 'মোরে'। † 'হৈব'। ‡ 'বচনে'। § 'কৈলা'। ¶ 'কাহো' বা 'তাহো'।

* 'বোল'। † 'সকল'। ‡ 'অপরাধভঞ্জন'। § 'পড়ে'। ¶ 'বড় অপূর্ব্ব গেয়ান'।

নিমাঞিপণ্ডিত সত্য গোবিন্দের দাস ।
নষ্ট হৈব—যে তাঁরে করিবে পরিহাস * ॥
এ-দুইর বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে ।
সেই বা ঈশ্বর, কি † ঈশ্বর-শক্তি ধরে ॥
প্রাকৃত মানুষ নহে নিমাঞিপণ্ডিত ।
এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত ॥"
এইমত নদীয়ার লোক কহে কথা ।
আর লোক না মিশায়—নিন্দা হয় যথা ॥
পরম-কঠোর তপ করয়ে মাধাই ।
'ব্রহ্মচারী' হেন খ্যাতি হইল তথাই ॥
নিরবধি গঙ্গা দেখি ‡ থাকে গঙ্গাঘাটে ।
স্বহস্তে কোদালি লই আপনেই খাটে ॥
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায় ।
'মাধাইর ঘাট' বলি সর্ব্বলোকে গায় ॥
এইমত সংকীর্ত্তি হৈল দোঁহাকার ।
চৈতন্যপ্রসাদে দুই-দস্যুর উদ্ধার ॥
মধ্যখণ্ডকথা যেন অমৃতের খণ্ড ।
যাহাতে উদ্ধার দুই পরম-পাষণ্ড ॥
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সভার কারণ ।
ইহা শুনি যার দুঃখ, খল সেই জন ॥
চারিবেদ-গুপ্ত-ধন চৈতন্যের কথা ।
মন দিয়া শুন যে করিল যথাযথা * ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে জগাই-মাধাই-চরিত্র-বর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায় ।
ভক্ত-সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করয়ে সদায় ॥
দ্বার দিয়া নিশাভাগে করয়ে কীর্ত্তন ।
প্রবেশিতে নারে ভিন্ন-লোক কোন জন ॥
একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী ।
ঘরে ছিল লুকাইয়া শ্রীবাস-শাশুড়ী ॥
ঠাকুরপণ্ডিত-আদি কেহো নাহি জানে ।
ডোল মুণ্ডে দিয়া আছে ঘরে এক কোণে ॥
লুকাইলে কি হয়, অন্তরে ভাগ্য নাই ।
অল্প-ভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই ॥
নাচিতেনাচিতে প্রভু বোলে ঘনে-ঘন ।
"উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণ ?"
সর্ব্ব-ভূত-অন্তর্য্যামী—জানেন সকল ।
জানিঞাও না কহেন, করে কুতূহল ॥
পুনঃপুনঃ নাচি বোলে "সুখ নাহি পাই ।
কে বা জানি† লু'কাইয়া আছে কোন্ ঠাঁই ?"
সর্ব্ব বাড়ী বিচার করিল জনেজনে ।
শ্রীবাস চাহিল ঘর সকল আপনে ॥

* 'উপহাস'। † 'সেই'। ‡ 'বেঢ়ে'।

* 'ভাই! যে করিল যথা'।
† 'কে বা কে বা' বা 'কেহো বা কি'।

"ভিন্ন কেহো নাহি" বলি করয়ে কীর্ত্তন।
উল্লাসে নাচয়ে * প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
আরবার রহি বোলে "সুখ নাহি পাই।
আজি বা আমারে কৃষ্ণ-অনুগ্রহ নাই ॥"
মহাত্রাসে চিন্তে' সব ভাগবতগণ।
"'আমা'সভা' বই আর নাহি কোনো জন ॥
আমরাই কোন বা করিল অপরাধ!
অতএব প্রভু চিত্তে না পায় প্রসাদ ॥"
আরবার ঠাকুরপণ্ডিত ঘরে গিয়া।
দেখে নিজ শাশুড়ী আছয়ে লুকাইয়া ॥
কৃষ্ণাবেশে মহামত্ত ঠাকুরপণ্ডিত।
যার্ বাহ্য নাহি, তার্ কিসের গর্ব্বিত ॥
বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত-শরীর!
আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি করিলা বাহির ॥
কেহো নাহি জানে ইহা, আপনে সে জানে।
উলসিত বিশ্বম্ভর নাচে ততক্ষণে ॥
প্রভু বোলে "চিত্তে এবে বাসিয়ে' উল্লাস।"
হাসিয়া কীর্ত্তন করে পণ্ডিত-শ্রীবাস ॥
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন‡ কোলাহল।
হাসিয়া পড়য়ে সব বৈষ্ণবমণ্ডল ॥
নৃত্য করে গৌরসিংহ মহাকুতূহলী।
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী ॥
চৈতন্যের লীলা কে বা দেখিবারে পারে।
সে-ই দেখে, যারে প্রভু দেন অধিকারে ॥
এইমত প্রতিদিন হরিসঙ্কীর্ত্তন।
গৌরচন্দ্র করে, নাহি দেখে সর্ব্বজন ॥
আর একদিন প্রভু নাচিতেনাচিতে।
না পায় উল্লাস, প্রভু চা'য় চারিভিতে ॥

প্রভু বোলে "আজি কেনে সুখ নাহি পাই।
কিবা অপরাধ হইয়াছে কার্ ঠাঁই ॥"
স্বভাবে চৈতন্যভক্ত আচার্য্যগোসাঞি।
চৈতন্যের দাস্য বই মনে আর * নাঞি ॥
যখন খট্টায় উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ অর্পয়ে সর্ব্ব-শিরের উপর ॥
যখন ঠাকুর নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে'।
তখন অদ্বৈত সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥
প্রভু বোলে "আরে নাঢ়া! তুই মোর দাস।"
তখন অদ্বৈত পায় পরম† উল্লাস ॥
অচিন্ত্য গৌরাঙ্গতত্ত্ব বুঝন না যায়।
সেইক্ষণে ধরে প্রভু ‡ বৈষ্ণবের পা'য় ॥
দশনে ধরিয়া তৃণ করয়ে ক্রন্দন।
"কৃষ্ণ রে! বাপ রে! তুমি আমার জীবন ॥"
এমত ক্রন্দন করে—পাষাণ বিদরে।
নিরন্তর দাস্যভাবে প্রভু কেলি করে ॥
খণ্ডিলে ঈশ্বরভাব সভাকার স্থানে।
অসর্ব্বজ্ঞ-হেন প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে ॥
"কিছু-নি চাঞ্চল্য মুঞি উপাধিক করোঁ।
বলিহ আমারে যেন তখনেই মরোঁ ॥
কৃষ্ণ মোর প্রাণ ধন, কৃষ্ণ মোর ধর্ম্ম।
তোমরা আমার ভাই! বন্ধু জন্মজন্ম ॥
কৃষ্ণদাস্য বই মোর আর নাহি গতি।
বলিহ আমারে পাছে হয় অন্য মতি ॥"
ভয়ে সব বৈষ্ণব করেন সঙ্কোচন §।
হেন প্রাণ নাহি কারো—করিব কথন ॥

* 'আনন্দে নাচিতে'। † 'বাদউ'। ‡ 'হেন শ্রীকৃষ্ণ'।

* 'আর ভাব'। † 'অনন্ত'। ‡ 'সকল'। § 'সঙ্গোপন'।

এইমত যখন আপনে * আজ্ঞা করে ।
তখন সে চরণ স্পর্শিতে কেহো পারে ॥
নিরন্তর দাস্যভাবে বৈষ্ণব দেখিয়া ।
চরণের ধূলি লয় সম্ভ্রমে উঠিয়া ॥
ইহাতে বৈষ্ণব-সব দুঃখ পায় মনে ।
অতএব সভারে করয়ে আলিঙ্গনে ॥
গুরু-বুদ্ধি অদ্বৈতেরে করে নিরন্তর ।
এতেকে অদ্বৈত দুঃখ পায় বহুতর ॥
আপনেহ সেবিতে সাক্ষাতে নাহি পায় ।
উলটিয়া আরো প্রভু ধরে দুই-পা'য় ॥
যে চরণ মনে চিন্তে', সে হৈল সাক্ষাতে ।
অদ্বৈতের ইচ্ছা—থাকে † সদাই তাহাতে ॥
সাক্ষাতে না পারে, প্রভু করিয়াছে রাগ ।
তথাপিহ চুরি করে চরণ-পরাগ ॥
ভাবাবেশে প্রভু যে-সময়ে মূর্চ্ছা পায় ।
তখনে অদ্বৈত চরণের পাছু যায় ॥
দণ্ডবত হই পড়ে চরণের তলে ।
পাখালে চরণ দুই-নয়নের জলে ॥
কখনো বা নিছিয়া পুঁছিয়া লয় শিরে ।
কখনো বা ষড়ঙ্গ-বিহিত পূজা করে ॥
এহো ‡ কর্ম্ম অদ্বৈত করিতে পারে মাত্র ।
প্রভু করিয়াছে যারে মহামহাপাত্র ॥
অতএব অদ্বৈত সভার অগ্রগণ্য ।
সকল বৈষ্ণব বোলে "অদ্বৈত সে ধন্য ॥"
অদ্বৈতসিংহের এই একান্ত মহিমা ।
এ রহস্য না জানয়ে দুষ্ট যত § জনা ॥

একদিন মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর নাচে ।
আনন্দে অদ্বৈত তান বুলে পাছেপাছে ॥
'হইল প্রভুর মূর্চ্ছা' অদ্বৈত বুঝিয়া ।
লেপিলা চরণধূলা অঙ্গে লুকাইয়া ॥
অশেষ কৌতুক জানে প্রভু গৌররায় ।
নাচিতেনাচিতে প্রভু সুখ নাহি পায় ॥
প্রভু কহে "চিত্তে কেনে না বাসোঁ প্রকাশ ।
কার্ অপরাধে মোর না হয় উল্লাস ॥
কোন্ চোরে আমারে বা করিয়াছে চুরি ।
সেই অপরাধে আমি নাচিতে না পারি ॥
কেহো বা কি লইয়াছে * মোর পদধূলি ।
সভে সত্য কহ, চিন্তা নাহি আমি বলি ॥"
অন্তর্যামি-বচন শুনিঞা ভক্তগণ ।
ভয়ে মৌন সভে কেহো না বোলে বচন ॥
বলিতে অদ্বৈত-ভয়, না বলিলে মরি ।
বুঝিয়া অদ্বৈত বোলে জোড়হাত করি ॥
"শুন বাপ ! চোরে যদি সাক্ষাতে না পায় ।
তবে তার অগোচরে চুরি সে জুয়ায় ॥
মুঞি চুরি করিয়াছোঁ, মোর ক্ষম' দোষ ।
আর না করিব যদি তোমা'-অসন্তোষ ॥"
অদ্বৈতের বাক্যে মহাক্রুদ্ধ বিশ্বম্ভর ।
অদ্বৈতমহিমা ক্রোধে বোলয়ে বিস্তর ॥
"সকল সংসার তুমি করিয়া সংহার ।
তথাপিহ চিত্তে নাহি বাস' প্রতিকার ॥
সংহারের অবশেষ সবে আছি আমি ।
আমা' সংহারিয়া তবে সুখে থাক তুমি ॥
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী খ্যাতি যার ।
কারে তুমি নাহি কর' শূলেতে † সংহার ॥

* 'মহাপ্রভু যখন' ।　† 'থাকি' ।
‡ 'ইহ' বা 'এই' ।　§ 'জনা' বা 'কোন' ।

* 'কেহো নি লইয়া আছে' ।　† 'স্বহস্তে' বা 'সবংশে' ।

কৃতার্থ হইতে যে আইসে তোমা' স্থানে।
তাহারে সংহার কর' ধরিয়া চরণে॥
মথুরানিবাসী এক পরম-বৈষ্ণব।
তোমার দেখিতে আইল * চরণ-বৈভব॥
তোমা' দেখি কোথা সে পাইব বিষ্ণুভক্তি।
আরো সংহারিলে তার চিরন্তন-শক্তি॥
লইয়া চরণধূলি তারে কৈলা ক্ষয়।
সংহার করিতে তুমি পরম-নির্দ্দয়॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে ভক্তিযোগ।
সকল তোমারে কৃষ্ণ দিলা উপভোগ॥
তথাপিহ তুমি চুরি কর' ক্ষুদ্র-স্থানে।
ক্ষুদ্র সংহারিতে কৃপা নাহি বাস' মনে॥
মহা-ডাকাইত তুমি চোরে মহা-চোর।
তুমি সে করিলা চুরি প্রেম-সুখ মোর॥"
এইমত ছলে কহে সুসত্য বচন।
শুনিঞা আনন্দে ভাসে ভাগবতগণ॥
"তুমি সে করিলা চুরি, আমি কিনা পারি।
হের্-দেখ চোরের উপরে করোঁ চুরি॥"
এত বলি অদ্বৈতেরে আপনে ধরিয়া।
লুটয়ে চরণধূলি হাসিয়াহাসিয়া॥
মহাবলী গৌরসিংহ, অদ্বৈত না পারে।
অদ্বৈত-চরণ প্রভু ঘষে নিজ-শিরে॥
চরণ ধরিয়া বক্ষে অদ্বৈতেরে বোলে।
"হের্-দেখ চোর বান্ধিলাঙ নিজ কোলে॥
করিতে থাকয়ে চুরি চোর শতবার।
বারেকে গৃহস্থ সর্ব্ব করয়ে উদ্ধার॥"
অদ্বৈত বোলয়ে "সত্য কহিলা আপনি।
তুমি যে † গৃহস্থ আমি কিছুই না জানি॥
প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ,—সকল তোমার।
কে রাখিব তুমি প্রভু! করিলে * সংহার।
হরিষেরো দাতা তুমি, তুমি দেহ' তাপ।
তুমি সংহারিলে বা † রাখিব কার্ বাপ॥
নারদাদি যায় প্রভু! দ্বারকা-নগরে।
তোমার চরণ-ধন-প্রাণ দেখিবারে॥
তুমি তা'সভার লহ চরণের ধূলি।
সে সব করে প্রভু! সেই আমি বলি॥
আপনার সেবক আপনে যবে খাও।
কি করিব সেবকে, আপনে ভাবি চাও॥
কি দায় চরণধূলি, সেহ রহু ‡ পাছে।
কাটিলে § তোমার শাস্তা কোন্ জন আছে॥
তবে যে এমত কর'—নহে ঠাকুরালী।
আমার সংহার হয়, ¶ তুমি কুতূহলী॥
তোমার সে দেহ, তুমি রাখ বা সংহার'।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! তাই তুমি কর'॥"
বিশ্বম্ভর বোলে "তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী।
এতেকে তোমার চরণের সেবা করি॥
তোমার চরণধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপিলে।
ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণপ্রেমরসজলে॥
বিনে তুমি দিলে ভক্তি, কেহো নাহি পায়।
'তোমার সে আমি' হেন জান' সর্ব্বথায়॥
তুমি আমা' যথা বেচ ||, তথাই বিকাই।
এই সত্য কহিলাঙ$ তোমার সে ঠাঁই॥"
অদ্বৈতের প্রতি দেখি কৃপার বৈভব।
অপূর্ব্ব চিন্তয়ে মনে সকল বৈষ্ণব॥

* 'দেখিল আসি'। † 'সে'।

* 'করিতে'। † 'শাস্তি করিলে'। ‡ 'লহ'। § 'কাটিতে'। ¶ 'এই'। || 'বিচ'। $ 'করিলাঙ'।

"সত্য সে সেবিলা প্রভু এ মহাপুরুষে।
কোটি মোক্ষ তুল্য নহে এ কৃপার লেশে॥
কদাচিত এ প্রসাদ শঙ্করে সে পায়।
যাহা করে অদ্বৈতেরে শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥
আমরাও ভাগ্যবন্ত হেন ভক্ত-সঙ্গে।
এ ভক্তের পদধূলি লই সর্ব্ব-* অঙ্গে॥"
হেন 'ভক্ত' অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
পাপি সব দুঃখ পায় নিজ-কর্ম্ম-দোষে॥
সে-কালে যে হৈল কথা, সে-ই সত্য হয়।
না মানে' বৈষ্ণব-বাক্য, সে-ই যায় ক্ষয়॥
'হরিবোলে' বলি উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি সব গায় অনুচর॥
অদ্বৈত-আচার্য্য মহা-আনন্দে বিহ্বল।
মহামত্ত হই নাচে পাসরি সকল॥
তর্জ্জেগর্জ্জে আচার্য্য দাড়িতে দিয়া হাথ।
ভ্রূকুটী করিয়া নাচে শান্তিপুরনাথ॥
"জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।"
অহর্নিশ গায় সভে হই কুতূহলী॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম-বিহ্বল।
তথাপি চৈতন্য নৃত্যে পরম † কুশল॥
সাবধানে চতুর্দ্দিকে দুই-হস্ত মেলি।
পড়িতে চৈতন্য ধরি রহে মহাবলী॥
অশেষ-আবেশে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
তাহা বর্ণিবার শক্তি কোন্ বা জিহ্বায়॥
সরস্বতী-সহিতে আপনে বলরাম।
সেই সে ঠাকুর গায় পূরি মনস্কাম॥
ক্ষণেক্ষণে মূর্চ্ছা পায় ‡, ক্ষণেক্ষণে কম্প।
ক্ষণে তৃণ লয় করে, ক্ষণে মহা-দম্ভ॥

ক্ষণে হাস, ক্ষণে শ্বাস, ক্ষণে বা বিবাস *।
এইমত প্রভুর ভাবের পরকাশ॥
বীরাসন করিয়া ঠাকুর ক্ষণে বৈসে।
মহা-অট্ট-অট্ট করি মাঝে প্রভু হাসে'॥
ভাগ্য-অনুরূপ কৃপা করয়ে সভারে।
ডুবিলা বৈষ্ণব-সব আনন্দসাগরে॥
সম্মুখে দেখয়ে শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী।
অনুগ্রহ করে তানে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
সেই শুক্লাম্বরের শুনহ কিছু কথা।
নবদ্বীপে বসতি—প্রভুর জন্ম যথা॥
পরম স্বধর্ম্মপর, পরম সুশান্ত।
চিনিতে না পারে কেহো, পরম-মহান্ত॥
নবদ্বীপে ঘরেঘরে ঝুলি লই কান্ধে।
ভিক্ষা করে, অহর্নিশ 'কৃষ্ণ' বলি কান্দে॥
'ভিখারী' করিয়া জ্ঞান লোকে নাহি চিনে।
দরিদ্রের অবধি—করয়ে ভিক্ষাটনে॥
ভিক্ষা করি দিবসে যে কিছু বিপ্র পায়।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি তবে শেষ পায় †॥
কৃষ্ণানন্দ-প্রসাদে দারিদ্র্য নাহি ‡ জানে।
বলিয়া বেড়ায় 'কৃষ্ণ' সকল-ভবনে §॥
চৈতন্যের কৃপাপাত্র কে চিনিতে পারে?
যখনে চৈতন্য অনুগ্রহ করে যারে॥
পূর্ব্বে যেন আছিল দরিদ্র দামোদর।
সেইমত শুক্লাম্বর বিষ্ণুভক্তিধর॥
সেইমত কৃপাও করিলা বিশ্বম্ভর।
যে রহে প্রভুর নৃত্যে বাড়ীর ভিতর॥

* 'সভে'। † 'সকল'। ‡ 'হয়'।

* 'বা বিরস', বা 'বিমরিষ'।
† 'শেষে খায়'। ‡ 'নাহি কিছু'। § 'ভুবনে'।

ঝুলি কান্ধে লই বিপ্র নাচে মহারঙ্গে।
দেখি হাসে' প্রভু সব-বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥
বসিয়া আছয়ে প্রভু ঈশ্বর-আবেশে।
ঝুলি কান্ধে শুক্লাম্বর নাচে কান্দে হাসে' * ॥
শুক্লাম্বর দেখিয়া গৌরাঙ্গ কৃপাময়।
"আইস আইস" করি (প্রভু) বোলয়ে সদয় † ॥
"দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্মজন্ম।
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষুধর্ম্ম ‡ ॥
আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল করি খাই ॥
দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি খাইলুঁ তোর।
পাসরিলা ?—কমলা ধরিলা হস্ত মোর ॥"
এ বলিয়া হস্ত দিয়া ঝুলির ভিতর।
মুষ্টিমুষ্টি তণ্ডুল চিবায় § বিশ্বম্ভর ॥
শুক্লাম্বর বোলে "প্রভু ! কৈলা সর্ব্বনাশ।
এ তণ্ডুলে খুদ-কণ বিস্তর ¶ প্রকাশ ॥"
প্রভু বোলে "তোর খুদ-কণ মুঞি খাঙ।
অভক্তের অমৃতে উলটি নাহি চাঙ ॥"
স্বতন্ত্র পরমানন্দ ভক্তের জীবন।
চিবায় তণ্ডুল, কে করিব নিবারণ ॥
প্রভুর কারুণ্য দেখি সর্ব্বভক্তগণ।
শিরে হাথ দিয়া সভে করেন ক্রন্দন ॥
না জানি কে কোন্ দিগে পড়য়ে কান্দিয়া।
সভেই বিহ্বল হৈলা কারুণ্য দেখিয়া ॥
উঠিল পরমানন্দ—কৃষ্ণের কীর্ত্তন ॥
শিশু-বৃদ্ধ-আদি করি কান্দে সর্ব্বজন ॥

দন্তে তৃণ করে* কেহো, কেহো নমস্করে'।
কেহো বোলে "প্রভু ! কভু না ছাড়িবা মোরে ॥"
গড়াগড়ি যায়েন সুকৃতি শুক্লাম্বর।
তণ্ডুল খায়েন সুখে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥
প্রভু বোলে "শুন শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি !
তোমার হৃদয়ে আমি সর্ব্বথা বিহরি ॥
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তুমি ভিক্ষা চলিলে, আমার পর্য্যটন ॥
প্রেমভক্তি বিলাইতে মোর অবতার।
জন্মজন্ম তুমি প্রেমসেবক আমার ॥
তোমারে দিলাঙ আমি প্রেমভক্তি-দান।
নিশ্চয় জানিহ 'প্রেমভক্তি' মোর প্রাণ ॥"
শুক্লাম্বরে বর শুনি বৈষ্ণবমণ্ডল।
জয়জয়-হরিধ্বনি করিলা সকল ॥
কমলানাথের ভৃত্য ঘরেঘরে মাগে'।
এ রসের মর্ম্ম জানে কোনো মহাভাগে ॥
দশ-ঘরে মাগিয়া তণ্ডুল বিপ্র পায়।
লক্ষ্মীপতি গৌরচন্দ্র তাহা কাড়ি খায় ॥
মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যেন † বিধি।
বেদরূপে ‡ আপনে বলিলা গুণনিধি ॥
বিনি সেই বিধি, কিছু স্বীকার না করে।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ—ভক্তের দুয়ারে ॥
শুক্লাম্বর-তণ্ডুল—তাহার পরমাণ।
অতএব সকল বিধির 'ভক্তি' প্রাণ § ॥
যত বিধি-প্রতিষেধ—সব ভক্তি-দাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সে-ই ¶ বুদ্ধিনাশ ॥

---

* 'নাচয়ে হরিষে'। † 'সদায়'। ‡ 'ভিক্ষাধর্ম্ম'।
§ 'মুঠি দুই তণ্ডুল চাবায়'। ¶ 'কোণ বহুত'। ‖ 'ক্রন্দন'।

* 'করি'। † 'বত'। ‡ 'বেদমুখে'।
§ 'বিধি ভক্তিপ্রধান'। ¶ 'তার'।

'ভক্তি বিধি-মূল' কহিলেন বেদব্যাস *।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ ॥
মুদ্রা নাহি করে বিপ্র, না দিল আপনে।
তথাপি তণ্ডুল প্রভু খাইলা যতনে ॥
বিষয়মদান্ধ-সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥
দেখি মূর্খ দরিদ্র যে সুজনেরে হাসে' । †
তার পূজা বিত্ত ‡ কভু কৃষ্ণেরে না বাসে' ॥

তথা হি (ভাঃ ৪।৩১।২১)—

"ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু ॥" ১ ॥

টীকা।

সতামেবং বশ্যোঽসৌ, অসতাং তু পূজামপি ন গৃহ্ণাতীত্যাহ, নেতি। কুমনীষিণাং—কুৎসিতমতীনাম্, ইজ্যাং—পূজাম্। অধনাশ্চ তে আত্মধনাশ্চ ভগবজ্জনাঃ, তে প্রিয়া যস্য সঃ; যদ্বা, অধনা অকিঞ্চনা নিষ্কামা এব আত্মনো ধনানি প্রিয়াশ্চ যস্য সঃ। 'ধন-পুত্রাদিষু মমতাং পরিত্যজ্য ময্যেব মমতাম্ অমী দধতে' ইতি ভক্তানাং প্রেম রসং জানাতীতি—রসজ্ঞঃ। কে কুমনীষিণঃ?—তানাহ শ্রুতাদিভির্নিমিত্তৈর্যে মদৈঃ, অকিঞ্চনেষু,—নিষ্কামেষু, সৎসু, পাপং—নিন্দাদিকং, কুর্ব্বন্তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

যাহারা বেদবিদ্যা, ধনসম্পদ্ এবং কুল ও কর্ম্মের নানারূপ অহঙ্কারের মাদকতায় নিষ্কিঞ্চন সজ্জনগণের প্রতি পাপাচরণ করে, শ্রীহরি সেই দুর্ব্বুদ্ধিদিগের পূজা গ্রহণ করেন না। কারণ, যাঁহাদিগের আর কোন ধন নাই,—আত্মরূপী ভগবান্‌ই যাঁহাদিগের একমাত্র ধন, সেই সকল বাসনাবন্ধনবিমুক্ত অকিঞ্চনগণই শ্রীহরিরও একমাত্র ধন এবং প্রীতিভাজন। কেন না, উঁহাদিগের ঐরূপ প্রেমরসের মর্ম্ম তিনি না বুঝিতেছেন, তাহা নহে। তিনি জানিতেছেন যে, "অহো! ইঁহারা ধনপুত্রাদির মমতা বিসর্জ্জন করিয়া আমাকেই কেবল আপনার বলিয়া জানিয়াছেন।" ॥ ১ ॥

'অকিঞ্চন-প্রাণ কৃষ্ণ' সর্ব্ব-বেদে গায়।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ এই তাহারে দেখায় ॥
শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজন যেই শুনে।
সেই প্রেমভক্তি পায় চৈতন্যচরণে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বর-তণ্ডুল ভোজনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

মধ্যখণ্ডকথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
গূঢ়রূপে সঙ্কীর্ত্তন করে নিরন্তর ॥
যখন করয়ে প্রভু নগরভ্রমণ।
সর্ব্বলোক দেখে যেন সাক্ষাত মদন ॥
ব্যবহারে * দেখে প্রভু যেন দম্ভময়।
বিদ্যাবল দেখিয়া পাষণ্ডী করে † ভয় ॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্য-প্রতিও নাহিক তৃণজ্ঞান ॥

---

* 'বিধিমূলরূপ কহিলেন ব্যাস'।
† 'দেখি দুঃখ দরিদ্রেরে যেই জন হাসে'।
‡ 'ব্যর্থ' বা 'বৃত্তি'।

* 'ব্যবহারী'। † 'দেখি পাষণ্ডীও পায়'।

নগরভ্রমণ করে প্রভু নিজ-রঙ্গে।
গূঢ়রূপে থাকয়ে সেবক-সব সঙ্গে॥
পাষণ্ডি-সকল বোলে "নিমাঞিপণ্ডিত।
তোমারে রাজার আজ্ঞা আইসে ত্বরিত॥
লুকাইয়া নিশাভাগে করহ কীর্ত্তন।
দেখিতে না পায় লোক, শাঁপে' অনুক্ষণ॥
মিথ্যা নহে লোক-বাক্য সম্প্রতি ফলিল।
সুহৃদ্‌জ্ঞানে সে * কথা তোমারে কহিল॥"
প্রভু বোলে "অস্তু অস্তু এ সব বচন।
মোর ইচ্ছা আছে—করোঁ রাজ-দরশন॥
পড়িলুঁ সকল শাস্ত্র অলপ-বয়সে।
শিশু-জ্ঞান করি মোরে কেহো না জিজ্ঞাসে'॥
মোরে খোজে হেন জন কোথাও না পাও।
যে বা জন মোরে খোজে, মুঞি ইহা চাও॥"
পাষণ্ডী বোলয়ে "রাজা চাহিব কীর্ত্তন।
না করে পাণ্ডিত্য†-চর্চ্চা রাজা সে যবন॥"
তৃণ-জ্ঞান পাষণ্ডীরে ঠাকুর না করে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন-মন্দিরে॥
প্রভু বোলে "হৈল আজি পাষণ্ডি-সম্ভাষ।
সঙ্কীর্ত্তন কর' সব দুঃখ যাউ নাশ॥"
নৃত্য করে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি গায় সব অনুচর॥
রহিয়ারহিয়া বোলে "অরে ভাই-সব!
আজি কেনে নহে মোর প্রেম-অনুভব॥
নগরে হইল কিবা পাষণ্ডিসম্ভাষ।
এই বা কারণে নহে প্রেমের প্রকাশ॥
তোমা'সভা'স্থানে বা হইল অবজ্ঞান।
অপরাধ ক্ষমিয়া রাখহ মোর প্রাণ॥"
মহাপাত্র অদ্বৈত ভ্রূকুটী করি নাচে।
"কেমতে হইব প্রেম, নাঢ়া শুষিয়াছে॥
মুঞি নাহি পাও প্রেম, না পায় শ্রীবাস।
তেলি-মালি-সনে কর' * প্রেমের বিলাস॥
অবধূত তোমার প্রেমের হৈল দাস।
আমি সে বাহির, আর পণ্ডিত-শ্রীবাস॥
আমি-সব নহিলাও প্রেম-অধিকারী।
অবধূত আজি আসি হইলা † ভাণ্ডারী॥
যদি মোরে প্রেমযোগ না দেহ' গোসাঞি!
শুষিব সকল প্রেম, মোর দোষ নাঞি॥"
চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্যগোসাঞি।
কি বোলয়ে, কি করয়ে, কিছু স্মৃতি নাঞি॥
সর্ব্বমতে কৃষ্ণ ভক্তি‡-মহিমা বাঢ়ায়।
ভক্তজনে যথা বেচে§, তথাই বিকায়॥
যে ভক্তি-প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে।
সে যে বাক্য বলিবেক, কি বিচিত্র তারে॥
নানা-রূপে ভক্ত বাঢ়ায়েন গৌরচন্দ্র।
কে বুঝিতে পারে তান অনুগ্রহ ¶ দণ্ড॥
ঠাকুর-বিষাদ না পাইয়া প্রেম-সুখ।
হাথে তালি দিয়া নাচে অদ্বৈত কৌতুক॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রভু আর কিছু না করিলা প্রত্যুত্তর॥
সেইমতে রড় দিলা ঘুচাইয়া দ্বার।
পাছে ধায় নিত্যানন্দ-হরিদাস তাঁর॥

* 'সুহৃৎস্থানেতে'। † 'পাণ্ডিত্ত'।

* 'হৈল'। † 'হৈলা প্রেমের'।
‡ 'ভক্ত'। § 'বিচে'। ¶ 'গৌরসুন্দরের'।

'প্রেম-শূন্য শরীর থুইয়া কিবা কাজ।'
চিন্তিয়া পড়িলা প্রভু জাহ্নবীর মাঝ॥
ঝাঁপ দিয়া ঠাকুর পড়িলা গঙ্গা-মাঝে।
নিত্যানন্দ-হরিদাস ঝাঁপ দিলা পাছে॥
আথেব্যথে নিত্যানন্দ ধরিলেন কেশে।
চরণ চাপিয়া ধরে প্রভু হরিদাসে॥
দুইজনে ধরিয়া তুলিলা লৈয়া তীরে।
প্রভু বোলে "তোমরা বা ধরিলে কিসেরে॥
কি কাজে রাখিব প্রেমরহিত জীবন।
কিসেরে বা তোমরা ধরিলে দুইজন?"
দুইজনে মহাকম্প—আজি কিবা ফলে'।
নিত্যানন্দ-দিগ চা'হি গৌরচন্দ্র বোলে॥
"তুমি কেনে ধরিলা আমার কেশভারে।"
নিত্যানন্দ বোলে "কেনে যাও মরিবারে?"
প্রভু বোলে "জানি তুমি পরম-বিহ্বল।
নিত্যানন্দ বোলে "প্রভু! ক্ষমহ সকল॥
যার শাস্তি করিবারে পার' সর্ব্বমতে।
তার লাগি চল নিজ শরীর এড়িতে॥
অভিমানে সেবকে বা বলিল * বচন।
প্রভু তাহে লয় কিবা † ভৃত্যের জীবন?"
প্রেমময় নিত্যানন্দ, বহে প্রেমজল।
যার প্রাণ ধন বন্ধু—চৈতন্য সকল॥
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ! হরিদাস!
কারো স্থানে পাছে কর' আমার প্রকাশ॥
'আমা' না দেখিলা' বলি ‡ বলিবা বচন।
আমার আজ্ঞায় এই কহিবা কথন॥

* 'বলিব'। † 'তুমি (প্রভু) তাহা লইলে কি'।
‡ 'করি'।

মুঞি আজি সঙ্গোপে থাকিব এক* ঠাঞি।
কারে পাছে কহ, তবে মোর দোষ নাঞি॥"
এ বলিয়া প্রভু নন্দনের ঘরে যায়।
এ দুই সঙ্গোপ কৈলা প্রভুর আজ্ঞায়॥
ভক্ত-সব না পাইয়া প্রভুর উদ্দেশ।
দুঃখময় হৈল সব শ্রীকৃষ্ণ-আবেশ॥
পরম-বিরহে সভে করেন ক্রন্দন।
কেহো কিছু না বোলয়ে, পোড়ে সর্ব্ব-মন॥
সভার উপর যেন হৈল বজ্রাঘাত।
মহা-অপরুদ্ধ † হৈলা শান্তিপুরনাথ॥
অপরুদ্ধ হই প্রভু প্রভুর বিরহে।
উপবাস করি থাকিলেন গিয়া ‡ গৃহে॥
সভেই চলিলা ঘরে শোকাকুলি হৈয়া।
গৌরাঙ্গ-চরণ-ধন হৃদয়ে বান্ধিয়া॥
ঠাকুর আইলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
বসিলা আসিয়া বিষ্ণুখট্টার উপরে॥
নন্দন দেখিয়া গৃহে পরম-মঙ্গল।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা ভূমিতল॥
সত্বরে দিলেন আনি নূতন § বসন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন॥
প্রসাদ, চন্দন, মালা, দিব্য অর্ঘ্য, গন্ধ।
চন্দনে ভূষিত কৈল প্রভুর শ্রীঅঙ্গ॥
কর্পূর-তাম্বূল আনি ¶ দিলেন সম্মুখে।
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায় নিজ-সুখে॥
পাসরিলা দুঃখ প্রভু নন্দন-সেবায়।
সুকৃতি নন্দন বসি তাম্বূল যোগায়॥

* 'এই'। † 'অপরাদ্ধ' বা 'অপরদ্ধ'।
‡ 'নিজ'। § 'নৌতন'। ¶ 'আদি'।

প্রভু বোলে "মোর বাক্য শুনহ নন্দন!
আজি তুমি আমারে করিবা সঙ্গোপন॥"
নন্দন বোলয়ে "প্রভু! এ বড় দুষ্কর।
কোথা লুকাইবা তুমি সংসার-ভিতর?
হৃদয়ে থাকিয়া না পারিলা লুকাইতে।
বিদিত করিল তোমা' ভক্ত তথা হৈতে* ॥
যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরসিন্ধু-মাঝে।
সে কেমনে লুকাইব বাহির-সমাজে?"
নন্দন-আচার্য্য-বাক্য শুনি প্রভু হাসে'।
বঞ্চিলেন নিশি প্রভু নন্দন-সম্ভাষে † ॥
ভাগ্যবন্ত নন্দন অশেষ-কথা-রঙ্গে।
সর্ব্বরাত্রি গোঙাইলা ঠাকুরের সঙ্গে॥
ক্ষণ-প্রায় গেল নিশা কৃষ্ণ-কথা-রসে।
প্রভু দেখে—দিবস হইল পরকাশে॥
অদ্বৈতের প্রতি দণ্ড করিয়া ঠাকুর।
শেষে অনুগ্রহ মনে বাঢ়িল প্রচুর॥
আজ্ঞা কৈল প্রভু নন্দন-আচার্য্য চা'হিয়া।
"একেশ্বর শ্রীবাসপণ্ডিতে আন' গিয়া॥"
সত্বরে নন্দন গেলা শ্রীবাসের স্থানে।
আইলা শ্রীবাস লৈয়া—প্রভু যেইখানে॥
প্রভু দেখি ঠাকুরপণ্ডিত কান্দে প্রেমে।
প্রভু বোলে "চিন্তা কিছু না করিহ মনে॥"
সদয় হইয়া প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনে।
"আচার্য্যের বার্ত্তা কহ—আছেন কেমনে॥"
"আরো বার্ত্তা লহ" বোলে পণ্ডিত-শ্রীবাস।
"আচার্য্যের কালি প্রভু! হৈল উপবাস॥
আছিবারে আছে প্রভু! সবে দেহ মাত্র।
কি বলিব আমরা—তোমার প্রেমপাত্র॥

* 'বিদিল ভক্ত তথাই হইতে'। † 'আবাসে'।

অন্য জন হইলে * কি আমরাই † সহি।
তোমার সে সভেই জীবন প্রভু! বহি'॥
তোমা' বিনে কালি প্রভু! সভার জীবন।
মহাশোচ্য বাসিলাঙ—আছে কি কারণ॥
যেন দণ্ড করিলা‡, বচন-অনুরূপ।
এখন আসিয়া হও প্রসাদ-সংমুখ॥ §"
শ্রীবাসের বচন শুনিঞা কৃপাময়।
চলিলা, আচার্য্য-প্রতি হইয়া সদয়॥
মূর্চ্ছাগত আসি প্রভু দেখে আচার্য্যেরে।
মহা-অপরাধী হেন মানে' ¶ আপনারে॥
প্রসাদে হইয়া মত্ত বুলে || অহঙ্কারে।
পাইয়া প্রভুর দণ্ড কম্প দেহভারে $ ॥
দেখিয়া সদয় প্রভু বোলয়ে উত্তর।
"উঠহ আচার্য্য! হের—আমি বিশ্বম্ভর॥"
লজ্জায় অদ্বৈত কিছু না বোলে বচন।
প্রেমযোগে মনে চিন্তে' প্রভুর চরণ॥
আরবার বোলে প্রভু "উঠহ আচার্য্য!
চিন্তা নাহি, উঠি × কর' আপনার কার্য্য॥"
অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু! করাইলা কার্য্য।
যত কিছু বোল মোরে' সব প্রভু! বাহ্য॥
মোরে তুমি নিরন্তর লওয়াও ÷ কুমতি।
অহঙ্কার দিয়া মোরে করাও দুর্গতি॥
সভারে উত্তম দিয়া আছ দাস্যভাব।
মোরে দিয়াছহ প্রভু! যত কিছু রাগ॥

* 'কহিলে'। † '[illegible]মরা তা' বা 'আমরা ইহ'।
‡ 'পাইলা'। § 'এখনে আসিয়া হও প্রসন্ন শ্রীমুখ'।
¶ 'মানি'। || 'বুলি' বা 'বল'।
$ 'দণ্ড কম্প হেন ভারে' বা 'দেহ অঙ্গ দেহভারে'।
× 'উঠ'। ÷ 'বোলহ'।

লওয়াও আপনে দণ্ড করাহ আপনে।
মুখে এক বোল তুমি, * কর' আর মনে ॥
প্রাণ, দেহ, ধন, মন,—সব তুমি মোর।
তবে মোরে দুঃখ দেহ', ঠাকুরালি তোর ॥
হেন কর' প্রভু! মোরে দাস্যভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসীনন্দন করিয়া॥"
শুনিঞা অদ্বৈতবাক্য প্রভু বিশ্বম্ভর।
অকৈতবে † কহে সর্ব্ব-বৈষ্ণব-ভিতর ॥
"শুনশুন আচার্য্য! তোমারে তত্ত্ব কই।
ব্যবহার-দৃষ্টান্ত দেখহ তুমি এই —॥
রাজপাত্র রাজা-স্থানে চলয়ে যখনে।
দুয়ারী প্রহরী সব করে নিবেদনে ॥
মহাপাত্র যদি গোচরিয়া রাজা-স্থানে।
জীবা লই দিলে ‡ রহে গোষ্ঠীর § জীবনে ॥
যে মহাপাত্রের স্থানে করে নিবেদন।
রাজ আজ্ঞা হৈলে কাটে সেই সব জন।
সব রাজ্যভার দেই যে মহাপাত্রেরে।
অপরাধে শোচ্য-হাথে তার শাস্তি করে ॥
এইমত কৃষ্ণ মহারাজরাজেশ্বর।
কর্ত্তা হর্ত্তা—ব্রহ্মা শিব যাহার কিঙ্কর ॥
সৃষ্টি-আদি করিতেও দিয়াছেন শক্তি।
শাস্তি করিতেও কেহো না করে দ্বিরুক্তি ॥
রমা-আদি ভবাদিও কৃষ্ণ-দণ্ড পায়।
দোষো প্রভু সেবকের ক্ষময়ে সদায় ॥
অপরাধ দেখি কৃষ্ণ ¶ যার শাস্তি করে।
জন্মজন্ম দাস সেই—বলিল তোমারে ॥
উঠিয়া করহ স্নান, কর' আরাধন।
নাহিক তোমার চিন্তা, করহ ভোজন ॥"
প্রভুর বচন শুনি অদ্বৈত-উল্লাস।
দাসের শুনিঞা দণ্ড, বড় হৈল হাস ॥
"এখনে সে বলি প্রভু! তোর ঠাকুরালি।"
নাচেন অদ্বৈত রঙ্গে দিয়া করতালী ॥
প্রভুর আশ্বাস শুনি আনন্দে বিহ্বল।
পাসরিলা পূর্ব্ব যত বিরহ সকল ॥
সকল বৈষ্ণব হৈলা পরম-আনন্দ।
তখনে হাসয়ে হরিদাস-নিত্যানন্দ ॥
এ সব পরমানন্দ-লীলা-কথা-রসে।
কেহোকেহো বঞ্চিত হইল দৈবদোষে ॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র শ্রীঅদ্বৈত-রায়।
এ সম্পত্তি অল্প হেন বুঝয়ে মায়ায় ॥
অল্প করি না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্ ॥
আগে হয় মুক্ত *, তবে সর্ব্ব-বন্ধ-নাশ।
তবে সেই হৈতে পারে 'শ্রীকৃষ্ণের দাস' ॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত-সব লীলাতনু করি কৃষ্ণ ভজে ॥

তথাচোক্তং ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা
ভগবন্তং ভজন্তে ॥" ১ ॥" ১ ॥ ইতি।

টীকা।

মুক্তা ইতি। লীলয়া—স্বেচ্ছয়া, নতু জীববৎ কর্ম্মপারতন্ত্র্যেণেত্যর্থঃ। বিগ্রহং কৃত্বা—শরীরং পরিগৃহ্য, ভগবন্তং ভজন্তে, মুক্তেরপ্যধিকমানন্দমনুভবিতুমিত্যর্থঃ। তথাহি মধ্বাচার্য্যধৃতং "মুক্তা অপি হি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়োপাসনং হরেঃ।" ইতি ব্রহ্মতর্কবচনং, "কৃষ্ণো মুক্তৈরপীজ্যতে" ইতি ভারতবচনঞ্চ (ব্রহ্মসূত্র ৩,৩।২৭ মাধ্বভাষ্যে) এতদেবার্থ

* 'প্রভু'! । † 'অকৈতবে'।
‡ 'জীবিকা দিলে সে'। § 'সভার'। ¶ 'প্রভু'

* 'মুক্তি'।

মদ্ভিশ্চৈতি। ভাষ্যকৃদ্ভিরুক্তমিতি—'যং সর্ব্বেদেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ' ইতি নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীয়শ্রুতেঃ (২।৪।১৬) ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গ ইত্যবগন্তব্যম্॥ ১॥

অনুবাদ।

মুক্তপুরুষগণও স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন।" ১ ॥

কৃষ্ণের সেবক-সব কৃষ্ণশক্তি ধরে।
অপরাধ * হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে॥
হেন কৃষ্ণভক্ত-নামে কোন শিষ্যগণ।
অল্প হেন জ্ঞানে দ্বন্দ্ব † করে অনুক্ষণ॥
সে সব দুষ্কৃতি অতি জানিহ নিশ্চয়।
যাথে সর্ব্ব বৈষ্ণবের পক্ষ নাহি লয়॥
'সর্ব্ব প্রভু গৌরচন্দ্র' ইথে দ্বিধা যার।
কভু 'শুদ্ধ--ভক্ত ‡' নহে সেই দুরাচার॥
গর্দ্দভ শৃগাল*-তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহো বোলে "আমি রঘুনাথ ভাব' গিয়া॥"
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে শক্তি যার।
চৈতন্য-দাসত্ব বই বল নাহি আর॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ধরে প্রভু বলরাম।
সেহো প্রভুদাস্য করে †, কে বা হয় আন॥
জয়জয় হলধর নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায় ‡॥
তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি।
যত কিছু বলি—সব তাঁহার শকতি॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ভক্ত-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

জয়জয় জগতমঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥
জয়জয় নিত্যানন্দস্বরূপের প্রাণ।
জয়জয় ভকতবৎসল গুণধাম॥
ভক্তগোষ্ঠিসহিতে গৌরাঙ্গ জয়জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য § হয়॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
সঙ্কীর্ত্তনসুখ প্রভু করয়ে সদায়॥
মধ্যখণ্ডকথা ভাই! শুন একমনে।
লক্ষ্মী-কাচে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে॥
একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থানে।
"আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে §॥"

* 'অপরাধী'। † 'নিন্দা'। ‡ 'ভৃত্য'। § 'লীলা বিষ্ণুভক্তি'।

* 'শূকর'। † 'কহে' বা মাগে'। ‡ 'জিহ্বায়'। § 'বন্ধানে'।

সদাশিব-বুদ্ধিমন্তখানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু "কাচ সজ্জ কর' গিয়া॥
শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর' সভাকার॥
গদাধর কাচিবেন—রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর বুড়ী—সখী সুপ্রভাত॥
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল * হরিদাস—জাগাইতে ভার॥
শ্রীবাস নারদ-কাচ, স্নাতক শ্রীরাম।"
"দিয়ড়িয়া † হাড়ি মুঞি" বোলয়ে শ্রীমান্॥
অদ্বৈত বোলয়ে "কে করিব পাত্র-কাচ?"
প্রভু বোলে "পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ॥
সত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্তখান! তুমি।
কাচ-সজ্জ কর' গিয়া, নাচিবাঙ আমি॥"
আজ্ঞা শিরে করি সদাশিব-বুদ্ধিমন্ত।
গৃহে চলিলেন, আনন্দের নাহি অন্ত॥
সেইক্ষণে কাথিবার ‡ চান্দোয়া কাটিয়া §।
কাচ-সজ্জ করিলেন সুন্দর করিয়া॥
লইয়া যতেক কাচ বুদ্ধিমন্তখান।
থুইলেন লইয়া ঠাকুর-বিদ্যমান॥
দেখিয়া হইলা প্রভু সন্তোষিত-মন।
সকল-বৈষ্ণব-প্রতি বলিলা বচন॥
"প্রকৃতি-স্বরূপে ¶ নৃত্য হইব আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয়—তার অধিকার॥
সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে।
যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥"

লক্ষ্মীবেশে অঙ্ক-নৃত্য করিব ঠাকুর।
সকল-বৈষ্ণব-রঙ্গ বাড়িল প্রচুর॥
শেষে প্রভু কথাখানি কহিলেন দঢ়।
শুনিঞা হইলা সভে বিষাদিত বড়॥
সর্ব্বাদ্য ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য্য।
"আজি নৃত্য-দরশনে মোর নাহি কার্য্য॥
আমি সে অজিতেন্দ্রিয়, না যাইব তথা।"
শ্রীবাসপণ্ডিত কহে "মোর ওই * কথা॥"
শুনিঞা ঠাকুর বোলে ঈষত হাসিয়া।
"তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া?"
সর্ব্বজ্ঞের † চূড়ামণি চৈতন্যগোসাঞি।
পুন আজ্ঞা করিলেন "কারো চিন্তা নাঞি॥
মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা।
দেখিয়া আমারে কেহো মোহ না পাইবা॥
শুনিঞা প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত শ্রীবাস।
সভার সহিত মহা পাইলা উল্লাস॥
সর্ব্বগণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চলিলা আচার্য-চন্দ্রশেখরের ঘর॥
আই চলিলেন নিজ-বধূর সহিতে।
লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে॥
যত আপ্ত-বৈষ্ণবগণের ‡ পরিবার।
চলিলা আইর সঙ্গে নৃত্য দেখিবার॥
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভাগ্য—তার এই সীমা।
যার ঘরে প্রভু প্রকাশিলা এ মহিমা॥
বসিলা ঠাকুর সর্ব্ব-বৈষ্ণব-সহিতে।
সভারে হইল আজ্ঞা স্বকাচ § কাচিতে॥

---

* 'কোটোয়াল'। † 'দেউড়িয়া'।
‡ 'কাথুবারা', 'কতিবার' বা 'কথিয়ার' (?)
§ 'টানিয়া'। ¶ 'স্বরূপা'।

* 'অই' বা 'এই'। † 'সর্ব্বজ্ঞ'।
‡ 'যত আপ্তগণ বৈষ্ণবের' বা যত আপ্তগণের বৈষ্ণব'।
§ 'কাচ বেশ'।

করজোড়ে অদ্বৈত বোলয়ে বারবার।
"মোরে আজ্ঞা প্রভু! * কোন্ কাচ কাচিবার ?
প্রভু বোলে "যত কাচ—সকল তোমার।
ইচ্ছা-অনুরূপ কাচ কাচ' আপনার॥
বাহ্য নাহি অদ্বৈতের, কি করিব কাচ।
ভ্রূকুটী করিয়া নাচে † শান্তিপুরনাথ॥
সর্ব্বভাবে নাচে মহা-বিদূষক-প্রায়।
আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥
মহা কৃষ্ণ-কোলাহল উঠিল সকল।
আনন্দে বৈষ্ণব-সব হইলা বিহ্বল॥
কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
'রাম কৃষ্ণ নরহরি ‡ গোপাল গোবিন্দ॥'
প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি বদন-বিলাস॥
মহা-পাগ শোভে শিরে, ধটী পরিধান।
দণ্ডহস্তে সভারে করয়ে সাবধান॥
"আরে আরে ভাই-সব! হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ॥"
হাথে নড়ি চারিদিকে ধাইয়া বেড়ায়।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক 'কৃষ্ণ' সভারে জাগায়॥
"কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বোল § কৃষ্ণ-নাম।"
দম্ভ করি হরিদাস করয়ে আহ্বান॥
হরিদাস দেখিয়া সকল গণ হাসে'।
"কে তুমি, এথায় কেনে ?" সভেই জিজ্ঞাসে'॥
হরিদাস বোলে "আমি বৈকুণ্ঠ-কোটাল।
'কৃষ্ণ' জাগাইয়া আমি বুলি সর্ব্বকাল॥

* 'দেন'। † 'বুলে'। ‡ 'বোল হরি'। § 'লও'।

বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা।
প্রেমভক্তি লুটাইব ঠাকুর সর্ব্বথা॥
লক্ষ্মীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে।
প্রেমভক্তি লুটি আজি হও সাবধানে॥"
এত বলি দুই গোঁফ মোচড়ায় * হাতে।
রড় দিয়া বুলে গুপ্ত-মুরারির সাথে॥
দুই মহা-বিহ্বল কৃষ্ণের প্রিয় দাস।
দুইর শরীরে গৌরচন্দ্রের বিলাস †॥
ক্ষণেকে নারদ-কাচ করিয়া শ্রীবাস।
প্রবেশিলা সভা-মাঝে করিয়া উল্লাস॥
মহা-দীর্ঘ পাকা দাড়ি, ফোঁটা সর্ব্ব-গায়।
বীণা কান্ধে, কুশ-হস্তে চারিদিকে চায়॥
রামাঞি-পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন।
হাথে কমণ্ডলু—পাছে করিলা গমন॥
বসিতে দিলেন রাম-পণ্ডিত আসন।
সাক্ষাত নারদ যেন দিলা দরশন॥
শ্রীবাসের বেশ দেখি সর্ব্বগণ হাসে'।
করিয়া গভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে'॥
"কে তুমি আইলা এথা কেমন ‡ কারণে ?"
শ্রীবাস বোলেন "শুন কহিয়ে কথনে॥
নারদ আমার নাম, কৃষ্ণের গায়ন।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে আমি করিয়ে ভ্রমণ॥
বৈকুণ্ঠে গেলাঙ—কৃষ্ণ দেখিবার তরে।
শুনিলাঙ 'কৃষ্ণ গেলা নদীয়া-নগরে'॥
শূন্য দেখিলাঙ বৈকুণ্ঠের ঘর-দ্বার।
গৃহিণী-গৃহস্থ নাহি, নাহি পরিবার॥

* 'মুচড়ই'।
† 'কৃষ্ণচন্দ্রের বিলাস' বা 'গৌরচন্দ্রের প্রকাশ'।
‡ 'এথারে আলা কোন্ বা'।

না পারি রহিতে—শূন্য বৈকুণ্ঠ দেখিয়া।
আইলাঙ আপন ঠাকুর স্মঙরিয়া ॥
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মী-বেশ।
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ ॥"
শ্রীবাসের নারদ-নিষ্ঠার * বাক্য শুনি।
হাসিয়া বৈষ্ণব-সব করে জয়ধ্বনি।
অভিন্ন-নারদ যেন শ্রীবাসপণ্ডিত।
সে-ই রূপ, সে-ই বাক্য, সে-ই সে চরিত ॥
যত পতিব্রতাগণ—সকল লইয়া।
আই দেখে কৃষ্ণ-সুধা-রসে মগ্ন হৈয়া ॥
মালিনীরে বোলে আই "এই নি পণ্ডিত ?"
মালিনী বোলয়ে "আই ! অই † সুনিশ্চিত ॥"
পরম-বৈষ্ণবী আই সর্ব্ব-লোক-মাতা।
শ্রীবাসের মূর্ত্তি দেখি হইলা বিস্মিতা ॥
আনন্দে পড়িলা আই হইয়া মূর্চ্ছিত।
কোথাও নাহিক ধাতু, সভে চমকিত ॥
সত্বরে সকল পতিব্রতা-নারীগণ।
কর্ণমূলে 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' করেন স্মরণ ॥
সংবিত পাইয়া আই 'গোবিন্দ' স্মঙরে।
পতিব্রতাগণে ধরে, ধরিতে না পারে ॥
এইমত কি ঘরে বাহিরে সর্ব্বজন।
বাহ্য নাহি স্ফুরে, সভে করেন ক্রন্দন ॥
গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর ॥
আপনা' না জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেন আপনারে বাসে' ॥
নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র, অঙ্গুলী কলমে ॥

* 'শ্রীনিবাস নারদের নিষ্ঠা'। † 'শুনি ঐ'।

রুক্মিণীর পত্র 'সপ্ত শ্লোক' ভাগবতে।
যে আছে, পড়য়ে তাহা * কান্দিতেকান্দিতে ॥
গীতবন্ধে শুন সাত-শ্লোকের ব্যাখ্যান।
যে কথা শুনিলে স্বামী হয় ভগবান্ ॥

তথাহি (ভা॰১০৷৫২৷৩৭)—

'শ্রুত্বা গুণান্ ভুবন সুন্দর ! শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমত্রপং মে ॥" ১ ॥
ইত্যাদি।

টীকা।

শ্রুত্বেতি। হে অচ্যুত ! হে ভুবনসুন্দর ! শৃণ্বতাং জনানাং কর্ণবিবরৈঃ, নির্ব্বিশ্য—অন্তঃ প্রবিশ্য, অঙ্গতাপং, অঙ্গেতি পৃথক্ সম্বোধনং বা, হরতঃ, তে—তব, গুণান্ শ্রুত্বা, তথা, দৃশিমতাং—চক্ষুষ্মতাং, দৃশাং—দৃগিন্দ্রিয়াণাম্, অখিলার্থলাভাত্মকং রূপঞ্চ শ্রুত্বা, অপগতা, ত্রপা—লজ্জা, যস্মাৎ, তন্মে চিত্তং ত্বয়ি, আবিশতি—আসজ্জতে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

ভুবনসুন্দর ! তোমার গুণগ্রামের কথা শ্রবণ করিতে কারতে, সেই গুণরাশি কর্ণরন্ধ্রযোগে হৃদয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জনগণের অঙ্গতাপ হরণ করিতে থাকেন। আর যাঁহাদিগের চক্ষু আছে, তোমার রূপ দেখিয়া তাঁহাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়সকল 'আমাদিগের নিখিলার্থ লাভ হইল' বলিয়া মনে করেন। অচ্যুত ! আমার চিত্তও তোমার সেই রূপ-গুণের কাহিনী শ্রবণ করিয়া, লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, তোমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে ॥ ১ ॥

কারুণ্যসারদা-রাগেণ গীয়তে।

"শুনিঞা তোমার গুণ ভুবনসুন্দর !
দূর ভেল অঙ্গতাপ ত্রিবিধ দুষ্কর ॥

* 'তাহাই পড়য়ে প্রভু'।

সর্ব্ব-নিধি-লাভ তোর রূপ-দরশনে।
সুখে দেখে বিধি যারে দিলেক লোচনে॥
শুনি যদুসিংহ! তোর যশের বাখান।
নির্লজ্জ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া-ঠাম॥
কোন্ কুলবতী ধীরা আছে জগ-মাঝে।
কাল পাই তোমার চরণ নাহি ভজে॥
বিদ্যা-কুল-শীল-ধন-রূপ-বেশ-ধামে।
সকল বিফল হয়—তোমার বিহনে।
মোর ধার্ষ্ট্য * ক্ষমা কর' ত্রিদশের রায়!
না পারি রাখিতে চিত্ত তোমায় মিশায়॥
এতেকে বরিল তোর চরণ-যুগল †।
মন প্রাণ বুদ্ধি তোহে—অর্পিল সকল ‡॥
পত্নীপদ দিয়া মোরে কর' নিজ-দাসী।
তোর ভাগে § শিশুপাল নহুক বিলাসী॥
কৃপা করি মোরে পরিগ্রহ কর' নাথ!
যেন সিংহ-ভাগ নহে শৃগালের সাথ॥
ব্রত, দান, গুরু-বিপ্র-দেবের অর্চ্চন।
সত্য যদি সেবিয়'ছোঁ অচ্যুত-চরণ॥
তবে গদাগ্রজ মোর হউ প্রাণেশ্বর।
দূর হউ শিশুপাল, এই ¶ মোর বর॥
কালি মোর বিবাহ হইব হেন আছে।
আজি ঝাট আসিবা, বিলম্ব কর' পাছে॥
গুপ্তে আসি রহিবা বিদর্ভপুর কাছে।
শেষে সর্ব্ব-সৈন্য-সঙ্গে আসিবা সমাজে॥
চৈদ্য শাল্ব ‖ জরাসন্ধ—মথিয়া সকল।
হরি' লেহ মোরে—দেখাইয়া বাহুবল॥
দর্প-প্রকাশের প্রভু! এই সে সময়।
তোমার বনিতা—শিশুপাল-যোগ্য নয়॥
বিনি বন্ধু বধি মোরে হরিবা যেমনে।
তাহার উপায় বোলোঁ তোমার চরণে॥
বিবাহের পূর্ব্ব-দিনে কুলধর্ম্ম আছে।
নব-বধূ চলি * যায় ভবানীর কাছে॥
সেই অবসরে প্রভু! হরিবা আমারে।
না মারিবা বন্ধু, দোষ ক্ষমিবা সভারে †॥
যাহার চরণধূলি সর্ব্ব-অঙ্গে স্নান।
উমাপতি চাহে, চাহে যতেক প্রধান॥
হেন ধূলি-প্রসাদ না কর' যদি মোরে।
মরিব করিয়া ব্রত, বলিলুঁ তোমারে॥
যত জন্মে পাঙ তোর অমূল্য-চরণ।
তাবত মরিব শুন কমললোচন! ‡॥
চল চল ব্রাহ্মণ! সত্বর কৃষ্ণস্থানে।
কহ গিয়া এ সকল মোর বিবরণে §॥"
এইমত বোলে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
সকল-বৈষ্ণবগণ প্রেমে কান্দে হাসে'॥
হেন রঙ্গ হয় চন্দ্রশেখর-মন্দিরে।
চতুর্দ্দিগে হরিধ্বনি শুনি উচ্চস্বরে॥
'জাগ জাগ জাগ' ডাকে ¶ প্রভু হরিদাস।
নারদের কাচে নাচে পণ্ডিত-শ্রীবাস॥
প্রথম-প্রহরে এই কৌতুক বিশেষ।
দ্বিতীয় প্রহরে গদাধরের প্রবেশ ‖॥

* 'ধৃষ্টী'। † 'বরিল তোর চরণযুগলে'। ‡ 'সকলে'। § 'মোর ভাগে'। ¶ 'তুজি'। ‖ 'সিন্ধু' বা 'সৈন্ধ'।

* 'নব বধূজন'। † 'আমারে'।
‡ দুইখানি প্রাচীন পুঁথিতে এই গীতটির প্রত্যেক ষষ্ঠ পংক্তির অন্তে একটি করিয়া 'ধ্রু' এবং প্রত্যেক চতুর্থ পংক্তির শেষে ১।২ প্রভৃতি অঙ্ক সন্নিবিষ্ট আছে।
§ 'নিবেদনে'। ¶ 'হাঁকে'।
‖ 'গদাধর-পরবেশ'।

'সুপ্রভাত' তান সখী—করি নিজ সঙ্গে।
ব্রহ্মানন্দ তাহান বড়াই বুলে * রঙ্গে ॥
হাথে নড়ি, কাঁখে ডালি, টেন † পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ যেহেন বড়াই বিদ্যমান ॥
ডাকি বোলে হরিদাস "কে সব তোমরা ?
ব্রহ্মানন্দ বোলে "যাই মথুরা আমরা ॥"
শ্রীবাস বোলয়ে "দুই কাহার বনিতা ?"
ব্রহ্মানন্দ বোলে "কেনে জিজ্ঞাস' বারতা ?"
শ্রীনিবাস বোলে "জানিবারে না জুয়ায় ?"
'হয়' বলি ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায় ॥
গঙ্গাদাস বোলে "আজি কোথায় রহিবা ?"
ব্রহ্মানন্দ বোলে "স্থান খানি তুমি দিবা ॥"
গঙ্গাদাস বোলে "তুমি জিজ্ঞাসিলে ধর।
জিজ্ঞাসায় কার্য্য নাহি, ঝাট তুমি নড় ‡ ॥"
অদ্বৈত বোলয়ে "এত বিচারে কি কাজ।
'মাতৃ-সম পর-নারী' কেনে দেহ' লাজ ॥
নৃত্য-গীত-প্রিয় বড় আমার ঠাকুর।
এথায়ে নাচাহ—ধন পাইবা প্রচুর ॥"
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম-সন্তোষে।
নৃত্য করে গদাধর প্রেম পরকাশে' § ॥
রমা-বেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর ॥
গদাধর-নৃত্য দেখি আছে ¶ কোন জন।
বিহ্বল হইয়া নাহি করয়ে ক্রন্দন ॥
প্রেমনদী বহে গদাধরের নয়ানে।
পৃথিবী হইয়া ‖ সিক্ত 'ধন্য' হেন মানে' ॥

গদাধর হৈলা যেন গঙ্গা মুর্ত্তিমতী।
সত্য সত্য গদাধর—কৃষ্ণের প্রকৃতি ॥
আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারেবার।
"গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার ॥"
যে গায়, যে দেখে—সব ভাসিলেন প্রেমে।
চৈতন্যপ্রসাদে কেহো বাহ্য নাহি জানে ॥
'হরিহরি' বলি কান্দে বৈষ্ণবমণ্ডল।
সর্ব্ব-গণে হইল আনন্দ*-কোলাহল ॥
চৌদিকে শুনিয়ে কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন।
গোপিকার বেশে নাচে মাধবনন্দন ॥
হেনই সময়ে মহা †প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি--বেশধর ॥
আগে নিত্যানন্দ বুড়ী-বড়াইর বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে, প্রেমরসে ভাসে ॥
মণ্ডলী করিয়া ‡ সব বৈষ্ণব রহিলা।
জয়জয়-মহা§ধ্বনি করিতে লাগিল ॥
কেহো নারে চিনিতে—ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
হেন অতি-অলক্ষিত-বেশ মনোহর ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু—প্রভুর বড়াই।
তাঁর পাছে প্রভু, আর কিছু ¶ চিহ্ন নাই ॥
অতএব সভেই চিনিলেন 'প্রভু এই'।
বেশে কেহো ‖লখিতে না পারে 'প্রভু সেই' ॥
সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা।
রঘুসিংহগৃহিণী কি জানকী আইলা ॥
কিবা মহালক্ষ্মী, কিবা ※ আইলা পার্ব্বতী।
কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্ত্তিমতী ॥

* 'বুড়ী'। † 'নেত'। ‡ 'চল'।
§ 'পরবশে'। ¶ 'দেখিয়া সেই'। ‖ 'হইলা।

* 'গোবিন্দ'। † 'সর্ব্ব'। ‡ 'হইয়া'।
§ 'হরি'। ¶ 'যায়, আর'। ‖ 'প্রভু'।
※ 'বিষ্ণু হইতে প্রত্যক্ষ কি'।

কিবা ভাগীরথী, কিবা রূপবতী দয়া।
কিবা সেই মহেশমোহিনী মহামায়া॥
এইমত অন্যোহন্যে সর্ব্ব-জনেজনে।
না চিনিঞা প্রভুরে আপনে মোহ মানে'॥
আজন্ম ধরিয়া প্রভু দেখিল * যাহারা।
তথাপি লখিতে নারে তিলার্দ্ধেক তারা॥
অন্যের কি দায়, আই না পারে চিনিতে।
মুর্ত্তিভেদে † লক্ষ্মী কিবা আইলা নাচিতে॥
অচিন্ত্য অব্যক্ত সত্য মহাযোগেশ্বরী।
ভকতি‡স্বরূপা হৈলা আপনে শ্রীহরি॥
মহাযোগেশ্বর হর—যে রূপ দেখিয়া।
মহামোহ পাইলেন পার্ব্বতী লইয়া॥
তবে যে নহিল মোহ বৈষ্ণব-সভার।
পূর্ব্ব-অনুগ্রহ আছে এই হেতু তার॥
কৃপা-জলনিধি প্রভু হইলা সভারে।
সভার জননীভাব হইল অন্তরে॥
পরলোক হৈতে যেন আইলা জননী।
আনন্দে' নন্দন-সব আপনা' না জানি॥
এইমত অদ্বৈতাদি প্রভুরে দেখিয়া।
কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু-মাঝে বুলেন ভাসিয়া॥
জগতজননীভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর॥
হেন দঢ়াইতে কেহো নারে কোন জন।
কোন্ § প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ॥
কখনো ¶ বোলয়ে "বিপ্র! কৃষ্ণ কি আইলা?"
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা॥

নয়নে আনন্দধারা দেখিয়ে যখন।
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন বুঝিয়ে তখন॥
ভাবাবেশে যখন বা * অট্টঅট্ট হাসে'।
মহাচণ্ডী হেন সভে বুঝেন প্রকাশে॥
ঢুলিয়াঢুলিয়া প্রভু নাচয়ে † যখনে।
সাক্ষাত রেবতী যেন কাদম্বরীপানে॥
ক্ষণে বোলে "চল বড়াই! যাই বৃন্দাবনে।"
গোকুলসুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে॥
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি।
সভে দেখে যেন মহা-‡ কোটি-যোগেশ্বরী॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ-শক্তি আছে।
সকল প্রকাশে' প্রভু রুক্মিণীর কাচে॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখায় § সভারে।
পাছে মোর শক্তি কোন জন নিন্দা করে॥
লৌকিক বৈদিক যত কিছু বিষ্ণু-শক্তি।
সভার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ়-ভক্তি॥
দেব-দ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ।
গণ-সহে কৃষ্ণ পূজা করিলেই ‖ সুখ॥
যে শিখায়ে কৃষ্ণচন্দ্র, সে-ই সত্য হয়।
অভাগ্যে পাপিষ্ঠ-মতি তাহা নাহি লয়॥
সর্ব্ব-শক্তি-স্বরূপা §§ নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
কেহো নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর॥
যে দেখে, যে শুনে; যে বা গায় প্রভু-সঙ্গে।
সভেই ভাসয়ে প্রেম-সাগর-তরঙ্গে॥

---

* 'ভরিয়া প্রভু দেখয়ে'। † 'আই বো'লে'।
‡ 'প্রকৃতি'। § 'কেনে'। ¶ যখন'।

* 'ভাবের আবেশে যবে'।
† 'পড়ে নাচয়ে' বা 'প্রভু পড়য়ে'।
‡ 'সাক্ষাত দেখিয়ে যেন'।
§ 'রূপ বেশ মহাপ্রভু দেখায়'। ¶ 'কৃষ্ণ'।
‖ 'করিলে সে'। §§ 'স্বরূপ' বা 'স্বরূপে'।

একো-বৈষ্ণবের যত নয়নের জল।
সেই যেন মহা-বন্যা,—থাকুক সকল॥
আদ্যাশক্তি-বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ।
সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ॥
কম্প-স্বেদ-পুলক অশ্রুর অন্ত নাঞি।
মূর্ত্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্যগোসাঞি॥
নাচেন ঠাকুর ধরি নিত্যানন্দ-হাথ।
সে কটাক্ষ স্বভাব বর্ণিতে শক্তি কা'ত॥
সম্মুখে দেউটি ধরে পণ্ডিত-শ্রীমান্।
চতুর্দ্দিগে হরিদাস করে সাবধান॥
হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই পৃথিবী-উপর॥
কোথায় বা গেল বুড়ী-বড়াইর সাজ।
কৃষ্ণরসে বিহ্বল হইলা নাগরাজ॥
যেইমাত্র নিত্যানন্দ পড়িলা ভূমিতে।
সকল-বৈষ্ণবগণ কান্দে চারিভিতে॥
হুড়াহুড়ি * হৈল কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন।
সকল করায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
কারো গলা ধরি কেহো কান্দে উচ্চ-রা'য়।
কাহারো চরণ ধরি কেহো গড়ি যায়॥
ক্ষণেকে ঠাকুর গোপীনাথে কোলে করি।
মহালক্ষ্মী-ভাবে উঠে খট্টার উপরি॥
সম্মুখে রহিলা সভে জোড়-হস্ত করি।
"মোর স্তব পঢ়" বোলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
'জননী-আবেশ' বুঝিলেন সর্ব্বজনে।
সে-ই-রূপে সভে স্তুতি পঢ়ে, প্রভু শুনে॥
কেহো পঢ়ে লক্ষ্মীস্তব, কেহো চণ্ডীস্তুতি।
সভে স্তুতি পঢ়েন—যাহার যেন মতি॥

* 'কি অদ্ভুত'।

শ্রাবণী (রাগ)।

"জয়জয় জগত-জননি মহামায়া।
দুঃখিত-জীবেরে দেহ' চরণের ছায়া॥
জয়জয় অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বরি।
তুমি যুগেযুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরি॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে তোমার মহিমা!
বলিতে না পারে, অন্য কে দিবেক সীমা॥
জগত-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব্ব-শক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি॥
যত বিদ্যা—সকল তোমার মূর্ত্তিভেদ।
'সর্ব্বপ্রকৃতির শক্তি তুমি' কহে বেদ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণ তুমি মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা॥
তুমি ত্রিজগত-হেতু গুণত্রয়ময়ী।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে, জানে কোই * ॥
সর্ব্বাশ্রয়া তুমি সর্ব্বজীবের বসতি।
তুমি আদ্যা অবিকারা পরমা প্রকৃতি॥
জগত-আধার তুমি দ্বিতীয়-রহিতা।
মহী-রূপে তুমি সর্ব্বজীবপালয়িতা † ॥
জল-রূপে তুমি সর্ব্ব-‡জীবের জীবন।
তোমা' স্মঙরিলে খণ্ডে' অশেষ-বন্ধন॥
সাধুজন-গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি § ॥
তুমি সে করাহ ত্রিজগতে সৃষ্টি-স্থিতি।
তোমা' না ভজিলে পায় ত্রিবিধ ¶ দুর্গতি॥

* 'সত্য কহি' বা 'এই কহি'।
† 'জীব পাল' মাতা!'। ‡ 'তুমি জল, তুমি স্থল'।
§ 'রূপা অতি'। ¶ 'বিবিধ'।

তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র উদয়া।
রাখহ জননি! চরণের দিয়া ছায়া॥
তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার।*
তুমি না রাখিলে মাতা! কে রাখিব আর॥
সভার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত-জীবেরে মাতা! কর' নিজ-দাস॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্ব-ভূত-বুদ্ধি।
তোমা' স্মঙরিলে সর্ব্ব-মন্ত্রাদির শুদ্ধি॥"
এইমত স্তুতি করে সকল মহান্ত।
বর-মুখ মহাপ্রভু শুনয়ে নিতান্ত॥
পুনঃপুন সভে দণ্ডপ্রণাম করিয়া।
পুন স্তুতি করে শ্লোক পঢ়িয়া পঢ়িয়া॥
"সভে লইলাঙ মাতা! তোমার শরণ।
শুভদৃষ্টি কর' তোর পদে রহু মন॥"
এইমত সভেই করেন নিবেদন।
ঊর্দ্ধবাহু করি সভে করেন ক্রন্দন॥
গৃহমাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
আনন্দ হইল চন্দ্রশেখরভবন †॥
আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে।
হেনই সময়ে নিশি হৈল ‡ অবসানে॥
আনন্দে না জানে কেহো নিশি ভেল শেষ।
দারুণ অরুণ আসি ভেল পরবেশ॥
পোহাইল নিশি হৈল নৃত্য-অবসান।
বাজিল সভার বুকে যেন § মহাবাণ॥
চমকিত হই সভে চারিদিগে চা'য়।
'পোহাইল নিশি' করি কান্দে উভরা'য়॥

কোটি-পুত্র-শোকেও এতেক দুঃখ নহে।
যে দুঃখ জন্মিল সর্ব্ব-বৈষ্ণব-হৃদয়ে॥
যে দুঃখে বৈষ্ণব-সব অরুণেরে চা'হে।
প্রভু-ক্রোধকৃপা লাগি ভস্ম নাহি যায়ে॥*
এ রঙ্গ রহিব হেন বিষাদ ভাবিয়া।
অতএব গৌরচন্দ্র করিলেন ইহা॥
কান্দে সর্ব্ব-ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া।
পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া॥
যত নারায়ণী-শক্তি জগত-জননী।
সেই সব হইয়াছে বৈষ্ণবগৃহিণী॥
অন্যোহন্যে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
সভেই ধরেন শচীদেবীর চরণ॥
চৌদিগে উঠিল বিষ্ণুভক্তির ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল চন্দ্রশেখরভবন॥
সহজেই বৈষ্ণবের ক্রন্দন উচিত।
জন্মজন্ম জানে যারা কৃষ্ণের চরিত॥
কেহো বোলে "আরে রাত্রি! কেনে পোহাইলা?
হেন রসে কেনে কৃষ্ণ! বঞ্চিত করিলা?"
চৌদিগে দেখিয়া সব-বৈষ্ণব-ক্রন্দন।
অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচীনন্দন॥
মাতা-পুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ।
এইমত সভারে দিলেন পুত্র-ভাব॥
মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া †॥
স্তনপান করায় পরম ‡ স্নিগ্ধ হৈয়া॥
কমলা, পার্ব্বতী, দয়া, মহানারায়ণী।
আপনে হইলা প্রভু জগতজননী॥

---

* 'সংসার-সাগরে (মায়ায়) মগ্ন জগত তোমার'।
† 'চন্দ্রশেখরের মন'। ‡ 'ভেল'। § 'এই'।

* 'প্রভুর কৃপার লাগি ভস্ম নাহি হয়ে'।
† 'সভা' সম্বোধিয়া'। ‡ 'সভারে' বা 'অতি'।

সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা ।
'আমি পিতা, পিতামহ, আমি ধাতা, মাতা ॥'

তথাহি (গীতা॰ ৯।১৭)—
"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥" ২ ॥

অনুবাদ ।

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, কর্ম্মফল-বিধাতা এবং পিতামহ ॥ ২ ॥

আনন্দে বৈষ্ণব-সব করে স্তনপান ।
কোটিকোটি জন্ম যারা মহাভাগ্যবান্ ॥
স্তনপানে সভার বিরহ গেল দূর ।
প্রেমরসে সভে মত্ত হইলা প্রচুর ॥
এ সব লীলার কভু অবধি না হয় ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র বেদে কয় ॥
মহারাজরাজেশ্বর গৌরাঙ্গসুন্দর ।
এহো রঙ্গ করিলেন নদীয়া-ভিতর ॥
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থূল সূক্ষ্ম আছে ।
সব চৈতন্যের রূপ—ভেদ কর' পাছে ॥
ইচ্ছায় কাচয়ে কাচ, ইচ্ছায় ঘুচায় ।
ইচ্ছায় করয়ে সৃষ্টি, ইচ্ছায় মিলায় ॥
ইচ্ছাময় মহেশ্বর—ইচ্ছা কাচ কাচে ।
তান ইচ্ছা নাহি করে হেন কোন্ আছে ॥
তথাপি তাঁহার কাচ—সকলি সুসত্য ।
জীব তারিবার লাগি এ সব মহত্ত্ব ॥
ইহা না বুঝিয়া কোন্ পাপী জনা * জনা ।
প্রভুরে বোলয়ে "গোপী" খাইয়া আপনা' ॥
অদ্ভুত গোপিকা-নৃত্য—চারি-বেদ-ধন ।
কৃষ্ণভক্তি হয় ইহা করিলে শ্রবণ ॥

* 'জানিয়া কোন কোন পাপি' ।

হইলা বড়াই-বুড়ী প্রভু নিত্যানন্দ ।
সে লীলায় হেন লক্ষ্মী-কাচে গৌরচন্দ্র ॥
যখনে যে রূপে গৌরসুন্দর বিহরে * ।
সেই অনুরূপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে ॥
প্রভু হইলেন গোপী, নিতাই বড়াই ।
কে বুঝিব ইহা—যার অনুভব নাই ॥
কৃষ্ণ-অনুগ্রহে সে এ-সব-মর্ম্ম জানি ।
অল্প-ভাগ্যে নিত্যানন্দস্বরূপ না চিনি ॥
কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী ।
যার যেনমত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি ॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে ।
তথাপি সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে ॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে ।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃত-শ্রবণ ।
যহিঁ লক্ষ্মীবেশে নৃত্য কৈলা নারায়ণ ॥
নাচিলা জননীভাবে ভক্তি শিখাইয়া ।
সভার পূরিলা † আশ স্তন পিয়াইয়া ॥
সপ্তদিন শ্রীআচার্য্যরত্নের মন্দিরে ।
পরম-অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে ‡ ॥
চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ—একত্র যেন জ্বলে ।
দেখয়ে সুকৃতি-সব মহাকুতূহলে ॥
যতেক আইসে লোক আচার্য্যমন্দিরে ।
চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহো নাহি ধরে ॥
লোকে বোলে "কি কারণে আচার্যের ঘরে ।
দুই চক্ষু মেলিতে—ফুটিয়া যেন পড়ে ?"

* 'যেরূপ গৌরচন্দ্র যে বিহারে' ।
† 'পূরাইলা' ।　　‡ 'বিশন্তরে' ।

শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মনেমনে হাসে'।' ।
কেহো আর কিছু নাহি করয়ে প্রকাশে ॥
হেন সে চৈতন্য-মায়া পরম-গহন।
তথাপিহ কেহো কিছু না বুঝে কারণ ॥
এমত অচিন্ত্য লীলা গৌরচন্দ্র করে।
নবদ্বীপে সর্ব্ব-শক্তি-সহিতে বিহরে ॥
শুনশুন আরে ভাই ! চৈতন্যের কথা।
মধ্যখণ্ডে যে যে কর্ম্ম কৈলা যথাযথা ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে গৌরাঙ্গস্য গোপিকানৃত্যবর্ণনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

—:*:—

জয় বিশ্বম্ভর সর্ব্ব-বৈষ্ণবের নাথ।
ভক্তি দিয়া জীব প্রভু ! কর' আত্মসাথ ॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর ॥
আপনে ভক্তের সব মন্দিরেমন্দিরে।
নিত্যানন্দ-গদাধর-সংহতি বিহরে ॥
প্রভুর আনন্দে পূর্ণ ভাগবতগণ।
কৃষ্ণ-পরিপূর্ণ দেখে সকল-ভুবন ॥
নিরবধি সভার আবেশে * নাহি বাহ্য।
সঙ্কীর্ত্তন বিনা আর নাহি কোন কার্য্য ॥
সভা' হৈতে মত্ত বড় আচার্য্যগোসাঞি।
অগাধ চরিত্র, বুঝে হেন কেহো নাঞি ॥
জানে জনকথোক † শ্রীচৈতন্যকৃপায়—।
"চৈতন্যের মহাভক্ত শান্তিপুররায় ॥"
বাহ্য হৈলে বিশ্বম্ভর সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে।
মহাভক্তি করেন, বিশেষ অদ্বৈতেরে ॥
ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুরনাথ।
মনেমনে গর্জ্জে * চিত্তে না পায় সোয়াথ ॥
"নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে।
প্রভুতা ছাড়িয়া মোর চরণেতে '।' ধরে ॥
বলে নাহি পারোঁ মুঞি, প্রভু ‡ মহাবলী।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলী ॥
ভক্তি-বল সবে মোর আছয়ে উপায়।
ভক্তি বিনা বিশ্বম্ভর জিনিল না যায় ॥
তবে সে 'অদ্বৈতসিংহ' নাম লোকে ঘোষে'।
চূর্ণ করোঁ মায়া যবে অশেষবিশেষে ॥
ভৃগুরে জিনিঞা আশ পাইয়াছে চোরা § !
ভৃগু-হেন শতশত শিষ্য আছোঁ মোরা ¶ ॥
হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে।
স্বহস্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে ॥
'ভক্তি' বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার।
'হেন ভক্তি না মানিমু' এই মন্ত্র সার ॥

---

* 'ভাবাবেশে কারো'।
† 'জানেন কথক কথো' বা 'জানিল কথোক জন'।
* 'চিত্তে'। † 'চরণে সে'। ‡ 'বলে'।
§ 'চোর'। ¶ 'আছে মোর'।

ভক্তি না মানিলে, ক্রোধে আপনা' পাসরি ।
প্রভু মোরে শাস্তি করিবেন চুলে ধরি ॥"
এই মন্ত্র * চিন্তিয়া অদ্বৈত মহারঙ্গে ।
বিদায় করিল প্রভু, হরিদাস সঙ্গে ॥
কোন কার্য্য লক্ষ্য করি গৃহেতে আইলা ।
আসিয়া মনের মন্ত্র করিতে † লাগিলা ॥
নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া ।
বাখানে বাশিষ্ঠ-শাস্ত্র 'জ্ঞান' প্রকাশিয়া ॥
"জ্ঞান বিনে কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি ।
অতএব ‡ সভার প্রাণ 'জ্ঞান' সর্ব্বশক্তি ॥
হেন 'জ্ঞান' না বুঝিয়া কোনকোন জন ।
ঘরে ধন হারাইয়া, চাহে গিয়া বন ॥
'বিষ্ণুভক্তি' দর্পণ, লোচন হয় 'জ্ঞান' ।
চক্ষুহীন-জনের দর্পণে কোন্ কাম ?
আদি বৃদ্ধ § আমি পঢ়িলাও সর্ব্বশাস্ত্র ।
বুঝিলাম সর্ব্ব-অভিপ্রায় 'জ্ঞান' মাত্র ॥"
অদ্বৈত-চরিত্র ভাল বুঝে হরিদাস ।
ব্যাখ্যান শুনিঞা মহা-অট্টঅট্ট হাস ॥
এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য্যবাধ ॥
সর্ব্ববাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু বিশ্বম্ভর ।
অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর ॥
একদিন নগর ভ্রময়ে প্রভু রঙ্গে ।
দেখয়ে আপন সৃষ্টি নিত্যানন্দ-সঙ্গে ॥
আপনারে 'সুকৃতি' করিয়া বিধি মানে' ।
'মোর শিল্প চা'হে প্রভু সদয়-নয়নে ॥'

দুই চন্দ্র যেন দুই চলিয়া সে যায় ।
মতি-অনুরূপ সভে দরশন পায় ॥
অন্তরীক্ষে থাকি সব দেখে দেবগণ ।
দুই চন্দ্র দেখি—সভে গণে' মনেমন ॥
আপন-লোকেরে হৈল বসুমতী-জ্ঞান ।
চান্দ দেখি পৃথিবীরে হৈল স্বর্গ-ভাণ ॥
নর-জ্ঞান আপনারে সভার জন্মিল ।
চন্দ্রের প্রভাবে নরে দেব-বুদ্ধি হৈল ॥
দুই চন্দ্র দেখি সভে করেন বিচার ।
'কভু স্বর্গে নাহি দুই চন্দ্রের অধিকার ॥'
কোন দেব বোলে "শুন বচন আমার ।
মূল চন্দ্র এক, এক প্রতিবিম্ব তার * ॥"
কোন দেব বোলে "হেন বুঝিয়ে কারণ † ।
ভাগ চন্দ্র বিধি কিবা করিল যোজন ॥ ‡"
কেহো বোলে "পিতা-পুত্র একরূপ হয় ।
এক বিধু বুঝি, এক § চন্দ্রের তনয় ॥"
বেদে নারে নিশ্চয়িতে যে প্রভুর রূপ ।
তাহাতে যে দেব মোহে', এ নহে ¶ কৌতুক ॥
হেনমতে নগর ভ্রময়ে দুইজন ।
নিত্যানন্দ, জগন্নাথমিশ্রের নন্দন ॥
নিত্যানন্দ সম্বোধিয়া বোলে বিশ্বম্ভর ।
"চল যাই শান্তিপুর—আচার্য্যের ঘর ॥"
মহারঙ্গী দুই প্রভু—পরম-চঞ্চল ।
সে-ই পথে চলিলেন আচার্য্যের ঘর ॥

---

* 'মত' ।
† 'মন্ত্রণা মনে (মনের কার্য্য) করিতে' বা 'মানস-মন্ত্র পঢ়িতে' । ‡ 'স্বতন্ত্র' । § 'বৃদ্ধি' বা 'অন্ত' ।

* 'আর' । † 'বুঝি নারায়ণ' ।
‡ 'ভাগ্যে বা চন্দ্রের বিধি করিল জনম' বা 'ভাগে বা চান্দের বিধি করিল যোজন' ।
§ 'হেন বুঝি এক বুধ (বিধু)' । ¶ 'কোন্' ।

মধ্য-পথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম।
মুলুকের * কাছে সে 'ললিতপুর' নাম ॥
সেই গ্রামে গৃহস্থ-সন্ন্যাসী এক আছে।
পথের সমীপে ঘর—জাহ্নবীর কাছে ॥
নিত্যানন্দ-স্থানে প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা।
"কাহার্ মণ্ডপ জান', কহ কার্ বাসা ?"
নিত্যানন্দ বোলে "প্রভু! সন্ন্যাসি-আলয়।"
প্রভু বোলে "তারে দেখি, যদি ভাগ্য হয় ॥"
হাসি গেলা দুই প্রভু সন্ন্যাসীর স্থানে।
বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসীরে করিলা প্রণামে ॥
দেখিয়া মোহন মূর্ত্তি দ্বিজের নন্দন।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর রূপ, প্রফুল্ল বদন ॥
সন্তোষে সন্ন্যাসী করে বহু আশীর্ব্বাদ।
"ধন বংশ সুবিবাহ হউ বিদ্যালাভ ॥"
প্রভু বোলে "গোসাঞি! এ নহে আশীর্ব্বাদ।
হেন বোল 'তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ' ॥
বিষ্ণুভক্তি-আশীর্ব্বাদ—অক্ষয় অব্যয়।
যে বলিলা গোসাঞি! তোমার যোগ্য নয় ॥"
হাসিয়া সন্ন্যাসী বোলে "পূর্ব্বে যে শুনিল।
সাক্ষাত তাহার আজি নিদান † পাইল ॥
ভাল রে ‡ বলিতে লোক ঠেঙ্গা লৈয়া ধায়।
এ বিপ্রপুত্রের সেইমত ব্যবসায় ॥
'ধন-বর' দিল আমি পরম-সন্তোষে।
কোথা গেল উপকার, আরো আমা' দোষে' ॥"
সন্ন্যাসী বোলয়ে "শুন ব্রাহ্মণকুমার!
কেনে তুমি আশীর্ব্বাদ নিন্দিলে আমার ॥
পৃথিবীতে জন্মিয়া যে না কৈল বিলাস।
উত্তম কামিনী যার না হইল * পাশ ॥
যার ধন নাহি, তার জীবনে কি কাজ।
হেন 'ধন-বর' দিতে পাও তুমি লাজ ॥
হইল বা বিষ্ণুভক্তি তোমার শরীরে।
ধন বিনা কি খাইবা ? বোল ত আমারে ॥"
হাসে' প্রভু সন্ন্যাসীর বচন শুনিয়া।
শ্রীহস্ত দিলেন নিজকপালে তুলিয়া ॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু সভার শিখায়।
'ভক্তি বিনে † কেহো যেন কিছুই না চায় ॥
"শুনশুন গোসাঞি সন্ন্যাসি! যে খাইব।
নিজকর্ম্মে যে আছে, সে আপনে মিলিব ॥
ধন-বংশ-নিমিত্ত সংসারে কাম্য করে।
বোল তার ধন-বংশ তবে কেন মরে ॥ ‡
জ্বরের লাগিয়া কেহো কামনা না করে।
তবে কেনে জ্বর আসি পীড়য়ে § শরীরে ॥
শুন শুন গোসাঞি! ইহার হেতু—'কর্ম্ম'।
কোন মহাজনে সে ইহার জানে মর্ম্ম ॥
বেদেও বুঝায় স্বর্গ, বোলে জনাজনা।
মূর্খ-প্রতি কেবল বেদের করুণা ॥
বিষয়সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ।
চিত্ত বুঝি কহে বেদ; বেদের কি দোষ ॥
'ধন পুত্র পাই গঙ্গাস্নান হরিনামে।'
শুনিঞা চলয়ে সব ¶ বেদের কারণে ॥
যে-তে-মতে ‖ গঙ্গাস্নান হরিনাম লৈলে $।
দ্রব্যের প্রভাবে 'ভক্তি' হইবেক হেলে ॥

* 'মলুকের', 'মুলুকের' বা 'মলুকের'।
† 'সাক্ষাতেই তাহা আজি নিতান্ত'। ‡ 'সে'।

* 'রহিল'। † 'দিলে'।
‡ 'বোল দেখি ধন বংশ কেনে এড়ি মরে'।
§ 'পিষয়ে'। ¶ 'লোক'।
‖ 'যেন মতে' বা 'যে যেমতে'। $ 'কৈলে'।

এই বেদ-অভিপ্রায় মুর্খ নাহি বুঝে।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া, বিষয়সুখে মজে॥
ভাল মন্দ বিচারিয়া বুঝহ গোসাঞি!
কৃষ্ণভক্তি-ব্যতিরিক্ত আর বর নাঞি॥"
সন্ন্যাসীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
'ভক্তিযোগ' কহে বেদ করিয়া প্রমাণ॥
যে কহে চৈতন্যচান্দ সে-ই সত্য হয়।
পরনিন্দা-পাপে জীব তাহা নাহি লয়॥
হাসয়ে সন্ন্যাসী শুনি প্রভুর বচন।
"এ বুঝি পাগল বিপ্র—মন্ত্রের কারণ॥
হেন বুঝি এই সে * সন্ন্যাসী বুদ্ধি দিয়া।
লই যায় ব্রাহ্মণকুমার ভাঙ্গাইয়া †॥"
সন্ন্যাসী বোলয়ে "হেন কাল সে হইল।
শিশুর অগ্রেতে আমি কিছু না জানিল॥
আমি করিলাঙ যে পৃথিবী ‡ পর্যটন।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, বদরিকাশ্রম॥
গুজ্জরাট, কাশী, গয়া, বিজয়ানগরী।
সিংহল গেলাঙ আমি, যত আছে পুরী॥
আমি না জানিল ভাল মন্দ হয় কা'য়।
দুধের ছাওয়াল আজি আমারে শিখায়॥"
হাসি বোলে নিত্যানন্দ "শুনহ গোসাঞি!
শিশু-সঙ্গে তোমার বিচারে কার্য্য নাঞি॥
আমি সে জানিয়ে ভাল তোমার মহিমা।
আমারে দেখিয়া তুমি সব কর' ক্ষমা॥"
আপনার শ্লাঘা শুনি সন্ন্যাসী সন্তোষে'।
ভিক্ষা করিবারে ঝাট বোলয়ে হরিষে॥
নিত্যানন্দ বোলে "কার্য্যগৌরবে চলিব।
কিছু দেহ স্নান করি পথেতে খাইব॥"

* 'বা'। † 'ভুলাইয়া'। ‡ 'সব তীর্থ'।

সন্ন্যাসী বোলয়ে "স্নান কর' এইখানে।
কিছু খাই স্নিগ্ধ হই করহ গমনে॥"
পাতকী তারিতে দুই-প্রভু-অবতারে।
রহিলেন দুই প্রভু সন্ন্যাসীর ঘরে॥
জাহ্নবীর মজ্জনে ঘুচিল পথশ্রম।
ফলাহার করিতে বসিলা * দুইজন॥
দুগ্ধ-আম্র-পনসাদি করি কৃষ্ণসাথ।
শেষ † খায়ে দুই প্রভু সন্ন্যাসি-সাক্ষাত॥
বামপথি-সন্ন্যাসী—মদিরা পান করে।
নিত্যানন্দ প্রতি তাহা কহে ঠারেঠোরে।
"শুনহ শ্রীপাদ! কিছু 'আনন্দ' আনিব?
তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব‡॥"
দেশান্তর করি নিত্যানন্দ সব জানে।
'মদ্যপ সন্ন্যাসী' হেন জানিলেন মনে॥
"আনন্দ আনিব" ন্যাসী বোলে বারবার।
নিত্যানন্দ বোলে "তবে লড় সে আমার॥"
দেখিয়া দোহার রূপ মদন-সমান।
সন্ন্যাসীর পত্নী চা'হে জুড়িয়া ধেয়ান॥
সন্ন্যাসীরে নিরোধ § করয়ে তার নারী।
"ভোজনেতে কেনে তুমি বিরোধ আচরি॥"
প্রভু বোলে "কি আনন্দ বোলয়ে সন্ন্যাসী?"
নিত্যানন্দ বোলয়ে "মদিরা হেন বাসি॥"
'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণ করয়ে বিশ্বম্ভর।
আচমন করি প্রভু চলিলা সত্বর॥
দুই প্রভু ¶ চঞ্চল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া।
চলিলা আচার্য্যগৃহে গঙ্গায় ভাসিয়া॥

* 'রহিলা'। † 'শেষে'।
‡ 'কোথা গেলে পাব'। § 'প্রবোধ' বা 'নিষেধ'।
¶ 'তবে দুই'।

স্ত্রৈণ মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি*—তথাপি সংহরে॥
ন্যাসী হৈয়া মদ্য পিয়ে, স্ত্রীসঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥
বাকোবাক্য কৈলা প্রভু শিখাইলা ধর্ম্ম।
বিশ্রাম করিয়া কৈলা ভোজনের কর্ম্ম॥
না হয়ে এ-জন্মে ভাল, হৈব আর-জন্মে।
সবে নিন্দকেরে † নাহি বাসে' ভাল মর্ম্মে॥
দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী॥
শেষখণ্ডে যখনে চলিলা প্রভু কাশী।
শুনিলেক যত কাশীনিবাসী সন্ন্যাসী॥
শুনিঞা আনন্দ বড় হৈলা ন্যাসি-‡গণ।
দেখিব চৈতন্য, বড় শুনি § মহাজন॥
সভেই বেদান্তী জ্ঞানী, সভেই তপস্বী।
আজন্ম কাশীতে বাস, সভেই যশস্বী॥
এক দোষে সকল গুণের গেল শক্তি।
পঢ়ায়ে বেদান্ত, না বাখানে বিষ্ণুভক্তি॥
অন্তর্যামী গৌরসিংহ ইহা সব জানে।
গিয়াও কাশীতে নাহি দিলা দরশনে॥
রামচন্দ্রপুরীর মঠেতে লুকাইয়া।
রহিলেন দুই-মাস বারাণসী গিয়া॥
বিশ্বরূপক্ষৌরের দিবস-দুই আছে।
লুকাইয়া চলিলা, দেখয়ে কেহো পাছে॥
পাছে শুনিলেন সব সন্ন্যাসীর গণ।
চলিলেন চৈতন্য, নহিল দরশন॥

সর্ব্ব-বুদ্ধি হরিলেক এক নিন্দা-পাপ।
পাছেও কাহারো চিত্তে না জন্মিল তাপ॥
আরো বোলে "আমরা সকল পূর্ব্বাশ্রমী।
আমা'সভা' সম্ভাষিয়া বিনা গেলা কেনী॥
দুইদিন লাগি কেনে স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া।
কেনে গেলা 'বিশ্বরূপক্ষৌর' (সে) লঙ্ঘিয়া॥"
ভক্তিহীন হৈলে এইমত বুদ্ধি হয়।
নিন্দকের পূজা শিব কভু নাহি লয়॥
কাশীতে যে পর নিন্দে', সে শিবের দণ্ড্য।
শিব-অপরাধে বিষ্ণু নহে তার বন্দ্য॥
সভার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার॥
মদ্যপের ঘরে কৈলা স্নান (সে) ভোজন।
নিন্দা করে বেদান্তী না পাইল দরশন॥
চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্তে নাহি ভয়।
জন্মেজন্মে সেই জীব যমদণ্ড্য * হয়॥
অজ, ভব, অনন্ত, কমলা সর্ব্বমাতা।
সভার শ্রীমুখে নিরবধি যাঁর কথা॥
হেন গৌরচন্দ্র-যশে যার নহে † মতি।
ব্যর্থ তার সন্ন্যাস, বেদান্তপাঠে রতি॥
হেনমতে দুই প্রভু আপন-আনন্দে।
সুখে দুই চলিলেন জাহ্নবীতরঙ্গে॥
মহাপ্রভু নিরবধি ‡ করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই মুঞি সেই" বোলে বারেবার॥
"মোহোরে আনিল নাঢ়া শয়ন ভাঙ্গিয়া।
এখনে বাখানে' 'জ্ঞান ভক্তি' লুকাইয়া॥

* 'নিন্দক সন্ন্যাসী যদি' বা' নিন্দা করে বেদান্তী যে'।
† 'নিন্দা করে'। ‡ 'হৈলা সন্ন্যাসীর'।
§ 'সেই বড়'।

* 'দণ্ডি বা দণ্ডী'। † 'রসে যার নাহি'।
‡ 'গৌরচন্দ্র' বা 'বিশ্বম্ভর'।

তার শাস্তি করোঁ আজি দেখ পরতেখে।
কেমনে দেখিব* আজি জ্ঞানযোগ রাখে॥"
তর্জ্জিগর্জ্জি মহাপ্রভু গঙ্গাস্রোতে ভাসে।
মৌন হই নিত্যানন্দ মনেমনে হাসে'॥
দুই প্রভু ভাসি যায় গঙ্গার উপরে।
অনন্ত মুকুন্দ যেন ক্ষীরোদসাগরে॥
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
বুঝিলেন চিত্তে "মোর হইবেক ফল॥"
'আইসে ঠাকুর ক্রোধে' অদ্বৈত জানিয়া।
জ্ঞানযোগ বাখানে' অধিক মত্ত হৈয়া॥
চৈতন্যভক্তের কে বুঝিতে পারে লীলা।
গঙ্গাপথে দুই প্রভু আসিয়া † মিলিলা॥
ক্রোধমুখ বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে ‡।
দেখয়ে—অদ্বৈত দোলে জ্ঞানানন্দ-রঙ্গে §॥
প্রভু দেখি হরিদাস দণ্ডবত হয়।
অচ্যুত প্রণাম করে—অদ্বৈততনয়॥
অদ্বৈতগৃহিণী মনেমনে নমস্করে।
দেখিয়া প্রভুর মূর্ত্তি চিন্তিত-অন্তরে॥
বিশ্বম্ভর-তেজ যেন কোটি-সূর্য্যময়।
দেখিয়া সভার চিত্তে উপজিল ভয়॥
ক্রোধমুখে বোলে প্রভু "আরে আরে নাঢ়া!
বোল দেখি 'জ্ঞান' 'ভক্তি' দুইতে কে বাঢ়া?"
অদ্বৈত বোলয়ে "সর্ব্ব-কাল বড় 'জ্ঞান'।
যার 'জ্ঞান' নাহি তার ভক্তিতে কি কাম॥"
"জ্ঞান বড়" অদ্বৈতের শুনিঞা বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাসরিলা শ্রীশচীনন্দন॥

পিঁড়া হৈতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥
অদ্বৈতগৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
সর্ব্ব-তত্ত্ব জানিঞাও করয়ে ব্যগ্রতা॥
"বুঢ়া বিপ্র, বুঢ়া বিপ্র, রাখরাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় এত কর' অপমান॥
এড় বুঢ়া-বামনেরে, আর কি করিবা।
কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা॥"
পতিব্রতা-বাক্য শুনি নিত্যানন্দ হাসে'।
ভয়ে কৃষ্ণ স্মঙরয়ে প্রভু হরিদাসে॥
ক্রোধে প্রভু পতিব্রতা-বাক্য নাহি শুনে।
তর্জ্জিগর্জ্জি অদ্বৈতেরে সদম্ভ-বচনে॥
"শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগরের মাঝে।
আরে নাঢ়া! নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর কাজে॥
ভক্তি প্রকাশিবি তুই আমারে আনিয়া।
এবে বাখানিস্ জ্ঞান, ভক্তি লুকাইয়া॥
যদি লুকাইবি ভক্তি তোর চিত্তে আছে।
তবে মোরে প্রকাশ করিলি কোন্ কাজে॥
তোহোর সঙ্কল্প মুঞি না করোঁ অন্যথা।
তুঞি মোরে বিড়ম্বনা করিস্ সর্ব্বথা॥"
অদ্বৈত এড়িয়া প্রভু বসিলা দুয়ারে।
প্রকাশে' আপন-তত্ত্ব করি হুহুঙ্কারে॥
"আরে আরে কংস যে মারিল, সেই মুঞি।
আরে নাঢ়া! সকল জানিস্ দেখ* তুঞি॥
অজ ভব শেষ রমা মোর করে সেবা।
মোর চক্রে মারিল শৃগাল-বাসুদেবা॥
মোর চক্রে বারাণসী দহিল সকল।
মোর বাণে মারিল রাবণ মহাবল॥

* 'দেখুক কেমতে'। † 'ভাসিয়া'।
‡ 'সঙ্গী'। § 'রঙ্গী'।

* 'সব' বা মোর'।

মোর চক্রে কাটিল বাণের বাহুগণ।
মোর চক্রে নরকের লইল জীবন *॥
মুঞি সে ধরিলুঁ গিরি দিয়া বামহাথ।
মুঞি সে আনিলুঁ স্বর্গ হৈতে পারিজাত॥
মুঞি সে ছলিলুঁ বলি করিলুঁ প্রসাদ।
মুঞি সে হিরণ্য মারি রাখিলুঁ প্রহ্লাদ॥"
এইমত প্রভু নিজ-ঐশ্বর্য্য প্রকাশে'।
শুনিঞা অদ্বৈত প্রেমসিন্ধুমাঝে ভাসে॥
শাস্তি পাই অদ্বৈত পরমানন্দময়।
হাথে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয়॥
"যেন অপরাধ কৈলুঁ তেন শাস্তি পাইলুঁ।
ভালই করিলা প্রভু! অল্পে এড়াইলুঁ॥
এখনে সে ঠাকুরালি বলিয়ে তোমার।
দোষ-অনুরূপ শাস্তি করিলা আমার॥
ইহাতে সে প্রভু! ভৃত্যে চিত্তে বল পায়।'
বলিয়া আনন্দে নাচে শান্তিপুররায়॥
আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল-অঙ্গনে।
ভ্রূকুটী করিয়া বোলে প্রভুর চরণে॥
"কোথা গেল এবে মোরে তোমার সে স্তুতি।
কোথা গেল এবে তোর সে সব ঢাঙ্গাতি॥
দুর্ব্বাসা না হঙ মুঞি যারে কদর্থিবা।
যার অবশেষ-অন্ন সর্ব্বাঙ্গে লেপিবা॥
ভৃগু-মুনি নহোঁ মুঞি যার পদধূলী।
বক্ষে দিয়া হইবা শ্রীবৎস-কুতূহলী॥
মোর নাম 'অদ্বৈত'—তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মেজন্মে তোমার উচ্ছিষ্ট মোর গ্রাস॥
উচ্ছিষ্ট-প্রভাবে নাহি গণোঁ তোর মায়া।
করিলা ত শাস্তি, এবে দেহ' পদ-ছায়া॥"

এত বলি ভক্তি করে শান্তিপুরনাথ।
পড়িলা প্রভুর পদ লইয়া মাথাত॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে কোলে করি কান্দয়ে নির্ভর॥
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি নিত্যানন্দরায়।
ক্রন্দন করয়ে যেন নদী বহি' যায়॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে প্রভু হরিদাস।
অদ্বৈতগৃহিণী কান্দে, কান্দে যত দাস॥
কান্দয়ে অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈততনয়।
অদ্বৈতভবন হৈল কৃষ্ণপ্রেমময়॥
অদ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বম্ভর।
সন্তোষে আপনে দেন অদ্বৈতেরে বর॥
"তিলার্দ্ধেকো যে তোমার করিবে আশ্রয়।
সে কেনে পতঙ্গ কীট পশু পক্ষ নয়॥
যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ।
তথাপি তাহারে মুঞি করিমু প্রসাদ॥"
বর শুনি কান্দয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
চরণে ধরিয়া কহে করিয়া বিনয়॥
"যে তুমি বলিলা প্রভু! কভু মিথ্যা নয়।
মোর এক প্রতিজ্ঞা শুনহ মহাশয়!
যদি তোরে না মানিঞা মোরে ভক্তি করে।
সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহরে॥
তোর পাদপদ্মে যার না পশিবে মন।*
তোরে † না মানিলে কভু নহে মোর জন॥
যে তোমারে সেবে প্রভু! সে মোর জীবন।
না পারোঁ সহিতে মুঞি তোমার লঙ্ঘন॥
যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
বৈষ্ণবাপরাধী, মুঞি না দেখোঁ গোচর॥

* 'হরিল জীবন' বা 'হইল মরণ'।

* 'যে তোমার পাদপদ্মে পশিব শরণ'। † 'তারে'।

তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটি দেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহরে কোন * ব্যাজে ॥
মুঞি নাহি বোলোঁ, এই বেদের বাখান।
সুদক্ষিণ-মরণ তাহার তাহার পরমাণ ॥
সুদক্ষিণ-নাম—কাশীরাজের নন্দন।
মহাসমাধিয়ে † শিব কৈল আরাধন ॥
পরম-সন্তোষে শিব বোলে মাগ' বর।
পাইবে অভীষ্ট, অভিচারযজ্ঞ কর' ॥
বিষ্ণু‡ভক্ত-প্রতি যদি কর' অপমান।
তবে সেই যজ্ঞে তোর লইব পরাণ ॥
শিব কহিলেন ব্যাজে, সে ইহা না বুঝে।
শিবাজ্ঞায় অভিচারযজ্ঞ গিয়া ভজে ॥
যজ্ঞ হৈতে উঠে এক মহাভয়ঙ্কর।
তিন কর চরণ—ত্রিশির-রূপধর ॥
তালজঙ্ঘ-পরমাণ—বোলে বর মাগ'।
রাজা বোলে দ্বারকা পোড়াহ মহাভাগ!
শুনিঞা দুঃখিত হৈলা মহাশৈবমূর্ত্তি।
বুঝিলেন ইহার ইচ্ছার নাহি পূর্ত্তি ॥
অনুরোধে গেলা মাত্র দ্বারকার পাশে।
দ্বারকারক্ষক চক্র খেদাড়িয়া আইসে ॥
পলাইলে না এড়াই সুদর্শনস্থানে।
মহাশৈব পড়ি বোলে চক্রের চরণে ॥
যারে পলাইতে নাহি পারিল দুর্ব্বাসা।
নারিল রাখিতে অজ ভব § দিগবাসা ॥
হেন মহাবৈষ্ণবতেজের স্থানে মুঞি।
কোথা পলাইব প্রভু!—যে করিস্ তুঞি ॥
জয়জয় প্রভু মোর সুদর্শন-নাম।
দ্বিতীয়-শঙ্কর-তেজ জয় কৃষ্ণধাম ॥

* 'কাল'। † 'সমাধিয়া'। ‡ 'বিপ্র-'। § 'বিষ্ণু'।

জয় মহাচক্র জয় বৈষ্ণবপ্রধান।
জয় দুষ্টভয়ঙ্কর * জয় শিষ্টত্রাণ ॥
স্তুতি শুনি সন্তোষে বলিল সুদর্শন।
পোড় গিয়া যথা আছে রাজার নন্দন ॥
পুন সেই মহাভয়ঙ্কর বাহুড়িয়া।
চলিলা কাশীর † রাজপুত্র পোড়াইয়া ॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া প্রভু! ‡ শিবপূজা কৈল।
অতএব তার যজ্ঞে তাহারে মারিল ॥
তেঞি সে বলিলুঁ প্রভু! তোমারে§ লঙ্ঘিয়া।
মোর সেবা করে, তারে মারিমু পুড়িয়া ॥
তুমি মোর প্রাণ-নাথ, তুমি মোর ধন।
তুমি মোর পিতা মাতা, তুমি বন্ধু-জন ॥
যে তোমা' লঙ্ঘিয়া করে মোরে নমস্কার।
সে জন কাটিয়া শির করে ¶ প্রতিকার ॥
সূর্য্যেরে সাক্ষাত করি রাজা সত্রাজিত।
ভক্তিবশে সূর্য্য তার হইলেন মিত ॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞাভঙ্গ-দুঃখে।
দুই ভাই মারা যায়, সূর্য্য দেখে সুখে ॥
বলদেবশিষ্যত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন।
তোমারে লঙ্ঘিয়া পায় সবংশে মরণ ॥
হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার ॥
শিরচ্ছেদ শিব পূজিয়াও দশানন।
তোমা' লঙ্ঘি পাইলেক সবংশে মরণ ॥
সর্ব্ব-দেব-মূল ‖ তুমি, সভার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত—সব তোমার কিঙ্কর ॥

* 'ক্ষয়ঙ্কর'। † 'ঋত্বিক্' বা 'ধার্ম্মিক'।
‡ 'সেই'। § 'যে তোমা'।
¶ 'সে জনার কাটি শির করি'। ‖ 'ময়'।

প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই সেই দাস তাহারে সংহরে॥
তোমা' না মানিঞা* যে শিবাদি-দেব ভজে।
বৃক্ষ-মূল কাটি যেন পল্লবেরে পূজে॥
দেব, বিপ্র, যজ্ঞ, ধর্ম্ম—সর্ব্বমূল তুমি।
যে তোমা' না ভজে, তার পূজ্য নহি আমি॥'
মহাতত্ত্ব অদ্বৈতের শুনিঞা বচন।
হুঙ্কার করিয়া বোলে শ্রীশচীনন্দন॥
"মোর এই সত্য সভে শুন মন দিয়া।
যেই মোরে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥
সে অধম জনে মোরে খণ্ডখণ্ড করে।
তার পূজা মোর গা'য়ে অগ্নি হেন পড়ে †॥
যেই মোর দাসের সকৃত নিন্দা করে।
মোর নাম কল্পতরু তাহারে সংহরে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত—সব মোর ‡ দাস।
এতেকে যে পর হিংসে' সে-ই যায় নাশ॥
তুমি ত আমার নিজ দেহ § হৈতে বড়।
তোমারে লঙ্ঘিয়া দৈবে নাশ হয় দঢ়॥
সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক-নিন্দা করে।
অধঃপাতে যায়, সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তারে ¶॥"
বাহু তুলি জগতেরে বোলে গৌরধাম।
"অনিন্দক হই সভে বোল কৃষ্ণনাম॥
অনিন্দক হই যে সকৃত 'কৃষ্ণ' বোলে।
সত্যসত্য মুঞি তারে উদ্ধারিমু হেলে॥"
এই যদি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
'জয়জয় জয়' বোলে সর্ব্বভক্তগণ ||॥

অদ্বৈত কান্দয়ে দুই চরণে ধরিয়া।
প্রভু কান্দে অদ্বৈতেরে কোলেতে করিয়া॥
অদ্বৈতেরে প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী।
এইমত মহাচিন্ত্য অদ্বৈত-কাহিনী॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি যার।
জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি তার॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে যে গালাগালী বাজে।
সেই সে পরমানন্দ—যদি জনে * বুঝে॥
দুর্বিজ্ঞেয় বিষ্ণু বৈষ্ণবের বাক্য কর্ম্ম।
তান অনুগ্রহে সে বুঝয়ে তান মর্ম্ম †॥
এইমত যত আর হইল কথন।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-প্রভু আর যত গণ॥
ইহা কহিবার ‡ শক্তি প্রভু বলরাম।
সহস্রবদনে গায় এই গুণগ্রাম॥
ক্ষণেকেই বাহ্য§দৃষ্টি দিয়া বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া অদ্বৈত-প্রতি বোলয়ে উত্তর॥
"কিছু নি চাঞ্চল্য মুঞি করিয়াছোঁ শিশু?"
অদ্বৈত বোলয়ে "উপাধিক নহে কিছু॥"
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
রক্ষিবা ¶—চাঞ্চল্য যদি মোর কিছু হয়॥"
নিত্যানন্দ চৈতন্য অদ্বৈত হরিদাস।
পরস্পর সভে সভা' চা'হি মহাহাস॥
অদ্বৈতগৃহিণী মহাসতী পতিব্রতা।
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু যারে বোলে 'মাতা'॥
প্রভু বোলে "শীঘ্র গিয়া করহ রন্ধন।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর'—করিব ভোজন॥"

* 'জানিঞা'। † 'পোড়ে' বা 'জ্বলে'।
‡ 'মোর সেবকের'। § 'প্রাণ'।
¶ 'পরিহরে'। || 'সকল ভুবন'।

* 'মনে' বা 'জানে'। † 'বুঝিয়ে তার ধর্ম্ম'।
‡ 'বলিবার', 'করিবার' বা 'বুঝিবার'।
§ 'ক্ষণেকে বাহ্যেতে'। ¶ 'ক্ষমিবা'।

নিত্যানন্দ-হরিদাস-অদ্বৈতাদি-সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে বিশ্বম্ভর চলিলেন রঙ্গে॥
সে সব আনন্দ বেদে * বর্ণিব বিস্তর।
স্নান করি প্রভুসব আইলেন ঘর॥
চরণ পাখালি মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণেরে করয়ে দণ্ডপ্রণাম বিস্তর॥
অদ্বৈত পড়িলা বিশ্বম্ভর-পদতলে।
হরিদাস পড়িলা অদ্বৈত-পদমূলে॥
অপূর্ব্ব কৌতুক দেখি নিত্যানন্দ হাসে'।
ধর্ম্মসেতু হেন † তিন বিগ্রহ প্রকাশে'॥
উঠি দেখে ‡ ঠাকুর—অদ্বৈত পদতলে।
আথেব্যথে উঠি প্রভু 'বিষ্ণুবিষ্ণু' বোলে॥
অদ্বৈতের হাথে ধরি নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
চলিলা ভোজনগৃহে বিশ্বম্ভর রঙ্গে॥
ভোজনে বসিলা তিন প্রভু একঠাঞি।
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ আচার্য্যগোসাঞি॥
স্বভাবচঞ্চল তিন প্রভু নিজাবেশে §।
উপাধিক নিত্যানন্দ প্রভু বাল্যরসে ¶॥
দ্বারে ‖ বসি ভোজন করয়ে হরিদাস।
যার দেখিবার শক্তি—সকল প্রকাশ॥
অদ্বৈতগৃহিণী মহাসতী যোগেশ্বরী।
করে পরিবেষণ স্মঙরি 'হরিহরি'॥
ভোজন করেন তিন ঠাকুর চঞ্চল।
দিব্য অন্ন ঘৃত দুগ্ধ $ পায়স—সকল॥
অদ্বৈত দেখিয়া হাসে' নিত্যানন্দ-রায়।
এক বস্তু, দুই ভাগ,—কৃষ্ণের লীলায়॥

* 'কথা'। † 'যেন'। ‡ 'দেখি'। § 'নিজরসে'।
¶ 'বাল্যভাবাবেশে' বা 'অতি বাল্যাবেশে'।
‖ 'দূরে'। $ 'মুদ্গ' বা 'মুগী'।

ভোজন হইল পূর্ণ, কিছু মাত্র শেষ।
নিত্যানন্দ হইলা পরম-বাল্যাবেশ॥
সর্ব্ব-ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস।
প্রভু বোলে 'হায় হায়', হাসে' হরিদাস॥
দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কহে ক্রোধাবেশ-ছলে॥
"জাতিনাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ।
কোথা হৈতে আসি হৈল মত্তপের সঙ্গ॥
গুরু নাহি, বোলয় 'সন্ন্যাসী' করি নাম।
জন্ম বা না জানিয়ে নিশ্চয় কোন্ গ্রাম॥
কেহো ত না চিনে, নাহি জানি কোন্ জাতি।
ঢুলিয়াঢুলিয়া বুলে* যেন মাতা-হাথী॥
ঘরেঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত।
এখনে আসিয়া হৈল ব্রাহ্মণের সাথ॥
নিত্যানন্দ-মত্তপে করিব সর্ব্বনাশ।
সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস!"
ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইলা দিগবাস।
হাথে তালি দিয়া নাচে, অট্ট অট্ট হাস॥
অদ্বৈত-চরিত্র দেখি হাসে' গৌররায়।
হাসি নিত্যানন্দ দুই অঙ্গুলী দেখায়॥
শুদ্ধ-হাস্যময় অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে।
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু হাসয়ে বিশেষে॥
ক্ষণেকে হইল বাহ্য, কৈল আচমন।
পরস্পর সন্তোষে করিলা আলিঙ্গন॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকোলী।
প্রেমরসে দুই প্রভু মহাকুতূহলী॥

* 'বোলে'। † 'মহা'।

প্রভুবিগ্রহের দুই বাহু দুইজন।
প্রীত বই অপ্রীত নাহিক কোনক্ষণ ॥
তবে যে কলহ দেখ, সে কৃষ্ণের লীলা।
বালকের প্রায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের খেলা ॥
হেনমতে মহাপ্রভু অদ্বৈতমন্দিরে।
স্বানুভাবানন্দে হরিকীর্ত্তনে বিহরে ॥
ইহা বলিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
অন্য নাহি জানয়ে এ সব * গুণগ্রাম ॥
সরস্বতী জানে বলরামের কৃপায়।
সভার জিহ্বায় সেই ভগবতী † গায় ॥
এ সব কথার নাহি জানি অনুক্রম।
যে-তে-মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম ॥
চৈতন্যপ্রিয়ের পা'য় মোর নমস্কার।
ইহাতে যে অপরাধ — ক্ষমিহ আমার ॥
অদ্বৈতের গৃহে প্রভু বঞ্চি কথোদিন।
নবদ্বীপে আইলা—সংহতি করি তিন ॥
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, তৃতীয় হরিদাস।
এই তিন সঙ্গে প্রভু আইলা নিজ-বাস ॥
শুনিলা বৈষ্ণবসব "আইলা ঠাকুর।"
ধাইয়া আইলা সভে—আনন্দ-প্রচুর ॥
দেখি সর্ব্ব তাপ হরে' সে চন্দ্রবদন।
ধরিয়া চরণ সভে করেন ক্রন্দন ॥
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু—সভার জীবন।
সভারে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥
সভেই প্রভুর নিজ-বিগ্রহ-সমান।
সভেই উদার—ভাগবতের প্রধান ॥
সভেই করিলা অদ্বৈতেরে নমস্কার।
যার ভক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার ॥
আনন্দে হইলা মত্ত বৈষ্ণবসকল *।
সভে করে প্রভু-সঙ্গে কৃষ্ণকোলাহল ॥
পুত্র দেখি আই হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
বধূ-সঙ্গে গৃহে করে আনন্দ † মঙ্গল ॥
ইহা বলিবার ‡ শক্তি সহস্রবদন।
যে প্রভু আমার জন্মজন্মের § জীবন ॥
'দ্বিজ' 'বিপ্র' 'ব্রাহ্মণ' যেহেন ¶ নামভেদ।
এইমত প্রভু ‖ 'নিত্যানন্দ' 'বলদেব' ॥
অদ্বৈতগৃহেতে প্রভু যত কৈল কেলি।
ইহা যে শুনয়ে সেহো ꕤ পায় সেই × মেলি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে অদ্বৈত-গৃহ-বিলাসবর্ণনং নাম উনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

---

* 'প্রভুর'। † 'সরস্বতী'।

* 'মণ্ডল'। † 'গোবিন্দ-'। ‡ 'বুঝিবার'।
§ 'যেই প্রভু জন্মজন্ম আমার'।
¶ 'ব্রাহ্মণের যেন'। ‖ 'জান' বা 'ভেদ'।
ꕤ 'যেই শুনে সেই'। × 'প্রেম' বা 'এই'।

বিংশ অধ্যায়।

জয়জয় গৌরসিংহ শ্রীশচীকুমার।
জয় সর্ব্বতাপহর চরণ তোমার ॥
জয় গদাধর- প্রাণ-নাথ মহাশয়।
কৃপা কর' প্রভু! হেন তোহে মন রয় * ॥
হেনমতে ভক্তগোষ্ঠী ঠাকুর দেখিয়া।
নাচে গায়ে কান্দে হাসে' প্রেমপূর্ণ † হৈয়া ॥
এইমতে প্রতিদিন অশেষ কৌতুক।
ভক্ত-সঙ্গে বিশ্বম্ভর করে নানারূপ ॥
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
শ্রীনিবাসগৃহে বসি আছে নানা-রঙ্গে ॥ ‡
আইলা মুরারিগুপ্ত হেনই সময়।
প্রভুর চরণে দণ্ডপরণাম হয় ॥
শেষে নিত্যানন্দেরে করিয়া পরণাম।
সম্মুখে রহিলা গুপ্ত মহাজ্যোতির্ধাম ॥
মুরারিগুপ্তেরে প্রভু বড় সুখী মনে।
অকপটে মুরারিরে কহেন আপনে ॥
"যে করিলা মুরারি! না হয় ব্যবহার।
ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার ॥
কোথা তুমি শিখাইবা, যে না ইহা জানে § ?
ব্যবহারে হেন ধর্ম্ম তুমি লজ্ঘ' কেনে ¶ ?"

* 'তোতে মতি হয়'। † 'মত্ত'।
‡ 'শ্রীবাসগৃহেতে আসি বসি আছে (মহা) রঙ্গে'।
§ 'যেই নাহি জানি'। ¶ 'কেনি'।

মুরারি বোলয়ে "প্রভু! জানোঁ কেনমতে *।
চিত্ত তুমি লওয়াইয়া আছ † যেনমতে ॥"
প্রভু বোলে "ভালভাল আজি যাহ ঘরে।
সকল জানিবা কালি, বলিল তোমারে ॥"
সম্ভ্রমে চলিলা গুপ্ত সভয়-হরিষে।
শয়ন করিলা গিয়া আপনার বাসে ॥
স্বপ্নে দেখে—মহাভাগবতের প্রধান।
মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান ॥
নিত্যানন্দশিরে দেখে মহানাগফণা।
করে দেখে শ্রীহল মুষল তাল-বাণা ‡ ॥
নিত্যানন্দমূর্ত্তি দেখে যেন হলধর।
শিরে পাখা ধরি পাছে যায় § বিশ্বম্ভর ॥
স্বপ্নে প্রভু হাসি বোলে "জানিলা ¶ মুরারি।
আমি যে কনিষ্ঠ, মনে বুঝহ বিচারি ॥"
স্বপ্নে দুই প্রভু হাসে' মুরারি দেখিয়া।
দুই ভাই মুরারিরে গেলা শিখাইয়া ॥
চৈতন্য পাইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন।
'নিত্যানন্দ' বলি শ্বাস ছাড়ে ঘনেঘন ॥
মহাসতী মুরারিগুপ্তের পতিব্রতা।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে হই সচকিতা ॥
'বড় ভাই নিত্যানন্দ' মুরারি জানিয়া।
চলিলা প্রভুর স্থানে আনন্দিত হৈয়া ॥

* 'জানিব কেমতে'। † 'মোর চিত্ত তুমি লইয়াছ'।
‡ 'তাম বাণা'। § 'যায় প্রভু'। ¶ 'দেখিলা'।

বসি আছে মহাপ্রভু কমললোচন।
দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ প্রফুল্ল* বদন॥
আগে নিত্যানন্দের চরণে নমস্করি।
পাছে বন্দে বিশ্বম্ভর-চরণ মুরারি॥
হাসি বোলে বিশ্বম্ভর "মুরারি! এ † কেন ?"
মুরারি বোলয়ে "প্রভু! লওয়াইলে যেন॥
পবন-কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে।
জীবের সকল কর্ম্ম তোর শক্তিবলে॥"
প্রভু বোলে "মুরারি! আমার প্রিয় তুমি।
অতএব তোমারে ভাঙ্গিল ‡ মর্ম্ম আমি॥"
কহে প্রভু নিজ § তত্ত্ব মুরারির স্থানে।
যোগায় তাম্বূল প্রিয়-গদাধর-নামে ¶॥
প্রভু বোলে "দাস মোর মুরারি প্রধান।"
এত বলি চর্ব্বিত তাম্বূল কৈলা ‖ দান॥
সম্ভ্রমে মুরারি জোড়হস্ত করি লয়।
খাইয়া মুরারি মহানন্দে মত্ত হয়॥
প্রভু বোলে "মুরারি! সকালে ধোহ হাত।"
মুরারি তুলিয়া হস্ত দিলেক $ মাথাত॥
প্রভু বোলে "আরে বেটা! × জাতি গেল তোর।
তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর॥"
বলিতে প্রভুর হৈল ঈশ্বর-আবেশ।
দন্ত কড়মড়ি করি বোলয়ে বিশেষ॥
"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ডখণ্ড বেটা করে ভালমতে॥
পড়ায়ে বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে'।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তভু নাহি জানে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে॥
সত্য কহোঁ মুরারি! আমার তুমি দাস।
যে না মানে' মোর অঙ্গ, সে-ই যায় নাশ॥
অজ ভবানন্দ * মাঝে বিগ্রহ যে সেবে †।
যে বিগ্রহ প্রাণ করি পূজে সর্ব্ব-দেবে॥ ‡
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ-পরশে।
তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে॥
সত্যসত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুঞি, সত্য মোর দাস তার দাস॥
সত্য মোর লীলা কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বোলে মোরে করে খাণখাণ॥
যে-যশ-শ্রবণে আদি-অবিদ্যা-বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বোলে 'মিথ্যা সে বিলাস'॥
যে-যশ শ্রবণ-রসে শিব দিগম্বর।
যাহা গায় আপনে অনন্ত § মহীধর॥
যে-যশ-শ্রবণে শুক-নারদাদি মত্ত।
চারিবেদে বাখানে' যে যশের মহত্ত্ব॥
হেন পুণ্য-কীর্ত্তি-প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত! মোর অবতার॥"
গুপ্ত-লক্ষ্যে সভারে শিখায় ভগবান্।
'সত্য মোর বিগ্রহ, সেবক, লীলাস্থান॥'
আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে শিখায়।
ইহা যে না মানে', সে আপনে নাশ যায়॥

* 'প্রসন্ন'। † 'হেন'।
‡ 'অতেব তোমার স্থানে ভাঙ্গি'।
§ 'যত'। ¶ 'বামে'। ‖ 'দিল'।
$ 'পোছয়ে হাথ তুলিয়া'। × 'মুরারি! যে'।

* 'ভবানন্ত'। † 'ভজে'।
‡ 'বিগ্রহ প্রমাণ করি সর্ব্বদেবে পূজে'।
§ 'গাই অনন্ত হইলা'।

ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
পুন সে হইলা প্রভু অকিঞ্চনবর॥
'ভাই!' বলি মুরারিরে কৈলা আলিঙ্গন।
বড় স্নেহ করি বোলে সদয়-বচন॥
"সত্য তুমি মুরারি! আমার শুদ্ধ-দাস।
তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ।
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক* দ্বেষ রহে।
দাস হইলেও সেই মোর প্রিয় নহে॥
ঘরে যাহ গুপ্ত! তুমি আমারে কিনিলা।
নিত্যানন্দতত্ত্ব গুপ্ত! তুমি সে জানিলা॥"
হেনমতে মুরারি প্রভুর কৃপাপাত্র।
এ কৃপার পাত্র সবে হনূমান্ মাত্র॥
আনন্দে মুরারিগুপ্ত ঘরেরে চলিলা।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে প্রভু হৃদয়ে রহিলা॥
অন্তরে বিহ্বল গুপ্ত গেলা নিজবাসে।
এক বোলে আর করে†, খলখলী হাসে'॥
পরম-উল্লাসে বোলে "করিব ভোজন।"
পতিব্রতা অন্ন আনি কৈল নিবেদন ‡॥
বিহ্বল মুরারিগুপ্ত চৈতন্যের রসে।
"খাও খাও" বলি অন্ন ফেলে গ্রাসেগ্রাসে॥
ঘৃত মাখি অন্ন সব পৃথিবীতে ফেলে।
"খাও খাও খাও কৃষ্ণ!" এই বোল বোলে॥
হাসে' পতিব্রতা দেখি গুপ্তের ব্যভার।
পুনঃপুন অন্ন আনি দেই বারেবার॥
'মহাভাগবত গুপ্ত' পতিব্রতা জানে।
'কৃষ্ণ' বলি গুপ্তেরে করায় সাবধানে॥
মুরারি দিলে সে প্রভু করয়ে ভোজন।
কভু না লঙ্ঘয়ে প্রভু গুপ্তের বচন॥

* 'তিলার্দ্ধেক বার'। † 'বহে'। ‡ 'উপসন্ন'।

যত অন্ন দেই গুপ্ত, তাহা প্রভু খায়।
বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জানায়*॥
বসিয়া আছেন গুপ্ত কৃষ্ণপ্রেমানন্দে †।
হেনকালে প্রভু আইলা, দেখি গুপ্ত বন্দে॥
পরম-আনন্দে ‡ গুপ্ত দিলেন আসন।
বসিলেন জগন্নাথমিশ্রের নন্দন॥
গুপ্ত বোলে "প্রভু! কেনে বিজয়াগমন§?"
প্রভু বোলে "বিষ্টম্ভের চিকিৎসা-কারণ॥"
গুপ্ত বোলে "কহ দেখি অজীর্ণ-কারণ?
কোন্ কোন্ দ্রব্য কালি করিলা ভোজন?"
প্রভু বোলে "আরে বেটা! জানিবি কেমনে।
'খাও খাও' বলি অন্ন ফেলিলি যখনে॥
তুঞি পাসরিলি যবে তোরণা পত্নী জানে।
তুঞি দিলি, ‖ মুঞি বা না খাইমু কেমনে?
কি লাগি চিকিৎসা কর' অন্য বা পাচন।
বিষ্টম্ভ মোহোর তোর অন্নের কারণ॥
জলপানে অজীর্ণ করিতে নারে বল।
তোর অন্নে অজীর্ণ, ঔষধ তোর জল॥"
এত বলি ধরি মুরারির জলপাত্র।
জল পিয়ে প্রভু ভক্তিরসে পূর্ণ মাত্র॥
কৃপা দেখি মুরারি হইল অচেতন।
মহাপ্রেমে গুপ্তগোষ্ঠী $ করয়ে ক্রন্দন॥
হেন প্রভু, হেন ভক্তিযোগ, হেন দাস।
চৈতন্য প্রসাদে হৈল × ভক্তির প্রকাশ॥
মুরারিগুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
সেই নদীয়ায় ভট্টাচার্য্য না দেখিল॥

* 'জাগায়' বা 'দেখায়'। † 'নামানন্দে'।
‡ 'আদরে'। § 'বিজয়গমন'। ¶ 'তবে'।
‖ 'দিলে'। $ 'গোষ্ঠিসহ'। × 'হেন'।

বিদ্যা-ধন-প্রতিষ্ঠায় কিছু নাহি করে।
বৈষ্ণবের প্রসাদে সে ভক্তি-ফল ধরে॥
যে-সে-কেনে নহে বৈষ্ণবের দাসী দাস।
সর্ব্বোত্তম সে-ই,—এই বেদের প্রকাশ॥
এইমত মুরারিরে প্রতিদিনেদিনে।
কৃপা করে মহাপ্রভু আপনে* আপনে॥
শুনশুন মুরারির অদ্ভুত আখ্যান।
শুনিলে মুরারিকথা পাই ভক্তিদান॥
একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসমন্দিরে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু নিজ-মূর্ত্তি ধরে॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভে চারি কর।
'গরুড়! গরুড়!' বলি ডাকে বিশ্বম্ভর॥
হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হইয়া।
শ্রীবাস মন্দিরে আইলা হুঙ্কার করিয়া॥
গুপ্ত-দেহে হৈল মহা-বৈনতেয়-ভাব।
গুপ্ত বোলে "মুঞি সেই গরুড় মহাভাগ॥"
'গরুড়! গরুড়!' বলি ডাকে বিশ্বম্ভর।
গুপ্ত বোলে "মুঞি এই তোহোর কিঙ্কর॥
প্রভু বোলে "বেটা! তুঞি মোহোর বাহন।'
"হয় হয় হয়" গুপ্ত বোলয়ে বচন॥
গুপ্ত বোলে "পাসরিলা তোমারে লইয়া।
স্বর্গ হৈতে পারিজাত আনিলুঁ বহিয়া †॥
পাসরিলা তোমা' লৈয়া গেলুঁ বাণপুরে।
খণ্ডখণ্ড কৈলুঁ মুঞি স্কন্দের ময়ূরে॥
এই মোর স্কন্ধে প্রভু! আরোহণ কর'!
আজ্ঞা কর' নিব কোন্ ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর?"
গুপ্ত-স্কন্ধে চঢ়ে মিশ্রচন্দ্রের নন্দন।
জয়জয়ধ্বনি হৈল শ্রীবাসভবন॥
স্কন্ধে কমলার নাথ বৈদ্যের নন্দন।
রড় দিয়া পাক ফিরে সকল অঙ্গন॥
জয় হুলাহুলি দেই পতিব্রতাগণ।
মহাপ্রেমে ভক্তসব করয়ে ক্রন্দন॥
কেহো বোলে 'জয়জয়', কেহো বোলে 'হরি'।
কেহো বোলে "যেন এই রূপ না পাসরি॥"
কেহো মালসাট্ মারে পরম-উল্লাসে।
"ভাল রে ঠাকুর মোর" বলি কেহো হাসে'॥
"জয়জয় মুরারি-বাহন বিশ্বম্ভর।"
বাহু তুলি কেহো ডাকে করি উচ্চস্বর॥
মুরারির কান্ধে দোলে গৌরাঙ্গসুন্দর।
উল্লাসে ভ্রময়ে গুপ্ত বাড়ীর ভিতর॥
সেই নবদ্বীপে হয় এ সব প্রকাশ।
দুষ্কৃতি না দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস॥
ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞি॥
জন্মেজন্মে যে-সব করিল আরাধন।
সুখে দেখে এবে তার দাস-দাসীগণ॥
যে বা দেখিলেক, সে বা কৃপা করি কহে।
তথাপিহ দুষ্কৃতির চিত্তে নাহি লয়ে॥
মধ্যখণ্ডে গুপ্ত-কান্ধে প্রভুর উত্থান।
সর্ব্ব-অবতারে গুপ্ত সেবকপ্রধান॥
এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই বেদে কয়॥
বাহ্য পাই নাম্বিলা গৌরাঙ্গ মহাধীর*।
গুপ্তের গরুড়-ভাব হইল সুস্থির॥
এ বড় নিগূঢ় কথা কেহোকেহো † জানে।
গুপ্ত কান্ধে মহাপ্রভু কৈলা আরোহণে॥

* 'আপনা'। † 'হরিয়া'।

* 'মহাবীর'। † 'নাহি'।

মুরারিরে কৃপা দেখি বৈষ্ণবমণ্ডল।
'ধন্য ধন্য ধন্য' বলি প্রশংসে সকল॥
ধন্য ভক্ত * মুরারি, সকল বিষ্ণুভক্তি।
বিশ্বম্ভর লীলায় বহয়ে যার † শক্তি॥
এইমত মুরারিগুপ্তের পুণ্য কথা।
অনেকত আছয়ে যে ‡ কৈলা যথাযথা॥
একদিন মুরারি পরম-শুদ্ধ-মতি।
নিজ মনেমনে গণে' অবতারস্থিতি॥
"সাঙ্গোপাঙ্গে আছয়ে যাবত অবতার।
তাবত চিন্তিয়ে আমি নিজ প্রতিকার॥
না বুঝি§ কৃষ্ণের লীলা—কখন কি করে।
তখনে সৃজয়ে লীলা, তখনে সংহরে॥
যে সীতা লাগিয়া মারে ¶ সবংশে রাবণ।
আনিঞা ছাড়িলা সীতা কেমন কারণ॥
যে যাদবগণ নিজ-প্রাণের সমান।
সাক্ষাতে দেখয়ে—তারা হারায় পরাণ॥
অতএব যাবত আছয়ে অবতার।
তাবত আমার দেহত্যাগ প্রতিকার॥
দেহ এড়িবার মোর এই সে সময়।
পৃথিবীতে যাবত আছয়ে মহাশয়॥"
এতেক নির্ব্বেদ গুপ্ত চিন্তি মনে॥মনে।
খরসান কাতি এক আনিল যতনে॥
আনিঞা থুইল কাতি ঘরের ভিতরে।
"নিশায় এড়িব দেহ হরিষ-অন্তরে॥"
সর্ব্বভূত-হৃদয়—ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
মুরারির চিত্তবৃত্তি হইল গোচর॥

সত্বরে আইলা প্রভু মুরারিভবন।
সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণবন্দন *॥
আসনে বসিয়া প্রভু কৃষ্ণ কথা কহে।
মুরারিগুপ্তেরে হই বড়ই সদয়ে॥
প্রভু বোলে "গুপ্ত! বাক্য রাখিবা† আমার।"
গুপ্ত বোলে "প্রভু! ‡ মোর শরীর তোমার॥
প্রভু বোলে "এ-ত সত্য?" গুপ্ত বোলে "হয়।"
'কাতি-খানি দেহ' মোরে" প্রভু কাণে কয়॥
"যে কাতি থুইলা দেহ ছাড়িবার তরে।
তাহা আনি দেহ'—আছে ঘরের ভিতরে॥"
'হায় হায়' করি গুপ্ত মহাদুঃখ মানে' §।
"মিছা কথা কহিল তোমারে কোন্ জনে?"
প্রভু বোলে "মুরারি¶ বড় ত দেখি ভোল।
পরে কহিলে কি॥ আমি জানি হেন বোল॥
যে গড়িয়া দিল কাতি, তাহা জানি আমি।
তাহা জানি—যথা কাতি থুইয়াছ তুমি॥"
সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী—জানে সর্ব্ব-স্থান।
ঘরে গিয়া কাটারি আনিলা বিদ্যমান॥
প্রভু বোলে "গুপ্ত! এই॥ তোমার ব্যভার।
কোন্ দোষে আমা' ছাড়ি চাহ যাইবার॥
তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা।
হেন বুদ্ধি তুমি কার্ স্থানে বা শিখিলা?
এখনে মুরারি মোরে দেহ' এই ভিক্ষা।
আর কভু হেন বুদ্ধি না করিবা শিক্ষা॥

* 'ভৃত্য'। † 'কার'। ‡ 'আর কত আছে যত'। § 'জানি'। ¶ 'মরে'। ॥ 'চিন্তিলেন'।

* 'বন্দিলা গুপ্ত প্রভুর চরণ'। † 'করিহ'। ‡ 'এই'। § 'মনে'। ¶ 'সে'। ॥ 'এ কি'।

কোলে করি মুরারিরে প্রভু বিশ্বম্ভর।
হস্ত তুলি দিলা নিজ* শিরের উপর॥
"মোর মাথা খাও গুপ্ত! মোর মাথা খাও।
যদি আরবার দেহ ছাড়িবারে চাও॥"
আথেব্যথে মুরারি পড়িলা ভুমিতলে †।
পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেমজলে॥
সুকৃতি মুরারি কান্দে ধরিয়া চরণ।
গুপ্ত কোলে করি কান্দে শ্রীশচীনন্দন॥
যে প্রসাদ মুরারিগুপ্তেরে প্রভু করে।
তাহা বাঞ্ছে রমা-অজ-অনন্ত-শঙ্করে॥ ‡
এ সব দেবতা—চৈতন্যের ভিন্ন নহে।
ইহারা অভিন্ন-কৃষ্ণ—বেদে এই কহে॥
সেই গৌরচন্দ্র শেষ-রূপে মহী ধরে।
চতুর্ম্মুখ-রূপে সেই প্রভু সৃষ্টি করে॥
সংহারে' ও § গৌরচন্দ্র ত্রিলোচন-রূপে।
আপনারে স্তুতি করে আপনার মুখে॥
ভিন্ন নাহি ভেদ নাহি এ সকল দেবে।
যে সকল দেবে চৈতন্যের পদ সেবে॥
পক্ষি-মাত্র যদি বোলে চৈতন্যের নাম।
সেহো সত্য যাইবেক চৈতন্যের ¶ ধাম॥
সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে' গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে দুষ্টগণ জন্মজন্ম অন্ধ॥

যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার।
এইমত নিন্দক সন্ন্যাসী দুরাচার॥
নিন্দক-তপস্বী* বাটোয়ারে নাহি ভেদ।
দুইতে নিন্দক বড়—এই † কহে বেদ॥

তথাহি শ্রীমন্নারদীয়ে—

"প্রকটং পতিতঃ শ্রেয়ান্ ‡ য একো যাত্যধঃ স্বয়ম্।
বকবৃত্তিঃ § স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি॥ ১॥
হরন্তি দস্যবোঽকুট্যাং ¶ বিমোহ্যাস্ত্রৈর্নৃণাং ধনম্।
পাবিত্রৈ॥রতিতীক্ষ্ণাগ্রৈর্বাণৈরেবং $ বকব্রতাঃ॥"২॥

টীকা।

হরন্তীতি। অকুট্যাং—গৃহাদ্বহিঃ, বিজনদেশ ইত্যর্থঃ। পাবিত্রৈঃ—পবিত্রচরিত্রৈঃ, তৈরেব সুতীক্ষ্ণৈর্বাণৈঃ॥ ২॥

অনুবাদ।

যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে পতিত, সে ব্যক্তি ভাল,—কেন না, সে কেবল একাকী আপনিই অধোগামী হয়, কিন্তু যে মুর্ত্তিমান্ পাপ, বকের ন্যায় ভণ্ডবৃত্তির অনুগত, সে আবার আর আর সকলকেও পাতিত করিয়া থাকে॥ ১॥

দস্যুগণ, গৃহের বাহিরে—বিজন-প্রদেশে, বিবিধ অস্ত্রে বিমোহিত করিয়া লোকের ধন-সম্পত্তি অপহরণ করে; বকব্রতগণও সেইরূপ পবিত্র-চরিত্রের নানারূপ ভাণ করিয়া, সেই অতিতীক্ষ্ণাগ্র শর-নিকরে মোহ উৎপাদনপূর্ব্বক লোকের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া থাকে॥ ২॥

ভাল রে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে।
সাধুনিন্দা শুনি মরি যায় ভালমতে॥

---

* 'তায়'। † 'পদতলে'।

‡ ইহার পর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
'যদ্যাপিহ এসব প্রভুর গুপ্ত দাস।
তথাপি গুপ্তের ভাগ্যে সভাকার আশ॥
প্রভু হই চাহে যে দাসের উপভোগ।
তাহাতে নাহিক লাভ এই ভক্তিযোগ॥"

§ 'সংহরয়ে'। ¶ 'শ্রীবৈকুণ্ঠ'।

* 'সন্ন্যাসী'। † 'দ্রোহী'।
‡ 'কপটঃ পতিতঃ শ্রেষ্ঠো'। § 'বকাকৃতিঃ'।
¶ 'দস্যবঃ কুট্যাং'। ॥ 'চারিত্রৈ' বা 'পবিত্রৈ'।
$ 'র্বাণৈরেবং' বা 'র্গ্রামেষেবং'।

সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্মজন্ম অধঃপাত—চারিবেদে কয়॥
বাটোয়ারে সবে মাত্র একজন্মে মারে।
জন্মেজন্মে ক্ষণেক্ষণে নিন্দকে সংহরে'॥
অতএব নিন্দক-তপস্বী—বাটোয়ার।
বাটোয়ার হৈতেও অত্যন্ত * দুরাচার॥
আব্রহ্ম-স্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব।
'নিন্দা-মাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট' কহে শাস্ত্র † সব॥
অনিন্দক হই যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বোলে।
সত্যসত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥
চারি-বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্মেজন্মে কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে॥
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে হৈব সর্ব্বনাশ।
এই নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।
না মানে' নিন্দক-সব সে সত্য বিলাস ‡॥
চৈতন্যচরণে যার আছে রতিমতি।
জন্মজন্ম হয় যেন তাহার সংহতি॥
অষ্ট-সিদ্ধি-যুত—চৈতন্যেতে ভক্তিশূন্য।
কভু যেন না দেখোঁ সে পাপী হীনপুণ্য॥
মুরারিগুপ্তেরে প্রভু সান্ত্বনা করিয়া *।
চলিলা আপন-ঘরে হরষিত হৈয়া॥
হেনমত মুরারিগুপ্তের অনুভাব †।
আমি কি বলিব—ব্যক্ত তাঁহার প্রভাব॥
নিত্যানন্দপ্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
কিছুকিছু শুনিলাঙ সভার মহত্ত্ব॥
জন্মজন্ম নিত্যানন্দ হউ মোর পতি।
যাহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি॥
জয়জয় জগন্নাথমিশ্রের নন্দন।
তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণ ধন॥
মোর প্রাণনাথের জীবন ‡ বিশ্বম্ভর
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মুরারিগুপ্ত-প্রভাববর্ণনং নাম বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

একবিংশ অধ্যায়।

——:*:——

জয়জয় নিত্যানন্দপ্রাণ বিশ্বম্ভর।
জয় গদাধরপতি অদ্বৈত-ঈশ্বর॥
জয় শ্রীনিবাস-হরিদাস-প্রিয়ঙ্কর।
জয় গঙ্গাদাস-বাসুদেবের ঈশ্বর॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয়জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর॥

---

* 'হৈতে যে (এ) অনন্ত'। † 'বেদ' বা 'গ্রন্থ'।
‡ 'সে যাবেক নাশ'।

* 'শান্তি করাইয়া'। † 'আত্মভাব' বা 'আত্মভাব'।
‡ 'ঠাকুর'।

একদিন প্রভু করে নগরভ্রমণ।
চারিদিগে যত আপ্ত-ভাগবতগণ॥
সার্ব্বভৌমপিতা—বিশারদ মহেশ্বর।
তাঁহার জাঙ্গালে * গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেইখানে দেবানন্দপণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ-অভিলাষ॥
জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম-উদাসীন।
ভাগবত পঢ়ায়—তথাপি ভক্তিহীন॥
'ভাগবতে মহা-অধ্যাপক' লোকে ঘোষে'।
মর্ম্ম-অর্থ না জানেন ভক্তিহীনদোষে॥
জানিবার যোগ্যতা আছয়ে পুনি তান।
কোন্ অপরাধে নহে, কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥
দৈবে প্রভু ভক্তসঙ্গে সেইপথে যায়।
যেখানেতে তান ব্যাখ্যা শুনিবারে পায়॥
সর্ব্বভূতহৃদয়—জানয়ে সর্ব্ব তত্ত্ব।
না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তিযোগের মহত্ত্ব॥
কোপে বোলে প্রভু "বেটা কি অর্থ বাখানে'।
ভাগবত-অর্থ কোন-জন্মেও না জানে॥
এ-বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥
সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয় †।
'প্রেমরূপ ভাগবত, চারি-বেদে কয় ‡॥
চারিবেদ 'দধি',—ভাগবত 'নবনীত'।
মথিলেন শুকে—খাইলেন পরীক্ষিত॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥
মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥"

ভাগবত-তত্ত্ব প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
শুনিএগ বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে॥
"ভক্তি বিনে ভাগবতে যে আর বাখানে'।"
প্রভু বোলে "সে অধম কিছুই না জানে॥
নিরবধি ভক্তিহীন এ-বেটা বাখানে'।
আজি পুঁথি চিরোঁ এই দেখ বিদ্যমানে॥"
পুঁথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাবেশে যায়।
সকল বৈষ্ণবগণ * ধরিয়া রহায়॥
'মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্ররায় †।'
ইহা না বুঝিয়ে ‡ বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠায়॥
'ভাগবত বুঝি'হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥
সর্ব্বগুণে দেবানন্দপণ্ডিত-সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্॥
সে-সব লোকের যাতে § ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অন্যের গর্ব্ব, তার শাস্তা যম॥
ভাগবত পঢ়াইয়া ¶ কারো বুদ্ধিনাশ।
নিন্দে' অবধূতচান্দ জগতনিবাস ‖।

এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভ্রময়ে নগর সব সঙ্গে অনুচর॥
একদিন ঠাকুরপণ্ডিত সঙ্গে করি।
নগরভ্রমণ করে বিশ্বম্ভর হরি॥
নগরের অন্তে আছে মদ্যপের ঘর।
যাইতে পাইলা গন্ধ প্রভু বিশ্বম্ভর॥

* 'জাঙ্গালে'। † 'কহে'। ‡ 'বেদময়ে'।

* 'বেঢ়ি'। † 'সর্ব্বশাস্ত্রে গায়'।
‡ 'বুঝয়ে'। § যথা। ¶ 'পঢ়িয়াও'।
‖ 'সেই যায় নাশ', 'ত্রিজগতবাস' বা 'জগতবিলাস'।

মদ্যগন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ।
বলরাম-ভাব হৈলা শচীর নন্দন ॥
বাহ্য পাসরিয়া প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
"উঠোঁ গিয়া" শ্রীবাসেরে* বোলে বারবার ॥
প্রভু বোলে "শ্রীনিবাস! এই উঠোঁ গিয়া।"
মানা করে শ্রীনিবাস চরণে ধরিয়া ॥
প্রভু বোলে "মোরেও কি বিধি প্রতিষেধ?"
তথাপিহ শ্রীনিবাস করয়ে † নিষেধ ॥
শ্রীনিবাস বোলে "তুমি জগতের পিতা।
তুমি ক্ষয় করিতে বা কে আর ‡ রক্ষিতা ॥
না বুঝি তোমার লীলা নিন্দিব যে জন।
জন্মেজন্মে দুঃখে তার হইব মরণ ॥
নিত্য ধর্ম্মময় তুমি প্রভু সনাতন।
এ লীলা তোমার বুঝিবেক কোন্ জন ॥
যদি তুমি উঠ প্রভু! মদ্যপের ঘরে।
প্রবিষ্ট হইমু মুঞি গঙ্গার ভিতরে ॥"
ভক্তের সঙ্কল্প প্রভু না করে লঙ্ঘন।
হাসে' প্রভু শ্রীবাসের শুনিঞা বচন ॥
প্রভু বোলে "তোমার নাহিক যাতে § ইচ্ছা।
না উঠিব, তোর বাক্য না করিব মিছা ॥"
শ্রীবাসবচনে সম্বরিয়া রাম-ভাব।
ধীরেধীরে রাজপথে চলে মহাভাগ ॥
মদ্যপানে-মত্ত-সব ঠাকুরে দেখিয়া।
'হরিহরি' বোলে সব ডাকিয়া ডাকিয়া ॥
কেহো বোলে "ভালভাল নিমাঞিপণ্ডিত!
ভাল ভাব লাগে ভাল লাগে ¶ নাট গীত ॥"
'হরি, বলি হাথে তালি দিয়া কেহো নাচে।
উল্লাসে মদ্যপগণ যাব তান পাছে * ॥ †
মহা-হরি-ধ্বনি করে মদ্যপের গণে।
এইমত হয় বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দর্শনে ॥
মদ্যপের চেষ্টা দেখি বিশ্বম্ভর হাসে'।
আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি পরকাশে ॥
মদ্যপেও সুখ পায় চৈতন্যে ‡ দেখিয়া।
একলে নিন্দয়ে পাপী সন্ন্যাসী হইয়া § ॥
চৈতন্যচন্দ্রের যশে যার আছে ¶ দুঃখ।
কোনো জন্মে আশ্রমে নাহিক তার সুখ ॥
যে দেখিল চৈতন্যচন্দ্রের অবতার।
হউক মদ্যপ, তভু তারে নমস্কার ॥
মদ্যপেরে শুভদৃষ্টি করি বিশ্বম্ভর।
নিজাবেশে ভ্রমে' প্রভু নগরেনগর ॥
কথোদূরে দেখিয়া পণ্ডিত-দেবানন্দ।
মহাক্রোধে কিছু তারে $ বোলে গৌরচন্দ্র ॥
'দেবানন্দপণ্ডিতের শ্রীবাসের স্থানে।
পূর্ব্ব-অপরাধ আছে' তাহা হৈল মনে ॥
যে-সময়ে নাহি কিছু × প্রভুর প্রকাশ।
প্রেমসূন্য জগত, দুঃখিত সব দাস ॥

* 'উঠ উঠ শ্রীনিবাস!'। † 'শ্রীনিবাস! কর যে'।
‡ 'করিবারে কে তার' বা 'করিলেবা কে আর'।
§ 'যাইতে'। ¶ 'গায়'।

* 'গায় পাছে পাছে'।
† ইহার পরে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"হরিবোল হরিবোল জয় নারায়ণ।
বলিয়া আনন্দে নাচে মদ্যপের গণ ॥
‡ 'মুখ চা'হে ঠাকুর'। § 'দেখিয়া'।
¶ 'রসে যার মনে'।
|| 'কোন জন্ম-আশ্রমে তাহার নাহি সুখ' বা 'কোন জন্ম তাহার আশ্রমে নাহি সুখ'।
$ 'ক্রোধেভাবে কিছু'। × 'ছিল'।

যদি বা পড়ায় * কেহো গীতা ভাগবত।
তথাপি † না শুনে কেহো ভক্তি অভিমত॥
সে-সময়ে দেবানন্দ পরম-মহান্ত।
লোকে বড় অপেক্ষিত পরম-‡ সুশান্ত॥
ভাগবত-অধ্যাপিনা করে নিরন্তর।
আকুমার § সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রতধর॥
দৈবে একদিন তথা গেলা শ্রীনিবাস।
ভাগবত শুনিতে করিয়া ¶ অভিলাষ॥
অক্ষরেঅক্ষরে ভাগবত প্রেমময়।
শুনিঞা দ্রবিল শ্রীনিবাসের হৃদয়।
ভাগবত শুনিঞা কান্দয়ে শ্রীনিবাস।
মহাভাগবত বিপ্র ছাড়ে ঘনশ্বাস॥
পাপিষ্ঠ পঢ়ুয়া বোলে "হইল জঞ্জাল।
পঢ়িতে না পাই ভাই! ব্যর্থ যায় কাল॥"
সংবরণ নহে শ্রীনিবাসের ক্রন্দন।
চৈতন্যের প্রিয় দেহ জগতপাবন॥
পাপিষ্ঠ পঢ়ুয়াসব যুগতি করিয়া।
বাহিরে এড়িল নিঞা শ্রীবাসে টানিয়া॥
দেবানন্দপণ্ডিতো না কৈল নিবারণ।
গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ॥
বাহ্য পাই দুঃখে শ্রীনিবাস গেলা ঘর।
তাহা সব জানে অন্তর্য্যামি-বিশ্বম্ভর॥
দেবানন্দ-দরশনে হইল স্মরণ।
ক্রোধমুখে বোলে প্রভু শচীর নন্দন॥
"অয়ে অয়ে দেবানন্দ! বলিয়ে তোমারে।
তুমি এবে ভাগবত পঢ়াও সভারে॥
যে শ্রীবাস দেখিতে গঙ্গার মনোরথ।
হেন-জন গেলা শুনিবারে ভাগবত॥
কোন্ অপরাধে তারে শিষ্য হাথাইয়া।
বাড়ীর বাহিরে তারে * এড়িলে টানিয়া?
ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণরসে।
টানিঞা ফেলিতে সে তাহার যোগ্য † আইসে?
বুঝিলাঙ তুমি যে ‡ পঢ়াও ভাগবত।
কোনো জন্মে না জান' গ্রন্থের অভিমত॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে-সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশ গিয়া সে সন্তোষ পায়॥
প্রেমময় ভাগবত পঢ়াইয়া § তুমি।
তত সুখ না পাইলা কহিলাঙ ¶ আমি॥"
শুনিঞা বচন দেবানন্দ বিপ্রবর।
লজ্জায় রহিল, কিছু না করে উত্তর॥
ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
দুঃখিতে চলিলা দেবানন্দ নিজ-ঘর॥
তথাপিহ দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত।
বচনেও প্রভু যারে করিলেন দণ্ড॥
চৈতন্যের দণ্ড মহাসুকৃতি সে পায়।
যার দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠপুরী যায়‖॥
চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি লয়।
সেই দণ্ড তার তরে ভক্তিযোগ $ হয়॥

---

* 'পঢ়য়ে'। † 'তথাও' বা 'তথাই'।
‡ 'বিরক্ত'। § 'অকুমার—'। ¶ 'করিলা'।

* 'বাহির-দুয়ারে লঞা'।
† 'কি তাহার যোগ্য' বা 'তারে যুক্তি নাক্তি'।
‡ 'সে'। § 'পঢ়িয়াও'।
¶ 'এত খানি সুখ না পাইলা কহি'।
‖ 'লোক পায়'।
$ 'দণ্ড তারে প্রেম-ভক্তিযোগ' বা 'দণ্ডে তাহার যে প্রেমভক্তি'।

চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্তে নাহি ভয়।
জন্মজন্ম সে পাপিষ্ঠ যমদণ্ড্য * হয়॥
ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই-চারি-সনে॥
জীবন্যাস করিলে সে † মূর্ত্তি পূজ্য হয়।
'জন্মমাত্র এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয়॥
চৈতন্যকথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥
চৈতন্যদাসের পা'য়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
মধ্যখণ্ডকথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-*পাষণ্ড॥
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দরায়।
প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে দেবানন্দ-বাক্যদণ্ডো নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

—:*:—

জয়জয় গৌরচন্দ্র কৃপার সাগর।
জয় শচী-জগন্নাথ-নন্দন সুন্দর॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর॥
বাক্যদণ্ড দেবানন্দপণ্ডিতেরে করি।
আইলা আপন-ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
দেবানন্দপণ্ডিত চলিলা নিজ-বাসে।
দুঃখ পাইলেন বিপ্র দুষ্ট সঙ্গ-দোষে॥
দেবানন্দ-হেন সাধু চৈতন্যের ঠাঁই!
সম্মুখ হইতে যোগ্য নহিল তথাই॥
বৈষ্ণবের কৃপায় সে পাই বিশ্বম্ভর।
ভক্তি-বিনে জপ তপ অকিঞ্চিৎকর॥
বৈষ্ণবের ঠাঁই যার হয় অপরাধ।
কৃষ্ণপ্রেম † হইলেও তার প্রেম-বাধ ‡॥
আমি নাহি বলি;—এই বেদের বচন।
সাক্ষাতেও কহিয়াছে শচীর নন্দন॥
যে শচীর গর্ভে গৌরচন্দ্র-অবতার।
বৈষ্ণবাপরাধ পূর্ব্বে আছিল তাঁহার॥
আপনে সে অপরাধ প্রভু ঘুচাইয়া।
মা'য়েরে দিলেন প্রেম সভা' শিখাইয়া॥
এ বড় অদ্ভুত কথা শুন সাবধানে।
বৈষ্ণবাপরাধ ঘুচে ইহার শ্রবণে॥

* 'যমদণ্ডী'। † 'শ্রী'
‡ এই স্থানে মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"জয়জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম দিয়া প্রভু জগৎ কৈল ধন্য।"

* 'সব খণ্ডয়ে'। † 'কৃপা' বা 'প্রিয়'।
‡ 'যায় বাদ'।

একদিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর ।
আসিয়া * বসিলা বিষ্ণুখট্টার উপর ॥
নিজমূর্ত্তি শিলা-সব করি নিজ-কোলে ।
আপনা' প্রকাশে' গৌরচন্দ্র কুতূহলে ॥
"মুঞি কলিযুগে কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ ।
মুঞি রামরূপে কৈলুঁ সাগরবন্ধন ॥
শুতিয়া † আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে ।
মোর নিদ্রা ভাঙ্গিলেক নাঢ়ার হুঙ্কারে ।
প্রেমভক্তি বিলাইতে মোহোর প্রকাশ ।
মাগ' মাগ' আরে নাঢ়া ! মাগ'‡শ্রীনিবাস !"
দেখি মহাপরকাশ নিত্যানন্দরায় ।
ততক্ষণে তুলি ছত্র ধরিলা মাথায় ॥
বামদিকে গদাধর তাম্বূল যোগায় ।
চারিদিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥
ভক্তিযোগ বিলায় গৌরাঙ্গ মহেশ্বর ।
যাহার যাহাতে প্রীত লয় সেই বর ॥ §
কেহো বোলে "মোর বাপ বড় দুষ্টমতি ।
তার চিত্ত ভাল হৈলে মোর অব্যাহতি ॥"
কেহো মাগে' গুরুপ্রতি,কেহো শিষ্যপ্রতি ।
কেহোপুত্র, কেহো পত্নী,—যার যথা মতি ॥
ভক্ত-বাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর ।
হাসিয়া সভারে দিলা প্রেমভক্তি-বর ॥
মহাশয় শ্রীনিবাস বোলেন "গোসাঞি !
আইরে দেয়াব ভক্তি সভে এই ঠাঞি ¶ ॥"
প্রভু বোলে "ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস ।
তাঁরে নাহি দিমু প্রেমভক্তির বিলাস ॥

* 'উঠিয়া' । † 'মুঞি সে' । ‡ মাগ নাঢা ! আরে' ।
§ 'যাহারে যাহার প্রীত লয়ে তারে বর' ।
¶ 'দেয়াও প্রেম এই সবে চাই' ।

বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ ।
অতএব তান হৈল প্রেমভক্তিবাধ ॥"
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বোলে আরবার ।
"এ-কথায় প্রভু ! দেহত্যাগ সভাকার ॥
তুমি-হেন পুত্র*যার গর্ভে অবতার ।
তাঁর কি নহিব প্রেমযোগে অধিকার ॥
সভার জীবন আই—জগতের মাতা ।
মায়া ছাড়ি প্রভু ! তানে হও ভক্তি†দাতা ॥
তুমি যাঁর পুত্র প্রভু !—সে সর্ব্বজননী ।
পুত্রস্থানে মা'য়ের কি অপরাধ গণি ॥
যদি বা বৈষ্ণবস্থানে থাকে অপরাধ ।
তথাপিহ খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ ॥"
প্রভু বোলে "উপদেশ কহিতে সে পারি ।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি ॥
যে-বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার ।
পুন সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নারে আর ॥
দুর্ব্বাসার অপরাধ অম্বরীষ-স্থানে ।
তুমি দেখ জান' ‡ ক্ষয় হইল যেমনে § ॥
নাঢ়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ ।
নাঢ়া ক্ষমিলে সে হয় প্রেমের প্রসাদ ॥
অদ্বৈত-চরণ-ধূলি লইলে মাথায় ।
হইবেক প্রেমভক্তি আমার আজ্ঞায় ॥"
তখনে চলিলা সভে অদ্বৈতের স্থানে ।
অদ্বৈতেরে কহিলেন সব বিবরণে ॥
শুনিঞা অদ্বৈত করে শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ ।
"তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন ॥
যাঁর গর্ভে মোহোর প্রভুর অবতার ।
সে মোর জননী, মুঞি পুত্র সে তাঁহার ॥

* 'প্রভু' । † 'বর' । ‡ 'তার' । § 'কেমনে' ।

যে আইর চরণধূলির আমি পাত্র।
সে আইর প্রভাব না জান' তিল-মাত্র॥
বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী আই পতিব্রতা *।
তোমরা বা মুখে কেনে আন' হেন কথা॥
প্রাকৃত-শব্দেও যে বা বলিবেক 'আই'।
'আই'-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥
যেন গঙ্গা, তেন আই, কিছু ভেদ নাই।
দেবকী যশোদা যেই বস্তু—সে-ই আই॥"
কহিতে আইর তত্ত্ব আচার্য্যগোসাঞি।
পড়িলা আবিষ্ট হই, বাহ্য কিছু নাঞি॥
বুঝিয়া সময় আই আইলা বাহিরে।
আচার্য্য-চরণধূলি লইলেন শিরে॥
পরম-বৈষ্ণবী আই—মূর্ত্তিমতী ভক্তি।
বিশ্বম্ভর গর্ভে ধরিলেন যাঁর † শক্তি॥
আচার্য্য-চরণধূলি লইলা যখনে।
বিহ্বলে পড়িলা, কিছু বাহ্য নাহি জানে॥
'জয়জয় হরি' বোলে বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোহন্যে করয়ে চৈতন্যকোলাহল॥
অদ্বৈতের বাহ্য নাহি—আইর প্রভাবে।
আইর নাহিক বাহ্য,—অদ্বৈতানুরাগে ‡॥
দোঁহার প্রভাবে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
'হরি হরি হরি' বোলে বৈষ্ণবসকল॥
হাসে' প্রভু বিশ্বম্ভর খট্টার উপরে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু বোলে জননীরে॥
"এখনে সে বিষ্ণুভক্তি § হইল তোমার।
অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর॥"

শ্রীমুখের অনুগ্রহ শুনিঞা বচন।
জয়জয়-হরি ধ্বনি হইল তখন॥
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ-সাবধান *।
'শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে'।
তথাপিহ নাশ যায়—কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥

তথাহি—

"মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃক্
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ॥" ১॥ †

ইহা না মানিঞা যে সুজন-নিন্দা করে।
জন্মজন্ম সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে॥
অন্যের কি দায়, গৌরসিংহের জননী।
তাহানেও 'বৈষ্ণবাপরাধ'করি ‡ গণি॥
বস্তু-বিচারে সেহো 'অপরাধ' নহে।
তথাপিহ 'অপরাধ' করি প্রভু কহে॥
"ইহানে 'অদ্বৈত' নাম কেনে লোকে § ঘোষে'?
'দ্বৈত' " বলিলেন আই কোন অসন্তোষে॥
সেই কথা কহি শুন হই সাবধান।
প্রসঙ্গে কহিয়ে ¶ বিশ্বরূপের আখ্যান॥
প্রভুর অগ্রজ—বিশ্বরূপ মহাশয়।
ভুবনদুর্ল্লভ রূপ মহাতেজোময়॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে মহাপ্রভু ‖ পরম-সুধীর।
নিত্যানন্দস্বরূপের অভেদ-শরীর॥
তান কক্ষা $ বুঝে হেন নাহি নবদ্বীপে।
শিশু-ভাবে থাকে প্রভু বালক × সমীপে॥

---

* 'জগন্মাতা'। † 'গর্ভে ধরিলেন তিঁহো'।
‡ 'অদ্বৈতানুভাবে'। § 'কৃষ্ণপ্রেম'।

* 'সমাধান'। † টীকা ও অনুবাদ ১৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
‡ 'এই' বা 'কি বা'। § 'কোন্ জন'। ¶ 'শুনহ'।
‖ 'বিশারদ'। $ 'ভাগা'। × 'জননী'।

একদিন সভায় চলিলা মিশ্রবর।
পাছে বিশ্বরূপ পুত্র পরম-সুন্দর ॥
ভট্টাচার্য্যসভায় চলিলা জগন্নাথ।
বিশ্বরূপ দেখি বড় কৌতুক সভা'ত ॥
নিত্যানন্দ-রূপ প্রভু পরম-সুন্দর।
হরিলেন সর্ব্ব-চিত্ত সর্ব্ব-শক্তি-ধর ॥
এক ভট্টাচার্য্য বোলে "কি পড় ছাওয়াল!"
বিশ্বরূপ বোলে "কিছুকিছু সভাকার॥"
শিশু-জ্ঞানে কেহো কিছু না বলিল আর*।
মিশ্র পাইলেন দুঃখ, শুনি অহঙ্কার † ॥
নিজ-কার্য্য করি মিশ্র ‡ চলিলেন ঘর।
পথে বিশ্বরূপেরে মারিলা এক চড় ॥
"যে পুঁথি পড়িস্ বেটা! তাহা না বলিয়া।
কি বোল বলিলি তুই সভা-মাঝে গিয়া॥
তোমারে ত সভার হইল মূর্খ-জ্ঞান।
আমারেও দিলে লাজ কহি অপ্রমাণ § ॥"
পরম-উদার জগন্নাথ মহাভাগ।
ঘরে গেলা পুত্রেরে করিয়া বড় রাগ ॥
পুন বিশ্বরূপ সেই সভামাঝে গিয়া।
ভট্টাচার্য্য-সভা'-প্রতি বোলেন হাসিয়া॥
"তোমরা ত আমারে জিজ্ঞাসা না করিলা।
বাপের স্থানেতে ¶ মোর শাস্তি করাইলা॥
জিজ্ঞাসা করিতে যাহা লয় কারো মনে।
সভে মিলি তাহা জিজ্ঞাসহ আমা'স্থানে॥"
হাসি বোলে এক ভট্টাচার্য্য "শুন শিশু!
আজি যে পড়িলে তাহা বাখানহ কিছু॥"

বাখানয়ে সূত্র বিশ্বরূপ ভগবান্।
সভার চিত্তেতে ব্যাখ্যা হইল প্রমাণ ॥
সভেই বোলেন "সূত্র ভাল বাখানিলা।"
প্রভু বোলে 'ভাণ্ডাইলুঁ, কিছু না বুঝিলা॥'
যত বাখানিল সব করিলা খণ্ডন।
বিস্ময় সভার চিত্তে হইল তখন ॥
এইমত তিনবার করিয়া খণ্ডন।
পুন সেই তিনবার করিলা স্থাপন ॥
'পরম সুবুদ্ধি' করি সভে বাখানিল।
বিষ্ণুমায়ামোহে কেহো* তত্ত্ব না জানিল ॥
হেন মতে নবদ্বীপে বৈসে † বিশ্বরূপ।
ভক্তিশূন্য লোক দেখি না পায় কৌতুক॥
ব্যবহারমদে মত্ত সকল সংসার।
না করে বৈষ্ণব-‡যশ-মঙ্গল-বিচার ॥
পুত্রাদির মহোৎসবে করে ধন-ব্যয়।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণধর্ম্ম কেহো না জানয় ॥
যত অধ্যাপক সব—তর্ক সে বাখানে'।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপূজা—কিছুই না মানে' § ॥
যদি বা পড়ায় কোহো ভাগবত গীতা।
কেহো ¶ না বাখানে' ভক্তি, করেসূক্ষ্ম || চিন্তা ॥

সর্ব্ব-স্থানে বিশ্বরূপ ঠাকুর বেড়ায়।
ভক্তিযোগ না শুনিঞা বড় দুঃখ পায় ॥
সকলে ** অদ্বৈতসিংহ পূর্ণ-কৃষ্ণশক্তি।
পড়াইয়া বাশিষ্ঠ, বাখানে' কৃষ্ণভক্তি ॥
অদ্বৈতের ব্যাখ্যা বুঝে, হেন কোন্ আছে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য নদীয়ার মাঝে ॥

---

* 'সভেই রহিলা মৌন করি'। † 'প্রাগল্ভ্য সোঙরি'।
‡ 'বিপ্র'। § 'দিল লাজ করি অপমান'।
¶ 'সাক্ষাতে'। || 'যা কাহার লয়' বা 'যে যাহার লয়ে'।

* 'কিছু'। † 'সেই'। ‡ 'কৃষ্ণের'। § 'জানে'।
¶ 'সেহো'। || 'শুষ্ক'। ** 'সে-কালে'।

চারিদিগে বিশ্বরূপ পায় মনোদুঃখ।
অদ্বৈতের স্থানে সবে পায় প্রেমসুখ॥
নিরবধি থাকে প্রভু অদ্বৈতের সঙ্গে।
বিশ্বরূপ-সহিত অদ্বৈত বৈসে * রঙ্গে॥
পরম-বালক প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
কুটিল-কুন্তল, বেশ † অতি মনোহর॥
মা'য়ে বোলে "বিশ্বম্ভর! যাহ রড় দিয়া।
তোমার ভাইরে ঝাট আনহ ডাকিয়া॥"
মা'য়ের আদেশে প্রভু ধায় বিশ্বম্ভর।
সত্বরে আইলা—যথা অদ্বৈতের ঘর॥
বসিয়াছে অদ্বৈত বেড়িয়া ভক্তগণ।
শ্রীবাসাদি করিয়া যতেক মহাজন॥
বিশ্বম্ভর বোলে "ভাই! ভাত খাওসিয়া।
বিলম্ব না কর," বোলে হাসিয়াহাসিয়া॥
হরিল সভার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
সভেই চা'হেন রূপ পরম-সুন্দর॥
মোহিত হইয়া চা'হে অদ্বৈত-আচার্য্য।
সেই মুখ চা'হে সব পরিহরি কার্য্য॥
এইমত প্রতিদিন মা'য়ের আদেশে।
বিশ্বরূপ ডাকিবার ছলে প্রভু ‡ আইসে॥
চিন্তয়ে অদ্বৈত চিত্তে—দেখি বিশ্বম্ভর।
"মোর চিত্ত হরে' শিশু পরম-সুন্দর॥
মোর চিত্ত হরিতে কি পারে অন্য জন।
এই বা মোহোর প্রভু মোহে' মোর§ মন॥"
সর্ব্বভূত-হৃদয় ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চিন্তিতে' অদ্বৈত ঝাট চলি যায় ঘর॥
নিরবধি বিশ্বরূপ অদ্বৈতের সঙ্গে।
ছাড়িয়া সংসারসুখ গোঙায়েন রঙ্গে॥

* 'রস-'। † 'শোভে'। ‡ 'ছলেতে'। § 'হেন লয়'।

বিশ্বরূপ-কথা আদিখণ্ডে সে বিস্তার *।
অনন্ত-চরিত্র নিত্যানন্দকলেবর॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা সবে ঈশ্বর সে † জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কথোদিনে॥
জগতে বিদিত নাম 'শ্রীশঙ্করারণ্য'।
চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য॥
করি দণ্ডগ্রহণ চলিলা বিশ্বরূপ।
আইর বিদরে নিরবধি শোকে বুক॥
মনেমনে গণে' আই হইয়া সুস্থির।
"অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিলা বাহির॥"
তথাপিহ আই বৈষ্ণবাপরাধ-ভয়ে।
কিছু না বোলয়ে, মনে মহা-‡দুঃখ পায়ে॥
বিশ্বম্ভর দেখি সব পাসরিলা দুঃখ।
প্রভুও মা'য়ের বড় বাঢ়ায়েন সুখ॥
দৈবে কথোদিনে প্রভু করিলা প্রকাশ।
নিরবধি অদ্বৈতের সংহতি বিলাস॥
ছাড়িয়া সংসারসুখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী পরিহরি থাকে অদ্বৈতের ঘর॥
না রহে গৃহেতে পুত্র—হেন দেখি আই।
"এহো পুত্র নিলা মোর আচার্য্য-গোসাঞি॥"
সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই।
"কে বোলে 'অদ্বৈত',—'দ্বৈত' এ বড় গোসাঞি॥
চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির।
এহো পুত্র না দিলেন করিবারে § স্থির॥

* 'বিস্তর'। † 'ইচ্ছা সে ঈশ্বর ভাল'। ‡ 'মাত্র মনে'। § 'দিলেন হইবারে'।

অনাথিনী—মোরে ত কাহারো নাহি দয়া।
জগতেরে অদ্বৈত, মোরে সে দ্বৈত-মায়া॥"
সবে এই অপরাধ, আর কিছু নাঞি।
ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঞি॥
এ-কালে যে বৈষ্ণবেরে 'বড়' 'ছোট' * বোলে।
নিশ্চিন্তে থাকুক্ সে জানিব কথোকালে॥
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
বৈষ্ণবাপরাধ করায়েন সাবধান॥
চৈতন্যসিংহের আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন।
না বুঝি বৈষ্ণব নিন্দে' পাইব বন্ধন॥
এ কথার হেতু কিছু শুন মন দিয়া।
যে নিমিত্ত গৌরচন্দ্র কহিলেন ইহা॥
ত্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
জানে—সেবিবেক অদ্বৈতেরে দুষ্টগণ॥
অদ্বৈতেরে গাইবেক 'শ্রীকৃষ্ণ' করিয়া।
যত কিছু বৈষ্ণবের বচন লঙ্ঘিয়া †।
যে বলিব অদ্বৈতেরে 'পরম-বৈষ্ণব'।
তাহারেই বেঢ়িয়া লঙ্ঘিব পাপি-সব॥
সে-সব-গণের পক্ষ অদ্বৈত ধরিতে।
অতএব ‡ শক্তি নাহি—এ দণ্ড দেখিতে॥
সকল-সর্ব্বজ্ঞ-চূড়ামণি বিশ্বম্ভর।
জানিলা—'বিলম্বে হইবেক বহুতর॥'
অতএব দণ্ড দেখাইয়া জননীরে।
সাক্ষী করিলেন অদ্বৈতাদি-বৈষ্ণবেরে॥
বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যার গণ।
তার রক্ষা-সমর্থ নহিব § কোন জন॥

* 'বেটা বেটা'। † 'নিন্দিয়া'।
‡ 'এত বড়'। § 'নাহিক'।

বৈষ্ণবনিন্দকগণ যাহার আশ্রয়।
আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয়॥
বড় অধিকারী হয়—আপনে এড়ায়।
ক্ষুদ্র হৈলে—গণসহ অধঃপাতে যায়॥
চৈতন্যের দণ্ড বুঝিবারে শক্তি কার।
জননীর লক্ষ্যে দণ্ড * করিলা সভার॥
যে বা জন অদ্বৈতেরে 'বৈষ্ণব' বলিতে।
নিন্দা করে, দ্বন্দ্ব করে, মরে ভালমতে॥
সর্ব্বপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর মহেশ্বর।
এই বড় স্তুতি যে 'তাহান অনুচর'॥
নিত্যানন্দস্বরূপে সে নিষ্কপট হৈয়া।
কহিলেন গৌরচন্দ্র 'ঈশ্বর' করিয়া॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ-সেবকের মুখে।
অহর্নিশ চৈতন্যের যশ গায় সুখে॥
নিত্যানন্দভৃত্য সর্ব্বদিগে সাবধান।
নিত্যানন্দভৃত্যের 'চৈতন্য' ধন প্রাণ॥
অল্প-ভাগ্যে নাহি হয় † নিত্যানন্দ-দাস।
যাহারা লওয়ায় ‡ গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥
যে জন শুনয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান।
সে হয় অনন্তদাস নিত্যানন্দ-প্রাণ॥
নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ—অভেদ-শরীর।
আই ইহা জানে, আর কোন মহা§ধীর॥

* 'শিক্ষা'। † 'হই'।
‡ 'বোলায়'। § 'জানে কোন'।

জয় নিত্যানন্দ—গৌরচন্দ্রের শয়ন *।
জয়জয় নিত্যানন্দ সহস্রবদন ॥
গৌড়দেশ-ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ-রায়।
কে পায় চৈতন্য বিনে তোমার † কৃপায় ॥
নিত্যানন্দ হেন প্রভু হারায় যাহার।
কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার ॥
হেন দিন হইব কি চৈতন্য-নিতাই।
দেখিব কি পারিষদ-সহে * এক-ঠাই ॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর † ॥
অদ্বৈতচরণে মোর এই ‡ নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শচীদেব্যা বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডনং নাম দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণনিধি।
জয় বিশ্বম্ভর জয় ভবাদির বিধি ‡ ॥
জয়জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় দ্বিজরাজ।
জয়জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ ॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর ॥
দিনেদিনে মহানন্দ নবদ্বীপপুরী।
বৈকুণ্ঠনায়ক বিশ্বম্ভর অবতরি ॥
প্রিয়তম নিত্যানন্দ সঙ্গে কুতূহলে ॥
ভকতসমাজে নিজ-নাম-রসে খেলে § ॥
প্রতিদিন নিশাভাগে করয়ে কীর্ত্তন।
ভক্ত-বিনে থাকিতে না পায় অন্য জন ॥
এত ¶ বড় বিশ্বম্ভরশক্তির মহিমা।
ত্রিভুবনে লঙ্ঘিতে না পারে কেহো ‖ সীমা ॥
অগোচরে দূরে থাকি মিলি দশ-পাঁচে।
মন্দ মাত্র বোলে, যমঘরে যায় পাছে ॥
কেহো বোলে "কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব।
যত দেখ-হের পেটপোষাগুলা সব ॥"
কেহো বোলে "এ-গুলার বান্ধি হাথ-পা'য়।
জলে ফেলি, জীয়ে যদি, তবে ধন্য গায় ॥"§
কেহো বোলে "আরে ভাই জানিহ নিশ্চিত।
গ্রাম-খান লুটাইব ¶ নিমাঞিপণ্ডিত ॥"
ভয় দেখায়েন সভে দেখিবার তরে।
অন্তরে নাহিক ভাগ্য, চাতুরী কিসেরে ‖ ॥
সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভু শচীর নন্দন।
জগতের চিত্তবৃত্তি করয়ে শোধন ॥

---

* 'জীবন'। † 'তাহান'।
‡ 'জয় অজ ভববিধি' বা 'অজ-ভবাদির বিধি'।
§ 'ডোলে'। ¶ 'এই'। ‖ 'যাঁর'।

* 'সপার্ষদে সঙ্গে'। † 'ধরি নিরন্তর'। ‡ 'বহু'।
§ 'কেহো বোলে এ গুলা বান্ধিয়া হাথে পা'য়।
জলে পেলি দিয়ে যদি তবে দুঃখ যায়।'
¶ 'লুটি খাইব', 'পোড়াইল' বা 'লোড়াইব'।
‖ 'চাতুর্য্যে কি করে'।

দেখিতে না পায় লোক, করে অনুতাপ।
সভেই 'অভাগ্য' বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
কেহো বা কাহারো ঠাঞিঃ পরিহার করে।
সঙ্গোপে কীর্ত্তন গিয়া দেখিবার তরে॥
'প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ' ইহা সর্ব্ব-দাসে জানে।
এই ভয়ে কেহো কারে না লয় সে-স্থানে॥
এক ব্রহ্মচারী সেই নবদ্বীপে বৈসে।
তপস্বী পরম সাধু বসয়ে নির্দ্দোষে॥
সর্ব্বকাল পয়ঃপান, অন্ন নাহি খায়।
শুনিতে * কীর্ত্তন বিপ্র দেখিবারে চায়॥
প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে ভক্ত-বিনে অন্য জন॥
সেই বিপ্র প্রতিদিন শ্রীবাসের স্থানে।
নৃত্য দেখিবার লাগি সাধয়ে আপনে॥
"তুমি যদি একদিন কৃপা কর' মোরে।
আপনে লইয়া যাও বাড়ীর ভিতরে॥
তবে সে দেখিতে পাঙ পণ্ডিতের নৃত্য।
লোচন সফল করোঁ, হঙ কৃতকৃত্য॥"
এইমত প্রতিদিন সাধয়ে ব্রাহ্মণ।
আরদিন শ্রীনিবাস বলিলা বচন॥
"তোমারে ত জানি সর্ব্বকাল ... ভাল।
ব্রহ্মচর্য্যে ফলাহারে গোঙাইলা কাল॥
কোন পাপ নাহি জানি তোমার শরীরে।
দেখিবার তোমার আছয়ে † অধিকারে॥
প্রভুর সে আজ্ঞা নাহি কেহো ‡ যাইবারে।
'সঙ্গোপে থাকিবা' এই বলিলুঁ তোমারে॥
এত বলি ব্রাহ্মণেরে লইয়া চলিলা।
একদিগে আড় হই সঙ্গোপে থাকিলা॥

নৃত্য করে চতুর্দ্দশভুবনের নাথ।
চতুর্দ্দিগে মহাভাগ্যবন্তবর্গ * সাথ॥
'কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী'।
সভেই গায়ন্ত † হই মহাকুতুহলী॥
নিত্যানন্দ-গদাধর ধরিয়া বেড়ায়।
আনন্দে অদ্বৈতসিংহ চারিদিগে ধায় ‡॥
পরানন্দ সুখে কেহো বাহ্য নাহি জানে।
বৈকুণ্ঠনায়ক নৃত্য করয়ে আপনে॥
'হরি বোল হরি বোল হরি§ বোল ভাই!
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই॥
অশ্রু, কম্প, লোমহর্ষ, সঘন-হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে বিশ্বম্ভরের বিকার॥
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি বিশ্বম্ভর-রায়।
জানে 'বিপ্র লুকাইয়া আছয়ে এথায়'॥
রহিয়ারহিয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"আজি কেনে প্রেমযোগ না পাঙ নির্ভর॥
কেহো নি আসিয়া আছে বাড়ীর ভিতরে।
কিছু নাহি বুঝোঁ, সত্য কহ দেখি মোরে॥"
ভয় পাই শ্রীনিবাস বোলয়ে বচন।
"পাষণ্ডের ইথে প্রভু! নাহি আগমন॥
সবে একে ব্রহ্মচারী—বড় সুব্রাহ্মণ।
সর্ব্বকাল পয়ঃপান—নিষ্পাপ-জীবন॥
দেখিতে তোমার নৃত্য শ্রদ্ধা তাঁর বড়।
নিভৃতে আছয়ে প্রভু! জানিঞাছ দড়॥"
শুনি ক্রোধাবেশে বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"ঝাটঝাট বাড়ীর বাহির নিঞা কর'॥

* 'প্রভুর'। † 'ত আছে'। ‡ 'কারে'।

* 'ভাগবত সব'। † 'গায়েন' বা 'গায়েন্ত'। ‡ 'চা'য়'। § 'বোল'।

মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।
পয়ঃপান করিলে কি মোহে হয়* ভক্তি?"
দুই ভুজ তুলি প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।
"পয়ঃপানে কভু মোরে কেহো নাহি পায় ॥
চণ্ডালেহো মোহোর শরণ যদি লয়।
সেহো মোর, মুঞি তার, জানিহ নিশ্চয় ॥
সন্ন্যাসীও যদি মোর না লয় শরণ।
সেহো মোর নহে, সত্য বলিলুঁ বচন ॥
গজেন্দ্র-বানর-গোপ কি তপ করিল।
বোল দেখি তারা মোরে কি তপে † পাইল ॥
অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ লইলে ‡ নাহি পার ॥"
প্রভু বোলে "পয়ঃপানে মোরে নাহি পাই।
সকল করিমু চূর্ণ, দেখিবা এথাই ॥"
মহাভয়ে ব্রহ্মচারী হইলা বাহির।
মনেমনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ মহাধীর ॥
"এই মোর ভাগ্য বড় যে কিছু দেখিলুঁ
অপরাধ-অনুরূপ শাস্তিও পাইলুঁ ॥
অদ্ভুত দেখিলুঁ নৃত্য অদ্ভুত ক্রন্দন §।
অপরাধ-অনুরূপ পাইলুঁ তর্জ্জন ॥"
সেবক হইলে এইমত বুদ্ধি হয়।
সেবকে সে প্রভুর সকল দণ্ড সয় ॥
এইমত চিন্তিয়া চলিতে বিপ্রবর।
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর ॥
ডাকিয়া আনিয়া পুন করুণাসাগর।
পাদপদ্ম দিলা তাঁর মস্তক-উপর ॥

* 'করিলেহ মোহে নহে'। † 'কেমতে'।
‡ 'লইলে'। § 'কীর্ত্তন'।

প্রভু বোলে 'তপ' করি না করিহ বল।
'বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' জানিহ কেবল* ॥" †
'হরি' বলি সন্তোষে সকল ‡ ভক্তগণ।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা ততক্ষণ ॥
শ্রদ্ধা করি যে জন শুনয়ে এ § রহস্য।
গৌরচন্দ্র প্রভু তাঁরে মিলিব অবশ্য ॥
ব্রহ্মচারি-প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুর।
আনন্দ-আবেশে নৃত্য করেন প্রচুর ॥
সেই বিপ্র-পাচরণে আমার নমস্কার।
চৈতন্যের দণ্ডে হৈল হেন বুদ্ধি যার ॥
এইমত প্রতি-নিশা করয়ে কীর্ত্তন।
দেখিবার শক্তি নাহি ধরে অন্যজন ॥
অন্তরে দুঃখিত লোক সব নদীয়ার।
সভে পাষণ্ডীরে মন্দ বোলয়ে অপার ॥

* 'সকল'।
† অতঃপর মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"আনন্দে ক্রন্দন করে সেই বিপ্রবর।
প্রভুর করুণা গুণ স্মরে নিরন্তর ॥"
‡ 'সন্তোষ হইল'। § 'যেই শুনে এ সব'।
¶ 'এ বিপ্রের'।
‖ একখানি [illegible]লিখিত পুথিতে—"চৈতন্যের দণ্ডে হৈল হেন বুদ্ধি যার" এই পাঠের পরিবর্ত্তে—"চৈতন্যের দণ্ডে হয়ে সন্তোষ যাহার" পাঠ আছে এবং ইহার পর নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পাঠও সন্নিবেশিত হইয়াছে।—
"চৈতন্যের দণ্ডে যার ভয় নাহি মনে।
তৃণ-জ্ঞান তাহারে না করে কোন জনে ॥
এ ব্রাহ্মণ সর্ব্বথা দেখিতে অধিকারী।
তথাপি প্রভুর দণ্ড বুঝিতে না পারি ॥
দাসেরে সে প্রভু দণ্ড করয়ে যতেক।
কাটিলেও নাহি ছাড়ে কৃষ্ণের সেবক ॥
ব্রহ্মচারি-প্রতি দণ্ড করে বিশ্বম্ভর।
নৃত্য করি চতুর্দ্দিগে পায় অনুচর ॥"

"পাপিষ্ঠ নিন্দক বুদ্ধিনাশের লাগিয়া।
হেন মহোৎসব দেখিবারে নারে গিয়া॥
পাপিষ্ঠ-পাষণ্ডি-সব সবে নিন্দা জানে।
বঞ্চিত হইয়া মরে এহেন কীর্ত্তনে॥
পাপ-পাষণ্ডীর লাগি নিমাঞিপণ্ডিত।
ভালরেও দ্বার নাহি দেন * কদাচিত॥
তেঁহো সে কৃষ্ণের ভক্ত,—জানেন সকল।
তাহান হৃদয় পুনি পরম-নির্ম্মল॥
আমরাসভের যদি তাঁরে ভক্তি থাকে।
তবে নৃত্য দেখিব অবশ্য কোন-পাকে॥"
কোন নগরিয়া বোলে "বসি থাক ভাই!
নয়ন ভরিয়া দেখিবাঙ এই ঠাঁই॥
সংসার-উদ্ধার লাগি নিমাঞিপণ্ডিত।
নদীয়ার মাঝে আসি হইলা বিদিত॥
ঘরেঘরে নগরেনগরে প্রতিদ্বারে।
করিবেন সঙ্কীর্ত্তন, বলিল সভারে † ॥"
ভাগ্যবন্ত নগরিয়া সর্ব্ব-অবতারে।
পণ্ডিতের গণ সব ‡ নিন্দা করি মরে॥
দিবস হইলে সব নগরিয়াগণ।
প্রভু দেখিবার তরে § করেন গমন॥
কেহো বা নূতন দ্রব্য, কারো হাথে কলা।
কেহো ঘৃত, কেহো দধি, কেহো দিব্য মালা॥
লইয়া চলেন সভে প্রভু দেখিবারে।
প্রভু দেখি সর্ব্বজন দণ্ডবত করে॥
প্রভু বোলে "কৃষ্ণভক্তি হউক সভার।
কৃষ্ণ-গুণ-নাম বই না বলিহ আর॥"

আপনে সভারে প্রভু করে * উপদেশ।
"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ—॥
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'"
প্রভু বোলে "কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ' সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইব সভার।
সর্ব্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি † নাহি আর॥
দশ-পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করিহ সভে হাথে তালি দিয়া॥
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ ‡ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥'
কীর্ত্তন কহিল এই তোমা'সভাকারে।
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর' গিয়া ঘরে॥"
প্রভু-মুখে মন্ত্র পাই সভার উল্লাস।
দণ্ডবত করি সভে গেলা নিজ-বাস॥
নিরবধি সভেই জপেন কৃষ্ণনাম।
প্রভুর চরণ § কায়-মনে করে ¶ ধ্যান॥
সন্ধ্যা হৈলে ‖ আপন দুয়ারে সভে মিলি।
কীর্ত্তন করেন সভে দিয়া করতালি॥
এইমত নগরেনগরে সঙ্কীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥
সভারে উঠিয়া $ প্রভু আলিঙ্গন করে।
আপন গলার মালা দেই সভাকারে × ॥

---

* 'দিল'। † 'তোমারে'।
‡ 'সবে'। § 'দেখিবারে তরে'।

---

* 'সভায় প্রতি কহে'। † 'ইথি দ্বিধা'।
‡ 'রাম'। § 'বচন'।
¶ 'করি'। ‖ হৈতে'।
$ 'উচিত'। × 'সর্ব্বশিরে'।

দন্তে তৃণ করি প্রভু পরিহার করে।
"অহর্নিশ ভাইসব! বোলহ কৃষ্ণেরে * ॥"
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে সর্ব্বজন।
কায়মনোবাক্যে লইলেন সঙ্কীর্ত্তন ॥
পরম-আনন্দে সব নগরিয়াগণ।
হাথে তালি দিয়া বোলে 'রাম নারায়ণ' ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে।
দুর্গোৎসবকালে বাদ্য বাজাবার তরে ॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তনসময়ে।
গায়েন বা'য়েন সভে আনন্দহৃদয়ে ॥
'হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম।' †
এইমত নগরে উঠিল ব্রহ্ম-নাম ॥
খোলাবেচা-‡শ্রীধর যায়েন সেইপথে।
দীর্ঘ করি হরিনাম বলিতেবলিতে ॥
শুনিঞা কীর্ত্তন আরম্ভিলা মহানৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য ॥
দেখিয়া তাহান সুখ নগরিয়াগণ।
বেঢ়িয়া চৌদিগে সভে করেন কীর্ত্তন ॥
গড়াগড়ি যায়েন শ্রীধর প্রেমরসে।
বহির্মুখ-সকল দূরেতে থাকি হাসে' ॥
কোন পাপী বোলে "হের্-দেখ ভাই-সব!
খোলাবেচা মুনিসাও হইল বৈষ্ণব ॥
পরিধান-বস্ত্র নাহি, পেটে নাহি ভাত।
লোকেরে জানায় 'ভাব হইল আমা'ত' ॥"
নগরিয়াগুলা বোলে "মাগি খাই মরে।
অকালেই দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে ॥"

এইমত পাষণ্ডীরা বল্গয়ে সদায়।
প্রতিদিন নগরিয়াগণ 'কৃষ্ণ' গায় ॥
একদিন দৈবে কাজি সেইপথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায় ॥
হরিনাম-কোলাহল চতুর্দ্দিগে মাত্র।
শুনিঞা স্মঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র ॥
কাজি বোলে "ধর ধর * আজি করোঁ কার্য্য।
আজি বা কি করে † তোর নিমাঞি-আচার্য্য ॥"
আথেব্যথে পলাইল নগরিয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহো না করে বন্ধন ॥
যাহারে পাইল কাজি, মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে ॥
কাজি বোলে "হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া ॥
ক্ষমা করি যাঙ আজি, দৈবে হৈল রাতি।
আরদিন লাগি পাইলেই লৈব‡ জাতি ॥"
এইমত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া ॥
নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া ॥
দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।
হিন্দু-কাজি-সব আরো মারে § কদর্থিয়া ॥
কেহো বোলে "হরিনাম লৈব মনেমনে।
হুড়াহুড়ি বলিয়াছে কেমন পুরাণে ॥
লঙ্ঘিলে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়।
'জাতি' করিয়াও এ-গুলার নাহি ভয় ॥

* 'সভেই বোলহ কৃষ্ণ হরে' বা 'ভাই-সব! কৃষ্ণ-বোল বোলে'। † 'হরি ও রাম রাম হরি ও রাম'। ‡ 'খোলা বেচি'।

* 'ধরো! ধরোঁ'! † 'করোঁ'। ‡ 'নাগ পাল্যে লইব সে' 'নাগ পাইলে নিমু তার' বা 'নাগালি পাইলে লৈব'। § 'আর সব মরে'।

নিমাঞিপণ্ডিত যে করেন অহঙ্কারে।
সব চূর্ণ হইবেক কাজির দুয়ারে॥
নগরেনগরে যে বুলেন * নিত্যানন্দ।
দেখ তার কোন্ দিন বাহিরায় রঙ্গ॥
উচিত বলিতে হই আমরা † 'পাষণ্ড'।
ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড ‡॥"
ভয়ে কেহো কিছু নাহি করে প্রত্যুত্তর।
প্রভুস্থানে গিয়া সভে করিলা গোচর॥
"কাজির ভয়েতে আর না করি কীর্ত্তন।
প্রতিদিন বুলে লই সহস্রেক জন॥
নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্যস্থানে।
গোচরিল এই দুই তোমার চরণে॥"
কীর্ত্তনের বাধ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র-মূর্ত্তিধর॥
হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
কর্ণ ধরি 'হরি' বোলে নগরিয়াগণ॥
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ! হও সাবধান।
এইক্ষণে চল সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থান॥
সর্ব্ব-নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখোঁ মোরে কোন্ কর্ম্ম করে কোন্ জন॥
দেখ আজি কাজির পোড়াঙ ঘরদ্বার।
কোন্ কর্ম্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার॥
প্রেমভক্তি-বৃষ্টি আজি করিব বিশাল।
পাষণ্ডীর গণের হইব আজি কাল॥
চলচল ভাইসব নগরিয়াগণ!
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন §॥

কৃষ্ণের রহস্য আজি দেখিবেক যেই।
একো মহাদীপ লই আসিবেক সেই॥
ভাঙ্গিয়া কাজির ঘর কাজির দুয়ারে।
কীর্ত্তন করিমু, দেখোঁ কোন্ কর্ম্ম করে॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস।
মুঞি বিদ্যমানেও কি ভয়ের প্রকাশ॥
তিলার্দ্ধেকো ভয় কেহো না করিহ মনে।
বিকালে আসিবে ঝাট করিয়া ভোজনে॥"
ততক্ষণে চলিলেন নগরিয়াগণ।
আনন্দে ডুবিলা * সভে, কিসের ভোজন॥
"নিমাঞিপণ্ডিত আজি নগরেনগরে।
নাচিবেন" ধ্বনি হৈল প্রতিঘরেঘরে॥
যার নৃত্য না দেখিয়া নদীয়ার লোক।
কত কোটি সহস্র করিয়া আছে শোক॥
হেন জন নাচিবেন নগরেনগরে।
আনন্দে দেউটি † বান্ধে প্রতি-ঘরেঘরে॥
বাপে বান্ধিলেও পুত্র বান্ধে আপনার।
কেহো কারে হরিষে না পারে রাখিবার॥
তা'-বড় তা'-বড় করি ‡ সভেই বান্ধেন।
বড়বড় ভাণ্ডে তৈল করিয়া লয়েন॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার।
দেউটির সংখ্যা করিবারে শক্তি কার॥
ইথি-মধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয়।
সহস্রেকো সাজাইয়া কোন জন লয়॥
হইল দেউটিময় নবদ্বীপপুর।
স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধেরো রঙ্গ বাঢ়িল প্রচুর॥

---

* 'সদা বুলে'। † 'মস্তপ'।
‡ 'নদীয়ার এত উপজিল নঙ্গ'। § 'কীর্ত্তন'।

* 'বিহ্বল'। † 'দেউড়ী' 'দিয়টি' বা 'দিয়ড়ী'।
‡ 'তার বড় তার বড়'।

এহো শক্তি আনের কি হয় কৃষ্ণ-বিনে।
তভু পাপী লোক না জানিল এতদিনে॥
ঈষত আজ্ঞায় মাত্র সর্ব্ব-নবদ্বীপ।
চলিলা দেউটি লই প্রভুর সমীপ॥
শুনি সর্ব্ব-বৈষ্ণব আইলা ততক্ষণ।
সভারে করেন আজ্ঞা শচীর নন্দন॥
"আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্যগোসাঞি।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঞি॥
মধ্যে নৃত্য করি যাইবেন হরিদাস।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান পাশ॥
তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাসপণ্ডিত।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ভিত॥"
নিত্যানন্দদিগে মাত্র চা'হিলেন প্রভু।
নিত্যানন্দ বোলে "তোমা' না ছাড়িব কভু॥
ধরিয়া বুলিব প্রভু! এই কার্য্য মোর।
তিলেকো হৃদয়ে পদ না ছাড়িব তোর॥
স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু! মোর কোন্ শক্তি।
যথা তুমি, তথা আমি, এই মোর ভক্তি॥"
প্রেমানন্দ-*ধারা দেখি নিত্যানন্দ-অঙ্গে†।
আলিঙ্গন করি রাখিলেন নিজ-সঙ্গে॥
এইমত যার যেন চিত্তের উল্লাস।
কেহো বা স্বতন্ত্র নাচে, কেহো প্রভু-পাশ॥
মন দিয়া শুন ভাই! নগরকীর্ত্তন।
যে কথা শুনিলে কর্ম্মবন্ধের খণ্ডন‡॥
গদাধর, বক্রেশ্বর, মুরারি, শ্রীবাস।
গোপীনাথ, জগদীশ, বিপ্র-গঙ্গাদাস॥
রামাই, গোবিন্দানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর।
বাসুদেব, শ্রীগর্ভ, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীধর॥
গোবিন্দ, জগদানন্দ, নন্দন-আচার্য্য।
শুক্লাম্বর-আদি যে যে জানে রহঃকার্য্য॥
অনন্ত চৈতন্যভৃত্য, কত জানি নাম।
বেদব্যাস-দ্বারে ব্যক্ত হইব পুরাণ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে প্রভু নাচে।
ইহা বর্ণিবারে কি নরের শক্তি আছে॥
অবতারো এমত কি আছে অদভুত।
যাহা প্রকাশিলেন হইয়' শচীসুত॥
তিলেতিলে বাঢ়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস।
অপরাহ্ন আসিয়া হইল পরকাশ॥
ভকতগণের চিত্তে হইল * আনন্দ।
সুখসিন্ধু-মাঝে ভাসে সব ভক্তবৃন্দ†॥
নগরে নাচিব প্রভু কমলার কান্ত।
দেখিয়া জীবের দুঃখ ঘুচিব নিতান্ত॥
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সে নৃত্য দেখিলে সর্ব্ববন্ধের মোচন॥
কাহারো নাহিক বাহ্য আনন্দ-আবেশে।
গোধূলি-সময় আসি হইল প্রবেশে॥
কোটিকোটি লোক আসি আছয়ে দুয়ারে।
পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরিধ্বনি করে॥
হুঙ্কার করিলা প্রভু শচীর নন্দন।
সুখে পরিপূর্ণ হৈল সভার শ্রবণ॥
হুঙ্কারের সুখে † সভে হইলা বিহ্বল।
'হরি' বলি সভে দীপ জ্বালিল সকল॥

---

* 'মহনের' বা 'নিত্যানন্দ'-। † 'রঙ্গে'।
‡ 'ঘুচে কর্ম্মের বন্ধন'।

* 'কি হৈল' বা 'সে হৈল'। † 'শব্দে'।

লক্ষ কোটি দীপ সব চারিদিগে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চারিদিগে 'হরি' বোলে ॥*
কি শোভা হইল সে বলিতে শক্তি কার।
কি সুখের না জানি হইল অবতার ॥
কিবা চন্দ্র শোভা করে, কিবা † দিনমণি।
কিবা তারাগণ জ্বলে, কিছুই না জানি ॥
সবে জ্যোতির্ম্ময় দেখি সকল আকাশ।
জ্যোতীরূপে কৃষ্ণ কিবা করিলা প্রকাশ ॥
'হরি' বলি ডাকিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
সকল-বৈষ্ণবগণ হইলা সত্বর ॥
করিতে লাগিলা প্রভু বেঢ়িয়া কীর্ত্তন।
সভার অঙ্গেতে মালা শ্রীফাগু চন্দন ॥
করতাল মন্দিরা সভার শোভে করে।
কোটি সিংহ জিনিঞা সভেই শক্তি ধরে ॥
চতুর্দ্দিগে আপন-বিগ্রহ ভক্তগণ।
বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
প্রভু মাত্র বাহির হইলা নৃত্যরসে।
'হরি' বলি সর্ব্বলোক মহানন্দে ভাসে ॥
সংসারের তাপ হরে' শ্রীমুখ দেখিয়া।
সর্ব্বলোক 'হরি' বোলে আলগ ‡ হইয়া ॥
জিনিঞা কন্দর্প-কোটি লাবণ্যের সীমা।
হেন নাহি, যাহা দিয়া করিব উপমা ॥
তথাপিহ বলি তান কৃপা-অনুসারে।
অন্যথা সে রূপ কহিবারে § কে বা পারে ॥
জ্যোতির্ম্ময় কনক-বিগ্রহ বেদ-সার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার ॥

চাঁচর-চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুরমধুর হাসে' জিনি সর্ব্বকলা ॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগুবিন্দু-সনে।
বাহু তুলি 'হরিহরি' বোলে শ্রীবদনে ॥
আজানুলম্বিত মালা সর্ব্ব-অঙ্গে দোলে।
সর্ব্ব-অঙ্গ তিতে পদ্মনয়নের জলে ॥
দুই মহা-ভুজ যেন কনকের স্তম্ভ।
পুলকের শোভা যেন কনক-কদম্ব ॥
সুরঙ্গ অধর অতি সুন্দর দশন।*
শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূভঙ্গ-পত্তন ॥
গজেন্দ্র জিনিঞা স্কন্ধ, হৃদয় সুপীন।
তহিঁ শোভে শুক্ল-যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ ॥
চরণারবিন্দ—রমা-তুলসীর স্থান।
পরম-নির্ম্মল-সূক্ষ্ম-বাস পরিধান ॥
উন্নত নাসিকা, সিংহ-গ্রীব মনোহর।
সভা' হৈতে সুপীত † সুদীর্ঘ ‡ কলেবর ॥
যে-সে-খানে থাকিয়া সকল লোক বোলে।
"অই ঠাকুরের কেশ শোভে নানা§-ফুলে ॥"
এতেক লোকের সে হইল সমুচ্চয়।
সরিষাও ¶ পড়িলেও তল নাহি হয় ॥
তথাপিহ হেন কৃপা হইল তখন।
সভেই দেখেন সুখে প্রভুর বদন ॥
প্রভুর শ্রীমুখ দেখি সব নারীগণ।
হুলাহুলি দিয়া 'হরি' বোলে অনুক্ষণ ॥
কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণ-ঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে ॥

* 'লক্ষ কোটি লোক সঙ্গে (মিলি) হরিহরি বোলে'।
আনন্দ সাগরে সভে ভাসে কুতুহলে ॥'
† 'শোভে, কিবা শোভে'। ‡ 'আনন্দ'।
§ 'বর্ণিবারে'।

* 'সুন্দর অধরজ্যোতি, সুন্দর বদন'। † 'সুপীন'।
‡ 'দীর্ঘ সুসংযুত'। § 'মালা'। ¶ 'সরিষপ'।

ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম-সুন্দর।
দধি দূর্ব্বা ধান্য দিব্য-বাটার উপর ॥
এইমত নদীয়ার প্রতিদ্বারেদ্বারে।
হেন নাহি জানি ইহা কোন্ জন করে ॥
বুলে স্ত্রী-পুরুষ সর্ব্বলোক প্রভু-সঙ্গে।
কেহো কাহো না জানে পরমানন্দ-রঙ্গে ॥
চোরের আছিল চিত্ত—'এই অবসরে।
আজি চুরি করিবাঙ প্রতিঘরেঘরে ॥'
সেহ * চোর পাসরিল আপন বেভার †।
'হরি' বই মুখে কারো না আইসে আর ॥
হইল সকল পথ খই-কড়ি-ময়।
কে বা করে, কে বা ফেলে, হেন রঙ্গ হয় ॥
স্তুতি-হেন না মানিহ এ-সকল-কথা।
এইমত হয়ে—কৃষ্ণ বিহরয়ে যথা ॥
নব-লক্ষ প্রাসাদ দ্বারকা রত্নময়।
নিমিষে হইল, এই ভাগবতে কয় ॥
যে-কালে যাদব-সঙ্গে সেই দ্বারকায়।
জলকেলি করিলেন এই দ্বিজরায় ॥
জগতে বিদিত হয় লবণসাগর।
ইচ্ছামাত্র হইল অমৃত-জল-ধর ॥
হরিবংশে কহেন এ সব গোপ্য-কথা।
এতেকে সন্দেহ কিছু না করিহ এথা ॥
সে-ই প্রভু নাচে নিজ কীর্ত্তনে বিহ্বল।
আপনেই উপসন্ন সকল মঙ্গল ॥
ভাগীরথীতীরে প্রভু নৃত্য করি যায়।
আগে পাছে 'হরি' বলি সর্ব্বলোকে ধায় ॥‡

আচার্য্যগোসাঞি আগে জনকথো লৈয়া।
নৃত্য করি চলিলেন পরানন্দ হৈয়া ॥
তবে হরিদাস কৃষ্ণসুখের * সাগর।
আজ্ঞায় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর † ॥
তবে নৃত্য করিয়া চলিলা শ্রীনিবাস।
কৃষ্ণসুখে পরিপূর্ণ যাহার বিলাস ॥
এইমত ভক্তগণ আগে নাচি ‡ যায়।
সভারে বেঢ়িয়া এক সম্প্রদায় গায় ॥
সকল-পশ্চাতে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
যায়েন করিয়া নৃত্য অতিমনোহর ॥
মধু-কণ্ঠ হইলেন সর্ব্বভক্তগণ।
কভু নাহি গায়ে—সেহো হইল গায়ন ॥
মুরারি, গোবিন্দ-দত্ত, রামাঞি, মুকুন্দ।
বক্রেশ্বর §, বাসুদেব-আদি যত ¶ বৃন্দ ॥
সভেই নাচেন প্রভু বেঢ়িয়া গায়েন।
আনন্দে পূর্ণিত প্রভু-সংহতি যায়েন ॥
নিত্যানন্দ গদাধর যায় দুই-পাশে।
প্রেম-সুধা-সিন্ধু-মাঝে দুইজন ভাসে ॥
চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতেনাচিতে।
লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে ॥
কোটিকোটি মহাতাপ জ্বলিতে লাগিল।
চন্দ্রের কিরণ সর্ব্বশরীরে হইল ॥
চতুর্দ্দিগে কোটিকোটি মহাদীপ জ্বলে।
কোটিকোটি লোক চতুর্দ্দিগে 'হরি' বোলে' ॥
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব্ব বিকার।
আনন্দে বিহ্বল লোক সব নদীয়ার ॥

* 'শেষে'। † 'ভাব আপনার'।
‡ 'আশে-পাশে সর্ব্বলোক হরি বলি গায়'।

* 'রসের'। † 'সত্বর'। ‡ 'বর্গ আগে চলি'।
§ 'কাশীশ্বর'। ¶ 'আর যত' বা 'আদি ভক্ত-'।

ক্ষণে হয় প্রভু-অঙ্গ সব ধূলাময় *।
নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয় †॥
সে কম্প সে ঘর্ম্ম সে বা পুলক দেখিতে।
পাষণ্ডীর চিত্তবৃত্তি করয়ে নাচিতে॥
নগরে উঠিল মহা-কৃষ্ণ-কোলাহল।
'হরি' বলি ঠাঞিঠাঞি নাচয়ে সকল॥
'হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম।'
'হরি' বলি নাচয়ে সকল ভাগ্যবান্॥
ঠাঞিঠাঞি এইমত মেলি দশ-পাঁচে।
কেহো গায়, কেহো বা'য়, কেহো মাঝে নাচে॥
লক্ষলক্ষ কোটিকোটি হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে ‡ নাচিয়া সর্ব্বনবদ্বীপে যায়॥
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ § যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥'
কেহোকেহো নাচয়ে হইয়া একমেলি।
দশে-পাঁচ নাচে কেহো ¶ দিয়া করতালি॥
দুই-হাথ জোড়া দীপ তৈলের ভাজনে।
এ বড় অদ্ভুত তালি দিলেক কেমনে॥
হেন বুঝি—বৈকুণ্ঠ আইলা নবদ্বীপে।
বৈকুণ্ঠ-স্বভাব-ধর্ম্ম পাইলেক লোকে॥
জীবমাত্র চতুর্ভুজ হইল সকল।
না জানিল কেহো, কৃষ্ণ-আনন্দে বিহ্বল॥
হস্ত যে হইল চারি, তাহো নাহি জানে।
আপনার স্মৃতি গেল তবে তালি কেনে॥

হেনমতে বৈকুণ্ঠের সুখ নবদ্বীপে *।
নাচিয়া যায়েন সভে গঙ্গার সমীপে †॥
বিজয় করিলা যেন নন্দঘোষের বালা।
বাম হাথে বাঁশী গলে কদম্বের মালা॥ ‡
এইমত কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বলোক।
পাসরিল দেহ-ধর্ম্ম—যত দুঃখ শোক॥
গড়াগড়ি যায় কেহো মালসাট্ পূরে।
কাহারো জিহ্বায় নানামত বাক্য স্ফুরে §॥
কেহো বোলে "এরে কাজি বেটা গেল কোথা।
লাগি পাঙ এখনে ছিঁড়িয়া ফেলোঁ মাথা॥"
রড় দিয়া যায় কেহো পাষণ্ডী ধরিতে।
কেহো পাষণ্ডীর নামে কিলায় মাটিতে॥
না জানি বা কত জনে ¶ মৃদঙ্গ বাজায়।
না জানি বা মহানন্দে কত জনে ‖ গায় $॥
হেন প্রেমবৃষ্টি হৈল সর্ব্ব-নদীয়ায়।
বৈকুণ্ঠসেবকো যাহা চাহে সর্ব্বথায়॥
যে সুখে বিহ্বল অজ অনন্ত শঙ্কর।
হেন-রসে ভাসে সর্ব্ব-নদীয়ানগর॥
গঙ্গাতীরেতীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে নাচি যায়॥
পৃথিবীর আনন্দে নাহিক সমুচ্চয়।
আনন্দে হইলা সর্ব্বদিগ পথময়॥
তিল-মাত্র অনাচার হেন ভূমি নাঞি।
পরম উত্থান হৈল × সর্ব্ব-ঠাঞি-ঠাঞি॥

---

* 'প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ ধূলাময়' বা 'প্রভু অঙ্গ ধূলা সর্ব্বময়'। † 'সর্ব্বাঙ্গ তিতয়'। ‡ 'আপনি'। § 'রাম'। ¶ 'সভে', 'কাহাঁ' বা 'হাথে'।

* 'সুখে নবদ্বীপ'। † 'সমীপ'।
‡ 'হাথেতে মোহন বাঁশী, গলে কদম্বমালা।'
§ 'বোলে'। ¶ 'কতেক জন'। ‖ 'কতেক জন নাচে কেবা'। $ 'গড়াগড়ি যায়'। × 'হেন'।

নাচিয়া যায়েন প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
বেঢ়িয়া গায়েন চতুর্দ্দিগে * অনুচর॥
"তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।
সারঙ্গধর! তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে॥"
চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সঙ্কীর্ত্তন।
ভক্তগণ গায়, নাচে শ্রীশচীনন্দন॥
কীর্ত্তন করেন সভে ঠাকুরের সনে।
'কোন্ দিকে যাই †' ইহা কেহো নাহি জানে॥
লক্ষ কোটি লোকে যে করয়ে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥
ব্রহ্মলোক শিবলোক বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত।
কৃষ্ণসুখে পূর্ণ হৈল, নাহি তার ‡ অন্ত॥
সপার্ষদে সর্ব্বদেব আইলা দেখিতে।
দেখিয়া মুর্চ্ছিত হৈলা সভার সহিতে॥
চৈতন্য পাইয়া ক্ষণে সর্ব্বদেবগণ।
নর-রূপে মিশাইয়া করয়ে কীর্ত্তন॥
অজ, ভব, বরুণ, কুবের, দেবরাজ।
যম, সোম-আদি যত দেবের সমাজ॥
ব্রহ্মসুখ§-স্বরূপ অপূর্ব্ব দেখি রঙ্গ।
সভে হৈলা নররূপে চৈতন্যের সঙ্গ॥
দেবে নরে একত্র হইয়া 'হরি' বোলে।
আকাশ পূরিয়া সব মহা-দীপ জ্বলে॥
কদলক-বৃক্ষ প্রতি দুয়ারে দুয়ারে।
পূর্ণ-ঘট, ধান্য, দুর্ব্বা, দীপ, আম্রসারে॥
নদীয়ার সম্পত্তি বর্ণিতে শক্তি কার।
অসংখ্য নগর ঘর চত্বর যাহার ¶॥

* 'সর্ব্বদিগে'। † 'চাহে' বা 'যায়'। ‡ 'আর'।
§ 'ব্রহ্মেশ্বর' বা 'ব্রহ্মসুর'। ¶ 'অপার' বা 'বাজার'।

একো জাতি লোক যাথে অর্ব্বুদঅর্ব্বুদ।
ইহা সংখ্যা করিবেক কেমন অবুধ॥
অবতরিবেন প্রভু জানিঞা বিধাতা।
সকল একত্র করি* থুইলেন তথা॥
স্ত্রীয়ে যত জয়কার দিয়া † বোলে 'হরি'।
তাহি লক্ষ-বৎসরেও বর্ণিতে না পারি॥
যে-সব দেখয়ে প্রভু নাচিয়া যাইতে।
তারা আর চিত্তবৃত্তি না পারে ধরিতে॥
সে কারুণ্য দেখিতে, সে ক্রন্দন শুনিতে ‡।
পরম-লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে॥
'বোল 'বোল' বলি নাচে গৌরাঙ্গসুন্দর। §
সর্ব্ব-অঙ্গে শোভে মালা অতি-মনোহর॥
যজ্ঞসূত্র, ত্রিকচ্ছ-বসন পরিধান।
ধূলায় ধূসর প্রভু কমল-নয়ান॥
মন্দাকিনী-হেন প্রেম-ধারের গমন।
চান্দেরে না লয় মন দেখি সে বদন॥ ¶
সুন্দর নাসাতে বহে অবিরত ধার।
অতিক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার॥
সুন্দর চাঁচর কেশ—বিচিত্র বন্ধন।
তহিঁ মালতীর মালা অতি-সুশোভন॥

* 'আনি', 'লৈয়া' বা 'নিঞা'।
† 'স্তিরিলোকে যত জয়কার'।
‡ 'শুনিতে সে ক্রন্দন দেখিতে'।
§ এই স্থানে একখানি পুঁথিতে এইরূপ পরিবর্ত্তিত ও অতিরিক্ত পাঠ আছে—
'বোল বোল বলি নাচে বৈকুণ্ঠের রায়।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে পড়ে ক্ষণে গড়ি যায়॥
মদনমোহন প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।"
¶ 'চাঁদের উদয় না দেখিতে সে বদন' বা 'চাঁদের লাগয়ে সাধ দেখিতে বদন'।

'জনমজনম প্রভু ! দেহ' এই দান।
হৃদয়ে রহুক এই কেলি অবিরাম ॥'
এইমত বর মাগে' সকল ভুবন।
নাচিয়া যায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
প্রিয়তম সব আগে নাচিনাচি যায়।
আপনে নাচয়ে পাছে বৈকুণ্ঠের রায় ॥
চৈতন্যপ্রভু সে ভক্ত বাড়াইতে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করয়ে আপনে ॥
এইমত মহাপ্রভু নাচিতেনাচিতে।
সভার সহিত আইসেন গঙ্গাপথে ॥
বৈকুণ্ঠনায়ক নাচে সর্ব্বনদীয়ায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ পুণ্য-কীর্ত্তি গায়॥
"হরি বোল মুগধা ! হরি বোল রে।
যাহে নাহি হয় * শমন-ভয় রে॥" (ধ্রু ॥)
এই সব কীর্ত্তনে নাচেন গৌরচন্দ্র।
ব্রহ্মাদি সেবয়ে যার পাদপদ্মদ্বন্দ্ব॥

পাহিড়া (রাগ)।

নাচে বিশ্বম্ভর, সভার † ঈশ্বর,
ভাগীরথী-তীরে তীরে।
যার পদধূলী, হই কুতূহলী,
সভেই ধরয়ে ‡ শিরে ॥ ১ ॥
(শিব শিব নাচে বিশ্বম্ভর॥ ধ্রু ॥)
অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সু-ধার,
হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি
হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া,
বোলে 'হরিহরি' বাণী ॥ ২ ॥

মদন-সুন্দর গৌর কলেবর,
দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর চিকুরে, মালা মনোহরে,
যেন দেখি পাঁচবাণ ॥ ৩ ॥
চন্দন-চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
গলে দোলে বনমালা।
ঢুলিয়া পড়য়ে, প্রেমে থির নহে,
আনন্দে শচীর বালা ॥ ৪ ॥
কাম-শরাসন, ভ্রূযুগ-পত্তন,
ভালে মলয়জ-বিন্দু।
মুকুতা-দশন, শ্রীযুত বদন,
প্রকৃতি করুণাসিন্ধু ॥৫ ॥
ক্ষণে শতশত, বিকার অদ্ভুত,
কত করিব নিশ্চয়।
অশ্রু কম্প ঘর্ম্ম, পুলক বৈবর্ণ্য
না জানি কতেক হয় ॥ ৬ ॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া, কবহুঁ রহিয়া,
অঙ্গুলি-*মুরলী বা'য়।
জিনি মত্ত গজ, চলই সহজ,
দেখি নয়ন জুড়ায় ॥ ৭ ॥
অতি-মনোহর-, যজ্ঞ-সূত্র-বর
সদয় হৃদয়ে শোভে।
এ † বুঝি অনন্ত, হই গুণবন্ত,
রহিলা পরশ-লোভে ॥ ৮ ॥
নিত্যানন্দচান্দ, মাধব-নন্দন,
শোভা করে দুই-পাশে।
যত প্রিয়গণ, করয়ে কীর্ত্তন,
সভা' চা'হি চা'হি হাসে' ॥ ৯ ॥

---

* 'যো বিনু না তরি' বা 'যাহে নাহি ছুঁয়ে'।
† 'জগত'। ‡ 'সভেই ধরল' বা 'অনন্ত ধরয়ে'।

* 'অঙ্গুলে'। † 'যে'।

যাহার কীর্ত্তন, করি অনুক্ষণ,
শিব দিগম্বর ভেলা * ।
সে প্রভু বিহরে, নগরে নগরে,
করিয়া কীর্ত্তন-খেলা ॥ ১০ ॥
যে করে যে কেশ, যে অঙ্গে † যে বেশ,
কমলা লালন ‡ করে।
সে প্রভু ধূলায়, গড়াগড়ি যায়,
প্রতি-নগরেনগরে ॥১১ ॥
লাখ কোটি দীপে §, চান্দের আলোকে,
না জানি কি ভেল ¶ সুখে।
সকল সংসার, 'হরি' বই || আর,
না বোলই কারো মুখে ॥ ১২ ॥
অপূর্ব্ব কৌতুক, দেখি সর্ব্ব লোক,
আনন্দে হইল ভোর।
সভেই সভার, চা'হিয়া বদন$,
বোলে "ভাই ! হরি বোল ॥" ১৩ ॥
প্রভুর আনন্দ, জানে নিত্যানন্দ,
যখন যেরূপ হয়।
পড়িবার বেলে, দুই বাহু মেলে,
যেন অঙ্গে প্রভু রয় ॥ ১৪ ॥
নিত্যানন্দ ধরি, বীরাসন করি,
ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে।
বামকক্ষে তালি, দিয়া কুতুহলী,
'হরিহরি' বলি হাসে' ॥ ১৫ ॥
অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে,
"মুঞি দেব নারায়ণ।
কংসাসুর মারি, মুঞি সে কংসারি,
বলি ছলিয়া বামন ॥ ১৬ ॥
সেতু-বন্ধ করি, রাবণ সংহারি,
মুঞি সে রাঘব-রায়।"
করিয়া হুঙ্কার, তত্ত্ব আপনার,
কহি চারিদিগে চা'য় ॥ ১৭ ॥
কে বুঝে সে তত্ত্ব, অচিন্ত্য মহত্ত্ব,
সেইক্ষণে কহে আন।
দন্তে তৃণ ধরি, 'প্রভুপ্রভু' বলি,
মাগয়ে ভকতি-দান ॥ ১৮ ॥
যখনে যে করে, গৌরাঙ্গসুন্দরে,
সব মনোহর * লীলা।
আপন বদনে, আপন চরণে,
অঙ্গুলি ধরিয়া খেলা ॥ ১৯ ॥
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর,
সব নবদ্বীপে নাচে।
শ্বেতদ্বীপ-নাম, নবদ্বীপ-গ্রাম,
বেদে প্রকাশিব † পাছে ॥ ২০ ॥
মন্দিরা মৃদঙ্গ, করতাল শঙ্খ,
না জানি কতেক বাজে।
মহা-হরিধ্বনি, চতুর্দ্দিগে শুনি,
মাঝে শোভে দ্বিজরাজে ॥ ২১ ॥
জয় জয় জয়, নগরকীর্ত্তন,
জয় বিশ্বম্ভর-নৃত্য।
বিংশ-পদ গীত, চৈতন্য-চরিত ‡,
জয় চৈতন্যের ভৃত্য ॥ ২২ ॥

---

* 'ভোলা'। † 'অঙ্গ'। § 'লালসা'।
§ 'দিগে'। ¶ 'কতেক'। || 'হরি'।
$ 'নয়নে, চাহিয়া বদনে'।

* 'মনোরথ'। † 'প্রকাশিয়া'।
‡ 'বিংশতি-পদ-গীত, চৈতন্যভাগবত'।

যেই-দিগে চা'য়, বিশ্বম্ভর রায় *,
সেই দিগে প্রেমে ভাসে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দচান্দ †,
গায় বৃন্দাবনদাসে ॥ ২৩ ॥
শিবশিব নাচে বিশ্বম্ভর ॥
অতিসুমঙ্গলং শিবশিবোচ্চারণম্ ‡ ॥

§

হেন-মহারঙ্গে প্রতি-নগরেনগর।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ॥
অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে করে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুণ্ঠেরে ॥
শুনিঞা বৈকুণ্ঠনাথ প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্তোষে পূর্ণিত সব হয় কলেবর ॥
পুনঃপুন 'বোল বোল' বোলে বিশ্বম্ভর।
উল্লাসে উঠয়ে প্রভু আকাশ-উপর ॥
মত্ত সিংহ ¶ জিনি কত ‖ তরঙ্গ প্রচুর ॥
দেখিতে সভার হর্ষ বাঢ়য়ে ৪ প্রচুর ॥
গঙ্গাতীরেতীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌররায় ॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি ॥
বারকোনা-ঘাটে নগরিয়া-ঘাটে গিয়া * ।
গঙ্গার নগর † দিয়া গেলা সিমুলিয়া ॥
লক্ষ কোটি মহা-দীপ চতুর্দ্দিগে জ্বরে।
লক্ষ কোটি লোক চতুর্দ্দিগে 'হরি' বোলে ॥
চন্দ্রের আলোক অতি অপূর্ব্ব দেখিতে।
দিবানিশি একো কেহো নারে নিশ্চয়িতে ‡ ॥
সকল দুয়ার শোভা করে সুমঙ্গলে।
রম্ভা, পূর্ণ-ঘট, আম্রসার, দীপ জ্বলে ॥
অন্তরীক্ষে থাকি যত স্বর্গ§দেবগণ।
চম্পক ¶ মল্লিকাপুষ্প করে বরিষণ ॥
পুষ্পবৃষ্টি হৈল, ‖ নবদ্বীপ-বসুমতী।
পুষ্পরূপে জিহ্বার সে করিল উন্নতি ॥
সুকুমার-পদাম্বুজ প্রভুর জানিঞা।
জিহ্বা প্রকাশিলা দেবী পুষ্প-রূপ হঞা ॥
আগে নাচে অদ্বৈত শ্রীবাস হরিদাস।
পাছে নাচে গৌরচন্দ্র সকল-প্রকাশ ॥
যে নগরে প্রবেশ করয়ে গৌররায় ॥
গৃহ বিত্ত $ পরিহরি শুনি × লোক ধায় ॥
দেখিয়া সে চন্দ্রমুখ জগতজীবন।
দণ্ডবত হইয়া পড়য়ে সর্ব্বজন ॥
নারীগণ হুলাহুলী দিয়া বোলে 'হরি'।
স্বামী, পুত্র গৃহ, বিত্ত + সকল পাসরি ॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ নগরিয়া ÷ নদীয়ার।
কৃষ্ণ-রস-উন্মাদ হৈল সভাকার ॥ =

---

* 'প্রভু বিশ্বম্ভর'।
† 'চৈতন্য নিতাই, বই আর নাই' বা 'হিরীচইতন্য, নিতাই ঠাকুর'। ‡ 'বাক্যোচ্চারণম্'।
§ 'কোন কোন পুঁথিতে এইখানেই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে'। ¶ 'যদুসিংহ'।
‖ 'একো' বা 'এক'। ৪ 'অঙ্গ হর্ষায়'।

* 'ঘাট নগরিয়া-ঘাট দিয়া'।
† 'কিনার', 'উপর' বা 'ও'পার'।
‡ 'না পারে লখিতে'। § 'শুদ্ধ'।
¶ 'চন্দন'। ‖ 'পূর্ণ'। $ 'বৃত্তি'।
× 'সর্ব্ব'। + 'বৃত্তি'। ÷ 'সে নগর'।
= 'কৃষ্ণের উন্মাদ সে হইল সভার'।

কেহো নাচে গায় কেহো বোলে 'হরিহরি'।
কেহো গড়াগড়ি যায় আপনা' পাসরি ॥
কেহোকেহো নানামত বাদ্য* বা'য় মুখে।
কেহো কারো কান্ধে উঠে পরানন্দসুখে ॥
কেহো কারো চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে।
কেহো কারো চরণ আপন কেশে বান্ধে ॥
কেহো দণ্ডবত হয় কাহারো চরণে।
কেহো কোলাকোলী বা করয়ে কারো সনে ॥
কেহো বোলে "মুঞি এই নিমাঞিপণ্ডিত।
জগত উদ্ধার লাগি হইলুঁ বিদিত ॥"
কেহো বোলে "আমি শ্বেতদ্বীপের বৈষ্ণব।"
কেহো বোলে "আমি বৈকুণ্ঠের পারিষদ ॥"
কেহো বোলে "এবে কাজি বেটা গেল কোথা।
নাগালি পাইলে আজি চূর্ণ করোঁ মাথা ॥"
পাষণ্ডী ধরিতে কেহো রড় দিয়া যায়।
"ধর ধর এই পাপ পাষণ্ডী পলায় ॥"
বৃক্ষের উপরে গিয়া কেহোকেহো † চড়ে।
যূথেযূথে কেহো ‡ কেহো লাফ দিয়া পড়ে ॥
পাষণ্ডীরে ক্রোধ করি কেহো ভাঙ্গে ডাল।
কেহো বোলে "এই মুঞি পাষণ্ডীর কাল ॥
অলৌকিক শব্দ কেহো উচ্চ করি বোলে।
যমরাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহো চলে ॥
সেইখানে থাকি বোলে "আরে যমদূত!
বোল গিয়া যথা তোর আছে সূর্য্যসুত § ॥
বৈকুণ্ঠনায়ক অবতরি শচী-ঘরে।
আপনি কীর্ত্তন করে নগরেনগরে ॥

যে-নাম-প্রভাবে তোর ধর্ম্মরাজ যম।
যে-নামে তরিল অজামিল বিপ্রাধম ॥
হেন নাম সর্ব্বমুখে প্রভু বোলাইল।
উচ্চারণে শক্তি নাহি, সে তাহা * শুনিল ॥
প্রাণি-মাত্র কেহো যদি কর' † অধিকার।
মোর দোষ নাহি তবে করিমু সংহার ॥
ঝাট কহ গিয়া যথা আছে চিত্রগুপ্ত।
পাপীর লিখন সব ঝাট করু ‡ লুপ্ত ॥
যে-নাম-প্রভাবে তীর্থ-রাজ § বারাণসী।
যাহা গায় শুদ্ধসত্ব-শ্বেতদ্বীপবাসী ॥
সর্ব্ব-বন্দ্য মহেশ্বর যে-নাম-প্রভাবে।
হেন নাম সর্ব্বলোকে শুনে বোলে এবে ॥
হেন নাম লও, ছাড় পর¶-অপকার।
ভজ বিশ্বম্ভর, নহে করিমু সংহার ॥"
আর জন-দশ-বিশে ‖ রড় দিয়া যায়।
"ধরধর কোথা কাজি ভাগিয়া পলায় ॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন যে যে পাপী নাহি মানে'।
কোথা গেল সে-সকল পাষণ্ডী এখনে ॥"
মাটিতে কিলায় কেহো 'পাষণ্ডী' বলিয়া।
'হরি' বলি বুলে ※ পুন হুঙ্কার করিয়া ॥
এইমত কৃষ্ণের উন্মাদে সর্ব্বক্ষণ।
কিবা বোলে কিবা করে নাহিক স্মরণ ॥
নগরিয়া-সকলের উন্মাদ দেখিয়া।
মরয়ে পাষণ্ডী সব × জ্বলিয়া-পুড়িয়া ॥
সকল পাষণ্ডী মেলি গণে' মনেমনে।
"গোসাঞি করেন কাজি আইসে এখনে ॥

* 'গায় কেহো নাচে কেহো'। † 'ডালে'। ‡ 'যূথে পুনঃপুন'। § 'পুত্র'।

* 'যার শক্তি নাহি সে'। † 'কারে যদি করে'। ‡ 'করু'। § 'তৈল তীর্থ'। ¶ 'সর্ব্ব'। ‖ 'সব দিশে'। ※ 'ধায়'। × 'আরো'।

কোথা যায় রঙ্গ ঢঙ্গ, কোথা যায় ডাক।
কোথা যায় নাট গীত, কোথা যায় ঝাঁক ॥
কোথা যায় কলা-পোঁতা ঘট আম্রসার।
এ সকল বচনের শুধি তবে ধার ॥
যত দেখ মহাতাপ দিউটী সকল।
যত দেখ ছের সব ভাবক-মণ্ডল ॥
গণ্ডগোল শুনিঞা আইসে কাজি যবে।
সভার গঙ্গায় ঝাপ দেখিবাও * তবে ॥"
কেহো বোলে "মুঞি তবে খুলিতে † থাকিয়া।
নগরিয়া-সব দেও গলায় বান্ধিয়া ॥"
কেহো বোলে "চল যাই কাজিরে কহিতে।"
কেহো বোলে "যুক্ত নহে এমত করিতে ॥"
কেহো বোলে "ভাইসব! এক যুক্তি আছে।
সভে রড় দিয়া যাই ভাবকের কাছে ॥
'আইসে করিয়া কাজি' বচন তোলাই।
তবে একজনাও না রহিব তার ঠাই ॥"
এইমত পাষণ্ডী আপনা' খায় মনে ‡।
চৈতন্যের গণ মত্ত শ্রীহরিকীর্ত্তনে ॥
সভার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
আনন্দে গায়েন 'কৃষ্ণ' সভে হই ভোলা ॥
নদীয়ার একান্ত নগর সিমুলিয়া।
নাচিতেনাচিতে প্রভু উত্তরিলাসিয়া ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ হরি-‡হরি-ধ্বনি শুনি ¶।
হুঙ্কার করিয়া নাচে দ্বিজ-কুল-মণি ॥

সে কমল-নয়নে বা কত আছে জল।
কতেক বা ধারা বহে পরম-নির্ম্মল ॥
কম্প-ভাবে উঠে পড়ে অন্তরীক্ষ হৈতে।
কান্দে নিত্যানন্দ প্রভু না পারে ধরিতে ॥
শেষে বা যে হয় মূর্চ্ছা আনন্দ-সহিত।
প্রহরেক ধাতু নাহি, সভে চমকিত ॥
এইমত অপূর্ব্ব দেখিয়া সর্ব্বজন।
সভেই বোলেন "এ পুরুষ নারায়ণ ॥"
কেহো বোলে "নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন।"
কেহো বলে "যে-তে হউ—মনুষ্য নহেন ॥"
এইমত বোলে যেন যার অনুভব।
অত্যন্ত তার্কিক বোলে "পরম বৈষ্ণব ॥"
বাহ্য নাহি প্রভুর "পরম-ভক্তি-রসে।
বাহু তুলি হরি-বোল * হরি-বোল ঘোষে' ॥
শ্রীমুখের বচন শুনিঞা একবারে।
সর্ব্বলোকে হরিধ্বনি '†' বোলে উচ্চস্বরে ॥
গৌরাঙ্গসুন্দর যায়ে যে-দিগে নাচিয়া।
সেই দিগে সর্ব্বলোকে চলয়ে ধাইয়া ॥
কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে ‡ প্রচুর ॥
কাজি বোলে "জান' ভাই! কি গীত§ বাজন।
কিবা কারো বিভা,' কিবা ভূতের কীর্ত্তন ॥
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানি।
ঝাট জানি আয় ¶ তবে চলিব আপনি ॥"
কাজির আদেশে তার ॥ অনুচর ধায়।
সমৃদ্ধ দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায় ॥

* 'দেখি বল'।
† 'খুজিতে,' 'খুনিতে', 'নিকটে, 'শুনিতে' বা 'খুনেতে'।
§ 'ধাই মরে'। § 'মুখে'।
¶ 'লোকে হরি-হরি-ধ্বনি'।

* 'বলি'। † 'বোল' বা 'হরি'।
‡ 'বাদ্য কোলাহল শব্দ হইল'।
§ 'শুন ভাই! কিসের'। ¶ 'আও'। ॥ 'তবে'।

অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বোলে "কাজি মার।"
ডরে ফেলাইল তবে বেষ্টন * মাথার॥
রড় দিয়া কাজিরে কহিল ঝাট গিয়া।
'কি কর' চলহ ঝাট যাই পলাইয়া॥
কোটিকোটি লোক সঙ্গে নিমাঞিঃ-আচার্য্য।
সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কার্য্য॥
লাখলাখ মহাতাপ দেউটী † সব জ্বলে।
লাখ কোটি লোক মেলি হিন্দুয়ানি বোলে॥
দুয়ারেদুয়ারে কলা ঘট আম্রসার।
পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ার॥
না জানি কতেক খই কড়ি ফুল পড়ে।
বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উফড়ে॥
হেন‡মত নদীয়ার নগরেনগরে।
রাজা আসিতেও কেহো এমত না করে॥
সব ভাবকের বড় নিমাঞিঃপণ্ডিত।
সভে চলে সে নাচিয়া যায়ে § যেই ভিত॥
যে সকল নগরিয়া মারিল ¶ আমরা।
আজি 'কাজি মার' বলি আইসে তাহারা॥
একো যে হুঙ্কার করে নিমাঞিঃ-আচার্য্য।
সেই সে হিন্দুর ভূত, এ ‖ তাহার কার্য্য॥"
কেহো বোলে "বামনা এতেক কান্দে কেনে।
বামনের দুই চক্ষে নদী বহে যেনে॥"
কেহো বোলে "বামন আছাড় যত খায়।
সেই দুঃখে কান্দে হেন বুঝিয়ে সদায়॥"
কেহো বোলে "বামন দেখিতে লাগে ভয়।
গিলিতে আইসে যেন, দেখি কম্প হয়॥"

কাজি বোলে "হেন বুঝি নিমাঞিঃপণ্ডিত।
বিহা করিবারে বা চলিলা কোন ভিত॥
এবা নহে—মোরে লঙ্ঘি হিন্দুয়ানি করে।
তবে জাতি নিমু আজি সভার নগরে॥"
(এইমত যুক্তি কাজি করে সর্ব্ব-গণে।
মহাবাদ্যকোলাহল শুনি ততক্ষণে॥)
সর্ব্বলোকচূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিতে * যথা কাজির নগর॥
কোটিকোটি হরিধ্বনি মহাকোলাহল।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালাদি পূরিল সকল॥
শুনিঞা কম্পিত কাজি গণ-সহে ধায়।
সর্প-ভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥
পূরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভর-গণে।
ভয়ে পলাইতে কেহো দিগ নাহি জানে॥
মাথার ফেলিয়া † পাগ কেহো সেই মেলে।
অলক্ষিতে নাচয়ে, অন্তরে প্রাণ হালে ‡॥
যার দাড়ি আছে সে হইয়া অধোমুখ।
নাচে § মাথা নাহি তোলে, তার¶হালে বুক॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক কে বা কারে চিনে।
আপনার দেহমাত্র কেহো নাহি জানে॥
সভেই নাচেন সভে গায়েন কৌতুকে।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া 'হরি' বোলে সর্ব্বলোকে॥
আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর॥
ক্রোধে বোলে প্রভু "আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন' ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা॥

* 'বেঠন'। † 'দীপ'। ‡ 'এব'। § 'চলে'। ¶ 'মারিয়ে'। ‖ 'যে'।

* 'নাচিয়া'। † 'মাথার বান্ধিয়া'। ‡ 'হেলে'। § 'লাজে'। ¶ 'ডরে'।

নির্ব্বন করোঁ। আজি সকল ভুবন ।
পূর্ব্বে যেন বধ কৈলুঁ * সে কালযবন ॥
প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ” প্রভু বোলে বারেবার ॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন ।
আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক হেন আছে কোন্ জন ॥
মহামত্ত সর্ব্বলোক চৈতন্যের রসে ।
ঘরে উঠিলেন সভে প্রভুর আদেশে ॥
কেহো ঘর ভাঙ্গে কেহো ভাঙ্গয়ে দুয়ার।
কেহো লাথি মারে কেহো করয়ে হুঙ্কার ॥
আম্র-পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহো ফেলে ।
কেহো কদলক-বন ভাঙ্গি ‘হরি’ বোলে † ॥
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষলক্ষ লোক গিয়া ।
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া ॥
পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া ।
‘হরি’ বলি নাচে সব শ্রুতিমূলে দিয়া ॥
একটি ‡ করিয়া পত্র সর্ব্বলোকে নিতে § ।
কিছু না রহিল আর কাজির বাড়ীতে ॥
ভাঙ্গিলেন সব যত বাহিরের ঘর ।
প্রভু বোলে “অগ্নি দেহ’ বাড়ীর ভিতর ॥
পুড়িয়া মরুক সর্ব্ব-গণের সহিতে ।
সর্ব্ব বাড়ী বেড়ি অগ্নি দেহ’ চারিভিতে ॥
দেখোঁ মোরে কি করে উহার ¶ নরপতি ।
দেখোঁ আজি কোন্ জনে করে অব্যাহতি ॥
যম কাল মৃত্যু—মোর সেবকের দাস ।
মোর দৃষ্টিপাতে হয় সভার প্রকাশ ॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহোর অবতার ।
কীর্ত্তনবিরোধি-পাপী করিমু সংহার ॥
সর্ব্বপাতকীও যদি করয়ে কীর্ত্তন ।
অবশ্য তাহার মুক্তি করিমু স্মরণ ॥
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী যে যে জন ।
সংহারিমু সব যদি না করে কীর্ত্তন ॥
অগ্নি দেহ’ ঘরে তোরা না করিহ ভয় ।
আজি সব যবনের করিমু প্রলয় ॥”
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ সর্ব্বভক্তগণ ।
গলায় বান্ধিয়া বস্ত্র পড়িলা তখন ॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া সকল ভক্তগণ ।
প্রভুর চরণারবিন্দে * করে নিবেদন ॥
“তোমার প্রধান অংশ প্রভু সঙ্কর্ষণ ।
তাঁহার † অকালে ক্রোধ না হয় কখন ॥
যে-কালে হইব সর্ব্বসৃষ্টির সংহার ।
সঙ্কর্ষণ ক্রোধে হন রুদ্র-অবতার ॥
যে রুদ্র সকল সৃষ্টি ক্ষণেকে সংহরে ।
শেষে তিঁহো আসি মিলে তোমার শরীরে ॥
অংশাংশের ‡ ক্রোধে যার সকল সংহরে ।
সে তুমি করিলে ক্রোধ কোন্ জন্ § তরে ॥
‘অক্রোধ পরমানন্দ তুমি’ বেদে গায়।
বেদবাক্য প্রভু ঘুচাইতে না জুয়ায় ॥
ব্রহ্মাদিও তোমার ক্রোধের নহে পাত্র ।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তোমার লীলা-মাত্র ॥
করিলা ত কাজির অনেক অপমান ।
আর যদি ঘটে ¶ তবে সংহারিহ প্রাণ ॥”

* ‘বধি কৈল’। † ‘ভাঙ্গি ফেলে বলে’।
‡ ‘একোটি’। § ‘সভাকারে দিতে’।
¶ ‘উহার’।

* ‘চরণে সভে’। † ‘তোহারে’। ‡ ‘অংশাদির’।
§ ‘কোন্ জনের’। ¶ ‘ঘাটে’।

"জয় বিশ্বম্ভর মহারাজরাজেশ্বর।
জয় সর্ব্বলোকনাথ শ্রীগৌরসুন্দর ॥
জয়জয় অনন্তশয়ন রমাকান্ত।"
বাহু তুলি স্তুতি করে সকল মহান্ত ॥
হাসে' মহাপ্রভু সর্ব্বদাসের বচনে।
'হরি' বলি নৃত্যরসে চলিলা তখনে ॥
কাজিরে করিয়া দণ্ড সর্ব্ব-লোক-রায়।
সঙ্কীর্ত্তনরসে সর্ব্ব-গণে * নাচি যায় ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
'রাম কৃষ্ণ জয় ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল ॥'
কাজির ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব্ব-নগরিয়া।
মহানন্দে 'হরি' বলি যায়েন নাচিয়া ॥
পাষণ্ডীর হইল পরম চিত্তভঙ্গ।
পাষণ্ডী বিষাদ ভাবে', বৈষ্ণবের রঙ্গ ॥
"জয় কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি বনমালী।"
গায় সব নগরিয়া দিয়া হাথে তালী ॥
জয়-কোলাহল প্রতিনগরেনগরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দসাগরে ॥
কে বা কোন্ দিগে নাচে, কে বা গায় বা'য়।
হেন নাহি জানি কোন্ দিগে কে বা ধায় ॥
আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে ভক্তগণ।
শেষে † চলে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
কীর্ত্তনীয়া—ব্রহ্মা শিব অনন্ত আপনি।
নৃত্য করে সর্ব্ব-বৈকুণ্ঠের ‡ চূড়ামণি ॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু § না করিহ মনে।
সেই প্রভু কহিয়াছে কৃপায় আপনে ॥

অনন্ত অর্ব্বুদ লোকে সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা শঙ্খবণিক-নগর ॥
শঙ্খবণিকের পুরে উঠিল আনন্দ।
'হরি' বলি বাজায় মৃদঙ্গ ঘণ্টা শঙ্খ ॥
পুষ্পময় পথে নাচি চলে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিগে জ্বলে দীপ পরম-সুন্দর ॥
সে চন্দ্রের শোভাও কি কহিবারে পারি।
যাহাতে কীর্ত্তন করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
প্রতিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ রম্ভা আম্রসার।
নারীগণে 'হরি' বলি দেই জয়কার ॥
এইমত সকল * নগরে শোভা করে।
আইলা ঠাকুর তন্ত্রবায়ের নগরে ॥
উঠিল মঙ্গলধ্বনি জয়কোলাহল।
তন্ত্রবায়-সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥
নাচে সব নগরিয়া দিয়া করতালী।
"হরি বোল মুকুন্দ গোপাল † বনমালী ॥"
সর্ব্বমুখে হরিনাম শুনি প্রভু হাসে'।
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে ॥
ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের সার।
উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাহার দুয়ার ॥
সবে এক লৌহপাত্র ‡ আছয়ে দুয়ারে।
কত ঠাঞি তালি তাহা চোরেও না হরে' ॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে।
জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে ॥
ভক্তপ্রেম বুঝাইতে শ্রীশচীনন্দন।
লৌহপাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ § ॥

---

* 'দিগে'। † 'পাছে'।
‡ 'প্রভু বৈষ্ণবের'। § 'কেহো'।

* 'নগরে'। † 'মুরারি'। ‡ 'জলপাত্র তাঁর'।
§ 'তুলি প্রভু লইলেন তখন' বা 'তুলিয়া আনিল ততক্ষণ'।

জল পিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার।
কার্ শক্তি আছে তাহা 'নয়' করিবার ॥
'মইলুঁ' মইলুঁ' * বলি ডাকয়ে শ্রীধর।
"মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর॥"
বলিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সুকৃতি শ্রীধর।
প্রভু বোলে "শুদ্ধ মোর আজি কলেবর॥
আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে।
শ্রীধরের জলপান করিলোঁ যখনে ॥
এখনে সে বিষ্ণুভক্তি হইল আমার।"
কহিতেকহিতে পড়ে নয়নে সু-ধার ॥
'বৈষ্ণবের জল-পানে বিষ্ণুভক্তি হয়।'
সভারে বুঝায় প্রভু গৌরাঙ্গ সদয় † ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—আদিখণ্ডে (৩১।১১২)—
"প্রার্থয়েদ্ বৈষ্ণবস্যান্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ ॥".॥

অনুবাদ।

বিচক্ষণ ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে বিশুদ্ধ হইবার বাসনায় পরম-যত্নে বৈষ্ণবের অন্ন প্রার্থনা করিবে, তাহার অভাবে (বৈষ্ণবের) জল পান করিবে ॥ ১ ॥

ভকতবাৎসল্য দেখি সর্ব্বভক্তগণ।
সভার উঠিল মহা-আনন্দ-ক্রন্দন ॥
নিত্যানন্দ গদাধর পড়িলা কান্দিয়া।
অদ্বৈত শ্রীবাস কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥
কান্দে হরিদাস গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর।
মুরারি মুকুন্দ কান্দে শ্রীচন্দ্রশেখর ॥
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীগর্ভ শ্রীমান্।
কান্দে কাশীশ্বর ‡ শ্রীজগদানন্দ রাম ॥

জগদীশ গোপীনাথ কান্দেন নন্দন।
শুক্লাম্বর গরুড় কান্দয়ে সর্ব্বজন ॥
লক্ষ কোটি লোক কান্দে শিরে দিয়া হাথ।
"কৃষ্ণ রে ঠাকুর মোর অনাথের নাথ ॥"
কি হৈল বলিতে নারি শ্রীধরের বাসে।
সর্ব্বভাবে প্রেমভক্তি হইল প্রকাশে ॥
'কৃষ্ণ' বলি কান্দে সর্ব্বজগত হরিষে।
সকল্প হইল সিদ্ধ, গৌরচন্দ্র হাসে' ॥
দেখ সব ভাই! এই ভক্তের মহিমা।
ভক্তবাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা ॥
লৌহময় জলপাত্র, * বাহিরের জল।
পরম-আদরে পান কৈলেন সকল ॥
পরমার্থে পান-ইচ্ছা হইল যখনে।
শুদ্ধামৃত ভক্ত †-জল হইল তখনে ॥
ভক্তি বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল।
পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্ম্মল ॥
দাম্ভিকের রত্নপাত্র দিব্য-জল-সনে।
আছুক পিবার কার্য্য, না দেখে নয়নে ॥
যে-সে দ্রব্য সেবকের সর্ব্বভাবে খায়।
নৈবেদ্যাদি-বিধিরো অপেক্ষা নাহি চায় ॥
অন্ন দেখি দাসে না দিলেও বলে খায়।
তার সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ দ্বারকায় ॥
অবশেষো সেবকের করে আত্মসাথ।
তার সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির-শাক ॥
সেবক কৃষ্ণের পিতা মাতা পত্নী ভাই।
দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই ॥
যে রূপ চিন্তয়ে দাসে, সে-ই রূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণ করিবারে পারয়ে বিক্রয় ॥

* 'মইলোঁ মইলোঁ'। † 'সবায়'। ‡ 'কাশীমিশ্র'।

* 'লৌহ-জলপাত্র তাতে'। † 'ভক্তি'।

'সেবকবৎসল প্রভু' চারিবেদে গায়।
সেবকের স্থানে প্রভু প্রকাশ সদায়॥
নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্যভাবে কৃষ্ণে কর' * অনুরাগ॥
অল্প হেন না মানিহ 'কৃষ্ণদাস' নাম।
অল্প-ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥
বহু কোটি জন্ম যে করিল নিজ ধর্ম্ম।
অহিংসায় অমায়ায় করে সর্ব্ব কর্ম্ম॥
অহর্নিশ দাস্যভাবে যে করে প্রার্থন।
গঙ্গা লভ্য হয় কালে বলি 'নারায়ণ'॥
তবে হয় মুক্ত†—সর্ব্ববন্ধের বিনাশ।
মুক্ত হৈলে সেই হয় ‡ গোবিন্দের দাস॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত-সবো লীলাতনু করি কৃষ্ণ ভজে॥

তথাচোক্তং সর্ব্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—
"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥" ২॥ ইতি। §

অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর-সমান।
ভক্তস্থানে পরাভব মাগে' ¶ ভগবান্॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্তুতিমালা।
'ভক্ত'-হেন স্তুতির না ধরে কেহো কলা॥
'দাস'-নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ সভার।
ধরণীধরেন্দ্রো চাহে দাস-অধিকার॥
এ সব ঈশ্বর-তুল্য স্বভাবেই ভক্ত।
তথাপিহ ভক্ত হইবারে অনুরক্ত॥

হেন ভক্ত অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
পাপী সব দুঃখ পায় নিজ-কর্ম্ম*-দোষে॥
কৃষ্ণের সন্তোষ বড় 'ভক্ত' হেন নামে।
কৃষ্ণচন্দ্র বই ভক্তি † আর কে বা জানে॥
উদর-ভরণ লাগি এবে পাপী সব।
লওয়ায় ‡ 'ঈশ্বর আমি',—মূলে জরদগব॥
গর্দ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহো বোলে "আমি রঘুনাথ, ভাব' গিয়া॥"
কুকুরের ভক্ষ্য দেহ,—ইহারে লইয়া।
বোলায় 'ঈশ্বর' বিষ্ণুমায়ামুগ্ধ হৈয়া॥
সর্ব্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচীনন্দন।
দেখ তাঁর শক্তি এই ভরিয়া নয়ন॥
ইচ্ছামাত্র কোটিকোটি সমৃদ্ধ হইল।
কত কোটি মহাদীপ § জ্বলিতে লাগিল॥
কে বা রুইলেক কলা প্রতিঘরেঘরে ¶।
কে বা গায় বা'য় কে বা পুষ্পবৃষ্টি করে॥
করিলেন মাত্র শ্রীধরের জল-পান।
কি হইল না জানি প্রেমের অধিষ্ঠান॥
ভকতবাৎসল্য দেখি ত্রিভুবন কান্দে।
ভূমিতে লোটায় কেহো কেশ নাহি বান্ধে॥
শ্রীধর কান্দয়ে তৃণ ধরিয়া দশনে।
উচ্চ করি 'হরি' বোলে সজল-নয়নে॥
"কি জল করিল পান ত্রিদশের রায়।"
নাচয়ে শ্রীধর কান্দে করে "হায় হায়॥"
ভক্তজল পান করি প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর-অঙ্গনে নাচে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর॥

* 'হয় কৃষ্ণ-'। † 'মুক্তি'। ‡ 'হইলে সে হই'।
§ টীকা ও অনুবাদ ২৮১।২৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ¶ 'মানে'।

* 'দৈব' বা 'দৈর্ব'। † 'বৈ ভক্ত'।
‡ 'বোলায়'। § 'মহাতাপ'। ¶ 'দ্বারে দ্বারে'।

প্রিয়গণে* চতুর্দ্দিগে গায় মহা-রসে।
নিত্যানন্দ গদাধর শোভে দুই পাশে॥
খোলাবেচা-সেবকের দেখ ভাগ্য-সীমা।
ব্রহ্মা শিব কান্দে যার দেখিয়া মহিমা॥
ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে৷ নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞি॥

জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি।
নগরে আইলা পুন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
নাচে গৌরচন্দ্র ভক্তিরসের ঠাকুর।
চতুর্দ্দিগে হরিধ্বনি শুনিএ প্রচুর॥
সর্ব্ব লোক জিনে ‡ নবদ্বীপের শোভায়।
হরি-বোল শুনি মাত্র সভার জিহ্বায়॥
যে সুখে বিহ্বল শুক নারদ শঙ্কর।
সে সুখে বিহ্বল সব নদীয়ানগর॥
সর্ব্বনদীয়ায় নাচে ত্রিভুবন-রায়।
গাদিগাছা-পারডাঙ্গা-আদি দিয়া যায়॥
‘এক নিশা’ হেন জ্ঞান না করিহ মনে।
কত কল্প গেল সেই নিশির কীর্ত্তনে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কিছু অসম্ভব § নয়।
ভ্রূভঙ্গে যাহার হয় ব্রহ্মার ¶ প্রলয়॥
মহাভাগ্যবানে সে এ ‖ সব তত্ত্ব $ জানে।
সূক্ষ্ম × তর্কবাদী পাপী কিছুই না মানে'॥
যে নগরে নাচে বৈকুণ্ঠের অধিরাজ।
তাহারা ভাসয়ে পরানন্দ-সিন্ধু-মাঝ॥
সে হুঙ্কার সে গর্জ্জন সে প্রেমের জল।
দেখিয়া কান্দয়ে স্ত্রী পুরুষ সকল॥

কেহো বোলে "শচীর চরণে নমস্কার।
হেন মহাপুরুষ জন্মিলা গর্ভে যাঁর॥"
কেহো বোলে "জগন্নাথমিশ্র পুণ্যবন্ত।"
কেহো বোলে "নদীয়ার ভাগ্যের নাহি
অন্ত॥"*

এইমত বলি সভে দেই জয়কার।
সর্ব্বলোক ‘হরি’ বই না বোলয়ে আর॥
প্রভু দেখি সর্ব্বলোক দণ্ডবত হৈয়া।
পড়য়ে পুরুষ-স্ত্রীয়ে বালক লইয়া॥
শুভদৃষ্টি গৌরচন্দ্র করি † সভাকারে।
স্বানুভাবানন্দে প্রভু কীর্ত্তন ‡ বিহরে॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
‘আবির্ভাব’ ‘তিরোভাব’ এই কহে বেদ॥
যেখানে যে রূপে ভক্তগণে করে ধ্যান।
সেই খানে সে-ই রূপে প্রভু বিদ্যমান॥

তথাহি (ভা॰ ৩।৯।১১)—

"যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় ! বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥" ৩॥

টীকা।

যদ্যদিতি। তে—ভক্তাঃ, ধিয়া—মনসা, যদ্যদ্বপুঃ, বিভাবয়ন্তি—চিন্তয়ন্তি, ত্বং তৎ তৎ, প্রণয়সে—প্রকর্ষেণ তৎসমীপে নয়সি প্রকটয়সীত্যর্থঃ। ননু ঈশ্বরোঽহং কথমেবং তেষাং বশঃ স্যাম্? তত্রাহ, সদনুগ্রহায়েতি; সৎসু তেষু অনুগ্রহ এব বশত্বে কারণং, নান্যদিতি ভাবঃ। ননু শ্রুতমাত্রেণ মম কথং বহূনাং রূপাণাং জ্ঞানং স্যাৎ, তদভাবে চ কথমেকতরনিষ্ঠা স্যাৎ? তত্রাহ উরুগায়েতি; যেষেন ত্বম্ উরুধৈব গীয়স ইতি। ৩।

---

* ‘ভক্তগণ’। † ‘চৈতন্যে’। ‡ ‘জিনি’।
§ ‘অসম্ভাব্য’। ¶ ‘ব্রহ্মাণ্ড’।
‖ ‘ভাগ্যবান্ যে সে’। $ ‘মর্ম্ম’। × ‘শুষ্ক’।

* ইহার পরে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"এইমত লীলা প্রভু কত কল্প কৈলা।
সভে বোলে আজি রাত্রি প্রভাত না হইলা॥"
† ‘করে’। ‡ ‘হরিকীর্ত্তনে’।

অনুবাদ

হে উরুগায়! তোমার সেই ভক্তগণ মন দিয়া তোমার যে যে মূর্ত্তি চিন্তা করেন, তুমি সেই সকল সাধুজনকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত সে-ই সে-ই মূর্ত্তি লইয়া তাঁহাদিগের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া থাক ॥ ৩ ॥

অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যার ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে॥
মধ্যখণ্ড-কথা বড় অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড॥
ভক্ত লাগি প্রভুর সকল অবতার।
ভক্ত বই কৃষ্ণ-মর্ম্ম * না জানয়ে আর॥
কোটি জন্ম যদি যোগ তপ করি মরে †।
ভক্তি বিনে কোন কর্ম্ম ফল নাহি ধরে॥
হেন 'ভক্তি' বিনে-ভক্ত-সেবিলে না হয়।
অতএব ভক্ত-সেবা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
আদিদেব জয়জয় নিত্যানন্দরায়।
চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
কেহো বোলে "নিত্যানন্দ বলরাম-সম।"
কেহো বোলে "চৈতন্যের বড় প্রিয়তম॥"
কেহো বোলে "মহাতেজী অংশ ‡ অধিকারী।"
কেহো বোলে "কোন রূপ বুঝিতে না পারি॥"
কিবা জীব নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত § জ্ঞানী।
যার যেনমত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তভু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥
চৈতন্যপ্রিয়ের পা'য়ে মোর নমস্কার।
অবধূতচন্দ্র প্রভু হউক আমার॥
চৈতন্যের কৃপায় সে নিত্যানন্দ চিনি।
নিত্যানন্দ জানাইলে গৌরচন্দ্র জানি॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র—শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র—কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ॥
নিত্যানন্দস্বরূপে সে চৈতন্যের ভক্তি।
সর্ব্বভাবে করিতে * ধরয়ে প্রভু শক্তি †॥
চৈতন্যের যত প্রিয় সেবক-প্রধান।
তাহানা সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের আখ্যান॥
তবে যে দেখহ হের অন্যোহন্যে বাজে।
রঙ্গ করে কৃষ্ণচন্দ্র, ‡ কেহো নাহি বুঝে॥
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
অন্য বৈষ্ণবের নিন্দে' সে-ই যায় ক্ষয়॥
সর্ব্বভাবে ভজে কৃষ্ণ যে কারে § না নিন্দে'।
সেই সে গণনা ¶ পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে॥
অদ্বৈতচরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার॥
সর্ব্বগোষ্ঠিসহিত গৌরাঙ্গ জয়জয়।
শুনিলেই মধ্যখণ্ড ভক্তি লভ্য হয়॥
অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া নিন্দে' গদাধর।
সে অধম কভো নহে অদ্বৈতকিঙ্কর॥
চৈতন্যচন্দ্রের কথা অমৃতমধুর।
সকল জীবের মনে বাঢ়ুক প্রচুর॥

---

* 'কর্ম্ম' বা 'ধর্ম্ম'। † 'যোগ যজ্ঞ তপ করে'। ‡ 'তেজীয়াংশ'। § 'ব্রহ্ম-'।

* 'ধরিতে'। † 'প্রেমভক্তি'। ‡ 'কৃষ্ণ ইহা' বা 'গৌরচন্দ্র'। § 'কাহো'। ¶ 'সেই সব গণ' বা 'সেই ত কারণে'।

শুনিলে চৈতন্যকথা যার হয় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-শ্রীমুখ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীধরজলপানাদি-বর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়।

—:*:—

জয় জয় জয় গৌর-সিংহ মহাধীর।
জয়জয় শিষ্ট-পাল জয় দুষ্ট-বীর ॥
জয় জগন্নাথ-পুত্র শ্রীশচীনন্দন।
জয় জয় জয় পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥
জয়জয় শ্রীজগদানন্দের জীবন।
জয় হরিদাস-কাশীশ্বর-প্রাণ ধন ॥
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু সর্ব্ব-তাত।
যে বোলে 'তোমার' * প্রভু! তার হও নাথ ॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
বিদিত-কীর্ত্তন প্রভু হইলা সদায় ॥
হেন সে হইলা প্রভু হরিসঙ্কীর্ত্তনে।
নাম শুনি † মাত্র প্রভু পড়ে যে-তে স্থানে ॥
কি নগরে কি চত্বরে ‡ কিবা জলে বনে।
নিরন্তর অশ্রুধারা বহে শ্রীনয়নে ॥
আপ্তগণে রক্ষিয়া বুলেন নিরন্তর।
ভক্তিরসময় হইলেন § বিশ্বম্ভর ॥
কেহো মাত্র কোনরূপে যদি বোলে 'হরি'।
শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা' পাসরি ॥

মহাকম্প অশ্রু হয় পুলক সর্ব্বাঙ্গে।
গড়াগড়ি যায়েন নগরে মহারঙ্গে ॥
যে আবেশ দেখিলে ব্রহ্মাদি ধন্য হয়।
তাহা দেখে নদীয়ার লোক-সমুচ্চয় ॥
শেষে অতি মূর্চ্ছা দেখি মিলি সর্ব্ব দাসে।
আলগ করিয়া নিঞা চলিলেন বাসে ॥
তবে দ্বার দিয়া যে করেন সঙ্কীর্ত্তন।
সে সুখে পূর্ণিত হয় অনন্ত ভুবন ॥
যত সব ভাব হয়—অকথ্য সকল *।
হেন নাহি বুঝি প্রভু কি রসে বিহ্বল † ॥
ক্ষণে বোলে "মুঞি সেই ‡ মদনগোপাল।"
ক্ষণে বোলে "মুঞি কৃষ্ণদাস সর্ব্বকাল ॥"
'গোপী গোপী গোপী' মাত্র কোনদিন জপে'।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহাকোপে ॥
"কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহাদস্যু সে।
শঠ ধৃষ্ট কিতব,—ভজে বা তারে কে ॥ §
স্ত্রীজিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কাণ।
লুব্ধকের প্রায় লৈল বালির পরাণ ॥

---

* 'তোমারে'। † 'শ্রুতি'।
‡ 'চাতারে'। § 'রস হইলেন প্রভু'।

* '-কথন'। † 'বুঝি কোন্ রসে অচেতন'।
‡ 'আমি এই'। § 'শঠ-ধৃষ্ট-বৃত্ত কৈতব তারে ভজে কে'।

কি কার্য্য আমার সে বা চোরের কথায়।"
যে 'কৃষ্ণ' বোলয়ে তারে খেদাড়িয়া যায় ॥
'গোকুল গোকুল' মাত্র বোলে ক্ষণেক্ষণে।
'বৃন্দাবন বৃন্দাবন' বোলে কোনদিনে ॥
'মথুরা মথুরা' কোনদিন বোলে সুখে*।
কোনদিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে ॥
ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ-আকৃতি।
চাহিয়া রোদন করে, ভাসে সব ক্ষিতি ॥
ক্ষণে বোলে "ভাইসব! বড় দেখি বন।
পালেপালে সিংহব্যাঘ্র ভল্লুকের গণ ॥"
দিবসেরে বোলে রাত্রি, রাত্রিরে দিবস।
এইমত প্রভু হইলেন ভক্তিরস † ॥
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্বভক্তগণ।
অন্যোহন্যে গলা ধরি করেন ক্রন্দন ॥
যে আবেশ দেখিতে ব্রহ্মার অভিলাষ।
সুখে দেখে তাহা সর্ব্ব-বৈষ্ণবের দাস ॥
ছাড়িয়া আপন বাস প্রভু বিশ্বম্ভর।
বৈষ্ণবের ঘরে প্রভু থাকে নিরন্তর ॥
বাহ্য-চেষ্টা ঠাকুর করেন কোনক্ষণে।
সে কেবল জননীর সন্তোষকারণে ॥
সুখময় হইলেন সর্ব্বভক্তগণ।
নিনি-ঠাকুরেও সঙ্গে করেন কীর্ত্তন ॥
নিত্যানন্দ মত্তসিংহ সর্ব্বনদীয়ায়।
ঘরেঘরে বুলে প্রভু অনন্ত লীলায় ॥
প্রভু-সঙ্গে গদাধর থাকেন সর্ব্বথা।
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব-বৈষ্ণবের কথা ॥
একদিন অদ্বৈত নাচেন গোপীভাবে।
কীর্ত্তন করেন সঙ্গে মহা-অনুরাগে ॥

আর্ত্তি করি নাচয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
পুনঃপুন দন্তে তৃণ করিয়া পড়য় ॥
গড়াগড়ি যায়েন অদ্বৈত প্রেমরসে।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ গায়েন উল্লাসে ॥
দুই প্রহরেরও নৃত্য নহে সম্বরণ।
শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবতগণ ॥
সভে মেলি আচার্য্যেরে স্থির করাইয়া।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে আচার্য্য বেড়িয়া ॥
কিছু স্থির হই যদি আচার্য্য বসিলা।
শ্রীবাস-রামাই-আদি তবে স্নানে গেলা ॥
আর্ত্তি*যোগ আচার্য্যের পুনঃপুন বাড়ে।
একেশ্বর শ্রীবাস-অঙ্গনে গড়ি পাড়ে† ॥
কার্য্যান্তরে নিজগৃহে ছিলা বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতের আর্ত্তি চিত্তে হইল গোচর ॥
ভক্ত-আর্ত্তি-পূর্ণকারী সদানন্দ রায়।
আইলা অদ্বৈত যথা গড়াগড়ি যায় ॥
অদ্বৈতের আর্ত্তি দেখি ধরি তাঁর করে।
দ্বার দিয়া বসিলেন গিয়া বিষ্ণুঘরে ॥
হাসিয়া ঠাকুর বোলে "শুনহ আচার্য্য!
কি তোমার ইচ্ছা বোল, কিবা চাহ
কার্য্য?"
অদ্বৈত বোলয়ে "তুমি সর্ব্ববেদসার।
তোমারেই চাহোঁ প্রভু! কি চাহিব আর ॥"
হাসি বোলে প্রভু "আমি এই ত সাক্ষাত।
আর কি আমারে চাহ বোলহ আমা'ত ॥"
অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু! কহিলা সুসত্য।
এই তুমি প্রভু! সর্ব্ববেদান্তের‡ তত্ত্ব ॥

* 'সুখে'। † 'ভাবে হইলেন বশ' বা 'হইলেন ভক্তি বশ'।

* 'ভক্তি'। † 'পড়ে'। ‡ 'সর্ব্ব-বেদ-বেদান্তের'।

তথাপিহ বিভব দেখিতে কিছু চাই।"
প্রভু বোলে "কি ইচ্ছা বোলহ মোর ঠাঁই॥"
অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু! পূর্ব্বে অর্জ্জুনেরে।
যাহা দেখাইলা তথি ইচ্ছা বড় ধরে॥"
বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।
চতুর্দ্দিগে সৈন্য দেখে মহা-যুদ্ধ-পথ॥
রথের উপরে দেখে শ্যামল-সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধর॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ দেখে সেইক্ষণে।
চন্দ্র সূর্য্য সিন্ধু গিরি নদী উপবনে॥
কোটী চক্ষু বাহু মুখ দেখে পুনঃপুন।
সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন॥
মহা অগ্নি যেন জ্বলে সকল বদন।
পোড়ে যত পতঙ্গ-পাষণ্ড দুষ্টগণ॥
যে পাপিষ্ঠ পর নিন্দে'* পরদ্রোহ করে।
চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সে-ই পুড়ি মরে॥
এরূপ দেখিতে অন্য কারো শক্তি নাঞি।
প্রভুর কৃপায় দেখে আচার্য্যগোসাঞি॥
প্রেমসুখে অদ্বৈত কান্দেন অনুরাগে।
দন্তে তৃণ করি পুনঃপুন দাস্য মাগে'॥
পরম-আনন্দ প্রভু নিত্যানন্দরায়।
পর্য্যটনসুখে ভ্রমে' সর্ব্বনদীয়ায়॥
প্রভুর প্রকাশ সব জানে নিত্যানন্দ।
জানিলেন প্রভু হইয়াছে বিশ্ব-অঙ্গ॥
সত্বরে আইলা যথা আছেন ঠাকুর।
বিষ্ণুগৃহে দ্বার দিয়া গর্জ্জনে প্রচুর॥
নিত্যানন্দ আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
দ্বার ঘুচাইলা, প্রভু হইলা ভিতর॥

* 'পরনিন্দা'।

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ নিত্যানন্দ দেখি।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা বুজি * আঁখি॥
প্রভু বোলে "উঠ নিত্যানন্দ-মোর প্রাণ!
তুমি সে জানহ মোর সকল আখ্যান॥
যে তোমারে প্রীত করে মুঞি সত্য তার।
তোমা' বই প্রিয়তম নাহিক আমার॥
তুমি আর অদ্বৈতে যে করে ভেদবুদ্ধি।
ভালমতে না জানে সে অবতার-শুদ্ধি॥"
নিত্যানন্দ অদ্বৈত দেখিয়া বিশ্বরায়।
আনন্দে কান্দিয়া বিষ্ণুগৃহে গড়ি যায়॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে শ্রীশচীনন্দন।
'দেখ দেখ' † করি প্রভু ডাকে ঘনেঘন॥
'প্রভু প্রভু' বলি স্তুতি করে দুইজন।
বিশ্বমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দময় ‡ মন॥
এ সব কৌতুক হয় § শ্রীবাসমন্দিরে।
তথাপি দেখিতে শক্তি অন্য নাহি ধরে॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এসকল কথা।
ইহা যে না মানয়ে সে দুষ্কৃতি সর্ব্বথা॥
'সর্ব্বমহেশ্বর গৌরচন্দ্র' যে না বোলে।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্বকালে॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এই সে ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর॥
নবদ্বীপে হেন সব প্রকাশের ¶ স্থান।
তথাপিহ ভক্ত বই না জানয়ে আন॥
ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ধন।
'ভক্তি' এই—কৃষ্ণনাম-স্মরণ-ক্রন্দন॥

* 'হইল বুজিলা দুই' বা 'হইয়া পড়িলা মুড়ি'।
† 'ডাক ডাক'। ‡ 'মগ্ন'।
§ 'যত' বা 'সব'। ¶ 'বৈষ্ণবের'।

'কৃষ্ণ' বলি কান্দিলে সে কৃষ্ণ নাথ মিলে।
ধনে কুলে কিছু নহে 'কৃষ্ণ' না ভজিলে॥
মধ্যখণ্ড-কথা বড় অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে খণ্ডে' অন্তর-পাষণ্ড॥
দুই-ঠাকুরের বিশ্বরূপ-দরশন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণধন॥
ক্ষণেকে সকল সম্বরিয়া গৌরচন্দ্র।
চলিলেন নিজগৃহে লই ভক্তবৃন্দ॥
বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
কাহারো নাহিক বাহ্য,—পরম-আনন্দ॥
বিভব-দর্শন-সুখে মত্ত দুইজন।
ধূলায় যায়েন গড়ি সকল অঙ্গন॥
কেহো নাচে কেহো গায় দিয়া করতালী।
ঢুলিয়াঢুলিয়া বুলে দুই মহাবলী॥
এইমতে দুইজন মহাকুতূহলী।
শেষে দুইজনেই বাজিল গালাগালী॥
অদ্বৈত বোলয়ে "অবধূত মাতালিয়া!
এথা কোন্ জন তোকে আনিল ডাকিয়া॥
দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি * সান্তাইলি কেনে।
'সন্ন্যাসী' বলিয়া তোরে বোলে কোন্ জনে॥
হেন জাতি নাহি না খাইলা যার ঘরে।†
'জাতি আছে' হেন কোন্ জনে বোলে তোরে॥
বৈষ্ণবসভায় কেনে মহামাতোয়াল।
ঝাট নাহি পলাইলে নহিবেক ভাল॥"

নিত্যানন্দ বোলে "আরে নাড়া! বসি থাক।
কিলাইয়া পাড়োঁ। পাছে দেখাও প্রতাপ॥
আরে বুঢ়া বামনা! তোমার ভয় নাই।
আমি অবধূত-মত্ত * ঠাকুরের ভাই॥
স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী।
পরমহংসের পথে আমি অধিকারী॥
আমি মারিলেও তুমি বলিতে না পার'।
আমা'সনে অকারণে তুমি গর্ব্ব কর' †॥"
শুনিঞা অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বোলে॥
"মৎস্য খায় মাংস খায় ‡ কেমত সন্ন্যাসী।
বস্ত্র এড়িলাঙ এই আমি দিগবাসী॥
কোথা মাতা পিতা কোন্ দেশে বা বসতি।
কে জানয়ে ইহা সে বলুক দেখি আসি §॥
এক চোরা আসিয়া এতেক করে পাক।
খাইমু শুযিমু ¶ সংহারিমু সব থাক॥
তারে বলি 'সন্ন্যাসী', যে কিছু নাহি চায়।
বোলায় 'সন্ন্যাসী', দিনে তিনবার খায়॥
শ্রীনিবাসপণ্ডিতের মূলে জাতি নাঞি।
কোথাকার অবধূতে আনি দিলা ‖ ঠাঞি॥
অবধূত করিব $ সকল জাতি নাশ।
কোথা হৈতে মদ্যপের হইল প্রকাশ॥"
কৃষ্ণপ্রেমসুধারসে মত্ত দুইজন।
অন্যোহন্যে কলহ করেন অনুক্ষণ॥
ইথি একজনের হইয়া পক্ষ যেই।
অন্য জনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সেই॥

---

* 'ঢুকি'।
† 'হেন জাতি নাহি খাইলাহ্ (খাইয়াছে) যার ঘরে' বা 'হেন জন নাহি যে না খাও তার ঘরে'।

* 'মন্ন'। † 'ধর'। ‡ 'খাও মাংস খাও'।
§ 'আসিয়া বলুক দেখি ইথি'।
¶ 'গিলিমু'। ‖ 'সেই'। $ 'করিল'।

হেন প্রেমকলহের মর্ম্ম না জানিয়া।
এক নিন্দে' আর বন্দে সে মরে পুড়িয়া॥
অদ্বৈতের পক্ষ হই নিন্দে' গদাধর।
সে অধম কভু নহে অদ্বৈতকিঙ্কর॥
ঈশ্বরে সে ঈশ্বরের কলহের পাত্র।
কে বুঝয়ে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা মাত্র॥
সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণচরণ ভজে সে যায় তরিয়া॥
ভক্তগোষ্ঠীসহিতে গৌরাঙ্গ জয়জয়।
বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে বিশ্বরূপ-দর্শনাদি-বর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

জয়জয় সর্ব্বলোকনাথ গৌরচন্দ্র।
জয় ধর্ম্ম-বেদ-বিপ্র-সন্ন্যাসি*মহেন্দ্র॥
জয় শচী-গর্ভ-রত্ন-করুণাসাগর।
জয় নিত্যানন্দ-প্রভু জয় বিশ্বম্ভর॥
ভক্তগোষ্ঠীসহিতে গৌরাঙ্গ জয়জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা † ভক্তি লভ্য হয়॥
মধ্যখণ্ডকথা ভক্তিরসের নিধান।
নবদ্বীপে যে ক্রীড়া করিলা সর্ব্বপ্রাণ॥
নিরবধি করে প্রভু হরিসঙ্কীর্ত্তন।
আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশয়ে অনুক্ষণ॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু নিজনামাবেশে।
হুঙ্কার করিয়া ক্ষণে মহা অট্ট হাসে'॥
প্রেমরসে নিরবধি ‡ গড়াগড়ি যায়।
ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ পূর্ণিত ধুলায়॥
প্রভুর আনন্দ-আবেশের নাহি অন্ত।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভাগ্যবন্ত॥
বাহ্য হৈলে বৈসেন সকল গণ* লৈয়া।
কোনদিন গঙ্গাজলে বিহরয়ে গিয়া॥
কোনদিন নৃত্য করি বসেন অঙ্গনে।
ঘরে স্নান করায়েন সর্ব্বভক্তগণে॥
যতক্ষণ প্রভুর আনন্দনৃত্য হয়ে।
ততক্ষণ 'দুঃখী' পুণ্যবতী জল বহে॥
ক্ষণেকে দেখিয়া নৃত্য সজল-নয়নে।
পুনঃপুনঃ গঙ্গাজল বহি' বহি' আনে'॥
সারি করি † চতুর্দ্দিগে এড়ে কুম্ভগণ।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীশচীনন্দন॥
শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনে।
"প্রতিদিন গঙ্গাজল কোন্ জনে আনে'?"
শ্রীবাস বোলয়ে "প্রভু! 'দুঃখী' বহি' আনে'।"
প্রভু বোলে "'সুখী' করি বোল সর্ব্বজনে॥

* 'ন্যাসীর'। † 'লীলা'। ‡ 'মহাপ্রভু'।

* 'ভক্ত'। † 'দিয়া'।

এ জনের 'দুঃখী' নাম কভু যোগ্য নহে।
সর্ব্বকাল 'সুখী' হেন মোর চিত্তে লয়ে॥"
এতেক কারুণ্য শুনি প্রভুর শ্রীমুখে।
কান্দিতে লাগিলা ভক্তগণ প্রেমসুখে॥
সভে 'সুখী' বলিলেন প্রভুর আজ্ঞায়।
দাসী-বুদ্ধি শ্রীবাস না করে সর্ব্বথায়॥
প্রেমযোগে সেবা করিলে সে কৃষ্ণ পাই।
মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই॥
কুলে রূপে * ধনে বা বিদ্যায় কিছু নহে।
প্রেমযোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে॥
যতেক কহেন তত্ত্ব বেদে ভাগবতে।
সব দেখায়েন গৌরসুন্দর সাক্ষাতে॥
দাসী হই যে প্রসাদ দুঃখীরে হইল।
বৃথা-অভিমানী সব তাহা না দেখিল॥
কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা।
যার দাস-দাসীর প্রসাদে নাহি সীমা॥
একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাসমন্দিরে।
সুখে শ্রীনিবাস-আদি সঙ্কীর্ত্তন করে॥
দৈবে ব্যাধিযোগে গৃহে শ্রীবাসনন্দন।
পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ॥
আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীশচীনন্দন।
শ্রীবাসের গৃহে মহা † উঠিল ক্রন্দন॥
সত্বরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস।
দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোকবাস॥
পরম গম্ভীর ভক্ত মহা-‡তত্ত্ব-জ্ঞানী।
স্ত্রীগণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি॥
"তোমরা ত সব * জান' কৃষ্ণের মহিমা।
সম্বর' ক্রন্দন সভে চিত্তে দেহ' ক্ষমা॥
অন্তকালে সকৃত শুনিলে যার নাম।
অতিমহাপাতকীও যায় কৃষ্ণধাম॥
হেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে করে নৃত্য।
গুণ গায় যত তাঁর ব্রহ্মা-আদি ভৃত্য॥
এ সময়ে যাহার হইল পরলোক।
ইহাতে কি জুয়ায় করিতে আর † শোক॥
কোন কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে।
'কৃতার্থ' করিয়া আপনারে মানি তবে॥
যদি বা সংসারধর্ম্মে নার' সম্বরিতে।
বিলম্বে কান্দিহ যার যেন লয় চিত্তে॥
অন্য যেন কেহো এ আখ্যান না শুনয়ে।
পাছে ঠাকুরের নৃত্যসুখভঙ্গ হয়ে॥
কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে আজি গঙ্গা প্রবেশিমু সর্ব্বথায়॥"
সভে স্থির হইলেন শ্রীবাসবচনে।
চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে॥
পরানন্দে সঙ্কীর্ত্তন করয়ে শ্রীবাস।
পুনঃপুন বাঢ়ে আরো বিশেষ উল্লাস॥
শ্রীনিবাসপণ্ডিতের এমন ‡ মহিমা।
চৈতন্যের পার্ষদের § এই গুণ-সীমা॥
স্বানুভাবানন্দে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
কথোক্ষণে রহিলেন লই ভক্তবৃন্দ॥
পরম্পরা শুনিলেন সর্ব্বভক্তগণ।
পণ্ডিতের পুত্র হৈলা বৈকুণ্ঠগমন॥

---

* 'শীলে'। † 'আচম্বিতে শ্রীবাসগৃহে'। ‡ 'গম্ভীর মহাভক্ত'।

* 'সভে'। † 'ইহাতেও জুয়ায় কি করিবারে'। ‡ 'এ সব'। § 'পারিষদ'।

তথাপিহ কেহো কিছু ব্যক্ত নাহি করে।
দুঃখ বড় পাইলেন সভেই অন্তরে ॥
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর।
জিজ্ঞাসেন প্রভু সর্ব্বজনের * অন্তর ॥
প্রভু বোলে "আজি মোর চিত্ত কেন † করে।
কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে ॥"
পণ্ডিত বোলয়ে "প্রভু! মোর কোন্ দুঃখ।
যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ ‡ ॥"
শেষে আছিলেন যত সকল মহান্ত।
কহিলেন পণ্ডিতের পুত্রের বৃত্তান্ত ॥
সম্ভ্রমে বোলয়ে প্রভু "কহ কতক্ষণ?"
শুনিলেন "চারি দণ্ড রজনী যখন ॥
তোমার আনন্দ-ভঙ্গ-ভয়ে শ্রীনিবাস।
কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ ॥
পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর।
এবে আজ্ঞা দেহ' কার্য্য করিতে সত্বর ॥"
শুনি শ্রীবাসের অতি অদ্ভুত § কথন।
'গোবিন্দ গোবিন্দ' প্রভু করেন স্মরণ ॥
প্রভু বোলে "হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে?"
এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে ॥
"পুত্রশোক না জানিল যে মোহোর প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িমু কেমনে ॥"
এত বলি মহাপ্রভু কান্দয়ে নির্ভর।
ত্যাগ-বাক্য শুনি সভে চিন্তেন অন্তর ¶ ॥

* 'সর্ব্ব জানেন'। † 'কেমন'।
‡ 'প্রসন্ন তোমার চাঁদমুখ'।
§ 'শুনিলা ত শ্রীবাসের অকথ্য'।
¶ 'চিত্তে অন্তর'।

না জানি কি পরমাদ পড়য়ে কখন * ।
অন্যোহন্যে চিন্তয়ে সকল-†ভক্তগণ ॥
গা'রস্থ ‡ ছাড়িয়া § প্রভু করিব সন্ন্যাস।
ডার-ধ্বনি করি কান্দে ছাড়ি ¶ দীর্ঘশ্বাস ॥
স্থির হইলেন যদি ঠাকুর দেখিয়া।
সৎকার করিতে শিশু যায়েন লইয়া ॥
মৃত-শিশু-প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে' ‖ আপনে।
"শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি যাহ কি কারণে?"
শিশু বোলে "প্রভু! যেন নির্ব্বন্ধ$ তোমার।
অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥"
মৃত-পুত্র × উত্তর করয়ে প্রভু-সনে।
পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব্বভক্তগণে ॥
শিশু বোলে "এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্ব্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাঙ সেই রস ॥
নির্ব্বন্ধ ঘুচিল আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাঙ অন্য + নির্ব্বন্ধিত-পুরী ॥—
কে বা কার বাপ প্রভু! কে কার নন্দন।
সভে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন = ॥
যতদিন ভাগ্য ছিল পণ্ডিতের ÷ ঘরে।
আছিলাঙ, এবে চলিলাঙ অন্য-পুরে ** ॥

* হয় বা এখন'। † 'চিন্তে মনে সব'।
‡ 'গা'হস্থ' বা 'গৃহবাস'। § 'গা'রিহস্ত ছাড়িব'।
¶ 'করিয়া কান্দয়ে ছাড়ে'। ‖ 'বোলেন'।
$ কোন কোন পুঁথিতে সর্ব্বত্রই 'নির্ব্বন্ধের' পরিবর্ত্তে 'নিবন্ধ' আছে। × 'শিশু'। + 'যথা' বা 'আর'।
—ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"এ দেহের নির্ব্বন্ধ গেল রহিতে না পারি।
হেন কৃপা কর যেন তোমা না পাসরি ॥"
= 'কর্ম্মে করিয়ে ভোজন'। ÷ 'শ্রীবাসের'।
** 'অন্যন্তরে'।

সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার ।
অপরাধ না লইহ, বিদায় * আমার ॥"
এত বলি নীরব হইলা শিশু-কায় ।
এমত কৌতুক করে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥
মৃত-পুত্র-মুখে শুনি অপূর্ব্ব কথন ।
আনন্দসাগরে ভাসে সর্ব্বভক্তগণ ॥
পুত্রশোক দূরে † গেল শ্রীবাসগোষ্ঠীর ।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে সভে হইলা অস্থির ॥
কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীনিবাস গোষ্ঠীর সহিতে ।
প্রভুর চরণ ধরি লাগিলা কান্দিতে ॥
"জন্মজন্ম তুমি পিতা মাতা পুত্র প্রভু ‡ ।
তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু ॥
যেখানে সেখানে প্রভু ! কেনে জন্ম নহে ।
তোমার চরণে যেন প্রেমভক্তি § রহে ॥"
চারি ভাই প্রভুর চরণে কাকু করে ।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ কান্দে উচ্চস্বরে ॥
কৃষ্ণপ্রেমে চতুর্দ্দিগে উঠিল ক্রন্দন ।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল শ্রীবাসভবন ॥
প্রভু বোলে "শুনশুন শ্রীবাসপণ্ডিত !
তুমি ত সকল জান ' সংসারচরিত ¶ ॥
এ সব সংসারদুঃখ তোমার কি দায় ।
যে তোমারে দেখে, সেহো ‖ কভু নাহি পায় ॥
আমি নিত্যানন্দ—দুই নন্দন তোমার ।
চিত্তে কিছু তুমি ব্যথা না ভাবিহ আর ॥"
শ্রীমুখের পরম কারুণ্য $ বাক্য শুনি ।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করে জয় × ধ্বনি ॥

সর্ব্ব-গণ-সহ প্রভু বালক লইয়া ।
চলিলেন গঙ্গাতীরে কীর্ত্তন করিয়া ॥
যথোচিত ক্রিয়া করি, করি গঙ্গাস্নান ।
'কৃষ্ণ' বলি সভে গৃহে করিলা পয়ান ॥
প্রভু ভক্তগণে সভে গেলা নিজ ঘর ।
শ্রীবাসের গোষ্ঠী সব হইলা * বিহ্বল ॥
এ সব নিগূঢ় কথা যে করে শ্রবণ ।
অবশ্য মিলয়ে † তারে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
শ্রীনিবাসচরণে রহুক নমস্কার ।
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ নন্দন যাহার ॥
এ সব অদ্ভুত সেই ‡ নবদ্বীপে হয় ।
তথাপিহ ভক্ত-বিনে অন্যে না জানয় ॥
মধ্যখণ্ডে পরম অদ্ভুত সব কথা ।
মৃতদেহে তত্ত্বজ্ঞান কহাইলেন § যথা ॥

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর ।
বিহরয়ে সঙ্কীর্ত্তনসুখে নিরন্তর ॥
প্রেমরসে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে ।
অন্যের কি দায় বিষ্ণু পূজিতে না পারে ॥
স্নান করি বৈসে প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজিতে ।
প্রেমজলে সকল শ্রীঅঙ্গ বস্ত্র তিতে ॥
বাহির হইয়া প্রভু ¶ সে বস্ত্র ছাড়িয়া ‖ ।
পুন অন্য বস্ত্র পরি বিষ্ণু পূজে গিয়া ॥
পুন প্রেমানন্দজলে তিতে সে বসন ।
পুন বাহিরাই অঙ্গ করে প্রক্ষালন ॥
এইমত বস্ত্র-পরিবর্ত্ত করে মাত্র ।
প্রেমে বিষ্ণু পূজিবারে নারে তিল মাত্র ॥

* 'বচন' । † 'দুঃখ' । ‡ 'মহাপ্রভু' ।
§ 'প্রেমযোগ' । ¶ 'সংসারের রীত' ।
‖ 'শোক' । $ 'করুণা' । × 'হরি' ।

* 'পরম' । † 'মিলিব' । ‡ 'সব'
§ 'শিশু তত্ত্বজ্ঞান কহিলেন' । ¶ 'পুন' ।
‖ 'এড়িয়া' ।

শেষে গদাধর-প্রতি বলিলেন বাক্য।
"তুমি বিষ্ণু পূজ, মোর নাহিক সে ভাগ্য॥"
এইমত বৈকুণ্ঠনায়ক ভক্তিরসে।
বিহরয়ে নবদ্বীপে রাত্রিয়ে দিবসে॥
একদিন শুক্লাম্বরব্রহ্মচারি-স্থানে।
কৃপায় তাহানে অন্ন মাগিলা আপনে॥
"তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়।
কিছু ভয় না করিহ বলিলাঙ দড়॥"
এইমত মহাপ্রভু বোলে বারবার।
শুনি শুক্লাম্বর কাকু করেন অপার॥
"ভিক্ষুক অধম মুঞি পাপিষ্ঠ গর্হিত।
তুমি ধর্ম্ম * সনাতন, মুঞি সে পতিত॥
মোরে কোথা দিবে প্রভু! চরণের ছায়া।
কীটতুল্য † নহোঁ মোরে এত বড় মায়া ‡॥"
প্রভু বোলে " 'মায়া' হেন না বাসিহ মনে।
বড় ইচ্ছা বসে মোর তোমার রন্ধনে॥
সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া করহ বাসায়।
আজি আমি মধ্যাহ্নে যাইব সর্ব্বথায়॥"
তথাপিহ শুক্লাম্বর ভয় পাই মনে।
যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সকল ভক্তস্থানে § ॥
সভে বলিলেন "তুমি কেনে কর' ভয়।
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহো ভিন্ন নয়॥
বিশেষে যে জন তানে সর্ব্বভাবে ভজে।
সর্ব্বকাল তান অন্ন আপনেই খোজে॥
আপনে শূদ্রার পুত্র বিদুরের ¶ স্থানে।
অন্ন মাগি খাইলেন স্বভাব-কারণে॥
ভক্তস্থানে মাগি খায় প্রভুর স্বভাব।
দেহ' গিয়া তুমি বড় করি অনুরাগ॥
তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস' মনে।
আলগ করিয়া * তুমি করিহ রন্ধনে॥
বড় ভাগ্য তোমার, এমত কৃপা যারে †।"
শুনি বিপ্র হরিষে আইলা নিজঘরে॥
স্নান করি শুক্লাম্বর অতিসাবধানে।
সুবাসিত জল তপ্ত করিলা আপনে ‡॥
চণ্ডুলসহিত তবে দিব্য গর্ভথোড়।
আলগোছে দিয়া দিয়া বিপ্র কৈলা করজোড়॥
"জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল § বনমালী।"
বলিতে লাগিলা শুক্লাম্বর কুতূহলী॥
সেইক্ষণে ভক্ত-অন্নে রমা জগন্মাতা।
দৃষ্টিপাত করিলেন মহাপতিব্রতা॥
ততক্ষণে সর্ব্বামৃত হৈল সেই অন্ন।
স্নান করি প্রভু আসি হৈলা উপসন্ন॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ আদি আপ্ত কথো জন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন॥
আপনে লইয়া ¶ অন্ন তান ইচ্ছা পালি'।
শুক্লাম্বর দেখিয়া হাসেন কুতূহলী॥
গঙ্গার অগ্রেতে ঘর গঙ্গার সম্মুখে।
বিষ্ণু-নিবেদন করিলেন বড় সুখে॥
হাসি বসিলেন প্রভু আনন্দভোজনে।
নয়ন ভরিয়া দেখে সর্ব্বভৃত্য ‖ গণে॥
ব্রহ্মাদির যজ্ঞভোক্তা যে গৌরসুন্দর।
সেহো ধ্যানে, এমত সাক্ষাতে সুদুষ্কর॥

* 'ব্রহ্ম'। † 'যোগ্য'।
‡ 'প্রভু! মোরে এত দয়া'।
§ 'গণে'। ¶ 'দরিদ্রের'।

* 'আলগোছে তবে'। † 'যার এমত কৃপা তারে'।
‡ 'তখনে'। § 'মুকুন্দ'। ¶ 'লইলা'। ‖ 'ভক্ত'।

হেন প্রভু বোলে "জন্ম যাবত আমার।
এমন অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর॥
কিবা গর্ভথোড় স্বাদু না পারি বলিতে।
আলগোছে এমত বা রান্ধিলা কেমতে॥
তুমিহেন জন সে আমার বন্ধু-কুল।
তুমিসব লাগি সে আমার আদি মূল॥"
শুক্লাম্বর-প্রতি দেখি কৃপার বৈভব।
কান্দিতে লাগিলা অন্যোহন্যে ভক্ত সব॥
এইমত প্রভু পুনঃপুন আস্বাদিয়া।
করিলেন ভোজন আনন্দযুক্ত হৈয়া॥
যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুক্লাম্বর।
দেখুক অভক্ত সব পাপী কোটীশ্বর॥
ধনে জনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
'ভক্তিরসে বশ প্রভু' চারিবেদে * গাই॥
বসিলেন প্রভু প্রেম-† ভোজন করিয়া।
তাম্বূল খায়েন প্রভু হাসিয়াহাসিয়া॥
পত্র ‡ লই ভৃত্যগণ ভুলিলা § আনন্দে।
ব্রহ্মা শিব অনন্ত যে পত্র ‡ শিরে বন্দে॥
কি আনন্দ হইল সে ভিক্ষুকের ঘরে।
এমত কৌতুক করে শ্রীগৌরসুন্দরে॥
কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গ করিয়া কথোক্ষণ।
সেইখানে মহাপ্রভু করিলা শয়ন॥
ভক্তগণ করিলেন তথাই শয়ন।
তথি মধ্যে অদ্ভুত দেখয়ে একজন॥
ঠাকুরের এক শিষ্য শ্রীবিজয়দাস।
সে মহাপুরুষ কিছু দেখিলা প্রকাশ॥

* 'কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে'। † 'প্রেমে'।
‡ 'পাত্র'। § 'ভুলিলা'।

নবদ্বীপে তেনমত নাহি আঁখরিয়া।
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছে * লিখিয়া॥
'আঁখরিয়া বিজয়' করিয়া সভে ঘোষে'।
মর্ম্ম নাহি জানে লোক ভক্তি-হীন-দোষে॥
শয়নে ঠাকুর তান অঙ্গে দিলা হস্ত।
বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব্ব সমস্ত॥
হেম-স্তম্ভ-প্রায় হস্ত দীর্ঘ † সুবলন।
পরিপূর্ণ দেখে তহিঁ রত্ন-অভরণ ‡॥
শ্রীরত্নমুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে।
না জানি কি কোটি সূর্য্য চন্দ্র § মণি জ্বলে॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ম্ময়।
হস্ত দেখি পরানন্দ হইলা বিজয়॥
বিজয় উদ্‌যোগ মাত্র করিলা ডাকিতে।
শ্রীহস্ত দিলেম প্রভু তাঁহার মুখেতে॥
প্রভু বোলে "যত দিন মুঞি থাকোঁ এথা।
তাবত কাহারে পাছে কহ এই কথা॥"
এত বলি হাসে প্রভু বিজয় চা'হিয়া।
বিজয় উঠিলা মহা হুঙ্কার করিয়া॥
বিজয়ের হুঙ্কারে জাগিলা ¶ ভক্তগণ।
ধরেন বিজয় তভু না যায় ধরণ॥
কথোক্ষণ উন্মাদ করিয়া মহাশয়।
শেষে হৈলা পরানন্দ-মূর্চ্ছিত তন্ময়॥
ভক্ত সব ‖ বুঝিলেন—বিভব-দর্শন।
সর্ব্ব-গণ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥

* 'দিলেন'। † 'অতি'।
‡ সকল পুঁথিতে 'আভরণ' এর পরিবর্ত্তে 'অভরণ' আছে। § 'রত্ন'।
¶ 'উঠিলা'। ‖ 'তাঁর'।

সভারে জিজ্ঞাসে, প্রভু "কি বোল ইহার।
আচম্বিতে বিজয়ের বড় ত * হুঙ্কার॥"
প্রভু বোলে "জানিলাঙ গঙ্গার প্রভাব।
বিজয়ের বিশেষ গঙ্গায় অনুরাগ॥
নহে শুক্লাম্বরগৃহে দেব †-অধিষ্ঠান।
কিবা দেখিলেন ইহা কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥"
এত বলি বিজয়ের অঙ্গে দিয়া হস্ত।
চেতন ‡ করিল, হাসে' § বৈষ্ণব সমস্ত॥
উঠিয়াও ¶ বিজয় হইলা জড়-প্রায়।
সপ্তদিন ভ্রমিলেন সর্ব্বনদীয়ায়॥
আহার পানী নিদ্রা রহিত দেহধর্ম্ম। ||
ভ্রময়ে বিজয়, কেহো নাহি জানে $ মর্ম্ম॥
কথোদিনে বাহ্য-চেষ্টা জানিলা বিজয়।
শুক্লাম্বরগৃহে হেন সব রঙ্গ হয়॥
শুক্লাম্বর-ভাগ্য বলিবারে শক্তি কার।
গৌরচন্দ্র অন্ন-পরিগ্রহ কৈলা যার॥
এইমত ভাগ্যবন্ত-শুক্লাম্বর-ঘরে।
গোষ্ঠীর সহিত গৌরসুন্দর বিহরে॥
বিজয়েরে কৃপা,—শুক্লাম্বরান্ন-ভোজন।
ইহার শ্রবণে মাত্র মিলে ভক্তিধন॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ববেদবন্দ্য লীলা করে নিরন্তর॥
এইমত প্রতি বৈষ্ণবের ঘরেঘরে।
প্রতিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে॥

নিরবধি প্রেমরসে শরীর বিহ্বল।
'ভাব' নামে যত তাহা প্রকাশে' সকল॥
মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বরাহ বামন।
রঘুসিংহ বৌদ্ধ কল্কি শ্রীনন্দনন্দন॥
এইমত যত অবতার সে সকল।
সেই রূপ হয় প্রভু স্বভাববৎসল॥ *
এ সকল ভাব হই, † লুকায় তখনে।
সবে না ঘুচিল রাম-ভাব চিরদিনে॥
মহামত্ত হৈলাপ্রভু হলধর-ভাবে।
"মদ আন" "মদ আন" মহা উচ্চ ‡ ডাকে॥
নিত্যানন্দ জানেন প্রভুর সমীহিত।
ঘট ভরি গঙ্গাজল দিলা সাবহিত॥
হেন সে হুঙ্কার শুনি § হেন সে গর্জ্জন।
নবদ্বীপ-আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন॥
হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড।
পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড॥
টলমল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ডসহিতে।
ভয় পায় ভৃত্য সব সে নৃত্য দেখিতে॥
বলরাম-বর্ণনা গায়েন সভে ¶ গীত।
শুনিঞা হয়েন প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত॥
আর্য্যাতর্জ্জা পঢ়েন পরম-মত্ত-প্রায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া সব-অঙ্গনে বেড়ায়॥
কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ হইল রাম-ভাবে।
দেখিতেদেখিতে কারো আর্ত্তি নাহি ভাগে॥ ||$

---

* 'দেখি কেনে বিজয়ের'। † 'কিবা শুক্লাম্বরগৃহে কৃষ্ণ'।
‡ 'চৈতন্য'। § 'হাসি'। ¶ 'ত' বা 'সে'।
|| 'না আহার না জল্পী বৃহত্তী আদি কর্ম্ম (দেহধর্ম্ম)'।
$ 'প্রায়'

* 'সব রূপ হয় প্রভু করি ভাব ছল'। † 'হয়'।
‡ 'মত্ত'। § 'করে'। ¶ 'সব'। || 'ভাঙ্গে'।
$ ইহার পরে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"'বলরাম' বলি প্রভু ডাকে ঘনেঘন।
বরজ-বালক-সঙ্গে দেহ' দরশন॥

অতি-অনির্ব্বচনীয় দেখি মুখচন্দ্র। *
ঘনঘন ডাকে 'নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ!' ॥
কদাচিত কখন * প্রভুর বাহ্য হয়।
"প্রাণ যায় মোর" সবে এই কথা কয় ॥
প্রভু বোলে "বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ।
মারিলেন † হেন দেখি জেঠা বলরাম ॥"
এতেক বলিয়া প্রভু হেন মূর্চ্ছা যায় ‡।
দেখি ত্রাসে § ভক্তগণ কান্দে উচ্চ-রা'য় ¶ ॥
যেই ক্রীড়া করে প্রভু সে মহা অদ্ভুত ‖।
নানা ভাবে ৯ নৃত্য করে জগন্নাথসুত ॥
কখনো বা বিরহ × প্রকাশ হেন হয়ে।
অকথ্য অদ্ভুত প্রেম সিন্ধু যেন বহে ॥
হেন সে ডাকিয়া প্রভু করেন রোদন।
শুনিলে বিদীর্ণ হয় অনন্ত-ভুবন ॥
আপনার রসে প্রভু আপনে বিহ্বল।
আপনা' পাসরি যেন কহেন + সকল ॥
পূর্ব্বে যেন গোপী সব কৃষ্ণের বিরহে।
পায়েন মরণ = ভয় চন্দ্রের উদয়ে ॥
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার ÷।
কান্দেন সভার গলা ধরিয়া অপার ॥

ভাবাবেশে * প্রভুর দেখিয়া বিহ্বলতা।
রোদন করেন গৃহে শচী জগন্মাতা ॥
এইমত প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি।
মনুষ্য কি তাহা বর্ণিবারে ধরে শক্তি ॥
নানারূপে নাট্য প্রভু করে দিনেদিনে।
যে ভাব প্রকাশ প্রভু করেন যখনে ॥
একদিন গোপী-ভাবে জগত-ঈশ্বর।
'বৃন্দাবন গোপী গোপী' বোলে নিরন্তর ॥
কোনো যোগে তহিঁ এক পঢ়ুয়া আছিল।
ভাব-মর্ম্ম না জানিঞা সে উত্তর দিল ॥
"'গোপী গোপী' কেনে বোল নিমাঞি-পণ্ডিত!
'গোপী গোপী' ছাড়ি 'কৃষ্ণ' বোলহ ত্বরিত ॥
কি পুণ্য জন্মিব 'গোপী গোপী'নাম লৈলে।
কৃষ্ণনাম লইলে সে পুণ্য বেদে বোলে ॥"
ভিন্ন ভাব প্রভুর সে, অজ্ঞে নাহি বুঝে।
প্রভু বোলে 'দস্যু কৃষ্ণ, কোন্ জনে ভজে ॥
কৃতঘ্ন হইয়া 'বালি' মারে দোষ বিনে।
স্ত্রীজিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক-কাণে ॥
সর্ব্বস্ব লইয়া 'বলি' পাঠায় পাতালে।
কি হইব আমার তাহার নাম লৈলে ॥"
এত বলি মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া।
পঢ়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥
আথেব্যথে পঢ়ুয়া উঠিয়া দিল রড়।
পাছে ধায় মহাপ্রভু বোলে "ধর ধর ॥"
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ ঠেঙ্গা হাতে ধায়।
সত্বরে সংশয় মানি পঢ়ুয়া পলায় ॥

সেই ক্ষণে নিত্যানন্দ প্রকাশ করিয়া।
আইলা প্রভুর কাছে সঙ্গের সজিয়া॥
শ্রীদাম-সুদাম-আদি যরজ রাখালি।
সুবল লবঙ্গ আর অর্জ্জুন বিশাল।
সকলের গলা প্রভু ধরিয়া আপনে।
কান্দিয়া পড়িলা ভূমে নাহিক চেতন॥"

* 'যখনে'। † 'মারিবেন'। ‡ 'পায়'।
§ 'দেখিয়া সে'। ¶ 'উচ্চরায়'।
‖ 'সেই অদ্ভুত'। ৯ 'সুখে'। × 'বিরহে'।
+ 'কয়রে'। = 'পরম'-। ÷ 'বিকার'।

* 'ভাবরসে'।

ভিন্ন-ভাবে ধায় প্রভু না জানে পঢ়ুয়া।
প্রাণ লৈয়া মহা-ত্রাসে যায় পলাইয়া॥
আথেব্যথে ধাইয়া প্রভুর ভক্তগণ *।
আনিলেন ধরিয়া প্রভুরে ততক্ষণ॥
সভে মেলি স্থির করাইলেন প্রভুরে।
মহাভয়ে পঢ়ুয়া পলাঞা গেল দূরে॥
সত্বরে চলিলা যথা পঢ়ুয়ার গণ।
সর্ব্ব-অঙ্গে ঘর্ম্ম †, শ্বাস বহে ঘনেঘন॥
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে' সভে ভয়ের কারণ।
"কি জিজ্ঞাস আজি ‡ ভাগ্যে রহিল জীবন॥
সভে বোলে 'বড় সাধু নিমাঞি-পণ্ডিত'।
দেখিতে গেলাও আজি তাহার বাড়ীত॥
দেখিলাও বসি মাত্র জপে' § এই নাম।
অহর্নিশি 'গোপী গোপী' না বোলয়ে আন॥
তাহে আমি বলিলাও 'কি কর' পণ্ডিত।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বোল—যেন শাস্ত্রের বিহিত॥
এই বাক্য শুনি মহা ক্রোধে অগ্নি হৈয়া।
ঠেঙ্গা হাতে আমারে আনিল খেদাড়িয়া॥
কৃষ্ণেরেহ ¶ হইল যতেক গালাগালি।
তাহা আর মুখে আমি আনিতে না পারি।
রক্ষা পাইলাও আজি পরমায়ুগুণে।
কহিলাও এই আজিকার বিবরণে॥"
শুনিঞা হাসয়ে সব মহা-মূর্খগণে।
বলিতে লাগিল যার যেন লয় ‖ মনে॥
কেহো বোলে "ভাল ত 'বৈষ্ণব' বোলে লোকে।
ব্রাহ্মণ লঙ্ঘিতে আইসেন মহাকোপে॥"
কেহো বোলে "'বৈষ্ণব' বা বলিব কেমনে।
'কৃষ্ণ' হেন নাম ত না বোলেন বদনে॥
কেহো বোলে "শুনিলাও অদ্ভুত আখ্যান।
বৈষ্ণবে জপিব * মাত্র 'গোপী গোপী' নাম॥"
কেহো বোলে "এত বা সম্ভ্রম কেনে করি।
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি॥
তেঁহো সে ব্রাহ্মণ, আমরা কি বিপ্র নহি।
তেঁহো মারিতে বা † আমরা কেনে বা সহি॥
রাজা ত নহেন তেঁহো মারিবেন কেনে।
আমরাও সমবায় হও সর্ব্বজনে॥
যদি তেঁহো মারিতে ধায়েন পুনর্ব্বার।
আমরা সকল তবে না সহিব আর॥
তিঁহো নবদ্বীপে জগন্নাথমিশ্র-পুত্র।‡
আমরাহ নহি অল্প-মানুষের সূত্র §॥
হের সভে পড়িলাম কালি তান সনে।
আজি তিঁহো 'গোসাঞি' বা হইলা কেমনে॥"
এইমত যুক্তি করিলেন পাপিগণ।
জানিলেন অন্তর্য্যামী শ্রীশচীনন্দন॥
একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
চতুর্দ্দিগে সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥
এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত।
কেহো না বুঝিল অর্থ, সভে চমকিত॥

---

* 'ধায় প্রভুর সব ভক্তগণ'। † 'কম্প'।
‡ 'ভাই'। § 'বসিয়া জপেন'। ¶ 'প্রভুরেহ'।
‖ 'যার যার যে বা' বা 'সভে যার যেন'।

* 'জপয়ে'। † 'মারিতে কে' বা 'মারিবেন বড়'।
‡ 'তিঁহো ত নবদ্বীপে জগন্নাথের পুত্র'। § 'সুত'।

"করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাঢ়িল দেহেতে॥"
বলি অট্টঅট্ট হাসে' সর্ব্বলোকনাথ।
কারণ না বুঝি ভয় জন্মিল সভা'ত॥
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন—'প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর॥'
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ-রায়।
'হইব সন্ন্যাসি-রূপ প্রভু সর্ব্বথায়॥
এ সুন্দর কেশের হইব অন্তর্দ্ধান।'
দুঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল প্রাণ॥
ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ-হাথে ধরি।
নিভৃতে বসিলা গিয়া * গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহাশয়!
তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয়-নিশ্চয়॥
ভাল সে আইলাঙ আমি জগত তারিতে।
তরণ নহিল আইলাঙ সংহারিতে † ॥
আমারে দেখিয়া কোথা পাইব বন্ধ-নাশ।
একগুণ বন্ধ আরো হৈল কোটি-পাশ॥
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়ি গেল অশেষ-বন্ধনে॥
ভাল লোক রাখিতে করিলুঁ অবতার।
আপনে করিলুঁ সর্ব্বজীবের সংহার॥
দেখ কালি শিখা-সূত্র সব মুণ্ডাইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া॥
যে যে জনে চাহিয়াছে ‡ মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে॥

* 'প্রভু'। † 'সে মারিতে'।
‡ 'যে জন চাহিয়া আছে'।

তবে মোরে দেখি সে-ই * ধরিব চরণ।
এইমতে উদ্ধারিব সকল ভুবন॥
সন্ন্যাসীরে সর্ব্বলোকে করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহো আর না করে প্রহার॥
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি-ঘরে-ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলোঁ।—দেখোঁ কে মোহরে †
মারে॥
তোমারে কহিলুঁ এই ‡ আপন হৃদয়।
গারিহস্থ § বাস ¶ আমি ছাড়িব নিশ্চয়॥
ইথে তুমি কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ' তুমি মোরে সন্ন্যাসকরণে || ॥
যেরূপ করাহ তুমি, সে-ই হই $ আমি।
এতেকে বিধান দেহ' অবতার জানি॥
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে॥
ইথে মনে দুঃখ না ভাবিহ কোন × ক্ষণ।
তুমি ত জানহ অবতারের কারণ॥"
শুনি নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল মম দেহ প্রাণ॥
কোন্ বিধি দিব কিছু না আইসে বদনে।
'অবশ্য করিব প্রভু' জানিলেন মনে॥
নিত্যানন্দ বোলে "প্রভু! তুমি ইচ্ছাময়।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই সে নিশ্চয়॥
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে।
সেই সত্য যে তোমার আছয়ে অন্তরে॥

* 'সে-ই দেখি মোর'। † 'বা মোরে'। ‡ 'আমি'।
§ সকল পুঁথিতেই সর্ব্বত্র 'গারিহস্ত' পাঠ আছে।
¶ 'গৃহবাস-রস'। || 'কারণে'।
$ 'সে হইব' বা 'সেই করি'। × 'একো'।

সর্ব্বলোকপাল তুমি সর্ব্বলোকনাথ।
ভাল হয় যেমতে সে বিদিত তোমা'ত ॥
যেরূপে করিবে তুমি* জগত-উদ্ধার।
তুমি সে জানহ তাহা কে জানয়ে আর ॥
স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমার চরিত।
তুমি যে করিব সে-ই † হইব নিশ্চিত ॥
তথাপিহ কহ সর্ব্বসেবকের স্থানে।
কে বা কি বোলেন তাহা শুনহ আপনে ॥
তবে যে তোমার ইচ্ছা করিব তাহারে ‡।
কে তোমার ইচ্ছা প্রভু! বিরোধিতে পারে § ॥"
নিত্যানন্দ-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা ¶।
পুনঃপুন আলিঙ্গন করিতে লাগিলা ‖ ॥
এইমত নিত্যানন্দসঙ্গে যুক্তি করি।
চলিলেন বৈষ্ণবসমাজে গৌরহরি ॥
'গৃহ ছাড়িবেন প্রভু' জানি নিত্যানন্দ।
বাক্য নাহি স্ফুরে$, দেহ হইল নিস্পন্দ ॥
স্থির হই নিত্যানন্দ মনেমনে গণে'।
"প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে ॥
কেমতে বঞ্চিব আই কাল—দিন-রাতি।"
এতেক চিন্তিতে মূর্চ্ছা পায় মহামতি ॥
ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দরায়।
নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায় ॥
মুকুন্দের বাসায় আইলা গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া মুকুন্দ হৈলা পরম-আনন্দ ॥

* 'প্রভু'। † 'কহিব তাহা'।
‡ 'করিব তাহাতে'। § 'পারে বিরোধিতে'।
¶ 'পাইলা'। ‖ 'অনেক করিলা'।
$ 'মুখে'।

প্রভু বোলে "গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।"
মুকুন্দ গায়েন, প্রভু শুনিঞা বিহ্বল ॥
'বোল বোল' হুঙ্কার করয়ে দ্বিজমণি।
পুণ্যবন্ত-মুকুন্দের শুনি * দিব্য-ধ্বনি ॥
ক্ষণেকে করিলা প্রভু ভাব-সম্বরণ।
মুকুন্দের সঙ্গে তবে কহেন কথন ॥
প্রভু বোলে "মুকুন্দ! শুনহ কিছু কথা।
বাহির হইব আমি, না রহিব এথা ॥
গারিহস্থ আমি ছাড়িবাঙ সুনিশ্চিত।
শিখা সূত্র ছাড়িয়া চলিব যে-তে ভিত ॥"
শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনিঞা মুকুন্দ।
পড়িলা বিরহে, সব ঘুচিল আনন্দ ॥
কাকু করি † বোলয়ে মুকুন্দ মহাশয়।
"যদি ‡ প্রভু! এমত সে করিবা নিশ্চয় ॥
দিন-কথো এইরূপে করহ কীর্ত্তনে।
তবে প্রভু! করিহ সে যে § তোমার মনে ॥"
মুকুন্দের কাকু শুনি গৌরাঙ্গসুন্দর।
চলিলেন যথায় আছেন গদাধর ॥
সম্ভ্রমে চরণ বন্দিলেন গদাধর।
প্রভু বোলে "শুন কিছু আমার উত্তর ॥
না রহিব গদাধর! আমি গৃহবাসে।
যে-তে-দিগে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে ॥
শিখা-সূত্র সর্ব্বথায় আমি না রাখিব।
মাথা মুণ্ডাইয়া যে-তে-দিগে চলি যাব ¶ ॥"
শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনি গদাধর।
বজ্রপাত যেন হৈল ‖ শিরের উপর ॥

* 'হেন'। † 'বোল'। ‡ 'আজি'।
§ 'যে লয়'। ¶ 'দিগেরে চলিব'। ‖ 'পড়ে হেন'।

অন্তরে দুঃখিত হই বোলে গদাধর।
"যতেক অদ্ভুত সেই তোমার উত্তর ॥
শিখা-সূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ * পাই।
গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি † নাই ॥
মাথা মুণ্ডাইলে সে সকল দেখি ‡ হয়ে।
তোমার সে মত, এ বেদের মত § নহে ॥
অনাথিনী-মা'য়েরে বা কেমতে ছাড়িবে।
প্রথমে ত জননী-বধের ভাগী হবে ॥
তুমি গেলে সর্ব্বথা জীবন নাহি তান।
সবে অবশিষ্ট আছ তুমি তাঁর প্রাণ।
ঘরে থাকিলে কি ঈশ্বরের প্রীত নহে।
গৃহস্থ সে সভার প্রীতের স্থলি ¶ হয়ে ॥
তথাপিহ মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও।
যে তোমার ইচ্ছা তাই কর' চল ‖ যাও।।"
এইমত আপ্ত-বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে।
"শিখা-সূত্র ঘুচাইমু" বলিলা আপনে ॥
সভেই শুনিঞা শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছিত পড়িলা * কারো দেহে নাহি জ্ঞান ॥ $

(রামকিরি রাগ।)

করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শ্রীশিখা স্মঙরি কান্দে সর্ব্বভক্তগণ ॥ (ধ্রু)
কেহো বোলে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
আর মালা গাঁথিয়া কি না দিব উপরে॥"
কেহো বোলে "না দেখিয়া সে কেশবন্ধন।
কেমতে রহিব এ না পাপিষ্ঠ জীবন ॥"
"সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর।"
এত বলি শিরে কর হানে আপনার ‡ ॥
কেহো বোলে "সে সুন্দর কেশ আরবার।
আমলক দিয়া কি না করিব সংস্কার ॥"
'হরিহরি' বলি কেহো কান্দে উচ্চস্বরে।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ভক্তদুঃখবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

এইমত অন্যোহন্যে সর্ব্বভক্তগণ।
প্রভুর বিরহে সভে করেন ক্রন্দন ॥
"কোথা যাইবেন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
কোথা বা আমরা সব দেখিবাঙ § গিয়া ॥

---

* 'কৃষ্ণ যদি' বা 'ঘরে কৃষ্ণ'।
† 'গৃহস্থে বৈষ্ণব কি তোমার মত'।
‡ 'সকল কি'। § 'এবে বেদমত'।
¶ 'স্থান'। ‖ 'করি চলি'।
$ এই স্থানে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস। জয়জয় বিশ্বম্ভর শ্রীশচীনন্দন। জয়জয় গৌরাঙ্গ হে পতিতপাবনঃ ॥

* 'হইলা'। † 'মূর্চ্ছিতে পড়য়ে কারো নাহি রহে প্রাণ'।
‡ 'কেহো হানয়ে অপার'। § 'দেখিবাঙ আরো'।

সন্ন্যাস করিলে প্রাণে না আসিব আর।
কোন্ দিগে যায়েন বা করিয়া বিচার॥"
এইমত ভক্তগণ ভাবে' নিরন্তরে।
অন্ন পানী কারো নাহি রোচয়ে শরীরে॥
সেবকের দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু প্রবোধে' সভারে॥
প্রভু বোলে "তোমরা চিন্তহ কি কারণ।
তুমি সব যথা, তথা আমি সর্ব্বক্ষণ॥
তোমা'সভার জ্ঞান* 'আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিলাঙ আমি তোমা'সভারে ছাড়িয়া॥"
সর্ব্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে।
তোমা'সভা' আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে॥
সর্ব্বকাল তোমরা-সকল মোর সঙ্গ।
এই জন্ম হেন না জানিবা—জন্মজন্ম॥
এই জন্মে যেন তুমিসব আমা'সঙ্গে।
নিরবধি আছ সঙ্কীর্ত্তন-সুখ-রঙ্গে॥ †
এইমত আছে আর দুই অবতার।
কীর্ত্তন-আনন্দ রূপ হইব আমার॥
তাহাতেও তুমিসব এইমত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমাসঙ্গে॥
লোকরক্ষা-নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর' নাশ॥"
এতেক বলিয়া প্রভু ধরিয়া সভারে।
প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু পুনঃ পুনঃ করে॥

প্রভুবাক্যে ভক্ত-সব কিছু স্থির হৈলা।
সভা' প্রবোধিয়া প্রভু নিজবাসে গেলা॥
পরম্পরা এ সকল যতেক* আখ্যান।
শুনিঞা শচীর দেহে নাহি রহে প্রাণ॥
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা।
হেন দুঃখ জন্মিল—না জানে আছে কোথা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে।
নিরবধি ধারা বহে, না পারে রাখিতে॥
বসিয়া আছেন প্রভু কমললোচন।
কহিতে লাগিলা শচী করিয়া ক্রন্দন॥

ভাটিয়ারি রাগ। †

না যাইহ না যাইহ বাপ! আমারে‡ ছাড়িয়া।
পাপ§জীউ আছে তোর শ্রীমুখ দেখিয়া॥
(গৌরাঙ্গ হে! ধ্রু॥)
কমল-নয়ন তোর শ্রীচন্দ্র-বদন।
অধর সুরঙ্গ, কুন্দ-মুকুতা-দশন॥
অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন ¶।
কেমনে বঞ্চিব না দেখি গজেন্দ্র-গমন॥
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি তোর অনুচর।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর॥
পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে।
গৃহে রহি কীর্ত্তন করহ তুমি রঙ্গে॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ। তোর অবতার।
জননী ছাড়িবা কোন্ ধর্ম্ম বা §§ বিচার॥

---

* 'তোমরা বা ভাব'।
† ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"যুগেযুগে অনেক আমার অবতার।
সে সবাতে সঙ্গী সবে হ'য়েছ আমার॥"

* 'শুনিলেন যতেক' বা 'যত সব এ সব'।
† 'করুণ ভাটিয়ারি'।
‡ 'না যাইহ আরে বাপ মায়েরে'।
§ 'পাপী'। ¶ 'তোর মধুর বচনে'।
‖ 'গমনে'। §§ 'এ বা কোন ধর্ম্ম'।

তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥"
প্রেমশোকে কহে শচী, শুনে বিশ্বম্ভর।
প্রেমেতে রোধিতকণ্ঠ* না করে উত্তর॥†
"তোমার অগ্রজ আমা' ছাড়িয়া চলিলা।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা॥
তোমা' দেখি সকল সন্তাপ পাসরিলুঁ।
তুমি গেলে প্রাণ মুঞি সর্ব্বথা ছাড়িমু॥

করুণ ভাটিয়ারি (রাগ)।

প্রাণের গৌরাঙ্গ হের ‡ বাপ,
অনাথিনী ছাড়িতে না জুয়ায়।
সভা' লঞা কর' নিজ অঙ্গনে কীর্ত্তন,
নিত্যানন্দ আছেন সহায়॥ ধ্রু॥
(তোমার) প্রেমময় দুই আঁখি,
দীর্ঘভুজ দুই দেখি,
বচনেতে অমিয়া বরিষে হে।
বিনি-দীপে ঘর মোর,
তোমার অঙ্গেতে উজোর,
রাঙ্গা-পা'য়ে কত মধু বৈসে § হে॥"

প্রেমশোকে কহে শচী, বিশ্বম্ভর শুনে বসি,
(যেন) রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, সুখদাতা সদানন্দ ¶,
বৃন্দাবনদাস রস গায়॥

এইমত বিলাপ করয়ে শচীমাতা।
মুখ তুলি ঠাকুর না কহে একো কথা॥
বিবর্ণ হইলা শচী—অস্থি-চর্ম্ম-সার।
শোকাকুলী দেবী কিছু না করে আহার॥
প্রভু দেখে* জননীর জীবন না রহে।
নিভৃতে বসিয়া তানে গোপ্য-কথা কহে॥
প্রভু বোলে "মাতা! তুমি স্থির কর' মন।
শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন॥
চিত্ত দিয়া শুনহ † আপন গুণগ্রাম।
কোনো কালে আছিল তোমার পৃশ্নি-নাম॥
তথায় আছিলা তুমি আমার জননী।
তবে তুমি স্বর্গে হৈলা অদিতি আপনি।
তবে আমি হইলুঁ বামন-অবতার।
তথাও আছিলা তুমি জননী আমার॥
তবে তুমি দেবহুতি হৈলা আরবার।
তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার॥
তবে ত কৌশল্যা হৈলা আরবার তুমি।
তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি॥
তবে তুমি মথুরায় ‡ দেবকী হইলা।
কংসাসুর-অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা॥
তথাও আমার তুমি আছিলা জননী।
তুমি সেই দেবকী, দেবকী-পুত্র আমি॥
আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব § তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
এইমত তুমি মোর মাতা জন্মেজন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি¶ মর্ম্মে॥

---

* 'প্রেমে রুদ্ধকণ্ঠে কিছুই'।

† 'অধিকাংশ পুঁথিতে ইহার পরেই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু সঙ্গত বোধ হইল না।

‡ 'হে' বা 'বে'। § 'বর্ষে'।

¶ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভু জান (জান)'।

* 'দেখি'। † 'শুন মাতা'। ‡ 'আর বার'।

§ 'হইল'। ¶ 'নহে'।

অমায়ায় এই সব কহিলাঙ কথা।
আর তুমি মনে দুঃখ না ভাব' * সর্ব্বথা॥"
কহিলেন প্রভু অতি রহস্য-† কথন।
শুনিঞা শচীর কিছু স্থির হৈল মন॥
এইমত আছেন ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দ করেন নিরন্তর॥
স্বেচ্ছাময় মহেশ্বর কখনে কি করে।
ঈশ্বরের মর্ম্ম কেহো বুঝিতে না ‡ পারে॥
নিরবধি পরানন্দ সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে।
হরিষে থাকেন সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে॥
পরানন্দে বিহ্বল সকল ভক্তগণ।
পাসরি রহিলা সভে প্রভুর গমন॥
সর্ব্ব বেদে মনে ভাবে' যাহারে দেখিতে।
ক্রীড়া করে ভক্তগণ সে-প্রভু-সহিতে॥
যে-দিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে।
নিত্যানন্দস্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে॥
"শুনশুন নিত্যানন্দস্বরূপ গোসাঞি!
এ কথা ভাঙ্গিবে সবে পঞ্চ-জন-ঠাঞি॥
এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥
'ইন্দ্রাণি' § নিকটে কাটোয়া-নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশবভারতী শুদ্ধ নাম॥
তান স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
এ-পঞ্চ-জনারে কথা কহিবা ¶ বিদিত॥
আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, অপর মুকুন্দ॥"

এই কথা নিত্যানন্দস্বরূপের স্থানে।
কহিলেন প্রভু ইহা কেহো নাহি জানে॥
পঞ্চ-জন-স্থানে মাত্র এ সব কথন।
কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন॥
সেই দিন প্রভু সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে।
সর্ব্বদিন গোঙাইলা সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে॥
পরম-আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন।
সন্ধ্যায় করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন॥
গঙ্গা নমস্করিয়া বসিলা গঙ্গাতীরে।
ক্ষণেক থাকিয়া পুন আইলেন ঘরে॥
আসিয়া বসিলা গৃহে গৌরাঙ্গসুন্দর।
চতুর্দ্দিগে বসিলেন সর্ব্ব অনুচর॥
সে-দিনে চলিব প্রভু কেহো নাহি জানে।
কৌতুকে আছেন সভে ঠাকুরের সনে॥
বসিয়া আছেন প্রভু কমললোচন।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত মালা সুগন্ধি চন্দন॥
যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে।
সভেই চন্দন মালা লই দুই করে॥
হেন আকর্ষণ প্রভু করিলা আপনি।
কে বা কোন্‌দিগ হৈতে আইসে* নাহি জানি॥
কতেক বা নগরিয়া আইসে দেখিতে।
ব্রহ্মাদিরো শক্তি ইহা নাহিক লিখিতে† ॥
দণ্ডপরণাম হঞা পড়ে ‡ সর্ব্বজন।
একদৃষ্ট্যে সভেই চা'হেন § শ্রীবদন॥

---

* 'দুঃখ নাহি ভাবিহ'। † 'পূর্ব্বের'।
‡ 'কে বা বুঝিবারে'। § 'ইন্দ্রাণী'।
¶ 'এই পাঁচ জনে মাত্র কহিবা'।

* 'দিগে আইসে কিছুই' বা 'দিগে আইসে এ দুই'।
† 'লখিতে'। ‡ 'দণ্ডবৎ প্রণাম হইলা'।
§ 'সভে সেই চা হে'।

আপন গলার মালা সভাকারে দিয়া ।
আজ্ঞা করে প্রভু সভে "কৃষ্ণ গাও গিয়া ॥
বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও* কৃষ্ণ নাম ।
কৃষ্ণ বিনু কেহো কিছু না ভাবিহ † আন ॥
যদি আমা' প্রতি স্নেহ থাকে সভাকার ।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইব ‡ আর ॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে ।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বোলহ-বদনে ॥"
এইমত শুভদৃষ্টি প্রভু সভাকারে ।
উপদেশ কহিয়া কহেন "যাও ঘরে' § ॥"
এইমত কত যায় কত বা আইসে ।
কেহো কারে নাহি চিনে, আনন্দেতে ভাসে ॥
পূর্ণ হৈল শ্রীবিগ্রহ চন্দন-মালায় ।
চন্দ্রের কিরণ শোভা কহন ¶ না যায় ॥
প্রসাদ পাইয়া সভে হরষিত হৈয়া ।
উচ্চ হরিধ্বনি সভে যায়েন করিয়া ‖ ॥
এক লাউ হাথে করি সুকৃতি শ্রীধর ।
হেনই সময়ে আসি হইলা গোচর ॥
লাউ ভেট দেখি হাসে' বৈকুণ্ঠের রায় ।
"কোথায় পাইলা ?" প্রভু জিজ্ঞাসে' সদায় $ ॥

* 'লহ' ।　　† 'দেখিও' ।
‡ 'ব্যতিরেক না ভাবিহ' ।
§ 'করি আজ্ঞা করে যাইবারে' ।
¶ 'চন্দ্রের বা কিবা শোভা কহিল' ।
‖ 'গাইয়া' ।　　$ 'সদায়' ।

নিজ-মনে জানে প্রভু "কালি * চলিবাঙ ।
এই লাউ ভোজন করিতে না পাইলাঙ ॥
শ্রীধরের পদার্থ কি হইব অন্যথা ।
এ লাউ ভোজন আজি করিব সর্ব্বথা ॥"
এতেক চিন্তিয়া ভক্তবাৎসল্য রাখিতে ।
জননীরে বলিলেন রন্ধন করিতে ॥
হেনই সময়ে আর কোন পুণ্যবান্ ।
দুগ্ধ ভেট আনিঞা দিলেন বিদ্যমান ॥
হাসিয়া ঠাকুর বোলে "বড় ভালভাল ॥
দুগ্ধ-লাউ পাক গিয়া করহ সকাল ॥"
সন্তোষে চলিলা শচী করিতে রন্ধন ।
হেন ভক্তবৎসল শ্রীশচীর নন্দন ॥
এইমতে মহানন্দে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ।
কৌতুকে আছেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ॥
সভারে বিদায়দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর ।
ভোজনে বসিলা আসি ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥
ভোজন করিয়া প্রভু মুখশুদ্ধি করি ।
চলিলা শয়ন-গৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিলা ঈশ্বর ।
নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর ॥
আই জানে—আজি প্রভু † করিব গমন ।
আইর নাহিক নিদ্রা, কান্দে অনুক্ষণ ‡ ॥
'দণ্ড চারি রাত্রি আছে' ঠাকুর জানিয়া ।
উঠিলেন চলিবারে সামগ্রী লইয়া ॥
গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি ।
গদাধর বোলেন "চলিব সঙ্গে আমি ॥"

* 'আজি' ।　　† 'পুত্র' ।
‡ 'করয়ে ক্রন্দন' ।

প্রভু বোলে "আমার নাহিক কারো * সঙ্গ।
এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব্ব রঙ্গ ॥†"
আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে বসিয়া ‡ রহিলেন ততক্ষণ ॥
জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর।
বসিয়া কহেন তানে প্রবোধ-উত্তর ॥
"বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাঙ শুনিলাঙ তোমার কারণ ॥
আপনার তিলার্দ্ধেকো না লইলা সুখ §।
আজন্ম আমার তুমি বাড়াইলা ভোগ ¶ ॥
দণ্ডেদণ্ডে যত তুমি ‖ করিলা আমার।
আমি কোটি-কল্পে নারিব $ শুধিবার ॥
তোমার সাদ্‌গুণ্য সে তাহার প্রতিকার।
আমি পুন জন্মজন্ম ঋণী সে তোমার ॥
শুন মাতা! ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার × ॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত ॥
দশদিন অন্তরে কি এখনে + বা আমি।
চলিলেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি ॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার ॥"

বুকে হাথ দিয়া প্রভু বোলে বারবার।
"তোমার সকল ভার আমার আমার ॥"
যত কিছু বোলে প্রভু, শচী সব শুনে।
উত্তর না স্ফুরে * কান্দে অঝর-নয়নে ॥
পৃথিবী-স্বরূপা হৈলা শচী জগন্মাতা।
কে বুঝয়ে † কৃষ্ণের অচিন্ত্য সর্ব্ব কথা ॥
জননীর পদধূলী লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তানে ‡ চলিলা সত্বরে ॥
চলিলেন বৈকুণ্ঠনায়ক গৃহ হৈতে।
সন্ন্যাস করিয়া সর্ব্বজীব উদ্ধারিতে ॥
শুনশুন আরে ভাই! প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে কর্ম্মবন্ধ যায় § নাশ ॥
প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা।
জড় হইলেন, কিছু ¶ নাহি স্ফুরে কথা ॥
ভক্তগণ না জানেন এ সব বৃত্তান্ত।
উষঃকালে স্নান করি যতেক ‖ মহান্ত ॥
প্রভু নমস্করিতে আইলা প্রভুঘরে।
আসিয়া দেখেন আই $ বাহির-দুয়ারে ॥
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
"আই কেনে রহিয়াছে × বাহির-দুয়ার ॥"
জড়প্রায় আই, কিছু না স্ফুরে উত্তর।
নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর ॥
ক্ষণেকে বলিলা আই "শুন বাপ-সব!
বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগী সকল বৈষ্ণব ॥

* 'কেহো'।
† 'একাকী অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব্বাঙ্গ'।
‡ 'আসিয়া'।
§ 'না ভাবিলা দুঃখ' বা 'না করিলা সুখ'।
¶ 'সুখ'। ‖ 'স্নেহ'।
$ 'কল্পে তাহা নারি'।
× 'আমার'। + 'কখনো'।

* 'করে'। † 'বুঝিবে'। ‡ 'প্রভু'।
§ 'সর্ব্ব বন্ধ হয়'। ¶ 'জড়প্রায় রহিলেন'।
‖ 'স্নানে চলে সকল'।
$ 'আসি সভে আই দেখে'।
× 'বসিয়াছে'।

এতেকে যে কিছু দ্রব্য আছয়ে তাহান *।
তোমরা-সভের হয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥
এতেকে তোমরা-সভে আপনে মিলিয়া।
যেন ইচ্ছা তেন কর', মো যাঙ চলিয়া॥"†
শুনি মাত্র ভক্তগণ প্রভুর গমন।
ভূমিতে পড়িলা সভে হই অচেতন ‡॥
কি হইল সে বৈষ্ণবগণের§ বিষাদ।
কান্দিতে লাগিলা সভে করি আর্ত্তনাদ ¶॥
অন্যোহন্যে সভেই সভার ধরি গলা।
বিবিধ বিলাপ সভে করিতে লাগিলা॥
'কি দারুণ নিশি পোহাইল গোপীনাথ।"
বলিয়া কান্দেন সভে শিরে দিয়া হাথ॥
"না দেখিয়া সে শ্রীমুখ বঞ্চিব কেমনে।
কিবা কার্য্য এ না আর পাপিষ্ঠ জীবনে॥
আচম্বিতে কেনে হেন হৈল বজ্রপাত।"
গড়াগড়ি যায় কেহো করে ¶ আত্মঘাত ‖॥
সম্বরণ নহে ভক্তগণের ক্রন্দন।
হইল ক্রন্দনময় প্রভুর ভবন॥
যে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে।
সে-ই আসি ডুবে মহা-বিরহ-সাগরে॥
কান্দে সব $ ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া।
"সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া × ॥"

কথোক্ষণে ভক্তগণ হই কিছু শান্ত।
শচীদেবী বেঢ়ি সব বসিলা মহান্ত॥

* কোন কোন পুঁথিতে এই স্থানেই অধ্যায়সমাপ্তি-সূচক 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।" এই অতিরিক্ত পাঠ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইহার পরে নিম্নলিখিত পদ্যগুলি কেবলমাত্র মুদ্রিত-পুস্তকেই পরিলক্ষিত হইল; আমাদিগের অবলম্বিত এক খানি হস্তলিখিত পুঁথিতেও ইহার কিয়দংশও দৃষ্টিগোচর হইল না। পদ্যগুলি এই—

"অনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া।
আমা সবে বিরহ সমুদ্রে ফেলাইয়া
কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন,
হরি হরি বলি উচ্চস্বরে।
কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর জীবন,
প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে।
মাথায় দিয়া হাত' বুকে মারে নির্ঘাত,
হরি হরি প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাস করিতে গেলা' আমা সভা না বলিয়া,
কাঁদে ভক্ত ধূলায় ধূসর।
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি, কাঁদে মুকুন্দ মুরারি,
শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস।
শ্রীবাসের গণ যত, তারা কাঁদে অবিরত,
শ্রীআচার্য্য কাঁদে হরিদাস।
শুনিয়া ক্রন্দন রব, নদীয়ার লোক সব,
দেখিতে আইসে সব থাকা।
না দেখি প্রভুর মুখ, সবে পায় মহা শোক,
কাঁদে সবে মাথে হাত দিয়া।
নাগরিয়া যত ভক্ত, তারা কাঁদে অবিরত,
বাল বৃদ্ধ নাহিক বিচার।
কাঁদে সব স্ত্রীপুরুষে, পাষণ্ডীগণ হাসে,
নিমাইরে না দেখিমু আর।"

* 'যত আছে তাঁর'

† একখানি পুঁথিতে ইহার পরে "গঠমুঞরীরাগ" এই অতিরিক্ত পাঠ আছে। ‡ 'হরিয়া চেতন'।

§ 'কি হৈল কি হৈল ভক্ত-'। ¶ 'করি'।

‖ 'আর্ত্তনাদ'। $ 'কান্দে'।

× 'ছাড়িয়া'।

কথোক্ষণে সর্ব্বনবদ্বীপে হৈল ধ্বনি।
"সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলা * দ্বিজমণি॥"
শুনি সর্ব্বলোকের লাগিল চমৎকার।
ধাইয়া আইলা সর্ব্বলোক নদীয়ার॥
আসি সর্ব্বলোক দেখে প্রভুর বাড়ীতে।
শূন্য বাড়ী সভে লাগিয়াছেন † কান্দিতে॥
তখনে সে 'হায় হায়' করে সর্ব্বলোক।
পরম নিন্দক পাষণ্ডীও পায় শোক॥
"পাপিষ্ঠ আমরা না চিনিল হেন জন।"
অনুতাপ ভাবি সভে করেন ক্রন্দন॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নগরিয়াগণ।
"আর না দেখিব বাপ! ‡ সে চন্দ্রবদন॥"
কেহো বোলে "চল ঘর-দ্বারে অগ্নি দিয়া।
কাণে পরি কুণ্ডল চলিব যোগী হৈয়া॥
হেন প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িল যখন।
আর কেনে আছে আমা'সভার জীবন॥"
কি স্ত্রী পুরুষ যে শুনিল § নদীয়ার।
সভেই বিষাদ বই না ভাবয়ে আর॥
প্রভু সে জানয়ে যারে তারিব যেমতে।
সর্ব্বজীব উদ্ধার পাইব ¶ হেনমতে॥
নিন্দা দ্বেষ যাহার মনেতে যে ‖ আছিল।
প্রভুর বিরহে ** সর্ব্বজীবের খণ্ডিল॥
সর্ব্বজীবনাথ গৌরচন্দ্র জয়জয়।
ভাল রঙ্গে সভা' উদ্ধারিলা দয়াময়॥

শুনশুন আরে ভাই! প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে কর্ম্ম * বন্ধ যায় নাশ॥
গঙ্গার হইয়া পার শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিনে আইলেন কণ্টক-নগর॥
যারেযারে আজ্ঞা প্রভু করিয়া আছিলা।
তাঁহারাও অল্পেঅল্পে আসিয়া মিলিলা॥
অবধূতচন্দ্র, গদাধর, শ্রীমুকুন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, আর ব্রহ্মানন্দ॥
আইলেন প্রভু যথা কেশবভারতী।
মত্ত-সিংহ-প্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি॥
অদ্ভুত দেহের জ্যোতি দেখিয়া তাহান।
উঠিলেন কেশবভারতী পুণ্যবান্॥
দণ্ডবত-প্রণাম করিয়া প্রভু তানে।
করজোড় করি † স্তুতি করেন আপনে॥
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর' মহাশয়!
পতিতপাবন তুমি মহাকৃপাময়॥
তুমি সে দিবারে পার' কৃষ্ণ প্রাণ-‡নাথ।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমা'ত॥
কৃষ্ণদাস্য বই যেন মোর নহে আন।
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ' দান॥"
প্রেমজলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে।
হুঙ্কার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে §॥
গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি ভক্তগণ।
নিজাবেশে মত্ত নাচে শ্রীশচীনন্দন॥
অর্ব্বুদঅর্ব্বুদ লোক শুনি ¶ সেইক্ষণে।
আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা-হনে॥

* 'চলিলেন'। † 'দেখি সভে লাগিলা'। ‡ 'কেবে'।
§ 'কি স্ত্রী পুরুষ যে জন শুনে' বা 'কিবা স্ত্রী পুরুষ সেই শুনে'। ¶ 'পাইল'।
‖ 'যার প্রতি যে' বা 'যার যার মনেতে'। ** 'বিরহে'।

* 'সর্ব্ব'। † 'করজোড়ে প্রভু'। ‡ 'কেন'।
§ 'বলিতে' বা 'কান্দিতে'। ¶ 'শুনে'।

দেখিয়া প্রভুর রূপ মদনসুন্দর।
একদৃষ্ট্যে পান সভে করেন নির্ভর † ॥
অকথ্য অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে।
তাহো কি কহিল হয় অনন্ত-বদনে ॥
পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল ॥
সর্ব্বলোক তিতিল প্রভুর প্রেম-জলে।
স্ত্রী-পুরুষে বাল-বৃদ্ধে 'হরিহরি' বোলে ॥
ক্ষণে কম্প ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোকে পায় ভয় ॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ নিজ-দাস্যভাবে।
দন্তে তৃণ করি সভা'স্থানে ভক্তি মাগে' ॥
সে কারুণ্য দেখিয়া কান্দয়ে সর্ব্বলোক।
সন্ন্যাস শুনিঞা সভে ভাবে' মহা শোক ॥
"কেমনে ধরিব প্রাণ ইহার জননী।
আজি ভান পোহাইল কি কাল-রজনী ॥
কোন্ পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি ‡।
কোন্ বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি ॥
আমরা-সভের প্রাণ বিদরে দেখিতে §।
ভার্য্যা বা জননী প্রাণ রাখিব কেমতে ॥"
এইমত নারীগণ দুঃখ ভাবি কান্দে।
সর্ব্বলোক পড়িলেন চৈতন্যের ফান্দে ॥
ক্ষণেক সম্বরি নৃত্য বৈসে বিশ্বম্ভর।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব অনুচর ॥
দেখিয়া প্রভুর ভক্তি ¶ কেশবভারতী।
আনন্দসাগরে পূর্ণ ‖ হই করে স্তুতি ॥

"যে ভক্তি তোমার আমি দেখিল নয়নে।
এ শক্তি * অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে ॥
তুমি সে জগতগুরু জানিল নিশ্চয়।
তোমার গুরুর যোগ্য কেহো কভু নয় ॥
তথাপি তুমি লোকশিক্ষা নিমিত্ত কারণে ‡।
করিবা আমারে গুরু, হেন লয় মনে ॥"
প্রভু বোলে "মায়া মোরে না কর' প্রকাশ।
হেন দীক্ষা দেহ' যেন হঙ § কৃষ্ণদাস ॥"
এইমত কৃষ্ণকথা-আনন্দ-প্রসঙ্গে।
রহিলেন সে নিশা ঠাকুর সভা'সঙ্গে ॥
পোহাইল নিশি সর্ব্বভুবনের পতি।
আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি ॥
"বিধিযোগ্য যত কর্ম্ম সব কর' তুমি।
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি ॥"
প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর-আচার্য্য।
করিতে লাগিলা সর্ব্ব বিধিযোগ্য কার্য্য ॥
নানা গ্রাম হইতে সে নানা ¶ উপায়ন।
আসিতে লাগিল অতি অকথ্য-কথন ॥
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মুদ্গ ‖, তাম্বূল, চন্দন।
পুষ্প, যজ্ঞসূত্র, বস্ত্র আনে' সর্ব্বজন ॥
নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন্ ভিতে ॥
পরম-আনন্দে সভে করে হরি$-ধ্বনি।
ত্রিবিধ লোকের মুখে অন্য নাহি শুনি ॥
তবে মহাপ্রভু সর্ব্বজগতের প্রাণ।
বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান ॥

---

* 'পরম'। † 'করে নিরন্তর'।
‡ 'হেন পাঞা ছিল পতি' বা 'বা পাইল হেন পতি'।
§ 'শুনিতে'। ¶ 'নৃত্য'। ‖ 'মগ্ন'।

* 'ভক্তি'। † 'তবে'। ‡ 'আপনে'।
§ 'মোরে হই'। ¶ 'হৈতে নানামত (দ্রব্য)'।
‖ 'মধু'। $ 'জয়'।

নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে।
ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখনে॥
ক্ষুর দিতে সে-সুন্দর * চাঁচর চিকুরে।
হাথ নাহি দেয় † নাপিত ক্রন্দন মাত্র করে॥
নিত্যানন্দ-আদি করি যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সভে করেন ক্রন্দন॥
ভক্তের কি দায়, যত ব্যবহারি-লোক।
তাহারাও কান্দিতে লাগিলা করি শোক॥
কেহো বোলে "কোন্ বিধি সৃজিল সন্ন্যাস।"
এত বলি নারীগণ ছাড়ে মহাশ্বাস॥
অগোচরে থাকি সব কান্দে দেবগণ।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডময় হইল ক্রন্দন॥
হেন সে কারুণ্যরস ‡ গৌরচন্দ্র করে।
শুষ্ক-কাষ্ঠ-পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণ।
এই তার সাক্ষী দেখ কান্দে সর্ব্বজন॥
প্রেমরসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র।
স্থির নহে নিরবধি ভাব § অশ্রু কম্প॥
'বোল বোল' করি প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর।
গায়েন মুকুন্দ, প্রভু নাচে মনোহর ¶॥
বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে।
প্রেমরসে মহাকম্প, বহে অশ্রুধারে॥
'বোল বোল' করি প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
ক্ষৌরকর্ম্ম নাপিত না পারে করিবার॥
কথং-কথমপি সর্ব্বদিন-অবশেষে।
ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে॥

তবে সর্ব্বলোকনাথ করি গঙ্গাস্নান।
আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান॥
'সর্ব্বশিক্ষাগুরু গৌরচন্দ্র' বেদে * বোলে।
কেশবভারতী-স্থানে তাহা কহে ছলে॥
প্রভু বোলে "স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন॥
বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয় নহে।"
এত বলি প্রভু তাঁর কর্ণে মন্ত্র কহে॥
ছলে প্রভু কৃপা করি তাঁরে শিষ্য কৈল।
ভারতীর চিত্তে মহাবিস্ময় জন্মিল॥
ভারতী বোলেন "এই মহামন্ত্রবর।
কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর॥"
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশবভারতী।
সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি॥
চতুর্দ্দিগে হরিনাম সুমঙ্গল শুনি †।
সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি॥
পরিলেন অরুণ-বসন মনোহর।
তাহাতে হইলা কোটি-কন্দর্প-সুন্দর॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত ‡।
মালায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত॥
দণ্ড কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল।
নিরবধি নিজ প্রেমে আনন্দে বিহ্বল॥
কোটিকোটি চন্দ্র জিনি শোভে শ্রীবদন।
প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল-লোচন॥
কি সন্ন্যাসি-রূপের হইল পরকাশ। §
পূর্ণ করি তাহা কহিবেন বেদব্যাস॥

* 'নাপিত সে'। † 'নাড়ে'। ‡ 'রঙ্গ'। § 'ভাবে'। ¶ 'নিরন্তর'।

* 'লোকে'। † 'ধ্বনি'। ‡ 'ভূষিত'। § 'কি বা সে সন্ন্যাসি-রূপ হইল প্রকাশ'।

সহস্রনামেতে যে কহিলা বেদব্যাস ।
'কোনো অবতারে প্রভু করেন* সন্ন্যাস ॥'
এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজরাজ ।
এ মর্ম্ম জানয়ে সর্ব্ব-বৈষ্ণব-সমাজ ॥

তথাহি (মহাভারতে দানধর্ম্মে) সহস্রনামস্তোত্রে (৩৩)—
"সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণম্ ॥"।

টীকা ।

সন্ন্যাসকৃদিতি । সন্ন্যাসং—পারিব্রজ্যং, করোতীতি সন্ন্যাসকৃৎ । শময়তি—আলোচয়তি, রহস্যং হরেরিতি শমঃ ; 'শম' আলোচনে চুরাদির্ণিৎ । শাম্যতি—উপরমতি, কৃষ্ণান্যবিষয়াদিতি শান্তঃ । নিতিষ্ঠন্ত্যস্যাং হরিকীর্ত্তনপ্রধানা ভক্তিযজ্ঞা ইতি নিষ্ঠা ; "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ । যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥" (ভা° ১১।৫।৩২) ইতি স্মরণাৎ । শাম্যন্ত্যনয়া ভক্তিবিরোধিনঃ কেবলাদ্বৈতিপ্রমুখা ইতি শান্তিঃ । মহাভাবান্তানাং ভাবভেদানাং পরমম্ অয়নম্ ইতি পরায়ণম্ । 'নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ,' ইতি পাঠে, নিষ্ঠা—চিত্তস্য একাগ্রতা, শান্তি—সমস্তবিদ্যানিবৃত্তিঃ, তৎপরায়ণঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।

[সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু] সন্ন্যাসকারী, শম—শ্রীহরির রহস্য আলোচনা করিয়া থাকেন, শান্ত—শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বিষয় হইতে উপরত, নিষ্ঠা—হরিকীর্ত্তনপ্রধান ভক্তিযজ্ঞ-সমূহ তাঁহাতেই সম্যক্ অবস্থান করে, শান্তি—তাঁহারই প্রভাবে কেবলাদ্বৈতী প্রভৃতি ভক্তিবিরোধীর দল শমতা প্রাপ্ত হয়, পরায়ণ—মহাভাব-পর্য্যন্ত ভাবসকলের তিনিই আশ্রয় ॥ ১ ॥

তবে নাম থুইবারে কেশবভারতী ।
মনেমনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি ॥

* 'করিব' ।

চতুর্দ্দশ-ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব ।
আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব ॥
এতেকে কোথাও যে না থাকে হেন নাম ।
থুইলে সে ইহান, আমার পূর্ণ কাম ॥
মূলে ভারতীর শিষ্য 'ভারতী' সে হয়ে ।
ইহানে ত তাহা থুইবারে * যোগ্য নহে ॥"
ভাগ্যবান্ ন্যাসিবর এতেক চিন্তিতে ।
শুদ্ধা সরস্বতী তান আইলা জিহ্বাতে ॥
পাইয়া উচিত নাম কেশবভারতী ।
প্রভু-বক্ষে হস্ত দিয়া বোলে শুদ্ধমতি ॥
"যত জগতেরে তুমি 'কৃষ্ণ' ‡ বোলাইয়া ।
করাইলা চৈতন্য—কীর্ত্তন প্রকাশিয়া ॥
এতেকে তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ।
সর্ব্বলোকে তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য ॥"
এই যদি ন্যাসিবর বলিলা বচন ।
জয়ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি হইল তখন ॥
চতুর্দ্দিগে মহাহরিধ্বনি-কোলাহল ।
করিয়া আনন্দে ভাসে বৈষ্ণব-সকল ॥
ভারতীরে সর্ব্ব ভক্ত করিলা প্রণাম । §
প্রভুও হইলা তুষ্ট লভিয়া স্ব-নাম ¶ ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম হইল প্রকাশ ।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা সর্ব্ব দাস ॥
হেনমতে সন্ন্যাস করিয়া প্রভু ধন্য ।
প্রকাশিলা আত্মনাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ॥

* 'সে আবার' ।　　† 'মহা' ।
‡ 'ত্রিজগতে তুমি ত শ্রীকৃষ্ণ' ।
§ 'কেশব ভারতীরে করেন সভে মান' ।
¶ 'লই আত্মনাম' ।

এ সকল কথার অবধি নাহি হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র বেদে কয়॥
সর্ব্বকাল চৈতন্য সকল লীলা করে।
কৃপায় যখন যে দেখায়েন যাহারে *॥
আর কত লীলারস হৈল সেই স্থানে।
নিত্যানন্দস্বরূপে সে সর্ব্ব তত্ত্ব জানে॥
তাঁহার আজ্ঞায় আমি কৃপা-অনুরূপে।
কিছু মাত্র সূত্র আমি লিখিল † পুস্তকে॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
দৈবে ‡ ইহা কোটিকোটি মুনি বেদব্যাসে।
বর্ণিবেন নানামতে অশেষবিশেষে॥
এইমতে মধ্যখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে হয় চৈতন্যের দাস॥
মধ্যখণ্ডে ঈশ্বরের § সন্ন্যাস-গ্রহণ।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই ¶ প্রভু।
এই বাঞ্ছা ইহা যেন না পাসরি কভু॥
হেন দিন হইব (কি) চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিগে ভক্তবৃন্দ॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
মুখেহ যে জন বোলে 'নিত্যানন্দদাস'।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-প্রকাশ॥
চৈতন্যের প্রিয়তম নিত্যানন্দ-রায়।
প্রভু ভৃত্য সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায়॥
জগতের প্রেমদাতা হেন * নিত্যানন্দ।
তান হঞা যেন † ভজোঁ প্রভু গৌরচন্দ্র॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক নিতাইচান্দেরে॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে ‡ বোলায়॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত শক্তি থাকে ততদূর উড়ি যায়॥
এইমত চৈতন্যকথার অন্ত নাই।
যার যত দূর শক্তি সভে তত § গাই॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্য-সন্ন্যাস বর্ণনং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬॥

॥ সমাপ্তশ্চায়ং মধ্যখণ্ডঃ ॥

॥ * ॥ ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ ॥ * ॥

---

* 'যে যে দেখাইল যারে'।
† 'লিখি গেলাঙ' বা 'করি লিখিঁল'। ‡ 'বেদে'।
§ 'মধ্যখণ্ডকথা প্রভুর'। ¶ 'মহা'।

* 'জগতেরে দান দেহ প্রভু'।
† 'অহর্নিশ ভজি'। ‡ 'সভারে'।
§ 'যারে যত দেন শক্তি তত সেই'।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

অন্ত্যখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥১॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥ ২ ॥ *

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লক্ষ্মীকান্ত।
জয়জয় নিত্যানন্দ-বল্লভ-একান্ত ॥
জয়জয় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ন্যাসিরাজ।
জয়জয় জয় শ্রীভকতসমাজ ॥
জয়জয় পতিতপাবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ্ব ॥ †
শেষখণ্ড-কথা ভাই! শুন একচিত্তে।
নীলাচলে গৌরচন্দ্র আইলা যেমতে ॥

* টীকা ও অনুবাদ ১ম ও ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† ইহার পর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"[illegible]জয় শেষ-রমা-অজ ভব-নাথ।
জীবপ্রতি কর' প্রভু! শুভদৃষ্টিপাত ॥"

করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টক-নগর ॥
করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ।
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন।
'বোল বোল' বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য ॥
শ্বাস, হাস, স্বেদ, * কম্প, পুলক, হুঙ্কার।
না জানি কতেক হয় অনন্ত † বিকার ॥
কোটী-সিংহ-প্রায় যেন বিশাল গর্জ্জন।
আছাড় দেখিতে ভয় পায় সর্ববজন ॥
কোন্ দিগে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িল।
নিজ প্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হৈল ॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হৈয়া ॥

* 'প্রেম-'। † 'প্রেমের'।

পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ-আলিঙ্গন।
ভারতীর বিষ্ণুভক্তি হইল তখন ॥
পাক দিয়া দণ্ড কমণ্ডলু দূরে ফেলি।
সুকৃতি ভারতী নাচে 'হরিহরি' বলি ॥
বাহ্য দূরে গেল ভারতীর প্রেমরসে।
গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না সম্বরে' শেষে ॥
ভারতীরে কৃপা হৈল প্রভুর দেখিয়া।
সর্ব্ব-গণ 'হরি' বোলে ডাকিয়া*ডাকিয়া ॥
সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য।
দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভৃত্য ॥
চারি-বেদে ধ্যানে যারে দেখিতে দুষ্কর।
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে ন্যাসিবর ॥
কেশব-ভারতী-পা'য়ে বহু † নমস্কার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ শিষ্য-রূপে যাঁর ॥
এইমত সর্ব্ব-রাত্রি গুরুর সংহতি।
নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি ॥
প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
চলিলেন গুরু-স্থানে বিদায় করিয়া ‡ ॥
"অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা ॥"
গুরু বোলে "আমিহ চলিব তোমা'সঙ্গে।
থাকিব তোমার সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন-§রঙ্গে ॥"
কৃপা করি প্রভু সঙ্গে লইলেন তানে।
অগ্রে গুরু করিয়া চলিলা প্রভু বনে ॥
তবে চন্দ্রশেখর-আচার্য্য কোলে করি।
উচ্চস্বরে কান্দিতে লাগিলা গৌরহরি ॥

* 'নিরন্তর (নিরবধি) হরি বোলে সভে ত'।
† 'বহু'। ‡ 'লইয়া' বা 'হইয়া'। § 'কৃষ্ণকথা'।

"গৃহে চল তুমি সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
কহিও সভারে আমি চলিলাঙ বনে ॥
গৃহে চল তুমি * দুঃখ না ভাবিহ মনে।
তোমার হৃদয়ে আমি বন্দী সর্ব্বক্ষণে ॥
তুমি মোর পিতা—মুঞি নন্দন তোমার।
জন্মজন্ম তুমি প্রেম-সংহতি আমার ॥"
এতেক বলিয়া তানে † ঠাকুর চলিলা।
মূর্চ্ছাগত হই চন্দ্রশেখর পড়িলা ॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি বুঝনে না যায়।
অতএব সে বিরহে প্রাণ রক্ষা পায় ॥ ‡
তবে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আইলা।
সভা'স্থানে কহিলেন "প্রভু বনে গেলা ॥"
শ্রীচন্দ্রশেখর-মুখে শুনি ভক্তগণ।
আর্ত্তনাদে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
শুনিঞা হইলা মাত্র অদ্বৈত § মূর্চ্ছিত।
প্রাণ নাহি দেহে, প্রভু পড়িলা ভূমিত ॥
শচীদেবী শোকে ¶ রহিলেন জড় হৈয়া।
কৃত্রিম-পুতলী যেন আছে দাণ্ডাইয়া ॥
ভক্তপত্নী সব যত পতিব্রতাগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সভে করেন ক্রন্দন ॥
(কোটি মুখ হইলেও সে সব বিলাপ।
বর্ণিতে না পারি তাঁ'সভার অনুতাপ ॥
অদ্বৈত বোলয়ে "মোর না রহে জীবন।"
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ শুনি সে ক্রন্দন ॥)

* 'বাহ কিছু'। † 'তবে'।
‡ ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
'ক্ষণেকে চৈতন্য পাই শ্রীচন্দ্রশেখর।
নবদ্বীপ-প্রতি তিঁহো গেলেন সত্বর ॥"
§ 'অদ্বৈত শুনিবামাত্র হইলা'। ¶ 'বোল'।

অদ্বৈত বোলয়ে "আর কি কার্য্য জীবনে।
সে-হেন ঠাকুর মোর ছাড়িল যখনে॥
প্রবিষ্ট হইমু আজি * সর্ব্বথা গঙ্গায়।
দিনে লোক ধরিবেক, চলিমু নিশায়॥"
এইমত বিরহে সকল ভক্তগণ।
সভার হইল বড় চিত্ত উচাটন॥
কোনমতে চিত্তে কেহো স্বাস্থ্য নাহি পায়।
দেহ এড়িবারে সভে নিরবধি চায়॥
যদ্যপিহ সভেই পরম-মহা-ধীর।
তভো কেহো কারো † করিবারে নারে স্থির॥
ভক্তগণ দেহ-ত্যাগ ভাবিলা ‡ নিশ্চয়।
জানি § সভা' প্রবোধি আকাশবাণী হয়॥
"দুঃখ না ভাবিহ অদ্বৈতাদি-ভক্তগণ!
সভে সুখে কর' কৃষ্ণচন্দ্র-আরাধন॥
সেই প্রভু এই দিন-দুই-চারি ¶ ব্যাজে।
আসিয়া মিলিব তোমা'সভার সমাজে॥
দেহত্যাগ কেহো কিছু না ভাবিহ মনে।
পূর্ব্ববত সভে বিহরিবা প্রভু-সনে ‖॥"
শুনিঞা আকাশবাণী মহা-ভক্তগণ।
দেহত্যাগ প্রতি সভে ছাড়িলেন মন॥
করি অবলম্বন প্রভুর গুণ নাম।
শচী বেঢ়ি ভক্তগণ থাকে অবিরাম॥
তবে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসীর $ চূড়ামণি।
চলিলা পশ্চিম-মুখে করি হরিধ্বনি॥

নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে, আগে কেশবভারতী॥
চলিলেন মাত্র প্রভু মত্ত-সিংহ-প্রায়।
লক্ষ কোটি লোক পাছে*পাছে কান্দি ধায়॥
চতুর্দ্দিগে বন ভাঙ্গি লোক সব ধায় †।
সভারে করেন প্রভু কৃপা অমায়ায়॥
"সভে ঘর যাহ ‡ লহ গিয়া হরিনাম।
সভার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন প্রাণ॥
ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউ তোমা'সভার শরীরে॥"
বর শুনি সর্ব্বলোক কান্দে উচ্চস্বরে।
পরবশ-প্রায় সভে আইলেন ঘরে §॥
রাঢ়ে আসি গৌরচন্দ্র হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য রাঢ়-দেশ॥
রাঢ়-দেশ ¶ ভূমি যত দেখিতে সুন্দর।
চতুর্দ্দিগে অশ্বত্থ-মণ্ডলী মনোহর॥
স্বভাব-সুন্দর স্থান শোভে গাবীগণে।
দেখিয়া আবিষ্ট প্রভু হয় সেইক্ষণে॥
'বোল বোল' বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে বৈকুণ্ঠের রায়।
জগতের চিত্তবৃত্তি শুনি শোধ ‖ পায়॥
এইমত প্রভু ধন্য করি রাঢ়-দেশ।
সর্ব্বপথে চলিলেন করি নৃত্যাবেশ॥ $

---

* 'মুক্রি'। † 'কারে'।
‡ 'জানিঞা' বা 'ভাবিয়া'। § 'তবে'।
¶ 'দুই তিন চারি'।
‖ 'বিহরিব এক স্থানে'। $ 'সর্ব্ব-ন্যাসি-'।

* 'প্রভুর'। † 'চলি (কান্দি) ধায়'।
‡ 'যাই'। § 'আইলা ঘরে ঘরে'।
¶ 'দেশের'। ‖ 'শোদ্ধ' বা 'সাধ'।
$ 'পথে চলিলেন করি প্রেম-নৃত্যাবেশ'।

প্রভু বোলে "বক্রেশ্বর আছেন যে বনে।
তথাই যাইমু মুঞি থাকিমু নির্জ্জনে॥"
এতেক বলিয়া * প্রেমাবেশে চলি যায়।
নিত্যানন্দ-আদি সব পাছেপাছে ধায়॥
অদ্ভুত প্রভুর নৃত্য, অদ্ভুত কীর্ত্তন।
শুনি মাত্র ধাইয়া আইসে সর্ব্বজন॥
যদ্যপিহ কোন দেশে নাহি সঙ্কীর্ত্তন।
কেহো নাহি দেখে কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন॥
তথাপি প্রভুর দেখি অদ্ভুত ক্রন্দন।
দণ্ডবত হইয়া পড়য়ে † সর্ব্বজন॥
তথি-মধ্যে কেহোকেহো পরম পামর।
তারা বোলে "এত কেনে কান্দেন বিস্তর॥"
সেহো সব জন এবে প্রভুর কৃপায়।
সেই প্রেম স্মঙরিয়া কান্দে ‡ গড়ি যায়॥
সকল ভুবন এবে গায় গৌরচন্দ্র।
তথাপিহ সবে নাহি গায় ভূতবৃন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে বিমুখ যে জন।
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী ভূতগণ॥
হেনমতে নৃত্য-রসে বৈকুণ্ঠের নাথ।
চলিয়া যায়েন সর্ব্ব-ভক্তবর্গ-সাথ॥
দিন-অবশেষে প্রভু এক ধন্য গ্রামে।
রহিলেন পুণ্যবন্ত-ব্রাহ্মণ-আশ্রমে॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া শুইলা ভক্তগণ॥
প্রহর-খানেক নিশা থাকিতে ঠাকুর।
সভা' ছাড়ি পলাইয়া গেলা কথো-দূর॥
শেষে সভে উঠিয়া চাহেন ভক্তগণ।
না দেখিয়া প্রভু সভে করেন ক্রন্দন॥

সর্ব্ব গ্রাম বিচার করিয়া ভক্তগণ।
প্রান্তর-ভূমিতে তবে করিলা গমন॥
নিজ প্রেম-রসে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
প্রান্তরে রোদন করে করি উচ্চস্বর॥
"কৃষ্ণ রে প্রভু রে আরে কৃষ্ণ মোর * বাপ!"
বলিয়া রোদন করে সর্ব্ব-জীব-নাথ॥ †
হেন সে ডাকিয়া কান্দে ন্যাসিচূড়ামণি।
ক্রোশেকের ‡ পথ যায় রোদনের ধ্বনি॥
কথো-দূরে থাকিয়া সকল ভক্তগণ।
শুনেন § প্রভুর অতি অদ্ভুত ক্রন্দন॥
চলিলেন সভে ক্রন্দনের অনুসারে।
দেখিলেন সভে প্রভু ¶ কান্দে উচ্চস্বরে॥
প্রভুর কান্দনে কান্দে সর্ব্বভক্তগণ।
মুকুন্দ লাগিলা তবে করিতে কীর্ত্তন॥
শুনিঞা কীর্ত্তন প্রভু লাগিলা নাচিতে।
আনন্দে গায়েন সভে বেঢ়ি চারি ভিতে॥
এইমত সর্ব্ব-পথে নাচিয়ানাচিয়া।
যায়েন পশ্চিম-মুখে আনন্দিত হৈয়া॥
ক্রোশ-চারি সকলে আছেন বক্রেশ্বর।
সেইস্থানে ফিরিলেন শ্রীগৌরসুন্দর॥
নাচিয়া যায়েন প্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
পূর্ব্ব-মুখ পুন ‖ হইলেন নিজসুখে॥
পূর্ব্ব-মুখে চলিয়া যায়েন নৃত্য-রসে।
অন্তর$-আনন্দে প্রভু অট্টঅট্ট হাসে'॥
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু নিজ কুতূহলে।
বলিলেন "আমি চলিলাঙ × নীলাচলে॥

---

* 'এত বলি প্রভু'। † 'হৈয়া পথে পড়ে'। ‡ 'কান্দি'।

* 'ওরে'। † 'বলি সর্ব্বজীবনাথ করেন প্রলাপ'। ‡ 'ক্রোশ এক'। § 'শুনিলেন'। ¶ 'প্রভু সবে'। ‖ 'প্রভু'। $ 'অনন্ত'। × 'চলিবাঙ'।

জগন্নাথপ্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
'নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে' ॥" *
এতবলি চলিলেন হই পূর্ব্ব-মুখ।
ভক্তগণ পাইলেন পরানন্দসুখ ॥
তান ইচ্ছা তিঁহো সে জানেন সবে মাত্র।
তান অনুগ্রহে জানে তান কৃপাপাত্র ॥
কি ইচ্ছায় † চলিলেন ‡ বক্রেশ্বর-প্রতি।
কেনে বা না গেলা, বুঝে কাহার্ শকতি ॥
হেন বুঝি, করি প্রভু বক্রেশ্বর-ব্যাজ।
ধন্য করিলেন সর্ব্ব রাঢ়ের সমাজ ॥
গঙ্গা-মুখ হইয়া চলিলা গৌরচন্দ্র।
নিরবধি দেহে নিজ প্রেমের আনন্দ ॥
ভক্তিশূন্য সর্ব্ব দেশ, না জানে কীর্ত্তন।
কারো মুখে নাহি কৃষ্ণনাম-উচ্চারণ ॥
প্রভু বোলে "হেন দেশে আইলাঙ কেনে।
'কৃষ্ণ' হেন নাম কারো না শুনি বদনে ॥
কেনে হেন দেশে মুঞি করিলুঁ প্রয়াণ।
না রাখিমু দেহ মুঞি ছাড়োঁ এই প্রাণ § ॥"
হেনই সময়ে গরু রাখে শিশুগণ।
তার মধ্যে সুকৃতি আছয়ে এক জন ॥
হরিধ্বনি করিতে লাগিলা আচম্বিত।
শুনিয়া হইলা প্রভু অতি হরষিত ॥
'হরিবোল' বাক্য প্রভু শুনি শিশুমুখে।
বিচার করিতে লাগিলেন মহাসুখে ॥
"দিন-তিন-চারি ¶ যত দেখিলাঙ গ্রাম।
কাহারো মুখেতে না শুনিলুঁ হরিনাম ॥
আচম্বিতে শিশুমুখে শুনি হরিধ্বনি।
কি হেতু ইহার সভে কহ দেখি শুনি ?"
প্রভু বলিলেন "গঙ্গা কত দূর এথা হৈতে ?"
সভে বলিলেন "এক প্রহরের পথে ॥"
প্রভু বোলে "এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব এথা হরিনামের সঞ্চার ॥
গঙ্গার বাতাস কিবা লাগিয়াছে এথা।
অতএব শুনিলাঙ হরি-গুণ-গাথা ॥"
গঙ্গার মহিমা ব্যাখ্যা করিতে ঠাকুর।
গঙ্গা-প্রতি অনুরাগ বাঢ়িল প্রচুর ॥
প্রভু বোলে "আজি আমি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
মজ্জন করিব" এত বলি চলি যায় ॥
মত্ত-সিংহ*-প্রায় চলিলেন গৌরসিংহ।
পাছে ধাইলেন সব চরণের ভৃঙ্গ ॥
গঙ্গাদরশনাবেশে প্রভুর গমন।
লাগ নাহি পায় কেহো যত ভক্তগণ ॥
সবে এক নিত্যানন্দসিংহ করি সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে করি গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা গঙ্গা' বলি বহু † করিলা ক্রন্দন ॥
পূর্ণ করি করিলেন গঙ্গাজল পান।
পুনঃপুন স্তুতি করি করেন প্রণাম ॥
"প্রেমরসস্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল ॥
সকৃত তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণুভক্তি হয়, কি পুন ভক্ষণ ‡ ॥
তোমার প্রসাদে সে 'শ্রীকৃষ্ণ' হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে, ইথে নাহি আন ॥

* 'নীলাচলে চলি তুমি আইস সকালে'।
† 'ইচ্ছিয়া'। ‡ 'চলিলা বা'।
§ 'এই ছাড়িমু পরাণ'। ¶ 'তিন দিন ধরি'।

* 'গজ'। † 'প্রভু'। ‡ 'কিং পুনর্ভক্ষণ'।

কীট পক্ষী শৃগাল কুক্কুর যদি হয় ।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয় ॥
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের উপমা ।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা * ॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার ।
তোমার সমান তুমি বই নাই আর ॥"
এইমত স্তুতি করে শ্রীগৌরসুন্দর ।
শুনিঞা জাহ্নবী-দেবী লজ্জিত-অন্তর ॥
যে প্রভুর পাদপদ্মে বসতি গঙ্গার ।
সে প্রভু করয়ে স্তুতি,—হেন অবতার ॥
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের গঙ্গা-প্রতি স্তুতি ।
তার হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি মতি ॥

নিত্যানন্দ-সংহতি সে নিশা সেই-গ্রামে ।
আছিলেন কোন পুণ্যবন্তের আশ্রমে ॥
তবে আরদিনে কথোক্ষণে ভক্তগণ ।
আসিয়া প্রভুর পাইলেন দরশন ॥
তবে প্রভু সর্ব্বভক্তগণ করি সঙ্গে ।
নীলাচল-প্রতি শুভ করিলেন রঙ্গে ॥
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহামতি !
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি ॥
শ্রীবাসাদি যত আছে ভাগবতগণ ।
সভার করহ † গিয়া দুঃখবিমোচন ॥
এই কথা তুমি গিয়া কহিও সভারে ।
আমি যাই নীলাচলচন্দ্র দেখিবারে ॥
সভার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে ।
রহিবাঙ শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের ঘরে ॥
তাঁ'সভা' লইয়া তুমি আসিবা সত্বরে ।
আমি যাই হরিদাসের ফুলিয়া নগরে ॥"

* 'সীমা' । † 'সভাকার কর' ।

নিত্যানন্দে পাঠাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর ।
চলিলেন মহাপ্রভু ফুলিয়া-নগর ॥

প্রভুর আজ্ঞায় মহামল্ল * নিত্যানন্দ ।
নবদ্বীপে চলিলেন পরম আনন্দ ॥
প্রেমরসে মহামত্ত নিত্যানন্দ-রায় ।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায় ॥
মত্ত-সিংহ-প্রায় প্রভু আনন্দে বিহ্বল ।
বিধি-নিষেধের পার † বিহার সকল ॥
ক্ষণেকে কদম্ববৃক্ষে করি আরোহণ ।
বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গমোহন ॥
ক্ষণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায় ।
বৎস‡-প্রায় হইয়া গাবীর দুগ্ধ খায় ॥
আপনাআপনি সর্ব্বপথে নৃত্য করে ।
বাহ্য নাহি জানে ডুবে § আনন্দ-সাগরে ॥
কখনো বা পথে বসি করেন রোদন ।
হৃদয় বিদরে তাহা করিতে শ্রবণ ॥
কখনো হাসেন অতি মহা অট্ট হাস ।
কখনো বা শিরে বস্ত্র বান্ধি দিগবাস ॥
কখনো বা স্বানুভাবে অনন্ত ¶ আবেশে ।
সর্প-প্রায় হইয়া গঙ্গার স্রোতে ‖ ভাসে ॥
অন্তরের ভাবে প্রভু গঙ্গার ভিতরে $ ।
ভাসিয়া যায়েন অতি দেখি মনোহরে ॥
অচিন্ত্য অগম্য × নিত্যানন্দের মহিমা ।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় কারুণ্যের সীমা ॥
এইমত গঙ্গামধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া ।
নবদ্বীপে প্রভু-ঘাটে মিলিলা + আসিয়া ॥

* 'মত্ত' । † 'পর' । ‡ 'বৎস' ।
§ 'ডুবি' । ¶ 'স্বানুভাবাবেশের' । ‖ 'মাঝে' ।
$ 'উপরে' । × ''অগণ্য' । + 'উঠিল' ।

আপনা' সম্বরি নিত্যানন্দ-মহাশয় ।
প্রথমে উঠিলা আসি প্রভুর আলয় ॥
আসি দেখে আইর দ্বাদশ-উপবাস ।
সবে কৃষ্ণশক্তিবলে দেহে আছে শ্বাস ॥
যশোদার ভাবে আই পরম-বিহ্বল ।
নিরবধি নয়নে বহয়ে * প্রেমজল ॥
যারে দেখে আই তাহারেই বার্ত্তা লয় † ।
"মথুরার লোক কি তোমরা সব হয় ?
কহ কহ রাম কৃষ্ণ আছেন কেমনে ?"
বলিয়া মূর্চ্ছিত হই পড়য়ে তখনে ॥
ক্ষণে বোলে আই "ওই শুনি শিঙ্গা বাজে ।
অক্রুর আইল কিবা পুন গোষ্ঠমাঝে ?"
এইমত আই কৃষ্ণ-‡বিরহ-সাগরে ।
ডুবিয়া আছেন বাহ্য নাহি কলেবরে ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু হেনই সময়ে ।
আইর চরণে আসি দণ্ডবত হয় ॥
নিত্যানন্দ দেখি সব ভাগবতগণ ।
উচ্চস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
"বাপ বাপ !" বলি আই হইলা মূর্চ্ছিত ।
না জানিয়ে কে বা বা § পড়য়েঀ কোন্ ভিত ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সভা' করি ‖ কোলে ।
সিঞ্চিলেন সভার শরীর প্রেমজলে ॥
শুভ-বাণী নিত্যানন্দ কহেন সভারে ।
"সত্বরে চলহ সভে প্রভু দেখিবারে ॥
শান্তিপুর গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘরে ।
আমি আইলাঙ তোমা'সভারে নিবারে ॥"

চৈতন্যবিরহে জীর্ণ সর্ব্ব*ভক্তগণ ।
পূর্ণ হৈলা শুনি নিত্যানন্দের বচন ॥
সভেই হইলা অতি আনন্দে বিহ্বল ।
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণকোলাহল ॥
যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস ।
সে দিবস অবধি আইর উপবাস ॥
দ্বাদশ-উপাস তান—নাহিক ভোজন ।
চৈতন্য-প্রভাবে সবে আছয়ে জীবন ॥
দেখি নিত্যানন্দ বড় দুঃখিত-অন্তর ।
আইরে প্রবোধি বোলে মধুর † উত্তর ॥
"কৃষ্ণের রহস্য কোন্ না জান' বা তুমি ।
তোমারে বা কিবা কহিবারে জানি আমি ॥
তিলার্দ্ধেকো চিত্তে নাহি করিহ বিষাদ ‡ ।
বেদেও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ ॥
বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ ।
সে প্রভু তোমার পুত্র—সভার জীবন ॥
হেন প্রভু বক্ষে হাথ দিয়া আপনার ।
আপনে সকল ভার লইল তোমার ॥
'ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার ।
মোর'দায়' প্রভু বলিয়াছে বারবার ॥ §
ভাল হয় যেমতে, প্রভু সে সব ঀ জানে ।
সুখে থাক তুমি দেহ সমর্পিয়া তানে ॥
শীঘ্র গিয়া কর' মাতা ! কৃষ্ণের রন্ধন ।
আনন্দিত হউক সকল ভক্তগণ ॥

* 'বহই' । † 'তারে এই বার্ত্তা কয়' ।
‡ 'মত শচী আই' । § 'হেন নাহি জানি কে' ।
ঀ 'কে বা আসি পড়ে' । ‖ 'লই' ।

* 'সব দক্ষ' । † 'প্রবোধি কিছু কহেন' ।
‡ 'না করিহ অবসাদ' ।
§ 'মোর দায় প্রভু বলিয়াছে বারবার ।
আর বার আসি লোক করিমু উদ্ধার ॥'
ঀ 'ভাল' । ‖ 'সন্তোষ হউক এবে সর্ব্ব' ।

তোমার হস্তের অন্নে সভাকার আশ।
তোমার উপাসে হয় কৃষ্ণ-উপবাস ॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর' করিয়া রন্ধন।
মোহোর একান্ত তাহা খাইবারে মন ॥"
তবে আই শুনি নিত্যানন্দের বচন।
পাসরি বিরহ গেলা করিতে রন্ধন ॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি আই পুণ্যবতী।
অগ্রে দিয়া নিত্যানন্দস্বরূপের প্রতি ॥
তবে আই সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে আগে দিয়া।
করিলেন ভোজন সভারে সন্তোষিয়া ॥
পরম-আনন্দ হইলেন ভক্তগণ।
দ্বাদশ-উপাসে আই করিলা ভোজন ॥
তবে সর্ব্বভক্তগণ নিত্যানন্দসঙ্গে।
প্রভু দেখিবারে সজ্জ হইলেন রঙ্গে ॥
এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপবাসী।
শুনিলেন "গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী ॥"
শুনিঞা অদ্ভুত নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
সর্ব্বলোক 'হরি' বলি বোলে 'ধন্যধন্য' ॥
ফুলিয়া-নগরে প্রভু আছেন শুনিঞা।
দেখিতে চলিলা সর্ব্বলোক হর্ষ হঞা ॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু কি পুরুষ নারী।
আনন্দে চলিলা সভে বলি 'হরিহরি' ॥
পূর্ব্বে যে পাষণ্ডী সব করিল নিন্দন।
তারাও সপরিকরে করিল গমন ॥
গূঢ়রূপে নবদ্বীপে লইলেন জন্ম।
"না জানিঞা নিন্দা করিলাঙ তান ধর্ম্ম * ॥
এবে লই গিয়া তান চরণে শরণ।
তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥"

* 'জাতি করিল অধর্ম্ম' বা 'করিলাঙ তান কর্ম্ম'।

এইমত বলি লোক মহানন্দে যায়।
হেন নাহি জানি লোক কত পথে ধায় ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈল খেয়াঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে ॥
কেহো বান্ধে ভেলা কেহো ঘট বুকে করে।
কেহো বা কলার গাছ ধরিয়া সাঁতরে ॥
কত বা হইল লোক * নাহি সমুচ্চয়।
যে যেমতে পারে সেইমতে পার হয় ॥
সহস্রসহস্র লোক একো নায়ে চড়ে।
কথোদূর গিয়া মাত্র নৌকা ডুবি পড়ে ॥
ভাসে সর্ব্ব লোক 'হরি' বোলে উচ্চস্বরে।
তথাপিহ চিত্তে কেহো বিষাদ না করে ॥
হেন সে আনন্দ জন্মি-আছয়ে † অন্তরে।
সর্ব্বলোক ভাসে যেন আনন্দসাগরে ॥
যে না জানে সাঁতরিতে, সেহো ভাসে
সুখে ‡।
ঈশ্বর-প্রভাবে কূল পায় বিনি-দুখে § ॥
কতদিগে লোক পার হয় নাহি জানি।
সবে এক চতুর্দ্দিগে শুনি হরিধ্বনি ॥
এইমত আনন্দে চলিল সব লোক।
পাসরিয়া সভে ক্ষুধা তৃষ্ণা গৃহ শোক ॥
আইল সকল লোক ফুলিয়া-নগরে।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া 'হরি' বোলে উচ্চস্বরে ॥
শুনিঞা অপূর্ব্ব অতি উচ্চ হরিধ্বনি।
বাহির হইলা সর্ব্ব-সন্ন্যাসি-শিরোমণি ॥
কি অপূর্ব্ব শোভা ‖ সে কথন $ কিছু নয়।
কোটি চন্দ্র যেন আসি করিল উদয় ॥

* 'নৌকা'। † 'সভায় জন্মিল'। ‡ 'জলে'।
§ 'কুতূহলে'। ¶ 'তবে'। ‖ 'কথা'। $ 'কহিল'।

সর্ব্বদা শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে'।
বলিতে আনন্দধারা নিরবধি ঝরে॥
চতুর্দ্দিগে সর্ব্বলোক দণ্ডবত হয়।
কে কার উপরে পড়ে নাহি সমুচ্চয় *॥
কণ্টকভূমিতে লোক † নাহি করে ভয়।
আনন্দিত সর্ব্বলোক দণ্ডবত হয়॥ ‡
সর্ব্বলোকে 'ত্রাহি ত্রাহি' বোলে হাথ তুলি।
এইমত করে গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক এত সে হইল।
কি প্রান্তর কিবা গ্রাম সকল পূরিল॥
নানা গ্রাম হৈতে লোক লাগিল আসিতে।
কেহো নাহি যায় ঘর সে মুখ দেখিতে॥
হইতে লাগিল বড় লোকের গহল।
'ফুলিয়া'-নগর পূর্ণ হইল সকল॥
দেখি গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর।
সর্ব্বলোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর॥
তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টি করিয়া সভারে।
চলিলেন শান্তিপুর—আচার্য্যের ঘরে॥
সম্ভ্রমে আচার্য্য দেখি নিজ প্রাণনাথ।
পাদপদ্মে পড়িলেন § হই দণ্ডপাত॥
আর্ত্তনাদে লাগিলেন ক্রন্দন করিতে।
না ছাড়েন পাদপদ্ম দুইবাহু হৈতে॥
শ্রীচরণ অভিষেক করি প্রেমজলে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন ¶ পদতলে॥
দুই হস্তে তুলি প্রভু লইলেন কোলে।
আচার্য্য ভাসিলা ঠাকুরের প্রেমজলে॥
স্থির হই ঠাকুর বসিলা কথোক্ষণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈতভবনে॥
দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈততনয়।
নাম শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহাজ্যোতির্ম্ময়॥
পরম সর্ব্বজ্ঞ তিঁহো অতর্ক *প্রভাব।
যোগ্য অদ্বৈতের পুত্র সেই মহাভাগ॥
ধূলায় ধূসর † অঙ্গ, হাসিতে হাসিতে।
জানিঞা আইলা প্রভু-চরণ দেখিতে॥
আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র-পদতলে।
ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে॥
প্রভু বোলে "অচ্যুত! আচার্য্য মোর পিতা
সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই-ভ্রাতা॥"
অচ্যুত বোলেন "তুমি দৈবে জীব-সখা।
সবে কে তোমার বাপ এই ‡ নাহি লেখা॥"
হাসে' প্রভু ভক্তগণ অচ্যুত-বচনে।
বিস্ময় সভার বড় উপজিল মনে॥
"এ সকল কথা ত শিশুর কভু নয়।
না জানি জন্মিয়াছেন কোন্ মহাশয়?"
হেনই সময়ে শ্রী§অনন্ত নিত্যানন্দ।
আইলা নদীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ॥
শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ দেখিয়া ঠাকুর।
লাগিলেন হরিধ্বনি করিতে প্রচুর॥
দণ্ডবত হইয়া সকল ভক্তগণ।
ক্রন্দন করেন সভে ধরি শ্রীচরণ॥
সভারে করিলা প্রভু আলিঙ্গন-দান।
সভেই প্রভুর নিজ-প্রাণের সমান॥

---

* 'নাহিক বিশ্চয়'। † 'কেহো'।
‡ 'আনন্দে বিহ্বল সভে ভূমিতে পড়য়'।
§ 'পদ্ম ছুঁইলেন'। ¶ 'হই পড়ে'।

* 'অকথ্য' বা 'অচিন্ত্য'। † 'ধূলাময় সর্ব্ব'।
‡ 'তার'। § 'প্রভু'।

আর্ত্তনাদে ক্রন্দন করেন ভক্তগণ।
শুনিঞা পবিত্র হয় সকল ভুবন ॥
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে কান্দে যে সুকৃতি জন।
সে ধ্বনি শ্রবণে সর্ব্ব-*বন্ধ-বিমোচন ॥
চৈতন্যকৃপায় ব্যক্ত হৈল হেন ধন।
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ রস ভুঞ্জে যে-তে-জন ॥
ভক্তগণ দেখি প্রভু পরম-হরিষে।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু নিজ-প্রেম-রসে ॥
সস্বরে গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ।
'বোল বোল' বলি প্রভু গর্জ্জে ঘনেঘন ॥
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলী ॥
অশ্রু, কম্প, পুলক, হুঙ্কার, অট্টহাস।
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গীর প্রকাশ ॥
কিবা সে মধুর পদ-চালন-ভঙ্গিমা।
কিবা সে শ্রীহস্ত-চালনাদির মহিমা ॥
কি কহিব সে বা প্রেমরসের † মাধুরী।
আনন্দে তুলিয়া বাহু বোলে 'হরিহরি' ॥
রসময় নৃত্য অতি অদ্ভুত-কথন।
দেখিয়া পরমানন্দে ডুবে ‡ ভক্তগণ ॥
হারাইয়াছিলা প্রভু সর্ব্বভক্তগণ।
হেন প্রভু পুনর্ব্বার দিলা দরশন ॥
আনন্দে নাহিক বাহ্য কাহারো শরীরে।
প্রভু বেঢ়ি সভেই উল্লাসে নৃত্য করে ॥
কেবা কার্ গা'য়ে পড়ে কেবা কারে ধরে।
কেবা কার্ চরণ ধরিয়া বক্ষে করে § ॥

কে বা কারে ধরি কান্দে, কে বা কিবা বোলে।
কেহো কিছু না জানে প্রেমের কুতূহলে ॥
সপার্ষদে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
এমত অপূর্ব্ব হয় পৃথিবী-ভিতর ॥
"হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই!"
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই ॥
কি আনন্দ হইল সে অদ্বৈতভবনে।
সে মর্ম্ম জানেন সবে * সহস্রবদনে ॥
আপনে ঠাকুর তবে † ধরি জনেজনে।
সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে করে প্রেম-আলিঙ্গনে ॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গন।
বিশেষ আনন্দে মত্ত হয় ভক্তগণ ॥
'হরি' বলি সর্ব্ব-গণে করে সিংহনাদ।
পুনঃপুন বাঢ়ে আরো সভার উন্মাদ ॥
সাঙ্গোপাঙ্গে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের পতি।
পদভরে টলমল করে বসুমতী ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম-উদ্দাম।
চৈতন্য বেঢ়িয়া নাচে মহাজ্যোতির্ধাম ॥
আনন্দে অদ্বৈত নাচে—করয়ে ‡ হুঙ্কার।
সভেই চরণ ধরে—যে পায় যাহার ॥
নবদ্বীপে যেন হৈল আনন্দ-প্রকাশ।
সেইমত নৃত্য, গীত, সকল বিলাস ॥
কথোক্ষণে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
স্বানুভাবে বৈসে § বিষ্ণুখট্টার উপর ॥
জোড়হাথে সভে রহিলেন চারি-ভিতে।
প্রভু লাগিলেন নিজ তত্ত্ব প্রকাশিতে ॥

* 'শুনিতে হয়'। † 'ধারের'।
‡ 'দেখি পরানন্দে ডুবিলেন' বা 'দেখিয়া পরমানন্দে মগ্ন'। § 'নমস্করে'।

* 'সেই মর্ম্ম না জানেন'। † 'সব' বা 'সভা'।
‡ 'করিয়া'। § 'স্বানুভাবাবেশে'।

"মুঞি কৃষ্ণ মুঞি রাম মুঞি নারায়ণ।
মুঞি মৎস্য মুঞি কূর্ম্ম * বরাহ বামন ॥
মুঞি পৃশ্নিগর্ভ হয়গ্রীব মহেশ্বর।
মুঞি বৌদ্ধ কল্কি হংস মুঞি হলধর ॥
মুঞি নীলাচলচন্দ্র কপিল নৃসিংহ।
দৃশ্যাদৃশ্য সব মোর চরণের ভৃঙ্গ ॥
মোর যশ † গুণগ্রাম বোলে সর্ব্ববেদে।
মোহোরে সে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি সেবে ॥
মুঞি সর্ব্ব-কালরূপী ভক্তগণ বিনে।
সকল আপদ খণ্ডে' মোহোর স্মরণে ॥
দ্রৌপদীরে লজ্জা হৈতে মুঞি উদ্ধারিলুঁ।
জতু-গৃহে মুঞি পঞ্চ পাণ্ডবে-রাখিলুঁ ॥
বৃকাসুর বধি মুঞি রাখিলুঁ শঙ্কর।
মুঞি উদ্ধারিলুঁ মোর গজেন্দ্র কিঙ্কর ॥
মুঞি সে করিলুঁ প্রহ্লাদেরে বিমোচন।
মুঞি সে করিলুঁ গোপবৃন্দেরে রক্ষণ ॥
মুঞি সে করিলুঁ পূর্ব্ব অমৃতমন্থন।
বঞ্চিয়া অসুর, রক্ষা কৈলুঁ দেবগণ ॥
মুঞি সে বধিলুঁ মোর ভক্তদ্রোহী কংস।
মুঞি সে করিলুঁ দুষ্ট রাবণ নির্ব্বংশ ॥
মুঞি সে ধরিলুঁ বাম-হাথে গোবর্দ্ধন।
মুঞি সে করিলুঁ কালি-নাগের দমন ॥
মুঞি করোঁ সত্যযুগে তপস্যা-প্রচার।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ লাগি করোঁ ‡ অবতার ॥
এই মুঞি অবতীর্ণ § হইয়া দ্বাপরে।
পূজা ধর্ম্ম বুঝাইলুঁ সকল লোকেরে ॥
কত মোর অবতার বেদেও না জানে।
সম্প্রতি আইলুঁ মুঞি কীর্ত্তন-কারণে ॥
কীর্ত্তন-আরম্ভে প্রেমভক্তির বিলাস।
অতএব কলিযুগে আমার প্রকাশ ॥
সর্ব্ব বেদে পুরাণে আশ্রয় মোর * চায়।
ভক্তের আশ্রমে † মুঞি থাকোঁ সর্ব্বদায় ॥
ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই ॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র-বিহার।
তথাপিহ ভক্তবশ-স্বভাব আমার ॥
তোমরা সে জন্মজন্ম সংহতি আমার।
তোমা'সভা' লাগি মোর সর্ব্ব অবতার ॥
তিলার্দ্ধেকো আমি তোমা'সভারে ছাড়িয়া।
কোথাও না থাকি সভে ‡ সত্য জান' ইহা ॥"
এইমত প্রভু তত্ত্ব কহে করুণায় ¶।
শুনি সব ভক্তগণ কান্দে ঊর্দ্ধ-রা'য় ॥
পুনঃপুন সভে দণ্ডপ্রণাম করিয়া।
উঠেন পড়েন কাকু করেন কান্দিয়া ॥
কি আনন্দ হইল সে অদ্বৈতের ঘরে।
যে রস হইল পূর্ব্বে নদীয়া-নগরে ॥
পূর্ণমনোরথ হইলেন § ভক্তগণ।
যতেক পূর্ব্বের দুঃখ হইল খণ্ডন ॥
প্রভু সে জানেন ভক্ত-গাদুঃখ খণ্ডাইতে।
হেন প্রভু দুঃখী জীব না ভজে কেমতে ॥
করুণাসাগর গৌরচন্দ্র মহাশয়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু, গুণ মাত্র লয় ॥

* 'কূর্ম্মাদি সে' বা 'কূর্ম্ম-আদি'।
† 'মোহোর সে'। ‡ 'মোঁর'। § 'অবতার'।

* 'আশ্রমে মোরে'। † 'ভক্তির আশ্রমে'।
‡ 'আমি'। § 'পূর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হৈল'। ¶ 'সব'।

ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া মহাধীর।
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু হইলেন স্থির॥
সভারে লইয়া প্রভু গঙ্গাস্নানে গেলা।
জাহ্নবীতে বহুবিধ জলক্রীড়া কৈলা *॥
সভার সহিত আইলেন করি স্নান।
তুলসীরে প্রদক্ষিণ করি জলদান॥
বিষ্ণুগৃহে প্রদক্ষিণ নমস্কার করি।
সভা' লই ভোজনে বসিলা গৌরহরি॥
মধ্যে বসিলেন প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে।
চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব-গণ † বসিলেন রঙ্গে॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন—প্রভু প্রফুল্ল-বদন।
ভোজন করেন চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ॥
বৃন্দাবন-মধ্যে যেন গোপগণ-সঙ্গে।
রাম কৃষ্ণ ভোজন করেন্ সেই রঙ্গে॥
সেই সব কথা প্রভু সভারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু হাসিয়াহাসিয়া॥
কার্ শক্তি আছে ইহা সব বর্ণিবারে।
তাঁহার কৃপায় যেই বোলান * যাহারে॥
ভোজন করিয়া প্রভু চলিলেন মাত্র।
ভক্তগণ লুটি খাইলেন † শেষ-পাত্র॥
ভব্যভব্য বৃদ্ধ সব হৈলা শিশুমতি।
এইমত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি ‡॥
যে সুকৃতি জন শুনে এ সব আখ্যান।
তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
পুন প্রভু-সঙ্গে ভক্তগণ-দরশন।
পুনর্ব্বার ঐশ্বর্য্য-আবেশে সঙ্কীর্ত্তন॥
সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রভু-সংহতি ভোজন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে আচার্য্যগৃহে পুনঃসম্মেলনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় সর্ব্বপ্রাণ ‡।
জয় দুষ্ট-ভয়ঙ্কর § জয় শিষ্ট-ত্রাণ ¶॥
জয় শেষ রমা অজ ভবের ঈশ্বর।
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু ন্যাসিবর॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয়জয়।
কৃপা কর' প্রভু! যেন তোঁহে মন ¶ রয়॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
করিলা অশেষ রঙ্গ অদ্বৈতের ঘরে॥
বহুবিধ আপন-§রহস্য-কথা-রঙ্গে।
সুখে প্রভু রাত্রি গোঙাইলা ভক্ত¶সঙ্গে॥

* 'ক্রীড়ন করিলা'। † 'ভক্তগণ'। ‡ 'সর্ব্বজীবপ্রাণ'।
§ 'কম্পকর'। ¶ 'তোতে মতি'।

* 'যে বোলায়েন'। † 'পাইলেন' বা 'করিলেন'।
‡ 'ভকতির রীতি'। § 'আপনে'।
¶ 'সুখে রাত্রি পোহাইলা ভক্তগণ'।

পোহাইল নিশা * প্রভু করি নিত্যকৃত্য †।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে বেঢ়ি সব ভৃত্য ॥
প্রভু বোলে "আমি চলিলাঙ নীলাচলে।
কিছু দুঃখ না ভাবিহ তোমরা-সকলে ॥
নীলাচলচন্দ্র দেখি আমি পুনর্ব্বার।
আসিয়া হইব সঙ্গ তোমা'সভাকার ॥
সভে গিয়া সুখে গৃহে করহ কীর্ত্তন ‡।
জন্মজন্ম তুমিসব আমার জীবন ॥"
ভক্তগণ বোলে "প্রভু! যে তোমার ইচ্ছা।
কার্ শক্তি তাহা করিবারে পারে মিছা ॥
তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সে রাজ্যে এখনে কেহো পথ নাহি বয় ॥
দুই রাজায় হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহাযুদ্ধ § স্থানেস্থানে পরম প্রমাদ ॥
যাবত উৎপাত কিছু উপশম হয়।
তাবত বিশ্রাম কর' যদি চিত্তে লয় ॥"
প্রভু বোলে "যে সে কেনে উৎপাত না হয়।
অবশ্য চলিব আমি করিল ¶ নিশ্চয় ॥"
বুঝিলেন অদ্বৈত ‖ প্রভুর চিত্তবৃত্ত।
চলিবেন নীলাচলে, নহিলা নিবৃত্ত $ ॥
জোড়হাথে সত্য কথা লাগিলা কহিতে।
"কে পারে তোমার পথ-নিরোধ করিতে?
সর্ব্ব বিঘ্ন—কিঙ্করের × কিঙ্কর তোমার।
তোমার করিতে বিঘ্ন শক্তি আছে কার্ ॥

* 'আরদিন প্রাতে'। † 'নিজ'।
‡ 'গৃহে কর' নামসঙ্কীর্ত্তন'। § 'মহাদস্যু'।
¶ 'যুক্তি কহিলুঁ'। ‖ 'অদ্বৈতাদি বুঝিলা'।
$ 'নিবর্ত্ত'। × 'কি করিব'।

যখনে করিয়া আছ চিত্ত নীলাচলে।
তখনে চলিবা প্রভু! মহাকুতূহলে ॥"
শুনিঞা অদ্বৈতবাক্য প্রভু * সুখী হৈলা।
পরমসন্তোষে 'হরি' † বলিতে লাগিলা ‡ ॥
সেইক্ষণে মহাপ্রভু মত্ত-সিংহ-গতি।
চলিলেন শুভ করি নীলাচল-প্রতি ॥
ধাইয়া চলিলা পাছে § সর্ব্বভক্তগণ।
কেহো নাহি পারে সম্বরিবারে ক্রন্দন ॥
কথোদূরে গিয়া প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সভা, প্রবোধেন বলি মধুর উত্তর ॥
"চিত্তে কেহো কোনো কিছু না ভাবিহ ব্যথা।
তোমা'সভা' আমি নাহি ছাড়িব সর্ব্বথা ॥
কৃষ্ণনাম লহ সভে বসি গিয়া ঘরে।
আমিহ আসিব দিন-কথোক-ভিতরে ॥"
এত বলি মহাপ্রভু সর্ব্ববৈষ্ণবেরে।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে ধরি আলিঙ্গন করে ॥
প্রভুর নয়নজলে সর্ব্বভক্তগণ।
সিঞ্চিত হইয়া অঙ্গ করেন ক্রন্দন ॥
এইমত নানারূপে সভা' প্রবোধিয়া।
চলিলেন প্রভু দক্ষিণাভিমুখ হৈয়া ॥
কান্দিয়াকান্দিয়া প্রেমে সব ¶ ভক্তগণ।
উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ ॥
যেন গোপীগণ কৃষ্ণ মথুরা চলিলে।
ডুবিলেন মহাশোকসমুদ্রের জলে ॥
যেরূপে রহিল তাঁহাসভার জীবন।
সেইমত বিরহে রহিলা ভক্তগণ ॥

* 'মহা'। † 'প্রভু'। ‡ 'সভে মাতাকে বুঝাইল।'।
§ 'পথে' ¶ 'সব প্রিয়'।

দৈবে সে-ই প্রভু, ভক্তগণো সে-ই সব।
উপমাও সে-ই সে, সে-ই সে অনুভব॥
যে করেন মনে কৃষ্ণ * ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয়॥
যেমতে যাহারে † কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে।
তাহা বই আর কেহো করিতে না পারে॥
হেনমতে গৌরাঙ্গসুন্দর নীলাচলে।
আইসেন চলিয়া আপন-কুতূহলে॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ॥
পথে প্রভু ‡ পরীক্ষা করেন সভা' প্রতি।
"কি সম্বল আছে কহ কাহার সংহতি॥
কে বা কি দিয়াছে কারে পথের সম্বল।
নিষ্কপটে মোর স্থানে কহ ত সকল॥"
সভে বোলে "প্রভু! বিনা তোমার আজ্ঞায়।
কার্ দ্রব্য লৈতে শক্তি আছে বা কাহায়॥"
শুনিঞা ঠাকুর বড় সন্তোষ হইলা।
শেষে সেই লক্ষ্যে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা॥
প্রভু বোলে "কাহারো যে কিছু না লইলা।
ইহাতে আমার বড় সন্তোষ করিলা॥
ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে-দিনে লিখন।
অরণ্যেও আসি মিলে অবশ্য তখন॥ §
প্রভু যারে যে-দিনে বা না লিখে আহার।
রাজপুত্র হউ তভো উপবাস তার॥ ¶
থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা-বিনে।
অকস্মাত কন্দল করয়ে কারো সনে॥
ক্রোধ করি বোলে 'মুঞি না খাইমু ভাত'।
দিব্য করি রহে * নিজ শিরে দিয়ে হাথ॥
অথবা সকল দ্রব্য † হৈল বিদ্যমান।
আচম্বিতে দেহে জ্বর হৈল অধিষ্ঠান॥
জ্বরবেদনায় কোথা থাকিল ভক্ষণ।
অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নছত্র।
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিব সর্ব্বত্র॥"
আপনে ঈশ্বর সর্ব্বজনেরে শিখায়।
ইহাতে বিশ্বাস যার সে-ই সুখ পায়॥
যে-তে-মতে কেনে কোটি প্রযত্ন না করে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সে ফল ধরে॥
হেনমতে প্রভু তত্ত্ব কহিতেকহিতে।
উত্তরিলা আসি আটিসারা ‡-নগরেতে॥
সেই আটিসারা-গ্রামে মহাভাগ্যবান্।
আছেন পরম সাধু—শ্রীঅনন্ত নাম॥
রহিলেন আসি প্রভু তাঁহার আলয়।
কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য-সমুচ্চয়॥
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর॥
বৈকুণ্ঠের পতি আসি অতিথি হইলা।
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা॥
সর্ব্ব-গণ-সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা।
সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ধর্ম্ম করাইলা § শিক্ষা॥
সর্ব্বরাত্রি কৃষ্ণ-কথা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্তপণ্ডিতগৃহে রঙ্গে॥

---

* 'জীবন মরণ কৃষ্ণ'। † 'হেনমতে যারে'।
‡ 'সভা'। § 'অরণ্যে আসিয়া মিলে অবশ্য ভক্ষণ'।
¶ 'রাজপুত্রো হইলেও উপাস তাহার'।

* 'করিলেক'। † 'ভক্ষ্য'। ‡ 'আটিসারা'।
§ 'সন্ন্যাসীরে ভিক্ষাধর্ম্ম করাইয়া (করায়েন)'।

শুভদৃষ্টি অনন্তপণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি 'হরিহরি' ॥ *
এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলেকূলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহাকুতুহলে ॥
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্বলোকে করি সুখী ॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেইস্থানে।
'অম্বুলিঙ্গঘাট' করি বোলে সর্ব্বজনে ॥
অম্বুলিঙ্গ শঙ্কর হইলা যে নিমিত্ত।
সেই কথা কহি শুন হই একচিত্ত ॥
পূর্ব্বে ভগীরথ করি গঙ্গা-আরাধন।
গঙ্গা আনিলেন বংশ-উদ্ধার-কারণ ॥
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া ॥
শিব আইলেন শেষে গঙ্গা স্মঙরিয়া ॥
গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে।
বিহ্বল হইলা অতি গঙ্গা-অনুরাগে ॥
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িলা।
জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা ॥
জগন্মাতা জাহ্নবীও দেখিয়া শঙ্কর।
পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর ॥
শিব যে জানেন গঙ্গাভক্তির মহিমা।
গঙ্গাও জানেন শিবভক্তির যে † সীমা ॥
গঙ্গাজল-স্পর্শে ‡ শিব হৈলা জলময়।
গঙ্গাও পাইয়া শিব করিলা বিনয় ॥

জলরূপে শিব রহিলেন সেইস্থানে।
'অম্বুলিঙ্গঘাট' বলি ঘোষে' সর্ব্বজনে ॥
গঙ্গা-শিব-প্রভাবে সে ছত্রভোগ-গ্রাম।
হইলা পরম ধন্য মহাতীর্থ নাম ॥
তথি-মধ্যে বিশেষ মহিমা হৈল আর।
পাইয়া চৈতন্যচন্দ্র-চরণ-বিহার ॥
ছত্রভোগ গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে ॥
দেখিয়া হইলা প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
'হরি বলি হুঙ্কার করেন কোলাহল ॥
আছাড় খায়েন * নিত্যানন্দ কোলে করি।
সর্ব্ব-গণে 'জয়' † দিয়া বোলে 'হরিহরি' ॥
আনন্দ-আবেশে প্রভু সর্ব্ব-গণ লৈয়া।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হৈয়া ॥
অনেক কৌতুকে প্রভু করিলেন স্নানে।
বেদব্যাস তাহা সব লিখিব পুরাণে ॥
স্নান করি মহাপ্রভু উঠিলেন কূলে।
যেই বস্ত্র পরে সেই তিতে প্রেমজলে ॥
পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সভে হাসে' ভক্তগণ।
হেন মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের ক্রন্দন ॥
সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র-খান।
যদ্যপি বিষয়ী তভু মহাভাগ্যবান্ ॥
অন্যথা প্রভুর সঙ্গে তান দেখা কেনে।
দৈবগতি আসিয়া মিলিলা সেইস্থানে ॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ ণা ভয় হৈল মনে।
দোলা হৈতে সত্বরে নামিলা সেইক্ষণে ॥

* ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"দেখি সর্ব্বতাপহর শ্রীচন্দ্রবদন।
হরি বলি সর্ব্ব লোকে ডাকে অনুক্ষণ ॥
যোগেন্দ্র-হৃদয়ে অতি দুর্লভ চরণ।
হেন প্রভু চলি যায় দেখে সর্ব্বজন ॥"
† 'ভক্তিরস' বা 'ভক্তিতত্ত্ব-'। ‡ জল স্পর্শি।

* 'নাচেন খায়েন'। † 'ভক্তগণে জল'। ‡ 'প্রভুরে বড়'।

দণ্ডবত হইয়া পড়িলা ভূমিতলে।
প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দজলে॥
"হা হা জগন্নাথ!" প্রভু বোলে ঘনেঘন।
পৃথিবীতে পড়ি ঘন করয়ে ক্রন্দন॥
দেখিয়া প্রভুর আর্ত্তি রামচন্দ্রখান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ॥
"কোন্ মতে এ আর্ত্তির হয় সম্বরণ।"
কান্দে, আর এইমত চিন্তে' মনেমন॥
ত্রিভুবনে হেন আছে দেখি সে ক্রন্দন।
বিদীর্ণ না হয় কাষ্ঠ-পাষাণের মন॥
কিছু স্থির হই বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
রামচন্দ্রখানে* জিজ্ঞাসিলেন "কে তুমি?"
সম্ভ্রমে করিয়া দণ্ডবত করজোড়।
বোলে "প্রভু! দাস-অনুদাস মুঞিঃ তোর॥
তবে শেষে সর্ব্ব লোক লাগিলা কহিতে।
"এইঁ অধিকারী প্রভু! দক্ষিণ-
রাজ্যেতে ‡॥
প্রভু বোলে "তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচলে আমি যাই কেমতে সকাল॥"
বহয়ে আনন্দধারা কহিতেকহিতে।
'নীলাচলচন্দ্র!' বলি পড়িলা ভূমিতে॥
রামচন্দ্রখান বোলে "শুন মহাশয়!
যে আজ্ঞা তোমার সে-ই কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥
সবে প্রভু! হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহো পথ নাহি বয়॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানেস্থানে।
পথিক পাইলে 'জাশু' § বলি লয় প্রাণে॥

* 'খাঁরে'। † 'এহোঁ'।
‡ 'দেশেতে'। § 'যাহ' বা 'জাহ'।

কোন্ দিগ দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাঙ প্রভু! শুন মন দিয়া॥
মুঞি সে নস্কর, এথাকার মোর ভার।
নাগালি পাইলে, আগে সংশয় আমার॥
তথাপিহ যে-তে কেনে প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিমু নিশ্চয়॥
যদি মোরে 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
তবে এথা ভিক্ষা আজি কর' সর্ব্ব-গণে॥
জাতি প্রাণ ধন কেনে মোহোর না যায়।
আজি রাত্রে তোমা' পাঠাইমু সর্ব্বথায়॥"
শুনিঞা হইলা সুখী বৈকুণ্ঠের নাথ।
হাসি তানে করিলেন শুভদৃষ্টিপাত॥
দৃষ্টি-মাত্র তাঁর সর্ব্ব-বন্ধ-ক্ষয় করি।
ব্রাহ্মণ-আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি॥
ব্রাহ্মণ-মন্দিরে হৈল পরম মঙ্গল।
প্রত্যক্ষ পাইল সর্ব্ব সুকৃতের ফল॥
নানা যত্নে দৃঢ়-ভক্তিযোগ-চিত্ত হৈয়া।
প্রভুর রন্ধন বিপ্র করিলেন গিয়া॥
নাম মাত্র ঠাকুর সে করেন ভোজন।
নিজাবেশে * অবকাশ নাহি তাঁর ক্ষণ॥
ভিক্ষা করে প্রভু প্রিয়বর্গ-সন্তোষার্থ।
নিরবধি প্রভুর ভোজন—পরমার্থ॥
বিশেষে চলিলা যে অবধি জগন্নাথে।
নাম সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে॥
নিরবধি জগন্নাথ প্রতি আর্ত্তি করি।
আইসেন সর্ব্ব পথ আপনা' পাসরি॥
কারে বলি † রাত্রি দিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল কিবা স্থল পার বা ও'পার ‡॥

* 'প্রেমাবেশে'। † 'বোলে'। ‡ 'কিবা পারাপার'।

কিছুই না জানে প্রভু ডুবি ভক্তিরসে।
প্রিয়বর্গ রাখে নিরবধি রহি পাশে ॥
যে আবেশ মহাপ্রভু করেন প্রকাশ।
তাহা কে কহিতে পারে বিনে বেদব্যাস ॥
ঈশ্বরের চরিত্র বুঝিতে শক্তি কার।
কখন কিরূপে কৃষ্ণ করেন বিহার ॥
কারে বা করেন আর্ত্তি, কান্দেন কাহারে।
এ মর্ম্ম জানিতে নিত্যানন্দ শক্তি ধরে।
নিজ-ভক্তি-রসে ডুবি বৈকুণ্ঠের রায়।
আপনা' না জানে প্রভু আপন-লীলায় ॥
আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনে।
আপনে করিয়া আর্ত্তি লওয়ায়েন জনে * ॥
যদি কৃপাদৃষ্টি না করেন জীব প্রতি।
তবে কার্ আছে তানে জানিতে শকতি ॥
নিত্যানন্দ-আদি সর্ব্ব প্রিয়বর্গ লৈয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া ॥
কিছু মাত্র অন্ন প্রভু পরিগ্রহ করি।
উঠিলেন † হুঙ্কার করিয়া গৌরহরি ॥
আবিষ্ট হইলা প্রভু করি আচমন।
"কত দূর জগন্নাথ ?" বোলে ঘনেঘন ॥
মুকুন্দ লাগিলা মাত্র কীর্ত্তন করিতে।
আরম্ভিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে ॥
পুণ্যবন্ত যতযুত ছত্রভোগবাসী।
সভে দেখে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠবিলাসী ॥
অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, পুলক, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম।
কত হয় কে জানে সে বিকারের মর্ম্ম ॥
কিবা সে অদ্ভুত নয়নের প্রেম-ধার।
ভাদ্রমাসে যে-হেন গঙ্গার অবতার ॥
পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল ॥
ইহারে সে কহি প্রেমময়-অবতার।
এ শক্তি চৈতন্যচন্দ্র বিনে নাহি আর ॥
এইমতে গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হইলেন প্রভু * শ্রীগৌরসুন্দর ॥
সকল লোকের চিত্তে 'যেন ক্ষণপ্রায়'।
সভার নিস্তার হৈল চৈতন্যকৃপায় ॥
হেনই সময় কহে রামচন্দ্রখান।
"নৌকা আসি ঘাটে প্রভু ! হৈল বিদ্যমান ॥"
সেইক্ষণে 'হরি' বলি শ্রীগৌরসুন্দর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু নৌকার উপর ॥
শুভদৃষ্ট্যে লোকেরে বিদায় দিয়া ঘরে।
চলিলেন প্রভু নীলাচল—নিজপুরে ॥
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়।
কীর্ত্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয় ॥
অবুধ নাইয়া বোলে "হইল সংশয়।
বুঝিলাঙ আজি আর প্রাণ নাহি রয় ॥
কূলে উঠিলে সে বাঘে লইয়া পলায়।
জলে পড়িলে সে বোল কুম্ভীরেই খায় ॥
নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে ॥
এতেকে যাবত উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবত নীরব † হও সকল গোসাঞি !"
সঙ্কোচ হইল সভে নাইয়ার বোলে।
প্রভু সে ভাসেন নিরবধি প্রেমজলে ॥
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
সভাকে বোলেন "কেনে ভয় কর' কার ॥

* 'লওয়ায় আপনে' বা 'লই যায় আপনে'। † 'চলিলেন'। * 'কিছু'। † 'নিরব'।

এই না সম্মুখে সুদর্শনচক্র ফিরে।
বৈষ্ণবজনের নিরবধি বিঘ্ন হরে'।
কিছু চিন্তা নাহি, কর' কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
তোরা কি না দেখ-হের ফিরে সুদর্শন ॥"
শুনিঞা প্রভুর বাক্য সর্ব্বভক্তগণ।
আনন্দে লাগিলা সভে করিতে কীর্ত্তন ॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু কহেন সভারে।
"নিরবধি সুদর্শন * ভক্তরক্ষা করে ॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন-অগ্নিতে সে পাপী পুড়ি মরে ॥
বিষ্ণুচক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কার্ শক্তি আছে ভক্তজনেরে লঙ্ঘিতে † ॥"
এইমত শ্রীগৌরচন্দ্রের গোপ্য কথা।
তান কৃপা যারে সে ই বুঝয়ে ‡ সর্ব্বথা ॥
হেনমতে মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনরসে।
প্রবেশ হইলা আসি শ্রীউৎকলদেশে ॥
উত্তরিলা গিয়া নৌকা শ্রীপ্রয়াগঘাটে।
নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে ॥
প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র ওড্রদেশে ॥
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেমরসে ॥
আনন্দে ঠাকুর ওড্রদেশ হই পার।
সর্ব্ব-গণ-সহিত হইলা নমস্কার ॥
সেইস্থানে আছে তার 'গঙ্গাঘাট' নাম।
তহিঁ § গৌরচন্দ্র প্রভু করিলেন স্নান ॥

যুধিষ্ঠির স্থাপিত মহেশ তথা আছে।
স্নান করি তাঁরে নমস্করিলেন পাছে ॥
ওড্রদেশে প্রবেশ করিলা * গৌরচন্দ্র।
গণ-সহ হইলেন পরম আনন্দ ॥
এক দেবস্থানে প্রভু থুইয়া সভারে।
আপনে চলিয়া প্রভু † ভিক্ষা করিবারে ॥
যার ঘরে গিয়া প্রভু উপসন্ন হয়।
সে বিগ্রহ দেখিতে কাহার্ মোহ নয় ॥
আঁচল পাতেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সভেই তণ্ডুল আনি দেয়েন সত্বর ॥
ভক্ষ্য দ্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে যার ঘরে।
সভেই সন্তোষে আনি দেয়েন প্রভুরে ‡ ॥
'জগতের অন্নপূর্ণা' যে লক্ষ্মীর নাম।
সে লক্ষ্মী মাগেন যাঁর পাদপদ্মে স্থান § ॥
হেন প্রভু আপনে সকল ঘরেঘরে।
ন্যাসিরূপে ভিক্ষা-ছলে জীব ধন্য করে ॥
ভিক্ষা করি প্রভু হই হরষিত-মন।
আইলেন যথা বসি আছে ভক্তগণ ॥
ভক্ষ্য দ্রব্য দেখি সভে লাগিলা হাসিতে।
সভেই বোলেন "প্রভু! পারিবা পুষিতে ॥"
সন্তোষে জগদানন্দ করিলা রন্ধন।
সভার সংহতি প্রভু করিলা ভোজন ॥
সর্ব্বরাত্রি সেই গ্রামে করি সঙ্কীর্ত্তন।
উষঃকালে মহাপ্রভু করিলা গমন ॥
কথো-দূরে গেলে মাত্র দানী দুরাচার।
রাখিলেক, দান চাহে, না দেয় যাইবার ॥

* 'সদা সুদর্শনচক্র'। † 'হিংসিতে'।
‡ 'তান কৃপাতে সে ইহা জানিয়ে', 'তান কৃপায়ে সেই বুঝয়ে,' 'তাহার কৃপায় ইহা জানিয়ে,' বা 'তান কৃপায়ে সে ইহা বুঝিয়ে'। § 'তাহাঁ'।

* 'প্রবেশিলা প্রভু'। † 'বৈকুণ্ঠের পতি চলে'।
‡ 'দেন প্রভু-করে'। § 'দান'।

দেখিয়া প্রভুর তেজ পাইল বিস্ময় ।
জিজ্ঞাসিল "তোমার কতেক লোক হয় ?"
প্রভু কহে "জগতে আমার কেহো নয় ।
আমিহ কাহারো নহি—কহিল নিশ্চয় ॥
এক আমি, দুই নাহি সর্ব্বথা আমার ।"
কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার ॥
দানী বোলে "গোসাঞি! করহ শুভ তুমি ।
এ-সভার দান পাইলে ছাড়ি দিব আমি ॥"
শুভ কহিলেন প্রভু 'গোবিন্দ' বলিয়া ।
কথোদূরে সভা' ছাড়ি বসিলেন গিয়া ॥
সভা' পরিহরি প্রভু করিলা গমন ।
হরিষ-বিষাদ হইলেন ভক্তগণ ॥
দেখিয়া প্রভুর অতি নিরপেক্ষ খেলা ।
অন্যোহন্যে সর্ব্ব-গণে হাসিতে লাগিলা ॥
পাছে প্রভু সভা' ছাড়ি করেন গমন ।
এতেকে বিষাদ আসি ধরিলেক মন ॥
প্রবোধিয়া নিত্যানন্দ বোলে * "চিন্তা নাঞি ।
আমা'সভা ছাড়ি না যাইবেন গোসাঞি ॥"
দানী বোলে "তোমরা ত সন্ন্যাসীর নহ ।
এতেকে আমার † যে উচিত দান দেহ' ॥"
কথো-দূরে প্রভু সর্ব্ব পার্ষদ ছাড়িয়া ।
হেটমাথা করি মাত্র কান্দেন বসিয়া ॥
কাষ্ঠ-পাষাণাদি দ্রবে শুনিঞা ক্রন্দন ।
অদ্ভুত দেখিয়া দানী গণে' মনেমন ॥
দানী বোলে "এ পুরুষ নর কভু নয় ‡ ।
মনুষ্যের নয়নে কি এত জল হয় § ॥"

* 'সভা' প্রবোধেন নিত্যানন্দ' । † 'তোমার' ।
‡ 'কভু নহে' । § 'ধারা বহে' ।

সভারে জিজ্ঞাসে' দানী প্রণতি করিয়া ।
"কে তোমরা, কার্ লোক, কহ ত ভাঙ্গিয়া ?"
সভে বলিলেন "অই * ঠাকুর সভার ।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম শুনিঞাছ যাঁর ॥
সভেই উহার ভৃত্য আমরা-সকল ।"
কহিতে সভার আঁখি বাহি পড়ে জল ॥
দেখিয়া সভার প্রেম মুগ্ধ হৈল দানী ।
দানীর নয়ন দুই বহি' পড়ে পানী ॥
আথেব্যথে দানী গিয়া প্রভুর চরণে ।
দণ্ডবত হই বোলে বিনয়-বচনে ॥
"কোটিকোটি জন্মে যত আছিল মঙ্গল ।
তোমা' দেখি আজি পূর্ণ হইল সকল ॥
অপরাধ ক্ষমা কর' করুণাসাগর !
চল নীলাচল গিয়া দেখহ সত্বর ॥"
দানী প্রতি করি প্রভু শুভদৃষ্টিপাত ।
'হরি' বলি চলিলেন সর্ব্বজীবনাথ ॥
সভার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার ।
বিনা পাপী বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার ॥
অসুর দ্রবিল চৈতন্যের গুণ-নামে ।
অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপী সে-ই † নাহি মানে' ॥
হেনমতে নীলাচলে বৈকুণ্ঠের নাথ ।
আইসেন সভারে করিয়া দৃষ্টিপাত ॥
নিজ-প্রেমানন্দে প্রভু পথ নাহি জানে ।
অহর্নিশ সুবিহ্বল প্রেমরস-পানে ॥
এইমতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে ।
কথো-দিনে উত্তরিলা সুবর্ণরেখাতে ॥
সুবর্ণরেখার জল পরম-নির্ম্মল ।
স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব-সকল ॥

* 'এই' বা 'ওই' । † 'এতে কেহো' বা 'এবে তাহা' ।

স্নান করি স্বর্ণরেখা-নদী ধন্য করি।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি ॥
রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দচন্দ্র।
সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ ॥
কথো-দূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া।
নিত্যানন্দস্বরূপের অপেক্ষা করিয়া ॥
চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
বিহ্বলের প্রায় * ব্যবসায় সর্ব্বথায় ॥
কখনো হুঙ্কার করে, কখনো রোদন।
ক্ষণে মহা অট্ট হাস, ক্ষণে বা গর্জ্জন ॥
ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার।
ক্ষণে সর্ব্ব-অঙ্গে ধূলা মাখেন অপার ॥
ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেমরসে।
চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্ব্ব লোক বাসে' ॥
আপনাআপনি নৃত্য করে কোনক্ষণে।
টলমল করয়ে পৃথিবী সেইক্ষণে ॥
এ সকল কথা তানে কিছু চিত্র নয়।
অবতীর্ণ আপনে অনন্ত মহাশয় ॥
নিত্যানন্দকৃপায় এ সব শক্তি হয়।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহার হৃদয় ॥
নিত্যানন্দস্বরূপে থুইয়া এক-স্থানে।
চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা-অন্বেষণে ॥
ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে।
দণ্ড থুই নিত্যানন্দস্বরূপেরে কহে ॥
"ঠাকুরের দণ্ডে মন দিহ সাবধানে।
ভিক্ষা করি আমিহ আসিব এইক্ষণে ॥"
আথেব্যথে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি করে।
বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল-অন্তরে ॥

* 'মত্ত'।

দণ্ড হাথে করি হাসে' নিত্যানন্দ-রায়।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায় ॥
"অয়ে দণ্ড! আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এ-ত যুক্ত নহে ॥"
এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা, মাত্র * ঈশ্বর সে জানে।
কেনে ভাঙ্গিলেন দণ্ড, জানিব কেমনে ॥
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর।
নিত্যানন্দেরেও জানে শ্রীগৌরসুন্দর ॥
আগে যেন দুই ভাই † শ্রীরামলক্ষ্মণ।
দোঁহার অন্তর দোঁহে জানে অনুক্ষণ ॥
এক বস্তু দুই ভাগ, ভক্তি ‡ বুঝাইতে।
গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে ॥
বলরাম বিনে অন্য চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড?
সকল বুঝায় ছলে শ্রীগৌরসুন্দরে।
যে জানয়ে মর্ম্ম, সেই জন সুখে তরে' ॥
দণ্ড ভাঙ্গি নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া।
ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিলা আসিয়া ॥
ভগ্ন দণ্ড দেখি মহা হইলা বিস্মিত।
অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিন্তিত ॥
বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন "দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে?"
নিত্যানন্দ বোলে "দণ্ড ধরিলেক যে ॥
আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে।
তাঁর দণ্ড ভাঙ্গিতে কি § পারে অন্য জনে ॥"

* 'সব' বা 'যেন'।
† 'আগে দুই ভাই হৈল' বা 'যুগে যুগে দুই ভাই'।
‡ 'বস্তু'। § 'কে'।

শুনি বিপ্র আর না করিলা প্রত্যুত্তর।
ভাঙ্গা দণ্ড লই মাত্র চলিলা সত্বর॥
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
ভাঙ্গা দণ্ড ফেলি দিল প্রভুর গোচর॥
প্রভু বোলে "কহ দণ্ড ভাঙ্গিলে কেমনে।
পথে না কি * কুন্দল করিলা কারো সনে?"
কহিলা জগদানন্দপণ্ডিত সকল।
"ভাঙ্গিলেন দণ্ড নিত্যানন্দ সুবিহ্বল॥"
নিত্যানন্দ প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনি।
"কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি॥"
নিত্যানন্দ বোলে "ভাঙ্গিয়াছি বাঁশ-খান।
না পার' ক্ষমিতে, কর' যে শাস্তি প্রমাণ।"
প্রভু বোলে "যাহে সর্ব্ব-দেব-অধিষ্ঠান।
সে তোমার মতে কি হইল বাঁশ-খান?"
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা।
মনে করে এক, মুখে পাতে' আর খেলা॥
এতেকে যে বোলে 'বুঝি কৃষ্ণের হৃদয়'।
সে-ই সে অবুধ ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
মারিবেন † হেন যারে আছয়ে অন্তরে।
তাহারেও দেখি যেন মহা প্রীতি করে॥
প্রাণ-সম অধিক বা যে সকল জন।
তাহারেও দেখি যেন নিরপেক্ষ-মন॥
এইমত অচিন্ত্য অগম্য লীলা মাত্র।
তান অনুগ্রহে বুঝে তান কৃপাপাত্র॥
দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি।
শেষে ক্রোধ ব্যঞ্জিতে লাগিলা ‡ গৌরহরি॥

প্রভু বোলে "সবে দণ্ড মাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহো আজি কৃষ্ণের ইচ্ছাতে * হৈল ভঙ্গ॥
এতেকে আমার সঙ্গে কারো সঙ্গ নাই।
তোমরা বা আগে চল, আমি বা আথাই †॥"
দ্বিরুক্তি করিতে আজ্ঞা শক্তি আছে কার।
সভেই হইলা শুনি ‡ চিন্তিত অপার॥
মুকুন্দ বোলেন তবে "তুমি চল আগে।
আমরা-সভার কিছু কৃত্য আছে পাছে॥"
"ভাল!" বলি চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
মত্ত-সিংহ-প্রায় গতি লক্ষিতে দুষ্কর॥
মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর-গ্রামে।
বরাবর গেলা জলেশ্বর-দেব-স্থানে॥
জলেশ্বর পূজিতে আছেন § বিপ্রগণে।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-মাল্যাদি আসনে ¶॥
বহুবিধ বাদ্য উঠিয়াছে কোলাহল।
চতুর্দ্দিগে নৃত্য গীত পরম মঙ্গল॥
দেখি প্রভু ক্রোধ পাসরিলেন সন্তোষে।
সেই বাদ্যে প্রভু মিশাইলা প্রেমরসে॥
নিজ প্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়া।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হৈয়া॥
শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র।
এতেকে শঙ্করপ্রিয় সর্ব্বভক্তবৃন্দ॥
না মানে' চৈতন্য‖-পথ বোলায় 'বৈষ্ণব'।
শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তার সব॥
করিতে আছেন নৃত্য জগতজ্জীবন।
পর্ব্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গর্জ্জন॥

---

* 'কি বা'। † 'করিবেন'।
‡ 'ক্রোধে লাগিলেন ব্যঞ্জিবারে'।

* 'প্রসাদে'। † 'আগোই'। ‡ 'যেন'।
§ 'দেব পূজিতেছে'। ¶ 'মাল্য বিভূষণে'। ‖ 'বৈষ্ণব'।

দেখি শিবদাস সব হইলা বিস্মিত।
সভেই বোলেন "শিব হইলা বিদিত॥"
আনন্দে অধিক সভে করে গীত বাদ্য।
প্রভুও নাচেন * তিলার্দ্ধেকো নাহি বাহ্য॥
কথোক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা॥
প্রিয়গণ দেখি প্রভু অধিক আনন্দে।
নাচিতে লাগিলা, বেঢ়ি গায় ভক্তবৃন্দে॥
সে বিকার কহিতে বা শক্তি আছে কার।
নয়নে বহয়ে সুরধুনী-শত† -ধার॥
এবে সে শিবের পুর হইল সফল।
যাহে ‡ নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর॥
কথোক্ষণে প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়া।
স্থির হই রহিলেন, প্রিয়গোষ্ঠী লৈয়া॥
সভা'প্রতি করিলেন প্রেম-আলিঙ্গন।
সভেই নির্ভয় হৈলা পরানন্দ-মন॥
নিত্যানন্দ দেখি প্রভু লইলেন কোলে।
বলিতে লাগিলা তাঁরে কিছু কুতূহলে॥
"কোথা তুমি আমারে করিবে সম্বরণ।
যেমতে আমার হয় সন্ন্যাস-রক্ষণ §॥
আরো আমা' পাগল করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর' তবে মোর মাথা খাও॥ ¶
যেন কর' তুমি আমা' তেন আমি হই।
সত্যসত্য এই আমি সভা'স্থানে কই॥"
সভারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান্।
"নিত্যানন্দপ্রতি সভে হও সাবধান॥

* 'না জানে'। † 'নদী শতশত'।
‡ 'যহি'। § 'রহে সন্ন্যাস-গ্রহণ'।
¶ 'আর জনে জানি তুমি এ কথা শিখাও'।

মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দদেহ বড়।
সত্যসত্য সভারে কহিলুঁ এই * দঢ়॥ †
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক ‡ দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥"
আত্মস্তুতি শুনি নিত্যানন্দ মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয়॥
পরম-আনন্দ হৈলা সর্ব্বভক্তগণ।
হেন লীলা করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
এইমত জলেশ্বরে সে রাত্রি রহিয়া।
উষঃকালে চলিলা সকল গণ লৈয়া॥
বাঁশধায়§-পথে এক শাক্ত ন্যাসিবেশ।
আসিয়া প্রভুরে পথে করিল আদেশ॥
'শাক্ত' হেন প্রভু জানিলেন নিজ মনে।
সম্ভাষিতে লাগিলেন মধুর বচনে॥
প্রভু বোলে "কহকহ কোথা তুমিসব!
চিরদিনে আজি দেখিলাও যে ¶ বান্ধব॥"
প্রভুর মায়ায় শাক্ত মোহিত হইল।
আপনার তত্ত্ব যত কহিতে লাগিল॥
যতযত শাক্ত বৈসে যতযত দেশে।
সব কহে একেএকে, শুনি প্রভু হাসে'॥
শাক্ত বোলে "চল ঝাট মঠেতে আমার।
সভেই 'আনন্দ' আজি করিব অপার॥"
পাপী শাক্ত মদিরারে বোলয়ে 'আনন্দ'।
বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ॥

* 'কহিল আমি'।
† ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"নিত্যানন্দ-স্থানে যার হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাহি, তার প্রেমভক্তি-বাধ॥"
‡ 'যার তিলার্দ্ধেকো'। § 'বাঁশদহ' বা 'বাঁশদায়'।
¶ 'সব দেখিল'।

প্রভু বোলে "আসি আমি 'আনন্দ' করিতে।
আগে গিয়া তুমি সজ্জ করহ ত্বরিতে॥"
শুনিএ৷ চলিল শাক্ত হই হরষিত।
এইমত ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥
'পতিতপাবন কৃষ্ণ' সর্ব্ববেদে কহে।
অতএব শাক্ত-সহ প্রভু কথা কহে॥
লোকে বোলে "এ শাক্তের হইল উদ্ধার।
এ-শাক্ত-পরশে অন্য শাক্তের নিস্তার॥"
এইমত শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।
নানামতে করিলেন সর্ব্ব-জীব-ত্রাণ॥
হেনমতে শাক্তের সহিত রস করি।
আইলা রেমুণা-গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
রেমুণায় দেখি নিজ মূর্ত্তি গোপীনাথ।
বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্তগণ-সাথ॥
আপনার প্রেমে মত্ত * পাসরি আপনা'।
রোদন করেন অতি করিয়া করুণা॥
সে করুণা † শুনিতে পাষাণ কাষ্ঠ দ্রবে'।
এবে না দ্রবিল ধর্ম্মধ্বজিগণ ‡ সবে॥
কথোদিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন যাজপুর—ব্রাহ্মণনগর॥
যহি আদিবরাহের অদ্ভুত প্রকাশ।
যাঁর দরশনে হয় সর্ব্ব-বন্ধ-নাশ॥
মহাতীর্থ—বহে যথা নদী বৈতরণী।
যাঁর দরশনে পাপ পলায় আপনি॥
জন্তুমাত্র যে নদীর হইলেই পার §।
দেবগণে দেখে চতুর্ভুজের আকার॥

নাভিগয়া—বিরজাদেবীর যথা স্থান।
যথা হৈতে ক্ষেত্র—দশ-যোজন-প্রমাণ॥
যাজপুরে যতেক আছয়ে দেবস্থান *।
লক্ষবৎসরেও নারি লৈতে সব † নাম॥
দেবালয় নাহি হেন নাহি তথি স্থান।
কেবল দেবের বাস—যাজপুরগ্রাম॥
প্রথমে দশাশ্বমেধিঘাটে ন্যাসিমণি।
স্নান করিলেন ভক্ত-সংহতি আপনি॥
তবে প্রভু গেলা আদিবরাহ-সম্ভাষে।
বিস্তর করিলা নৃত্য-গীত প্রেমরসে॥
বড় সুখী হৈলা প্রভু দেখি যাজপুর।
পুনঃপুন বাঢ়ে আনন্দাবেশ ‡ প্রচুর॥
কে জানে কি ইচ্ছা তান ধরিলেক মনে।
সভা' ছাড়ি একা পলাইলেন আপনে॥
প্রভু না দেখিয়া সভে হইলা বিকল।
দেবালয়ে চাহিচাহি বুলেন সকল॥
না পাইয়া কোথাও প্রভুর অন্বেষণ।
পরম চিন্তিত হইলেন ভক্তগণ॥
নিত্যানন্দ বোলে "সভে স্থির কর' চিত্ত।
জানিলাঙ প্রভু গিয়াছেন যে নিমিত্ত॥
নিভৃতে ঠাকুর সব যাজপুর-গ্রাম।
দেখিবেন যতযত আছে দেবস্থান॥
আমরাও সভে ভিক্ষা করি § এই ঠাঁই।
আজি থাকি, কালি প্রভু পাইব এথাই॥"
সেইমত করিলেন সর্ব্বভক্তগণ।
ভিক্ষা করি আনি সভে করিলা ভোজন॥

* 'প্রভু'। † 'রহিয়া'।
‡ 'ধর্ম্মী কর্ম্মী জ্ঞানী'। § 'হইলে ও'পার'।

* 'গ্রাম'। † 'লক্ষলক্ষ বৎসরেও লৈতে নারি'।
‡ 'প্রেম-আবেশ'। § 'সভেই রহিয়া'।

প্রভুও বুলিয়া সব যাজপুর-গ্রাম।
দেখিয়া যতেক যাজপুর-পুণ্যস্থান॥
সর্ব্বভক্তগণ যথা আছেন বসিয়া।
আরদিনে সেইস্থানে মিলিলা আসিয়া॥
আথেব্যথে ভক্তগণ 'হরিহরি' বলি।
উঠিলেন সভেই হইয়া কুতূহলী॥
সভা' লই প্রভু যাজপুর ধন্য করি।
চলিলেন 'হরি' বলি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
হেনমতে মহানন্দে শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন কথোদিনে কটক-নগর॥
ভাগ্যবতী-মহানদী-জলে করি স্নান।
আইলেন প্রভু সাক্ষিগোপালের স্থান॥
দেখি সাক্ষিগোপালের লাবণ্য মোহন।
আনন্দে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন॥
'প্রভু!' বলি নমস্কার করেন * স্তবন।
অদ্ভুত করেন প্রেম-আনন্দ-ক্রন্দন॥
যার মন্ত্রে সকল মূর্ত্তিতে † বৈসে প্রাণ।
সেই প্রভু— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নাম॥
তথাপিহ নিরবধি করে দাস্যলীলা।
অবতার হৈলে হয় এইমত খেলা॥
তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্তকাশী—বাস যথা করেন শঙ্কর॥
সর্ব্বতীর্থ-জল যথা বিন্দুবিন্দু আনি।
'বিন্দুসরোবর' শিব সৃজিলা আপনি॥
'শিব-প্রিয় সরোবর' জানি শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি বিশেষে করিলা অতি ধন্য॥
দেখিলেন গিয়া প্রভু প্রকট শঙ্কর।
চতুর্দ্দিগে শিবধ্বনি করে অনুচর॥
চতুর্দ্দিগে সারিসারি ঘৃতদীপ জ্বলে।
নিরবধি অভিষেক হইতেছে জলে॥
নিজ-প্রিয়-শঙ্করের দেখিয়া বিভব।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সকল বৈষ্ণব॥
যে চরণ-রসে শিব বসন না জানে।
হেন প্রভু নৃত্য করে শিব-বিদ্যমানে॥
নৃত্য গীত শিব-অগ্রে করিয়া আনন্দ।
সে রাত্রি রহিলা সেই গ্রামে গৌরচন্দ্র॥
সেই স্থান শিব পাইলেন যেনমতে।
সেই কথা শুন স্কন্দপুরাণের মতে॥
কাশীমধ্যে পূর্ব্ব শিব পার্ব্বতী-সহিতে।
আছিলা অনেক কাল পরম-নিভৃতে॥
তবে গৌরী-সহ শিব গেলা ত কৈলাস।
নর-রাজাগণে কাশী করয়ে বিলাস *॥
তবে কাশীরাজ-নামে † হৈলা এক রাজা।
কাশীপুর ভোগ করে করি শিবপূজা॥
দৈবে আসি কালপাশ লাগিল তাহারে।
উগ্র-তপে শিব পূজে কৃষ্ণ জিনিবারে॥
প্রত্যক্ষ হইলা শিব তপের প্রভাবে।
"বর মাগ'" বলিলেন, রাজা ‡ বর মাগে'॥
"এক বর মাগোঁ প্রভু! তোমার চরণে।
যেন মুঞি কৃষ্ণ জিনিবারে পারোঁ রণে॥"
ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগাধ।
কে বুঝে কিরূপে কারে করেন প্রসাদ॥
তারে § বলিলেন "রাজা! চল যুদ্ধে তুমি।
তোর পাছে সর্ব্ব-গণ-সহ আছি আমি॥

* 'নমস্করি করিল'। † 'মন্ত্রেতে'।

* 'বিনাশ'। † 'কাশীস্থানে এক' বা 'কাশীরাজ স্থানে'।
‡ 'বোলেন রাজারে'। § 'শিবে'।

তোরে জিনিবেক হেন কার্ শক্তি আছে।
পাশুপত-অস্ত্র লই মুঞি তোর পাছে॥"
পাইয়া শিবের বল * সেই মূঢ়-মতি।
চলিলা হরিষে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি॥
শিবো চলিলেন তার পাছে সর্ব্ব-গণে।
তার পক্ষ হই যুদ্ধ করিবার মনে॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী দেবকী†-নন্দন।
সকল বৃত্তান্ত জানিলেন সেইক্ষণ॥
জানিঞা বৃত্তান্ত নিজচক্র-সুদর্শন।
এড়িলেন কৃষ্ণচন্দ্র ‡ সভার দলন॥
কারো অব্যাহতি নাহি সুদর্শন স্থানে।
কাশীরাজ-মুণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে॥
শেষে তার সম্বন্ধে সকল বারাণসী।
পুড়িয়া-ঝাড়িয়া করিলেন ভস্মরাশি॥
বারাণসীদাহ দেখি ক্রুদ্ধ মহেশ্বর।
পাশুপত-অস্ত্র এড়িলেন ভয়ঙ্কর॥
পাশুপত অস্ত্র কি করিব চক্র স্থানে।
চক্র-তেজ দেখি পলাইল সেই ক্ষণে॥
শেষে মহেশ্বর প্রতি যায়েন § ধাইয়া।
চক্র-ভয়ে শঙ্করো যায়েন পলাইয়া॥
চক্র-তেজে ব্যাপিলেক সকল ভুবন।
পলাইতে দিগ ¶ না পায়েন ত্রিলোচন॥
পূর্ব্বে যেন চক্রতেজে দুর্ব্বাসা পীড়িত।
হইলেন, শিবেরো হইল সেই রীত॥ ||

শেষে শিব বুঝিলেন* "সুদর্শন-স্থানে।
রক্ষা করিবেক হেন নাহি কৃষ্ণ বিনে॥"
এতেক চিন্তিয়া বৈষ্ণবাগ্র † ত্রিলোচন ‡।
ভয়ে ত্রস্ত হই § গেলা গোবিন্দ-শরণ॥
"জয়জয় মহাপ্রভু দেবকীনন্দন।
জয় সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বজীবের শরণ॥
জয়জয় সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি ¶ সর্ব্বদাতা।
জয়জয় স্রষ্টা হর্ত্তা || সভার রক্ষিতা॥
জয়জয় অদোষদরশি কৃপাসিন্ধু।
জয়জয় সন্তপ্তজনের একবন্ধু॥
জয় সর্ব্ব$অপরাধ-ভঞ্জন-শরণ ×।
দোষ ক্ষমা কর' প্রভু! + লইলুঁ শরণ॥"
শুনি শঙ্করের স্তব সর্ব্বজীবনাথ।
চক্র-তেজ নিবারিয়া হইলা সাক্ষাত॥
চতুর্দ্দিগে শোভা করে গোপগোপীগণ।
কিছু ক্রোধ-হাস্য মুখে বোলেন বচন॥
'কেনে শিব! তুমি ত জানহ মোর শুদ্ধি।
এতকালে তোমার যে হইল + কুবুদ্ধি॥
কোন্ কীট কাশীরাজ অধম নৃপতি।
তার লাগি যুদ্ধ কর' আমার সংহতি॥
এই যে দেখহ মোর চক্র সুদর্শন।
তোমাকেহ না সহে' যাহার পরাক্রম॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র পাশুপত-অস্ত্র আদি যত।
পরম অব্যর্থ মহা-অস্ত্র আর কত॥

---

* 'বর'। † পুঁথির সর্ব্বত্রই 'দৈবকী' পাঠ আছে।
‡ 'মহাপ্রভু'। § 'প্রতি চক্র যায়'। ¶ 'ঠাঞি'।
|| 'এবে হইলেন শিবেরেও সেই রীত' বা 'এবে সেই মত হৈল শিবের চরিত'।

* 'বলিলেন'। † 'এত চিন্তি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য'।
‡ 'শ্রীবৈষ্ণবে অগ্রগণ্য'।
§ 'ভয়গ্রস্ত হই' বা 'একান্ত ভাবেতে'।
¶ 'সুবুদ্ধিগণের'। || 'কর্ত্তা'। $ 'জয়'। × 'চরণ'।
+ ক্ষম প্রভু! তোর' + 'সে দেখিয়ে'।

সুদর্শন-স্থানে কারো নাহি প্রতিকার।
যার অস্ত্র তারে চাহে করিতে সংহার॥
হেন ত না দেখি আমি পৃথিবী-ভিতরে।
তোমা' বই আমারে যে * করে অনাদরে॥"
শুনিঞা প্রভুর কিছু সক্রোধ-উত্তর।
অন্তরে কম্পিত বড় হইলা শঙ্কর॥
তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ।
করিতে লাগিলা শিব আত্মনিবেদন॥
"তোমার অধীন প্রভু! সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
পবনে চালায় যেন শুষ্ক তৃণগণ।
এইমত অ-স্বতন্ত্র সকল ভুবন॥
যে করাহ প্রভু! তুমি সে-ই জীবে করে।
হেন কে বা আছে যে তোমার মায়া তরে'॥
বিশেষে দিয়াছ প্রভু! মোরে অহঙ্কার।
আপনারে বড় বই নাহি দেখোঁ আর॥
তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি।
কি করিমু প্রভু! মুঞি অ-স্বতন্ত্র-মতি॥
তোর পাদপদ্ম মোর একান্ত জীবন।
অরণ্যে থাকিমু চিন্তি তোমার চরণ॥
তথাপিহ মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার।
মুঞি কি করিমু প্রভু! যে ইচ্ছা তোমার॥
তথাপিহ প্রভু! মুঞি কৈলুঁ অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥
এমত কুবুদ্ধি মোর যেন আর নহে।
এই বর দেহ' প্রভু! † হইয়া সদয়ে॥ ‡

যেন অপরাধ কৈলুঁ করি অহঙ্কার।
হইল তাহার শাস্তি, শেষ * নাহি আর॥
এবে আজ্ঞা কর' প্রভু! থাকিমু কোথায়।
তোমা' বই আর বা বলিব কার্ পা'য়॥"
শুনিঞা শিবের বাক্য ঈষত হাসিয়া।
বলিতে লাগিলা প্রভু কৃপাযুক্ত হৈয়া॥
"শুন শিব! তোমারে দিলাও দিব্য স্থান।
সর্ব্বগোষ্ঠীসহ তথা করহ প্রয়াণ॥
একাম্রকবন-নাম †—স্থান মনোহর।
তথাই হইবা তুমি কোটিলিঙ্গেশ্বর॥
সেহো বারাণসী-প্রায় সুরম্য নগরী।
সেইস্থানে আমার আছয়ে ‡ গোপ্যপুরী॥
সেই স্থান শিব! আজি কহি তোমা'স্থানে।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহো নাহি জানে॥
সিন্ধুতীরে বট-মূলে নীলাচল-নাম।
ক্ষেত্র-শ্রীপুরুষোত্তম—অতি রম্যস্থান॥
অনন্তব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহরে।
তভু § সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্ব্ব-কাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥
সেইস্থান-প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি॥
সভারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে।
'মরণমঙ্গল' করি কহিয়ে যে ¶ স্থানে॥
নিদ্রাতেও যে স্থানে সমাধিফল হয়।
শয়নে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয়॥

* 'আমাকেহো'। † 'মোরে'।
‡ 'এমত কুবুদ্ধি যেন কভু নাহি হয়।
এই বর দেহ' মোরে প্রভু দয়াময়!॥'

* 'তার শাস্তি হৈল অবশেষ'।
† 'বন বড়' বা 'নাম বড়'। ‡ 'আমারো পরম'।
§ 'তবে'। ¶ 'সে'।

প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথামাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥
নিজ-নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে, সে-ই মোর সম॥
সে স্থানে নাহিক যমদণ্ড-অধিকার।
আমি করি ভালমন্দ বিচার সভার॥
হেন যে আমার পুরী, তাহার উত্তরে।
তোমারে দিলাঙ স্থান রহিবার তরে॥
ভক্তি-মুক্তি-প্রদ সেই স্থান মনোহর।
তথা তুমি খ্যাত হৈবা 'শ্রীভুবনেশ্বর'॥"
শুনিঞা অদ্ভুত পুরী-মহিমা শঙ্কর।
পুন শ্রীচরণ ধরি করিলা উত্তর॥
"শুন প্রাণনাথ! মোর এক নিবেদন।
মুঞি সে পরম অহঙ্কৃত সর্ব্বক্ষণ॥
এতেকে তোমাকে ছাড়ি মুঞি অন্যস্থানে।
থাকিলে কুশল মোর নাহিক কখনে॥
তোমার নিকটে সে থাকিতে মোর মন।
দুষ্ট-সঙ্গে ভিন্ন মন * নহিব কখন॥
এতেকে মোহোরে যদি থাকে ভৃত্য-জ্ঞান।
তবে মোরে নিজক্ষেত্রে দেহ' এক স্থান॥
ক্ষেত্রের মহিমা শুনি শ্রীমুখে তোমার।
বড় ইচ্ছা হৈল তথা † থাকিতে আমার॥
নিকৃষ্ট ‡ হইয়া প্রভু! সেবিমু তোমারে।
তথাই তিলেক স্থান দেহ' প্রভু! মোরে॥

* 'সঙ্গদোষে ভিন্ন'।　† 'প্রভু'।
‡ 'নিকট' বা 'নিকৃষ্ট'।

ক্ষেত্রবাস প্রতি মোর * বড় লয় মন।"
এত বলি মহেশ্বর করেন ক্রন্দন॥
শিব-বাক্যে তুষ্ট হই শ্রীচন্দ্রবদন।
বলিতে লাগিলা তাঁরে করি আলিঙ্গন॥
"শুন শিব! তুমি মোর নিজ-দেহ-সম †।
যে তোমার প্রিয়, সে আমার প্রিয়তম॥
যথা তুমি, তথা আমি, ইথে নাহি আন।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাঙ আমি স্থান॥
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বথা আমার।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাঙ অধিকার॥
একাম্রক-বন যে তোমারে দিল আমি।
তাহাতেই পরিপূর্ণরূপে থাক তুমি॥
সেই ক্ষেত্র আমার পরমপ্রিয়তম।
মোর প্রীতে তথাই থাকিবে সর্ব্বক্ষণ॥
যে আমার ভক্ত হই তোমা' না আদরে'।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে॥"
হেনমতে শিব পাইলেন সেই স্থান।
অদ্যাপিহ বিখ্যাত—ভুবনেশ্বর-নাম॥
শিবপ্রিয় বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের অগ্রেতে॥
যত কিছু কৃষ্ণ কহিয়াছেন পুরাণে।
এবে তাহা দেখায়েন সাক্ষাতে আপনে॥
'শিব রাম গোবিন্দ' বলিয়া গৌর-রায়।
হাথে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়॥
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ॥
শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে'।
নিজ-দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে॥

* 'প্রভু'।　† 'মন'।

সেই শিবগ্রামে প্রভু ভক্তগণসঙ্গে।
শিবলিঙ্গ দেখিদেখি ভ্রমিলেন রঙ্গে॥
পরম নিভৃত এক * দেখি শিবস্থান।
সুখী হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্॥
সেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালয়।
সকল দেখিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়॥

এইমতে সর্ব্ব-পথে সন্তোষে আসিতে।
উত্তরিলা আসি প্রভু কমলপুরেতে॥
শ্রীদেউলধ্বজ মাত্র দেখিলেন দূরে।
প্রবেশিলা প্রভু নিজ-আনন্দ-সাগরে॥
অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।
বিশাল গর্জ্জন কম্প সর্ব্ব-দেহ-ভার॥
প্রাসাদের দিগে মাত্র চা'হিতে চা'হিতে †।
চলিলেন প্রভু শ্লোক পঢ়িতেপঢ়িতে॥
শ্রীমুখের অর্দ্ধ-শ্লোক শুন সাবধানে।
যে লীলা করিলা গৌরচন্দ্র ভগবানে॥

তথাহি—

"প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো
মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ॥"১॥

টীকা।

প্রাসাদাগ্র ইতি। প্রাসাদস্য—ইষ্টক নির্ম্মিত দেবালয়স্য, অগ্রে—উপরি, মম পুরঃ—সম্মুখে, মাম্ আলোক্য, স্মিত-সুবদনঃ—ঈষদ্ধাস্য-সমন্বিত-শোভন-মুখঃ, স্মেরবক্ত্রারবিন্দঃ—বিকসিত-বদন-কমলঃ, বালগোপালমূর্ত্তিঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ] নিবসতি।১।

অনুবাদ।

(দেখ দেখ,) যাঁহার বদনারবিন্দ বিকসিত, সেই বালগোপালমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখিয়া মৃদু মধুর হাস্যে শ্রীমুখের সমধিক শোভা বিস্তার করিতে করিতে প্রাসাদের উপরিভাগে আমার সম্মুখে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন॥ ১॥

প্রভু বোলে "দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে।
হাসেন আমারে দেখি শ্রীবালগোপালে॥"
এই শ্লোক পুনঃপুন পঢ়িয়াপঢ়িয়া।
আছাড় খায়েন প্রভু বিবশ হইয়া॥
সেদিনের যে আছাড় * যে আর্ত্তি ক্রন্দন।
অনন্তের জিহ্বায় বা সে হয় † কীর্ত্তন॥
চক্র প্রতি দৃষ্টিমাত্র করেন সকলে ‡।
সেই শ্লোক পঢ়িয়া পড়েন ভূমিতলে §॥
এইমত দণ্ডবত হইতেহইতে।
সর্ব্বপথে আইসেন প্রেম প্রকাশিতে॥
ইহারে সে বলি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্য বই দুই নাই আর॥
পথে যত দেখয়ে সুকৃতি নরগণ। ¶
তারা বোলে "এই ত সাক্ষাত নারায়ণ॥"
চতুর্দ্দিগে বেঢ়িয়া আইসে ভক্তগণ।
আনন্দধারায় পূর্ণ সভার নয়ন॥
সবে চারিদণ্ডের পথ প্রেমের আবেশে।
প্রহর-তিনেতে আসি হইলা প্রবেশে॥
আইলেন মাত্র প্রভু আঠারনালায়।
সর্ব্ব ভাব সম্বরণ কৈলা গৌররায়॥
স্থির হই বসিলেন প্রভু সভা' লৈয়া।
সভারে বোলেন অতি বিনয় করিয়া॥

---

* 'নিভৃতে একা'। † 'অগ্রে প্রভু হাসিতেহাসিতে'।

* 'সে দিবসে যে আছাড়ের'।
† 'অনন্ত-জিহ্বায় তাহা না হয়'।
‡ 'করিতে করিতে'। § 'ভূমিতলেতে'।
¶ 'পথেপথে দেখে যত সুকৃতির গণ'।

"তোমরা ত আমার করিলা বন্ধু-কাজ।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ মহারাজ॥
এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি বা যাইব আগে, তাহা বোল মোরে॥"
মুকুন্দ বোলেন তবে "তুমি আগে যাও।"
"ভাল!" বলি চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গরাও॥
মত্তসিংহ-গতি জিনি * চলিলা সত্বর।
প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর॥
প্রবেশ হইলা গৌরচন্দ্র নীলাচলে।
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেমজলে॥
ঈশ্বর-ইচ্ছায় সার্ব্বভৌম সেইকালে।
জগন্নাথ দেখিতে আছেন † কুতূহলে॥
হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত-জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ সুভদ্রা সঙ্কর্ষণ॥
দেখি মাত্র প্রভু করে ‡পরম হুঙ্কার।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার॥
লাফ দেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিগে ছুটে সব নয়নের জল॥
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কে বুঝয়ে § ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥
অজ্ঞ পড়িহারী সব উঠিল মারিতে।
আথেব্যথে সার্ব্বভৌম পড়িলা পৃষ্ঠেতে॥
হৃদয়ে চিন্তিলা সার্ব্বভৌম মহাশয়।
"এই ¶ শক্তি মনুষ্যের কোন কালে নয়॥
এ হুঙ্কার এ গর্জ্জন এ প্রেমের ধার।
যত কিছু অলৌকিক শক্তির প্রচার ‖॥

* 'জিনি গতি' বা 'জিনি প্রভু'। † 'দেখিতেছে মহা'।
‡ 'করি'। § 'কে বা বুঝে'। ¶ 'এত'।
‖ 'ভক্তির বিকার'।

এই জন হেন বুঝি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"
এইমত চিন্তে' সার্ব্বভৌম মহা ধন্য॥
সার্ব্বভৌম-নিবারণে সব-পড়িহারী।
রহিলেন দূরে সভে মহা ভয় করি॥
প্রভু সে হইয়াছেন অচেতনপ্রায়।
দেখি মাত্র জগন্নাথ—নিজ-প্রিয়-কায়॥
কি আনন্দে মগ্ন হৈলা বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
বেদেও এ সব তত্ত্ব জানিতে দুষ্কর॥
সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ব্যূহ-রূপে।
আপনে বসিয়াছেন সিংহাসনে সুখে॥
আপনেই উপাসক হই করে ভক্তি।
অতএব কে বুঝিবে * ঈশ্বরের শক্তি॥
আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে সে জানে।
বেদে ভাগবতে এই মত সে বাখানে'॥
তথাপি যে লীলা প্রভু করেন যখনে।
তাহি কহে বেদে জীব-উদ্ধার-কারণে॥
মগ্ন হইলেন প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
বাহ্য দূরে গেল প্রেমসিন্ধু-মাঝে ভাসে॥
আবরিয়া সার্ব্বভৌম আছেন আপনে।
প্রভুর আনন্দমূর্চ্ছা না হয় খণ্ডনে॥
শেষে সার্ব্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে।
প্রভু লই যাইবারে আপন ভবনে॥
সার্ব্বভৌম বোলে "ভাই পড়িহারিগণ!
সভে তুলি লহ এই পুরুষরতন॥"
পাণ্ডুবিজয়ের যত নিজ † ভৃত্যগণ।
সভে প্রভু কোলে করি করিলা গমন॥
কে বুঝিবে ‡ ঈশ্বরের চরিত্র গহন।
হেনরূপে সার্ব্বভৌমমন্দিরে গমন॥

* 'কে বা বুঝে'। † 'প্রিয়'। ‡ 'বুঝয়ে'

চতুর্দ্দিগে হরিধ্বনি করিয়াকরিয়া।
বহিয়া আনেন সভে হরিষ হইয়া॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব-ভক্ত সিংহদ্বারে।
আসিয়া মিলিলা সভে হরিষ-অন্তরে॥
পরম অদ্ভুত সভে দেখেন আসিয়া।
পিপীলিকাগণে যেন অন্ন যায় লৈয়া॥
এইমত প্রভুকে অনেক লোক ধরি।
লইয়া যায়েন সভে মহানন্দ করি॥
সিংহদ্বার নমস্করি সর্ব্বভক্তগণ।
হরিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন॥
সর্ব্ব-লোকে ধরি সার্ব্বভৌমের মন্দিরে।
আনিলেন; কপাট পড়িল তবে * দ্বারে॥
প্রভুর '†' আসিয়া যে মিলিলা ভক্তগণ।
দেখি হৈলা সার্ব্বভৌম হরষিত-মন॥
যথাযোগ্য সম্ভাষা করিয়া সভা'সনে।
বসিলেন, সন্দেহ ভাঙ্গিল ততক্ষণে॥
বড় সুখী হৈলা সার্ব্বভৌম মহাশয়।
আর তাঁর কিবা ভাগ্যফলের উদয়॥
যার কীর্ত্তি মাত্র সর্ব্ব বেদে ব্যাখ্যা করে
অনায়াসে সে ঈশ্বর আইলা মন্দিরে॥
নিত্যানন্দ দেখি সার্ব্বভৌম মহাশয়।
লইলা চরণধূলি করিয়া বিনয়॥
মনুষ্য দিলেন সার্ব্বভৌম সভা'সনে।
চলিলেন সভে জগন্নাথ-দরশনে॥
যে মনুষ্য যায় দেখাইতে জগন্নাথ।
নিবেদন করে সে করিয়া জোড়হাথ॥
"স্থির হই জগন্নাথ সভেই দেখিবা।
পূর্ব্ব-গোসাঞির মত কেহো না করিবা॥

* 'তার'। † 'প্রভুরে'।

কিরূপ তোমরা, কিছু না পারি বুঝিতে।
স্থির হই দেখ, তবে যাই দেখাইতে॥
যেরূপ তোমার করিলেন একজনে।
জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে॥
বিশেষে বা কি কহিব যে দেখিল তান।
সে আছাড়ে অন্যের কি দেহে রহে প্রাণ॥
এতেকে তোমরা সব—অচিন্ত্যকথন।
সম্বরিয়া দেখিবা, করিলুঁ * নিবেদন॥
শুনি সভে হাসিতে লাগিলা ভক্তগণ।
"চিন্তা নাহি" বলি সভে করিলা গমন॥
আসি দেখিলেন চতুর্ব্ব্যূহ জগন্নাথ।
প্রকট-পরমানন্দ ভক্তগণ-সাথ॥
দেখি সভে লাগিলেন করিতে † ক্রন্দন।
দণ্ডবত প্রদক্ষিণ করেন স্তবন॥
প্রভুর গলার মালা ব্রাহ্মণ আনিয়া।
দিলেন সভার গলে সন্তোষিত হৈয়া॥
আজ্ঞা-মালা পাই সভে আনন্দিত-মনে।
আইলা সত্বরে সার্ব্বভৌমের ‡ ভবনে॥
প্রভুর আনন্দ-মূর্চ্ছা হইল যেমতে §।
বাহ্য নাহি তিলেক, আছেন সেইমতে॥
বসিয়া আছেন সার্ব্বভৌম পদতলে।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ 'রাম কৃষ্ণ' বোলে॥
অচিন্ত্য অগম্য গৌরচন্দ্রের চরিত।
তিন-প্রহরেও বাহ্য নহে কদাচিত॥
ক্ষণেকে উঠিলা সর্ব্ব-জগত-জীবন।
হরিধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ॥

* 'সম্বরি দেখিবা এই করি'। † 'করিলেন আনন্দ'-।
‡ 'আইলেন সন্তোষে সার্ব্বভৌম'-।
§ 'হৈল যেন মতে'।

স্থির হই প্রভু জিজ্ঞাসেন সভা'স্থানে।
"কহ দেখি আজি মোর কোন্ বিবরণে?"
শেষে নিত্যানন্দ প্রভু * কহিতে লাগিলা।
"জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মূর্চ্ছা গেলা ॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আছিলেন সেই স্থানে।
ধরি তোমা' আনিলেন আপন-†ভবনে ॥
আনন্দ-আবেশে তুমি হই পরবশ।
বাহ্য না জানিলা তিন-প্রহর দিবস ॥
এই সার্ব্বভৌম নমস্করেন তোমারে।"
আথেব্যথে প্রভু সার্ব্বভৌমে কোলে করে ॥
প্রভু বোলে "জগন্নাথ বড় কৃপাময়।
আনিলেন মোরে সার্ব্বভৌমের আলয় ॥
পরম সন্দেহ চিত্তে আছিল আমার।
কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার ॥
কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করিলেন অনায়াসে।"
এত বলি সার্ব্বভৌমে চা'হি প্রভু হাসে' ॥
প্রভু বোলে "শুন আজি আমার আখ্যান।
জগন্নাথ আমি ‡ দেখিলাঙ বিদ্যমান ॥
জগন্নাথ দেখি চিত্ত হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষ-মাঝে থুই আপনার ॥
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি ॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আজি আছিলা নিকটে।
অতএব রক্ষা হৈল এ-মহা-সঙ্কটে ॥
আজি হৈতে আমি এই বলি দড়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া ॥
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব।
গরুড়ের পাছে বুহি ঈশ্বর দেখিব ॥

* 'সব'। † 'উঠাইয়া আনিল'। ‡ 'আমি'।

ভাগ্যে আমি আজি না ধরিলুঁ জগন্নাথ।
তবে ত সঙ্কট আজি হইত আমা'ত ॥"
নিত্যানন্দ বোলে "বড় * এড়াইলে ভাল।
বেলা নাহি এবে, স্নান করহ সকাল ॥"
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ! সম্বরিবা মোরে।
দেহ আমি এই সমর্পিলাঙ তোমারে ॥"
তবে কথোক্ষণে স্নান করি প্রেমসুখে।
বসিলেন সভার সহিত হাস্যমুখে ॥
বহুবিধ মহাপ্রসাদ আনিঞা † সত্বরে।
সার্ব্বভৌম থুইলেন প্রভুর গোচরে ॥
মহাপ্রসাদ দেখি ‡ প্রভু করি নমস্কার।
বসিলা ভুঞ্জিতে লই সব পরিবার ॥
প্রভু বোলে "বিস্তর লাফরা§ মোরে দেহ'।
পিঠা পানা ছেনাবড়া তোমরা সভে লহ ¶ ॥"
এইমত বলি প্রভু মহাপ্রেমরসে।
লাফরা খায়েন প্রভু, ভক্তগণ হাসে' ॥
জন্মজন্ম সার্ব্বভৌম প্রভুর পার্ষদ।
অন্যথা অন্যের নাহি হয় এ সম্পদ ॥
সুবর্ণথালীতে অন্ন আনিঞা আপনে।
সার্ব্বভৌম দেন, প্রভু করেন ভোজনে ॥
সে ভোজনে যতেক হইল প্রেমরঙ্গ।
ব্যাস বর্ণিবেন তাহা চৈতন্যের সঙ্গ ॥ $
অশেষ কৌতুকে করি ভোজন-বিলাস।
বসিলেন প্রভু, ভক্তগণ চারি-পাশ ॥
নীলাচলে প্রভুর ভোজন মহারঙ্গ।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যের সঙ্গ ॥

* 'আজি'। † 'আনিলা'। ‡ 'মহাপ্রসাদেরে'।
§ 'নাফরা'। ¶ 'লেহ'। ‖ 'চৈতন্য প্রসঙ্গ'।
$ 'বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সব প্রসঙ্গ'।

শেষখণ্ডে চৈতন্য আইলা নীলাচলে।
এ আখ্যান শুনিলে ভাসয়ে প্রেমজলে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্য-সার্ব্বভৌম-সম্মেলনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।
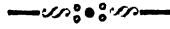
জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম।
জয়জয় নিত্যানন্দস্বরূপের প্রাণ ॥
জয়জয় বৈকুণ্ঠনায়ক কৃপাসিন্ধু।
জয়জয় ন্যাসিচূড়ামণি দীনবন্ধু ॥
ভক্তগোষ্ঠীসহিত গৌরাঙ্গ জয়জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥

শেষখণ্ড কথা ভাই! শুন একচিত্তে।
শ্রীগৌরসুন্দর বিহরিলা যেনমতে ॥
অমৃতের অমৃত চৈতন্যচন্দ্র-কথা।
ব্রহ্মা শিব যে অমৃত চৈতন্যচন্দ্র-কথা।
ব্রহ্মা শিব যে অমৃত বাঞ্ছেন সর্ব্বথা ॥
অতএব শ্রীচৈতন্যকথার শ্রবণে।
সভার সন্তোষ হয়, দুষ্টগণ-বিনে ॥
শুন শেষখণ্ড-কথা চৈতন্য-রহস্য।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে * অবশ্য ॥

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
আত্ম-সঙ্গোপন করি আছে কুতূহলে ॥
যদি তিঁহো ব্যক্ত না করেন আপনারে।
তবে কার্ শক্তি আছে তাঁরে জানিবারে ॥
দৈবে একদিন সার্ব্বভৌমের সহিতে।
বসিলেন প্রভু তাঁরে লইয়া নিভৃতে ॥
প্রভু বোলে "শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
তোমারে কহিয়ে আমি আপন-হৃদয় ॥
জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাঙ আমি।
উদ্দেশ্য আমার মূল—এথা আছ তুমি ॥
জগন্নাথ আমারে কি কহিবেন কথা?
তুমি সে আমার বন্ধ ছিণ্ডিবে * সর্ব্বথা ॥
তোমাতে সে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
তুমি সে দিবারে পার' কৃষ্ণপ্রেমভক্তি ॥
এতেকে তোমার আমি লইলুঁ আশ্রয়।
তাহা কর' যেরূপে আমার ভাল হয় ॥
কি বিধি করিমু মুঞি, থাকিমু কিরূপে।
কেমতে না পড়োঁ মুঞি এ সংসারকূপে ॥
সর্ব্ব উপদেশ মোরে কহ অমায়ায়।
'তোমারি সে আমি' ইহা জান' সর্ব্বথায় † ॥"
এইমত অনেক-প্রকার মায়া করি।
সার্ব্বভৌম প্রতি কহিলেন গৌরহরি ॥
'না জানিঞা সার্ব্বভৌম ঈশ্বরের মর্ম্ম।
কহিবারে লাগিলা জীবের যত ধর্ম্ম ॥
সার্ব্বভৌম বোলেন "কহিলা যত তুমি।
সকল তোমার ভাল বাসিলাঙ আমি ॥

* 'পাইবে'

* 'বন্ধ ছিণ্ডিবা' বা 'বন্ধু আছহ'। † 'জানিহ নিশ্চয়'।

যে তোমার হইয়াছে ভক্তির উদয়।
অত্যন্ত অপূর্ব্ব সে কহিল কভু নয়॥
বড়ই কৃষ্ণের কৃপা হৈয়াছে তোমারে।
সবে একখানি করিয়াছ অব্যভারে *॥
পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে।
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে॥
বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে।
প্রথমেই বন্ধ হয় অহঙ্কার-পাশে॥
দণ্ড ধরি মহাজ্ঞানী † হয় আপনারে।
কাহারেও বোল হস্ত জোড় নাহি করে॥
যার পদধূলী লৈতে বেদের বিহিত।
হেন জন নমস্করে, তভু নহে ভীত॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বা বলিব সেহো নহে।
বুঝ এই ভাগবতে যেনমত ‡ কহে॥

তথাহি (ভা॰ ১১। ৯।১৬ ; ৩।২৯।৩৪)—

"প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্।"
"প্রবিষ্টো জীবকলয়া তত্রৈব § ভগবানিতি॥" ১॥

অনুবাদ।

ভগবান্ জীবরূপ অংশে সকল দেহেই প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া, কুকুর, চাণ্ডাল, গো এবং গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সকলকেই ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন॥ ১॥

"ব্রাহ্মণাদি কুকুর চণ্ডাল অন্ত ¶ করি।
দণ্ডবত করিবেক বহুমান্য ধরি || ॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সভারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী §, যার ইথে নাহি রতি॥

শিখা সূত্র ঘুচাইয়া সবে এই লাভ।
নমস্কার করে আসি মহামহাভাগ॥
প্রথমে শুনিলা এই এক অপচয়।
এবে আর শুন সর্ব্বনাশ বুদ্ধিক্ষয়॥
জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম—ঈশ্বরভজন।
তাহা ছাড়ি আপনাকে বোলে 'নারায়ণ'॥
গর্ব্ববাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা।
যাহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধি জ্ঞান শিক্ষা॥
যার দাস্য লাগি শেষ অজ ভব রমা।
পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহার দাসে করে।
লাজো নাহি হেন 'প্রভু' বোল্লে আপনারে॥
নিদ্রা হৈলে 'আপনে কে' ইহাও না জানে।
আপনারে 'নারায়ণ' বোলে হেন জনে॥
'জগতের পিতা কৃষ্ণ' সর্ব্ববেদে কহে।
পিতারে যে ভক্তি করে সে সুপুত্র হয়ে॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং (৯।১৭)—

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ॥" ২॥ *

"গীতাশাস্ত্রে অর্জ্জুনের সন্ন্যাসলক্ষণ।
শুনু এই † যে কহিয়াছেন নারায়ণ॥

তথাহি (গীতা ৬।১)—

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥" ৩॥

টীকা।

অনাশ্রিত ইতি। কর্ম্মফলং—স্বর্গাদিকম্, অনাশ্রিতঃ—অনিচ্ছন্, কার্য্যম্—অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং, কর্ম্ম যঃ করোতি, স, সন্ন্যাসী—জ্ঞানযোগনিষ্ঠঃ, যোগী চ—অষ্টাঙ্গ-যোগনিষ্ঠঃ স এব, কর্ম্মযোগেনৈব তয়োঃ সিদ্ধিরিতি ভাবঃ ; ন, নিরগ্নিঃ—অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মত্যাগী যতিবেশঃ.

---

* 'অবিচারে'। † 'জ্ঞান'। ‡ 'মত যেই ভাগবতে'।
§ 'ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো'।
¶ 'চাণ্ডাল কুক্কুর আদি'। || 'করি'। § 'ধর্ম্মধ্বংসী'।

* টীকা ও অনুবাদ ২৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। † 'এবে'।

সন্ন্যাসী, ন চ, অক্রিয়ঃ—শারীরকর্ম্মত্যাগী অর্দ্ধমুদ্রিত-নেত্রঃ, যোগী ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।

স্বর্গাদি কর্ম্মফলের কামনা না করিয়া যিনি শাস্ত্রবিহিত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং তিনিই যথার্থ যোগী,—অগ্নিহোত্র-প্রভৃতি-কর্ম্ম-পরিত্যাগী—যতিবেশ-ধারী—'সন্ন্যাসী' নহেন, আর শরীর-কর্ম্ম-পরিত্যাগীও 'যোগী' নহেন ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ :—

"নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণভজন।
তাহারে সে বলি 'যোগী-'সন্ন্যাসী'-লক্ষণ ॥
বিষ্ণুক্রিয়া না করিয়া পরান্ন * খাইলে †।
কিছু নহে ; সাক্ষাতেই এই বেদে বোলে ॥

তথাহি (ভা০ ৪।২৯।৪৯—৫০)—

"তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ ॥" ৪ ॥

টীকা।

তদিতি। হরিং তোষয়তীতি হরিতোষং যৎ, তদেব কর্ম্ম ; যয়া তস্মিন্ হরৌ মতির্ভবতি, সৈব বিদ্যা, মহা-ফলত্বাৎ। কুত ইত্যপেক্ষায়াং হরেঃ পরম-ফলত্বং দর্শয়ন্নাহ হরিঃ, দেহভৃতাং—দেহধারিণাম্, আত্মা ঈশ্বরশ্চ ; তত্র হেতুঃ, স্বয়ং—স্বাতন্ত্র্যেণ, প্রকৃতিঃ—কারণম্। যদ্বা, দেহ-ভৃতামাত্মেতি—তত্তোষং বিনা কথং সন্তোষো ভবত্বিতি ভাবঃ প্রকৃতিরীশ্বর ইতি—প্রকৃতিপুরুষৌ সর্ব্বজগন্মাতা-পিতরৌ হরিরেবেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।

যাহা শ্রীহরির সন্তোষ-সম্পাদন করে, তাহাই কর্ম্ম ; যাহা দ্বারা শ্রীহরিতে মতি হয়, তাহাই 'বিদ্যা'। কেননা, শ্রীহরি দেহধারিমাত্রেরই আত্মা ও ঈশ্বর ; যেহেতু তিনি স্বয়ং বা স্বতন্ত্র-রূপে সকলেরই কারণস্বরূপ ॥ ৪ ॥

অন্বার্থঃ —

"তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সভার ॥
তাহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র * অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মেতে করায় † স্থির মন ॥
সভার জীবন কৃষ্ণ, জনক সভার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে, সর্ব্ব ব্যর্থ তার ॥
যদি বোল শঙ্করের মত সেহো নহে।
তাঁর অভিপ্রায় দাস্য, তাঁরি মুখে কহে ॥

তথাচাহ শ্রীশঙ্করাচার্য্যপ্রভুঃ (ষট্পদীস্তোত্রে)—

"সত্যপি ভেদাপগমে
নাথ ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ
ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥" ৫ ॥

টীকা।

সত্যপীতি। হে নাথ ! ভেদস্য, অপগমে—নাশে, সতি—বর্ত্তমানে, অপি, ঈশ্বর-জগতোর্ভেদে অসত্যপীত্যর্থঃ, অহমেবং মন্যে, অহংতব অধীনঃ—ত্বত্তো জাতঃ, ন তু ত্বং মামকীনঃ—মম অধীনঃ, মত্তো জাত ইত্যর্থঃ। হি—তথাহি, তরঙ্গঃ, সামুদ্রঃ—সমুদ্রস্য অধীনঃ, সমুদ্রাজ্জাতঃ ; ক্বচন সমুদ্রঃ, তারঙ্গঃ—তরঙ্গস্য অধীনঃ, তরঙ্গাজ্জাতো বা, ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকিলেও, নাথ ! আমি জানি, আমি তোমারই অধীন—আমি তোমা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমার অধীন নহ—তুমি আমার নিকট

* 'বিধি ক্রিয়া না করিলে পর-অন্ন'। † 'পরাঙ্মুখ হৈলে'।

* 'অস্ত্র' বা 'মন্ত্র'। † যে 'করয়ে'।

হইতে সঞ্জাত হও নাই। তরঙ্গ ও তরঙ্গময় সমুদ্রে পরস্পর পার্থক্য না থাকিলেও, ইহা সুনিশ্চিত যে, তরঙ্গই সমুদ্রের, কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গের নহে ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ :—

"যদ্যপিহ জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাঞি।
সর্ব্বময়—পরিপূর্ণ আছে সর্ব্বঠাঞি ॥
তভো তোমা' হইতে সে হইয়াছি আমি।
আমা' হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি ॥
যেন 'সমুদ্রের সে তরঙ্গ' লোকে বোলে।
'তরঙ্গের সমুদ্র' না হয় কোন-কালে ॥
অতএব জগত তোমার, তুমি পিতা।
ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা ॥
যাহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন।
তারে যে না ভজে *, বর্জ্জ্য হয় সেই জন ॥
এই শঙ্করের শ্লোক †—এই অভিপ্রায়।
ইহা না জানিঞা মাথা কি কার্য্যে মুড়ায় ?
সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি 'নারায়ণ'।
বলিবেক প্রেমভক্তিযোগে অনুক্ষণ ॥
না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায় ॥
অতএব তোমারে সে কহিলাঙ ‡ আমি।
হেন পথে প্রবিষ্ট হইলা কেনে তুমি ॥
যদি কৃষ্ণভক্তিযোগে করিব উদ্ধার।
তবে শিখা-সূত্র-ত্যাগে কোন্ লভ্য আর § ॥
যদি বোল মাধবেন্দ্র-আদি মহাভাগ।
তাঁরাও করিয়াছেন শিখা-সূত্র-ত্যাগ ॥

* 'মানে'। † 'বাক্য'।
‡ 'কহি এই'। § 'তার'।

তথাপিহ তোমার সন্ন্যাস করিবার।
এ সময়ে কেমতে হইল * অধিকার ॥
সে সব মহান্তগণ † ত্রিভাগ-বয়সে।
গ্রাম্য-রস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে ॥
যৌবন-প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার।
কেমতে হইল সন্ন্যাসের ‡ অধিকার ॥
পরমার্থে সন্ন্যাসে কি করিব তোমারে।
যেই ভক্তি হইয়াছে § তোমার শরীরে ॥
যোগেন্দ্রাদি-সভের যে দুর্লভ প্রসাদ।
তবে কেনে করিয়াছ এমত প্রমাদ ॥"
শুনি ভক্তিযোগ সার্ব্বভৌমের বচন।
বড় সুখী হৈলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥
প্রভু বোলে "শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইলুঁ শিখা সূত্র মুড়াইয়া ॥
'সন্ন্যাসী' করিয়া জ্ঞান ছাড়' মোর প্রতি।
কৃপা কর' যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি ॥"
প্রভু হই নিজ-দাস মোহে' হেনমতে।
এ মায়ায় দাসে প্রভু জানিব কেমতে ॥
যদি তিঁহো নাহি জানায়েন আপনারে।
তবে কার্ শক্তি আছে জানিতে তাঁহারে ॥
না জানিঞা সেবকে যতেক কথা কয়।
তাহাতেও ঈশ্বরের মহাপ্রীত হয় ॥
সর্ব্বকাল ভৃত্যসঙ্গে প্রভু ক্রীড়া করে।
সেবকের নিমিত্তে আপনে অবতরে ॥

* 'হইবে'। † 'সব' বা 'শেষ'।
‡ 'বা হইব সন্ন্যাসে'। § 'যে ভক্তি হইয়া আছে'।

যেমতে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ সেইমত দাস ভজেন আপনে ॥
এই তাঁর স্বভাব যে—সেবক-বৎসল।
ইহা তাঁরে নিবারিতে কার্ আছে বল ॥
হাসে' প্রভু সার্ব্বভৌমে চা'হিয়া চা'হিয়া।
না বুঝেন সার্ব্বভৌম মায়ামুগ্ধ হৈয়া ॥
সার্ব্বভৌম বোলেন "আশ্রমে বড় তুমি।
শাস্ত্রমতে তুমি বন্দ্য, উপাসক আমি ॥
তুমি যে আমারে স্তব কর', যুক্ত নহে।
ইহাতে আমার পাছে * অপরাধ হয়ে ॥"
প্রভু বোলে "ছাড়' মোরে এ সকল মায়া।
সর্ব্বভাবে তোমার লইলুঁ মুঞি ছায়া ॥"
হেনমতে প্রভু ভৃত্যসঙ্গে করে খেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা ॥
প্রভু বোলে "মোর এক আছে মনোরথ †।
তোমার শ্রীমুখে শুনিবাঙ ভাগবত ‡ ॥
যতেক সংশয় চিত্তে আছয়ে আমার।
তোমা' বই ঘুচাইব হেন নাহি আর ॥"
সার্ব্বভৌম বোলে "তুমি সকল বিদ্যায়।
পরম প্রবীণ, আমি জানি সর্ব্বথায় ॥
কোন্ ভাগবত-অর্থ না জান' বা তুমি।
তোমারে বা কোন্‌রূপে প্রবোধিব আমি ॥
তথাপিহ অন্যোহন্যে ভক্তির বিচার।
করিবেক,—সুজনের স্বভাব ব্যভার ॥
বোল দেখি সন্দেহ তোমার কোন স্থানে।
আছে ? তাহা যথা-শক্তি করিব বাখানে ॥"
তবে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঈষত হাসিয়া।
বলিলেন এক শ্লোক—অষ্ট-আখরিয়া ॥

* 'বড়'। † 'নিবেদন'। ‡ 'ভাগবতের শ্রবণ'।

তথাহি (ভা° ১।৭।১০)—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥"৬ ॥

টীকা।

আত্মারামাশ্চেতি। আত্মারামাঃ—আনন্দস্বরূপে আত্মনি রমণশীলাঃ, নির্গ্রন্থাঃ—বিধিনিষেধাতীতাঃ, নির্গতাহঙ্কার-গ্রন্থয়ো বা, চ অপি মুনয়ঃ, উরুক্রমে—বিপুল-বিক্রমে ভগবতি, অহৈতুকীং—ফলাভিসন্ধিরহিতাং, ভক্তিং কুর্ব্বন্তি। 'ননু মুক্তানাং কিং ভক্ত্যা ?' ইত্যাদি সর্ব্বাক্ষেপ-পরিহারার্থমাহ, হরিঃ, ইত্থম্ভূতগুণঃ—আত্মারামাণামপি আকর্ষণস্বভাবো গুণো যস্য স ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

যাঁহারা বিধি-নিষেধের অতীত বা যাঁহাদিগের অহঙ্কারগ্রন্থি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই আত্মারাম মুনিগণও অমিত-পরাক্রম ভগবানে ফল-কামনা-শূন্য ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেননা, শ্রীহরির গুণই এইরূপ ॥ ৬ ॥

সরস্বতীপতি গৌরচন্দ্রের অগ্রেতে।
কৃপায় লাগিলা সার্ব্বভৌম বাখানিতে ॥
সার্ব্বভৌম বোলেন "শ্লোকার্থ এই সত্য।
কৃষ্ণপদভক্তি সে সভার * মূল তত্ত্ব ॥
সর্ব্বকাল পরিপূর্ণ হয় যে যে জন।
অন্তরে বাহিরে যার নাহিক বন্ধন ॥
এবংবিধ মুক্ত সব করে কৃষ্ণভক্তি।
হেন কৃষ্ণগুণের স্বভাব মহাশক্তি ॥
হেন কৃষ্ণ-গুণ-নাম মুক্ত-সবো গায়।
ইথে অনাদর যার, সে-ই নাশ যায় ॥"
এইমত নানা মত পক্ষ তোলাইয়া।
ব্যাখ্যা করে সার্ব্বভৌম আবিষ্ট হইয়া ॥

* 'সভাকার'।

ত্রয়োদশ প্রকার শ্লোকার্থ বাখানিয়া।
রহিলেন "আর শক্তি নাহিক" বলিয়া॥
ঈষত হাসিয়া গৌরচন্দ্র প্রভু কহে।
"যত বাখানিলা তুমি, সব সত্য হয়ে॥
এবে শুন আমি কিছু করিয়ে ব্যাখ্যান।
বুঝ দেখি বিচারিয়া—হয় কি প্রমাণ॥"
তখনে বিস্মিত সার্ব্বভৌম মহাশয়।
"আরো অর্থ মনুষ্যের শক্তিতে কি হয়॥"
আপনার অর্থ প্রভু আপনে বাখানে'।
যাহা কেহো কোনো কল্পে উদ্দেশ না জানে॥
ব্যাখ্যা শুনি সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত।
মনে গণে' "এই কিবা ঈশ্বর বিদিত॥"
শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্মভাবে হইলা ষড়্ভুজ-অবতার॥
প্রভু বোলে "সার্ব্বভৌম! কি তোর * বিচার।
সন্ন্যাসে কি আমার নাহিক † অধিকার?
'সন্ন্যাসী' কি আমি হেন তোর চিত্তে লয়।
তোর লাগি এথা মুঞি হইলুঁ উদয়॥
বহু জন্ম মোর প্রেমে তেজিলি জীবন।
অতএব তোরে মুঞি দিলুঁ দরশন॥
সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে এই মোর অবতার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে মুঞি বই নাই আর॥
জন্মজন্ম তুমি মোর শুদ্ধ-প্রেম-দাস।
অতএব তোরে মুঞি হইলুঁ প্রকাশ ‡॥
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
চিন্তা কিছু নাহি তোর, পড় মোর স্তব॥"

অপূর্ব্ব ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি—কোটিসূর্য্যময় *।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয় †॥‡
বিশাল করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
আনন্দে ষড়্ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
বড় সুখী প্রভু সার্ব্বভৌমেরে অন্তরে।
"উঠ" বলি শ্রীহস্ত দিলেন § তাঁর শিরে॥
শ্রীহস্তপরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
তথাপি আনন্দে জড়, না স্ফুরে বচন॥
করুণাসমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তাঁর হৃদয়-উপর॥
পাই শ্রীচরণ সার্ব্বভৌম মহাশয়।
হইলা কেবল পরানন্দপ্রেমময়॥
দৃঢ় করি পাদপদ্ম ধরে প্রেমফান্দে।
"আজি সে পাইলুঁ চিত্তচোর ¶" বলি কান্দে॥
আর্ত্তনাদে সার্ব্বভৌম করেন রোদন।
ধরিয়া অপূর্ব্ব পাদপদ্ম রমা-ধন॥
"প্রভু রে! ‖ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ!
মুঞি-অধমেরে প্রভু! কর' দৃষ্টিপাত॥
তোমারে সে মুঞি পাপী শিখাইলুঁ ধর্ম্ম।
না জানিঞা তোমার অচিন্ত্য শুদ্ধ কর্ম্ম §॥

* 'আর'। † 'আমার নাহি হয়'।
‡ 'তোমারে হইলু পরকাশ'।

* 'সূর্য্যসম'। † 'ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম'।
‡ ইহার পরে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ-
"শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল।
রত্ন-মণি-পরিপূর্ণ শ্রীঅঙ্গ উজ্জ্বল॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ হার বক্ষে শোভা করে।
বাম-কক্ষে শিঙ্গা বেত্র মুরলী জঠরে॥"
§ 'অর্পিল'। ¶ 'তোর চিত্ত'।
‖ 'আরে'। § 'মর্ম্ম'।

হেন কে বা আছে প্রভু! তোমার মায়ায়।
মহাযোগেশ্বর-আদি মোহ নাহি পায়॥
সে তুমি যে আমারে মোহিবা কোন্ শক্তি।
এবে দেহ' তোমার চরণে প্রেমভক্তি॥ *
জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বপ্রাণ।
জয়জয় বেদ-বিপ্র-সাধু-ধর্ম্ম-ত্রাণ।
জয়জয় বৈকুণ্ঠাদিলোকের ঈশ্বর।
জয়জয় শুদ্ধসত্ত্ব রূপ ন্যাসিবর॥"
পরম সুবুদ্ধি সার্ব্বভৌম মহামতি।
শ্লোক পড়িপড়ি পুনঃপুন করে স্তুতি॥

তথাহি (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে)—

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥" ৭॥

টীকা

কালাদিতি। যঃ, কালাৎ—সুচিরকালাৎ, কাল প্রভাবাদিতি বা, নষ্টঃ—বিরলপ্রচারং, নিজম্—অসাধারণং, ভক্তিযোগং, প্রাদুষ্কর্ত্তুম্—আবির্ভাবয়িতুং, সমর্পয়িতুমিতি বা, কৃষ্ণচৈতন্যনামা সন্ আবির্ভূতঃ, চিত্তভৃঙ্গঃ তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং—অত্যনুরাগেণ লীনো ভবতু ।৭।

অনুবাদ।

যিনি কালপ্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় স্বকীয় অসাধারণ ভক্তিযোগ সমর্পণ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম ধারণ করিয়া আবির্ভূত হন, তাঁহার চরণারবিন্দে 'আমার মনোমধুকর প্রগাঢ়রূপে বিলীন হউক॥ ৭॥

'কালবশে ভক্তি লুকাইয়া দিনেদিনে।
পুনর্ব্বার নিজভক্তি-প্রকাশ-কারণে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম প্রভু অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে চিত্ত রহুক আমার॥

তথাহি (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে)—

"বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥" ৮॥

টীকা।

বৈরাগ্যেতি। বৈরাগ্যং—প্রপঞ্চবস্তুনাসক্তিঃ, বিদ্যা—জ্ঞানং, নিজভক্তিযোগঃ—অসাধারণ-ভক্তিযোগঃ, প্রেম-ভক্তিরিতার্থঃ. তেষাং, শিক্ষার্থং—স্বয়মনুতিষ্ঠন্ অন্যান্ শিক্ষয়িতুম, একঃ—অদ্বিতীয়ঃ, পুরাণঃ—চিরন্তনঃ, কৃপাম্বুধিঃ—করুণাসাগরঃ, পুরুষঃ যঃ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী—শ্রীকৃষ্ণস্য চৈতন্যং প্রতীতির্যস্মাৎ তৎ শরীরং ধর্ত্তুম্ আবির্ভাবয়িতুং শীলমস্যেতি, অহং তং, প্রপদ্যে—শরণং যামি। ৮।

অনুবাদ।

যে এক করুণাবারিধি পুরাণ পুরুষ বৈরাগ্য, বিদ্যা এবং স্বকীয় ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, আমি তাঁহারই শরণাপন্ন হইলাম॥ ৮॥

"বৈরাগ্যসহিতে * নিজভক্তি বুঝাইতে।
যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তনু—পুরুষ পুরাণ।
ত্রিভুবনে নাহি যাঁর অধিক সমান॥
হেন কৃপাসিন্ধুর চরণ-গুণ-নাম †।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম॥"

---

* ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ।
জয়জয় শচী-পুণ্যবতী-গর্ভজাত।"

† 'জয় জয় জয় গুরু'

* 'বিদ্যা'।

† 'গুণধাম'।

এইমত সার্ব্বভৌম শত শ্লোক করি।
কাকু করে চৈতন্যের পাদপদ্ম ধরি ॥
"পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
মুঞি-পতিতেরে প্রভু! করহ উদ্ধার ॥
বন্দী করিয়াছ মোরে অশেষ বন্ধনে।
বিদ্যা ধনে কুলে ;—তোমা' জানিমু কেমনে ॥
এবে এই কৃপা কর' সর্ব্ব-জীব-নাথ!
অহর্নিশ চিত্ত যেন রহয়ে * তোমা'ত ॥
অচিন্ত্য অগম্য প্রভু! তোমার বিহার।
তুমি না জানাইলে জানিতে শক্তি কার ॥
আপনেই দারুব্রহ্মরূপে নীলাচলে।
বসিয়া আছহ ভোজনের কুতূহলে ॥
আপন প্রসাদ কর' আপনে ভোজন।
আপনে আপনা' দেখি করহ ক্রন্দন ॥
আপনে আপনা' দেখি হও মহামত্ত।
এতেকে কে বুঝে প্রভু! তোমার মহত্ত্ব † ॥
আপনে সে আপনারে জান' তুমি মাত্র।
আর জানে যে জন তোমার কৃপাপাত্র ॥
মুঞি ছার তোমারে বা জানিমু কেমনে।
যাতে মোহ মানে' অজ-ভব-দেবগণে ॥"
এইমত অনেক করিয়া কাকুর্ব্বাদ।
স্তুতি করে সার্ব্বভৌম পাইয়া প্রসাদ ॥
শুনিঞা ষড়্ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
হাসি সার্ব্বভৌম প্রতি বলিলা বচন ॥
"শুন সার্ব্বভৌম! তুমি আমার পার্ষদ।
এতেকে দেখিলা তুমি এতেক সম্পদ ॥
তোমার নিমিত্তে মোর এথা আগমন।
অনেক করিয়া আছ মোর আরাধন ॥

* 'বসয়ে'। † 'এ তত্ত্ব'।

ভক্তির মহিমা তুমি যতেক কহিলা।
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা ॥
যতেক কহিলা তুমি—সব সত্য কথা।
তোমার মুখেতে কেনে আসিবে অন্যথা ॥
শত শ্লোক করি তুমি যে কৈলে স্তবন।
যে জন করয়ে * ইহা শ্রবণ পঠন ॥
আমাতে † তাহার ভক্তি হইবে নিশ্চয়।
'সার্ব্বভৌমশতক' বলি লোকে যেন কয়' ‡ ॥
যে কিছু দেখিলা তুমি প্রকাশ আমার।
সঙ্গোপ করিবা পাছে জানে কেহো আর ॥
যতেক দিবস মুঞি থাকোঁ পৃথিবীতে।
তাবত নিষেধ কৈলুঁ কাহারে § কহিতে ॥
আমার দ্বিতীয় দেহ—নিত্যানন্দচন্দ্র।
ভক্তি করি সেবিহ তাঁহার পদদ্বন্দ্ব ॥
পরম নিগূঢ় তিঁহো কেহো নাহি জানে ণা।
আমি যারে জানাই সে-ই সে জানে তানে ॥
এই সব || তত্ত্ব সার্ব্বভৌমেরে কহিয়া।
রহিলেন আপন ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া $ ॥
চিনি নিজ প্রভু সার্ব্বভৌম মহাশয়।
বাহ্য আর নাহি, হৈলা পরানন্দময় ॥
যে শুনয়ে এ সব চৈতন্য-গুণ-গ্রাম।
সে যায় সংসার তরি' শ্রীচৈতন্যধাম ॥
পরম নিগূঢ় এ সকল কৃষ্ণকথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা ॥
হেনমতে করি সার্ব্বভৌমেরে উদ্ধার।
নীলাচলে করে প্রভু কীর্ত্তন-বিহার ॥

* 'করিব'। † 'তোমাতে'।
‡ 'যে-হেন কীর্ত্তি রয়'। § 'সভাকে'।
'আমার বচনে'। || 'মত'। $ 'লুকাইয়া'।

নিরবধি নৃত্য-গীত-আনন্দ-আবেশে।
রাত্রি দিন না জানেন প্রভু প্রেমরসে॥
নীলাচলবাসী যত অপূর্ব্ব দেখিয়া।
সর্ব্বলোক 'হরি' বোলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥
'এই ত সচল-জগন্নাথ' সভে বোলে।
হেন নাহি যে প্রভুরে দেখিয়া না ভোলে॥
যে পথে যায়েন চলি শ্রীগৌরসুন্দর।
সেইদিগে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর॥
যেখানে পড়য়ে প্রভুর চরণযুগল।
সে স্থানের ধূলি লুট করেন সকল॥
ধূলি গুটি * পায় মাত্র যে সুকৃতি জন।
তাহার আনন্দ হয় অকথ্যকথন॥
কি সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্য অনুপাম। †
দেখিতে সভার চিত্ত হরে' অবিরাম॥
নিরবধি শ্রীআনন্দধারা ‡ শ্রীনয়নে।
'হরে কৃষ্ণ' নাম মাত্র শুনি শ্রীবদনে॥
চন্দনমালায় পরিপূর্ণ কলেবর।
মত্তসিংহ জিনি গতি পরম সুন্দর॥
পথে চলিতেও ঈশ্বরের বাহ্য নাঞি।
ভক্তি-রসে বিহরেন চৈতন্যগোসাঞি॥
কথোদিন বিলম্বে পরমানন্দপুরী।
আসিয়া মিলিলা তীর্থ-পর্য্যটন করি॥
দূরে প্রভু দেখিয়া পরমানন্দপুরী।
সম্ভ্রমে উঠিলা প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
প্রিয় ভক্ত দেখ প্রভু পরম-সন্তোষে।
নৃত্য করে স্তুতি করে মহাপ্রেমাবেশে §॥

বাহু তুলি বলিতে লাগিলা "হরিহরি।
দেখিলাঙ নয়নে পরমানন্দপুরী॥
আজি ধন্য লোচন, সফল আজি * জন্ম।
সফল আমার আজি হৈল সর্ব্ব ধর্ম্ম॥"
প্রভু বোলে "আজি মোর সফল সন্ন্যাস †
আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ॥"
এত বলি প্রিয় ভক্ত লই প্রভু কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান পদ্মনেত্র§জলে॥
পুরী প্রথমেই মাত্র ¶ শ্রীমুখ দেখিয়া।
আনন্দে আছেন আত্মবিস্মৃত হইয়া॥
কথোক্ষণে অন্যোহন্যে করেন প্রণাম।
পরমানন্দপুরী—চৈতন্যের প্রিয়ধাম॥
পরম-সন্তোষ প্রভু তাঁহারে পাইয়া।
রাখিলেন নিজসঙ্গে পার্ষদ করিয়া॥
নিজ প্রভু চিনিঞা পরমানন্দপুরী।
রহিলা আনন্দে পাদপদ্ম সেবা করি॥
মাধবপুরীর প্রিয় শিষ্য মহাশয়।
শ্রীপরমানন্দপুরী—তনু প্রেমময়॥
দামোদরস্বরূপ মিলিলা কথোদিনে।
রাত্রিদিন যাঁহার বিহার প্রভু-সনে॥
দামোদরস্বরূপ সঙ্গীতরসময়।
যাঁর ‖ ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয়॥
দামোদরস্বরূপ পরমানন্দপুরী।
শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী॥
এইমতে অল্পেঅল্পে যত ভক্তগণ।
নীলাচলে আসি সভে হইলা মিলন॥

---

* 'লুট' বা 'লুটি'।
† 'কি শোভা শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্যানুপাম'।
‡ 'আনন্দধারা বহে'। § 'মহাপ্রভু প্রেমরসে ভাসে'।

* জাতি'। † 'জীবন'।
‡ 'মাধবেন্দ্রপুরী হইলা প্রসন্ন'। § 'কলেবর শ্রীপদ্মাক্ষ'।
¶ 'বোল প্রথমেই'। ‖ 'তান'।

যে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইলা।
তাঁহারাও অল্পেঅল্পে আসিয়া মিলিলা॥
মিলিলা প্রদ্যুম্নমিশ্র—প্রেমের শরীর।
পরমানন্দ রামানন্দ—দুই মহাধীর॥
দামোদরপণ্ডিত শ্রীশঙ্করপণ্ডিত।
কথোদিনে আসিয়া হইলা উপনীত॥
শ্রীপ্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী—নৃসিংহের দাস।
যাঁহার শরীরে শ্রীনৃসিংহ-পরকাশ॥
'কীর্ত্তনহিারী * নরসিংহ ন্যাসিরূপে।'
জানিঞা রহিলা আসি প্রভুর সমীপে॥
ভগবান্-আচার্য্য আইলা মহাশয়।
শ্রবণেও যাঁরে নাহি পরশে' বিষয়
এইমত যতেক সেবক যথা ছিলা।
সভেই প্রভুর পাশে আসিয়া মিলিলা॥
প্রভু দেখি সভার হইল দুঃখনাশ।
সভে করে প্রভুসঙ্গে কীর্ত্তনবিলাস॥
সন্ন্যাসীর রূপে বৈকুণ্ঠের অধিপতি।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্বভক্তের সংহতি॥
শ্রীচৈতন্যরসে নিত্যানন্দ মহাধীর।
পরম উদ্দাম—একস্থানে নহে স্থির॥
জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে।
পড়িহারিগণে কেহো রাখিতে না পারে॥
একদিন উঠিয়া সুবর্ণসিংহাসনে।
বলরাম ধরিয়া করিলা † আলিঙ্গনে॥
উঠিতেই পড়িহারী ধরিলেক হাথ।
ধরিতে পড়িল গিয়া হাথ পাঁচ সাত॥
নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার।
মালা লই পরিলেন গলে আপনার॥

* 'কীর্ত্তনে বিহরে'। † 'কেলেন'।

মালা পরি চলিলেন গজেন্দ্রগমনে।
পড়িহারী উঠিয়া চিন্তয়ে মনেমনে॥
"এ অবধূতের কভু মানুষী * শক্তি নয়।
বলরাম-স্পর্শে কি অন্যের দেহ রয়॥
মত্তহস্তী ধরি মুঞি পারোঁ রাখিবারে।
মুঞি ধরিলেও † কি মনুষ্য যাইতে পারে॥
হেন মুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিলুঁ।
তৃণপ্রায় হই গিয়া কোথায় পড়িলুঁ॥"
এইমত চিন্তি পড়িহারী মহাশয়।
নিত্যানন্দ দেখিলেই করয়ে বিনয়॥
নিত্যানন্দস্বরূপ স্বভাব-‡বাল্যভাবে।
আলিঙ্গন করেন পরম-অনুরাগে॥
তবে কথোদিনে গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীপতি।
সমুদ্রকূলেতে আসি করিলা বসতি॥
সিন্ধুতীরে স্থান অতি রম্য মনোহর।
দেখিয়া সন্তোষ § বড় শ্রীগৌরসুন্দর॥
চন্দ্রবতী রাত্রি, বহে দক্ষিণ-পবন।
বৈসেন সমুদ্রকূলে শ্রীশচীনন্দন॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে।
নিরবধি 'হরে কৃষ্ণ' বোলে শ্রীবদনে॥
মালায় পূর্ণিত বক্ষ—অতি মনোহর।
চতুর্দ্দিগে বেঢ়িয়া আছয়ে অনুচর॥
সমুদ্রের তরঙ্গ নিশায় শোভে অতি।
হাসি দৃষ্টি করে প্রভু তরঙ্গের প্রতি॥
গঙ্গা-যমুনার যত ভাগ্যের উদয়।
এবে তাহা পাইলেন সিন্ধু মহাশয়॥

* 'এ ত অবধূতের মনুষ্য'। † 'দরিলেও'।
‡ 'স্বরূপে সভারে'। § 'সন্তোষে'।

হেনমতে সিন্ধুতীরে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
বসতি করেন লই সর্ব্ব অনুচর ॥
সর্ব্বরাত্রি সিন্ধুতীরে পরম-বিরলে।
কীর্ত্তন করেন প্রভু মহা*কুতূহলে ॥
তাণ্ডবপণ্ডিত প্রভু নিজ-প্রেম-রসে।
তাণ্ডব করেন দেখি সভে সুখে ভাসে † ॥
রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, গর্জ্জন।
স্বেদ, বহুবিধ-বর্ণ হয় ক্ষণেক্ষণ ॥
যত ভক্তিবিকার—সকল একেবারে। ‡
পরিপূর্ণ হয় আসি প্রভুর শরীরে ॥
যত ভক্তিবিকার—সভেই মূর্ত্তিমন্ত।
সভেই ঈশ্বরকলা—মহাজ্ঞানবন্ত ॥
আপনে ঈশ্বর নাচে বৈষ্ণব-আবেশে।
জানি সভে নিরবধি থাকে প্রভু-পাশে ॥
অতএব তিলার্দ্ধো বিচ্ছেদ প্রেম§-সনে।
নাহিক শ্রীগৌরসুন্দরের ¶ কোনো ক্ষণে ॥
যত শক্তি ঈষত লীলায় করে প্রভু।
সেই আর ‖ অন্যে সম্ভাবনা নহে কভু ॥
ইহাতে $ সে তান শক্তি সম্ভাবনা হয়।
সর্ব্ববেদে ঈশ্বরের এই তত্ত্ব কয় ॥
যে প্রেম প্রকাশে' প্রভু চৈতন্যগোসাঞি।
তাঁহা বই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর নাঞি ॥
এতেকে শ্রীগৌরচন্দ্রপ্রভুর × উপমা।
তাঁহা বই আর কাহোঁ দিতে নাহি ÷ সীমা ॥

* 'মহাপ্রভু'। † 'হাসে'।
‡ 'যত ভাব ভক্তিবিকার সব একবারে'।
§ 'প্রভু'। ¶ 'নাহিক শ্রীগৌরাঙ্গের তঙ্গ'।
‖ 'সে অবধি'। $ 'তাঁহাতে'।
× 'যে শ্রীগৌরসুন্দরের'। ÷ 'দিতে নাহি কভো'।

সবে যারে শুভদৃষ্টি করেন আপনে।
সে-ই সে তাহান শক্তি ধরে,*তত্ত্বো জানে ॥
অতএব সর্ব্বভাবে ঈশ্বর-শরণ।
লইলে সে ভক্তি হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন ॥
যে প্রভুরে অজ-ভব-আদি ঈশগণে।
পূর্ণ হইয়াও নিরবধি ভাবে' মনে ॥
হেন প্রভু আপনে সকল-ভক্ত†-সঙ্গে।
নৃত্য করে আপনার প্রেমযোগ-রঙ্গে ॥
সে সব ভক্তের ‡ পা'য় মোর নমস্কার।
গৌরচন্দ্রসঙ্গে যাঁর কীর্ত্তন-বিহার ॥
হেনমতে সিন্ধুতীরে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্বরাত্রি নৃত্য করে অতি মনোহর ॥
নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি।
প্রভু-গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি ॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে ॥
গদাধর পঢ়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনি প্রেমরসে প্রভু হয় মহামত্ত ॥
গদাধর-বাক্যে মাত্র প্রভু সুখী হয়।
ভ্রমে' গদাধরসঙ্গে বৈষ্ণব আলয় ॥
একদিন প্রভু পুরীগোসাঞির মঠে।
বসিলেন গিয়া তান পরম-§নিকটে ॥
পরমানন্দপুরীরে প্রভুর ¶ বড় প্রীত।
পূর্ব্বে যেন শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন দুই মিত ॥
কৃষ্ণকথা বাকোবাক্যে ‖ রহস্য-প্রসঙ্গে।
নিরবধি পুরী-সঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে ॥

* 'ধরি'। † 'ভৃত্য'। ‡ 'ভৃত্যের'।
§ 'তানে করিয়া' বা 'প্রভু তাঁহার'।
¶ 'পুরী আর প্রভু'। ‖ 'পরস্পর'।

পুরীগোসাঞির কূপে ভাল নৈল জল।
অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানিল সকল॥
পুরীগোসাঞিরে প্রভু পুছিলা আপনি।
"কূপে জল কেমত হইল তাহা * শুনি॥"
পুরী বোলে "প্রভু! বড় অভাগিয়া কূপ।
জল হৈল যেন-ঘোল † কর্দ্দমের রূপ॥"
শুনি প্রভু 'হায়হায়' করিতে লাগিলা।
প্রভু বোলে "জগন্নাথ কৃপণ হইলা॥
পুরীর কূপের জল পরশিবে যে।
সর্ব্ব পাপ থাকিতেও তরিবেক সে॥
অতএব ‡ জগন্নাথদেবের মায়ায়।
নষ্ট জল হৈল—যেন কেহো নাহি খায়॥"
এত বলি মহাপ্রভু আপনে উঠিলা।
তুলিয়া শ্রীভুজ দুই কহিতে লাগিলা।
"মহাপ্রভু জগন্নাথ! মোরে এই বর।
গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর॥
ভোগবতী গঙ্গা যেন বহে § পাতালেতে।
তাঁরে আজ্ঞা কর' এই কূপে প্রবেশিতে॥"
সর্ব্বভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি॥
তবে কথোক্ষণে প্রভু বাসায় চলিলা।
ভক্তগণ সভে গিয়া শয়ন করিলা॥
সেইক্ষণে গঙ্গাদেবী আজ্ঞা করি শিরে।
পূর্ণ হই প্রবেশিলা কূপের ভিতরে॥
প্রভাতে উঠিয়া সভে-দেখেন ¶ অদ্ভুত।
পরম-নির্ম্মল-জলে পরিপূর্ণ কূপ॥

আশ্চর্য্য দেখিয়া 'হরি' বোলে ভক্তগণ *।
পুরীগোসাঞি হইলা আনন্দে অচেতন॥
গঙ্গার বিজয় সভে বুঝিয়া কূপেতে।
কূপ প্রদক্ষিণ সভে লাগিলা করিতে॥
মহাপ্রভু শুনিঞা আইলা সেইক্ষণে।
জল দেখি পরম আনন্দযুক্ত মনে॥
প্রভু বোলে "শুনহ সকল ভক্তগণ!
এ কূপের জলে কৈলে স্নান বা ভক্ষণ †॥
সত্যসত্য হৈব তার গঙ্গাস্নানফল।
কৃষ্ণে ভক্তি ‡ হৈব তার পরম নির্ম্মল॥"
সর্ব্বভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি॥
পুরীগোসাঞির প্রীতে § সেই দিব্য জলে।
স্নান-পান করে প্রভু মহাকুতুহলে॥
প্রভু বোলে "আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে।
জানিহ কেবল পুরীগোসাঞির প্রীতে॥
পুরীগোসাঞির আমি—নাহিক অন্যথা।
পুরী বেচিলেই ¶ আমি বিকাই সর্ব্বথা॥
সকৃত যে দেখে পুরীগোসাঞিরে মাত্র।
সেহো হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্র॥"
পুরীর মহিমা প্রভু ‖ কহিয়া সভারে।
কূপ ধন্য করি প্রভু চলিলা বাসারে॥
ঈশ্বরে সে জানে ভক্তমহিমা বাড়াইতে।
হেন প্রভু না ভজে কৃতঘ্ন কেন-মতে॥
ভক্তরক্ষা লাগি প্রভু করে অবতার।
নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন বিহার॥

* 'কহ'। † 'ঘোর'। ‡ 'অন্তেব শ্রী'।
§ 'যে বহেন' বা 'যে আছেন'। ¶ 'সব দেখে ত'।

* 'সর্ব্বজন'। † 'যে করিবে স্নান পান'। ‡ 'মতি'।
§ 'কূপে'। ¶ 'বেচিলেও'। ‖ 'তবে'।

অকর্ত্তব্যো করে প্রভু সেবক রাখিতে।
তার সাক্ষী বালি-বধ সুগ্রীব-নিমিত্তে ॥*
দাস্য প্রভু সেবকের করে নিজানন্দে।
অজয় চৈতন্যসিংহ জিনে ভক্তবৃন্দে ॥
ভক্তগণসঙ্গে প্রভু সমুদ্রের তীরে।
সর্ব্ববৈকুণ্ঠাদিনাথ কীর্ত্তনে বিহরে ॥
বাসা করিলেন প্রভু সমুদ্রের তীরে।
বিহরেন প্রভু ভক্তি-আনন্দ-সাগরে ॥
এই অবতারে সমুদ্র কৃতার্থ করিতে †।
অতএব লক্ষ্মী জন্মিলেন তাহা হৈতে ॥
নীলাচলবাসীর যে কিছু পাপ হয়।
অতএব সিন্ধুস্নানে সব যায় ক্ষয় ॥
অতএব গঙ্গাদেবী বেগবতী হৈয়া।
সেই ভাগ্যে সিন্ধু-মাঝে মিলিলা আসিয়া ॥
হেনমতে সিন্ধুতীরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
বৈসেন সকলমতে সিন্ধু করি ধন্য ॥
যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে ॥
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়ানগরে।
অতএব প্রভু না দেখিলেন সেইবারে ‡ ॥
ঠাকুরো থাকিয়া কথোদিন নীলাচলে।
পুন গৌড়দেশে আইলেন § কুতুহলে ॥
গঙ্গাপ্রতি মহা অনুরাগ বাঢ়াইয়া।
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে ¶ আইলা চলিয়া ॥

সার্ব্বভৌমভ্রাতা—বিদ্যাবাচস্পতি নাম।
শান্ত দান্ত ধর্ম্মশীল মহাভাগ্যবান্ ॥
সর্ব্ব-পারিষদ-সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর।
আচম্বিতে আসি উত্তরিলা তাঁর ঘর ॥
বৈকুণ্ঠনায়ক গৃহে অতিথি পাইয়া।
পড়িলেন বাচস্পতি দণ্ডবত হৈয়া ॥
হেন সে আনন্দ হৈল বিপ্রের শরীরে।
কি বিধি করিব তাহা কিছুই না স্ফুরে ॥
প্রভুও তাঁহারে করিলেন আলিঙ্গন।
প্রভু বোলে "শুন কিছু আমার বচন ॥
চিত্ত মোর হইয়াছে মথুরা দেখিতে *।
কথোদিন গঙ্গাস্নান করিমু এথাতে ॥
নিভৃতে আমারে একখানি দিবা' স্থান।
যেন কথোদিন মুঞি করোঁ গঙ্গাস্নান ॥
তবে শেষে মোরে মথুরায় চালাইবা।
মোরে চাহ তবে ইহা অবশ্য করিবা ॥"
শুনিঞা প্রভুর বাক্য বিদ্যাবাচস্পতি।
লাগিলেন কহিতে হইয়া নম্রমতি ॥
বিপ্র বোলে "ভাগ্য সর্ব্ববংশের আমার।
যথায় চরণধূলি আইল তোমার ॥
মোর ঘর দ্বার যত—সকল তোমার।
সুখে থাক তুমি কেহো না জানিব আর ॥"
শুনি তাঁর বাক্য প্রভু সন্তোষ হইলা।
তান ভাগ্যে কথোদিন তথাই রহিলা ॥
সূর্য্যের উদয় কি কখনো গোপ্য হয়।
সর্ব্বলোক শুনিলেক চৈতন্য-বিজয় ॥
নবদ্বীপ-আদি সর্ব্বদিগে হৈল ধ্বনি।
"বাচস্পতিঘরে আইলা ন্যাসিচুড়ামণি ॥"

---

* 'ভক্তবাৎসল্য প্রভুর কে পারে কহিতে।
অকর্ত্তব্য করে প্রভু সেবক রাখিতে ॥'

† 'হইতে'। ‡ 'সভারে'।
§ 'প্রভু আইলা'। ¶ 'গঙ্গাঘাটে'।

* 'যাইতে'।

শুনিঞা লোকের হৈল চিত্তের উল্লাস।
সশরীরে যেন হৈল বৈকুণ্ঠেতে বাস॥
আনন্দে সকল লোক বোলে 'হরিহরি'।
স্ত্রী পুত্র দেহ গেহ * সকল পাসরি॥
অন্যোঽন্যে সর্ব্বলোকে করে কোলাহল।
"চল দেখি গিয়া তান চরণযুগল † ॥"
এত বলি ‡ সর্ব্বলোক পরম উল্লাসে।
চলিলেন কেহো কারো § রহি না সম্ভাষে'॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলি 'হরিহরি'।
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
পথ নাহি পায় কেহো লোকের গহলে।
বন ডাল ¶ ভাঙ্গি লোক দশদিগে চলে॥
শুন শুন আরে ভাই! চৈতন্য-আখ্যান।
যেরূপে করিলা সর্ব্ব॥-লোক-পরিত্রাণ॥
বন ডাল কণ্টক ভাঙ্গিয়া লোক যায়।
তথাপি আনন্দে কেহো দুঃখ নাহি পায়॥
লোকের গহলে $ যত অরণ্য আছিল।
ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময় হৈল॥
শেষে সর্ব্বলোক সর্ব্বদিগে পথে যায়।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
কেহো বোলে "মুঞি তান ধরিয়া চরণ।
মাগিমু—যেমতে মোর খণ্ডয়ে বন্ধন॥"
কেহো বোলে "মুঞি তানে দেখিলে নয়নে।
তবেই সকল পাও, মাগিমু বা কেনে॥"
কেহো বোলে "মুঞি তান না জানোঁ মহিমা।
যত নিন্দা করিয়াছোঁ, তার নাহি সীমা॥
এবে তান পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
মাগিমু—কিরূপে মোর সে পাপ ঘুচয়ে॥"
কেহো বোলে "পুত্র মোর পরম জুয়ার।
মোর এই বর—যেন না খেলায় আর॥"
কেহো বোলে "মোর এই বর কায়-মনে।
তাঁর পাদপদ্ম যেন না ছাড়োঁ কখনে॥"
কেহো বোলে "ধন্যধন্য মোর এই বর।
কভু যেন না পাসরোঁ শ্রীগৌরসুন্দর॥"
এইমত বলিয়া আনন্দে' সর্ব্বজন।
চলিয়া যায়েন সভে পরানন্দমন॥
ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥
সহস্রসহস্র লোক একো-না'য়ে চঢ়ে।
বড়বড় নৌকা সেইক্ষণে ভাঙ্গি পড়ে॥
নানাদিগে লোক খেয়ারিরে বস্ত্র দিয়া।
পার হই যায় সভে আনন্দিত হৈয়া॥ *
নৌকা যে না পায়, তারা নানা বুদ্ধি করে।
ঘট বুকে দিয়া কেহো গঙ্গায় সাঁতরে॥
কেহো বা কলার গাছ বান্ধি করে ভেলা।
কেহোকেহো সাঁতরিয়া যায় করি খেলা॥
চতুর্দ্দিগে সর্ব্বলোক করে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥
সত্বরে আসিলা বাচস্পতি মহাশয়।
করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয়॥
নৌকার অপেক্ষা আর কেহো নাহি করে।
নানামতে † পার হয় যে যেমতে পারে॥

---

* 'আদি দেহ'। † 'কমল'।
‡ 'অন্যোঽন্যে'। § 'কারে'।
¶ 'টাল'। ॥ 'জীব'। $ 'গহনে'।

* 'পার হইয়া যায় লোক আনন্দ হইয়া'।
† 'রূপে'।

হেন আকর্ষিল মন * শ্রীচৈতন্যদেবে।
এহো কি ঈশ্বর-বিনে অন্যেতে † সম্ভবে॥
হেনমতে গঙ্গাপার হই সর্বজন।
সভেই ধরেন বাচস্পতির চরণ॥
"পরম সুকৃতি তুমি মহাভাগ্যবান্।
যার ঘরে আইলা চৈতন্য ভগবান্॥
এতেকে তোমার ভাগ্য কে বলিতে পারে।
এখনে নিস্তার কর' আমা'সভাকারে॥
ভবকূপে পতিত পাপিষ্ঠ আমি-সব।
এক গ্রামে—না জানিল তান অনুভব॥
এখনে দেখাও তান চরণযুগল।
তবে আমি পাপী সব পাইয়ে সকল ‡॥"
দেখিয়া লোকের আর্ত্তি বিদ্যাবাচস্পতি।
সন্তোষে রোদন করে বিপ্র মহামতি॥
সভা' লই আইলেন আপন মন্দিরে।
লক্ষকোটি লোক মহা হরিধ্বনি করে॥
হরিধ্বনি মাত্র শুনি সভার বদনে।
আর বাক্য কেহো নাহি বোলে নাহি শুনে॥
করুণাসাগর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সভা' উদ্ধারিতে হইয়াছেন গোচর॥
হরিধ্বনি শুনি প্রভু পরমসন্তোষে।
হইলেন বাহির লোকের § ভাগ্যবশে॥
কি সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্য মনোহর*।
সে রূপের উপমা—সে-ই সে কলেবর॥
সর্ব্বদায় ৭ প্রসন্ন শ্রীমুখ বিলক্ষণ।
আনন্দধারায় পূর্ণ দুই শ্রীনয়ন॥
ভক্তগণে লেপিয়াছে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
মালায় পূর্ণিত বক্ষ, গজেন্দ্রগমন॥
অজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ তুলিয়া।
'হরি' বলি সিংহনাদ করেন গর্জ্জিয়া॥
দেখিয়া প্রভুরে চতুর্দ্দিকে সর্ব্বলোকে।
'হরি' বলি নৃত্য সভে * করেন কৌতুকে॥
দণ্ডবত হই সভে পড়ে ভূমিতলে।
আনন্দে হইয়া মগ্ন 'হরিহরি' বোলে॥
দুই বাহু তুলি সর্ব্বলোক স্তুতি করে।
"উদ্ধারহ প্রভু! আমি-সব-পাপিষ্ঠেরে॥"
ঈষত হাসিয়া প্রভু সর্ব্বলোকপ্রতি।
আশীর্ব্বাদ করেন "কৃষ্ণেতে হউ মতি॥
বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন † ধন প্রাণ॥"
সর্ব্বলোক 'হরি' বোলে শুনি আশীর্ব্বাদ।
পুনঃপুন সভেই করেন স্তুতিবাদ॥
"জগত-উদ্ধার-লাগি তুমি গূঢ়রূপে।
অবতীর্ণ হৈলা শচীগৃহে নবদ্বীপে॥
আমি-সব পাপিষ্ঠ তোমারে না চিনিয়া।
অন্ধকূপে পড়িলাঙ আপনা' খাইয়া॥
করুণাসাগর তুমি পরহিতকারী।
কৃপা কর' আর যেন তোমা' না পাসরি॥"
এইমত সর্ব্বদিগে লোক স্তুতি করে।
হেন রঙ্গ করেন শ্রী‡গৌরাঙ্গসুন্দরে॥
মনুষ্যে হইল পরিপূর্ণ সর্ব্বগ্রাম।
নগর চত্বর প্রান্তরেও নাহি স্থান॥

* 'আকর্ষণ প্রভু' বা 'আকর্ষেন মন'।
† 'অন্যে কি' বা 'অন্যের'। ‡ 'হইব সকল'। § 'পরম'। ৭ 'সর্ব্বথায়' বা 'সর্ব্বক্ষণ'।

* 'হরি হরি বলি নৃত্য'।
† 'শ্রীকৃষ্ণ হউক্ সভাকার'।
‡ 'কারয়েন'।

দেখিতে সভার পুনঃপুন ইচ্ছাবাঢ়ে।
সহস্রসহস্র লোক একো-বৃক্ষে চঢ়ে॥
গৃহের উপরে বা কতেক লোক চঢ়ে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় * ঘর ভাঙ্গিয়া না পড়ে॥
দেখি মাত্র সর্ব্বলোক শ্রীচন্দ্রবদন।
'হরি' বলি সিংহনাদ করে ঘনেঘন॥
নানাদিগ থাকি † লোক আইসে সদায়।
শ্রীমুখ দেখিয়া কেহো ঘরে নাহি যায়॥
নানা রঙ্গ জানে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লুকাইয়া গেলা ‡ প্রভু কুলিয়ানগর॥
নিত্যানন্দ-আদি জনকথো সঙ্গে লৈয়া।
চলিলেন বাচস্পতিরেও না কহিয়া॥
কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
এথা সর্ব্বলোক হৈল পরম কাতর॥
চতুর্দ্দিগে বাচস্পতি লাগিলা চাহিতে।
কোথা গেলা প্রভু, নাহি পায়েন দেখিতে॥
বিচার করিয়া বিপ্র § প্রভু না পাইয়া ¶।
কান্দিতে লাগিলা উর্দ্ধ-বদন করিয়া॥
'বিরলে আছেন প্রভু বাড়ীর ভিতরে।'
এই জ্ঞান হইয়াছে সভার অন্তরে॥
বাহির হয়েন ‖ প্রভু হরিনাম শুনি।
অতএব সভে বোলে মহা হরিধ্বনি॥
কোটিকোটি লোকে হেন হরিধ্বনি করে।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালাদি সর্ব্ব লোক পূরে॥
কথোক্ষণে বাচস্পতি আসিয়া বাহিরে।
প্রভুর বৃত্তান্ত সব কহিলা সভারে॥

* 'কৃপায়'। † 'হৈতে'।
‡ 'যায়' § 'ইতস্তত বিচারিয়া'।
¶ 'দেখিয়া'। ‖ 'হৈবেন' বা 'হইব'।

"কত রাত্র্যে কোন্ দিগে হেন নাহি জানি।
মুঞি-পাপিষ্ঠেরে বঞ্চি গেলা ন্যাসিমণি॥
সত্য কহি ভাইসব! তোমা'সভা'স্থানে।
না জানি চৈতন্য গিয়াছেন কোন্ খানে * ॥"
যত-মতে বাচস্পতি কহেন লোকেরে।
প্রতীত কাহারো নাহি জন্ময়ে অন্তরে॥
'লোকের গহল দেখি আছেন বিরলে।'
এই জ্ঞানে সভেই আছেন কুতূহলে॥
কেহোকেহো সাধে বাচস্পতিরে বিরলে।
"আমারে দেখাও আমি কেবল একলে † ॥"
সর্ব্বলোক সাধে ‡ বাচস্পতির চরণে।
"একবার মাত্র তাঁরে দেখিলে নয়নে॥
তবে সভে ঘর যাই আনন্দিত হৈয়া।
এই বাক্য প্রভু-স্থানে জানাইবা গিয়া॥
কভু না লঙ্ঘিব প্রভু § তোমার বচন।
যেমতে আমরা পাপী পাই দরশন॥"
যত-মতে বাচস্পতি প্রবোধিয়া কয়।
কাহারো চিত্তেতে আর প্রত্যয় ¶ না হয়॥
কথোক্ষণে সর্ব্বলোক দেখা না পাইয়া।
বাচস্পতিরেও বোলে মুখর হইয়া॥
"ঘরে লুকাইয়া বাচস্পতি ন্যাসিমণি।
আমা'সভা' ভাণ্ডিলা ‖ কহিয়া মিথ্যাবাণী॥
আমরা তরিলে বা $ উহান কোন্ দুঃখ।
আপনেই তরি' মাত্র × এই বা কোন্ সুখ॥

* 'গ্রামে'। † 'একেশ্বর কেবলে' বা 'একল সকলে'।
‡ 'ধরে'। § 'নাহি লঙ্ঘিবেন'।
¶ 'প্রতীত' বা 'প্রবোধ'। ‖ 'ভাণ্ডেন'।
$ 'আমরা যে তরিব'।
× 'আপনেই তরিবা', 'আপনেহি তরিবেন' বা 'আপনি তরিলে হয়'।

কেহো বোলে "সুজনের এই সে ধর্ম্ম হয়।
সভার উদ্ধার করে হইয়া সদয়॥
'আপনার ভাল হউ' যে-তে-জন দেখে।
সুজনে আপনা' ছাড়িয়াও পর রাখে॥"
কেহো বোলে "ব্যবহারে মিষ্ট দ্রব্য আনি।
একা উপভোগ কৈলে অপরাধ গণি'॥
এ ত মিষ্ট ত্রিভুবনে অতি অনুপাম।
একেশ্বর ইহা কি করিতে যোগ্য পান॥"
কেহো বোলে "বিপ্র কিছু কপট-হৃদয়।
পর-উপকারে তত নহেন * সদয়॥"
একে বাচস্পতি দুঃখী প্রভুর বিরহে।
আরে সভে এমত দুর্যশ-বাণী † কহে॥
দুইমতে দুঃখী বিপ্র পরম উদার।
না জানেন কোন্ মতে হয় প্রতীকার॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
বাচস্পতি-কর্ণমূলে কহিল বচন ‡॥
"চৈতন্যগোসাঞি গেলা কুলিয়ানগর।
এবে যে জুয়ায় তাহা করহ সত্বর॥"
শুনি মাত্র বাচস্পতি পরম-সন্তোষে।
ব্রাহ্মণেরে আলিঙ্গন দিলেন হরিষে॥
ততক্ষণে আইলেন সর্ব্বলোক যথা।
সভারেই আসি কহিলেন গোপ্য-কথা॥
"তোমরা সকল লোক তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষ দেও আমারে § 'থুইয়াছি লুকাইয়া'॥
এবে এই শুনিলাঙ ¶ কুলিয়ানগরে।
আছেন; আসিয়া কহিলেন বিপ্রবরে॥
সভে চল, যদি সত্য হয় এ বচন।
তবে সে আমারে সভে বলিহ 'ব্রাহ্মণ'॥"
সর্ব্বলোক 'হরি' বলি বাচস্পতি-সঙ্গে।
সেইক্ষণে সভে চলিলেন মহারঙ্গে॥ *
"কুলিয়ানগরে আইলেন ন্যাসিমণি।"
সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হৈল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্র সর্ব্বলোকে † মহানন্দে ধায়॥
বাচস্পতি-গ্রামে ‡ ছিল যতেক গহন।
তার কোটিকোটি গুণে পূরিল সকল॥
কুলিয়ায় আকর্ষণ না যায় কথন।
তাহা বর্ণিবারে শক্ত সহস্রবদন॥
লক্ষলক্ষ নৌকা § বা আইল কোথা হৈতে।
না জানি কতেক পার হয় কত-মতে॥
কতেক বা নৌকা ডুবে গঙ্গার ভিতরে।
তথাপি সভেই তরে', কেহো নাহি ¶ মরে॥
নৌকা ডুবিলেই মাত্র গঙ্গা হয় স্থল।
হেন চৈতন্যের অনুগ্রহ ইচ্ছা বল॥
যে প্রভুর নাম গুণ সকৃত যে গায়।
সে সংসার অব্ধি ‖ তরে' বৎসপদ-প্রায়॥
হেন প্রভু দেখিতে সাক্ষাতে যে আইসে।
তাঁহারা $ যে গঙ্গা তরিবেন চিত্র কিসে॥
লক্ষলক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সভে পার হয়েন পরম-কুতূহলে॥

* 'না হয়'। † 'আরো সর্ব্বলোকেও দুর্যশ-বাক্য'।
‡ কৈল নিবেদন'।
§ 'দোষ দেহ আমি' বা 'দোষো আমা আমি'।
¶ 'শুনিলাঙ প্রভু'।

* 'শুনি আনন্দিত হৈলা সভে বহু রঙ্গে' বা 'শুনি আনন্দিত সভে চলিলেন রঙ্গে'।
† 'শুনিঞা সকল লোক'। ‡ 'গৃহে'।
§ "লোক'। ¶ 'জনেকো না'।
‖ 'সেই সংসারাব্ধি'। $ 'তাহাতে'।

গঙ্গায় হইয়া পার আপনা' আপনি।
কোলাকোলি করি সভে করে হরিধ্বনি ॥
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জ্জন।
কতকত হাট বা * বসিল সেইক্ষণ ॥
চতুর্দ্দিগে যার যেই ইচ্ছা সে-ই কিনে।
হেন নাহি জানি ইহা করে কোন্ জনে ॥
ক্ষণেকে কুলিয়াগ্রাম নগর প্রান্তর।
পরিপূর্ণ হৈল, † স্থল নাহি অবসর ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক করে হরিধ্বনি।
বাহির না হয়, গুপ্তে আছে ন্যাসিমণি ‡ ॥
ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি।
তিঁহো নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি ॥
কথোক্ষণে বাচস্পতি মাত্র একেশ্বর।
ডাকি আনাইলা § প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ॥
দেখি মাত্র প্রভু—বিশারদের নন্দন।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ ॥
চৈতন্যের অবতার বর্ণিয়াবর্ণিয়া।
শ্লোক করি পড়ে বিপ্র প্রণতি করিয়া ॥
"সংসার-উদ্ধার-লাগি যে চৈতন্যরূপে।
তারিলেন যতেক পতিত ভব-কূপে ॥
সে গৌরসুন্দর কৃপাসমুদ্রের পা'য় ¶।
জন্মজন্ম মোর চিত্ত বসুক ‖ সদায় ॥
সংসার-সাগরে মগ্ন জগত দেখিয়া।
নিরবধি বর্ষে' প্রেম কৃপাযুক্ত হৈয়া ॥
হেন সে অতুল কৃপাময় গৌরধাম।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম ॥"

এইমত শ্লোক পড়ি করে বিপ্র * স্তুতি।
পুনঃপুন দণ্ডবত হয় বাচস্পতি ॥
বিশারদ-চরণে আমার নমস্কার।
সার্ব্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি পুত্র যাঁর † ॥
বাচস্পতি দেখি প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপাদৃষ্ট্যে বসিবারে বলিলা উত্তর ॥
দাণ্ডাইয়া কর জুড়ি বোলে বাচস্পতি।
"মোর এক নিবেদন শুন মহামতি!
স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ তুমি দয়াময় ‡।
সর্ব্ব কর্ম্ম তোমার আপন ইচ্ছাময় ॥
আপন ইচ্ছায় থাক, § চলহ আপনে।
আপনে জানাহ, তেঞি লোকে তোমা' জানে ॥
এতেকে তোমার কর্ম্মে তুমি সে প্রমাণ।
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিবে আন ¶ ॥
সবে মোরে সর্ব্বলোক তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষেন অন্তরে 'ক্রূর' আমারে বলিয়া ॥
তোমারে আপন ঘরে মুঞি লুকাইয়া।
থুইয়াছোঁ। লোকে বোলে তত্ত্ব না জানিয়া ॥
তুমি প্রভু! তিলার্দ্ধেক বাহির হইলে।
তবে মোরে 'ব্রাহ্মণ' করিয়া লোকে বোলে ॥"
হাসিতে লাগিলা প্রভু বিপ্রের ‖ বচনে।
তাঁর ইচ্ছা পালিয়া চলিলা সেইক্ষণে ॥
যেইমাত্র মহাপ্রভু বাহির হইলা।
সেই $ সভে আনন্দসাগরে মগ্ন হৈলা ॥

---

* 'কত হাট বাজার'। † "—নাহি'।
‡ 'গোপ্য আছেন ন্যাসিমণি' বা 'সন্ন্যাসিশিরোমণি'।
§ 'আনিলেন'। ¶ 'প্রায়'। ‖ 'রহুক' বা 'বসউ'।

* 'প্রভুকে করে'। † 'বাচস্পতি নন্দন যাঁহার'।
‡ 'মহাশয়'। § 'ইচ্ছা বথাকে'।
¶ 'দান'। ‖ 'প্রেমের'। $ 'দেখি'।

চতুর্দ্দিগে লোক দণ্ডবত হই পড়ে।
যার যেন-মত স্ফুরে, * সেই স্তুতি পড়ে॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হরিধ্বনি করে।
ভাসিল সকল লোক আনন্দসাগরে॥
সহস্রসহস্র কীর্ত্তনীএরা-সম্প্রদায়।
স্থানেস্থানে সভেই পরমানন্দে গায়॥
অহর্নিশ পরানন্দ কৃষ্ণনামা-ধ্বনি।
সকল ভুবন পূর্ণ কৈলা ন্যাসিমণি॥
ব্রহ্মলোক-শিবলোক-আদি যত লোক।
যে সুখের কলা ‡ লেশে সভেই অশোক॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মত্ত যে সুখের লেশে।
তাহা করায়েন পৃথিবীতে ন্যাসিবেশে॥
হেন সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ভগবান্।
যে পাপিষ্ঠ মায়াবশে বোলে অপ্রমাণ॥
তার জন্ম কর্ম্ম বিদ্যা ব্রহ্মণ্য § আচার।
সব মিথ্যা; সেই পাপী শোচ্য সভাকার॥
ভজভজ আরে ভাই! চৈতন্যচরণে।
অবিদ্যাবন্ধন খণ্ডে' যাহার শ্রবণে ¶॥
যাহার স্মরণে সর্ব্ব-তাপ-বিমোচন।
ভজভজ হেন ন্যাসিমণির চরণ॥
এইমত চতুর্দ্দিগে দেখি ‖ সঙ্কীর্ত্তন।
আনন্দে ভাসেন প্রভু লই সর্ব্ব-গণ॥
আনন্দধারায় পূর্ণ শ্রীগৌরসুন্দর।
যেন চতুর্দ্দিগে বহে জাহ্নবীর জল॥
বাহ্য নাহি পরানন্দসুখে আপনার।
সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দবিহ্বল-অবতার॥

যেই সম্প্রদায় প্রভু দেখেন সম্মুখে।
তাহাতেই নৃত্য করে পরানন্দ-সুখে॥
তাহারা কৃতার্থ হেন মানে' আপনারে।
হেনমতে রঙ্গ করে শ্রীগৌরসুন্দরে॥
বিহ্বলের অগ্রগণ্য নিত্যানন্দ-রায়।
কখনো ধরিয়া তাঁরে আপনে নাচায়॥
আপনে কখনো নৃত্য করে তাঁর সঙ্গে।
আপনে বিহ্বল আপনার প্রেম-রঙ্গে॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু করি * সিংহনাদ।
যে-নাদ-শ্রবণে খণ্ডে' সকল বিষাদ॥
যার রসে মত্ত—বস্ত্র না জানে শঙ্কর।
হেন প্রভু নাচে সর্ব্বলোকের ভিতর॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় যার শক্তিবশে।
সে প্রভু নাচয়ে পৃথিবীতে প্রেমরসে॥
যে প্রভু দেখিতে সর্ব্ববেদে † কাম্য করে।
সে প্রভু নাচয়ে সর্ব্বজনের গোচরে॥
এইমত সর্ব্বলোক মহানন্দে ভাসে।
সংসার তরিল চৈতন্যের পরকাশে॥
যতেক আইসে লোক চতুর্দ্দিগ হৈতে।
সভেই আসিয়া দেখে প্রভুরে নাচিতে॥
বাহ্য নাহি প্রভুর—বিহ্বল প্রেমরসে।
দেখি সর্ব্বলোক সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে॥
কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল।
উত্তম মধ্যম নীচ—সভে পার হৈল॥
কুলিয়াগ্রামেতে চৈতন্যের পরকাশ।
ইহার শ্রবণে ছিণ্ডে সর্ব্ব-কর্ম্ম-পাশ॥
সকল জীবেরে প্রভু দরশন দিয়া।
সুখময় চিত্তবৃত্তি সভার করিয়া॥

* 'স্ফুরে তেন'। † 'সঙ্কীর্ত্তন'। ‡ 'কণা'।
§ 'ব্রাহ্মণ'-। ¶ 'স্মরণে'। ‖ 'শুনি'।

* 'নৃত্যাবেশে মহাপ্রভু করে'। † 'বেদে'।

তবে সব আপন পার্ষদগণ লৈয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া ॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
দৃঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ ॥
বিপ্র বোলে "প্রভু! মোর এক নিবেদন।
আছে, তাহা কহোঁ যদি খাণি দেহ' মন ॥
ভক্তির প্রভাব মুঞি পাপী না জানিয়া।
বহু নিন্দা করিয়াছোঁ আপনা' খাইয়া ॥
'কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব, কি কীর্ত্তন।'
এইমত অনেক বল্লিলুঁ অনুক্ষণ ॥
এবে প্রভু! সে পাপিষ্ঠ কর্ম্ম স্মঙরিতে।
অনুক্ষণ চিত্ত মোর দহে' সর্ব্বমতে ॥
সংসার-উদ্ধার-সিংহ তোমার প্রতাপ।
কহ মোর কেমতে খণ্ডয়ে সেই পাপ ॥"
শুনি প্রভু অকৈতব বিপ্রের বচন।
হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচীনন্দন ॥
"শুন বিপ্র! বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যদি * অমৃত-গ্রহণ ॥
বিষো হয় জীর্ণ, দেহ হয় ত অমর।
অমৃত-প্রভাবে; এবে † শুনহ উত্তর ॥
না জানিঞা যত তুমি করিলে নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলে ভোজন।
পরম-অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর' তুমি পান ॥
যে মুখে করিলে তুমি বৈষ্ণবনিন্দন।
সেই মুখে কর' তুমি বৈষ্ণববন্দন ॥
সভা' হৈতে ভক্তির ‡ মহিমা বাড়াইয়া।
গীত কবিত্ব বিপ্র! কর' তুমি গিয়া ॥

* 'হবে'। 'অমৃত-প্রভাব এই'। ‡ 'ভক্তের'।

কৃষ্ণ-যশঃ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার
নিন্দা-বিষ যত সব করিব সংহার ॥
এই কহি সভারে, তোমারে না † কেবল।
না জানিঞা নিন্দা করিলেক যে ‡ সকল ॥
আর যদি নিন্দা-কর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরবধি বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে ॥
এ সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায়ে।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়ে § ॥
চল বিপ্র! কর' গিয়া ভক্তির ¶ বর্ণন।
তবে সে তোমার সর্ব্ব-পাপ-বিমোচন ॥"
সকল বৈষ্ণব শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
আনন্দে করেন জয়জয়-হরি-ধ্বনি ॥
নিন্দাপাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত সার।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর অবতার ॥
এই আজ্ঞা যে না মানে', নিন্দে' সাধুজন।
দুঃখসিন্ধু-মাঝে ভাসে সেই পাপিগণ ॥
চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদসার।
সুখে সেই গণ হয় ভব-সিন্ধু-পার ॥
বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ত্ব-উপদেশ।
ক্ষণেকে পণ্ডিত-দেবানন্দের প্রবেশ ॥
গৃহবাসে যখনে আছিলা গৌরচন্দ্র।
তখনে যতেক করিলেন পরানন্দ ॥
সে সময় দেবানন্দপণ্ডিতের মনে।
নহিল বিশ্বাস, না দেখিলা ভে-কারণে ॥
দেখিবার যোগ্যতা আছয়ে পুনি তান।
তবে কেনে না দেখিলা, কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥

* 'রস'। † 'এই ত সভারে তোমারে নহে এ' বা 'এই কহি তোমারেই, এ নহে'। ‡ 'কৈল যে পাপি'-। § 'হয়ে'। ¶ 'ভক্তের'।

সন্ন্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা।
তান ভাগ্যে বক্রেশ্বর আসিয়া মিলিলা॥
বক্রেশ্বরপণ্ডিত—চৈতন্য-প্রিয়পাত্র।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র যাঁর স্মরণেই মাত্র॥
নিরবধি কৃষ্ণপ্রেম-বিগ্রহ বিহ্বল।
যাঁর নৃত্যে দেবাসুর—মোহিত সকল॥
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, হাস্য, পুলক, হুঙ্কার।
বৈবর্ণ্য*-আনন্দমূর্চ্ছা-আদি যে বিকার॥
চৈতন্যকৃপায় মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া বক্রেশ্বর-দেহে মিলে॥
বক্রেশ্বরপণ্ডিতের উদ্দাম বিকার।
সকল কহিতে শক্তি আছয়ে † কাহার॥
দৈবে দেবানন্দপণ্ডিতের ভাগ্যবশে।
রহিলেন তাঁহার আশ্রমে প্রেমরসে।
দেখিয়া তাঁহার তেজঃপর্ণ ‡ কলেবর।
ত্রিভুবনে অতুলিত বিষ্ণুভক্তিধর॥
দেবানন্দপণ্ডিত পরম সুখী মনে।
অকৈতব প্রেমভাবে করেন সেবনে॥
বক্রেশ্বরপণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ।
বেত্রহস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ॥
আপনে করেন সব লোক এক-ভিতে।
রহিলে § আপনে ধরি রাখেন কোলেতে॥
তাঁহার অঙ্গের ধূলা বড় ভক্তি-মনে।
আপনার সর্ব্ব-অঙ্গে করেন লেপনে॥
তাঁর সঙ্গে থাকি, তাঁহার শুনিঞা প্রকাশ ¶।
তখনে জন্মিল প্রভু চৈতন্যে বিশ্বাস॥

বৈষ্ণবসেবার ফল কহয়ে * পুরাণে।
তার সাক্ষী এই সভে দেখ বিদ্যমানে॥
আজন্ম ধার্ম্মিক উদাসীন জ্ঞানবান্।
ভাগবত-অধ্যাপনা বিনে নাহি আন॥
শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় নির্লোভ নির্ব্বিষয় †।
প্রায় আর কতেক বা গুণ তানে হয় ‡॥
তথাপিহ গৌরচন্দ্রে নহিল বিশ্বাস।
বক্রেশ্বর-প্রসাদে সে কুবুদ্ধি-বিনাশ॥
'কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।'
ভাগবত-আদি সর্ব্বশাস্ত্রে কৈল দঢ়॥

তথাহি—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥" ৯॥

অনুবাদ।

যাঁহারা কেবলমাত্র সেই চ্যুতিরহিত ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন,—'সিদ্ধি হয়, কি না হয়', এরূপ সংশয় তাঁহাদিগেরই হইয়া থাকে; কিন্তু যাঁহাদিগের চিত্ত সেই ভগবানের ভক্তের পরিচর্য্যাতেই নিরত, তাঁহাদিগের আর ওরূপ সংশয় সঞ্জাত হয় না॥ ৯॥

এতেকে § বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সভেই কৃষ্ণ পায়॥
বক্রেশ্বরপণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে।
গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে॥
বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ভগবান্।
দেবানন্দপণ্ডিত হইলা বিদ্যমান॥

* 'বৈবশ্য'। † 'আছে বা'। ‡ 'পুঞ্জ'। § 'পড়িলে'। ¶ 'আলাপ'।

* 'যে কহে'। † 'নির্লোভ নির্ব্বিষয়ে'। ‡ 'তান হয়ে'। § 'অতেব'।

দণ্ডবত দেবানন্দপণ্ডিত করিয়া।
রহিলেন এক-ভিতে সঙ্কোচিত * হৈয়া॥
প্রভুও তাহানে দেখি সন্তোষ হইলা।
বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিলা॥
পূর্ব্ব তান যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু † করিলা প্রসাদ॥
প্রভু বোলে "তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর॥
বক্রেশ্বরপণ্ডিত—কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
সে-ই কৃষ্ণ পায়, যে তাঁহারে করে ভক্তি॥
বক্রেশ্বর-হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ-ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিতে বক্রেশ্বর॥
যে-তে-স্থানে যদি বক্রেশ্বর-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ-শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥"
শুনি বিপ্র-দেবানন্দ প্রভুর বচন।
জোড়হস্তে লাগিলেন করিতে স্তবন ‡॥
"জগত-উদ্ধার লাগি তুমি কৃপাময়!
নবদ্বীপ-মাঝে আসি হইলা উদয়॥
মুঞি পাপী দৈবদোষে তোমা' না জানিলুঁ §।
তোমার পরমানন্দে বঞ্চিত হইলুঁ॥
সর্ব্ব-ভূত-কৃপালুতা তোমার স্বভাব।
এই মাগোঁ 'তোমাতে হউক অনুরাগ॥"
এক নিবেদন মোর তোমার চরণে।
করিমু, উপায় তার ¶ বলিবা আপনে॥
মুঞি অ-সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ লৈয়া।
ভাগবত পড়াঙ আপনে অজ্ঞ হৈয়া॥

কিবা বাখানিমু, পড়াইমু বা কেমনে *।
ইহা প্রভু! আজ্ঞা মোরে করিবা আপনে॥"
শুনি তান বাক্য গৌরচন্দ্র ভগবান্।
কহিতে লাগিলা ভাগবতের প্রমাণ॥
"শুন বিপ্র! ভাগবতে এই বাখানিবা।
'ভক্তি' বিনু আর কিছু মুখে না আনিবা॥
আদ্য-মধ্য-অন্ত্যে ভাগবতে এই কয়'।
বিষ্ণুভক্তি নিত্য-সিদ্ধ † অক্ষয় অব্যয়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণুভক্তি।
মহাপ্রলয়েও যার থাকে পূর্ণ শক্তি॥
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে॥
ভাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবতসম কোন ‡ শাস্ত্র নহে॥
যেনরূপ § মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি অবতার।
আবির্ভাব তিরোভাব যেন তা'সভার॥
এইমত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়॥
ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্ত্তি সে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায়॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এইমত ভাগবত—সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে-ই নাহি বুঝে ¶ ভাগবতের প্রমাণ॥
অজ্ঞ হই ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত-অর্থ তার হয় দরশন॥

---

* 'দিগে সঙ্কুচিত'। † 'তাঁরে'। ‡ 'ক্রন্দন'।
§ 'চিনিলুঁ'। ¶ 'তবে'।

* 'কেন মনে'। † 'শুদ্ধ'।
‡ 'ভাগবতসমান কোনই'।
§ 'যে যে রূপে'। ¶ 'না জানয়ে'।

প্রেমময় ভাগবত—কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ।
যাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ ॥
বেদ শাস্ত্র পুরাণ কহিয়া * বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়িলা প্রকাশ ॥
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল ॥
হেন গ্রন্থ পড়ি কেহো পড়য়ে সঙ্কটে।
শুন বিপ্র! তোমারে কহিয়ে অকপটে ॥
আদ্য-মধ্য-অবসানে তুমি ভাগবতে।
ভক্তিযোগ মাত্র বাখানিহ সর্ব্বমতে ॥
তবে আর তোমার নহিব অপরাধ।
সেই ক্ষণে চিত্তবৃত্ত্যে পাইব প্রসাদ ॥
সকলশাস্ত্রেই মাত্র 'কৃষ্ণভক্তি' কয়'।
বিশেষত ভাগবত—ভক্তি † রসময় ॥ ‡
চল তুমি যাহ অধ্যাপনা কর' গিয়া।
কৃষ্ণভক্তি-অমৃত সভারে বুঝাইয়া ॥"
দেবানন্দপণ্ডিত প্রভুর বাক্য শুনি।
দণ্ডবত প্রণাম করিলা ভাগ্য § মানি ॥
প্রভুর চরণ ¶ কায়-মনে করি ধ্যান।
চলিলেন বিপ্র করি অনেক ‖ প্রণাম ॥
সভারেই এই ভাগবতের বাখ্যান।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্ ॥
'ভক্তিযোগ' মাত্র ভাগবতের বাখ্যান।
আদ্য-মধ্য-অন্ত্যে কভু না বুঝায়ে $ আন ॥

না বাখানে' ভক্তি, ভাগবত যে পড়ায়।
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে, অপরাধ পায় ॥
মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত—ভক্তিরস মাত্র।
ইহা বুঝে—যে হয় কৃষ্ণের কৃপাপাত্র ॥
ভাগবতপুস্তকো থাকয়ে যার ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে ॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণে ভক্তি পায় * ॥
দুই স্থানে 'ভাগবত' নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থ ভাগবত, আর কৃষ্ণকৃপাপাত্র ॥
নিত্য পূজে পঢ়ে শুনে চাহে ভাগবত।
সত্যসত্য সেহো হইবেক সেইমত ॥
হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতি পঢ়িয়া।
নিত্যানন্দনিন্দা করে তত্ত্ব না জানিয়া ॥
ভাগবতরস—নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
ইহা জানে—যে হয় পরম ভাগ্যবন্ত ॥
নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্রবদনে।
ভাগবত রস † সে গায়েন অনুক্ষণে ॥
আপনেই নিত্যানন্দ অনন্ত যদ্যপি।
তথাপিহ পার নাহি পায়েন অদ্যাপি ॥
হেন ভাগবত হেন অনন্ত অপার ‡।
ইহাতে কহিল সবে ভক্তিরস-সার § ॥
দেবানন্দপণ্ডিতের লক্ষ্যে সভাকারে।
ভাগবত-অর্থ বুঝাইলেন ঈশ্বরে ॥
এইমত যে যে জন আইসে বুঝিতে।
সভারেই প্রতিকার করিলা ¶ সু-রীতে ॥

* 'পূর্ব্ব কহিলেন' বা 'প্রমাণ কহিয়া'। † 'কৃষ্ণ'।
‡ ইহার পরে একখানি পুঁথিতে "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং" (ভা০ ১।১।৩) প্রভৃতি শ্লোকটী আছে।
§ 'হইলেন ভাগ্য হেন'। ¶ 'বচন'।
‖ 'বিস্তর'। $ 'বুঝিতে'।

* 'শ্রবণ ভক্তিময়'। † 'অর্থ'।
‡ 'যেন্ অনন্তেরো পার'।
§ 'সর্ব্ব-ভাগবত-সার' বা 'সব ভক্তির পসার'।
¶ 'করেন'; 'কহিল' বা 'কহেন'।

কুলিয়াগ্রামেতে আসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হেন নাহি যারে প্রভু * না করিলা ধন্য॥
সর্ব্বলোক সুখী হৈলা প্রভুরে দেখিয়া।
পুনঃপুন সভে দেখে নয়ন ভরিয়া॥
মনোরথ-পূর্ণ হৈল দেখি † সর্ব্বলোক।
আনন্দে ভাসয়ে পাসরিয়া দুঃখ শোক॥
এ সব বিলাস যে শুনয়ে হর্ষ-মনে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্গ পায় সেই সব জনে॥
যথাতথা জন্মুক—সভার শ্রেষ্ঠ হয়।
কৃষ্ণ-যশ শুনিলে কখনো মন্দ নয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে নীলাচলবিলাসাদি-বর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

জয়জয় জয় কৃপাসিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয়জয় সকল-মঙ্গল-পদদ্বন্দ্ব॥
জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ন্যাসিরাজ।
জয়জয় চৈতন্যের ভকতসমাজ॥
হেনমতে প্রভু সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া।
মথুরায় চলিলেন ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥
গঙ্গাতীরেতীরে প্রভু লইলেন পথ।
স্নান-পানে গঙ্গার পূরিল ‡ মনোরথ॥
গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণসমাজ—তার 'রামকেলি' নাম॥
দিন-চারি-পাঁচ প্রভু সেই পুণ্যস্থানে।
আসিয়া রহিলা যেন কেহো নাহি জানে॥
সূর্য্যের উদয় কি কখনো গোপ্য হয়।
সর্ব্বলোক শুনিলেন চৈতন্য §বিজয়॥
সর্ব্বলোক দেখিতে আইসে হর্ষ-মনে।
স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ-আদি সজ্জন-দুর্জ্জনে॥
নিরবধি প্রভুর আবেশময় অঙ্গ।
প্রেমভক্তি বিনু আর নাহি কোনো রঙ্গ *॥
হুঙ্কার, গর্জ্জন, কম্প, পুলক, ক্রন্দন।
নিরন্তর আছাড় পড়য়ে ঘনেঘন॥
নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
তিলার্দ্ধেকো অন্য কার্য্য † নাহি কোনো ক্ষণ॥
হেন সে ক্রন্দন প্রভু করেন ডাকিয়া।
লোকে শুনে ক্রোশেকের পথে ত থাকিয়া॥
যদ্যপিহ ভক্তিরসে অজ্ঞ সর্ব্বলোক।
তথাপিহ প্রভুদেখি সভার সন্তোষ॥
দূরে থাকি সর্ব্বলোক দণ্ডবত করি।
সভে মেলি উচ্চ করি বোলে 'হরিহরি'॥

* 'যাহা'। † 'হই দেখে' বা 'করি দেখে'। ‡ 'পূরেন'। § 'শুনিলেক প্রভুর'।

* 'সঙ্গ'। † 'কর্ম্ম'।

শুনি মাত্র প্রভু হরিনাম লোকমুখে।
বিশেষে উল্লাস বাঢ়ে পরানন্দসুখে ॥
'বোল বোল বোল' প্রভু বোলে বাহু তুলি।
বিশেষে বোলেন সভে হই কুতুহলী ॥
হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌর-রায়।
যবনেও বোলে 'হরি' অন্যের কি দায় ॥
যবনেও দূরে থাকি করে নমস্কার।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য-অবতার ॥
তিলার্দ্ধেকো প্রভুর নাহিক অন্য কর্ম্ম।
নিরন্তর লওয়ায়েন সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম ॥
চতুর্দ্দিগে থাকি লোক আইসে দেখিতে।
দেখিয়া কাহারো চিত্ত না লয় যাইতে ॥
সভে মেলি আনন্দে [illegible]ন হরিধ্বনি।
নিরন্তর চতুর্দ্দিগে আর নাহি শুনি ॥
নিকটে যবনরাজা—পরম দুর্ব্বার।
অথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার ॥
নির্ভয় হইয়া সর্ব্বলোক বোলে 'হরি'।
দুঃখ-শোক ঘর-দ্বার * সকল পাসরি ॥
কোটোয়াল গিয়া কহিলেক রাজা-স্থানে।
"এক ন্যাসী আসিয়াছে † রামকেলিগ্রামে ॥
নিরবধি করয়ে হিন্দুর ‡ সঙ্কীর্ত্তন।
না জানি তাঁহার স্থানে মিলে কত জন ॥"
রাজা বোলে "কহ কহ সন্ন্যাসী কেমন।
কি খায়, কি নাম, কৈছে § দেহের গঠন ॥"
কোটোয়াল বোলে "শুন-শুনহ গোসাঞি।
এমত অদ্ভুত কভু দেখি শুনি নাঞি ॥

সন্ন্যাসীর শরীরের সৌন্দর্য্য দেখিতে।
কামদেব-সম * হেন না পারি বলিতে ॥
জিনিঞা কনক কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত ভুজ, নাভি সুগম্ভীর ॥
সিংহ গ্রীব, গজ-স্কন্ধ কমল-নয়ান।
কোটি চন্দ্রো সে মুখের না করি সমান ॥
সুরঙ্গ অধর, মুক্তা জিনিঞা দশন।
কাম-শরাসন যেন ভ্রূভঙ্গ-পত্তন ॥
সুন্দর সুপীন বক্ষ লেপিত-চন্দন।
মহা কটিতটে শোভে অরুণ-বসন ॥
অরুণ কমল যেন চরণযুগল।
দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্ম্মল † ।
কোনো বা রাজ্যের কোনো রাজার নন্দন।
জ্ঞান পাই ন্যাসী হই করয়ে ভ্রমণ ॥
নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব্ব অঙ্গ।
তাহাতে অদ্ভুত শুন আছাড়ের রঙ্গ ॥
একদণ্ডে পড়েন আছাড় শতশত।
পাষাণ ভাঙ্গয়ে তভু অঙ্গ নহে ক্ষত ॥
নিরন্তর সন্ন্যাসীর ঊর্দ্ধ রোমাবলী।
পনসের প্রায় অঙ্গে ‡ পুলকমণ্ডলী ॥
ক্ষণেক্ষণে সন্ন্যাসীর হেন কম্প হয়।
সহস্রজনেও ধরিবারে শক্ত § নয় ॥
দুইলোচনের জল অদ্ভুত দেখিতে।
কত নদী বহে হেন না পারি বলিতে ॥
কখনো বা সন্ন্যাসীর হেন হাস্য হয়।
অট্টঅট্ট হাস্যে প্রহরেক ¶ ক্ষমা নয় ॥

* 'গৃহকর্ম্ম'। † 'আইলা'। ‡ 'তুরুকের'।
§ 'কেমন' বা 'কেন' বা 'তার'।

* 'মোহ'। † 'উজ্জ্বল'। ‡ 'বেন'।
§ 'জনের ধরিবারে শক্তি'। ¶ 'দুই প্রহরেও'।

কখনো মূর্চ্ছিত হয় শুনিঞা কীর্ত্তন ।
সভে ভয় পায়, কিছু না থাকে চেতন ॥
বাহু তুলি নিরন্তর বোলে হরিনাম * ।
ভোজন শয়ন আর নাহি কিছু কাম † ॥
চতুর্দ্দিগ হৈতে ‡ লোক আইসে দেখিতে ।
কাহারো না লয় চিত্ত ঘরেরে যাইতে ॥
কত দেখিয়াছি আমি-সব § যোগী জ্ঞানী ।
এমত অদ্ভুত কভু নাহি দেখি শুনি ॥
কহিলাঙ এই মহারাজ ! তোমা'স্থানে ।
দেশ ধন্য হৈল এ পুরুষ-আগমনে ॥
না খায় না লয় কারো, না করে সন্তাষ ।
সবে নিরবধি এক কীর্ত্তনবিলাস ॥"
যদ্যপি যবন রাজা পরম দুর্ব্বার ।
কথা শুনি চিত্তে বড় হৈল চমৎকার ॥
কেশব-খানেরে রাজা ডাকি আনাইয়া ।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্ময় হইয়া ॥
"কহ ত কেশবখান ! কেমত তোমার ।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি নাম বোল যার ॥
কেমত তাঁহার কথা, কেমত মনুষ্য ।
কেমত গোসাঞি তিঁহো, কহিবা অবশ্য ॥
চতুর্দ্দিগে থাকি লোক তাঁহারে দেখিতে ।
কি নিমিত্তে আইসে ? কহিবে ভালমতে ॥"
শুনিঞা কেশবখান—পরম সজ্জন ।
ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন ॥
"কে বোলে 'গোসাঞি', এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী ।
দেশান্তরি গরিব—বৃক্ষের তলবাসী ॥"

রাজা বোলে "গরিব না বোল কভু তারে ।
মহা দোষ হয় ইহা শুনিলেও কাণে ॥
হিন্দু যারে বোলে 'কৃষ্ণ', 'খোদায়' যবনে ।
সে-ই তিঁহো, নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে ॥
আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা রহে ।
তাঁর আজ্ঞা সর্ব্বদেশে শিরে করি বহে ॥
এই নিজরাজ্যেই আমারে * কত জনে ।
মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনেমনে ॥
তাঁহারে সকল দেশে † কায়-বাক্য-মনে ।
ঈশ্বর নহিলে বিনা-অর্থে ‡ ভজে কেনে ॥
ছয়মাস আজ্ঞি আমি জীবিকা না দিলে ।
নানা যুক্তি করিবেক সেবক-সকলে ॥
আপনার খাই লোক [illegible] সেবিতে ।
চাহে, তাহা কেহো নাহি পায় ভালমতে ॥
অতএব তিঁহো সত্য জানিহ 'ঈশ্বর' ।
'গরিব' করিয়া তাঁরে না বোল উত্তর ॥"
রাজা বোলে "এই মুঞি বলিলুঁ সভারে ।
কেহো পাছে উপদ্রব করয়ে তাঁহারে ॥
যেখানে তাহান ইচ্ছা, থাকুন সেখানে § ।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে ॥
সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন ।
কি বিরলে থাকুন, যে লয় ¶ তাঁর মন ॥
কাজী বা কোটাল বা তাঁহাকে কোনো জনে ।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে ॥"
এই আজ্ঞা দিয়া রাজা গেলা অভ্যন্তর ।
হেন রঙ্গ করায়েন শ্রীগৌরসুন্দর ॥

* 'হরি' । † 'কিছু নাহি আর করি' । ‡ 'থাকি' । § 'সব-ন্যাসী' ।

* 'আমার' । † 'ভণ' । ‡ 'বিনে অর্থে' । § 'আপনে' । ¶ 'যে-হেন' ।

যে হুসেন-সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল-বিশেষে॥
হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।
তথাপিহ এবে না মানয়ে যত * অন্ধ॥
মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
চৈতন্যের যশ শুনি পোড়য়ে অন্তরে † ॥
যার যশ অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে ‡ পরিপূর্ণ।
যার যশে অবিদ্যাসমূহ করে চূর্ণ॥
যার যশে শেষ রমা অজ ভব § মত্ত।
যার যশ গায় চারিবেদে করি তত্ত্ব॥
হেন শ্রীচৈন্য-যশে যার অসন্তোষ।
র্ব্ব গুন থাকিলেও তার সর্ব্ব দোষ॥
সর্ব্ব-গুণ-হীন যদি চৈতন্যচরণে।
স্মরণ করিলে যায় বৈকুণ্ঠভুবনে॥
শুনশুন অরে ভাই! শেষখণ্ডলীলা।
যেরূপে খেলিলা কৃষ্ণ ¶ সঙ্কীর্ত্তন-খেলা॥
শুনিঞা রাজার মুখে সুসত্য বচন।
তুষ্ট হইলেন যত সজ্জনের ‖ গণ॥
সভে মেলি একস্থানে বসিয়া নিভৃতে।
লাগিলেন যুক্তিবাদ-মন্ত্রণা করিতে॥
"স্বভাবেই রাজা মহা-কাল-যবন।
মহাতমোগুণবুদ্ধি জন্মে $ ঘনেঘন॥
ওড্রদেশে কোটিকোটি × প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক, কতকত করিল প্রমাদ॥

দৈবে আসি সত্ত্বগুণ উপজিল মনে।
তেঞি ভাল কহিলেক আমা'সভা'স্থানে॥
আর কোন পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে।
আরবার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে॥
জানি কদাচিত কহে 'কেমন গোসাঞি।
আন' গিয়া সভে চাহি দেখি * এই ঠাঞি॥'
অতএব গোসাঞিরে পাঠাই কহিয়া।
'রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া'॥"
এই যুক্তি করি সভে এক সু-ব্রাহ্মণ †।
পাঠাইলা সঙ্গোপে দিলেন ততক্ষণ॥ ‡
নিত্যানন্দে মহাপ্রভু § মত্ত সর্ব্বক্ষণ।
প্রেমরসে নিরবধি হুঙ্কার গর্জ্জন॥
লক্ষকোটি লোক মেলি করে হরিধ্বনি।
আনন্দে নাচেন মাঝে প্রভু ন্যাসিমণি॥
অন্য কথা অন্য কার্য্য নাহি কোন ক্ষণ।
অহর্নিশ বোলেন বোলান সঙ্কীর্ত্তন॥
দেখিয়া বিস্মিত বড় হইলা ব্রাহ্মণ।
কথা কহিবারে অবসর নাহি ক্ষণ॥
অন্য-জন-সহিত কথার কোন্ দায়।
নিজ পারিষদেই সম্ভাষা নাহি পায়॥
কিবা দিবা কিবা নিশি কিবা নিজ পর।
কিবা জল কিবা স্থল কি গ্রাম প্রান্তর॥
কিছুই না জানে প্রভু নিজ-প্রেমরসে।
অহর্নিশ নিজ-প্রেম-সিন্ধু-মাঝে ভাসে॥
প্রভু-সঙ্গে কথা কহিবারে নাহি ক্ষণ।
ভক্তগণ-স্থানে কথা কহিল ব্রাহ্মণ॥

---

* 'কথো' বা 'কোন'। † 'গুণ শুনি অন্তরে পুড়ি মরে'।
‡ 'যশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড'। § 'অজ ভব রমা বরে'।
¶ 'করিলা প্রভু'। ‖ 'সুসজ্জন-'।
$ 'বুদ্ধি নড়ে' বা 'বুদ্ধি হয়'। × 'কতকত'।

* 'তারে সভে চাহি'। † 'পাত্র-মন্ত্রগণ'।
‡ 'পাঠাইলা সঙ্গোপনে এক সুব্রাহ্মণ'।
§ 'নিজ-প্রেমানন্দে প্রভু'।

বিপ্র বোলে "তুমি-সব গোসাঞিঃর গণ!
সময় পাইলে এই কহিও কথন ॥
'রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া'।
এই কথা সভে পাঠাইলেন কহিয়া * ॥"
এই কথা কহি বিপ্র গেলা নিজস্থানে।
প্রভুরে করিয়া কোটি-দণ্ডপরণামে ॥
কথা শুনি ঈশ্বরের পারিষদগণে।
সভে কিছু চিন্তাযুক্ত হইলেন † মনে ॥
ঈশ্বরের স্থানে সে কহিতে নাহি ক্ষণ ‡।
বাহ্য নাহি প্রকাশেন শ্রীশচীনন্দন § ॥
'বোল বোল হরি বোল হরি বোল হরি।'
এইমাত্র বোলে প্রভু দুই বাহু তুলি ॥
চতুর্দ্দিগে মহানন্দে কোটিকোটি লোকে।
তালি দিয়া 'হরি' বোলে পরম-কৌতুকে ॥
যার সেবকের নাম করিলে স্মরণ।
সর্ব্ব বিঘ্ন দূর হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন ॥
যাহার শক্তিতে জীব ¶ বোলে করে চলে।
'পরং ব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ' যারে বেদে বোলে ॥
যাহার মায়ায় জীব পাসরী আপনা'।
বদ্ধ হই পাইয়াছে সংসার-বাসনা ॥
সে প্রভু আপনে সর্ব্বজীব উদ্ধারিতে।
অবতরিয়াছে ভক্তিরসে পৃথিবীতে ॥
কোন্ বা তাহানে ‖ রাজা, কারে তাঁর ভয়।
'যম-কাল-আদি যাঁর ভৃত্য' বেদে কয়' ॥
স্বচ্ছন্দে করেন সভা' লই সঙ্কীর্ত্তন।
সর্ব্ব-লোক-চূড়ামণি শ্রীশচীনন্দন ॥

আছুক তাহান ভয়, তাহানে দেখিতে।
যতেক আইসে লোক চতুর্দ্দিগ হৈতে ॥
তাহারাই কেহো * ভয় না করে রাজারে।
হেন সে আনন্দ দিয়াছেন সভাকারে ॥
যদ্যপিহ সর্ব্বলোক পরম-অজ্ঞান।
তথাপিহ দেখিয়া চৈতন্য ভগবান্ ॥
হেন সে আনন্দ জন্মে লোকের শরীরে।
'যম' করি † ভয় নাহি, কি দায় রাজারে ॥
নিরন্তর সর্ব্বলোক বোলে হরিধ্বনি।
কারো মুখে আর কোনো শব্দ নাহি শুনি ॥
হেনমতে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
সঙ্কীর্ত্তন করে সর্ব্বলোকের ভিতর ॥
মনে কিছু চিন্তা পাইলেন ভক্তগণ।
জানিলেন অন্তর্য্যামী শ্রীশচীনন্দন ॥
ঈষত হাসিয়া কিছু বাহ্য প্রকাশিয়া।
লাগিলা কহিতে প্রভু মায়া ঘুচাইয়া ॥
প্রভু বোলে "তুমি-সব ভয় পাও মনে।
রাজা আমা' দেখিবারে নিবেক ‡ কারণে ॥
আমা' চাহে হেন জন আমিও তা' § চাও।
সবে আমা' চাহে হেন কোথাও না পাও ॥
তোমরা ইহাতে কেনে ভয় পাও মনে।
রাজা আমা' চাহে মুঞি যাইমু আপনে ¶ ॥
রাজা বা আমারে কেনে ‖ বলিব চাহিতে।
কি শক্তি রাজার এ বা বোল উচ্চারিতে ॥$

* 'পাত্র মন্ত্রী কহিল পাঠাঞা'।
† 'চিন্তি যুক্তি করিলেন'। ‡ 'পায়'।
§ 'শ্রীগৌরাঙ্গরায়'। ¶ 'শক্তিয়ে লোক'।
‖ 'তাহান' বা 'রাজাক'।

* 'তারা সব কিছু'। † 'যমকেহো'।
‡ 'নিবে কি'। § 'মুঞি তাহা' বা 'আমি তারে'।
¶ 'যাইমু রাজাস্থানে'। ‖ 'কেন'।
$ 'রাজা আমা' দেখিতে কি করিব যতন।
কি শক্তি রাজার এত বলিব বচন।'

আমি যদি বোলাই সে * রাজার মুখেতে।
তবে সে বলিব রাজা আমারে চাহিতে॥
আমা' দেখিবারে শক্তি কোন্ বা তাহার।
বেদে অম্বেষিয়া দেখা না পায় আমার॥
দেব-ঋষি রাজ-ঋষি পুরাণে ভারতে।
আমা, অম্বেষয়ে,† কেহো না পায় দেখিতে॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহোর অবতার।
উদ্ধার করিমু সর্ব্ব পতিত সংসার॥
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে'।
এ-যুগে তারাও কান্দিবেক মোর নামে।‡
যতেক অস্পৃশ্য দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত অধম রাখাল॥
হেন ভক্তিযোগ দিমু এ-যুগে সভারে।
সুর মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে॥
বিদ্যা-ধন-কুল-আদি § তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥
সেই-সব জন হবে এ-যুগে বঞ্চিত।
সবে তারা না মানিবে আমার ¶ চরিত।
পৃথিবী-পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥
পৃথিবীতে আসিয়া আমিহ ইহা চাও।
খোজে হেন জন মোরে ‖ কোথাও না পাও॥
রাজা মোরে কোথা $ চাহিবেক দেখিবারে।
এ কথা সকল মিথ্যা ; কহিল সভারে॥"

বাহ্য প্রকাশিলা প্রভু এতেক কহিয়া।
ভক্ত-সবো সন্তোষিত হইলা * শুনিয়া॥
এইমত প্রভু কথোদিন সেই গ্রামে।
নির্ভয়ে আছেন নিজ-কীর্ত্তন-বিধানে॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি কার্।
না গেলেন মথুরা, ফিরিলা আরবার॥
ভক্ত-গণ-স্থানে এহি † কহিলেন কথা।
"আমি চলিলাও নীলাচলচন্দ্র যথা॥"
এত বলি স্বতন্ত্র পরমানন্দ রায়।
চলিলা দক্ষিণমুখে কীর্ত্তন-লীলায়॥
নিত্যানন্দে রহিয়ারহিয়া গঙ্গাতীরে।
কথোদিনে আইলেন অদ্বৈত-মন্দিরে॥
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য।
আবিষ্ট হই আছেন ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য॥
হেনই সময়ে গৌরচন্দ্র ভগবান।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হৈলা অধিষ্ঠান॥
যে নিমিত্ত অদ্বৈত আবিষ্ট ‡ পুত্র-সঙ্গে।
সে বড় § অদ্ভুত কথা, কহি শুন রঙ্গে॥
যোগ্য পুত্র অদ্বৈতের—সেই সে উচিত।
'শ্রীঅচ্যুতানন্দ' নাম—জগত-বিদিত॥
দৈবে একদিন এক উত্তম সন্ন্যাসী।
অদ্বৈত-আচার্য্য-স্থানে মিলিলেন আসি॥
অদ্বৈত দেখিয়া ন্যাসী সঙ্কোচে রহিলা।
অদ্বৈতো ন্যাসীরে নমস্করি বসাইলা॥
অদ্বৈত বোলেন "ভিক্ষা করহ গোসাঞি!"
ন্যাসী বোলে "ভিক্ষা দেহ' আমি যাহা
চাই॥

* 'যবে বোলাইব'। † 'অম্বেষিয়া'।
‡ 'এ যুগে তাহারাও কান্দিব মোর গুণে'।
§ 'জ্ঞান'। ¶ 'জানিব যে-হেন'।
‖ 'খোঁজে হেন যবন মুক্রি'। $ 'কেন' বা 'কেনে'।

* 'মহাসুখ পাইল'। † 'এই'।
‡ 'আবিষ্ট হইলা'। § 'বড়ি'।

কিছু মোর জিজ্ঞাসা আছয়ে তোমাস্থানে।
সেই ভিক্ষা মোর,* তাহা কহিবা আপনে ॥"
আচার্য্য বোলেন "আগে করহ ভোজন।
শেষে যে জিজ্ঞাস' তাহা † কহিব কথন ॥"
ন্যাসী বোলে "আগে আছে জিজ্ঞাসা ‡ আমার।"
আচার্য্য বোলেন "বোল যে ইচ্ছা তোমার ॥"
সন্ন্যাসী বোলেন "এই কেশবভারতী।
চৈতন্যের কে হয়েন ? কহ মোর প্রতি ॥"
মনেমনে চিন্তেন অদ্বৈত মহাশয়।
"ব্যবহার পরমার্থ—দুই পক্ষ হয় ॥
যদ্যপিহ ঈশ্বরের মাতা-পিতা নাই।
তথা পিহ 'দেবকীনন্দন' করি গাই ॥
পরমার্থে গুরুও তাঁহার § কেহো নাই।
তথাপি যে করে প্রভু, তাই সভে গাই॥
প্রথমেই পরমার্থ কি কার্য্য কহিয়া।
ব্যবহার কহিয়াই যাই প্রবোধিয়া ॥"
এত ভাবি বলিলেন অদ্বৈত মহাশয়।
"কেশবভারতী চৈতন্যের গুরু হয় ॥
দেখিতেছ—গুরু তান কেশবভারতী।
আর কেনে তবে জিজ্ঞাসহ আমা' প্রতি ॥"
এইমাত্র অদ্বৈত বলিতে সেইক্ষণে।
ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইলা সেইস্থানে ॥
পঞ্চ-বর্ষ বয়স—মধুর দিগম্বর।
খেলা খেলি সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥
অভিন্ন-কার্ত্তিক যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।
সর্ব্বজ্ঞ পরমভক্ত সর্ব্বশক্তিধর ॥
'চৈতন্যের গুরু আছে' বচন শুনিয়া।
ক্রোধাবেশে কহে কিছু * হাসিয়া হাসিয়া ॥
"কি বলিলা বাপ ! বোল দেখি আরবার।
'চৈতন্যের গুরু আছে' বিচার তোমার ॥
কোন্ বা সাহসে তুমি এমত বচন।
জিহ্বায় আনিলা, এ ত অদ্ভুত কারণ ॥
তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল।
হেন বুঝি—এখনে সে কলিকাল হৈল ॥
অথবা চৈতন্যমায়া—পরম দুস্তর।
যাহাতে পায়েন মোহ ব্রহ্মাদি শঙ্কর ॥
বুঝিলাঙ—বিষ্ণুমায়া হইল তোমারে।
কে বা চৈতন্যের মায়া তরিবারে পারে ॥
চৈতন্যের গুরু আছে' বলিলা যখনে।
মায়াবশ বিনে ইহা কহিলা কেমনে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যবে † চৈতন্য-ইচ্ছায়।
সব চৈতন্যের লোমকূপেতে মিশায় ‡ ॥
জলক্রীড়াপরায়ণ চৈতন্যগোসাঞি।
বিহরেন আত্মক্রীড়—আর দুই নাঞি ॥
যতযত মহামুনি—মহা-অভিমান।
উদ্দেশো না থাকে কারো § কোথা কার্ নাম ॥
পুন সেই চৈতন্যের অচিন্ত্য-ইচ্ছায়।
নাভি-পদ্ম হৈতে ব্রহ্মা হয়েন লীলায় ॥
হইয়াও না থাকে দেখিতে কিছু শক্তি।
তবে শেষে করেন একান্তভাবে ভক্তি ॥
তবে ভক্তিবশে ¶ তুষ্ট হইয়া তাহানে।
তত্ত্ব-উপদেশ প্রভু কহেন আপনে ॥

* 'মোরে'। † 'তার'। ‡ 'জিজ্ঞাস্য'। § 'গুরু দেখি তান'।

* 'তবে'। † 'জন্মে'। ‡ 'মিলায়'। § 'কার'। ¶ 'ভাবে'।

তবে সেই ব্রহ্মা প্রভু-আজ্ঞা করি শিরে।
সৃষ্টি করি, সেই জ্ঞান কহেন সভারে ॥
সেই জ্ঞান সনকাদি পাই ব্রহ্মা হৈতে।
প্রচার করেন তবে কৃপায় জগতে ॥
যাহা হৈতে হয় আসি * জ্ঞানের প্রচার।
তান গুরু কেমতে বোলহ আছে আর ॥
বাপ! তুমি, তোমা' হৈতে শিখিবাঙ কোথা †।
শিক্ষাগুরু হই কেনে বোলহ অন্যথা ‡॥"
এত বলি শ্রীঅচ্যুতানন্দ মৌন § হৈলা।
শুনিঞা অদ্বৈত পরানন্দে প্রবেশিলা ॥
'বাপ! বাপ!' বলি ধরি করিলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অচ্যুতের অঙ্গ প্রেমজলে ॥
"তুমি সে জনক বাপ! মুঞি সে তনয়।
শিখাইতে পুত্ররূপে হইলে উদয় ॥
অপরাধ করিলুঁ, ক্ষমহ বাপ! মোরে।
আর না বলিমু, এই কহিলুঁ তোমারে ॥"
আত্মস্তুতি শুনি শ্রীঅচ্যুত মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা ¶ প্রভু ‖ মাথা না তোলয় ॥
শুনিঞা সন্ন্যাসী শ্রীঅচ্যুত-বচন $।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ × ॥
ন্যাসী বোলে "যোগ্য যোগ্য অদ্বৈত নন্দন +।
যেন পিতা, তেন পুত্র,—অচিন্ত্য-কথন + ॥

* 'আদি'। † 'শিখিব যে কথা'।
‡ 'বোল অন্য কথা'। § 'মৌনী'।
¶ 'লজ্জিত হইলা'। ‖ 'লজ্জিত হইয়া রহে'।
$ 'অচ্যুতের চরণে'। × 'ক্ষণে'।
+ 'তনয়'। + 'দুই হয়'।

এ ত ঈশ্বরের শক্তি বিনে অন্য * নহে।
বালকের মুখে কি এমত কথা হয়ে † ॥
শুভ-লগ্নে আইলাঙ অদ্বৈত দেখিতে।
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাঙ নয়নেতে ॥"
পুত্রের সহিতে অদ্বৈতেরে নমস্করি।
পূর্ণ হই ন্যাসী চলিলেন বলি 'হরি' ॥
ইহানে সে বলি যোগ্য অদ্বৈতনন্দন।
যে চৈতন্য-পাদপদ্মে একান্ত-শরণ ॥
অদ্বৈতেরে ভজে, গৌরচন্দ্রে করে হেলা।
পুত্র হউ অদ্বৈতের, তভু তিঁহ ‡ গেলা ॥
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য।
পুত্র কোলে করি কান্দে ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য ॥
পুত্রের অঙ্গের ধূলা আপনার অঙ্গে।
লেপেন অদ্বৈত অতি পরানন্দরঙ্গে ॥
"চৈতন্যের পার্ষদ জন্মিলা মোর ঘরে।"
এত বলি নাচে প্রভু তালি দিয়া করে ॥
পুত্র কোলে করি নাচে অদ্বৈতগোসাঞি
ত্রিভুবনে যাহার ভক্তির সম § নাঞি ॥
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত ¶ বিহ্বল।
হেনকালে উপসন্ন সর্ব্ব-সুমঙ্গল ॥
সপার্ষদে শ্রীগৌরসুন্দর সেই‖ক্ষণে।
আসি আবির্ভাব হৈলা অদ্বৈত-ভবনে ॥
প্রাণনাথ ইষ্টদেব—দেখিয়া অদ্বৈত।
দণ্ডবত হৈয়া পড়িলেন পৃথিবীত ॥
'হরি' বলি শ্রীঅদ্বৈত করেন হুঙ্কার।
পরানন্দে দেহ পাসরিলা আপনার ॥

* 'অন্য কিছু'। † 'কহে'। ‡ 'তথাপি সে'।
§ 'সীমা'। ¶ 'আচার্য্য'। ‖ 'হেন'।

জয়জয়কার-ধ্বনি * করে নারীগণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে॥
প্রভুও করিয়া অদ্বৈতেরে নিজ-† কোলে॥
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দজলে॥
পাদপদ্ম বক্ষে ধরি আচার্য্যগোসাঞি।
রোদন করেন অতি, বাহ্য কিছু নাঞি॥
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করেন ক্রন্দন।
কি অদ্ভুত প্রেম হৈল—না যায় বর্ণন॥
স্থির হই ক্ষণেকে অদ্বৈত মহাশয়।
বসিতে আসন দিলা করিয়া বিনয়॥
বসিলেন মহাপ্রভু উত্তম-আসনে।
চতুর্দ্দিগে শোভা করে পারিষদগণে॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকোলী।
দুঁহা দেখি অন্তরে দোঁহেই কুতূহলী॥
আচার্য্যেরে নমস্করিলেন ভক্তগণ।
আচার্য্য সভারে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
যে আনন্দ উপজিল অদ্বৈতের ঘরে।
বেদব্যাস বিনে তাহা বর্ণিতে কে পারে॥
ক্ষণেকে অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈতকুমার ‡।
প্রভুর চরণে আসি হৈলা নমস্কার §॥
অচ্যুতেরে কোলে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমজলে ধুইলেন তাঁর কলেবর॥
অচ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে।
অচ্যুতো প্রবিষ্ট হৈলা চৈতন্য-দেহেতে॥
অচ্যুতেরে কৃপা দেখি সর্ব্বভক্তগণ।
প্রেমে সভে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥

* 'জয়জয়ধ্বনি সব'। † 'ধরিয়া অদ্বৈতেরে করি'। ‡ 'তনয়'। § 'নমস্কার হয়'।

যত চৈতন্যের প্রিয় পারিষদগণ।
অচ্যুতের প্রিয় নহে, হেন নাহি জন॥
নিত্যানন্দস্বরূপের প্রাণের সমান।
গদাধরপণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান *॥
ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈতনন্দন।
যেন পিতা, তেন পুত্র, উচিত মিলন॥
এইমত শ্রীঅদ্বৈত গোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ডুবিলা প্রভু পাইয়া সাক্ষাতে॥
শ্রীচৈতন্য কথোদিন অদ্বৈত-ইচ্ছায়।
রহিলা অদ্বৈতঘরে কীর্ত্তন-লীলায়॥
প্রাণনাথ গৃহে পাই আচার্য্যগোসাঞি।
না জানে আনন্দে আছেন কোন্ ঠাঞি॥
কিছু স্থির হইয়া অদ্বৈত মহামতি।
আই-স্থানে লোক পাঠাইলা শীঘ্রগতি॥
দোলা লই নবদ্বীপে আইলা সত্বরে।
আইরে বৃত্তান্ত কহে চলিবার তরে॥
প্রেম-রস-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে আই।
কি বোলেন কি শুনেন বাহ্য কিছু নাই॥
সম্মুখে যাহারে আই দেখেন, তাহারে।
জিজ্ঞাসেন "মথুরার কথা কহ মোরে॥
রাম কৃষ্ণ কেমত আছেন মথুরায়।
পাপী কংস কেমত বা করে ব্যবসায়॥
চোর অক্রূরের কথা কহ জান' কে।
রাম কৃষ্ণ মোর চুরি করিলেক যে॥
শুনিলাঙ পাপী কংস মরি গেল হেন †।
মথুরার রাজা কি হইল উগ্রসেন॥"
"রাম কৃষ্ণ!" বলিয়া কখনো ডাকে আই।
"ঝাট গাবী দোহ' দুগ্ধ বেচিবারে চাই ‡॥"

* 'শিষ্য যে প্রমাণ'। † 'কেন'। ‡ 'যাই'।

হাথে বাড়ি করিয়া কখনো আই ধায়।
"ধর ধর সভে, এই ননীচোরা যায় ॥
কোথা পলাইবা আজি এড়িমু বান্ধিয়া।"
এত বলি ধায় আই আবিষ্ট হইয়া ॥
কখনো ঝোলেন আই * সম্মুখে দেখিয়া।
"চল যাই যমুনায় স্নান করি গিয়া॥"
কখনো যে উচ্চ করি করেন ক্রন্দন।
সংসার † দ্রবয়ে তাহা করিতে শ্রবণ ॥
অবিচ্ছিন্ন-ধারা দুই নয়নেতে ঝরে ‡।
সে কাকু শুনিতে কাষ্ঠ-পাষাণ বিদরে § ॥
কখনো বা ধ্যানে কৃষ্ণসাক্ষাৎকার করি।
অট্টঅট্ট হাসে' আই আপনা' পাসরি ॥
হেন সে আনন্দ-হাস্য—অদ্ভুত ¶ পরম।
দুই-প্রহরেও কভু নহে উপশম ॥
কখনো যে আই হয়ে আনন্দমূর্চ্ছিত।
প্রহরেক ‖ ধাতু নাহি থাকে কদাচিত ॥
কখনো বা হেন কম্প উপজে আসিয়া।
পৃথিবীতে কেহো যেন তোলে $ আছাড়িয়া ॥
আইর যে কৃষ্ণাবেশ—কি তার উপমা।
আই বই অন্য আর নাহি তার × সীমা ॥
গৌরচন্দ্র-শ্রীবিগ্রহে যত কৃষ্ণভক্তি।
আইরেও প্রভু দিয়াছেন সেই ÷ শক্তি ॥
অতএব আইর যে ভক্তির বিকার।
তাহা বর্ণিবেক সব—হেন শক্তি কার্ ॥

হেনমতে পরানন্দ-সমুদ্র-তরঙ্গে।
ভাসেন দিবস * নিশি আই মহারঙ্গে ॥
কদাচিত আইর যে কিছু বাহ্য হয়।
সেহো বিষ্ণুপূজা লাগি—জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণের প্রসঙ্গে আই আছেন বসিয়া।
হেনই সময়ে শুভবার্ত্তা হৈল-সিয়া ॥
"শান্তিপুরে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
চল আই! ঝাট আসি দেখহ সত্বর † ॥"
বার্ত্তা শুনি যে সন্তোষ হইলেন আই।
তাহার অবধি আর কহিবারে নাই।
বার্ত্তা শুনি প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
সভেই হইলা অতি পরানন্দ-মন ॥
গঙ্গাদাসপণ্ডিত—প্রভুর প্রিয়পাত্র।
আই লই চলিলেন সেইক্ষণ মাত্র ॥
শ্রীমুরারিগুপ্ত-আদি যত ভক্তগণ।
সভেই আইর সঙ্গে করিলা গমন ॥
সত্বরে আইলা শচী-আই শান্তিপুরে।
বার্ত্তা শুনিলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরে ॥
শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু আইরে দেখিয়া।
সত্বরে পড়িলা দূরে দণ্ডবত হৈয়া ॥
পুনঃপুন প্রদক্ষিণ হইয়াহইয়া।
দণ্ডবত হয় শ্লোক পড়িয়াপড়িয়া ॥
"তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী।
তোমারে সে গুণাতীত-সত্ত্বরূপা কহি ॥
তুমি যদি শুভদৃষ্টি কর' জীব-প্রতি।
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতি মতি ॥
তুমি সে কেবল মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি।
যাহা হৈতে সব হয়—তুমি সেই শক্তি ॥

---

* 'বোলেন কারে' বা 'কাহারে কহে'।
† 'পাষাণ'। ‡ 'বহে'।
§ 'দ্রবয়ে'। ¶ 'অদ্ভুত হাস্য অদ্ভুত'।
‖ 'প্রহরেও'। $ 'ফেলে'।
× 'অন্তে আর দিতে নাহি'। ÷ 'সেহি'।

* 'ভাসে যেন দিবা'। † 'দেখ বিশম্ভর'।

তুমি গঙ্গা দেবকী যশোদা দেবহূতি ।
তুমি পৃশ্নি অনসূয়া কৌশল্যা অদিতি ॥
যত দেখি সব তোমা' হৈতে সে উদয় ।
পালহ তুমি সে তোমাতে সে লীনো হয় ॥
তোমার প্রভাব বলিবার শক্তি কার্ ।
সভার হৃদয়ে পূর্ণ বসতি তোমার ॥"
শ্লোকবন্ধে এইমত করিয়া স্তবন ।
দণ্ডবত হয় প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন ॥
কৃষ্ণ বই-ও কি পিতৃ-মাতৃ-গুরু-ভক্তি* ।
করিবারে এমত ধরয়ে কেহো † শক্তি ॥
আনন্দাশ্রু-ধারা বহে সকল অঙ্গেতে ।
শ্লোক পড়ি নমস্কার হয় বহুমতে ‡ ॥
আই বোল,—দেখি মাত্র শ্রীগৌরবদন ।
পরানন্দে জড় হইলেন সেইক্ষণ ॥
রহিয়াছে আই যেন কৃত্রিম-পুতলী ।
স্তুতি করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর কুতুহলী ॥
প্রভু বোলে "বিষ্ণুভক্তি যে কিছু আমার ।
কেবল একান্ত সব প্রসাদ তোমার ॥
কোটি দাস-দাসেরো যে § সম্বন্ধ তোমার ।
সেহ জন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার ॥
বারেকো যে জন তোমা' করিব স্মরণ ।
তার কভু নহিবেক সংসারবন্ধন ॥
সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী ।
তানাও হয়েন ধন্য তোমারে পরশি ॥
তুমি যত করিয়াছ আমার পালন ।
আমার শক্তিয়ে তাহা না হয় শোধন ॥
দণ্ডেদণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমারে ।
তোমার সাদগুণ্য সে তাহার প্রতিকারে ॥"
এইমত প্রভু স্তুতি করেন সন্তোষে ।
শুনিঞা বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে ॥
আই জানে 'অবতীর্ণ প্রভু নারায়ণ ।'
যখন যে ইচ্ছা তান করেন * তেমন ॥'
কথোক্ষণে আই এই বলিলেন মাত্র ।
"তোমার বচন বুঝে কে বা আছে পাত্র ॥
প্রাণহীন জন যেন সিন্ধুমাঝে ভাসে ।
স্রোতে যহিঁ লয়ে তহিঁ চলয়ে অবশে ॥
এইমত সর্ব্বজীব সংসারসাগরে ।
তোমার মায়ায় যে করায় তাহি করে ॥
সবে এই বোলোঁ বাপ ! তোমারে উত্তর ।
ভাল হয় যেমতে সে তোমার গোচর ॥
স্তুতি প্রদক্ষিণ কিবা কর' নমস্কার ।
মুঞি ত না বুঝোঁ কিছু, যে ইচ্ছা তোমার ॥"
শুনিঞা আইর বাক্য সর্ব্ব-ভাগবতে ।
মহা-জয়জয়ধ্বনি লাগিলা করিতে ॥
আইর ভক্তির সীমা কে বুঝিতে † পারে ।
গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ যাঁহার জঠরে ॥
প্রাকৃত-শব্দেও যে বা বলিবেক 'আই' ।
আই-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই ॥
প্রভু দেখি সন্তোষে পূর্ণিত হৈলা আই ।
ভক্তগণ আনন্দে' কাহারো বাহ্য নাই ॥
এখনে যে হইল আনন্দ-সমুচ্চয় ।
মনুষ্যের শক্তিতে কি তাহা কহা ‡ হয় ॥

* 'এমত কি পিতৃমাতৃভক্তি' । † 'কে বা' বা 'কার' ‡ 'স্তুতি নতি করে নানামতে' । § 'দাসীর সে' ।

* 'কহেন' । † 'কহিতে' । ‡ 'শক্তে কি কহিল তাহা' বা 'শক্তে তাহা কহিল না' ।

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু * আইর সন্তোষে।
পরানন্দ-সিন্ধু-মাঝে ভাসেন হরিষে॥
দেবকীর স্তুতি পড়ি আচার্য্যগোসাঞি।
আইরে করেন দণ্ডবত—অন্ত নাঞি॥
হরিদাস মুরারি শ্রীগর্ভ নারায়ণ।
জগদীশ-গোপীনাথ-আদি ভক্তগণ॥
আইর সন্তোষে সভে হেন সে হইলা।
পরানন্দে যেহেন সভেই মিশাইলা॥
এ সব আনন্দ পঠে শুনে যেই † জন।
অবশ্য মিলয়ে তারে প্রেমভক্তিধন॥

'প্রভুরে দিবেন ভিক্ষা আই ভাগ্যবতী।'
প্রভুস্থানে অদ্বৈত লইলা অনুমতি॥
সন্তোষে চলিলা আই করিতে রন্ধন।
প্রেমযোগে চিন্তি গৌরচন্দ্র নারায়ণ'॥
কতেক প্রকারে আই করিলা রন্ধন।
নাম নাহি জানি হেন রান্ধিলা ব্যঞ্জন॥
আই জানে—প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে।
বিংশতিপ্রকার শাক রান্ধিলা এতেকে ‡॥
এক এক § ব্যঞ্জন—প্রকার দশ-বিশে।
রান্ধিলেন আই অতি চিত্তের সন্তোষে॥
অশেষপ্রকারে আই রন্ধন করিয়া।
ভোজনের স্থানে সব ¶ থুইলেন লৈয়া॥
শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন সব উপস্কার করি।
সভার উপরে দিলা তুলসীমঞ্জরী॥
চতুর্দ্দিগে সারি করি ‖ শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন।
মধ্যে পাতিলেন অতি উত্তম আসন॥

আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
সংহতি লইয়া সব পারিষদগণ॥
দেখি প্রভু শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জনের উপস্কার।
দণ্ডবত হইয়া করিলা নমস্কার॥
প্রভু বোলে "এ অন্নের থাকুক ভোজন।
এ অন্ন দেখিলে হয় বন্ধবিমোচন॥
কি রন্ধন—ইহা ত কহিল কিছু *নয়।
এ অন্নের গন্ধেও কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
বুঝিলাঙ—কৃষ্ণ লই সর্ব্ব পরিবার।
এ অন্ন করিয়াছেন আপনে স্বীকার॥"
এত বলি প্রভু অন্ন-প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ নরহরি॥
প্রভু আজ্ঞায় সব পারিষদগণ।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে দেখিতে ভোজন †॥
ভোজন করেন শ্রীবৈকুণ্ঠ-অধিপতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই ভাগ্যবতী ‡॥
প্রত্যেকেপ্রত্যেকে § প্রভু সকল ব্যঞ্জন।
মহা আমোদিয়া নাথ ¶ করেন ভোজন॥
সভা' হৈতে ভাগ্যবন্ত—শ্রীশাকব্যঞ্জন।
পুনঃপুন যাহা প্রভু ‖ করেন গ্রহণ॥
শাকেতে দেখিয়া বড় প্রভুর আদর।
হাসেন প্রভুর যত সব $ অনুচর॥
শাকের মহিমা প্রভু সভারে × কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু ঈষত হাসিয়া॥
প্রভু বোলে "এই যে অচ্যুতা-নামে শাক।
ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ॥

---

* 'মন্ন'। † 'পাঠ শুনে যে বা'।
‡ 'রান্ধে একে একে'। § 'একো একো'।
¶ 'আই' বা 'পরে'। ‖ 'সারি'।

* 'কভু'। † 'শোভন'। ‡ 'শচী পুণ্য'।
§ 'প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষে'। ¶ 'পরম-আনন্দে প্রভু'।
‖ 'মহাপ্রভু'। $ 'প্রেম-'। × 'কহিয়া'।

পটোল-বাস্তুক-কাল-শাকের ভোজনে।
জন্মজন্ম বিহরয়ে বৈষ্ণবের সনে॥
সালিঞ্চা-হিলঞ্চা*-শাক ভক্ষণ করিলে।
আরোগ্য থাকয়ে তারে কৃষ্ণভক্তি মিলে॥"
এইমত শাকের মহিমা কহিকহি।
ভোজন করেন প্রভু আনন্দিত হই॥
যতেক আনন্দ হৈল এ দিন ভোজনে।
সবে ইহা জানে প্রভু-সহস্রবদনে॥
এই যশ সহস্র-জিহ্বায় নিরন্তর।
গায়েন অনন্ত আদিদেব মহীধর॥
সেই প্রভু কলিযুগে—অবধূত-রায়।
সূত্র মাত্র লিখি আমি তাহান আজ্ঞায় †॥
বেদব্যাস-আদি করি যত মুনিগণ।
এই সব যশ সভে করেন বর্ণন॥
এ যশের যদি করে শ্রবণ পঠন ‡।
তবে সে জীবের খণ্ডে' § অবিদ্যাবন্ধন॥
হেন-রঙ্গে মহাপ্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন॥ ¶
আচমন করি মাত্র ঈশ্বর বসিলা।
ভক্তগণ অবশেষ লুটিতে লাগিলা॥
কেহো বোলে "ব্রাহ্মণের ইহাতে কি দায়।
শূদ্র আমি, আমারে সে উচ্ছিষ্ট জুয়ায়॥"
আর কেহো বোলে "আমি নহিয়ে ব্রাহ্মণ।"
আড়ে থাকি লই কেহো করে পলায়ন॥

কেহো বোলে "শূদ্রের* উচ্ছিষ্ট যোগ্য নহে।
'হয়' 'নয়' বিচারিয়া বুঝ—শাস্ত্রে কহে॥"
কেহো বোলে "আমি অবশেষ নাহি চাই।
শুধু † পাতখানি মাত্র আমি লই যাই॥"
কেহো বোলে "আমি পাত ফেলি সর্ব্ব-
কাল।
তোমরা যে লহ সে কেবল ঠাকুরাল॥"
এইমত কৌতুকে চপল ভক্তগণ।
ঈশ্বর-অধরামৃত করেন ভোজন॥
আইর রন্ধন—ঈশ্বরের অবশেষ।
কার বা ইহাতে লোভ না জন্মে বিশেষ॥
পরানন্দে ভোজন করিয়া ভক্তগণ।
প্রভুর সম্মুখে সভে করিলা গমন॥
বসিয়া আছেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চতুর্দ্দিগে বসিলেন সর্ব্ব-অনুচর॥
মুরারিগুপ্তেরে প্রভু সম্মুখে দেখিয়া।
বলিলেন তাঁরে কিছু ঈষত হাসিয়া॥
"পঢ় গুপ্ত! রাঘবেন্দ্র বর্ণিয়াছ তুমি।
অষ্ট-শ্লোক করিয়াছ, শুনিঞাছি আমি॥"
ঈশ্বরের আজ্ঞা গুপ্ত-মুরারি শুনিয়া।
পঢ়িতে লাগিলা শ্লোক ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥

তথাহি (শ্রীচৈতন্যচরিতে, ২য়-প্রক্রমে, ৭ম সর্গে)—
"অগ্রে ধনুর্দ্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গো §
জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো বরভূষণাঢ্যঃ।
শেষাখ্যধাম-বরলক্ষ্মণনাম যস্য
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥" ১॥

টীকা।

অগ্র ইতি। অহং তং জগত্রয়গুরুং শ্রীরামং সততং ভজামি। কথম্ভূতং তম্? যস্য—রামস্য, অগ্রে—সম্মুখে,

---

* 'শালিঞ্চা-হেলাঞ্চা'। † 'কৃপায়'।
‡ 'বর্ণন' বা 'কীর্ত্তন'। § 'খসে'।
¶ ইহার পরে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"মুখবাস হরীতকী দিল ভক্তগণ।
পুষ্পমালা-আদি দিল সুগন্ধি চন্দন।"

* 'শ্রীজনের'। † 'শুধা'। 'কনকাঙ্গদাঙ্গী'।

...জ্জ্বলাঙ্গঃ, জ্যেষ্ঠস্য—শ্রীরামস্য, অনুসেবনে—যশো-...লসেবনে, রতঃ—আসক্তঃ, বর-ভূষণাঢ্যঃ—শ্রেষ্ঠালঙ্কারসম্পন্নঃ, ধনুর্দ্ধরবরঃ—ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠঃ বিরাজত ইত্যর্থঃ। স কিংস্বরূপঃ, কিংনামকশ্চেত্যপেক্ষায়ামাহ, শেষাখ্যধাম-বর-লক্ষ্মণ-নামেতি। শেষ ইতি, আখ্যা—খ্যাতিঃ, যস্য তদেব, ধাম—স্বরূপং, যস্য সঃ, সাক্ষাৎ শেষ-স্বরূপ ইত্যর্থঃ, তথাভূতঃ, বরঃ—শ্রেষ্ঠঃ, লক্ষ্মণ ইতি নাম যস্য স তথাভূতশ্চ। নাম-শব্দস্য অব্যয়ত্বাৎ বিভক্তি লোপঃ সঞ্জাতঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

যাঁহার পুরোভাগে, ধনুর্দ্ধারিবর্গের অগ্রগণ্য, সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বলাঙ্গ, অগ্রজের অনুকূল-সেবায় সংরত, উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সাক্ষাৎ শেষ-স্বরূপ এবং সকলের শ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মণ-নামধারী কোন মহাপুরুষ বিরাজিত রহিয়াছেন, আমি সেই ত্রিজগতের গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ১ ॥

"হত্বা খর-ত্রিশিরসৌ সগণৌ * কবন্ধং
শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা।
সুগ্রীবমৈত্রমকরোদ্‌বিনিহত্য শত্রুং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং † ভজামি ॥" ২॥

টীকা।

হত্বেতি। যঃ, স-গণৌ—পরিকর-সহিতৌ, খর-ত্রিশিরসৌ, তথা, কবন্ধং চ হত্বা, শ্রীদণ্ডকাননম্, অদূষণং—দূষণ-নামক-রাক্ষস-শূন্যম্, এব কৃত্বা, শত্রুং—বালি-নামানং, বিনিহত্য, সুগ্রীব-মৈত্রম্ অকরোৎ; তং জগত্রয়গুরুং রামং সততং ভজামি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।

যিনি স্বজনের সহিত খর ও ত্রিশিরা-নামক রাক্ষসদ্বয়ের এবং কবন্ধ-নামক নিশাচরের নিধন সাধনানন্তর দণ্ডকারণ্যকে অদূষণ অর্থাৎ দূষণ-নামক রাক্ষস-শূন্য করিয়া, বালি-নামক শত্রুর বিনাশ ও সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন, আমি সেই ত্রিজগতের গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে সতত ভজনা করি ॥ ২ ॥

এইমত অষ্ট শ্লোক মুরারি পড়িলা।
প্রভুর আজ্ঞায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলা ॥
"দূর্ব্বাদলশ্যামল—কোদণ্ডদীক্ষাগুরু।
ভক্তগণ-প্রতি বাঞ্ছাতীত-কল্পতরু ॥
হাস্যমুখে রত্নময়-রাজ-সিংহাসনে।
বসিয়া আছেন শ্রীজানকীদেবী বামে ॥
অগ্রে মহাধনুর্দ্ধর অনুজ লক্ষ্মণ।
কনকের প্রায় জ্যোতি কনকভূষণ ॥
আপনে অনুজ হই শ্রীঅনন্তধাম।
জ্যেষ্ঠের সেবায় রত—শ্রীলক্ষ্মণ-নাম ॥
সর্ব্বমহাগুরু হেন শ্রীরঘুনন্দন।
জন্মজন্ম ভজোঁ মুঞি তাঁহার চরণ ॥
ভরত শত্রুঘ্ন দুই চামর ঢুলায়।
সম্মুখে কপীন্দ্র*গণ পুণ্যকীর্ত্তি গায় ॥
যে প্রভু করিলা গুহ-চণ্ডালেরে মিত।
জন্মজন্ম ভজোঁ মুঞি †তাঁহার চরিত ॥
গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরি ছাড়ি নিজরাজ্য।
বন ভ্রমিলেন যে করিতে সুর ‡-কার্য্য ॥
বালি মারি সুগ্রীবেরে রাজ্যভার দিয়া।
মিত্র-পদ দিলা তানে করুণা করিয়া ॥
যে প্রভু করিলা অহল্যার বিমোচন।
ভজোঁ হেন ত্রিভুবনগুরুর চরণ ॥
দুস্তর-তরঙ্গ-সিন্ধু—ঈষত লীলায়।
কপি-দ্বারে যে বান্ধিল লক্ষণসহায় ॥

* 'সগণৈঃ'। † 'তং রাঘবং দশমুখান্তকরং'।

* 'কবীন্দ্র'। † 'যেন'। ‡ 'নিজ' বা 'গুরু'।

ইন্দ্রাদির অজয় * রাবণ বংশ-সনে।
যে প্রভু মারিল ভজোঁ তাঁহার চরণে ॥
যাঁহার কৃপায় বিভীষণ ধর্ম্মপর।
ইচ্ছা নাহি, তথাপি হইলা † লঙ্কেশ্বর ॥
যবনেও যাঁর কীর্ত্তি শ্রদ্ধা করি শুনে।
ভজোঁ হেন রাঘবেন্দ্র-প্রভুর চরণে ॥
দুষ্টক্ষয় লাগি নিরন্তর ধনুর্দ্ধর।
পুত্রের সমান প্রজা-পালনে তৎপর ॥
যাঁহার কৃপায় সব অযোধ্যানিবাসী।
স-শরীরে হইলেন শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী ॥
যাঁর নাম-রসে ‡ মহেশ্বর দিগম্বর।
রমা যাঁর পাদপদ্ম সেবে নিরন্তর ॥
'পরং ব্রহ্ম জগন্নাথ' বেদে যাঁরে গায়।
ভজোঁ হেন জগদ্গুরু§-রাঘবেন্দ্র-পা'য় ॥"
এইমত অষ্ট শ্লোক আপনার কৃত।
পড়িলা মুরারি রাম-মহিমা-অমৃত ॥
শুনি তুষ্ট হই তবে ¶ শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তাঁর মস্তক-উপর ॥
"শুন গুপ্ত! এই তুমি আমার প্রসাদে।
জন্মজন্ম রামদাস হও নির্ব্বিরোধে ॥
ক্ষণেকো যে করিবেক তোমার আশ্রয়।
সেহো রামপদাম্বুজ পাইব নিশ্চয় ॥"
মুরারিগুপ্তেরে চৈতন্যের বর শুনি।
সভেই করেন মহা-জয়জয়ধ্বনি ॥
এইমত কৌতুকে আছেন গৌরসিংহ।
চতুর্দ্দিগে শোভে সব চরণের ‖ ভৃঙ্গ ॥

* 'ইন্দ্রাদি-অজয় যে' বা 'ইন্দ্রাদির অজেয়'।
† 'করিলা'। ‡ 'বশে'। § 'সর্ব্ব-গুরু'।
¶ 'তাঁরে'। ‖ 'সেবে সব পাদপদ্ম'-।

হেনই সময়ে কুষ্ঠরোগী একজন।
প্রভুর সম্মুখে আসি দিল দরশন ॥
দণ্ডবত হইয়া পড়িল আর্ত্তনাদে।
দুই বাহু তুলি মহা আর্ত্তি করি কান্দে ॥
"সংসার-উদ্ধার লাগি তুমি মহাশয়!
পৃথিবীর মাঝে আসি হইলা উদয় ॥
পর-দুঃখ দেখি তুমি স্বভাবে * কাতর।
এতেকে আইলুঁ মুঞি তোমার গোচর ॥
কুষ্ঠরোগে পীড়িত, জ্বালায় † মুঞি ‡ মরোঁ।
বোলহ উপায় প্রভু! § কোন্ মতে তরোঁ ॥"
শুনি মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর বচন।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে তর্জ্জন-বচন ¶ ॥
"ঘুচ ঘুচ মহাপাপি! বিদ্যমান হৈতে।
তোরে দেখিলেও পাপ জন্ময়ে লোকেতে ॥
পরম-ধার্ম্মিক যদি দেখে তোর মুখ।
সে দিবসে তাহার অবশ্য হয় দুঃখ ॥
বৈষ্ণবনিন্দক তুঞি পাপী দুরাচার।
ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর ॥
এই জ্বালা সহিতে না পার' দুষ্টমতি।
কেমতে করিবা কুম্ভীপাকেতে বসতি ॥
যে 'বৈষ্ণব'-নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যে বৈষ্ণব চরিত্র ॥
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
যে বৈষ্ণবপূজা হৈতে বড় আর নাই ॥
শেষ রমা অজ ভব নিজদেহ হৈতে।
'বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয়' কহে ভাগবতে ॥

* 'সভারে'। † 'কুষ্ঠ-রোগজ্বালায় পীড়িত'।
‡ 'প্রভু'। § 'মোরে'। ¶ 'করিয়া তর্জ্জন'।

তথাহি (ভা॰ ১১।১৪।১৫)—

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥" ৩॥

টীকা।

ন তথেতি—উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদুক্তিঃ। আত্মযোনিঃ—ব্রহ্মা, পুত্রোঽপি। শঙ্করঃ—মৎস্বরূপভূতোঽপি। সঙ্কর্ষণঃ—ভ্রাতাপি। শ্রীঃ—ভার্য্যাপি। আত্মা—শ্রীমূর্ত্তিরপি। যথা ত্বম্ ইতি বক্তব্যোঽপ্যতির্যেণাহ, ভবানিতি॥ ৩॥

অনুবাদ।

উদ্ধব! আত্মযোনি ব্রহ্মা আমার সেরূপ প্রিয়তম নহেন, শঙ্কর সেরূপ নহেন, সঙ্কর্ষণও সেরূপ নহেন, লক্ষ্মীও সেরূপ নহেন, আর আমার শ্রীবিগ্রহও সেরূপ নহে, যেরূপ তুমি॥ ৩॥

"হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে যে * জন।
সে-ই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন মরণ॥
বিদ্যা † কুল তপ—সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী দুরাচার॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন॥
যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যার দৃষ্টিমাত্র দশ-দিগে পাপ ‡ ক্ষয়॥
যে বৈষ্ণবজন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গেরো সকল বিঘ্ন ঘুচে ভালমতে॥
হেন মহাভাগবত শ্রীবাসপণ্ডিত।
তুঞি পাপী নিন্দা কৈলি তাঁহার চরিত॥
এতেকে তোহোর কুষ্ঠজ্বালা কোন্ কাজ।
মূল শাস্তা পশ্চাতে আছেন ধর্ম্মরাজ॥
এতেকে আমার দৃশ্যযোগ্য নহ তুমি।
তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি॥"

* 'যেই'। † 'দিব্য'। ‡ 'তাপ'।

সেই কুষ্ঠরোগী শুনি প্রভুর উত্তর।
দন্তে তৃণ করি বোলে হইয়া কাতর॥
"কিছু না জানিলুঁ মুঞি * আপনা' খাইয়া।
বৈষ্ণবের নিন্দা কৈলুঁ প্রমত্ত হইয়া॥
অতএব তার শাস্তি পাইলুঁ উচিত।
এখনে ঈশ্বর তুমি—চিন্ত মোর হিত॥
সাধুর স্বভাবধর্ম্ম—দুঃখিত উদ্ধারে'।
কৃত-অপরাধেরে সাধু সে দয়া করে॥
এতেকে শরণ মুঞি লইলুঁ তোমার।
তুমি উপেক্ষিলে মোর নাহিক নিস্তার †॥
যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত—তুমি সর্ব্ব-জ্ঞাতা।
প্রায়শ্চিত্ত বোল' মোরে—তুমি সর্ব্বপিতা॥
বৈষ্ণবজনের যেন নিন্দন করিলুঁ।
উচিত তাহার বোল' শাস্তিও পাইলুঁ॥"
প্রভু বোলে "বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন্ তার শাস্তিয়ে লিখন॥
আপাতত ‡ কিছু দুঃখ পাইয়াছ § মাত্র।
আর কে বা আছে যমযাতনার পাত্র॥
চৌরাশি-সহস্র যমযাতনা পরলোকে ¶।
পুনঃপুন করি ভুঞ্জে বৈষ্ণবনিন্দকে॥
চল কুষ্ঠরোগি! তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ ‖ গিয়া তাঁহার চরণে॥
তাঁর ঠাঁই তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ॥
কাঁটা ফুটে যে $ মুখে, সেই সে মুখে যায়।
পা'য়ে কাঁটা ফুটিলে কি কান্ধে বাহিরায়॥

* 'প্রভু'। † 'উদ্ধার'।
‡ 'অপতিত' বা 'আপতিত'। § 'সে হইয়া আছে'।
¶ 'যাতনার লোকে' বা 'যাতনা প্রত্যেকে (প্রত্যকে)'।
‖ 'ধরহ'। $ 'ফুটে যেই'।

এই কহিলাঙ আমি নিস্তার-উপায়।
শ্রীবাসপণ্ডিত ক্ষমিলে সে দুঃখ যায় ॥
মহা-শুদ্ধবুদ্ধি* তিঁহো তাঁর স্থানে গেলে।
ক্ষমিবেন সর্ব্বদোষ †, নিস্তারিবে হেলে॥”
শুনিঞা প্রভুর অতি সুসত্য বচন।
মহাজয়জয়ধ্বনি কৈলা ভক্তগণ॥
সেই কুষ্ঠ-‡রোগী শুনি প্রভুর বচন।
দণ্ডবত হইয়া চলিলা § সেইক্ষণ॥
সেই কুষ্ঠরোগী পাই শ্রীবাসপ্রসাদ।
মুক্ত হৈল—খণ্ডিল সকল অপরাধ॥
যতেক অনর্থ হয় বৈষ্ণবনিন্দায়।
আপনে কহিলা এই শ্রীবৈকুণ্ঠরায়॥
তথাপিহ বৈষ্ণবেরে নিন্দে' যেই ¶ জন।
তার শাস্তা আছেন চৈতন্য-নারায়ণ॥
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে দেখহ গালাগালী।
পরমার্থে নহে; ইথে কৃষ্ণ কুতুহলী॥
সত্যভামা-রুক্মিণীয়ে গালাগালী যেন।
পরমার্থে এক তানা, দেখি ভিন্ন হেন॥
এইমত বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে ভিন্ন নাঞি।
ভিন্ন করায়েন রঙ্গ চৈতন্যগোসাঞি॥
ইথে যেই এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
আর বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সে-ই যায় ক্ষয়॥
এক হস্ত ঈশ্বরের সেবয়ে কেবল।
আর হস্তে দুঃখ দিলে তার কি কুশল॥
এইমত সর্ব্বভক্ত—কৃষ্ণের শরীর।
ইহা বুঝে, যে হয় পরম-মহাধীর॥

অভেদদৃষ্টিয়ে সর্ব্ব-বৈষ্ণব পূজিয়া *।
যে কৃষ্ণ-চরণ ভজে, সে যায় তরিয়া॥
যে গায় যে শুনে এ সকল পুণ্য-কথা।
বৈষ্ণবাপরাধ তার না জন্মে সর্ব্বথা॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
আছেন পরমানন্দে অদ্বৈত-মন্দিরে॥
মাধবপুরীর আরাধনা পুণ্যতিথি।
দৈবযোগে উপসন্ন হৈল আসি তথি॥
মাধবেন্দ্র-অদ্বৈতে যদ্যপি ভেদ নাঞি।
তথাপি তাহান শিষ্য—আচার্য্যগোসাঞি॥
মাধবপুরীর দেহে শ্রীগৌরসুন্দর।
সত্য সত্য সত্য বিহরয়ে নিরন্তর॥
মাধবেন্দ্রপুরীর অকথ্য বিষ্ণুভক্তি।
কৃষ্ণের প্রসাদে সর্ব্বকাল পূর্ণ-শক্তি॥
যেমতে অদ্বৈত শিষ্য হইলেন তান।
চিত্ত দিয়া শুন সেই মঙ্গল-আখ্যান॥
যে সময়ে না ছিল চৈতন্য-অবতার।
বিষ্ণুভক্তিশূন্য সব আছিল সংসার॥
তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্যকৃপায়।
প্রেম-সুখসিন্ধু-মাঝে ভাসেন সদায়॥
নিরবধি দেহে রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প।
হুঙ্কার, গর্জ্জন, মহাহাস্য, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম॥
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য।
আপনেও না জানেন—কি করেন কার্য্য॥
পথে চলি যাইতেও আপনা'আপনি।
নাচেন পরমানন্দে করি হরি †-ধ্বনি॥
কখনো বা হেন সে আনন্দমূর্চ্ছা হয়।
দুই-তিন-প্রহরেও দেহে বাহ্য নয়॥

* 'মহান্ সুবুদ্ধি'। † 'সব তোরে'।
‡ 'প্রকুপিত'। § 'পড়িলা'।
¶ 'তথাপি বৈষ্ণবনিন্দা করে যেই'।

* 'ভজিয়া'। † 'পরম-রঙ্গে করি মহা'।

কখনো বা বিরহে যে করেন রোদন।
গঙ্গাধারা বহে যেন—অদ্ভুতকথন ॥
কখনো হাসেন অতি অট্টঅট্ট হাস।
পরানন্দরসে * ক্ষণে হয় † দিগবাস ॥
এইমত কৃষ্ণসুখে মাধবেন্দ্র সুখী।
সবে ভক্তিশূন্য লোক দেখি ‡ বড় দুঃখী ॥§
কৃষ্ণযাত্রা, অহোরাত্রি কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশো নাহি জানে কোন জন ॥
'ধর্ম্ম কর্ম্ম' লোক সব এই মাত্র ¶ জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥
দেবতা জানেন সবে 'ষষ্ঠী ‖ বিষহরি'।
তাও যে পূজেন সেহো মহাদম্ভ করি ॥
'ধন বংশ বাঢ়ুক' করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য-মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে ॥
যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত।
ইহাই শুনিতে সর্ব্বলোক আনন্দিত ॥
অতি বড় সুকৃতি সে $ স্নানের সময়।
গোবিন্দ-পুণ্ডরীকাক্ষ-নাম উচ্চারয় ॥
কারে বা 'বৈষ্ণব' বলি, কিবা সঙ্কীর্ত্তন ×।
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেনে বা ক্রন্দন ॥
বিষ্ণুমায়াবশে + লোক কিছুই না জানে।
সকল জগত বদ্ধ মহাতমোগুণে ॥

লোক দেখি দুঃখ ভাবে' শ্রীমাধবপুরী।
হেন নাহি, তিলার্দ্ধ সম্ভাষা যারে * করি ॥
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহো আপনারে মাত্র বোলে 'নারায়ণ' ॥
এ দুঃখে সন্ন্যাসিসঙ্গে না কহেন কথা।
হেন স্থান নাহি, কৃষ্ণভক্তি শুনি যথা ॥
'জ্ঞানী যোগী তপস্বী বিরক্ত' খ্যাতি যার।
কারো মুখে নাহি দাস্য-মহিমা-প্রচার ॥
যত অধ্যাপক সব † তর্ক সে বাখানে'।
তারা বোল ‡ কৃষ্ণের বিগ্রহ §নাহি মানে' ॥
দেখিতে শুনিতে দুঃখী শ্রীমাধবপুরী।
মনেমনে চিন্তে'—বনবাস গিয়া করি ॥
লোকমধ্যে ভ্রমি কেনে বৈষ্ণব দেখিতে।
সে বৈষ্ণব-নাম বোল না শুনি জগতে ॥
অতএব এ সকল লোক-মধ্য হৈতে।
বনে যাই, যথা লোক না পাই দেখিতে ॥
এতেকে সে বন ভাল এ সব হইতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে ॥"
এইমত মনোদুঃখ ভাবিতেচিন্তিতে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত-সহিতে ॥
বিষ্ণুভক্তিশূন্য দেখি সকল সংসার।
অদ্বৈত-আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার ॥
তথাপি অদ্বৈতসিংহ কৃষ্ণের কৃপায়।
প্রৌঢ় করি বিষ্ণুভক্তি বাখানে' সদায় ॥
নিরন্তর পঢ়ায়েন গীতা ভাগবত।
ভক্তি বাখানেন মাত্র—গ্রন্থের যে মত ॥

* 'পরানন্দাবেশে'। † 'হই'।
‡ 'ভক্তিশূন্য লোক দেখি মনে'।
§ ইহার পরে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"তার হিত চিন্তিতে ভাবেন মিতিমিতি।
কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তাঁর মতি ॥"
¶ 'সবে মাত্র লোক সব' বা 'সবে লোক এই মাত্র'।
‖ 'চণ্ডী'। $ 'যে'।
× 'কেনে বা কান্দন'। + 'মোহে'।

* 'তিলার্দ্ধেকে সম্ভাষা যে বা 'তিলার্দ্ধো সম্ভাষা কারে'। † 'সেহো'।
‡ 'সব' বা কেহো। § 'মহিমা'।

হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয়।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হইলা উদয়॥
দেখিয়া অদ্বৈত তান বৈষ্ণবলক্ষণ।
প্রণাম হইয়া পড়িলেন সেইক্ষণ॥
মাধবেন্দ্রপুরীও অদ্বৈত করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দজলে॥
অন্যোহন্যে কৃষ্ণকথারসে দুইজন।
আপনার দেহ কারো নাহিক স্মরণ॥
মাধবপুরীর প্রেম—অকথ্যকথন।
মেঘ-দরশনে মূর্চ্ছা হয় সেইক্ষণ॥
কৃষ্ণনাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
দণ্ডেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার॥
দেখিয়া তাঁহার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
বড় সুখী হইলা অদ্বৈত মহাশয়॥
তাঁর ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ।
হেনমতে মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন॥

মাধবপুরীর আরাধনার দিবসে।
সর্ব্বস্ব নিঃক্ষেপ করে অদ্বৈত * হরিষে॥
দৈবে সেই পুণ্য-তিথি আসিয়া মিলিলা।
সন্তোষে অদ্বৈত সজ্জ করিতে লাগিলা॥
শ্রীগৌরসুন্দরো সব-পারিষদ-সনে।
বড় সুখী হইলেন সেই পুণ্যদিনে॥
সেই তিথি পূজিবারে আচার্য্যগোসাঞি।
যে সজ্জ করিলেন, তার অন্ত নাঞি॥
নানা দিগ হৈতে সজ্জ লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন্ ভিতে॥
মাধবেন্দ্রপুরীপ্রতি প্রীতি সভাকার।
সভেই লইলেন যথাযোগ্য অধিকার॥

* 'মনের'।

আই লইলেন যত রন্ধনের ভার।
আই বেড়ি সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পরিবার॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু সন্তোষ অপার।
বৈষ্ণব পূজিতে লইলেন অধিকার॥
কেহো বোলে "আমি-সব ঘষিব চন্দন।"
কেহো বোলে "মালা আমি করিব গ্রন্থন॥"
কেহো বোলে "জল আনিবার মোর ভার।"
কেহো বোলে "মোর দায় স্থান-উপস্কার॥"
কেহো বোলে "মুঞি যত * বৈষ্ণবচরণ।
মোর ভার † সকল করিব প্রক্ষালন॥"
কেহো বান্ধে পতাকা, চান্দোয়া কেহো টানি ‡।
কেহো বা ভাণ্ডারী কেহো দ্রব্য দেয় আনি॥ §
কথোজনে লাগিলা করিতে সঙ্কীর্ত্তন।
আনন্দে করেন নৃত্য আরো কথোজন॥
কথোজন আরো 'হরি' বোলয়ে কীর্ত্তনে ¶।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজায়েন আরো কথোজনে॥
কথোজন করে তিথি পূজিবার কার্য্য।
কেহো বা হইলা তিথিপূজার আচার্য্য॥
এইমত পরানন্দরসে ভক্তগণ।
সভেই করেন কার্য্য—যার যেন মন॥
খাও পিও আনো নেহ দেহ' ‖ হরিধ্বনি।
ইহা বই চতুর্দ্দিগে আর নাহি শুনি॥

* 'যত যত'। † 'সভার'। ‡ 'টানে'।
§ 'কেহো বা ভাণ্ডারী কেহো কেহো দ্রব্য আনে'।
¶ 'বোলায় কীর্ত্তনে' বা 'বোলে সঙ্কীর্ত্তনে'।
‖ 'খায় পিয়ে আসে নেয় দেহ' বা 'খায় পিয়ে আনে নেহ দেয়'।

শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, করতাল।
সঙ্কীর্ত্তনসঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল ॥
পরানন্দে কাহারো নাহিক বাহ্যজ্ঞান।
অদ্বৈতভবন হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র পরমসন্তোষে।
সম্ভারের সজ্জ দেখি বুলেন হরিষে ॥
তণ্ডুল দেখেন প্রভু ঘর-দুই-চারি।
পর্ব্বতপ্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারিসারি ॥
ঘর-পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালী।
ঘর-দুই-চারি দেখে মুগের বিয়লি ॥
নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর-পাঁচ-সাত।
ঘর-দশ-বার প্রভু দেখে খোলা পাত ॥
ঘর-দুই-চারি প্রভু দেখে চিপীটক।
সহস্রসহস্র কান্দী দেখে কদলক ॥
না জানি কতেক নারিকেল গুয়া পান।
কোথা হৈতে আসিয়া হইল বিদ্যমান ॥
পটোল বাস্তুক*শাক থোড় আলু মান।
কত ঘর ভরিয়াছে—নাহিক প্রামাণ ॥
সহস্রসহস্র ঘড়া দেখে দধি দুগ্ধ।
ক্ষীর ইক্ষুদণ্ড অঙ্কুরের সনে মুদগ ॥
তৈল বা লবণ গুড় † দেখে প্রভু যত। ‡
সকলি অনন্ত—লিখিবারে পারি কত ॥
অতি-অমানুষি দেখি সকল সম্ভার।
চিত্তে যেন প্রভু হইলেন চমৎকার॥
প্রভু বোলে "এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়।
'আচার্য্য মহেশ' হেন মোর চিত্তে লয় ॥
মনুষ্যেরো এমত কি সম্পত্তি সম্ভবে'।
এ সম্পত্তি সকলে সম্ভবে' মহাদেবে ॥
বুঝিলাঙ—আচার্য্য মহেশ-অবতার।"
এইমত হাসি প্রভু বোলে বারবার ॥
ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু * কয়'।
যে হয় সুকৃতি সে পরমানন্দে † লয় ॥
তান বাক্যে অনাদর অনাস্থা যাহার।
তারে শ্রীঅদ্বৈত হয় অগ্নি-অবতার ॥
যদ্যপি অদ্বৈত কোটি-চন্দ্র-সুশীতল ॥
তথাপি চৈতন্যবিমুখের কালানল ॥
করুত যে জন বোলে 'শিব' হেন নাম ‡।
সেহো কোনো প্রসঙ্গে, না জানে তত্ত্ব তান § ॥
সেইক্ষণে সর্ব্বপাপ হৈতে শুদ্ধ হয়।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয়' ॥
হেন শিব-নাম শুনি যার দুঃখ হয়।
সেই জন অমঙ্গলসমুদ্রে ভাসয় ॥

তথাহি (ভাঃ ৪।৪।১৪)—

"যদ্দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং
সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ।
পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং
ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ ॥" ৪ ॥

টীকা।

যদিতি—দক্ষং প্রতি শ্রীদেব্যা উক্তিঃ। যৎ—যস্ত, দ্ব্যক্ষরম্—অক্ষর-দ্বয়-সমুদ্ভূতং শিব ইতি, তৎ—প্রসিদ্ধং, নাম, নৃণাং—সর্ব্বেষাম্, আশু—শীঘ্রম্, অঘং—সর্ব্বং পাপং, হন্তি; কেবলং গিরা এব, ঈরিতম্—উচ্চারিতং, নতু মনসা ধ্যাতং, তচ্চ সকৃদপি, প্রসঙ্গাদপি; ভবান্ তং,

* 'বার্ত্তাকু'। † 'ঘৃত'।
‡ 'তৈল বা লবণ বা দেখেন প্রভু যত (কত)'।

* 'মহিমা সে প্রভু'। † 'সেই পরমাণ'।
‡ 'বাণী'। § 'তান তত্ত্ব নাহি জানি'।

পবিত্রকীর্ত্তিং—পূতযশসম্, অলঙ্ঘ্যশাসনম্—অপ্রতিহতাজ্ঞং, শিবং দ্বেষ্টি, অহো, শিবেতরঃ—অমঙ্গলরূপঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।

যাঁহার দুই-অক্ষর সমূদ্ভূত সুপ্রসিদ্ধ শিব-নাম, কোন প্রসঙ্গে একবারমাত্র বাক্যদ্বারা উচ্চারিত হইয়াও মানব-সমূহের সমস্ত পাপ শীঘ্রই বিনাশ করিয়া থাকে,—যাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ পরম পবিত্র এবং যাঁহার আজ্ঞা অনুল্লঙ্ঘনীয় আপনি সেই শিবের দ্বেষ করিতেছেন। অহো! আপনি সাক্ষাৎ অমঙ্গলস্বরূপ! ॥ ৪ ॥

শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে।
"শিব যে না পূজে, সে বা মোরে পূজে কেনে?
মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইব তাহার * ॥

তথাহি—

"কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতাং পাপপূরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সম্পূর্ণজয়েন্ন হি †॥"৫।

অনুবাদ।

যে আমার পরম ভক্ত শিবের সম্যক্ পূজা না করে, সাক্ষাৎ পাপস্বরূপ সেই পুরুষ কি প্রকারে আমাতে ভক্তি লাভ করিবে? ॥ ৫ ॥

"অতএব সর্ব্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণ পূজি তবে ‡।
প্রীতে শিব পূজি পূজিবেক সর্ব্ব-দেবে ॥"

তথাহি স্কন্দপুরাণে—

"প্রথমং কেশবং পূজাং কৃত্বা দেবমহেশ্বরম্।
পূজনীয়া মহাভক্ত্যা যে চান্যে সন্তি দেবতাঃ ॥"৬।

অনুবাদ।

প্রথমে কেশবের এবং তৎপরে মহেশ্বরদেবের পূজা করিয়া, পরে অন্যান্য যে সকল দেবতা আছেন, প্রচুর-ভক্তি-সহকারে তাঁহাদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ৬ ॥

হেন 'শিব' অদ্বৈতেরে বোলে সাধুগণে।
সেহো শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-ইঙ্গিত-কারণে ॥
ইহাতে অবুধগণ মহা কলি * করে।
অদ্বৈতের মায়া না বুঝিয়া ভালে মরে ॥
সম্ভার দেখিয়া প্রভু মহাহর্ষমন।
আচার্য্যের প্রশংসা করেন অনুক্ষণ ॥
একেএকে দেখি প্রভু সকল সম্ভার।
কীর্ত্তনস্থলীতে আইলেন পুনর্ব্বার ॥
প্রভু মাত্র আইলেন সঙ্কীর্ত্তনস্থানে।
পরানন্দ পাইলেন সর্ব্বভক্তগণে ॥
না জানি কে কোন্ দিগে নাচে গায় বা'য়।
না জানি কে কোন্ দিগে মহানন্দে ধায় ॥
(নবনব বস্তু † সব দেখে প্রভু যত।
সকল অনন্ত—লেখিবারে পারি কত ॥)
সভে করে জয়জয়-মহাহরিধ্বনি।
'বোল বোল হরি-বোল' আর নাহি শুনি ॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দনে ভূষিত।
সভার সুন্দর বক্ষ—মালায় পূর্ণিত ॥
সভেই প্রভুর পারিষদের প্রধান।
সভে নৃত্য গীত করে প্রভুবিদ্যমান ॥
মহানন্দে উঠিল শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন।
যে শুনি পবিত্র করে অনন্ত ভুবন ॥

---

* 'মোর পূজা ভক্তি হবে তার'। † 'শম্ভুং যজেন্ন হি'।
‡ 'সর্ব্ব আগে শ্রীকৃষ্ণ পূজিবে'।

* 'কোপ'। † 'বস্ত্র'।

নিত্যানন্দ মহামল্ল * প্রেমসুখময়।
বাল্যভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয়॥
বিহ্বল হইয়া অতি আচার্য্যগোসাঞি।
যত নৃত্য করিলেন—তার অন্ত নাঞি॥
নাচিলেন অনেক ঠাকুর-হরিদাস।
সভেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস॥
মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরো সর্ব্বশেষে।
নৃত্য করিলেন অতি অশেষবিশেষে॥
সর্ব্বপারিষদ প্রভু আগে নাচাইয়া।
শেষে নৃত্য করেন আপনে সভা' লৈয়া॥
মণ্ডলী করিয়া নৃত্য করে ভক্তগণ।
মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
এইমত সর্ব্বদিন নাচিয়া গাইয়া। †
রহিলেন মহাপ্রভু সভারে লইয়া॥
তবে শেষে ‡ আজ্ঞা মাগি অদ্বৈত-আচার্য্য।
ভোজনের করিতে লাগিলা সর্ব্ব কার্য্য॥
বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
মধ্যে প্রভু—চতুর্দ্দিগে সর্ব্বভক্তগণ॥
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ যেন তারাময়।
মধ্যে কোটি-চন্দ্র যেন প্রভুর উদয়॥
দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন।
মাধবেন্দ্র-আরাধনা—আইর রন্ধন॥
মাধবপুরীর কথা কহিয়াকহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু সর্ব্ব-গণ লৈয়া॥
প্রভু বোলে "মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি।
ভক্তি হয় গোবিন্দে, ভোজন কৈলে ইথি॥"

এইমত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন॥
তবে দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য মালা।
প্রভুর সম্মুখে আনি অদ্বৈত থুইলা * ॥
তবে প্রভু নিত্যানন্দস্বরূপেরে আগে।
দিলেন চন্দন মালা মহা-অনুরাগে।
তবে প্রভু সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে জনেজনে।
শ্রীহস্তে চন্দন মালা দিলেন আপনে॥
শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ।
সভার হইল পরানন্দময় মন॥
উচ্চ করি সভেই করেন হরিধ্বনি।
কিবা সে আনন্দ হৈল কহিতে না জানি॥
অদ্বৈতের যে আনন্দ—অন্ত নাহি তার।
আপনে বৈকুণ্ঠপুরনাথ গৃহে যার॥
এ সকল রঙ্গ প্রভু করিলেন যত।
মনুষ্যের শক্তি † ইহা বর্ণিবেক কত।
একোদিবসের যত চৈতন্যবিহার।
কোটি-বৎসরেও তাহা নারি ‡ বর্ণিবার॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত দূর শক্তি তত দূর উড়ি যায়॥
এইমত চৈতন্যযশের অন্ত নাই।
তিঁহো যত শক্তি দেন সভে তত § গাই'।
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়॥
এ সব কথার অনুক্রম নাহি জানি।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥

* 'মহামত্ত', 'মহানন্দ' বা 'মহাপ্রভু'।
† 'সভার কীর্ত্তন-শ্রম অন্তরে জানিয়া'।
‡ 'শেষে'।

* 'আচার্য্য রহিলা'। † 'শক্যে'।
‡ 'কেহো নারে'।
§ 'তাই সভে' বা 'তত মাত্র'।

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর নমস্কার ।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥
এ সকল পুণ্যকথা যে করে শ্রবণ ।
অবশ্য মিলয়ে তারে * কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে অদ্বৈতগৃহবিলাসবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

জয়জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব-গুরু ।
জয়জয় ভক্তজনবাঞ্ছাকল্পতরু ॥
জয়জয় ন্যাসিমণি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ।
জীব প্রতি কর' প্রভু ! শুভদৃষ্টিপাত ॥
ভক্তগোষ্ঠীসহিতে গৌরাঙ্গ জয়জয় ।
জয়জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু দয়াময় । *
শেষখণ্ডকথা ভাই ! শুন একমনে ।
শ্রীগৌরসুন্দর বিহরিলেন যেমনে † ॥
কথোদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে ।
আইলা কুমারহট্ট—শ্রীবাসমন্দিরে ॥
কৃষ্ণধ্যানানন্দে বসি আছেন শ্রীবাস ।
আচম্বিতে ধ্যানফল সম্মুখে প্রকাশ ॥
নিজ প্রাণনাথ দেখি শ্রীবাসপণ্ডিত ।
দণ্ডবত হইয়া হইয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥
শ্রীচরণ-বক্ষে করি পণ্ডিত-ঠাকুর ।
উচ্চস্বরে দীর্ঘশ্বাসে কান্দেন প্রচুর ॥
গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবাসেরে করি কোলে ।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নিজ-প্রেমজলে ॥
সুকৃতি শ্রীবাসগোষ্ঠী প্রভুর † প্রসাদে ।
সভে প্রভু দেখি ঊর্দ্ধবাহু করি কান্দে ॥
বৈকুণ্ঠনায়ক গৃহে পাইয়া শ্রীবাস ।
হেন নাহি জানেন কি জন্মিল উল্লাস ॥
আপনে মাথায় করি উত্তম আসন ।
দিলেন, বসিলা তথি কমললোচন ॥
চতুর্দ্দিগে বসিলেন পারিষদগণ ।
সভেই গায়েন কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ ॥
গৃহে জয়কার করে পতিব্রতাগণ ।
আনন্দস্বরূপ হৈল শ্রীবাসভবন ॥
প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর ।
বার্ত্তা পাই আইলেন আচার্য্য-পুরন্দর ॥
তাহানে দেখিয়া প্রভু 'পিতা' করি বোলে ।
মহাপ্রেমে প্রভু ‡ তানে করিলেন কোলে ॥
পরম সুকৃতি সে আচার্য্য-পুরন্দর ।
প্রভু দেখি কান্দে অতি হই অসম্বর ॥
বাসুদেবদত্ত আইলেন সেইক্ষণে ।
শিবানন্দসেন-আদি আপ্তবর্গসনে § ॥

---

* 'মহাশয়' । † 'বিহরেন যেন-মনে' ।

* 'যে বা পড়ে তারে মিলে' । † 'চৈতন্য'-।
‡ 'প্রেমাবেশে মত্ত' । § 'ভক্তগণ-সনে' বা 'যত আপ্তগণে' ।

প্রভুর পরম প্রিয়—বাসুদেবদত্ত।
প্রভুর কৃপায় সে জানেন সর্ব্ব তত্ত্ব ॥
জগতের হিতকারী—বাসুদেবদত্ত।
সর্ব্বভূতে কৃপালু—চৈতন্যরসে মত্ত ॥
গুণগ্রাহী আদোষদরশী সভা' প্রতি।
ঈশ্বরে বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতি মতি ॥
বাসুদেবদত্ত দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
কোলে করি কান্দিতে লাগিলা বহুতর * ॥
বাসুদেবদত্ত ধরি প্রভুর চরণ।
উচ্চস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
বাসুদেব কান্দিতে কে আছে হেন জন।
শুষ্ক-কাষ্ঠ পাষাণ যে না করে ক্রন্দন ॥
বাসুদেবদত্তের যতেক গুণসীমা।
বাসুদেবদত্ত বিনু নাহিক উপমা ॥
হেন সে প্রভুর প্রীতি দত্তের বিষয়।
প্রভু বোলে "আমি বাসুদেবের নিশ্চয় ॥"
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বোলে বারবার।
"এ শরীর বাসুদেবদত্তের আমার ॥
দত্ত আমা' যথা বেচে তথাই বিকাই।
সত্যসত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই ॥
বাসুদেবদত্তের বাতাস যার গা'য়।
লাগিয়েছে, তারে কৃষ্ণ রক্ষিব সদায় ॥ †
সত্য আমি কহি—শুন বৈষ্ণবমণ্ডল।
এ দেহ আমার—বাসুদেবের কেবল ॥"
বাসুদেবদত্তেরে প্রভুর কৃপা শুনি।
আনন্দে বৈষ্ণবগণ করে জয়ধ্বনি ‡ ॥

ভক্ত বাঢ়াইতে গৌরসুন্দর সে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে ॥
এইমত রঙ্গে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরে।
কথোদিন রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে ॥
শ্রীবাস রামাই—দুই ভাই গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীবৈকুণ্ঠরায় ॥
চৈতন্যের অতিপ্রিয়—শ্রীবাস রামাঞি।
দুই চৈতন্যের দেহ, দ্বিধা কিছু নাঞি ॥
সঙ্কীর্ত্তন-ভাগবতপাঠ-ব্যবহারে। *
বিদূষক-লীলায় কি অশেষ-প্রকারে ॥
জন্মায়েন প্রভুর সন্তোষ শ্রীনিবাস।
যার ঘরে প্রভুর সর্ব্বাদ্য-পরকাশ † ॥

একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিতে।
ব্যবহার-কথা কিছু কহেন নিভৃতে ॥
প্রভু বোলে "তুমি দেখি কোথাও না যাও।
কেমতে বা কুলাইবা, কেমতে কুলাও ॥"
শ্রীবাস বোলেন "প্রভু! কোথাও যাইতে।
নাহি লয় মোর চিত্ত, বলিলুঁ তোমাতে ॥"
প্রভু বোলে "পরিবার‡ অনেক তোমার।
নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইব সভার ॥"
শ্রীবাস বোলেন "যার অদৃষ্টে যে থাকে।
সে-ই হইবেক, মিলিবেক যে-তে পাকে ॥"
প্রভু বোলে "তুমি তবে করহ সন্ন্যাস।"
"ইহা না পারিমু মুঞি" বোলে শ্রীনিবাস ॥
প্রভু বোলে "সন্ন্যাসগ্রহণ না করিবা'।
ভিক্ষা করিতেও কারো দ্বারে না যাইবা ॥

* 'লাগিলেন কান্দিতে নির্ভর'।
† 'লাগয়ে তাহাকে কৃষ্ণ রাখে সর্ব্বথায় (সর্ব্ব-দায়)'।
‡ 'সব করে হরিধ্বনি'।

* 'সঙ্কীর্ত্তনে ভাগবত পড়ে বারে বারে'।
† 'মহাপ্রভুর সর্ব্বাদ্য প্রকাশ'।
‡ 'পরিকর'।

কেমতে করিবা পরিবারের পোষণ।
কিছুই ত না বুঝোঁ মুঞি তোমার বচন ॥
এ কালে ত কোথাও না গেলে না আইলে।
ঘটমাত্র দ্বারে আসি কাহুকে না * মিলে ॥
না মিলিল যদি আসি তোমার দুয়ারে।
তবে তুমি কি করিবা? বোল দেখি মোরে ॥"
শ্রীবাস বোলেন হাথে তিন তালি দিয়া।
"এক দুই তিন এই কহিলুঁ ভাঙ্গিয়া ॥"
প্রভু বোল "এক দুই তিন যে করিলা।
কি অর্থ ইহার কহ কেনে তালি দিলা ॥"
শ্রীবাস বোলেন "এই দঢ়ান আমার।
তিন-উপাসেও যদি না মিলে আহার ॥
তবে সত্য কহোঁ—ঘট বান্ধিয়া গলায়।
প্রবেশ করিমু মুঞি † সর্ব্বথা গঙ্গায় ॥"
এইমাত্র শ্রীবাসের শুনিঞা বচন ॥
উঠিলা হুঙ্কার করি শ্রীশচীনন্দন।
প্রভু বোলে "কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস!
তোর কি অন্নের দুঃখে হইব উপাস ॥
যদি কদাচিত বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে।
তথাপিহ দারিদ্র নহিব তোর ঘরে ॥
আপনে যে গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছোঁ মুঞি।
তাহো কি শ্রীবাস! এবে পাসরিলি‡ তুঞি ॥

তথাহি (শ্রীগীতাসু ৯।২২)—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ-ক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥" ১ ॥

টীকা।

অথ ভক্তানাং বিশেষং নিরূপয়তি, অনন্যা ইতি। যে জনাঃ, অনন্যাঃ—মদেকপ্রয়োজনাঃ মাং, চিন্তয়ন্তঃ—ধ্যায়ন্তঃ, পরি—পরিতঃ—কল্যাণগুণরত্নাকরতয়া বিচিত্রাদ্ভুতলীলাপীযূষাকরতয়া দিব্যবিভূত্যাকরতয়া চ, উপাসতে—ভজন্তি, তেষাং, নিত্যং—সর্ব্বদৈব, ময়ি, অভিযুক্তানাং—বিস্মৃতদেহযাত্রাণাম্, অহমেব, যোগক্ষেমম্—অপ্রাপ্তাহরণং তৎসংরক্ষণঞ্চ, বহামি; অত্র করোমীত্যনুক্ত্বা বহামী ত্যুক্তিস্তু 'তৎপোষণভারো মযৈব বোঢ়ব্যো গৃহস্থেন। কুটুম্বপোষণভারঃ' ইতি—ব্যনক্তি ॥১॥

অনুবাদ।

যে সকল লোক একমাত্র আমারই কামনায় আমারই ধ্যান করিতে করিতে সর্ব্বতোভাবে আমারই উপাসনা করেন, সকল সময়ে এবং সকল প্রকারে আমাতেই অনুরক্ত—সেই সকল লোকের যোগ ও ক্ষেম আমিই বহন করিয়া থাকি ॥ ১ ॥

"যে যে জনে চিন্তে' মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভক্ষ্য * দেঙ মুঞি মাথায় বহিয়া ॥
যেই মোরে চিন্তে', নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তারে ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে ॥
মোর সুদর্শনচক্রে রাখে মোর দাস।
মহাপ্রলয়েও যার নাহিক বিনাশ ॥
যে মোহোর দাসেরেও † করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করোঁ মুঞি পোষণ পালন ॥
সেবকের দাস সে মোহোর প্রিয় ‡ বড়।
অনায়াসে সে-ই সে মোহোরে পায় § দঢ় ॥

* 'দুয়ারে আসিয়া কারে'। † 'প্রভু!'।
‡ 'পাসরিলি দেখি'।

* 'ভিক্ষা'। † 'যে মোর দাসের দাস'।
‡ 'দাসী দাস আমা হৈতে'।
§ 'মোরে সে-ই পাইবেক'।

কোন্ চিন্তা মোর সেবকের 'ভক্ষ্য' করি।
মুঞি যার পোষ্টা আছোঁ সকল উপরি॥
সুখে শ্রীনিবাস! তুমি বসি থাক ঘরে।
আপনি আসিব সব* তোমার দুয়ারে॥ †
অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর।
'জরাগ্রস্ত নহিব দোঁহার কলেবর'॥"
রামপণ্ডিতেরে ডাকি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রভু বোলে "শুন রাম! আমার উত্তর॥
জ্যেষ্ঠভাই-শ্রীবাসেরে তুমি সর্ব্বথায়।
সেবিবে ঈশ্বরবুদ্ধ্যে আমার আজ্ঞায়॥
প্রাণসম তুমি ‡ মোর, শ্রীরাম § পণ্ডিত!
শ্রীবাসের সেবা ¶ না ছাড়িবা কদাচিত॥"
শুনিঞা প্রভুর বাক্য শ্রীবাস শ্রীরাম।
অন্ত নাহি আনন্দে, হইলা পূর্ণকাম॥
অদ্যাপিহ শ্রীবাসেরে চৈতন্যকৃপায়।
দ্বারে সব উপসন্ন হৈতেছে লীলায়॥
কি কহিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
ত্রিভুবন হয় যার স্মরণে পবিত্র॥
সত্য সেবিলেন চৈতন্যেরে শ্রীনিবাস।
যার ঘরে চৈতন্যের সকল বিলাস॥
হেন রঙ্গে শ্রীবাসমন্দিরে গৌররায়।
রহিলেন কথোদিন শ্রীবাস-ইচ্ছায়॥
ঠাকুর পণ্ডিত সর্ব্বগোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ভাসেন প্রভু দেখিতেদেখিতে॥

* 'মিলিব আসি'।
† 'আপনে আসিয়া সব মিলিবে তোমারে'।
‡ 'প্রাণের সমান'। § 'শ্রীবাস'।
¶ 'শ্রীবাসেরে তুমি'।

কথোদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানীহাটী—রাঘবমন্দিরে॥
কৃষ্ণকার্য্যে আছেন * শ্রীরাঘবপণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত॥
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘবপণ্ডিত।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত॥
দৃঢ় করি ধরি রমাবল্লভ-চরণ।
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন॥
প্রভুও রাঘবপণ্ডিতেরে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের † জলে॥
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘবশরীরে।
কোন্ বিধি করিবেন তাহা নাহি স্ফুরে॥
রাঘবের ভক্তি দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
রাঘবেরে করিলেন শুভদৃষ্টিপাত॥
প্রভু বোলে "রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া॥
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব-আলয়॥"
হাসি বোলে প্রভু "শুন রাঘবপণ্ডিত।
কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত॥"
আজ্ঞা পাই শ্রীরাঘব পরমসন্তোষে।
চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেমরসে॥
চিত্তবৃত্তি যতেক মানস আপনার।
সেইরূপে পাক বিপ্র করিলা অপার॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে আর যত আপ্তগণ॥
ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত।
সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে' একান্ত ‡॥

* 'আছিলা'। † 'প্রেমানন্দ'-। ‡ 'নিতান্ত'।

প্রভু বোলে "রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক॥"
রাঘবো প্রভুর প্রীত শাকেতে জানিঞা।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞা॥
এইমত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন আসি প্রভু করি আচমন॥
রাঘবমন্দিরে শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
গদাধরদাস ধাই আইলা সত্বর॥
প্রভুর পরম প্রিয়—গদাধরদাস।
ভক্তিসুখে পূর্ণ যার বিগ্রহ প্রকাশ॥
প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে। *
শ্রীচরণ তুলিয়া † দিলেন তান শিরে॥
পুরন্দরপণ্ডিত পরমেশ্বরদাস।
যাহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥
সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে।
প্রভু দেখি প্রেমযোগে কান্দে দুইজনে ‡॥
রঘুনাথবৈদ্য আইলেন ততক্ষণে।
পরম বৈষ্ণব §, অন্ত নাহি যার গুণে॥
এইমত যথা যত বৈষ্ণব আছিলা।
সভেই প্রভুর স্থানে আসিয়া মিলিলা॥
পানীহাটীগ্রামে হৈল পরম-আনন্দ।
আপনে সাক্ষাতে যথা প্রভু গৌরচন্দ্র॥
রাঘবপণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর ¶।
নিভৃতে করিলা কিছু রহস্য-উত্তর ‖॥
"রাঘব! তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন্ আমারে।
সে-ই করি আমি, এই বলিল তোমারে॥
আমার সকল কর্ম্ম—নিত্যানন্দ-দ্বারে।
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে॥
যেই আমি, সে-ই নিত্যানন্দ, ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব * জানিবা এথাই॥
মহাযোগেন্দ্রেরো যাহা পাইতে দুর্ল্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা হইব সুলভ॥
এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ—যেহেন † ভগবান্॥"
মকরধ্বজকর প্রতি শ্রীগৌরচন্দ্র।
বলিলেন "সেবিহ রাঘবপদদ্বন্দ্ব॥
রাঘবপণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার।
সে কেবল সুনিশ্চয় জানিহ আমার॥"
হেনমতে পানীহাটী-গ্রাম ধন্য করি।
আছিলেন কথোদিন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥
শুনিঞা তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
'বোল বোল' বোলে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করেন সদায়॥
সেহো বিপ্র পঢ়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া ‡॥
ভক্তির মহিমা-শ্লোক শুনিতেশুনিতে।
পুনঃপুন আছাড় পড়েন পৃথিবীতে॥

---

* 'প্রভু দেখি ভক্তবত গদাধর করে'। † 'প্রভু শ্রীচরণ তুলি'। ‡ 'করেন ক্রন্দনে'। § 'ধার্ম্মিক'। ¶ 'প্রভু গৌরচন্দ্র'। ‖ 'প্রবন্ধ'।

* 'শেষে'। † 'যেন সাক্ষাৎ'। ‡ 'বাহ্য পসারিয়া'।

হেন সে করেন প্রভু প্রেমার প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোকে পায় * ত্রাস ॥
এইমত রাত্রি তিনপ্রহর-অবধি।
ভাগবত শুনিঞা নাচিলা গুণ†-নিধি ॥
বাহ্য পাই বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে বিপ্রেরে করিলেন আলিঙ্গন ॥
প্রভু বোলে 'ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে ॥
এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'।
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য ॥"
বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি।
সভে করিলেন মহা-জয়-হরি-ধ্বনি ॥
এইমত প্রতি-গ্রামেগ্রামে গঙ্গাতীরে।
রহিয়ারহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে ॥
সভারি করিয়া মনোরথ পূর্ণ কাম।
পুন আইলেন প্রভু নীলাচল-ধাম ॥
গৌড়দেশে পুনর্ব্বার প্রভুর বিহার।
ইহা যে শুনয়ে তার দুঃখ নহে আর ॥
সর্ব্ব নীলাচল-দেশে উপজিল ধ্বনি।
'পুন আইলেন প্রভু ন্যাসি‡চূড়ামণি' ॥
মহানন্দে সর্ব্বলোক 'জয়জয়' বোলে।
"আইলা সচল-জগন্নাথ নীলাচলে ॥"
শুনি সব উৎকলের পারিষদগণ।
সার্ব্বভৌম-আদি আইলেন সেইক্ষণ ॥
চিরদিন প্রভুর বিরহে ভক্তগণ।
আনন্দে প্রভুরে দেখি করেন ক্রন্দন ॥
প্রভুও সভারে মহাপ্রেমে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সভার অঙ্গ নয়নের জলে ॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কাশীমিশ্র-গৃহে কুতূহলে ॥
নিরন্তর নৃত্য গীত আনন্দ-আবেশ।
প্রকাশেন গৌরচন্দ্র, দেখে সর্ব্বদেশ ॥
কখনো নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে।
তিলার্দ্ধেকো বাহ্য নাহি নিজানন্দসুখে ॥
কখনো নাচেন কাশীমিশ্রের-মন্দিরে।
কখনো নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধুতীরে ॥
এইমত নিরন্তর প্রেমের বিলাস।
তিলার্দ্ধেকো অন্য কর্ম্ম নাহিক প্রকাশ ॥
পাণিশঙ্খ বাজিলে উঠেন সেইক্ষণে।
কপাট ফেটিলে * জগন্নাথ-দরশনে ॥
জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম।
অকথ্য অদ্ভুত!—গঙ্গাধারা বহে যেন ॥
দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক।
কারো দেহে আর নাহি রহে দুঃখ শোক ॥
যে-দিগে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি যায়।
সেই-দিগে সর্ব্বলোক 'হরিহরি' গায় ॥
প্রতাপরুদ্রের স্থানে হইল গোচর।
"নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর ॥"
সেইক্ষণে শুনি মাত্র নৃপতি প্রতাপ।
কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ ॥
প্রভুরে দেখিতে সে রাজার বড় প্রীত।
প্রভু সে না দেন দরশন কদাচিত ॥
সার্ব্বভৌম-আদি সভা'স্থানে রাজা কহে।
তথাপি প্রভুরে কেহো না জানায় ভয়ে ॥

* 'লাগে'। † 'হয়া'।
‡ 'আইলেন সর্ব্ব সন্ন্যাসীর' বা 'আইলেন জগন্নাথে জানি'।

* 'পেটিলে' বা 'ফিটিলে'।

রাজা বোলে "তুমিসব ! যদি কর' ভয়।
অগোচরে আমারে দেখাহ মহাশয় ॥"
দেখিয়া রাজার আর্ত্তি সর্ব্বভক্তগণে * ।
সভে মেলি এই যুক্তি ভাবিলেন মনে † ॥
"যে-সময়ে প্রভু নৃত্য করেন আপনে ‡ ।
বাহ্যজ্ঞান দৈবে নাহি থাকয়ে তখনে ॥
রাজাও পরম ভক্ত—সেই অবসরে।
দেখিবেন প্রভুরে, থাকিয়া অগোচরে ॥"
এই যুক্তি সভে কহিলেন রাজাস্থানে।
রাজা বোলে "যে-তে-মতে দেখোঁ মাত্র তানে ॥
দৈবে একদিন নৃত্য করেন ঈশ্বর।
শুনি রাজা একেশ্বর আইলা সত্বর ॥
আড়ে থাকি দেখে রাজা নৃত্য করে প্রভু।
পরম-অদ্ভুত !—যাহা নাহি দেখি § কভু ॥
অবিচ্ছিন্ন কত ধারা বহে শ্রীনয়নে।
কম্প স্বেদ বৈবর্ণ্য পুলক ক্ষণেক্ষণে ॥
হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন ভূমিতে।
হেন নাহি যে বা ত্রাস না পায় দেখিতে ॥
হেন সে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
শুনিএগা প্রতাপরুদ্র ধরেন শ্রবণ ॥
কখনো করেন হেন রোদন বিরহে।
রাজা দেখে পৃথিবীতে যেন নদী বহে ॥
এইমত কত হয় অনন্ত বিকার।
কত যায় কত হয় ¶ লেখা কত ‖ তার ॥
নিরবধি দুই মহাবাহুদণ্ড তুলি।
'হরিবোল' বলিয়া নাচেন কুতূহলী ॥

এইমত নৃত্য প্রভু করি কথোক্ষণে।
বাহ্য প্রকাশিয়া বসিলেন সর্ব্ব-গণে ॥
রাজাও চলিলা অলক্ষিতে সেইক্ষণে।
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য মহানন্দমনে ॥
দেখিয়া অদ্ভুত * নৃত্য অদ্ভুত বিকার।
রাজার মনেতে হৈল সন্তোষ অপার ॥
সবে একখানি মাত্র ধরিলেক মনে।
সেহ তান অনুগ্রহ হইবার কারণে ॥
প্রভুর নাসায় † যত দিব্য-ধারা বহে।
নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লালা হয়ে ॥
ধূলায় লালায় নাসিকার প্রেমধারে।
সকল শ্রীঅঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্ত্তনবিকারে ॥
এ সকল কৃষ্ণভাব না বুঝি নৃপতি।
ঈষত সন্দেহ তান ধরিলেক মতি ॥
কারো স্থানে ইহা রাজা না করি প্রকাশ।
পরমসন্তোষে রাজা গেলা নিজ-বাস ॥
প্রভুরে দেখিয়া রাজা মহাসুখী হৈয়া।
থাকিলেন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া ॥
'আপনে শ্রীজগন্নাথ ন্যাসিরূপ ধরি।
নিজে সঙ্কীর্ত্তনক্রীড়া করে অবতরি ॥'
ঈশ্বর-মায়ায় রাজা মর্ম্ম নাহি ‡ জানে।
সেই প্রভু জানাইতে লাগিলা আপনে ॥
সুকৃতি প্রতাপরুদ্র § রাত্রে স্বপ্ন দেখে।
স্বপ্নে গিয়াছেন জগন্নাথের সম্মুখে ॥
রাজা দেখে—জগন্নাথ-অঙ্গ ধূলাময়।
দুই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গাধারা বয় ॥

* গণ। † 'ভাবে' মনেমন'। ‡ 'কীর্ত্তনে'।
§ 'দেখে'। ¶ 'কত উপজয়ে ভাব'। ‖ নাহি'।

* 'প্রভুর'। † 'নয়নে'।
‡ 'এ মর্ম্ম না'। § 'সেই'।

দুই নাসিকায় * জল পড়ে নিরন্তর।
শ্রীমুখের লালা পড়ে, তিতে কলেবর॥
স্বপ্নে রাজা মনে চিন্তে' "এ কিরূপ লীলা।
বুঝিতে না পারি জগন্নাথের কি খেলা॥"
জগন্নাথ-চরণ স্পর্শিতে রাজা চায় ‡।
জগন্নাথ বোলে "রাজা! এ ত না জুয়ায়॥
কর্পূর কস্তুরী গন্ধ চন্দন কুঙ্কুমে।
লেপিত তোমার অঙ্গ সকল উত্তমে॥
আমার শরীর দেখ—ধূলা-লালা-ময়।
আমা' § পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয়॥
আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিলা।
ঘৃণা কৈলে মোর অঙ্গে দেখি ধূলা লালা॥
সেই ধূলা লালা দেখ সর্ব্বাঙ্গে আমার।
তুমি মহারাজা—মহারাজার কুমার॥
আমারে স্পর্শিতে কি তোমার যোগ্য হয়?"
এত বলি ভৃত্য চা'হি হাসে' দয়াময়॥
সেইক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে।
চৈতন্যগোসাঞি বসি আছেন আপনে॥
সেইমত সকল শ্রীঅঙ্গ ধূলাময়।
রাজারে বোলেন হাসি "এ ত যোগ্য নয়॥
তুমি যে আমারে ঘৃণা করি গেলা মনে।
আর তুমি আমা' পরশিবা কি কারণে॥"
এইমত প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা করি।
হাসেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নরহরি॥
রাজার হইল কথোক্ষণে জাগরণ।
জাগিয়া লাগিলা রাজা করিতে ক্রন্দন॥

"মহা-অপরাধী মুঞি পাপী দুরাচার।
না জানিলুঁ চৈতন্য—ঈশ্বর-* অবতার॥
জীবের বা কোন্ শক্তি তাহানে' জানিতে।
ব্রহ্মাদির মোহ হয় যাঁহার মায়াতে॥
এতেকে ক্ষমহ প্রভু! মোর অপরাধ।
নিজ দাস করি মোরে করহ প্রসাদ॥"
আপনে শ্রীজগন্নাথ—চৈতন্যগোসাঞি।
রাজা জানিলেন, ইথে কিছু ভেদ † নাঞি॥
বিশেষ উৎকণ্ঠা হৈল প্রভুরে দেখিতে।
তথাপি না পারে কেহো দেখা করাইতে॥
দৈবে একদিন প্রভু পুষ্পের উদ্যানে।
বসিয়া আছেন কথো পারিষদ-সনে॥
একাকী প্রতাপরুদ্র গিয়া সেই স্থানে।
দীর্ঘ হই পড়িলেন প্রভুর চরণে॥
অশ্রু কম্প পুলকে রাজার § অন্ত নাঞি।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন সেই-ঠাঞি॥
বিষ্ণুভক্তিচিহ্ন প্রভু দেখিয়া রাজার।
"উঠ" বলি শ্রীহস্ত দিলেন অঙ্গে তাঁর॥
শ্রীহস্তপরশে রাজা পাইয়া চেতন।
প্রভুর চরণ ধরি করেন ক্রন্দন॥
"ত্রাহি ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব্বজীবনাথ।
মুঞি-পাতকীরে কর' শুভ¶দৃষ্টিপাত॥
ত্রাহি ত্রাহি স্বতন্ত্রবিহারি ‖ কৃপাসিন্ধু।
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু।
ত্রাহি ত্রাহি সর্ব্ববেদগোপ্য রমাকান্ত!
ত্রাহি ত্রাহি ভক্তজনবল্লভ একান্ত!

---

* 'শ্রীনাসায়'। † 'তিতি'।
‡ 'যায়'। § 'ইহা'।

* 'না চিনিলুঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। † 'আছয়ে'।
‡ 'দ্বিধা'। § 'পুলক যাহার'।
¶ 'কৃপা'। ‖ 'ভক্তজনে কর'।

ত্রাহি ত্রাহি মহাশুদ্ধসত্ত্বরূপধারি।
ত্রাহি ত্রাহি সঙ্কীর্ত্তনলম্পট মুরারি!
ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাততত্ত্ব-গুণ-নাম!
ত্রাহি ত্রাহি পরমকোমল গুণধাম!
ত্রাহি ত্রাহি অজ-ভব-বন্দ্য-শ্রীচরণ!
ত্রাহি ত্রাহি সন্ন্যাসধর্ম্মের বিভূষণ!
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু।
এই কৃপা কর' নাথ *! না ছাড়িবা কভু॥"
শুনি প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাকুর্ব্বাদ।
তুষ্ট হই প্রভু তানে করিলা প্রসাদ॥
প্রভু বোলে "কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণকার্য্য বিনে তুমি না করিহ আর॥
নিরন্তর গিয়া কর' কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
তোমার রক্ষিতা—বিষ্ণুচক্র-সুদর্শন॥
তুমি সার্ব্বভৌম, আর রামানন্দরায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইলুঁ এথায়॥
সবে একখানি বাক্য করিবা আমার।
মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার॥
এ সে নহে † আমারে প্রচার কর' তুমি।
তবে এথা ছাড়ি সত্য চলিবাঙ আমি॥"
এত বলি আপন গলার মালা দিয়া।
বিদায় দিলেন তানে সন্তোষ হইয়া॥
চলিলা প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা করি শিরে।
দণ্ডবত ‡ পুনঃপুন করিয়া প্রভুরে॥
প্রভু দেখি নৃপতি হইলা পূর্ণকাম।
নিরবধি করেন চৈতন্যপাদ§-ধ্যান॥

* 'মোরে প্রভু'। † 'নহে যদি' বা 'এবে যদি'।
‡ 'প্রদক্ষিণ'। § 'চন্দ্র'।

প্রতাপরুদ্রের প্রভু-সহ দরশন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেমধন॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কীর্ত্তনবিহারকুতূহলে॥
উৎকলে জন্মিয়াছিলা যত অনুচর।
সভে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর॥
শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র—কৃষ্ণসুখের সাগর।
আত্মপদ যারে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর॥
শ্রীপরমানন্দ-মহাপাত্র মহাশয়।
যার তনু শ্রীচৈতন্যভক্তিরসময়॥
কাশীমিশ্র পরম-বিহ্বল কৃষ্ণ*রসে।
আপনে রহিলা প্রভু যাহার আবাসে॥
এইমত প্রভু সর্ব্ব ভৃত্য করি সঙ্গে।
নিরবধি গোঙায়েন সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥
যতযত উদাসীন শ্রীচৈতন্যদাস।
সভে করিলেন আসি নীলাচলে বাস॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু— পরম উদ্দাম।
সর্ব্বনীলাচলে ভ্রমে' মহাজ্যোতির্ধাম॥
নিরবধি পরানন্দরসে উনমত্ত।
লখিতে না পারে কেহো—অবিজ্ঞাততত্ত্ব॥
সদাই জপেন নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দমুখে অন্য॥
যেন রামচন্দ্রে লক্ষ্মণের † রতি মতি।
সেইমত নিত্যানন্দের শ্রীচৈতন্য প্রতি ‡॥
নিত্যানন্দপ্রসাদে সে সকল সংসার।
অদ্যাপিহ গায় শ্রীচৈতন্য-অবতার॥
হেনমতে মহাপ্রভু—চৈতন্য নিতাই।
নীলাচলে বসতি করেন দুই ভাই।

* 'প্রেম'। † 'রামচন্দ্রলক্ষ্মণে'। ‡ 'গতি' বা 'প্রাপ্তি'।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি॥
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহামতি!
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ*প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে।
'মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসা'ব প্রেমসুখে॥'
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম্ম করি।
আপন-উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বোল দেখি আর কে বা করিব উদ্ধার॥
ভক্তিরসদাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে॥
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত † দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর' গিয়া সভার মোচন॥"
আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র সেইক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজ-গণে॥
রামদাস গদাধরদাস মহাশয়।
রঘুনাথ-বৈদ্য-ওঝা—ভক্তিরসময়॥
কৃষ্ণদাসপণ্ডিত পরমেশ্বরদাস।
পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উল্লাস॥
নিত্যানন্দস্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দসঙ্গে সভে করিলা গমন॥

চলিলেন নিত্যানন্দ গৌড়দেশ-প্রতি।
সর্ব্বপারিষদগণ করিয়া সংহতি॥
পথে চলিতেই নিত্যানন্দ-মহাশয়।
সর্ব্ব-পারিষদ করিলেন প্রেমময়॥

* 'অবিলম্বে চল তুমি গৌড়দেশ'। † 'দরিদ্র'।

সভার হইল আত্মবিস্মৃতি অত্যন্ত।
কার দেহে কত ভাব নাহি হয় অন্ত॥
প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস।
তান দেহে হইলেন গোপাল-প্রকাশ॥
মধ্যপথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আছিলা প্রহর-তিন বাহ্য পাসরিয়া॥
হইলা রাধিকাভাব—গদাধরদাসে।
'দধি কে কিনিব?' বলি মহা অট্ট হাসে'॥
রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় মহামতি।
হইলেন মূর্ত্তিমতী যেহেন রেবতী॥
কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরদাস—দুইজন।
গোপাল-ভাবে হৈ হৈ করে সর্ব্বক্ষণ॥ *
পুরন্দরপণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।
'মুঞি রে অঙ্গদ' বলি লাফ দিয়া পড়ে॥
এইমত নিত্যানন্দ—শ্রীঅনন্তধাম।
সভারে দিলেন ভাব পরম-উদ্দাম॥
দণ্ড-পথ ছাড়ি † সভে ক্রোশ দুই চারি।
যায়েন দক্ষিণ-বামে আপনা' পাসরি॥
কথোক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোকস্থানে।
"বোল ভাই! গঙ্গাতীরে যাইব কেমনে॥"
লোক বোলে "হায় হায় ‡ পথ পাসরিলা।
দুই-প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা॥"
লোকবাক্যে ফিরিয়া §যায়েন যথা পথ।
পুন পথ ছাড়িয়া যায়েন সেইমত॥
পুন পথ জিজ্ঞাসা করেন লোক স্থানে।
লোক বোলে "পথ রৈল দশক্রোশ বামে॥"

* 'গোপ-ভাবে হৈ হৈ করেন অনুক্ষণ'।
† 'রাজপথ ছাড়ি' বা 'দণ্ডে পথ চলে'।
‡ 'মহাশয়'। § 'হাসিয়া'।

পুন হাসি * সভেই চলেন পথ যথা।
নিজ দেহ না জানেন, পথের কা † কথা॥
যত দেহধর্ম্ম—ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ।
কাহারো নাহিক—পাই পরানন্দসুখ॥
পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ।
কে বর্ণিব —কে বা জানে—সকলি অনন্ত॥

হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম।
আইলেন গঙ্গাতীরে পানীহাটীগ্রাম॥
রাঘবপণ্ডিতগৃহে সর্ব্বাদ্য আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥
পরম আনন্দ হৈলা রাঘবপণ্ডিত।
শ্রীমকরধ্বজ-কর ‡ গোষ্ঠীর সহিত॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পানীহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল-পার্ষদগণ-সনে॥
নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বই দেহে বাহ্য নাহি আর॥
নৃত্য করিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ক সকল আসি মিলিল সত্বরে॥
সুকৃতি মাধবঘোষ—কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনিয়া নাহি পৃথিবীভিতর॥
যাহারে কহেন—বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দস্বরূপের মহাপ্রিয়তম॥
মাধব গোবিন্দ বাসুদেব—তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর-নিতাই॥
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল॥
নিরবধি 'হরি' বলি করেন হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার॥
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতেনাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ প্রেমরসময় নিত্যানন্দ।
সংসার তারিতে করিলেন শুভারম্ভ॥
যতেক আছয়ে প্রেমভক্তির বিকার।
সব প্রকাশিয়া * নৃত্য করেন অপার॥
কথোক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
আজ্ঞা হৈল অভিষেক করিবার তরে॥
রাঘবপণ্ডিত-আদি পারিষদগণে।
অভিষেক করিতে লাগিলা সেইক্ষণে॥
সহস্রসহস্র ঘট আনি গঙ্গাজল।
নানাগন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল॥
সন্তোষে সভেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
চতুর্দ্দিগে সভেই বোলেন 'হরিহরি'॥
সভেই পড়েন অভিষেকমন্ত্র-গীত।
পরানন্দে সভেই হইলা আনন্দিত॥ †
অভিষেক করাইয়া নূতন বসন।
পরাইয়া লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন॥
দিব্য দিব্য বনমালা তুলসী-সহিতে।
পীন-বক্ষ পূর্ণ করিলেন নানামতে॥
তবে দিব্য-খট্টা স্বর্ণে করিয়া ভূষিত।
সম্মুখে আনিঞা করিলেন উপনীত॥
খট্টায় বসিলা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ॥
জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ।
চতুর্দ্দিগে হৈল মহা-আনন্দ-ক্রন্দন॥

* 'আসি'। † 'কি'। ‡ 'মকরধ্বজকর সব'।

* 'সকল প্রকাশে'।
† 'প্রেমানন্দে সভেই হইলা আনন্দিত' বা 'পরম সন্তোষে সভে হৈলা পুলকিত'।

'ত্রাহি ত্রাহি' সভেই বোলেন বাহু তুলি।
কারো বাহ্য নাহি, সভে মহাকুতুহলী॥
স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দরায়।
প্রেমদৃষ্টি-বৃষ্টি করি সর্ব্বদিগে চা'য়॥
আজ্ঞা করিলেন "শুন রাঘবপণ্ডিত!
কদম্বের মালা গাঁথি * আনহ ত্বরিত॥
বড় প্রীত আমার কদম্বপুষ্প প্রতি।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি॥"
করজোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে।
"কদম্বপুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে॥"
প্রভু বোলে "বাড়ী গিয়া চাহ ভাল-মনে।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোনস্থানে॥"
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইলা দেখি মহা-অনুভব॥
জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি-পরম-অতুল॥
কি অপূর্ব্ব বর্ণ সে বা কি অপূর্ব্ব গন্ধ।
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় সর্ব্ব † বন্ধ॥
দেখিয়া কদম্বপুষ্প রাঘবপণ্ডিত।
বাহ্য দূর গেল, হৈলা মহা আনন্দিত॥
আপনা' সম্বরি মালা গাঁথিয়া সত্বরে।
আনিলেন নিত্যানন্দপ্রভুর গোচরে॥
কদম্বের মালা দেখি নিত্যানন্দরায়।
পরমসন্তোষে মালা ‡ দিলেন গলায়॥
কদম্বমালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব।
বিহ্বল হইলা দেখি মহা-অনুভব॥
আর মহা-আশ্চর্য্য হইল কথোক্ষণে।
অপূর্ব্ব দনার গন্ধ পায় সর্ব্বজনে॥
দমনকপুষ্পের সুগন্ধে মনো হরে'।
দশদিগ ব্যাপ্ত হৈল সকল মন্দিরে॥
হাসি নিত্যানন্দ বোলে "আরে ভাইসব!
বোল দেখি কি গন্ধের পাও অনুভব॥"
করজোড় করি সভে লাগিলা কহিতে।
"অপূর্ব্ব দনার গন্ধ পাই চারিভিতে॥"
সভার বচন শুনি নিত্যানন্দরায়।
কহিতে লাগিলা গোপ্য পরমকৃপায়॥
প্রভু বোলে "শুন সভে পরম রহস্য।
তোমরা সকল ইহা জানিবা অবশ্য॥
চৈতন্যগোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন॥
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক-মালা।
একবৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা॥
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য-দমনক-গন্ধে।
চতুর্দ্দিগে পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে॥
তোমা'সভাকার নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে।
আপনে আইসে * প্রভু নীলাচল হৈতে॥
এতেকে তোমরা সর্ব্ব কার্য্য পরিহরি।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' গাও আপনা' পাসরি॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে।
সভার শরীর পূর্ণ হউ প্রেম†রসে॥"
এত বলি 'হরি' বলি করয়ে হুঙ্কার।
সর্ব্বদিগে কৃষ্ণপ্রেম ‡ করিলা বিস্তার॥
নিত্যানন্দস্বরূপের প্রেমদৃষ্টিপাতে।
সভার হইল আত্মবিস্মৃতি দেহেতে॥
শুনশুন আরে ভাই! নিত্যানন্দশক্তি।
যেরূপে দিলেন সর্ব্বজগতেরে ভক্তি॥

* 'আট'। † 'ভব-'। ‡ 'তুলি'।

* 'আইলা'। † 'কৃষ্ণ'। ‡ 'প্রেমদৃষ্টি'।

যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে ॥
নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে ।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে ॥
কেহো গিয়া বৃক্ষের উপর-ডালে চঢ়ে ।
পাতেপাতে বেড়ায়, তথাপি নাহি পড়ে ॥
কেহোকেহো প্রেম*সুখে হুঙ্কার করিয়া ।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ দিয়া ॥
কেহো বা হুঙ্কার করি বৃক্ষমূল ধরি ।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি 'হরিহরি' ॥
কেহ বা গুবাক-† বনে যায় রড় দিয়া ।
গাছ-পাঁচ-সাত গুয়া একত্র করিয়া ॥
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল ।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল ॥
অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম, পুলক, হুঙ্কার ।
স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ্য, গর্জ্জন, সিংহসার ॥
শ্রীআনন্দ‡মূর্চ্ছা-আদি যত প্রেম§ভাব ।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ-অনুরাগ ॥
সভার শরীরে পূর্ণ হইল সকল ।
হেন নিত্যানন্দস্বরূপের প্রেম-বল ॥
যেদিগে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয় ।
সেই-দিগে মহাপ্রেমভক্তিবৃষ্টি ¶ হয় ।
যাহারে চা'হেন, সে-ই প্রেমে মূর্চ্ছা পায় ॥
বস্ত্র না সম্বরে', ভূমি পড়ি ‖ গড়ি যায় ।
নিত্যানন্দস্বরূপেরে ধরিবারে যায় $ ।
হাসে' নিত্যানন্দপ্রভু বসিয়া খট্টায় ॥

যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান ।
সভারে হইল সর্ব্ব-শক্তি-অধিষ্ঠান ॥
সর্ব্বজ্ঞতা বাক্যসিদ্ধ হইল সভার ।
সভে হইলেন যেন কন্দর্প-আকার ॥
সভে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া ।*
সে-ই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া ॥
এইমত পানীহাটীগ্রামে তিন-মাস ।
করে নিত্যানন্দপ্রভু ভক্তির বিলাস † ॥
তিন-মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে ।
দেহ-ধর্ম্ম তিলার্দ্ধেকো কাহারো না স্ফুরে ॥
তিন-মাস কেহো নাহি করিল আহার ।
সবে প্রেমসুখে নৃত্য বই নাহি আর ॥
পানীহাটীগ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ ।
চারিবেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক ॥
একোদণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত ।
তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কার্ কত ॥
ক্ষণেক্ষণে আপনে করেন নৃত্যরঙ্গ ।
চতুর্দ্দিগে লই সব পারিষদসঙ্গ ॥
কখনো বা আপনে বসিয়া বীরাসনে ।
নাচায়েন সকল সেবক জনেজনে ॥
একো সেবকের নৃত্যে হেন রঙ্গ হয় ।
চতুর্দ্দিগে দেখি যেন প্রেমবন্যাময় ॥
মহাঝড়ে পড়ে যেন কদলক-বন ।
এইমত প্রেমসুখে পড়ে সর্ব্বজন ॥
আপনে যেহেন‡ মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ।
সেই§মত করিলেন সর্ব্বভক্তবৃন্দ ॥

* 'কেহো ত পরম' । † 'গুয়ার' ।
‡ 'মহানন্দ' বা 'মহানন্দে' । § 'আছে' ।
¶ 'মহা প্রেমবৃষ্টিময়' বা 'দেখে প্রেমধারাবৃষ্টি' ।
‖ 'ভূমে পড়া' । $ 'ধরিয়া বেড়ায়'

* 'যেই সভে সভারে পরশে' মত্ত হৈয়া' ।
† 'প্রেমের প্রকাশ' । ‡ 'আপনেই যেন' ।
§ 'এই' ।

নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন করেন লইয়া সর্ব্ব-গণ ॥
হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে।
সে-ই হয় বিহ্বল যে আইসে দেখিতে ॥
যে সেবক যখন যে ইচ্ছা করে মনে।
সে-ই আসি উপসন্ন হয় সেই* ক্ষণে ॥
এইমত পরানন্দ প্রেমসুখরসে।
ক্ষণ হেন কেহো না জানিল তিন-মাসে ॥
তবে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কথোদিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে ॥
ইচ্ছামাত্র সর্ব্ব-অলঙ্কার সেইক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হইল বিদ্যমানে ॥
সুবর্ণ রজত মরকত † মনোহর।
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রস্তর ‡ ॥
মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার।
সুকৃতিসকলে দিয়া করে নমস্কার ॥
কথো বা নির্ম্মিত § কথো করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিলেন অলঙ্কার—যেন ইচ্ছা তান ॥
দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়।
পুষ্ট করি পরিলেন আত্ম-ইচ্ছাময় ॥
সুবর্ণমুদ্রিকা রত্নে করিয়া খিচন।
দশ-শ্রীঅঙ্গুলে শোভা করে বিভূষণ ॥
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্য হার।
মণি-মুক্তা প্রবালাদি—যত সর্ব্বসার ॥
রুদ্রাক্ষ বিরাল-অক্ষ সুবর্ণ রজতে।
বান্ধিয়া ধরিলা কণ্ঠে মহেশের প্রীতে ॥
মুক্তা-কসা-সুবর্ণ করিয়া সুরচন।
দুই শ্রুতিমূলে শোভে পরম শোভন ॥
পাদপদ্মে রজত-নূপুর বিলক্ষণ।
তদুপরি মল্ল শোভে* জগতমোহন ॥
শুক্ল পট্ট নীল পীত—বহুবিধ বাস।
অপূর্ব্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস ॥
মালতী মল্লিকা যূথী চম্পকের মালা।
শ্রীবক্ষে করয়ে দোল-আন্দোলন-খেলা ॥
গোরোচনা-সহিত চন্দন দিব্যগন্ধে।
বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে ॥
শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পট্টবাস।
তদুপরি নানাবর্ণ-মাল্যের বিলাস ॥
প্রসন্ন শ্রীমুখ—কোটি শশধর জিনি।
হাসিয়া করেন নিরবধি হরিধ্বনি ॥
যে-দিগে চা'হেন দুই কমল-নয়নে।
সেই-দিগ প্রেমরসে ভাসে সেইক্ষণে † ॥
রজতের প্রায় লৌহদণ্ড সুশোভন।
দুই দিগে করি তথি সুবর্ণ বন্ধন ॥
নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভে করে।
মুষল ধরিলা যেন প্রভু হলধরে ॥
পারিষদো সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ, বলয়, মল্ল, নূপুর, সু-হার ॥
শিঙ্গা, বেত্র, বংশী, ছাঁদডোড়ি গুঞ্জামালা।
সভে ধরিলেন গোপালের অংশ-কলা ॥
এইমত নিত্যানন্দ স্বানুভাবরঙ্গে।
বিহরেন সকল পার্ষদ করি সঙ্গে ॥
তবে প্রভু সকল পার্ষদগণ মেলি।
ভক্ত-গৃহেগৃহে করে ‡ পর্য্যটনকেলি ॥

* 'সর্ব্ব'। † 'কসা যত' বা 'সব কত'।
‡ 'বস্তর' § 'সকল পুঁথিতেই 'নির্ম্মাণ' পাঠ আছে।

* 'বঙ্ক'। † 'সর্ব্বজনে'। ‡ 'গৃহে করে প্রভু'।

জাহ্নবীর দুই * কূলে যত আছে গ্রাম।
সর্ব্বত্র ফিরেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম ॥
দরশন-মাত্র সর্ব্বজীব মুগ্ধ † হয়।
নাম তনু ‡ দুই—নিত্যানন্দরসময় ॥
পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি।
সর্ব্বস্ব দিবারে সেইক্ষণে লয় মতি ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের শরীর § মধুর।
সভারেই কৃপাদৃষ্টি করেন প্রচুর ॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেকো না যায় ব্যর্থ সঙ্কীর্ত্তন বিনে ॥
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় শতশত জন ॥
গৃহস্থের শিশু সব কিছুই না জানে।
তাহারাও মহা-মহা-বৃক্ষ ধরি টানে ॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।
"মুঞি রে গোপাল" বলি বেড়ায় ধাইয়া ॥
হেন সে সামর্থ্য একো শিশুর শরীরে।
শতজনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে ॥
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ" বলি।
সিংহনাদ করে শিশু হই কুতূহলী ॥
এইমত নিত্যানন্দ—বালকজীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥
মাসেকেও একো শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ।
সভার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ ॥

* 'কূলে'। † 'মগ্ন'।
‡ 'তত্ত্ব'। § 'সর্ব্বত্র'।

পুত্রপ্রায় করি প্রভু সভারে ধরিয়া *।
করায়েন ভোজন আপনে হস্ত দিয়া ॥ †
কারেও বা ‡ বান্ধিয়া রাখেন নিজ পাশে।
মারেন বান্ধেন—তভু § অট্টঅট্ট হাসে' ॥
একদিন গদাধরদাসের মন্দিরে।
আইলেন, তান প্রীতি করিবার তরে ॥
গোপীভাবে গদাধরদাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময় ॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকেন "কে কিনিবে ¶ গো-রস ॥"
শ্রীবালগোপালমূর্ত্তি তান দেবালয়।
আছেন পরমলাবণ্যের সমুচ্চয় ॥
দেখি বালগোপালের মূর্ত্তি মনোহর।
প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর ॥
অনন্তেহৃদয়ে দেখি শ্রীবালগোপাল।
সর্ব্বজনে হরিধ্বনি করেন বিশাল ॥
হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ-মল্ল-রায়।
করিতে লাগিলা নৃত্য গোপাল-লীলায় ॥
দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দঘোষ।
শুনি অবধূতসিংহ পরমসন্তোষ ॥
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন দিব্য-ধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূতমণি ॥
সুকৃতি শ্রীগদাধরদাস করি সঙ্গে।
দানখণ্ড-নৃত্য প্রভু করে নিজ ‖ রঙ্গে ॥
গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধরদাসে।
নিরবধি আপনারে 'গোপী' হেন বাসে' ॥

* 'নিজ হস্ত দিয়া'। † 'কারন ভোজন পান আপনে ধরিয়া'। ‡ 'কাহকে বা'। § 'মারণে বন্ধনে মহা'।
¶ 'কে নিবেক'। ‖ 'নানা'।

দানখণ্ডলীলা শুনি * নিত্যানন্দরায়।
যেনৃত্য করেন, তাহা বর্ণন † না যায়॥
প্রেমভক্তিবিকারের যত আছে নাম।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অনুপাম॥
বিদ্যুতের প্রায় নৃত্যগতির ভঙ্গিমা।
কিবা সে অদ্ভুত ভুজ-চালন মহিমা॥
কিবা সে নয়নভঙ্গী, কি সুন্দর হাস।
কিবা সে অদ্ভুত শির-কম্পন-বিলাস ‡॥
একত্র করিয়া দুই চরণ সুন্দর।
কিবা জোড়েজোড়ে লাফ দেন মনোহর॥
যে-দিগে চা'হেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে।
সেই-দিগে স্ত্রী-পুরুষে কৃষ্ণসুখে ভাসে॥
হেন সে করেন কৃপা দৃষ্টি অতিশয় §।
পরানন্দে দেহ-স্মৃতি কারো না থাকয়॥
যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীন্দ্রাদি-মুনিগণে।
নিত্যানন্দপ্রসাদে তা' ভুঞ্জে যে-তে-জনে॥
হস্তিসম জন না খাইলেন তিন দিন।
চলিতে না পারে, দেহ হয় অতি ক্ষীণ॥
একমাস একো শিশু না করে আহার।
তথাপিহ সিংহপ্রায় সর্ব্ব ব্যবহার॥
হেন শক্তি ¶ প্রকাশেন নিত্যানন্দরায়।
তথাপি না বুঝে কেহো চৈতন্যমায়ায়॥
এইমত কথোদিন প্রেমানন্দ ‖ রসে।
গদাধরদাসের মন্দিরে প্রভু বসে॥
বাহ্য নাহি গদাধরদাসের শরীরে।
নিরবধি 'হরিবোল' বোলায় সভারে॥

সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুর্ব্বার।
কীর্ত্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার॥
পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয়।
নিশাভাগে গেলা সেই কাজীর আলয়॥
যে কাজীর ভয়ে লোক পলায় অন্তরে।
নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তার ঘরে॥
নিরবধি হরি-ধ্বনি করিতেকরিতে।
প্রবিষ্ট হইলা গিয়া কাজীর বাড়ীতে॥
দেখে মাত্র রহিয়া কাজীর সর্ব্ব-গণে।
কাহারো বলিতে কিছু না আইসে বদনে॥
গদাধর বোলে "অরে! কাজী বেটা কোথা।
ঝাট 'কৃষ্ণ' বোল, নহে ছিণ্ডোঁ এই* মাথা॥"
অগ্নি-হেন ক্রোধে কাজী হইল বাহির।
গদাধরদাস দেখি মাত্র হৈল স্থির॥
কাজী বোলে "গদাধর! তুমি কেনে এথা?"
গদাধর বোলেন "আছয়ে কিছু কথা॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি।
জগতের মুখে বোলাইলা 'হরিহরি'॥
সবে তুমি মাত্র নাহি বোল হরিনাম।
তাহা বোলাইতে আইলাঙ তোমা'স্থান॥
পরম-মঙ্গল হরি-নাম বোল তুমি।
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি॥"
যদ্যপিহ কাজী মহা-হিংসক-চরিত।
তথাপি না বোলে কিছু, হইল স্তম্ভিত॥
হাসি বোলে কাজী "শুন দাস-গদাধর!
কালি বলিবাঙ 'হরি' আজি যাহ ঘর॥"
হরিনাম মাত্র শুনিলেন তার মুখে।
গদাধরদাস পূর্ণ হৈলা প্রেমসুখে॥

* '-রসে'। † 'বর্ণিল'।
‡ 'সব কম্পের প্রকাশ'। § 'মহাশয়'।
¶ 'ভক্তি'। ‖ 'পরানন্দ'।

* 'তার' বা 'তোর'।

গদাধরদাস বোলে "আর কালি কেনে ।
এই ত বলিলা 'হরি' আপন বদনে ॥
আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণে ।
যখনে করিলা হরিনামের গ্রহণে ॥"
এত বলি পরম-উন্মাদি-গদাধর ।
হাথে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর ॥
কথোক্ষণে আইলেন আপন * মন্দিরে ।
নিত্যানন্দ-অধিষ্ঠান যাহার শরীরে ॥

এইমত গদাধরদাসের মহিমা ।
চৈতন্য-পার্ষদ-মধ্যে † যাঁহার গণনা ॥
যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে ।
পাইলেই মাত্র জাতি লয় সেইক্ষণে ॥ ‡
হেন জন পাসরিল সর্ব্ব হিংসাধর্ম্ম ।
ইহারে সে বলি—কৃষ্ণ-আবেশের কর্ম্ম ॥
সত্য কৃষ্ণভাব হয় যাহার শরীরে ।
অগ্নি-সর্প-ব্যাঘ্রেও § লঙ্ঘিতে নারে তারে ॥
ব্রহ্মাদিরো অভীষ্ট সে সব কৃষ্ণভাব ¶ ।
গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ ‖ ॥
ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দরায় ।
দিলেন সকল প্রিয়গণেরে কৃপায় ॥
ভজ ভাই ! হেন নিত্যানন্দের চরণ ।
যাহার প্রসাদে হয় চৈতন্য-শরণ ॥

তবে নিত্যানন্দমহাপ্রভু $ কথোদিনে ।
শচী-আই দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মনে ॥
শুভযাত্রা করিলেন নবদ্বীপ-প্রতি ।
পারিষদগণ সব চলিলা * সংহতি ॥
তবে আইলেন প্রভু খড়দহগ্রামে ।
পুরন্দরপণ্ডিতের দেবালয়স্থানে ॥
খড়দহগ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ-রায় ।
যত নৃত্য করিলেন—কথন † না যায় ॥
পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উন্মাদ ।
বৃক্ষের উপরে চঢ়ি করে সিংহনাদ ॥
বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে ।
ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে ॥
কখনো চঢ়েন সেই ব্যাঘ্রের উপরে ।
কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে ॥
মহা অজগরসর্প লই নিজ কোলে ।
নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে ॥
ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয় ।
হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয় ॥
সেবকবৎসল প্রভু নিত্যানন্দ-রায় ।
ব্রহ্মার দুর্লভ রস ইঙ্গিতে ভুঞ্জায় ॥
চৈতন্যদাসের আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বথা ।
নিরন্তর কহেন আনন্দ-মনঃকথা ॥
দুই তিন দিন মজ্জি জলের ভিতরে ।
থাকেন, কোথাও দুঃখ না হয় শরীরে ॥
জড়প্রায় অলক্ষিত-বেশ-ব্যবহার ।
পরম উদ্দাম সিংহবিক্রম অপার ॥
চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার ।
কত বা কহিতে পারি—সকল অপার ‡ ॥

---

* 'গদাধর আইলা' ।　　† 'পার্ষদে মুখ্য' ।
‡ ইহার পরে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"হেন কাজি দুর্ব্বার দেখিলে জাতি লয় ।
হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয় ।"
§ 'ব্যাঘ্রাদি' ।　　¶ 'যে কৃষ্ণ-অনুভব' ।
‖ 'যেই অনুরাগ সব' ।　　$ 'প্রভু আর' ।

---

* 'হইলা' ।　　† 'কহনে' ।
‡ 'অন্ত নাহি যার' ।

যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস * মুরারিপণ্ডিত।
যার বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত ॥ †
এবে কেহো বোলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
স্বপ্নেহো না বোলে শ্রী‡চৈতন্যগুণগ্রাম ॥
অদ্বৈতের প্রাণনাথ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁর ভক্তিপ্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য ॥
জয় খড়্গ অদ্বৈতের যে চৈতন্য§ভক্তি।
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্বশক্তি ॥
সাধুলোকে অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে'।
কেহো ইহা অদ্বৈতের নিন্দা-হেন বাসে' ॥
সেহো ছার বোলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
সে পাপী কেমনে যায় অদ্বৈতের স্থান ॥
এ পাপীরে 'অদ্বৈতের লোক' বোলে যে।
অদ্বৈতের হৃদয় না জানে কভু সে ॥
রাক্ষসের নাম যেন কহে 'পুণ্যজন'।
এইমত এ সব ¶ চৈতন্যদাসগণ ॥

কথোদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্ব-গণ-সহে ॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষি-স্থান।
জগতে বিদিত সে 'ত্রিবেণীঘাট' নাম ॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত-ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দচরণ ॥
তিন দেবী সেই-স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম ॥
প্রসিদ্ধ 'ত্রিবেণীঘাট'সকল-ভুবনে।
সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় যার দরশনে ॥

নিত্যানন্দমহাপ্রভু পরম-আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ব্ব-বৃন্দে ॥
উদ্ধারণদত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥
কায়-মনো-বাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের সেবা-অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য আর ॥
জন্মজন্ম নিত্যানন্দস্বরূপ ঈশ্বর।
জন্মজন্ম উদ্ধারণো তাঁহার কিঙ্কর ॥
যতেক বণিক্-কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥
বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার ॥
সপ্তগ্রামে প্রতি-বণিকের ঘরেঘরে।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহরে ॥
বণিক্সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ ॥
বণিক্-সভের কৃষ্ণভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥
নিত্যানন্দমহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক্ অধম মূর্খ * যে কৈল উদ্ধার ॥
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দরায়।
গণ-সহ সঙ্কীর্ত্তন করেন লীলায় ॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তনবিহার।
শতবৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া†নগরে।
সেইমত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম-পুরে ॥

---

* 'মহাযোগ্য মহাশয়'।
† 'যাহার বাতাসে কৃষ্ণ পাই সুনিশ্চিত'।
‡ 'বোলে যে' বা 'বোলয়ে'।
§ 'চৈতন্যের'।
¶ 'তাহারা'।

* 'মূঢ়'।
† 'গোকুল'।

রাত্রিদিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভয়।
সর্ব্বদিগ হৈল হরিসঙ্কীর্ত্তনময়॥
প্রতি-ঘরেঘরে প্রতি-নগরে-চত্বরে *।
নিত্যানন্দমহাপ্রভু কীর্ত্তন বিহরে॥
নিত্যানন্দস্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় † জগতে॥
অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ॥
যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার।
ব্রাহ্মণের আপনারে জন্ময়ে ধিক্কার॥
জয়জয় অবধূতচন্দ্র মহাশয়।
যাঁহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয়॥
এইমতে সপ্তগ্রামে, আম্বুয়া-মুলুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দস্বরূপ কৌতুকে॥
তবে কথোদিনে আইলেন শান্তিপুরে।
আচার্য্যগোসাঞি প্রিয়বিগ্রহের ঘরে॥
দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ।
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন্ সুখ॥
'হরি' বলি লাগিলেন করিতে হুঙ্কার।
প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করেন অপার॥
নিত্যানন্দস্বরূপো অদ্বৈত করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দজলে॥
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় হইলা বিবশ ‡।
জন্মিল অত্যন্ত অনির্ব্বচনীয় রস॥ §
দোঁহে দোঁহা ধরি গড়ি যায়েন অঙ্গনে।
দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণে॥

কোটি সিংহ জিনি দোঁহে করে সিংহনাদ।
সম্বরণ নহে দুই-প্রভুর উন্মাদ॥
তবে কথোক্ষণে দুই-প্রভু হৈলা স্থির।
বসিলেন একস্থানে দুই * মহাধীর॥
করজোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি।
সন্তোষে করেন নিত্যানন্দপ্রতি স্তুতি॥
"তুমি নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণগ্রাম॥
সর্ব্ব-জীব-পরিত্রাণ তুমি মহাহেতু।
মহাপ্রলয়েতে তুমি সত্য-ধর্ম্মসেতু॥
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্য বক্ষে † ধর ‡ পূর্ণ শক্তি॥
ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি 'ভক্ত' নাম যার।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সভাকার॥
বিষ্ণুভক্তি সভেই লয়েন তোমা' হৈতে।
তথাপিহ অভিমান না স্পর্শে' তোমাতে॥
পতিতপাবন তুমি দোষদৃষ্টিশূন্য।
তোমারে সে জানে যার আছে বহু পুণ্য॥
সর্ব্বযজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার।
অবিদ্যাবন্ধন খণ্ডে' স্মরণে যাহার॥
যদি তুমি প্রকাশ না কর' আপনারে।
তবে কার্ শক্তি আছে জানিতে তোমারে॥
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর।
সহস্রবদন আদিদেব মহীধর॥
রক্ষ-কুল-হন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র।
তুমি গোপপুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত॥
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে॥

* 'নগরে'। † 'নহে স্থির'। ‡ 'উল্লাসে'।
§ 'বিবশ হইলা দুহুঁ দোঁহার পরশে'।

* 'দুহুঁ'। † 'বক্ষে'। ‡ 'চৈতন্যের ধরহ'।

যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর-সব মনে।
তোমা' হৈতে তাহা পাইবেক যে-তে-জনে॥"
কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা।
আনন্দ-আবেশে পাসরিলেন আপনা'॥
অদ্বৈত সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব।
এ মর্ম্ম জানয়ে কোনকোন মহাভাগ॥
তবে যে কলহ * হের অন্যোহন্যে বাজে।
সে কেবল পরানন্দ, যদি জনে বুঝে॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি যার।
জানিহ—ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি তার॥
হেনমতে দুই মহাপ্রভু নিজরঙ্গে।
বিহরেন † কৃষ্ণকথা-মঙ্গল-প্রসঙ্গে॥
অনেক রহস্য করি অদ্বৈত-সহিত।
অশেষপ্রকারে তান জন্মাইয়া প্রীত॥
তবে অদ্বৈতের স্থানে লই অনুমতি।
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ-প্রতি॥
সেইমত সর্ব্বাদ্যে আইলা আই-স্থানে।
আসি নমস্করিলেন আইর চরণে॥
নিত্যানন্দস্বরূপেরে দেখি শচী আই।
কি আনন্দ পাইলেন—তার অন্ত নাই॥
আই বোলে "বাপ! তুমি সত্য অন্তর্যামী।
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাঙ আমি॥
মোর চিত্ত জানি তুমি আইলা সত্বর।
কে তোমা' চিনিতে পারে সংসারভিতর॥
কথোদিন থাক বাপ! এই নবদ্বীপে।
যেন তোমা' দেখোঁ মুঞি দণ্ডে পক্ষে মাসে॥
মুঞি-দুঃখিতের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
দৈবে তুমি আসিয়াছ দুঃখিত তারিতে॥"
শুনিঞা আইর বাক্য হাসে' নিত্যানন্দ।
যে জানে আইর প্রভাবের আদি অন্ত॥
নিত্যানন্দ বোলে "শুন আই সর্ব্বমাতা *।
তোমারে দেখিতে মুঞি আসিয়াছোঁ এথা॥
মোর ইচ্ছা তোমা' দেখি থাকিব এথায়।
রহিলাঙ নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায়॥"
হেনমতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাষিয়া।
নবদ্বীপে ভ্রমেন আনন্দযুক্ত হৈয়া॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি-ঘরেঘরে।
সব-পারিষদ-সঙ্গে কীর্ত্তন বিহরে॥
নবদ্বীপে আসি মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ।
হইলেন কীর্ত্তনে আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত॥
প্রতি-ঘরেঘরে সব-পারিষদ-সঙ্গে।
নিরবধি বিহরেন সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে॥
পরম মোহন সঙ্কীর্ত্তনমল্ল-বেশ।
দেখিতে সুকৃতি পায় আনন্দ বিশেষ॥
শ্রীমস্তকে শোভে বহুবিধ পট্টবাস।
তদুপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস॥
কণ্ঠে বহুবিধ মণি-মুক্তা-স্বর্ণহার।
শ্রুতিমূলে শোভে মুক্তা কাঞ্চন অপার॥
সুবর্ণের অঙ্গদ বলয় শোভে করে।
না জানি কতেক মালা শোভে কলেবরে॥
গোরোচনা-চন্দনে লেপিত সর্ব্ব অঙ্গ।
নিরবধি বালগোপালের প্রায় রঙ্গ॥
কি অপূর্ব্ব লৌহদণ্ড ধরেন লীলায়।
পূর্ণ দশ-অঙ্গুলি সুবর্ণমুদ্রিকায়॥ †

* 'দেখহ'। † 'রহিলেন'।

* 'জগন্মাতা'। † 'পূর্ণ দশাঙ্গুল শোভে স্বর্ণমুদ্রিকায়'।

শুক্ল নীল পীত—বহুবিধ পট্টবাস।
পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস॥
বেত্র বংশী ছুরিকা * জঠরপটে শোভে।
যার দরশনে ধ্যানে জগ-মন লোভে॥
রজত-নূপুর-মল্ল শোভে শ্রীচরণে।
পরম মধুর ধ্বনি, গজেন্দ্রগমনে॥
যে-দিগে চা'হেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেই-দিগে হয় কৃষ্ণ-রস মূর্ত্তিমন্ত॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পরম-কৌতুকে।
আছেন চৈতন্য-জন্মভূমি-নবদ্বীপে॥
নবদ্বীপ—যেহেন মথুরা-রাজধানী।
কত-মত লোক আছে, অন্ত নাহি জানি॥
হেন সব সুজন আছেন, যাহা দেখি।
সর্ব্ব মহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় † পাপী॥
তার মধ্যে দুর্জ্জনো যে কথোকথো বসে।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম ঘুচে তার ছায়ার পরশে॥
তাহারাও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায়।
কৃষ্ণ-পথে রত হৈল অতি অমায়ায়॥
আপনে চৈতন্য কথো করিলা মোচন।
নিত্যানন্দ-দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন॥
চোর-দস্যু-পতিত-অধম-নাম যার।
নানামতে নিত্যানন্দ করিলা উদ্ধার॥
শুনশুন নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান।
চোর দস্যু যেমতে করিলা পরিত্রাণ॥
নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণকুমার।
তাহার সমান চোর দস্যু নাহি আর॥
যত চোর দস্যু—তার মহাসেনাপতি।
নাম সে ব্রাহ্মণ, অতি পরম কুমতি॥

* 'ছবিকা' বা 'ছুরিকা'। † 'বায়'।

পর-বধে দয়ামাত্র নাহিক শরীরে।
নিরন্তর দস্যুগণ-সংহতি বিহরে॥
নিত্যানন্দস্বরূপের অঙ্গে * অলঙ্কার।
সুবর্ণ প্রবাল মণি মুক্তা দিব্য হার॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি বহুবিধ ধন।
হরিতে' হইল দস্যুব্রাহ্মণের মন॥
মায়া করি নিরবধি নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
ভ্রময়ে তাহান ধন হরিবারে রঙ্গে॥
অন্তরে পরম দুষ্ট বিপ্র ভাল নয়।
জানিলেন নিত্যানন্দ অন্তর † হৃদয়॥
হিরণ্যপণ্ডিত-নামে এক সুব্রাহ্মণ।
সেই নবদ্বীপে বৈসে—মহা-অকিঞ্চন॥
সেই ভাগ্যবন্তের মন্দিরে নিত্যানন্দ
থাকিলা বিরলে প্রভু ‡ হইয়া অসঙ্গ §
সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ—পরমদুষ্টমতি।
লইয়া সকল দস্যু ¶ করয়ে যুগতি॥
"আরে ভাই! সভে আর কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডী-মা'য়ে নিধি মিলাইল' একঠাঁই॥
এই অবধূতের দেহেতে অলঙ্কার।
সোণা মুক্তা হীরা কসা বই নাই আর॥
কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি।
চণ্ডী-মা'য়ে একঠাঞি মিলাইলা আনি॥
শূন্য-বাড়ী-খানে থাকে হিরণ্যের ঘরে।
কাঢ়িয়া ‖ আনিব এক দণ্ডের ভিতরে॥
ঢাল খাঁড়া লই সভে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কথোক নিশায়॥

* 'দেখি' বা 'দিব্য'। † 'অনন্ত'।
‡ 'থাকিলেন বিরলেতে' বা 'থাকিলা বিরলে কথো'।
§ 'নিঃশঙ্ক'। ¶ 'দুষ্ট'। ‖ 'কাটিয়া'।

এইমত যুক্তি করি সব দস্যুগণ।
সভে নিশাভাগ করি করিল গমন ॥
খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনেজনে।
আসিয়া বেঢ়িল * নিত্যানন্দ যেই স্থানে ॥
একস্থানে রহিয়া সকল দস্যুগণ।
আগে চর পাঠাইয়া দিল এক জন ॥
নিত্যানন্দমহাপ্রভু করেন ভোজন।
চতুর্দ্দিগে হরিনাম লয় ভক্তগণ † ॥
কৃষ্ণানন্দে মত্ত নিত্যানন্দভৃত্যগণ ‡। §
কেহো করে সিংহনাদ, কেহো বা গর্জ্জন ॥
ক্রন্দন করয়ে কেহো পরানন্দরসে।
কেহো করতালি দিয়া অট্টঅট্ট হাসে' ॥
'হৈ হৈ হায় হায়' করে কোনজন।
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি, সভেই চেতন ¶ ॥
চর আসি কহিলেক দস্যুগণস্থানে।
"ভাত খায় অবধূত, জাগে সর্ব্বজনে ॥"
দস্যুগণ বোলে "সভে শুউক খাইয়া।
আমরাও বসি সভে হানা দিব গিয়া ॥"
বসিল সকল দস্যু এক-বৃক্ষতলে।
পরধন পাইবেক—এই কুতূহলে ॥
কেহো বোলে "মোহোর সোণার তাড় বালা।"
কেহো বোলে "মুঞি নিমু মুকুতার মালা ॥"
কেহো বোলে "মুঞি নিমু কর্ণ-অভরণ।"
"ছুরি ‖ সব নিমু মুঞি" বোলে কোন জন ॥
কেহো বোলে "মুঞি নিমু রূপার নূপুর।"
সভে এই মনকলা খায়ে ত প্রচুর ॥
হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায়।
নিদ্রা ভগবতী আসি চাপিলা সভায় ॥
সেই ক্ষণে মহা * ঘুমাইয়া দস্যুগণ।
সভেই হইল অতি মহা অচেতন ॥
নিদ্রায় সকল দস্যু হইল মোহিত।
রাত্রি পোহাইল, তভু নাহিক সম্বিত ॥
কাকরবে জাগিলেক সব দস্যুগণ।
রাত্রি নাহি দেখি সভে হৈল দুঃখি-মন † ॥
আথেব্যথে ঢাল খাঁড়া ফেলাইয়া বনে।
সত্বরে চলিল সব দস্যু গঙ্গা‡স্নানে ॥
শেষে সব দস্যুগণ নিজস্থানে গেল।
সভেই সভারে গালি পাড়িতে লাগিল ॥
কেহো বোলে "তুই আগে পড়িলি শুইয়া।"
কেহো বোলে "তুই বড় আছিলি জাগিয়া ॥" §
দস্যুসেনাপতি যে ব্রাহ্মণ দুরাচার।
সে বোলয়ে "কলহ করহ কেনে আর ॥
যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।
এক দিন গেলে কি সকল দিন যায় ॥
বুঝিলাঙ চণ্ডী আসি ¶ মোহিলা আপনে।
বিনি-চণ্ডী-পূজিয়া গেলাঙ ‖ যে-কারণে ॥
ভাল করি আজি সভে মদ্য মাংস দিয়া।
চল সভে একঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া ॥"

---

* 'বিলিলা'। † 'সর্ব্বজন'।
‡ 'মহামত্ত নিত্যানন্দ-গণ'।
§ 'কৃষ্ণনামানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ-গণ'।
¶ 'সভে সচেতন'। ‖ 'ছবি' বা 'হার'।

* 'থানে মাথা'। † 'হইল বিমন'। ‡ 'দস্যুগণ'।
§ 'ইহার পরে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"কেহো বোলে কলহ করহ কেনে আর।
লজ্জা ধর্ম্ম চণ্ডী আজি রাখিল সবার।"
¶ 'আজি'। ‖ 'চণ্ডিরা না পূজিয়া সভে গেনু'।

এতেক করিয়া যুক্তি সব দস্যুগণ* ।
মদ্য মাংস দিয়া সভে করিল পূজন ॥
আরদিন দস্যুগণ কাচি নানা অস্ত্র ।
আইলেক বীর-ছাঁদে পরি নীলবস্ত্র ॥
মহানিশা—সর্ব্বলোক আছয়ে শয়নে ।
হেনই সময়ে বেঢ়িলেক দস্যুগণে ॥
বাড়ীর নিকটে থাকি দস্যুগণ দেখে ।
চতুর্দ্দিগে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে ॥
চতুর্দ্দিগে † অস্ত্রধারী পদাতিকগণ ।
নিরবধি হরিনাম করেন গ্রহণ ॥
পরম প্রকাণ্ড মূর্ত্তি—সভেই উদ্দণ্ড ।
নানা-অস্ত্রধারী সভে—পরম প্রচণ্ড ॥
সর্ব্বদস্যুগণ দেখে তার একোজনে ।
শতজনো মারিতে পারয়ে সেইক্ষণে ॥
সভার গলায় মালা, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ।
সভারি বদনে নিরবধি ‡ সঙ্কীর্ত্তন ॥
নিত্যানন্দমহাপ্রভু আছেন শয়নে ।
চতুর্দ্দিগে 'কৃষ্ণ' গায় সেই-সব-জনে ॥
দস্যুগণ দেখি বড় § হইল বিস্মিত ।
বাড়ী ছাড়ি লড়ি ¶ বসিলেন এক-ভিত ॥
সর্ব্বদস্যুগণে যুক্তি লাগিল করিতে ।
"কোথাকার পদাতিক আইল এথাতে ॥"
কেহো বোলে "অবধূত কেমতে জানিয়া ।
কাহার পাইক আনিঞাছয়ে ‖ মাগিয়া ॥"

কেহো বোলে "ভাই ! অবধূত বড় 'জ্ঞানী' ।
মাঝেমাঝে অনেক লোকের মুখে শুনি ॥
জ্ঞানবান্ বড় * অবধূত মহাশয় ।
আপনার রক্ষা † কিবা আপনে করয় ॥
অন্যথা যে ‡ সব দেখি পদাতিকগণ ।
মনুষ্যের প্রায় ত না দেখি এক জন ॥
হেন বুঝি—এই সব শক্তির কারণে ।
'গোসাঞি' করিয়া সভে বোলয়ে উহানে ॥"
আর কেহো বোলে "তুমি অবুধ যে§ ভাই !
যে খায় যে পরে ¶ সে বা কেমত‖ গোসাঞি ॥"
সকল দস্যুর সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ ।
সে বোলয়ে "জানিলাঙ সকল কারণ ॥
যত বড়বড় লোক চারিদিগ হৈতে ।
সভেই আইসে অবধূতেরে দেখিতে ॥
কোন দিগ হৈতে কোন বিশ্বাস নস্কর ।
আসিয়াছে, তার পদাতিক বহুতর ॥
অতএব পদাতিকসকল ভাবক ।
এই সে কারণে 'হরিহরি$' করে জপ ॥
এবা নহে—তোলা-পদাতিক আনি থাকে ।
তবে কত দিন এড়াইব এই পাকে ॥
অতএব চল সভে আজি ঘরে যাই ।
চাপেচুপে দিন দশ থাকি গিয়া × ভাই !"
এত বলি সব দস্যুগণ গেল ঘরে ।
অবধূতচন্দ্র প্রভু স্বচ্ছন্দে বিহরে ॥

---

* 'পাপী দস্যুগণ' বা 'সব পাপিগণ'।
† 'কত কত'। ‡ 'সদা হরি-'।
§ 'তাহা দেখি'। ¶ 'নড়ি' বা 'সভে'।
‖ 'কাহারো বা পাইক কি আনিল'।

* 'কিবা'। † 'কক্ষা'। ‡ 'এ কারণে'।
§ 'তুই অবুধিয়া'। ¶ 'পরে'।
‖ 'কিসের' বা 'কেমতে'। $ '-নাম'।
× 'বিশ থাক' বা 'বসি থাক'।

নিত্যানন্দচরণ ভজয়ে যে যে জনে।
সর্ব্ব দুঃখ * খণ্ডে' তাহাসভার স্মরণে ॥
হেন নিত্যানন্দপ্রভু বিহরে আপনে।
তাহানে করিতে বিঘ্ন পারে কোন্ জনে ॥
অবিদ্যা খণ্ডয়ে যাঁর দাসের স্মরণে।
সে প্রভুর বিঘ্ন করিবেক † কোন্ জনে ॥
সর্ব্ব-গণ-সহ বিঘ্ননাথ ‡ যাঁর দাস।
যাঁর অংশ রুদ্র করে জগতবিনাশ ॥
যাঁর অংশ চলিতে § ভুবনকম্প হয়।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ; কারে তান ভয় ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে করে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন ॥
সর্ব্ব-অঙ্গে ¶ সকল অমূল্য অলঙ্কার।
যেন দেখি বলদেব—নন্দের কুমার ॥
কর্পূর তাম্বূল প্রভু করেন ভোজন।
ঈষত হাসিয়া মোহে' ত্রিজগত-মন || ॥
অভয়-পরমানন্দ বুলে সর্ব্বস্থানে।
অভয়-পরমানন্দ ভক্তগোষ্ঠীসনে ॥ $
আরবার যুক্তি করি পাপী দস্যুগণে।
আইলেক নিত্যানন্দপ্রভুর ভবনে ॥
দৈবে সেইদিনে × মহা-মেঘে অন্ধকার।
মহা-ঘোর-নিশা—নাহি লোকের সঞ্চার ॥
মহাভয়ঙ্কর নিশা + চোর দস্যুগণ।
দশ পাঁচ অস্ত্র একোজনের কাচন + ॥

প্রবিষ্ট হইল মাত্র বাড়ীর ভিতরে।
সভে হৈল অন্ধ, কেহো দেখিতে না পারে ॥
কিছু নাহি দেখে, অন্ধ হৈল দস্যুগণ।
সভেই হইল হত প্রাণ-বুদ্ধি-মন ॥
কেহো গিয়া পড়ে গড়খাইর ভিতরে।
জোঁকে পোকে ডাঁসে তারে কামড়াই মারে ॥
উচ্ছিষ্টগর্ত্তেতে কেহোকেহো গিয়া পড়ে।
তথাও মরয়ে বিছা-পোকের কামড়ে ॥
কেহোকেহো পড়ে গিয়া কাঁটার ভিতরে।
গা'য়ে পা'য়ে কাঁটা ফুটে, নড়িতে না পারে ॥
খালের* ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।
হাথ পা'ও ভাঙ্গি পড়ে, † করয়ে ক্রন্দন ॥
সেইখানে কারোকারো গা'য়ে হৈল জ্বর।
সব দস্যুগণ চিন্তা পাইল অন্তর ॥
হেনই সময়ে ইন্দ্র পরম-কৌতুকী।
করিতে লাগিলা মহা ঝড় বৃষ্টি তথি ‡ ॥
একে মরে দস্যু জোঁক-পোকের কামড়ে।
বিশেষে মরয়ে আরো মহাবৃষ্টি-ঝড়ে ॥
শিলাবৃষ্টি পড়ে সব অঙ্গের উপরে।
প্রাণো নাহি যায়, ভাসে দুঃখের সাগরে ॥
হেন সে পড়য়ে একো মহাঝন্‌ঝনা।
ত্রাসে মূর্চ্ছা যায় সবে পাসরি আপনা' ॥
মহাবৃষ্ট্যে দস্যুগণ ভিতে নিরন্তর।
মহাশীতে সভার কম্পিত কলেবর ॥
অন্ধ হইয়াছে—কিছু না পায় দেখিতে।
মরে দস্যুগণ মহা-ঝড়-বৃষ্টি-শীতে § ॥

---

* 'বিঘ্ন'। † 'করে হেন'। ‡ 'বিঘ্ন নাশে'।
§ 'কলাতে' বা 'নড়িতে'। ¶ 'নানারত্ন'।
|| 'জন'। $ 'আনন্দে বিহরে প্রভু ভক্তগণসনে'।
× 'রাত্রে'। + 'ঘোর ভয়ঙ্কর'। + 'কাছন'।

* 'খালের'। † 'কেহো'।
‡ 'শিলা ঝড় বৃষ্টি'। § 'পাতে'।

নিত্যানন্দদ্রোহে আসিয়াছে এ লাগিয়া।
ক্রোধে ইন্দ্র বিশেষে মারেন দুঃখ দিয়া॥
কথোক্ষণে দস্যুসেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাত ভাগ্যে তার হইল স্মরণ॥
মনে ভাবে' বিপ্র "নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য এহো * ঈশ্বর,—মনুষ্যে সত্য কহে॥
একদিন মোহিলেন সভারে নিদ্রায়।
তথাপিহ না বুঝিলুঁ ঈশ্বরমায়ায়॥
আরদিন মহাদ্ভুত পদাতিকগণ।
দেখাইল, তভো মোর নহিল চেতন॥
যোগ্য মুঞি-পাপিষ্ঠের এ সব দুর্গতি।
হরিতে' প্রভুর ধন যেন কৈলুঁ মতি॥
এ মহাসঙ্কটে মোরে কে করিব পার।
নিত্যানন্দ বই মোর গতি নাই আর॥"
এত ভাবি বিপ্র নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ॥
সে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর।
সেইক্ষণে কোটি অপরাধীরো নিস্তার॥

কারুণ্যশারদা†রাগেণ গীয়তে ‡।

'রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবালগোপাল!
রক্ষা কর' প্রভু! তুমি সর্ব্বজীবপাল॥
যে জন আছাড় প্রভু! পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী * তারে হয়েন সহায়॥
এইমত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেহো তোমার স্মরণে দুঃখ তরে'॥
তুমি সে জীবের ক্ষম' সর্ব্ব অপরাধ।
পতিতজনেরো তুমি করহ প্রসাদ॥
তথাপি যদ্যপি মুঞি ব্রহ্মঘ্ন গোবধী।
মোরে বড় আর প্রভু! নাহি অপরাধী॥
সর্ব্বমহাপাতকীও তোমার শরণ।
লইলে, খণ্ডয়ে তার সকল বন্ধন॥
জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ।
অন্তেও তুমি সে প্রভু! কর' পরিত্রাণ॥
এ সঙ্কট হৈতে প্রভু! কর' আজি রক্ষা।
যদি জীঙ প্রভু! তবে হৈল এই শিক্ষা॥
জন্মজন্ম প্রভু তুমি, মুঞি তোর দাস।
কিবা জীঙ মরেঁ। এই হউ মোর আশ॥"
কৃপাময় নিত্যানন্দচন্দ্র অবতার।
শুনি করিলেন দস্যুগণের উদ্ধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ †

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দবিলাস-বর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

---

* 'ক্রিহ' বা 'সত্য'। † 'করুণা-ভাটিয়ারি'।

‡ একখানি পুঁথিতে 'কারুণ্যশারদারাগেণ গীয়তে' এই অংশটুকুর পরিবর্ত্তে এইরূপ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্জ্জিত পাঠ আছে—"কারুণ্য-শরণ শ্রীপদারবিন্দ জানি। এত চিন্ত স্তুতি করে সর্ব্ব, সার মাণি॥ কর্ণাটরাগঃ॥"

* 'পুন সে পৃথিবী' বা 'পুন পৃথিবীও'।

† মুদ্রিতপুস্তকে এই স্থানে অধ্যায় সমাপ্ত হয় নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—:*:—

এইমত চিন্তিতে সকল দস্যুগণ।
সভার হইল দুইচক্ষু-বিমোচন॥
নিত্যানন্দস্বরূপের স্মরণ*প্রভাবে।
ঝড় বৃষ্টি আর কারো দেহে নাহি লাগে॥
কথোক্ষণে পথ দেখি সব দস্যুগণ।
মৃতপ্রায় হই সভে করিল গমন॥
সভে ঘর গিয়া সেইমতে দস্যুগণ।
গঙ্গাস্নান করিলেক গিয়া সেইক্ষণ† ॥
দস্যুসেনাপতি বিপ্র কান্দিতেকান্দিতে।
নিত্যানন্দচরণে আইল সেইমতে॥
বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ।
পতিতজনেরে করি শুভদৃষ্টিপাত॥
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি।
আনন্দে হুঙ্কার করে অবধূতমণি॥
সেই মহাদস্যু-বিপ্র হেনই সময়ে।
'ত্রাহি' বলি বাহু তুলি দণ্ডবত হয়ে॥
আপাদমস্তক পুলকিত সর্ব্ব অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে, মহাকম্প॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি বিপ্র করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবি আনন্দসাগরে॥
নিত্যানন্দস্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনা'আপনি নাচে হরষিত হৈয়া॥
"ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিতপাবন!"
বাহু তুলি এইমত ডাকে ঘনেঘন॥

দেখি হইলেন সভে পরম-বিস্মিত।
"এমত দস্যুর কেনে এমত চরিত॥"
কেহো বোলে "মায়া বা করিয়া আসিয়াছে।
কোনো পাক করিয়া বা হানা সেই পাছে॥'
কেহো বোলে "নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
কৃপায় বা ইহার করিলা ভাল মন॥"
বিপ্রের অত্যন্ত প্রেমবিকার দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিলা নিত্যানন্দ ঈষত হাসিয়া*॥
প্রভু বোলে "কহ বিপ্র! কি তোমার রীত।
বড় ত তোমার দেখি অদ্ভুত-চরিত॥
কি শুনিলা কি দেখিলা কৃষ্ণ-অনুভব।
কিছু চিন্তা নাহি, অকপটে ¶ কহ সব॥"
শুনিঞা প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
কহিতে না পারে কিছু, করয়ে ক্রন্দন॥
গড়াগড়ি যায় পড়ি সকল-অঙ্গনে।
হাসে' কান্দে নাচে গায় আপনাআপনে॥
সুস্থির হইয়া বিপ্র তবে কথোক্ষণে।
কহিতে লাগিল সব প্রভুবিদ্যমানে॥
"এই নবদ্বীপে প্রভু! বসতি আমার।
নাম সে ব্রাহ্মণ‡—ব্যাধ-চণ্ডাল-আচার॥
নিরন্তর § দুষ্টসঙ্গে করি ডাকা চুরি।
পরহিংসা বই জন্মে আর ¶ নাহি করি॥

---

* 'স্মরণ'। † 'সর্ব্বজন'।

* 'হরষিত হৈয়া'। † 'নিঃসন্দেহ'। ‡ 'মাত্র বিপ্র'। § 'নিত্য দস্যু'। ¶ 'আজন্ম পরহিংসা বই'।

মোরে দেখি সর্ব্ব নবদ্বীপ কাঁপে ডরে।
কিবা পাপ নাহি হয় * আমার শরীরে॥
দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার।
তাহা হরিবারে চিত্ত হইল আমার॥
একদিন সাজি বহু পদাতিকগণ।
হরিতে' আইলুঁ মুঞি শ্রীঅঙ্গের ধন † ॥
সেদিন নিদ্রায় প্রভু! মোহিলা সভারে।
তোমার মায়ায় নাহি জানিলুঁ তোমারে॥
আরদিন নানামতে চণ্ডিকা পূজিয়া।
আইলাঙ খাণ্ডা ছুরি ত্রিশূল কাচিয়া ‡ ॥
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাঙ § সেইদিনে।
সব বাড়ী বেড়িয়াছে পদাতিকগণে॥
একো পদাতিক যেন মত্তহস্তিপ্রায়।
আজানুলম্বিত মালা সভারি গলায়॥
নিরবধি হরিধ্বনি সভার বদনে।
তুমি আছ এই গৃহে ¶ আনন্দে শয়নে॥
হেন সে পাপিষ্ঠ চিত্ত আমা'সভাকার।
তভু নাহি বুঝিলাঙ মহিমা তোমার॥
'কার পদাতিক আসিয়াছে কোথা হৈতে।'
এত ভাবি সে দিন গেলাঙ সেইমতে॥
তবে আর কথোদিনে কালি আইলাঙ।
আসিয়াই মাত্র দুই চক্ষু খাইলাঙ॥
বাড়ীতে প্রবিষ্ট হই সব দস্যুগণে।
অন্ধ হই সভে পড়িলাঙ নানাস্থানে॥
কাঁটা ‖ জোঁক পোক ঝড় বৃষ্টি শিলাপাতে।
সভে মরি, কারো শক্তি নাহিক যাইতে॥

মহা-যমযাতনা হইল যদি * ভোগ।
তবে শেষে সভার হইল ভক্তিযোগ॥
তোমার কৃপায় সভে তোমার চরণ।
করিল একান্তভাবে সভেই স্মরণ॥
তবে হৈল সভার লোচন-বিমোচন।
হেন মহাপ্রভু তুমি পতিতপাবন॥
আমি-সব এড়াইলুঁ এ সব † যাতনা।
এ তোমার স্মরণের কোন্ বা মহিমা॥
যাঁহার স্মরণে খণ্ডে' অবিদ্যাবন্ধন।
অনায়াসে চলি যায় বৈকুণ্ঠভুবন॥"
কহিতেকহিতে বিপ্র কান্দে উভ-রা'য়।
হেন কৃপা করে প্রভু অবধূতরায়॥
শুনিঞা সভার হৈল মহাশ্চর্য্য-জ্ঞান।
ব্রাহ্মণের প্রতি সভে করেন প্রণাম॥
বিপ্র বোলে "প্রভু! মুঞি করিলুঁ ‡ বিদায়।
এ দেহ রাখিতে মোরে আর না জুয়ায়॥
যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়।
এই মোর প্রায়শ্চিত্ত—মরিমু গঙ্গায়॥"
শুনি অতি অকৈতব বিপ্রের বচন।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সর্ব্বভক্তগণ॥
প্রভু বোলে "বিপ্র! তুমি ভাগ্যবন্ত বড়।
জন্মজন্ম কৃষ্ণের সেবক § তুমি দঢ়॥
নহিলে এমত কৃপা করিবেন কেনে।
এ প্রকাশ অন্যে কি দেখয়ে ¶ ভৃত্য বিনে॥
পতিত-পাবন-হেতু চৈতন্যগোসাঞি।
অবতরি আছেন, ইহাতে অন্য ‖ নাঞি॥

---

* 'এই'। † 'অঙ্গ-অভরণ' বা 'শ্রীঅঙ্গভূষণ'।
‡ 'কাছিয়া'। § 'প্রভু দেখি'।
¶ 'তুমি সে আছহ গৃহে' বা 'তুমি আছ গৃহমাঝে'।

* 'যদি বা হৈল'। † 'এড়াইব এ সব-'।

শুন বিপ্র ! যতেক পাতক কৈলা তুমি।
আর যদি না কর' সে * সব নিলুঁ আমি॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া সব † তুমি, না করিহ আর॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে ‡ করিবা পরিত্রাণ॥
যত চোর দস্যু সব ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথ সভারে লওয়াও § তুমি গিয়া॥"
এত বলি আপন-গলার মালা আনি।
তুষ্ট হই ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি॥
মহা-জয়জয়-ধ্বনি হইল তখন।
বিপ্রের হইল সর্ববন্ধবিমোচন॥
কাকু করে বিপ্র প্রভুচরণে ধরিয়া। ¶
ক্রন্দন করয়ে ‖ অতি ডাকিয়াডাকিয়া॥
"অরে প্রভু নিত্যানন্দ পাতকিপাবন!
মুঞি-পাতকীরে দেও চরণে শরণ॥
তোমার হিংসায় সে হইল মোর মতি। $
মুঞি-পাপিষ্ঠের কোন্ লোকে হৈব গতি ×॥"
নিত্যানন্দমহাপ্রভু—করুণাসাগর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক-উপর॥
চরণারবিন্দ পাই মস্তকে প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ॥

* 'করহ' বা 'করিস্'। † 'ইহা'।
‡ 'আপনা'। § 'বুঝাও'।
¶ 'প্রণতি করেন বিপ্র চরণে ধরিয়া' বা 'কাকু করে বিপ্রবর চরণে পড়িয়া'। ‖ 'নানা স্তুতি করে'।
$ 'তোমার দেহে দ্রোহ মোর মহত দুর্গতি'।
× 'স্থিতি'।

সেই বিপ্র-দ্বারে যত চোর-দস্যুগণ।
ধর্ম্মপথ লইলেন চৈতন্যশরণ *॥
ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার।
সভেই হইল † অতি সাধু ব্যবহার॥
সভেই লয়েন হরিনাম লক্ষলক্ষ।
সভে হইলেন বিষ্ণুভক্তিযোগদক্ষ ‡॥
অন্য অবতারে কেহো ঝাট নাহি পায়।
নিরবধি নিত্যানন্দ 'চৈতন্য' লওয়ায়॥
যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দস্বরূপ না মানে'।
তাহারে লওয়ায় সেই চোর-দস্যুগণে॥
যোগেশ্বর-সভে বাঞ্ছে যে প্রেমবিকার।
যে অশ্রু যে কম্প যে বা § পুলক হুঙ্কার॥
চোর ডাকাইতের হৈল সেই ভক্তি। ¶
হেন প্রভু-নিত্যানন্দস্বরূপের শক্তি॥
ভজভজ ভাই! হেন প্রভু-নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু-গৌরচন্দ্র॥ ‖

* চরণ'। † 'সভেই লইলা'।
‡ ইহার পরে মুদ্রিতপুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত কৃষ্ণ গান নিরন্তর।
নিত্যানন্দপ্রভু হেন করুণাসাগর॥"
§ 'অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা'।
¶ 'চোর ডাকাতোর হৈল সেই প্রেমভক্তি'।
‖ একখানি পুঁথিতে ইহার পরবর্ত্তী ৬ পংক্তি এইরূপ পরিবর্ত্তিত ও বিপর্য্যস্ত ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে—
"দস্যুগণ-মোচন যে চিত্ত দিয়া শুনে।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দেখিব সেইজনে॥
যেইজন শুনে নিত্যানন্দের আখ্যান।
তাহারে অবশ্য মিলে গৌর ভগবান্॥
যেই গায় নিত্যানন্দস্বরূপ কৌতুকে।
সে বিহরে অজর-পরমানন্দ-সুখে॥"

যে শুনয়ে নিত্যানন্দপ্রভুর আখ্যান।
তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
দস্যুগণমোচন যে চিত্ত দিয়া শুনে।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দেখিব সেই জনে॥

হেনমতে নিত্যানন্দ পরম * কৌতুকে।
বিহরেন অভয়-পরমানন্দ-সুখে॥
তবে নিত্যানন্দ সব পারিষদ-সঙ্গে। †
প্রতি-গ্রামেগ্রামে ভ্রমে' সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে॥
খানাযোড়া আর ‡ বড়্‌গাছি দোগাছিয়া।
গঙ্গার ও'পার কভু যায়েন কুলিয়া॥
বিশেষে সুকৃতি অতি বড়গাছিগ্রাম।
নিত্যানন্দস্বরূপের বিহারের স্থান॥
বড়গাছিগ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।
তাহা কভু কহিতে না পারি সমুচ্চয়॥
নিত্যানন্দস্বরূপের পারিষদগণ।
নিরবধি সভেই পরমানন্দ-মন॥
কারো কোনো কর্ম্ম নাহি সঙ্কীর্ত্তন-বিনে।
সভার গোপালভাব বাঢ়ে ক্ষণেক্ষণে॥
বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাঁদদড়ি § গুঞ্জাহার।
তাড় খাড়ু হাথে ¶, পায়ে নূপুর সভার॥
নিরবধি সভার শরীরে কৃষ্ণভাব।
অশ্রু কম্প পুলক—যতেক অনুরাগ ‖॥
সভার সৌন্দর্য্য যেন অভিন্ন-মদন।
নিরবধি সভেই করেন সঙ্কীর্ত্তন॥

পাইয়া অভয় স্বামী প্রভু * নিত্যানন্দ।
নিরবধি কৌতুকে † থাকেন ভক্তবৃন্দ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের দাসের মহিমা।
শত ‡ বর্ষ যদি কহি তভু নহে সীমা॥
তথাপিহ নাম কহি—জানি যাঁরযাঁর।
নাম মাত্র স্মরণেও তরিয়ে সংসার §॥
যাঁরযাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার।
সভে নন্দগোষ্ঠী-গোপ-গোপী-অবতার॥
নিত্যানন্দস্বরূপের নিষেধ লাগিয়া।
পূর্ব্ব-নাম না লিখিল বিদিত করিয়া॥
পরম পার্ষদ—রামদাস মহাশয়।
নিরবধি ঈশ্বরভাবে সে ¶ কথা কয়'॥
যাঁর বাক্য কেহো ঝাট না পারে বুঝিতে ‖।
নিরবধি নিত্যানন্দ $ যাঁর হৃদয়েতে × ॥
সভার অধিক ভাবগ্রস্ত রামদাস।
তান দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিন মাস॥ +
প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাস মুরারিপণ্ডিত।
যাঁর খেলা মহাসর্প-ব্যাঘ্রের সহিত॥ ÷

---

* 'স্বরূপ'। † 'নিত্যানন্দে সকল পার্ষদগণ সঙ্গে'।
‡ 'খান চোয়া একডালা', 'খানা চৌড়া (চৌতা) একডালা,' 'খানা (খানা ?) চৌতালা' বা 'খানা চোড়া নালা'। § 'বেত্র বাঁশী ছাঁদডুরি দড়ি'।
¶ 'পা'য়ে'। ‖ 'অনুভাব.

* 'রাম'। † 'আনন্দে'। ‡ 'লক্ষ্য।
§ 'শ্রবণে তরিয়ে যা'সভার বা 'স্মরণে তরি এ ভব সংসার'। ¶ 'আবেশে'। ‖ 'বুঝিতে না পায়'।
$ 'গৌরচন্দ্র'। × 'যাঁহার হিয়ায়'।
+ ইহার পরে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"শ্রীদাম বলিয়া যারে ভাগবতে কহে।
রামদাস সেই ভাব জানিহ নিশ্চয়ে॥"
÷ একখানি পুঁথিতে ইহার পর হইতে ১০টি পংক্তি এইরূপ পরিবর্ত্তিত ও বিপর্য্যস্ত ভাব আছে—
"গদাধরদাস অতি পরম উদার।
যার বাতাসেও হয় জগত উদ্ধার॥"

রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় মহামতি।
যাঁর দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি মতি ॥*
প্রেমভক্তি-রসময় গদাধরদাস।
যাঁর দরশন-মাত্র সর্ব্ব-পাপ-নাশ ॥
প্রেমরস-সমুদ্র—সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদপ্রধান ॥
পণ্ডিত-কমলাকান্ত—পরম-উদ্দাম।
যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম ॥
গৌরীদাসপণ্ডিত—পরমভাগ্যবান্।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর † প্রাণ ॥
বড়গাছিনিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস।
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥
পুরন্দরপণ্ডিত—পরম শান্ত দান্ত।
নিত্যানন্দস্বরূপের বল্লভ একান্ত ॥
নিত্যানন্দজীবন পরমেশ্বরদাস।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥
ধনঞ্জয়পণ্ডিত—মহান্ত বিলক্ষণ ॥
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ ॥

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
যাঁহার শরীরে নিত্যানন্দের বসতি ॥
গৌরীদাসপণ্ডিত পরম ভাগ্যবান্।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ ॥
বড়গাছি-নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস।
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥
পুরন্দরপণ্ডিত পরম শান্ত দান্ত।
নিত্যানন্দস্বরূপের সেবক একান্ত ॥
নিত্যানন্দজীবন পরমেশ্বরদাস।
যাহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥
পণ্ডিত-কমলাকর পরম-উদ্দাম।
নিরবধি যাঁর মুখে নিত্যানন্দনাম ॥"

* 'যাঁহার শরীরে নিত্যানন্দের বসতি'। † 'ধন'।

প্রেমরসে মহামত্ত—বলরামদাস।
যাহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ ॥
যদুনাথ কবিচন্দ্র—প্রেমরসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার হৃদয় ॥
জগদীশপণ্ডিত—পরমজ্যোতির্ধাম।
সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধন প্রাণ ॥
পণ্ডিত-পুরুষোত্তম—নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দস্বরূপের মহা ভৃত্য মর্ম্ম ॥
পূর্ব্ব যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
যাঁহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি * ॥
রাঢ়ে জন্ম মহাশয় বিপ্র-কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দপারিষদে যাঁহার বিলাস ॥
প্রসিদ্ধ কালিয়া-কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র † লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে ॥
সদাশিবকবিরাজ—মহাভাগ্যবান্।
যাঁর পুত্র—শ্রীপুরুষোত্তমদাস-নাম ॥
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তমদাসের শরীরে।
নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে ॥
উদ্ধারণদত্ত—মহাবৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দসেবায় যাহার অধিকার ॥
মহেশপণ্ডিত—অতি পরম মহান্ত।
পরমানন্দ-উপাধ্যায়—বৈষ্ণব একান্ত ॥
চতুর্ভুজপণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস।
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ ‡
আচার্য্য-বৈষ্ণবানন্দ—পরম-উদার।
পূর্ব্ব রঘুনাথপুরী নাম খ্যাতি যার ॥

* 'রতি'। † 'নিত্যানন্দ'।
‡ 'গঙ্গাদাসপণ্ডিত পরম শুদ্ধমতি।
'যাঁর ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বসতি ॥"

[illegible]নন্দগুপ্ত মহাশয়।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয়॥ *
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ—দুই শুদ্ধমতি।
মহান্ত আচার্য্য-চন্দ্র—নিত্যানন্দগতি॥
গায়ন মাধবানন্দঘোষ মহাশয়।
বাসুদেবঘোষ—অতি প্রেমরসময়॥
মহাভাগ্যবন্ত জীবপণ্ডিত উদার।
যাঁর ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার॥
নিত্যানন্দপ্রিয়—মনোহর নারায়ণ।
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ—এই চারিজন॥ †
যত ভৃত্য নিত্যানন্দচন্দ্রের ‡ সহিতে।
শত-বৎসরেও তাহা না পারি লিখিতে॥

সহস্রসহস্র একো সেবকের গণ।
নিত্যানন্দপ্রসাদে তাঁরাও গুরু-সম॥
শ্রীচৈতন্যরসে সভে পরম উদার।
সভার চৈতন্য নিত্যানন্দ—ধনপ্রাণ॥
কিছুমাত্র আমি লিখিলাঙ জানি যাঁরে *।
সকল বিদিত হৈব বেদব্যাস-দ্বারে॥
সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান—বৃন্দাবনদাস।
অবশেষপাত্র-নারায়ণী-গর্ব্ভজাত † ॥ ‡
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষপাত্র নারায়ণী॥'
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীমন্নিত্যানন্দচরিত্রবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

—ঃ*•*ঃ—

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ!
জয় হউ যত তোমার চরণের ভৃঙ্গ॥ §
হেনমতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দচন্দ্র।
সর্ব্ব-দাস-সঙ্গে করে কীর্ত্তন-আনন্দ॥

বৃন্দাবনমধ্যে যেন করিলেন § লীলা
সেইমত নিত্যানন্দস্বরূপের খেলা॥
অকৈতবরূপে সর্ব্বজগতের প্রতি।
লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি মতি॥ ¶

---

* 'নিত্যানন্দমহাপ্রভু যাঁহার হৃদয়'।
† ইহার পরে দুইখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"হিরণ্যপণ্ডিত আর দ্বিজ কৃষ্ণদাস।
যাঁর ঘরে নিরবধি প্রভুর বিলাস॥"
‡ 'ভৃত্যগণ নিত্যানন্দের'।
§ এই পদটি সকল পুঁথিতে নাই; মুদ্রিতপুস্তকে ইহার এইরূপ পরিবর্ত্তিত পাঠ আছে,—"জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়জয় প্রভুর যতেক ভক্তবৃন্দ॥"

* 'জানিবারে'। † 'যাস'।
‡ 'অবশেষ নারায়ণীগর্ভে পরকাশ'।
§ 'করে নানা'।
¶ ইহার পরে কতগুলি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"পতিতপাবন-বাণা নিত্যানন্দ প্রভু **।
তাঁহার চরণ বিনু না সেবিহ কভু।
অতিশয় মূর্খ-জন না জানে মহিমা।
বোলে অন্ধ বোল সেই পাপিষ্ঠের সীমা॥
** 'নিত্যানন্দ মহাপ্রভু'।

সঙ্গে পারিষদগণ—পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে' মহাজ্যোতির্ধাম॥

জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের * প্রিয়তম।
ত্রিজগতে আর কেহো নাহি তোমা' সম॥
আনন্দকন্দ মহাপ্রভু প্রেমভক্তিদাতা।
যে সেবয়ে সে-ই ভক্তি পায়ে ত সর্ব্বথা॥
সকল জীবেরে প্রভু! করিলা প্রসাদ।
ক্ষেমিলা সকল মহা মহা অপরাধ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নিত্যানন্দ নাম।
পৃথিবীর ভাগ্য অবতারি † অনুপাম॥
আর কি কহিব কথা ভাগ্যের অবধি।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মহা গুণনিধি॥
অভিমান দুরন্ত তথি না পাই কৃষ্ণে রতি।
ইহা জানি নিত্যানন্দে করহ ভকতি॥
যাহার প্রসাদে পামর পাইল নিস্তার।
হেন প্রভু-নাম হার হউক গলার॥
জয়জয় নিত্যানন্দ প্রেমময় (রূপ) ধাম।
স্বভাবে পরম শুদ্ধ নিত্যানন্দ নাম॥
জগত-তারণ-হেতু যাঁর অবতার।
যে জন না ভজে সে-ই পাপের আকর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ এক দেহ।
ইহাতে নিশ্চয় করি কর' এক স্নেহ॥
পরানন্দময় দুঁহ মুরতি রসাল।
নিতাই চৈতন্যপ্রভু শ্রীরাম গোপাল॥
ইহাতে করএ ভিন্ন অতি বুদ্ধিহীন।
আর না দেখিয়ে তার বিষ্ণুভক্তিচিহ্ন॥
জয়জয় শচীসুত আনন্দবিহার।
পতিতপাবন নাম বিদিত যাহার॥
নিজ নাম দিয়া জীব নিস্তার করিল।
হেন দয়াময় প্রভু ভজিতে নারিল॥
কায়-বাক্য-মনে মোর প্রভুর শরণ।
মোর বড় পতিত নাহিক ত্রিভুবন ‡॥

---

* 'প্রভু নিত্যানন্দ চৈতন্য-'।
† 'ভাগ্যে অবতার'। ‡ 'নাহি ত্রিজগমোহন'।

অলঙ্কার মালায় পূর্ণিত কলেবর।
কর্পূর-তাম্বূল শোভে * সুরঙ্গ অধর॥
দেখি নিত্যানন্দমহাপ্রভুর † বিলাস।
কেহো সুখ পায়, কারো না জন্মে বিশ্বাস॥
সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তান পূর্ব্ব অধ্যয়ন॥
নিত্যানন্দস্বরূপের দেখিয়া বিলাস।
চিত্তে কিছু তান জন্মিয়াছে ‡ অবিশ্বাস॥
চৈতন্যচন্দ্রেতে তান বড় দৃঢ়-ভক্তি।
নিত্যানন্দস্বরূপের না জানেন শক্তি॥
দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে।
তথাই আছেন কথোদিন কুতূহলে॥
প্রতিদিন যায় বিপ্র চৈতন্যের স্থানে।
পরম বিশ্বাস তান প্রভুর চরণে॥

জয়জয় গৌরচন্দ্র ভুবনসুন্দর।
প্রকাশহ পদ মোর হৃদয়-ভিতর॥
যতযত বিহার করিলা গৌড়দেশে।
সকল প্রকাশ মোর হউক বিশেষে॥
জয়জয় লক্ষ্মীকান্ত ত্রিভুবননাথ।
চরণে শরণ মোর হউক একান্ত॥
আর অবতার কহি নানাবিধ * ধর্ম্ম।
কেবল কহিল এবে প্রেমভক্তিমর্ম্ম॥
ইহাতে যাহার মতি নহিল † আনন্দ।
তাহারেই জানিহ পাপিষ্ঠ মহা ‡ অন্ধ॥"

---

* 'খায়'। † 'রাম নিত্যানন্দ প্রভুর'।
‡ 'তাঁহার জন্মিল কিছু চিত্তে'।

---

* 'কহিল মহা-বিধি-'। † 'না হয়'।
‡ 'জানিহ নিশ্চয় ভাই! সে পাপিষ্ঠ'।

দৈবে একদিন সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে।
চিত্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে॥
বিপ্র বোলে "প্রভু! মোর এক নিবেদন।
করিমু তোমার স্থানে, যদি দেহ' মন॥ *
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ-অবধূত †।
কিছু ত না বুঝোঁ মুঞি করেন কি-রূপ॥ ‡
সন্ন্যাস-আশ্রম তান বোলে সর্ব্বজন।
কর্পূর তাম্বূল সে ভক্ষণ অনুক্ষণ॥
ধাতুদ্রব্য § পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোণা রূপা মুক্তা সে ¶ সকল কলেবরে॥
কাষায়-কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস॥
দণ্ড ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
শাস্ত্র-মত মুঞি তান না দেখোঁ আচার।
এতেকে মোহোর চিত্তে সন্দেহ অপার॥
'বড় লোক' বলি তাঁরে বোলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে॥
যদি মোরে 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
কি মর্ম্ম ইহার? প্রভু! কহ শ্রীবদনে॥
সুকৃতি ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভক্ষণে।
অমায়ায় প্রভু তত্ত্ব কহিলেন তানে ‖॥

শুনিঞা বিপ্রের বাক্য গৌরাঙ্গসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রের প্রতি করিলা উত্তর॥
"শুন বিপ্র! যদি মহা-অধিকারী হয়।
তবে তান গুণ দোষ কিছু না জন্ময়॥

তথাহি (ভা০ ১১।২০।৩৬)—

"ন মষ্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥" ১॥

টীকা।

নেতি। গুণদোষৈঃ—বিহিতপ্রতিষিদ্ধৈঃ—সন্ধ্যা-বন্দনাদি-কলঞ্জভক্ষণাদিভিঃ, উদ্ভবো যেষাং তে, গুণাঃ—পুণ্য-পাপাদয়ঃ, সাধূনাং—নিবৃত্তরাগাদীনাম্, অতঃ সম-চিত্তানাম্, অতএব, বুদ্ধেঃ—প্রকৃতেঃ, পরম্—ঈশ্বরম্, উপেয়ুষাং—প্রাপ্তানাম্॥ ১॥

অনুবাদ।

যাঁহাদিগের রাগাদি দোষ বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা সকলকেই সমান ভাবে দেখিয়া থাকেন, সুতরাং যাঁহারা প্রকৃতির অতীত সেই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিধি-নিষেধ জনিত পুণ্যপাপের সহিত আমার সেই একান্ত-ভক্ত-সমূহের সম্পর্ক নাই॥ ১॥

পদ্মপত্রে কভু যেন * না লাগয়ে জল।
এইমত নিত্যানন্দস্বরূপ নির্ম্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র! সর্ব্বদা বিহরে॥
অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেই জন, পাপ জন্মে' তার॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষ-পান।
সর্ব্বথায় মরে † সর্ব্বপুরাণ প্রমাণ॥

---

* ইহার পরে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"মোরে যদি ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
ইহার কারণ প্রভু! কহ শ্রীবদনে॥"
† 'অবধূত নিত্যানন্দ'।
‡ 'কত কত করে সেই নানা জন কহে'।
§ 'মাত্র'। ¶ 'মুক্তা কসা'।
‖ 'তারে কহেন আপনে'।

* 'যেন দেখ'। † 'সর্ব্বথা মরয়ে'।

তথাহি (ভা০ ১০।৩৩।৩০ ; ২৯)—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥" ২ ॥

টীকা।

নৈতু। অনীশ্বরঃ—দেহাদিপরতন্ত্রঃ, এতৎ—ধর্ম্মব্যতিক্রমাদিকম্ ঈশ্বরাচরিতং, ন সম্যক্ আচরেৎ। মনসাপিত্যত্র নিষেধে তাৎপর্য্যম্ একাংশেনাপি নাচরেদিত্যর্থঃ। জাতু—কদাচিদপি, তত্র চ ন মনসাপি, কিমুত বাচা কর্ম্মণা বা। হি—নিশ্চয়ে। বি—বিশেষেণ—সমূলতয়া লোকদ্বয়দুঃখিত্বাদিপ্রকারেণ, নশ্যতি। মৌঢ্যাৎ—ঈশ্বরাণাম্ ঐশ্বর্য্যম্ আত্মনশ্চ অসামর্থ্যম্ অজ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। ইতি ভক্ষণে মৌঢ্যমেব হেতুরুক্তঃ, অন্যথা ভক্ষণাপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। অরুদ্রঃ—রুদ্রব্যতিরিক্তঃ। অব্ধিজং—কালকূটম্, ইতি পরমতীক্ষ্ণতয়া সদ্য এব বিনাশোঽভিপ্রেতঃ। ঈশ্বরস্তু ন নশ্যেদেব, প্রত্যুত ঐশ্বর্য্যবিশেষপ্রকাশাদিনা শোভতে, যথা নীলকণ্ঠত্বাদিনা শিব ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।

অনীশ্বর ব্যক্তি কখনও মনেও ইহার অণুমাত্র অনুষ্ঠান করিবে না। মূর্খতাবশত অনুষ্ঠান করিলে, অনুষ্ঠান করিতে করিতেই রুদ্র ভিন্ন অন্য কেহ সাগর-সমুৎপন্ন কালকূট ভক্ষণ করিলে যেরূপ, নিশ্চয়ই সেইরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ১ ॥

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥" ৩ ॥

টীকা।

ধর্ম্মেতি। ঈশ্বরাণাং—কর্ম্মাদিপারতন্ত্র্যরহিতানামিত্যর্থঃ ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্টঃ, যথা ব্রহ্মাদীনাং দুহিতৃকামনাদৌ ; তথা, সাহসং—নির্ভয়তা, চ দৃষ্টং, যথা বৃহস্পত্যেরুতথ্যপত্নীগমনাদৌ ; তত্তচ্চ তেজীয়সাং তেষাং ন, দোষায়—প্রত্যবায়ায়। তত্র দৃষ্টান্তঃ—সর্ব্বভুজো বহ্নের্যথা সর্ব্বভুক্ত্বং, ন দোষায়—ন অপাবিত্র্যায়, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।

ঈশ্বরগণের যে ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম ও সাহস পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বভুক্ অগ্নির ন্যায় সেই তেজস্বিসমূহের দোষের নিমিত্ত হয় না ॥ ৩ ॥

"এতেকে যে না জানিঞা নিন্দে"* তান কর্ম্ম।
নিজ দোষে সে-ই দুঃখ পায় জন্মজন্ম ॥
পড়িতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁরে হাসিলেই † মরি ॥‡
ভাগবত হইতে এ সব তত্ত্ব জানি।
তাহো যদি বৈষ্ণব-গুরুর মুখে শুনি ॥
মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয়।
চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয়' ॥

এককালে রাম-কৃষ্ণ গেলেন পড়িতে।
বিদ্যা পূর্ণ করি চিত্ত করিলা আসিতে ॥
'কি দক্ষিণা দিব ?' বলিলেন গুরু প্রতি।
তবে পত্নীসঙ্গে গুরু § করিলা যুগতি ॥
মৃত পুত্র মাগিলেন রাম-কৃষ্ণ-স্থানে।
তবে রাম-কৃষ্ণ গেলা যমের সদনে ¶ ॥ ||
আজ্ঞায় শিশুর $ সর্ব্বকর্ম্ম ঘুচাইয়া।
যমালয় হৈতে পুত্র দিলেন আনিয়া ॥
পরম অদ্ভুত শুনি এ সব আখ্যান।
দেবকীও মাগিলেন মৃত-পুত্র-দান ॥
দৈবে একদিন রাম-কৃষ্ণ সম্বোধিয়া।
কহেন দেবকী অতি × কাতর হইয়া ॥

---

* 'এতেক জানিঞা যে নিন্দয়ে'। † 'হাসিলে সে'।
‡ 'নিন্দা করিলেও তারে হাসিলেও মরি'।
§ 'তিঁহ'। ¶ 'যম বিদ্যমানে'।
|| 'মৃতপুত্র মাগি যেহ আনিঞা আমারে।
তবে রামকৃষ্ণ গেলা যমের মন্দিরে।'
$ 'ঈশ্বর'। × 'দেবী'।

'শুনগুন রাম কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর!
তুমি দুই আদি * নিত্য শুদ্ধ কলেবর ॥
সর্ব্বজগতের পিতা—তুমি-দুই-জন।
মুঞি জানোঁ। তুমি-দুই পরম-কারণ ॥
জগতের উতপত্তি স্থিতি বা প্রলয়।
যাহার অংশের অংশ হৈতে সর্ব্ব হয় ॥
তথাপিহ পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার।
হইয়াছ মোর পুত্ররূপে অবতার ॥
যম-ঘর হৈতে যেন গুরুর নন্দন।
আনিঞা দক্ষিণা দিলা তুমি-দুইজন ॥
মোর ছয় পুত্র যে মরিল কংস হৈতে।
বড় চিত্ত মোর † তাহা-সভারে দেখিতে ॥
কত কাল গুরুপুত্র আছিল মরিয়া।
তাহা যেন আনি দিলা শক্তি ‡ প্রকাশিয়া ॥
এইমত আমারেও কর' পূর্ণকাম।
আনি দেহ' মোরে মৃত § ছয় পুত্র দান ¶ ॥'
শুনি জননীর বাক্য কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ।
সেই ক্ষণে চলি গেলা বলির ভবন ॥
নিজ ইষ্টদেব দেখি বলি-মহারাজ ||।
মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দসিন্ধুমাঝ ॥ $
দেহ গেহ পুত্র বিত্ত × সকল বান্ধব।
সেই ক্ষণে পাদপদ্মে আনি দিলা সব ॥
লোমহর্ষ অশ্রুপাত পুলক আনন্দে +।
স্তুতি করে পাদপদ্ম ধরি বলি কান্দে ॥

'জয়জয় প্রকট অনন্ত সঙ্কর্ষণ।
জয়জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলভূষণ ॥
জয় সখ্য*গোপাচার্য্য হলধর রাম।
জয়জয় কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তমনস্কাম † ॥
যদ্যপিহ শুদ্ধসত্ত্ব দেবঋষিগণ।
তাঁ'সভারো দুর্লভ তোমার দরশন ॥
তথাপি হেন সে প্রভু! করুণা তোমার।
তমোগুণ ‡ অসুরেরে হও সাক্ষাৎকার ॥
অতএব শত্রু মিত্র নাহিক তোমাতে।
বেদেও কহেন, ইহা দেখি-ও সাক্ষাতে ॥
মারিতে যে আইল লইয়া বিষস্তন।
তাহারেও পাঠাইলা বৈকুণ্ঠভুবন ॥
অতএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে।
বেদে শাস্ত্রে যোগেশ্বর-সভেও না পারে ॥
যোগেশ্বর-সব § যার মায়া নাহি জানে।
মুঞি পাপী অসুর বা জানিব কেমনে ¶ ॥
এই কৃপা কর' মোরে সর্ব্বলোকনাথ!
গৃহ-অন্ধকূপে মোর নহু আত্ম-পাত || ॥
তোমার দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে ভাবিয়া $।
শান্ত হই বৃক্ষমূলে পড়ি থাকোঁ গিয়া ॥
তোমার দাসের মেলে × মোরে কর' দাস।
আর যেন চিত্তে মোর কিছু নহে আশ ॥'
রাম-কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধরিয়া + হৃদয়।
এইমত স্তুতি করে বলি-মহাশয় ॥

* 'আদিদেব' বা 'দুই জানি'। † 'ইচ্ছা হয়'।
‡ 'যেন আনিলা স্বশক্তি' বা 'যে আনিলা নিজ (সর্ব্ব) শক্তি'। § 'সেই'। ¶ 'পুত্র ছয় জন'।
|| 'মহাশয়'। $ 'জোড়হস্তে নতি করি করেন বিনয়'।
× 'মিত্র'। + 'অশ্রু-কম্প আদি প্রেমানন্দে'।

* 'সখ্য' (?) বা 'সাখ্য' (?) † 'ধন প্রাণ'।
‡ 'তমোময়'। § 'যোগেশ্বরেশ্বর'।
¶ 'অসুরে জানিমু কেনমনে'।
|| 'যেন নহে পাত'। $ 'করিয়া' বা 'ধরিয়া'।
× 'সঙ্গে'। + 'করিয়া'।

ব্রহ্মলোক শিবলোক যে চরণোদকে * ।
পবিত্র করিতেছেন ভাগীরথীরূপে ॥
হেন পুণ্য-জল † বলি গোষ্ঠীর সহিতে ।
পান করে শিরে ধরে ভাগ্যোদয় হৈতে ॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার ।
পাদপদ্মে দিয়া বলি করে নমস্কার ॥
'আজ্ঞা কর' প্রভু ! মোরে শিখাও আপনে ।
যদি মোর ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে ॥
যে করয়ে প্রভু ! আজ্ঞাপালন তোমার ।
সেই জন হয় বিধি-নিষেধের পার ॥
শুনিঞা বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা ।
যে নিমিত্ত আগমন কহিতে লাগিলা ॥
প্রভু বোলে 'শুনশুন বলি-মহাশয় !
যে নিমিত্তে আইলাঙ তোমার আলয় ॥
আমার মা'য়ের ছয় পুত্র পাপী কংসে ।
মারিলেক, সেই পাপে সেহো মৈল শেষে॥
নিরবধি সেই পুত্রশোক স্মঙরিয়া ।
কান্দেন দেবকী-দেবী দুঃখিতা হইয়া॥
তোমার নিকটে আছে সেই ছয়জন ।
তাহা নিব জননীর সন্তোষকারণ ॥
সে সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ ।
তা'সভার এত দুঃখ শুন যে-কারণ ॥
প্রজাপতি মরীচি—যে ব্রহ্মার নন্দন ।
পূর্ব্বে তান পুত্র ছিল এই ছয়জন ॥
দৈবে ব্রহ্মা কামশরে হইয়া ‡ মোহিত ।
লজ্জা ছাড়ি কন্যা প্রতি করিলেন চিত।
তাহা দেখি হাসিলেন এই ছয়জন ।
সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেইক্ষণ ॥

* 'যত দেবলোকে'। † 'পাদজল'। ‡ 'বশে হইলা'।

মহান্তের কর্ম্মেতে করিলা * উপহাস ।
অসুরযোনিতে পাইলেন গর্ভবাস ॥
হিরণ্যকশিপু জগতের দ্রোহ করে ।
দেব-দেহ ছাড়িয়া জন্মিলা তার ঘরে ॥
তথাও ইন্দ্রের † বজ্রাঘাতে ছয়জন ।
নানা দুঃখ যাতনায় পাইল মরণ ‡ ॥
তবে যোগমায়া ধরি § আনি ¶ আরবার ।
দেবকীর গর্ভে নিঞা করিলা সঞ্চার ॥
ব্রহ্মারে যে হাসিলেন, সেই পাপ হৈতে ।
সেহো দেহে দুঃখ পাইলেন নানামতে ॥
জন্ম হৈতে অশেষপ্রকার যাতনায় ।
ভাগিনা—তথাপি মারিলেন কংস-রায় ॥
দেবকী এ সব গুপ্ত রহস্য না জানি ।
তা'সভারে কান্দেন আপন পুত্র মানি ॥ ‖
সেই ছয়পুত্র জননীরে দিব দান ।
এই কার্য্য লাগি আইলাঙ তোমা'স্থান ॥
দেবকীর স্তনপানে সেই $ ছয়জন ।
শাপ হৈতে মুক্ত হইবেন সেইক্ষণ ॥'
প্রভু বোলে 'শুনশুন বলি মহাশয় !
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন × হয় ॥
সিদ্ধ-সবো পাইলেন এতেক যাতনা ।
অসিদ্ধ-জনের দুঃখ কি কহিব + সীমা ॥

* 'কর্ম্মপ্রতি করি'। † 'তথা হৈতে ইন্দ্র-'।
‡ 'ছাড়িলা জীবন'। § 'তবে মায়া যোগেশ্বরী'।
¶ 'তবে যোগমায়ায় আনিল'।
‖ 'আপনার পুত্র বলি তাহা সত্য মানি (গণি)'।
$ 'পান করি'। × 'বৈষ্ণবেরে হাসিলেই হেন কর্ম্ম'।
+ 'কে করিব'।

যে দুষ্কৃতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্মজন্ম নিরবধি সে-ই দুঃখে মরে ॥
শুন বলি! এই শিক্ষা করাই তোমারে।
কভু জানি নিন্দা হাস্য* কর' বৈষ্ণবেরে ॥
মোর পূজা মোর নামগ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে' যদি, তারো বিঘ্ন ধরে ॥
মোর ভক্তপ্রতি প্রেমভক্তি † করে যে।
নিঃসংশয় নিঃসংশয় মোরে পায় সে ॥

তথাহি (বরাহপুরাণে)—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু ‡তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥" ৪ ॥ §

'মোর ভক্ত না পূজে, মোহোরে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র ॥

তথাহি (শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে ১৩।৭৬)—

"অভ্যর্চ্চয়িত্বা ¶ গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ ॥"৫॥

টীকা।

অভীতি। যে গোবিন্দম্, অভি—সর্ব্বতোভাবেন, অর্চ্চয়িত্বা—পূজয়িত্বা, তদীয়ান্—গোবিন্দভক্তান্, ন অর্চ্চয়ন্তি, তে জনাঃ বিষ্ণোঃ, প্রসাদস্য—অনুগ্রহস্য, ভাজনং ন, পরন্তু, দাম্ভিকাঃ—ছলিনঃ, বিষ্ণুবঞ্চকা ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

যাহারা শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া, যাঁহারা সেই গোবিন্দের আশ্রিত, সেই সকল ভক্তের অর্চ্চনা না করে, তাহারা শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহের পাত্র নহে, প্রত্যুত তাহারা দাম্ভিক ॥ ৫ ॥

'তুমি বলি! মোর প্রিয়সেবক সর্ব্বথা।
অতএব তোমারে কহিলুঁ গোপ্য-কথা ॥'
"শুনিঞা প্রভুর শিক্ষা বলি-মহাশয়।
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত* হইলা হৃদয় ॥ †
সেই ক্ষণে ছয় শিশু ‡ আজ্ঞা শিরে ধরি।
সম্মুখে দিলেন আনি পুরস্কার § করি ॥
তবে রাম-কৃষ্ণ প্রভু লই ছয়জন।
জননীরে আনিঞা দিলেন সেই ক্ষণ ॥
মৃত পুত্র দেখিয়া দেবকী সেই ক্ষণে।
স্নেহে স্তন সভারে দিলেন হর্ষমনে ॥
ঈশ্বরের অবশেষ-স্তন করি পান।
সেই ক্ষণে সভার হইল দিব্য-জ্ঞান ॥
দণ্ডবত হই সভে ঈশ্বর-চরণে।
পড়িলেন সাক্ষাতে দেখিল সর্ব্বজনে ॥
তবে প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে সভারে চা'হিয়া।
শিখাইতে লাগিলেন সদয় হইয়া ॥
'চল চল দেবগণ! যাহ নিজ-বাস।
মহান্তেরে আর পাছে কর' ¶ উপহাস ॥
ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা—ঈশ্বর-সমান।
মন্দ কর্ম্ম করিলেও মন্দ নহে তান ॥
তাহানে হাসিয়া এত পাইলে যাতনা।
হেন বুদ্ধি নহ আর ‖—করিহ কামনা ॥ $
ব্রহ্মাস্থানে যাই মাগি লহ অপরাধ।
তবে সভে চিত্তে × পুন পাইবে প্রসাদ ॥'

* 'উপহাস' † 'জনপ্রতি প্রেম'।
‡ 'নিঃসংশয়স্ত'। § 'অনুবাদ ৫২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
¶ 'অর্চ্চয়িতা তু'।

* 'অধিক আনন্দময়'।
† 'অন্তরে আনন্দ বড় হইল উদয়'। ‡ 'পুত্র'।
§ 'আনিঞা দিল আজ্ঞা শিরে'।
¶ 'আর না করিহ'। ‖ 'নহ যেন' বা 'নাহি আর'।
$ 'ইহা জানি কভু না হাসিহ মহাজনা'।
× 'তবে ত তোমরা' বা 'তবে সে চিত্তের'।

ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনি * সর্ব্বাদেবগণ।
পরম-আদরে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ॥
পিতা-মাতা-রাম-কৃষ্ণ-পা'য়ে নমস্করি।
চলিলেন সর্ব্বদেবগণ ‡ নিজ-পুরী॥
"কহিলাঙ এই বিপ্র! ভাগবতকথা।
নিত্যানন্দ-প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দস্বরূপ—পরম-অধিকারী।
অল্পভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি॥
অলৌকিকচেষ্টা যে বা কিছু দেখ § তান।
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ॥
পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার।
তাঁহা হৈতে সর্ব্বজীব পাইব উদ্ধার ¶॥
তাঁহার আচার—বিধি-নিষেধের পার।
তাঁহারে বুঝিতে || শক্তি আছয়ে কাহার॥
না বুঝিয়া নিন্দে' তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি তার হয় বাধ॥
চল বিপ্র! তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা গিয়া তুমি সভারে বুঝাও॥
পাছে তাঁরে কেহো কোনোরূপে নিন্দা করে।
তবে আর রক্ষা তার নাহি যম-ঘরে॥
যে তাঁহারে প্রীত করে, সে করে আমারে।
সত্যসত্য বিপ্র! এই $ কহিল তোমারে॥
মদিরা যবনী যদি × নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য + কহিল তোমারে॥"

তথাহি শ্রীমুখকৃত-শিক্ষাশ্লোকঃ—
"গৃহ্নীয়াদ্*যবনীপাণিং বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্॥" ৬॥ †

অনুবাদ।

শ্রীনিত্যানন্দ যবনীর পাণিই গ্রহণ করুন, অথবা শৌণ্ডিকভবনেই প্রবেশ করুন, তথাপি তাঁহার চরণ-পদ্ম ব্রহ্মার বন্দনীয়॥ ৬॥

শুনিঞা প্রভুর বাক্য সেই সু-ব্রাহ্মণ।
পরম-আনন্দ-যুক্ত হইলেন মন ‡॥
নিত্যানন্দপ্রতি বড় জন্মিল বিশ্বাস।
তবে আইলেন নবদ্বীপ—নিজ § বাস॥
সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি নবদ্বীপে।
সর্ব্বাগ্রে আইলা নিত্যানন্দের সমীপে॥
অকৈতবে কহিলেন নিজ অপরাধ।
প্রভুও শুনিঞা তাঁরে করিলা প্রসাদ॥
হেন নিত্যানন্দস্বরূপের ব্যবহার।
বেদগুহ্য লোকবাহ্য যাঁহার আচার॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ—পরম যোগেন্দ্র।
যাঁরে কহি—আদিদেব ধরণীধরেন্দ্র॥
সহস্রবদন নিত্য-শুদ্ধ-কলেবর।
চৈতন্যের কৃপা বিনু জানিতে দুষ্কর॥
কেহো বোলে "নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহো বোলে "চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥"

---

* 'বাক্য পাই'। † 'সিদ্ধ'। ‡ 'যথা'
§ 'সব দেখিয়াছ'। ¶ 'নিস্তার'।
|| 'তাহানে জানিতে'। $ 'সত্য বিপ্র!'
× 'যদি বা যবনি-পাণি'। + 'তথাপিহ বেদবন্দ্য'।

* 'গৃহীত্বা'।
† ইহার পরে দুইখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"চল বিপ্র। শীঘ্রগতি নবদ্বীপে যাও।
এই কথা গিয়া তুমি সভারে বুঝাও॥"
‡ 'হইল তখন'। § 'বিপ্র নবদ্বীপ'।

কেহো বোলে "মহাতেজী অংশ * অধিকারী।"
কেহো বোলে "কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥"
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন-মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তান পাদপদ্ম মোর রহুক হৃদয়ে॥
'সে আমার প্রভু, আমি জন্মজন্ম দাস।'
সভার চরণে মোর এই অভিলাষ॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তরে॥
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিগে * ভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলা-ও নিলা-ও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর' গৌরহরি।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যেন তোমা' না পাসরি॥
যথা যথা † তুমি-দুই কর' অবতার ‡।
তথা তথা দাস্যে মোর হউ অধিকার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

* 'মহাতেজীয়াংশে'। † 'আছিবে যত'। ‡ 'মুরারি'।

* 'কি বেষ্টিত সকল'। † 'তথা'।

অষ্টম অধ্যায়।

জয়জয় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র।
জয়জয় শ্রীসেবাবিগ্রহ † নিত্যানন্দ॥
জয়জয় অদ্বৈত-শ্রীবাসঃ-প্রিয়ধাম।
জয় গদাধর-শ্রীজগদানন্দ-প্রাণ॥
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।
জয় দামোদরস্বরূপের প্রাণ-ধন॥
জয় বক্রেশ্বরপণ্ডিতের প্রিয়কারী।
জয় পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি-মনোহারী॥
জয়জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর' প্রভু! শুভদৃষ্টিপাত॥
হেনমতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপপুরে।
বিহরেন প্রেমভক্তি-আনন্দসাগরে॥
নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-নৃত্য-গীত হৈল সভার ভজন § ॥
গোপশিশুগণ-সঙ্গে প্রতি-ঘরেঘরে।
যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুলনগরে॥
সেইমত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি।
কীর্ত্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী॥

‡ 'প্রভু! করহ বিহার'। § 'ভোজন' বা 'জীবন'।

ইচ্ছাময় নিত্যানন্দচন্দ্র ভগবান্।
গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥
আই-স্থানে করিলেন সন্তোষে বিদায়।
নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য-ইচ্ছায় ॥
পরম-বিহ্বল পারিষদগণ-সঙ্গে।
আইলেন শ্রীচৈতন্য-নাম-গুণ-রঙ্গে ॥
হুঙ্কার, গর্জ্জন, নৃত্য, আনন্দ-ক্রন্দন।
নিরবধি করে সব পারিষদগণ ॥
এইমত সর্ব্বপথ প্রেমানন্দরসে।
আইলেন নীলাচলে কথোক দিবসে ॥
কমলপুরেতে আসি প্রাসাদ * দেখিয়া।
পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম-ধার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি করেন হুঙ্কার ॥
আসিয়া রহিলা † এক পুষ্পের উদ্যানে।
কে বুঝে তাঁহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে ॥
নিত্যানন্দ-বিজয় জানিঞা গৌরচন্দ্র।
একেশ্বর আইলেন ছাড়ি ভক্তবৃন্দ ॥
ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ। ‡
সেই স্থানে বিজয় হইলা § গৌরচন্দ্র ॥
প্রভু আসি দেখে—নিত্যানন্দ ধ্যানপর।
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর ॥
শ্লোকবন্ধে নিত্যানন্দমহিমা বর্ণিয়া।
প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া ॥
শ্রীমুখের শ্লোক শুন—নিত্যানন্দস্তুতি।
যে শ্লোক পড়িলে হয় নিত্যানন্দে রতি ¶ ॥

* সকল পুঁথিতেই 'প্রসাদ' পাঠ আছে।
† 'বসিলা'। ‡ 'জয় শ্রীবৈকুণ্ঠনায়ক গৌরচন্দ্র' (?)।
§ 'শ্রীবিজয় হৈলা'। ¶ 'শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি'।

তথাহি শ্লোকঃ—
"গৃহ্নীয়াদ্ * যবনীপাণিং বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্॥"১॥
"মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য" বোলে গৌরচন্দ্র ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু প্রেমবৃষ্টি ‡ করি।
নিত্যানন্দ-প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি ॥
নিত্যানন্দস্বরূপো জানিঞা সেই ক্ষণে।
উঠিলেন 'হরি' বলি পরমসম্ভ্রমে ॥
দেখি নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন।
কি আনন্দ হৈল, তাহা না যায় বর্ণন ॥
'হরি' বলি সিংহনাদ লাগিলা করিতে।
প্রেমানন্দে আছাড় পড়েন পৃথিবীতে ॥
দুইজন প্রদক্ষিণ করেন দুঁহারে।
দুঁহে দণ্ডবত হই পড়েন দুঁহারে ॥§
ক্ষণে দুই প্রভু করে প্রেম-আলিঙ্গন।
ক্ষণে গলা ধরি করে আনন্দ-ক্রন্দন ॥
পরানন্দে গড়াগড়ি যায় দুইজন।
মহামত্ত সিংহ জিনি দুঁহার গর্জ্জন ॥
কি অদ্ভুত প্রীতি সে করেন দুইজনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিঞাছি শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥ ¶
দুইজনে শ্লোক পড়ি বর্ণেন দুঁহারে।
দুঁহারেই দুঁহে জোড়হস্তে নমস্করে ॥
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, বৈবর্ণ্য।
কৃষ্ণ‖ভক্তিবিকারের যত আছে মর্ম্ম ॥

* 'গৃহীত্বা'। † অনুবাদ ৪৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
‡ 'প্রেমাবিষ্ট'। § 'দুইজন দণ্ডবত হয় দোঁহাকারে'।
¶ ইহার পরে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"ব্রজে যেন রাম-কৃষ্ণ ভাই দুইজনে।"
‖ 'বিষ্ণু'।

ইহা বই দুই শ্রীবিগ্রহে আর নাঞি ।
সব করে করায়েন চৈতন্যগোসাঞি ॥
কি অদ্ভুত প্রেমভক্তি হইল প্রকাশ ।
নয়ন ভরিয়া দেখে যে একান্তদাস ॥
তবে কথোক্ষণে প্রভু জোড়হস্ত করি ।
নিত্যানন্দপ্রতি স্তুতি করে গৌরহরি ॥
"নাম রূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত ।
শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি—ঈশ্বর অনন্ত ॥
যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার ।
সত্য সত্য সত্য * ভক্তিযোগ-অবতার ॥
স্বর্ণ-মুক্তা-রূপা-কসা† -রুদ্রাক্ষাদি-রূপে ।
নববিধা ‡ ভক্তি ধরি আছ নিজসুখে ॥
নীচজাতি পতিত অধম যত জন ।
তোমা' হৈতে সভার হইল § বিমোচন ॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্-সভারে ।
তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে ॥
'স্বতন্ত্র' করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কহে ।
হেন কৃষ্ণ পার' তুমি করিতে বিক্রয়ে ॥
তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার্ ।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার ॥
বাহ্য নাহি জান' তুমি সঙ্কীর্ত্তনসুখে ।
অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর ।
তোমার বিগ্রহ ¶ কৃষ্ণবিলাসের ঘর ॥
অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে ।
সত্যসত্য কভু ‖ কৃষ্ণ না ছাড়েন তাঁরে ॥"

তবে কথোক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয় ।
বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয় ॥
"প্রভু হই তুমি যে আমারে কর' স্তুতি ।
এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি ॥
প্রদক্ষিণ কর', কিবা কর' নমস্কার ।
কিবা মার', কিবা রাখ', যে ইচ্ছা তোমার ॥
কোন্ বা বক্তব্য * প্রভু† আছে তোমা'-
স্থানে ।
কিবা নাহি দেখ' তুমি দিব্যদরশনে ॥
মন প্রাণ সভার ঈশ্বর প্রভু ! তুমি ।
তুমি যে করাও সেইরূপ করি আমি ॥
আপনেই মোরে তুমি ‡ দণ্ড ধরাইলা ।
আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা ॥
তাড়, খাড়ু, বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, ছান্দভোড়ি ।
ইহা সে ধরিয়ে আমি মুনিধর্ম্ম ছাড়ি ॥
আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ ।
সভারেই দিলা তপ-§ভক্তি-আচরণ ॥
মুনিধর্ম্ম ছাড়াইয়া কি কৈলে আমারে ।
ব্যবহারি-জন দেখি সভে হাস্য ¶ করে ॥
তোমার নর্ত্তক আমি, নাচাও যেরূপে ।
সেইরূপে নাচি আমি তোমার কৌতুকে ॥
কি নিগ্রহ অনুগ্রহ—তুমি সে প্রমাণ ।
বৃক্ষদ্বারে কর' তভু তোমারই সে নাম ॥"
প্রভু বোলে "তোমার যে দেহে অলঙ্কার ।
নববিধা ভক্তি বই কিছু নহে আর ॥

---

* 'সত্য সত্য নবধা (হয়)' । † 'কাসা' । ‡ 'নিরবধি' § 'হইব' । ¶ 'হৃদয়' । ‖ 'কহি' ।

* 'অব্যক্ত' । † 'জ্ঞান' । ‡ 'আপনে যে আমারেও' । § 'তুমি' বা 'শুদ্ধ' । ¶ 'নিন্দা' ।

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি নমস্কার।
এই সে তোমার সর্ব্বকাল * অলঙ্কার॥
নাগ-বিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি † সর্ব্বজনে বুঝিবারে পারে॥
পরমার্থে মহাদেব—অনন্ত-জীবন।
নাগ-ছলে অনন্ত ধরেন সর্ব্বক্ষণ॥
না বুঝিয়া নিন্দে' তাঁন চরিত্র অগাধ।
যতেক নিন্দয়ে ‡ তার হয় কার্য-বাধ॥
মুঞি ত তোমার অঙ্গে ভক্তিরস বিনে।
অন্য নাহি দেখোঁ কাহোঁ § কায়-বাক্য-মনে॥
নন্দগোষ্ঠে বসি ¶ তুমি বৃন্দাবনসুখে।
ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন কৌতুকে॥
ইহা দেখি যে সুকৃতি চিত্তে পায় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক কৃষ্ণের শ্রীমুখ॥
বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, গুঞ্জাহার, মাল্য, গন্ধ।
সর্ব্বকাল এইরূপ তোমার শ্রীঅঙ্গ॥
যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম-সুদাম-প্রায় লয় মোর মতি॥
বৃন্দাবনক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে—লয় মোর মন॥
সেই ভাব সেই কান্তি সেই সর্ব্বশক্তি।
সর্ব্ব দেহে দেখি সেই নন্দগোষ্ঠ-ভক্তি॥
এতেকে যে তোমারে, তোমার সেবকেরে। ‖
প্রীতি করে, সত্যসত্য সে করে আমারে॥"

স্বানুভাবানন্দে দুই—মুকুন্দ অনন্ত।
কিরূপে কহেন কথা, কে জানয়ে § অন্ত
কথোক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া॥
ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি † কথা।
বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানেন সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দে চৈতন্যে যখনে দেখা হয়।
প্রায় আর কেহো নাহি থাকে সে সময়॥
কি করেন আনন্দবিগ্রহ দুইজনে।
চৈতন্য-ইচ্ছায় কেহো না থাকে তখনে॥
নিত্যানন্দস্বরূপো প্রভুর ইচ্ছা জানি।
একান্তে সে আসিয়া দেখেন ‡ ন্যাসিমণি॥
আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত।
এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দতত্ত্ব॥
সুকোমল দুর্ব্বিজ্ঞেয় ঈশ্বর-হৃদয়।
বেদে শাস্ত্রে ব্রহ্মা শিব সব § এই কয়'॥
না জানি না বুঝি মাত্র সবে গায় গাথা।
লক্ষ্মীরো এই সে বাক্য, অন্যের কি কথা॥
এইমত ভাবরঙ্গে ¶ চৈতন্যগোসাঞি। ‖
এক কথা না কহেন একজন-ঠাঞি॥
হেন সে তাঁহার রঙ্গ,—সভেই মানেন।
"আমার অধিক প্রীত কারো $ না বাসেন॥
আমারে সে কহেন সকল গোপ্য-কথা।
'মুনিধর্ম্ম করি কৃষ্ণ ভজিব সর্ব্বথা॥'

* 'সর্ব্বগা'য়' বা 'সর্ব্বময়'। † 'কিবা'। ‡ 'যে তাঁহারে নিন্দে''। § 'কভু'। ¶ 'বৈস'। ‖ 'এতেকে তোমারে যেই সেবা স্তুতি করে' বা 'এতেকে যে জন সব তোমা সেবা করে'।

* 'কিবা-রূপে কহে কথা কে বা জানে' বা 'কিরূপে কি কহে কে জানিব তার'। † 'হৈল যে বা'। ‡ 'একেশ্বর আসিয়া মিলেন'। § 'সত্তে' বা 'তত্ত্ব'। ¶ 'ভাল রঙ্গী' বা 'ভাবে রঙ্গী'। ‖ 'এই অবতারের শ্রীচৈতন্যগোসাঞি'। $ 'আমারে অধিক প্রীত কারে'।

বেত্র, বংশী, বর্হা, গুঞ্জামালা*, ছাঁদডোড়ি।
ইহা ধরিলেন † কেনে মুনিধর্ম্ম ছাড়ি॥"
কেহো বোলে "মুনিধর্ম্ম ‡ যতেক প্রকার।
বৃন্দাবনে গোপক্রীড়া—অধিক সভার॥
গোপ-গোপী-ভক্তি—সর্ব্বতপস্যার ফল।
যাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা-আদি ঈশ্বর-সকল॥
অতি কৃপাপাত্র সে গোকুলভক্তি পায়।
যে ভক্তি বন্দেন প্রভু শ্রীউদ্ধবরায় §॥"

তথাহি (ভা০১০।৪৭।৬৩)—

"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥"২॥

টীকা।

বন্দে ইতি। অভীক্ষ্ণশঃ—বারংবারম্। যাসাং—যাভিঃ কর্ত্রীভিঃ যৎসম্বন্ধীতি বা, হরিকথায়াঃ উদ্গীতম্—উচ্চৈর্গানং, ভুবনত্রয়ম্—ঊর্দ্ধাধোমধ্যলোকং সর্ব্বমপি, পুনাতি—পবিত্রীকরোতি॥২॥

অনুবাদ।

যাঁহাদিগের হরিলীলার উচ্চ গান ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছে, সেই নন্দব্রজবাসিনী রমণীগণের চরণরেণু আমি বারংবার বন্দনা করি॥২॥

এইমত যে বৈষ্ণব করেন ¶ বিচার।
সর্ব্বত্রেই গৌরচন্দ্র করেন স্বীকার॥
অন্যোঽন্যে বাজায়েন আনন্দ ‖ ইচ্ছায়।
হেন রঙ্গী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥
কৃষ্ণের কৃপায় সভে আনন্দে বিহ্বল।
কখনো কখনো বাজে আনন্দ-কন্দল॥

ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া*।
আর ঈশ্বরেরে নিন্দে' সে-ই অভাগিয়া॥
ঈশ্বরের অভিন্ন—সকল ভক্তগণ।
দেহের যেহেন বাহু অঙ্গুলি চরণ॥

তথাহি (ভা০৪।৭।৫০)

'যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরঃ॥'৩॥

টীকা।

সর্ব্বস্য মদাত্মকত্বাৎ মৎপরস্তু ভূতেষ্বপি স্বাঙ্গেষিব মমতামেব করোতীত্যাহ, যথেতি॥৩॥

অনুবাদ।

পুরুষ যেরূপ হস্ত ও মস্তকাদি স্বকীয় অঙ্গের কোন একটি অঙ্গকেও 'এটি আমার নহে,—পরের' এরূপ বিবেচনা করে না, যিনি আমাকে পরাৎপর-রূপে নিরূপণ করিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ কোন প্রাণীর উপরেই 'এই প্রাণী কিংবা ইহার সুখদুঃখাদি সমস্তই আমা হইতে ভিন্ন' এরূপ পরকীয়-বুদ্ধির আরোপ করেন না।৩॥

তথাপিহ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের এই কথা।
'সভার ঈশ্বর—কৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বথা॥
নিয়ন্তা পালক স্রষ্টা অবিজ্ঞাততত্ত্ব।'
সভে মেলি এই মাত্র গায়েন মহত্ত্ব॥
আবির্ভাব হৈতেছেন যে সব শরীরে।
তাঁ'সভার অনুগ্রহে ভক্তি-ফল ধরে॥
সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তি দিয়াও আপনে।
অপরাধে শাস্তিও করেন ভাল-মনে॥
ইতিমধ্যে সকলে বিশেষ দুই প্রতি।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতেরে না ছাড়েন † স্তুতি॥

---

* 'বর্হিপুচ্ছ গুঞ্জা'। † 'ইহা বা ধরেন'।
‡ 'ভক্ত-নাম'।
§ 'আনন্দ প্রভু উদ্ধব সে চায়' বা 'বাঞ্ছেন সদা শ্রীউদ্ধবরায়'। ¶ 'যে করে'। ‖ 'ঈশ্বর'।

* 'হৈয়া'। † 'অদ্বৈতে না ছাড়ে ভক্তি'।

কোটি অলৌকিকো যদি এ দুই করেন।
তথাপিহ গৌরচন্দ্র কিছু না বোলেন॥
এইমত কথোক্ষণ পরানন্দ করি।
অবধূতচন্দ্রসঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
তবে নিত্যানন্দস্থানে করিয়া বিদায়।
বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥
নিত্যানন্দস্বরূপো পরম-হর্ষ-মনে।
আনন্দে চলিলা জগন্নাথদরশনে॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে যে হৈল * দরশন।
ইহার শ্রবণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন † ॥
জগন্নাথ দেখি মাত্র নিত্যানন্দরায়।
আনন্দে বিহ্বল হই গড়াগড়ি যায়॥
আছাড় পড়েন প্রভু প্রস্তর-উপরে।
শতজনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন।
সভা' দেখি নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন॥
সভার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিঞা।
পুনঃপুন দেন সভে প্রভাব জানিঞা॥
নিত্যানন্দ দেখি যত জগন্নাথদাস।
সভার জন্মিল অতি-পরম-উল্লাস॥
যে জন না চিনে, সে জিজ্ঞাসে' কারো ঠাঁই।
সভে কহে "এই কৃষ্ণচৈতন্যের ভাই॥"
নিত্যানন্দস্বরূপো সভারে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সভার অঙ্গ প্রেমানন্দ-§জলে॥
তবে জগন্নাথ হেরি হর্ষ সর্ব্ব-গণে ¶।
আনন্দে চলিলা গদাধর-দরশনে॥

* 'যে-হেন'। † 'ঘুচে অবিদ্যাবন্ধন'।
§ 'আনে জিজ্ঞাসেন অন্ত'। § 'নয়নের'।
¶ 'দেখি বড় হর্ষ মনে'।

নিত্যানন্দ-গদাধরে যে প্রীত অন্তরে।
ইহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বরে সে ধরে॥
গদাধরভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন, যেহেন নন্দকুমার সাক্ষাত॥
আপনে চৈতন্য তানে করিয়াছেন কোলে।
অতিপাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি ভুলে॥
দেখি শ্রীমুরলীমুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্রুর নাহি সীমা॥
নিত্যানন্দ-বিজয় জানিঞা গদাধর।
ভাগবতপাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর॥
দুঁহে মাত্র দেখিয়া দুঁহার শ্রীবদন।
গলা ধরি * লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
অন্যোঽন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার।
অন্যোঽন্যে দুঁহে কহে মহিমা দুঁহার॥
কেহো † বোলে "আজি হৈল লোচন নির্ম্মল।"
কেহো † বোলে "অজি হৈল জনম সফল॥"
বাহ্যজ্ঞান নাহি দুইপ্রভুর শরীরে।
দুইপ্রভু ভাসে ভক্তি‡-আনন্দ-সাগরে॥
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
দেখি চতুর্দ্দিগে পড়ি কান্দে সর্ব্বদাস॥
কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ-গদাধরে।
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে॥
গদাধরদেবের সঙ্কল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দনিন্দকের না দেখেন মুখ॥
নিত্যানন্দস্বরূপেরে প্রীতি যার § নাঞি।
দেখাও না দেন ¶ তারে পণ্ডিতগোসাঞি॥

* 'গলাগলি'। † 'কোহো'। ‡ প্রেম' বা 'নিজ'।
§ 'স্বরূপের প্রীত যারে'। ¶ 'দেখিয়া না দেখে'।

তবে দুই-প্রভু স্থির হই একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তনে ॥
তবে গদাধরদেব নিত্যানন্দপ্রতি।
নিমন্ত্রণ করিলেন "আজি ভিক্ষা ইথি ॥"
নিত্যানন্দ গদাধরভিক্ষার কারণে।
এক-মান চাউল * আনিঞাছেন যতনে ॥
অতি সূক্ষ্ম শুক্ল † দেবযোগ্য সর্ব্বমতে।
গদাধর ‡ লাগি আনিঞাছেন গৌড় হৈতে ॥
আর একখানি বস্ত্র—রঞ্জিম সুন্দর।
দুই আনি দিলা গদাধরের গোচর ॥
"গদাধর! এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন।
শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন ॥"
তণ্ডুল দেখিয়া হাসে' পণ্ডিতগোসাঞি।
"নয়নে ত এমত তণ্ডুল দেখি নাঞি ॥
এ তণ্ডুল গোসাঞি! কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
আনিঞা আছেন গোপীনাথের § লাগিয়া ॥
লক্ষ্মীমাত্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন।
কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা, তবে ভক্তগণ।"
আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসেন গদাধর।
বস্ত্র লই গেলা গোপীনাথের গোচর ॥
দিব্য-রঙ্গ-বস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে।
দিলেন দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে ॥
তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা।
আপনে টোটায় শাক তুলিতে লাগিলা ॥
কেহো বোনে' ¶ নাহি—দৈবে হইয়াছে শাক।
তাহা তুলি আনিঞা করিলা এক পাক ॥

* 'চালু' বা 'তণ্ডুল'। † 'সুখদি'। ‡ 'গোপীনাথ'।
§ 'আনিঞাছে গোপীনাথদেবের'। ¶ 'রোপে' বা 'করে'।

তেঁতলিবৃক্ষের যত পত্র সুকোমল।
তাহা আনি বাটি' তথি দিলা লোণ* জল ॥
তার এক ব্যঞ্জন করিলা অম্ল-নাম।
রন্ধন করিয়া গদাধর ভাগ্যবান্ ॥
গোপীনাথ-অগ্রে নিঞা ভোগ লাগাইলা †।
হেনকালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা ॥
প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥
"গদাধর! গদাধর!" ডাকে গৌরচন্দ্র।
সম্ভ্রমে বন্দেন গদাধর পদদ্বন্দ্ব ॥
হাসিয়া বোলেন প্রভু "কেন গদাধর!
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর?
আমি ত তোমরা দুই হৈতে ‡ ভিন্ন নাহি।
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি § খাই ॥
নিত্যানন্দদ্রব্য—গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন—মোর ইথে আছে ভাগ ¶ ॥"
কৃপাবাক্য শুনি নিত্যানন্দ গদাধর।
মগ্ন হইলেন সুখ-সাগর-ভিতর ॥
সন্তোষে প্রসাদ আনি দেব-গদাধর।
থুইলেন গৌরচন্দ্রপ্রভুর ‖ গোচর ॥
সর্ব্ব টোটা $ ব্যাপিলেক অন্নের সুগন্ধে।
ভক্তি করি প্রভু পুনঃপুন অন্ন বন্দে ॥
প্রভু বোলে "তিন ভাগ × সমান করিয়া।
অন্ন লই তিনে + ভুঞ্জি একত্র বসিয়া ॥"

* 'লোণ গঙ্গা'। † 'ভোলাইলা' বা 'সন্নাইলা'।
‡ 'তোমরা হৈতে কভু'।
§ 'নাহি দিলে তোমরা যে বলে কাড়ি'।
¶ 'বড় সাধ'। ‖ 'থুইলা লইয়া মহাপ্রভুর'।
$ 'দিগ'। × 'ভোগ'। + 'সও সঙ্গে'।

নিত্যানন্দস্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে ॥
দুইপ্রভু ভোজন করেন দুইপাশে।
সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন-ব্যঞ্জন প্রশংসে' ॥
প্রভু বোলে "এ অন্নের গন্ধেও সর্ব্বথা।
কৃষ্ণভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা ॥
গদাধর! কি তোমার মনোহর পাক।
আমি ত এমত কভু নাহি খাই শাক ॥
গদাধর! কি তোমার বিচিত্র রন্ধন।
তেঁতলিপাতের কর' এমত ব্যঞ্জন ॥
বুঝিলাঙ—বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর' তুমি।
তবে আর আপনারে লুকাও বা কেনি ॥"
এইমত মহানন্দে * হাস্য-পরিহাসে।
ভোজন করেন তিন প্রভু প্রেমরসে † ॥
এ-তিন-জনার প্রীতি এ-তিনে সে জানে।
গৌরচন্দ্র ঝাট না ‡ কহেন কারো স্থানে ॥
কথোক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন।
চলিলেন, পত্র লুট কৈল * ভক্তগণ ॥
এ আনন্দ-ভোজন যে পঢ়ে যে বা শুনে। †
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ পায় সেই সব জনে ॥
গদাধর শুভদৃষ্টি করেন যাহারে।
সে-ই সে জানয়ে নিত্যানন্দস্বরূপেরে ॥
নিত্যানন্দস্বরূপো যাহারে প্রীত মনে।
লওয়ায়েন গদাধর, জানে সে-ই জনে ॥
হেনমতে নিত্যানন্দপ্রভু নীলাচলে।
রহিলেন গৌরচন্দ্রসঙ্গে কুতূহলে ॥
তিনজন একত্র থাকেন নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ গদাধর ॥
জগন্নাথো একত্র দেখেন তিনজনে।
আনন্দে বিহ্বল সভে ‡ মাত্র সঙ্কীর্ত্তনে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে গদাধর-গৃহ-বিলাস-বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

নবম অধ্যায়।

—:*:—

§

এবে শুন বৈষ্ণবসভার আগমন।
আচার্য্যগোসাঞি-আদি যত প্রিয়-গণ ॥
শ্রীরথযাত্রার আসি হইল সময়।
নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠীর হইল বিজয় ॥

---

* 'নানারূপে'। † 'সে আবেশে'। ‡ 'আপনে না'।

§ এই স্থানে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়জয় নিত্যানন্দ ত্রিভুবনধন্য ॥
ভক্তগোষ্ঠীসহিত গৌরাঙ্গ জয়জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥"

§ এই স্থানে দুইখানি পুথির অতিরিক্ত পাঠ—
"জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণনিধি।
জয়জয় নিত্যানন্দ দয়ার অবধি ॥
জয়জয় শ্রীঅদ্বৈত-আদি ভক্তগণ।
জয় হউ তোমার লীলার * শ্রোতাগণ ॥"

* 'লুটিতে লাগিলা' বা 'পত্র লুটিলেন'।

† 'এ ভোজনানন্দ-সুখ যে বা পঢ়ে শুনে'। ‡ 'সবে'।

* 'যত তোমার লীলা'।

ঈশ্বরের আজ্ঞা—'প্রতি-বৎসরেবৎসরে।
সভেই আসিবা রথযাত্রা দেখিবারে॥'
আচার্য্যগোসাঞি অগ্রে করি * ভক্তগণ।
সভে নীলাচল-প্রতি করিলা গমন॥
চলিলেন ঠাকুরপণ্ডিত শ্রীনিবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্যবিলাস॥
চলিলা আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর।
দেবীভাবে যাঁর গৃহে নাচিলা ঈশ্বর॥
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত-গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় কর্ম্মবন্ধ-নাশ॥
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি চলিলা আনন্দে।
উচ্চস্বরে যাঁরে স্মরি গৌরচন্দ্র কান্দে॥
চলিলা আনন্দে পণ্ডিত-বক্রেশ্বর।
যে নাচিতে কীর্ত্তনীয়া শ্রীগৌরসুন্দর॥
চলিলা প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী মহাশয়।
সাক্ষাত নৃসিংহ যাঁর সনে কথা কয়'॥
চলিলেন আনন্দে ঠাকুর হরিদাস।
আর হরিদাস—যাঁর সিন্ধুকূলে বাস॥
চলিলেন বাসুদেবদত্ত মহাশয়।
যাঁর স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয়॥
চলিলা মুকুন্দদত্ত—কৃষ্ণের গায়ন।
শিবানন্দসেন-আদি লই আপ্তগণ॥
চলিলা গোবিন্দানন্দ আনন্দে বিহ্বল।
দশ-দিগ হয় যাঁর স্মরণে নির্ম্মল॥
চলিলা গোবিন্দদত্ত মহাহর্ষমনে।
মূল হৈয়া যে কীর্ত্তন করে প্রভুসনে॥
চলিলেন আখরিয়া—শ্রীবিজয়দাস।
'রত্নবাহু' যাঁরে প্রভু করিলা ‡ প্রকাশ॥

* 'আদি যত'। † 'ভক্ত'। ‡ 'বলি প্রভুর'।

সদাশিবপণ্ডিত চলিলা শুদ্ধমতি।
যাঁর ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি॥
পুরুষোত্তমসঞ্জয় চলিলা হর্ষমনে।
যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য পূর্ব্ব অধ্যয়নে॥
'হরি' বলি চলিলেন পণ্ডিত-শ্রীমান্ *।
প্রভু-নৃত্যে যে দেউটি ধরে সাবধান॥ †
নন্দন-আচার্য্য চলিলেন প্রীতমনে।
নিত্যানন্দ যাঁর গৃহে আইলা প্রথমে॥
হরিষে চলিলা শুক্লাম্বরব্রহ্মচারী।
যাঁর অন্ন মাগি খাইলেন গৌরহরি॥
অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর।
যাঁর জল পান কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥ ‡
চলিলেন লেখক—পণ্ডিত ভগবান্।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ হৈয়াছিলা অধিষ্ঠান॥
গোপীনাথপণ্ডিত আর শ্রীগর্ভপণ্ডিত।
চলিলেন দুই কৃষ্ণবিগ্রহ নিশ্চিত॥
চলিলেন বনমালীপণ্ডিত মঙ্গল।
যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহল মুষল॥
জগদীশপণ্ডিত হিরণ্যভাগবত।
আনন্দে চলিলা দুই কৃষ্ণরসে মত্ত॥
পূর্ব্ব শিশুরূপে প্রভু যে-দুইর ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা আনি § শ্রীহরিবাসরে॥
চলিলেন বুদ্ধিমন্তখান মহাশয়।
আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞা যাঁহার বিষয়॥

* 'শ্রীমান্ পণ্ডিত'।

† 'প্রভুর নৃত্যকালে যে দিয়টী ধরে নিত্য'।

‡ 'যাঁর ফুটা-লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল' বা 'যাঁর লৌহপাত্রে জল পিলা বিশ্বম্ভর'।

§ 'বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইলা'।

হরিষে চলিলা শ্রীআচার্য্য-পুরন্দর।
'বাপ!' বলি যাঁরে ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর॥
চলিলেন শ্রীরাঘবপণ্ডিত উদার।
গুপ্তে যাঁর ঘরে হৈল চৈতন্যবিহার॥
ভবরোগ-বৈদ্যসিংহ চলিলা মুরারি।
গুপ্তে যাঁর দেহে বৈসে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
চলিলেন শ্রীগরুড়পণ্ডিত হরিষে।
নাম-বলে যাঁরে না লঙ্ঘিল সর্পবিষে॥
চলিলেন গোপীনাথসিংহ মহাশয়।
'অক্রুর' করিয়া যাঁরে গৌরচন্দ্র কয়'॥
প্রভুর পরমপ্রিয় শ্রীরামপণ্ডিত।
চলিলেন নারায়ণপণ্ডিত-সহিত॥
আই-দরশনে শ্রীপণ্ডিত-দামোদর।
আসিছিলা আই দেখি * চলিলা সত্বর॥
অনন্ত চৈতন্য-ভক্ত—কত জানি নাম।
সভে চলিলেন হই আনন্দের ধাম॥
আই-স্থানে ভক্তি করি বিদায় করিয়া।
চলিলা অদ্বৈতসিংহ ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥
যে যে দ্রব্যে জানেন প্রভুর পূর্ব্ব † প্রীত।
সব লৈলা সভে প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত॥
সর্ব্বপথে সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দ করিতে।
আইলেন পবিত্র করিয়া সর্ব্বপথে॥
উল্লাসে যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।
শুনিঞা পবিত্র হয়ে ত্রিভুবন-জন॥
পত্নী-পুত্র-দাস দাসীগণের সহিতে।
আইলেন পরানন্দে চৈতন্য ‡ দেখিতে॥

* 'আছিলা আইর স্থানে'। † 'আছে' বা 'বড়'।
‡ 'আইসেন প্রেমানন্দে চৈতন্য' বা 'আইলা পরমানন্দে প্রভুরে'।

যে-স্থানে রহেন আসি সভে বাসা করি।
সেই স্থান হয় যেন শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥
শুনশুন আরে ভাই! মঙ্গল-আখ্যান।
যাহা গায় মহাপ্রভু * শেষ ভগবান্॥
এইমত রঙ্গে মহাপুরুষসকল।
সকল-মঙ্গলে আইলেন নীলাচল॥
কমলপুরেতে ধ্বজ-প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন কান্দি সভে দণ্ডবত হৈয়া॥
প্রভুও জানিঞা ভক্তগোষ্ঠীর বিজয়।
আগু বাঢ়িবারে চিত্ত কৈলা ইচ্ছাময়॥
অদ্বৈতের প্রতি অতি প্রীতিযুক্ত হৈয়া।
অগ্রে মহা † প্রসাদ দিলেন পাঠাইয়া॥
কি অদ্ভুত প্রীতি সে তাহার নাহি অন্ত।
প্রসাদ চলয়ে যাঁরে ‡ কটক পর্য্যন্ত॥
"শয়নে আছিলুঁ ক্ষীরসাগরভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাঢ়ার হুঙ্কারে॥
অদ্বৈতনিমিত্ত মোর এই অবতার।"
এইমত মহাপ্রভু বোলে বারবার॥
এতেকে ঈশ্বরতুল্য যতেক মহান্ত।
অদ্বৈতসিংহেরে ভক্তি করেন একান্ত॥
"আইলা অদ্বৈত" শুনি শ্রীবৈকুণ্ঠপতি।
আগু বাঢ়িলেন প্রিয়গোষ্ঠীর সংহতি॥
নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরীগোসাঞি।
চলিলেন আনন্দে কাহারো বাহ্য নাঞি॥
সার্ব্বভৌম জগদানন্দ কাশীমিশ্রবর।
দামোদরস্বরূপ শ্রীপণ্ডিত-শঙ্কর॥
কাশীশ্বরপণ্ডিত আচার্য্য-ভগবান্।
শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র—প্রেমভক্তির প্রধান॥

* 'আদিদেব'। † 'মালা'। ‡ 'পাঠায় তাঁরে'।

পাত্র-শ্রীপরমানন্দ রায়-রামানন্দ।
চৈতন্যের দ্বারপাল—সুকৃতি গোবিন্দ॥
ব্রহ্মানন্দভারতী শ্রীরূপ সনাতন।
রঘুনাথ বৈদ্য শিবানন্দ নারায়ণ॥
অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র—শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
বাণীনাথ শ্রীশিখিমাহাতি যত * বৃন্দ॥
অনন্ত চৈতন্যভৃত্য, কত জানি নাম।
কি ছোট কি বড় সভে করিলা পয়ান॥
পরানন্দে সভে চলিলেন প্রভু-সঙ্গে।
বাহ্যদৃষ্টি বাহ্যজ্ঞান নাহি কারো অঙ্গে॥
শ্রীঅদ্বৈতসিংহো সর্ব্ব-বৈষ্ণব-সহিতে।
আসিয়া মিলিলা প্রভু আঠারোনালাতে॥
প্রভুও আইলা নরেন্দ্রেরে আগুয়ান।
দুই গোষ্ঠী দেখাদেখি হৈল বিদ্যমান॥
দূরে দেখি দুই গোষ্ঠী অন্যোহন্যে সব।
দণ্ডবত হই সব পড়িলা বৈষ্ণব॥
দূরে অদ্বৈতেরে দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অশ্রুমুখে করিতে লাগিলা দণ্ডপাত॥
শ্রীঅদ্বৈতো দূরে দেখি নিজ প্রাণনাথ।
পুনঃপুন করিতে লাগিলা দণ্ডপাত॥
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
দণ্ডবত বই কিছু নাহি দেখি আর॥
দুই গোষ্ঠী দণ্ডপাত কে বা কারে করে।
সভেই চৈতন্যরসে বিহ্বল অন্তরে॥
কিবা ছোট, কিবা বড়, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী।
দণ্ডবত করি সভে করে হরিধ্বনি॥
ঈশ্বরো করেন ভক্তসঙ্গে দণ্ডবত।
অদ্বৈতাদি-প্রভুও করেন সেইমত॥

এইমত দণ্ডবত করিতেকরিতে।
দুই গোষ্ঠী একত্র মিলিলা * ভালমতে॥
এখানে যে হইল আনন্দ-দরশন।
উচ্চ হরিধ্বনি, উচ্চ আনন্দ-ক্রন্দন॥
মনুষ্যে কি পারে ইহা করিতে বর্ণন।
সবে বেদব্যাস, আর সহস্রবদন॥
অদ্বৈত দেখিয়া প্রভু করিলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে॥
শ্লোক পঢ়ি অদ্বৈত করেন নমস্কার।
হইলেন অদ্বৈত আনন্দ-অবতার॥
যত সজ্জা করিছিলা প্রভু পূজিবারে।
সব পাসরিলেন, কিছুই নাহি স্ফুরে॥
আনন্দে অদ্বৈতসিংহ করেন হুঙ্কার।
"আনিলুঁ আনিলুঁ" বলি ডাকে বারবার॥
হেন সে হইল অতি-উচ্চ-হরিধ্বনি।
কোন্ লোক পূর্ণ নহে, হেন ত না জানি॥
বৈষ্ণবের কি দায়, অজ্ঞান † যত জন।
তারাও বোলয়ে 'হরি,' করয়ে ক্রন্দন॥
সর্ব্বভক্তগোষ্ঠী অন্যোহন্যে গলা ধরি।
আনন্দে ক্রন্দন করে বোলে 'হরিহরি'॥
অদ্বৈতেরে সভে করিলেন নমস্কার।
যাঁহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য-অবতার॥
মহা-উচ্চধ্বনি করি হরিসঙ্কীর্ত্তন।
দুই গোষ্ঠী করিতে লাগিলা ততক্ষণ॥
কোথা কে বা নাচে কোন্ দিকে কে বা গায়।
কে বা কোন্ দিগে পড়ি গড়াগড়ি যায়॥
প্রভু দেখি সভে হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
প্রভুও নাচেন মাঝে সকলমঙ্গল ‡॥

* 'শিখিমাহাতি-আদি-ভক্ত'

* 'হইল'। † 'অজ্ঞাত'। ‡ 'পরম'।

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে করিয়া কোলাকোলি।
নাচে দুই মত্ত সিংহ হই কুতূহলী॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে প্রভু ধরি জনেজনে।
আলিঙ্গন করেন পরম-প্রীত-মনে॥
ভক্ত*-নাথ ভক্ত-বশ ভক্তের জীবন।
ভক্ত-গলা ধরি প্রভু করেন ক্রন্দন॥
জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় সেই ক্ষণ।
সহস্রসহস্র মালা আইল চন্দন॥
আজ্ঞামালা দেখি হর্ষে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
অগ্রে দিলা শ্রীঅদ্বৈতসিংহের গলায়॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে প্রভু শ্রীহস্তে আপনে।
পরিপূর্ণ করিলেন মালায় চন্দনে॥
দেখিয়া প্রভুর কৃপা সর্ব্বভক্তগণ।
বাহু তুলি উচ্চস্বরে করেন ক্রন্দন॥
সভেই মাগেন বর শ্রীচরণ ধরি।
"জন্মেজন্মে যেন প্রভু! তোমা' না পাসরি॥
কি মনুষ্য পশু পক্ষী ঘরে জন্মি † যথা।
তোমার চরণ যেন দেখিয়ে সর্ব্বথা॥
এই বর দেহ' প্রভু করুণাসাগর!"
পাদপদ্ম ধরি কান্দে সর্ব্ব অনুচর॥
বৈষ্ণবগৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি প্রভু দেখি করেন ক্রন্দন॥
তাঁ'সভার প্রেমধারে অন্ত নাহি পাই।
সভেই বৈষ্ণবীশক্তি‡, ভেদ কিছু নাই॥ §
'জ্ঞানভক্তিযোগে সভে পতির সমান।'
কহিয়া আছেন ¶ শ্রীচৈতন্য ভগবান্॥

এইমত নৃত্য গীত বাদ্য সঙ্কীর্ত্তনে।
আইসেন চলিয়া সভেই * প্রভু-সনে॥
হেন সে হইল প্রেমাভক্তির প্রকাশ।
হেন নাহি, যার দেখি না হয় উল্লাস॥
আঠারোনালায় হৈতে দশদণ্ড হৈলে।
মহাপ্রভু আইলেন নরেন্দ্রের কূলে॥
হেনকালে রাম কৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ ‡।
জলকেলি করিবারে আইলা নরেন্দ্র॥
হরিধ্বনি নৃত্য গীত মৃদঙ্গ কাহাল।
শঙ্খ ভেরী জয়ঢাক বাজয়ে বিশাল॥
সহস্রসহস্র ছত্র পতাকা চামর।
চতুর্দ্দিগে শোভা করে পরমসুন্দর॥
মহাজয়জয়শব্দ মহা-হরিধ্বনি।
ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি॥
রাম কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহাকুতূহলে।
উত্তরিলা আসি সভে নরেন্দ্রের জলে॥
জগন্নাথগোষ্ঠী শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীসনে।
মিশাইলা তানাও ভুলিলা § সঙ্কীর্ত্তনে॥
দুই গোষ্ঠী এক হই কি হৈল ¶ আনন্দ।
কি বৈকুণ্ঠসুখ আসি হৈল মূর্ত্তিমন্ত॥
চতুর্দ্দিগে লোকের আনন্দে অন্ত নাঞি।
সব করেন করায়েন চৈতন্যগোসাঞি॥
রাম কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ চামর ঢুলায়॥
রাম কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়।
দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়॥

---

* 'ভক্তি'। † 'যাই'। ‡ 'সতী'।
§ 'সভেই বৈষ্ণবী-সতী ভেদ নাহি ভাই!'।
¶ 'কহিয়াছেন পূর্ব্ব'।

* 'চালি চলি সভে'। † 'বিভু'। ‡ 'যাত্রা শ্রীগোবিন্দ'।
§ 'করিলা'। ¶ 'একত্র কি হইল'।

প্রভুও সকল ভক্ত লই কুতূহলে।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে॥
শুন ভাই! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতার।
যেরূপে নরেন্দ্রজলে করিলা বিহার॥
পূর্ব্ব যমুনায় যেন শিশুগণ মেলি।
মণ্ডলী হইয়া করিলেন * জলকেলি॥
সেই রূপে সকল বৈষ্ণবগণ মেলি।
পরস্পর করে ধরি হইলা † মণ্ডলী॥
গৌড়দেশে জলকেলি আছে 'কয়া' নামে।
সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলেন প্রথমে॥
'কয়া কয়া' বলি করতালি দেন জলে।
জলে বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণবমণ্ডলে ‡॥
গোকুলের শিশুভাব হইল সভার।
প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র-অবতার॥
বাহ্য নাহি কারো, সভে আনন্দে বিহ্বল।
নির্ভয়ে ঈশ্বরদেহে সভে দেন জল॥
অদ্বৈত চৈতন্য দুঁহে জল-ফেলাফেলি।
প্রথমে লাগিলা দুঁহে মহা কুতূহলী॥
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে, ক্ষণে বা ঈশ্বর।
নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর॥
নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরীগোসাঞি।
তিন প্রভু জলযুদ্ধ লাগে বারবার।
দণ্ডে গুণ্ডে জলযুদ্ধ লাগে বারবার।
পরম-আনন্দে দুঁহে § করেন হুঙ্কার॥
দুই সখা—বিদ্যানিধি স্বরূপদামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর॥

* 'যেন করে'। † 'ধ্বনি হইয়া'।
‡ 'সভে করতলে'। § ''পরানন্দে দুই জনে'।

শ্রীবাস শ্রীরাম হরিদাস বক্রেশ্বর।
গঙ্গাদাস গোপীনাথ শ্রীচন্দ্রশেখর॥
এইমত অন্যোঽন্যে সভে দেন জল।
চৈতন্য-আনন্দে সভে হইলা বিহ্বল॥
শ্রীগোবিন্দ-রাম-কৃষ্ণ-বিজয় নৌকায়।
লক্ষলক্ষ লোক জলে আনন্দে বেড়ায়॥
সেই জলে বিষয়ী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী।
সভেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া করি॥
হেন সে চৈতন্যমায়া, সে স্থানে আসিতে।
কারো শক্তি নাহি, কেহো না পায় দেখিতে॥
অল্পভাগ্যে শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠী নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞি॥
ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায় * তপস্যায়।
কিছুই না হয়, সবে দুঃখমাত্র পায়॥
সাক্ষাতে দেখহ এই সেই নীলাচলে।
এতেক চৈতন্যসঙ্কীর্ত্তনকুতূহলে॥
যত মহা-†মহা-নাম সন্ন্যাসি-সকল।
দেখিতেও ভাগ্য কারো নহিল কেবল॥
আরো বোলে "চৈতন্য বেদান্তপাঠ ছাড়ি।
কি কার্য্যে বা করেন কীর্ত্তন-হুড়াহুড়ি॥
সর্ব্বদাই প্রাণায়াম—এই সে যতিধর্ম্ম।
নাচিব কাঁদিব—একি সন্ন্যাসীর কর্ম্ম॥
তাহাতেই‡ যে সব উত্তম ন্যাসিগণ।
তারা বোলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাজন॥"
কেহো বোলে "জ্ঞানী", কেহো বোলে "বড় ভক্ত"।
প্রশংসেন সভে, কেহো না জানেন তত্ত্ব॥

* 'বিদ্যাদি'। † 'যত'। ‡ 'তার মধ্যে'।

হেনমত জলক্রীড়ারঙ্গ কুতূহলে।
করেন ঈশ্বরসঙ্গে বৈষ্ণবসকলে ॥
পূর্ব্বে যেন জলকেলি হৈল * দ্বারকায়।
সেই সব ভক্ত লই শ্রীচৈতন্যরায় † ॥
যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্নবী যমুনা।
নরেন্দ্রজলেরো হৈল সেই ভাগ্যসীমা ॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ ॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
কর্ম্মবন্ধ ছিণ্ডে যার স্মরণ ‡ পঠনে ॥
তবে প্রভু জলক্রীড়া সম্পূর্ণ করিয়া।
জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সভা' লৈয়া § ॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু সর্ব্বভক্তগণ।
লাগিলা করিতে সভে আনন্দক্রন্দন ॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু হয়েন বিহ্বল।
আনন্দধারায় অঙ্গ তিতিল সকল ॥
অদ্বৈতাদি-ভক্তগোষ্ঠী দেখেন ¶ সন্তোষে।
কেবল আনন্দসিন্ধুমধ্যে সভে ভাসে ॥
দুইদিগে সচল নিশ্চল জগন্নাথ।
দেখিদেখি ভক্তগোষ্ঠী হয় দণ্ডপাত ॥
কাশীমিশ্র আনি জগন্নাথের গলার।
মালা আনি ‖ অঙ্গভূষা করিলা সভার ॥
মালা লয় প্রভু মহা ভয় ভক্তি করি।
শিক্ষাগুরু নারায়ণ ন্যাসিবেশধারী ॥
বৈষ্ণব তুলসী গঙ্গা, প্রসাদের ভক্তি।
তিঁহো সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি ॥

* 'কৈল'।
† 'এই চৈতন্য লীলায়' বা 'সেই শ্রীচৈতন্যরায়'।
‡ 'তার শ্রবণ'। § 'হর্ষ হঞা'।
¶ 'দেখিয়া'। ‖ 'দিয়া'।

বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখিলা * সাক্ষাত।
গৃহাশ্রমি-বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডপাত ॥
সন্ন্যাসগ্রহণ কৈলে হেন কর্ম্ম † তার।
পিতা আসি পুত্রেরে করয়ে নমস্কার ॥
অতএব ন্যাসাশ্রম সভার বন্দিত।
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ‡ নমস্কার সে বিহিত ॥
তথাপি আশ্রমধর্ম্ম ছাড়ি বৈষ্ণবেরে।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে ॥
তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া ॥
এক ক্ষুদ্র-ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া ॥
প্রভু বোলে "মুঞি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসোঁ § যেন মৎস্য বিনে জলে ॥"
যবে চলে সঙ্খ্যা-নাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন ॥
পথেও চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
বহয়ে আনন্দধারা সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ॥ ¶
সঙ্খ্যা-নাম লইতে যে স্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই থোয়েন তুলসীরে প্রভু পাশে ॥
তুলসীরে দেখেন, লয়েন সঙ্খ্যা-নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন $ ॥
পুন সেই সঙ্খ্যা-নাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর অগ্রে তুলসী দেখিয়া ॥

* 'দেখিলু'। † 'শক্তি' বা 'ধর্ম্ম'।
‡ 'সন্ন্যাসীর প্রতি'। § 'বাসে'।
¶ 'পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বাহিয়া'।
‖ 'জপেন'। $ 'তার'।

শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
ইহা যে মানয়ে, সে-ই জন পায় রক্ষা ॥
জগন্নাথ দেখি, জগন্নাথ নমস্করি।
বাসায় চলিলা গোষ্ঠীসঙ্গে গৌরহরি ॥
যে ভক্তের যেন-রূপ চিত্তের বাসনা।
সেইরূপে সিদ্ধ করে সভার কামনা ॥
পুত্রপ্রায় করি সভা' রাখিলেন কাছে।
নিরবধি ভক্ত-সবো থাকে প্রভু-পাছে * ॥
যতেক বৈষ্ণব—গৌড়দেশে নীলাচলে।
একত্র থাকেন সভে কৃষ্ণ† কুতূহলে ॥
শ্বেতদ্বীপনিবাসীও এ সব ‡ বৈষ্ণব।
চৈতন্যপ্রসাদে লোক দেখিলেক সব ॥
শ্রীমুখে অদ্বৈতচন্দ্র বারবার কহে।
"এ সব বৈষ্ণব—দেবতারো § দৃশ্য নহে ॥"
ক্রন্দন করিয়া কহে চৈতন্য-চরণে।
"বৈষ্ণব দেখিল প্রভু! তোমার কারণে ॥"
এ সব বৈষ্ণব-অবতারে অবতারি।
প্রভু অবতরে ইহা-সভা' অগ্রে করি ॥
যেরূপে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
যেরূপে লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘন ॥ ¶
তাহানা যেরূপে প্রভুসঙ্গে অবতরে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপে প্রভু আজ্ঞা করে ॥
অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই ‖ ॥
কর্ম্মবন্ধ-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে ॥

তথাহি (পাদ্মোত্তরখণ্ডে ২৫৭।৫৭ ; ৫৮)—
"যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া * ॥১॥
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্ †।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ॥" ২ ॥

টীকা।

যথেতি। তেন—ভগবতা সহ। জায়ন্তে—প্রাদুর্ভবন্তি। শাশ্বতং—শশ্বৎকালব্যাপকং, নিত্যমিত্যর্থঃ। পদং—স্থানম্। কর্ম্মণা বধ্যতে সম্বধ্যতে ইতি কর্ম্মবন্ধনম্ ॥১।২॥

অনুবাদ।

যেরূপ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও ভরত, আর যেরূপ সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি, বৈষ্ণবগণও সেইরূপ সেই ভগবানেরই সহিত যদৃচ্ছাক্রমে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ, আবার তাঁহারই সহিত বিষ্ণুর সেই শাশ্বত (নিত্য) স্থানে গমন করেন। বৈষ্ণবগণের কর্ম্ম-সম্বন্ধ-জনিত জন্ম নাই ॥১।২॥

হেনমতে ঈশ্বরের সঙ্গে ‡ ভক্তগণ।
প্রেমে পূর্ণ হইয়া থাকেন সর্ব্বক্ষণ ॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
ভক্তসঙ্গে তারে মিলে কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে জলক্রীড়াদি-বর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

* 'তাঁর পাশে'।　　† 'কৃষ্ণকথা'।
‡ 'শ্বেতদ্বীপবাসী যত এ সব' বা 'শ্বেতদ্বীপনিবাসী এ সব শ্রী'।　　§ 'কভু যেব'।
¶ 'যেন-মতে শ্রীলক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন'।
‖ 'যান সেই ঠাঁই'।

* 'তেঽপি চ জায়ন্তে সত্যলোকাদ্যথেচ্ছয়া'।
† 'তৎ পদং শাশ্বতং পরম্'।
‡ 'মহাপ্রভুর সঙ্গে' বা 'প্রভুসঙ্গে যত'।

দশম অধ্যায়।

—:*:—

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রমাকান্ত।
জয় সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বল্লভ একান্ত॥
জয়জয় কৃপাময় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
জীব প্রতি কর' প্রভু! শুভদৃষ্টিপাত॥
হেনমতে ভক্তগোষ্ঠী ঈশ্বরের সঙ্গে।
থাকিলা পরমানন্দে সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে॥
যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীত পূর্ব্ব শিশুকালে।
সকল জানেন তাহা বৈষ্ণবমণ্ডলে॥*
সেই সব দ্রব্য সভে প্রেমযুক্ত হৈয়া।
আনিঞা আছেন প্রভুর † ভিক্ষার লাগিয়া॥
সেই সব দ্রব্য প্রীতে করিয়া রন্ধন।
ঈশ্বরেরে আসিয়া করেন নিমন্ত্রণ॥
যে দিনে যে ভক্তগৃহে হয় নিমন্ত্রণ।
তথাই ‡ পরমপ্রীতে করেন ভোজন॥
শ্রীলক্ষ্মীর অংশ—যত বৈষ্ণবগৃহিণী।
কি বিচিত্র রন্ধন করেন, নাহি জানি॥
নিরবধি সভার নয়নে প্রেমধার।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীমুখ সভার॥
পূর্ব্ব ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জনে।
নবদ্বীপে শ্রীবৈষ্ণবী সভে তাহা জানে॥
প্রেমযোগে সেইমত করেন রন্ধন।
প্রভুও পরম প্রেমে § করেন ভোজন॥

একদিন শ্রীঅদ্বৈতসিংহ মহামতি।
প্রভুরে বলিলা "আজি ভিক্ষা মোর ইথি *॥
মুষ্ট্যেক তণ্ডুল প্রভু! রান্ধিব আপনে।
হস্ত মোর সত্য † হউ তোমার ভক্ষণে ‡॥"
প্রভু বোলে "যে জন তোমার অন্ন খায়।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সে-ই পায় সর্ব্বথায়॥
আচার্য্য! তোমার অন্ন আমার জীবন।
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর' করিয়া রন্ধন।
মাগিয়াও খাইতে আমার তথি মন॥"
শুনিঞা প্রভুর ভক্তবৎসলতা-বাণী।
কি আনন্দে অদ্বৈত ভাসেন নাহি জানি॥
পরমসন্তোষে তবে § বাসায় আইলা।
প্রভুর ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা॥
লক্ষ্মী-অংশে জন্ম—অদ্বৈতের পতিব্রতা।
লাগিলা করিতে কার্য্য হই হরষিতা॥
প্রভুর প্রীতের দ্রব্য গৌড়দেশ হৈতে।
যত আনিঞাছেন ¶ সব লাগিলেন দিতে॥
রন্ধনে বসিলা শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
চৈতন্যচন্দ্রেরে ‖ করি হৃদয়ে বিজয়॥

---

* 'জানিঞা আনিলা তাহা বৈষ্ণব-সকলে'।
† 'সভে'। ‡ 'তাহাই'। § 'প্রীতে'।

* 'তথি'। † 'ধন্য'। ‡ 'রন্ধনে'।
§ 'প্রভু'। ¶ 'নিঞাছিলা' বা 'নিঞাছেন'।
‖ 'চরণ'।

পতিব্রতা ব্যঞ্জনের * পরিপাটি করে।
যতেক † প্রকার করে, যেন চিত্তে স্ফুরে ॥
'শাকে ঈশ্বরের বড় প্রীতি' ইহা জানি।
নানা শাক দিলেন—প্রকার দশ আনি ॥
আচার্য্য রান্ধেন, পতিব্রতা কর্ম্ম করে।
দুইজন ভাসে যেন ‡ আনন্দসাগরে ॥
অদ্বৈত বোলেন "শুন কৃষ্ণদাসের মাতা!
তোমারে কহিয়ে আমি এক মনঃকথা ॥
যত কিছু করিয়াছি এ § সব সম্ভার।
কোন্ রূপে ইহা প্রভু ¶ করেন স্বীকার ॥
যদি আসিবেন সন্ন্যাসীর গোষ্ঠী লৈয়া।
কিছু না খাইব তবে, জানি আমি ইহা ॥
অপেক্ষিত যতযত মহান্ত সন্ন্যাসী।
সভেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করেন ‖ আসি ॥
সভেই প্রভুরে করেন পরম অপেক্ষা।
প্রভুসঙ্গে সভে আসি প্রীতে করেন ভিক্ষা ॥"
অদ্বৈত চিন্তেন মনে "কেন পাক হয়।
একেশ্বর প্রভু আসি করেন বিজয় ॥
তবে ইহা সব মুঞি পারোঁ খাওয়াইতে।
এ কামনা মোর $ সিদ্ধ হয় কোন্ মতে ॥"
এইমত মনে চিন্তে' অদ্বৈত-আচার্য্য।
রন্ধন করেন মনে ভাবি সেই × কার্য্য ॥
ঈশ্বরো করিয়া সন্ধ্যা-নামের গ্রহণ।
মধ্যাহ্নাদিক্রিয়া করিবারে হৈল মন ॥

যে সব সন্ন্যাসী প্রভুসঙ্গে ভিক্ষা করে।
তাঁরা-সবো চলিলা মধ্যাহ্ন করিবারে ॥
হেনকালে * মহা ঝড় বৃষ্টি আচম্বিতে।
আরম্ভিলা দেবরাজ অদ্বৈতের হিতে ॥
শিলাবৃষ্টি চতুর্দ্দিগে বাজে ঝন্‌ঝনা †।
অসম্ভব ‡ বাতাস, বৃষ্টির নাহি সীমা ॥
সর্ব্বদিগ অন্ধকার হইল ধূলায় §।
বাসাতে যাইতে কেহো পথ নাহি পায় ॥
হেন ঝড় বহে, কেহো স্থির হৈতে নারে।
কেহো নাহি জানে কোথা লৈয়া যায় কারে¶॥
সবে যথা শ্রীঅদ্বৈত করেন রন্ধন।
তথা মাত্র হয় অল্প ঝড় বরিষণ ॥
যত ন্যাসী ভিক্ষা করে প্রভুর সংহতি।
উদ্দেশো নাহিক কারো কে বা গেলা কতি ॥
এথা শ্রীঅদ্বৈতসিংহ করিয়া রন্ধন।
উপস্করি থুইলেন শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন ॥
ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, সর, নবনী, পিষ্টক।
নানামত শর্করা, সন্দেশ, কদলক ॥
সভার উপরে দিয়া তুলসীমঞ্জরী।
ধ্যানে বসিলেন আনিবারে গৌরহরি ॥
একেশ্বর প্রভু আইসেন যেন-মতে।
এইমত মনে ধ্যান করেন অদ্বৈতে ॥ ‖
সত্য গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের ইচ্ছাময়।
একেশ্বর মহাপ্রভু হইলা বিজয় ॥
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" বলি প্রেমসুখে।
প্রত্যক্ষ হইলা আসি অদ্বৈত-সম্মুখে ॥

---

* 'রন্ধনের'। † 'কতেক'। ‡ 'মহা'।
§ 'এই করিয়াছিয়ে'। ¶ 'প্রভু (ইহা) সব'।
‖ 'সভে প্রভু সঙ্গে ভিক্ষা করিবেন'।
$ 'এই মোর-মন'। × 'ভাবে এই'।

* 'বেলা' বা 'বেলে'। † 'ঝন্-ঝনা'।
‡ 'অসম্ভব্য'। § 'হৈল ধূলাময়'। ¶ 'ঝড়ে'।
‖ 'এইরূপে মনে ধ্যান লাগিলা করিতে'।

সম্ভ্রমে অদ্বৈত পাদপদ্মে নমস্করি।
আসন দিলেন, বসিলেন গৌরহরি॥
ভিন্ন সঙ্গ কেহো নাহি, ঈশ্বর কেবল।
দেখিয়া অদ্বৈত হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥
হরিষে করেন পত্নীসহিতে সেবন।
পাদপ্রক্ষালন দেহে' চন্দন*ব্যজন॥
বসিলেন মহাপ্রভু আনন্দে ভোজনে।
অদ্বৈত করেন পরিবেষণ আপনে॥
যতেক ব্যঞ্জন দেন অদ্বৈত সন্তোষে।
প্রভুও করেন পরিগ্রহ প্রেমরসে॥
যতেক ব্যঞ্জন প্রভু ভোজন করেন।
সভাকার † কিছুকিছু অবশ্য এড়েন॥
অদ্বৈতের প্রতি প্রভু বোলেন হাসিয়া।
"কেনে এড়ি ব্যঞ্জন, জানহ ‡ তুমি ইহা?
যতেক § ব্যঞ্জন খাই, চাহি জানিবার।
অতএব কিছুকিছু এড়িয়ে সভার॥"
হাসিয়া বোলেন প্রভু "শুনহ আচার্য্য!
কোথায় শিখিলা তুমি এ রন্ধন-¶কার্য্য?
আমি ত এমত কভু নাহি খাই শাক।
সকলি বিচিত্র—যত করিয়াছ পাক॥"
যত দেন শ্রীঅদ্বৈত, প্রভু সব খায়।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, সর, সন্দেশ অপার।
যত দেন, প্রভু সব ‖ করেন স্বীকার॥
ভোজন করেন শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
অদ্বৈতসিংহের করি পূর্ণ মনস্কাম॥

* 'চামর'। † 'সভারই'।
‡ 'জান কি'। § 'কতেক'।
¶ 'তুমি রন্ধনের'। ‖ 'ভক্ত'।

পরিপূর্ণ হৈল যদি প্রভুর ভোজন।
তখনে অদ্বৈত করে ইন্দ্রের স্তবন॥
"আজি ইন্দ্র! জানিলুঁ তোমার অনুভব।
আজি জানিলাঙ তুমি নিশ্চয় 'বৈষ্ণব'॥
আজি হৈতে তোমারে দিবাঙ পুষ্প জল।
আজি ইন্দ্র! তুমি মোরে কিনিলা কেবল॥"
প্রভু বোলে "আজি ত * ইন্দ্রেরে বড় স্তুতি।
কি হেতু ইহার? কহ দেখি মোর প্রতি॥"
অদ্বৈত বোলেন "তুমি করহ ভোজন।
কি কার্য্য তোমার ইহা করিয়া শ্রবণ॥"
প্রভু বোলে "আর কেনে লুকাও আচার্য্য!
যত ঝড় বৃষ্টি—সব তোমারি সে কার্য্য॥
ঝড়ের সময় নহে, তবে † অকস্মাত।
মহাঝড় মহাবৃষ্টি মহাশিলাপাত॥
তুমি ইচ্ছা করিয়া সে এ সব উৎপাত।
করাইয়া আছ' তাহা বুঝিল সাক্ষাত॥
যে লাগি ইন্দ্রের দ্বারে করাইলা ইহা।
তাহো কহি এই আমি বিদিত করিয়া॥
'সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি করিলে ভোজন।
কিছু না খাইব আমি' এ তোমার মন॥
একেশ্বর আইলে সে আমারে সকল।
খাওয়াইয়া নিজ ইচ্ছা ‡ করিবা সফল॥
অতএব এ সকল উৎপাত সৃজিয়া।
নিষেধিলা ন্যাসিগণ মনে আজ্ঞা দিয়া॥
ইন্দ্র আজ্ঞাকারী, এ তোমার কোন্ শক্তি।
ভাগ্য সে ইন্দ্রের, যে তোমারে করে ভক্তি॥
কৃষ্ণ না করেন যার সঙ্কল্প অন্যথা।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ-সাক্ষাত সর্ব্বথা॥

* 'যে'। † 'কেনে'। ‡ 'ইষ্ট'।

কৃষ্ণচন্দ্র যার বাক্য করেন পালন।
কি অদ্ভুত তারে এই ঝড় বরিষণ॥
যম কাল মৃত্যু যার আজ্ঞা শিরে ধরে।
নারদাদি বাঞ্ছে * যোগেশ্বর-মুনীশ্বরে॥
যে-তোমা'-স্মরণে সর্ব্ব†বন্ধবিমোচন।
কি বিচিত্র তারে এই ঝড় বরিষণ॥
তোমা' জানে হেন জন কে ‡ আছে সংসারে।
তুমি কৃপা করিলে সে ভক্তিফল ধরে॥"
অদ্বৈত বোলেন "তুমি সেবকবৎসল।
কায়মনোবাক্যে আমি ধরি এই বল॥
সর্ব্বকাল সিংহ আমি তোর ভক্তিবলে।
এই বর 'মোরে না ছাড়িবা কোনো কালে'॥"

এইমত দুই প্রভু বাকোবাক্য রসে।
ভোজন সম্পূর্ণ হৈল আনন্দবিশেষে॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
সত্য সত্য সত্য ইথে নাহিক অন্যথা॥
শুনিতে এ সব কথা যার প্রীত নয়।
সে অধম অদ্বৈতের অদৃশ্য নিশ্চয়॥
হরি-শঙ্করের যেন প্রীত সত্য কথা।
অবুধ প্রাকৃত§গণে না বুঝে সর্ব্বথা॥
একের অপ্রীতে হয় দোঁহার অপ্রীত।
হরি-হরে যেন—তেন চৈতন্য-অদ্বৈত॥
নিরবধি অদ্বৈত এ সব কথা কয়'।
জগতের ত্রাণ লাগি কৃপালুহৃদয়॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি যার।
জানিহ ঈশ্বরসঙ্গে ভেদ নাহি তার॥

ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
কৃষ্ণে ভক্তি হয় তার সর্ব্বত্র কল্যাণ।
অদ্বৈতসিংহের করি পূর্ণ মনস্কাম।
বাসায় চলিলা শ্রীচৈতন্য ভগবান্॥
এইমত শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ*-ঘরে।
ভিক্ষা করি সভারেই পূর্ণকাম করে॥
সর্ব্বগোষ্ঠী লই নিরবধি সঙ্কীর্ত্তন।
নাচায়েন নাচেন আপনে অনুক্ষণ॥

দামোদরপণ্ডিত আইরে দেখিবারে।
গিয়াছিলা, আই দেখি আইলা সত্বরে॥
দামোদর দেখি প্রভু আনিঞা নিভৃতে।
আইর বৃত্তান্ত লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে॥
প্রভু বোলে "তুমি যে আছিলা তান কাছে।
সত্য কহ, আইর কি বিষ্ণুভক্তি আছে?"
পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর।
শুনি ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর॥
"কি বলিলা গোসাঞি! আইর ভক্তি আছে?
ইহাও জিজ্ঞাস' প্রভু! তুমি কোন্ কাজে †॥
আইর প্রসাদে সে তোমার বিষ্ণুভক্তি।
যত কিছু তোমার, সকল তাঁর শক্তি॥
যতেক তোমার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
আইর প্রসাদে সব জানিহ নিশ্চয়।
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
যতেক আছয়ে বিষ্ণুভক্তির বিকার॥
ক্ষণেকো আইর দেহে নাহিক বিরাম।
নিরবধি শ্রীবদনে সবে কৃষ্ণনাম॥

* 'বোধে'। † 'যে তোমারে স্মঙরে তার'।
‡ 'কি'। § 'অবুধ-প্রকৃতি'।

* 'সব ভক্ত'। † 'লাজে'।

আইরো ভক্তির কথা জিজ্ঞাস' গোসাঞি।
'বিষ্ণুভক্তি' যারে বোলে, সে-ই দেখ আই।
মূর্ত্তিমতী ভক্তি আই—কহিল তোমারে।
জানিঞাও মায়া করি জিজ্ঞাস' আমারে॥
প্রাকৃতশব্দেও যে বা বলিবেক 'আই'।
আই-শব্দপ্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥"
দামোদরমুখে শুনি আইর মহিমা।
গৌরচন্দ্রপ্রভুর আনন্দে নাহি সীমা॥
দামোদরপণ্ডিতেরে ধরি প্রেমরসে।
পুনঃপুন আলিঙ্গন করেন সন্তোষে॥
"আজি দামোদর! তুমি আমারে কিনিলা।
মনের বৃত্তান্ত সব আমার কহিলা॥
যত কিছু বিষ্ণুভক্তিসম্পত্তি আমার।
আইর প্রসাদে সব—দ্বিধা নাহি আর॥
তাহান ইচ্ছায় মুঞি আছোঁ পৃথিবীতে।
তান ঋণ আমি কভু না পারি * শুধিতে॥
আই-স্থানে বদ্ধ আমি, শুন দামোদর!
আইরে দেখিতে আমি আছি নিরন্তর॥"
দামোদরপণ্ডিতেরে প্রভু কৃপা করি।
ভক্তগোষ্ঠীসঙ্গে বসিলেন গৌরহরি॥
আইরো যে ভক্তি আছে জিজ্ঞাসে' ঈশ্বরে।
সে কেবল শিক্ষা করায়েন জগতেরে॥
বান্ধবের বার্ত্তা যেন জিজ্ঞাসে' বান্ধবে।
'কহ বন্ধু-সব! কি কুশলে আছে সভে?'†
কুশল-শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিবারে।
'ভক্তি আছে' করি বার্ত্তা লয়েন সভারে॥
ভক্তিযোগ থাকে, তবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনে রাজা * হইলেও অমঙ্গল॥
ধন জন ভোগ যার আছয়ে সকল।
ভক্তি যার নাহি, তার সর্ব্ব অমঙ্গল॥
অন্ন-খাদ্য নাহি যার—দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থাকিলে, সে-ই সে ধনবন্ত॥
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ-ছলে প্রভু সভা'স্থানে।
ব্যক্ত করি ইহা কহিয়াছেন আপনে॥
ভিক্ষানিমন্ত্রণে প্রভু বোলেন হাসিয়া।
"চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া॥
তথা ভিক্ষা আমার, যে হয় লক্ষেশ্বর।"
শুনিঞা ব্রাহ্মণ†সব চিন্তিত-অন্তর॥
বিপ্রগণ স্তুতি করি বোলেন "গোসাঞি!
লক্ষের কি দায়, সহস্রেকো কারো নাঞি॥
তুমি না করিলে ভিক্ষা গার্হস্থ্য আমার।
এখনেই ‡ পুড়িয়া হউক্ ছারখার॥"
প্রভু বোলে "জান' 'লক্ষেশ্বর' বলি কারে?
প্রতিদিন লক্ষ-নাম যে গ্রহণ করে॥
সে জনের নাম আমি বলি 'লক্ষেশ্বর'।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর॥"
শুনিঞা প্রভুর কৃপাবাক্য বিপ্রগণে।
চিন্তা ছাড়ি মহানন্দ হৈলা মনে§মনে॥
"লক্ষ নাম লৈব প্রভু! তুমি কর' ভিক্ষা।
মহাভাগ্য!—এমত করাও তুমি শিক্ষা॥"
প্রতিদিন লক্ষ নাম সর্ব্ববিপ্রগণে।
লয়েন চৈতন্যচন্দ্রভিক্ষার কারণে॥

---

* 'নারিব'।
† 'বান্ধবেরে দেখি বার্ত্তা জিজ্ঞাসে বান্ধবে। কহ বন্ধু! কুশলে কি আছে বন্ধু সভে।'

* 'ভাল'।
† 'শুনি যত ব্রাহ্মণ'।
‡ 'তখনেই' বা 'অখনেই'।
§ 'সভে মহা আনন্দিত' বা 'সভে মহানন্দ হৈল'।

হেনমতে ভক্তিযোগ লওয়ায় ঈশ্বরে।
বৈকুণ্ঠনায়ক ভক্তিসাগরে বিহরে॥
ভক্তি লওয়াইতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
ভক্তি বিনা জিজ্ঞাসা না করে প্রভু আর॥
প্রভু বোলে "যে জনের কৃষ্ণভক্তি আছে।"
কুশল * মঙ্গল তার নিত্য থাকে কাছে॥"
যার মুখে ভক্তির মহত্ত্ব নাহি কথা।
তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্ব্বথা॥
নিজ গুরু শ্রীকেশবভারতীর স্থানে।
'ভক্তি জ্ঞান' দুই জিজ্ঞাসিলা একদিনে॥
প্রভু বোলে "জ্ঞান ভক্তি দুইতে কে বড়।
বিচারিয়া গোসাঞি! কহ ত করি দঢ়॥"
ক্ষণেক্ষণে ভারতী বিচার করি মনে।
কহিতে লাগিলা গৌরসুন্দরের স্থানে॥
ভারতী বোলেন "মনে বিচারিল তত্ত্ব।
সভা' হৈতে বড় দেখি ভক্তির মহত্ত্ব॥"
প্রভু বোলে "জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড় কেনে?
'জ্ঞান বড়' করিয়া সে কহে ন্যাসিগণে॥"
ভারতী বোলেন "তাঁরা না বুঝে বিচার।
মহাজনপথে সে গমন সভাকার॥
বেদে শাস্ত্রে মহাজনপথ সে লওয়ায়।
তাহা ছাড়ি অবুধ যে † অন্য পথে যায়॥
ব্রহ্মা শিব নারদ প্রহ্লাদ ব্যাস শুক।
সনকাদি নন্দ যুধিষ্ঠির-পঞ্চ-রূপ॥
প্রিয়ব্রত পৃথু ধ্রুব অক্রূর উদ্ধব।
'মহাজন' হেন নাম যত আছে সব॥
ভক্তি সে মাগেন সভে ঈশ্বরচরণে।
জ্ঞান বড় হৈলে, ভক্তি মাগে' কি কারণে?
যিনি বিচারিয়া কি সে সব মহাজন।
মুক্তি ছাড়ি ভক্তি কেনে মাগে' অনুক্ষণ॥
সভার বচন এই পুরাণে প্রমাণ।
কি বর মাগিলা * ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থান॥

তথাহি (ভা॰ ১০।১৪।৩০)—

"তদস্তু মে নাথ! স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥" ১॥

টীকা।

তদিতি। তৎ—তস্মাৎ, হে নাথ! স এব যে, ভূরিভাগঃ—মহদ্ভাগ্যং, ভবতু, যেন—ভাগ্যেন, অহম্, অত্র ভবে—ব্রহ্মজন্মনি, অন্যত্র তিরশ্চামপি মধ্যে যজ্জন্ম তস্মিন্ বা ভবদীয়ানাং জনানাম্, একোঽপি—যঃ কশ্চিদপি, ভূত্বা, তব পাদপল্লবং, নিষেবে—অত্যর্থং সেবেয় ইত্যর্থঃ॥১॥

অনুবাদ।

অতএব নাথ! আমার সেই মহান্ সৌভাগ্যেরই সমুদয় হউক, যে সৌভাগ্যের বলে আমি এই ব্রহ্ম-জন্মেই হউক, অথবা পশু-পক্ষী প্রভৃতি যে কোন জন্মেই হউক, তোমার অনুগত জনের মধ্যে যে কেহ এক জন হইয়া, তোমার পাদ-পল্লবের সেবা করিতে পারি॥১॥

(শ্লোকার্থ—)

"কিবা ব্রহ্মজন্ম, কিবা হউ যথাতথা
দাস হই যেন তোমা' সেবিয়ে সর্ব্বথা॥
এইমত যত মহাজন-সম্প্রদায়।
সভেই সকল ছাড়ি ভক্তি মাত্র চায়॥

তথাহি (শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ১।২০।১৮)—

"নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥"২॥

* 'সকল'। † 'সে'।

* 'কিবা মাগিলেন'।

অনুবাদ

[প্রহ্লাদ বলিলেন,] নাথ! আমি সহস্র সহস্র যোনির মধ্যে যে যে যোনিতেই গমন করি না কেন, অচ্যুত! সেই সেই যোনিতেই যেন সর্ব্বদা তোমাতে চ্যুতি-রহিত ভক্তি থাকে ॥২॥

"স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ! ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে॥"৩॥

অনুবাদ।

আমি স্বকীয়-কর্ম্মফল-নিরূপিত যে যে যোনিতে গমন করি না কেন, হৃষীকেশ! সেই সেই যোনিতেই তোমাতে আমার দৃঢ় ভক্তি হউক ॥৩॥

(ভা ০ ১০।৪৭।৬৭)—

"কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র কপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥" ৪ ॥

অনুবাদ

জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আমরা কর্ম্মানুসারে যে কোন যোনিতে ভ্রমণ করি না কেন, মঙ্গল-আচরণ ও দানাদি সাধনফলে আমাদের সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণেই অনুরাগ হউক ॥ ৪ ॥

"অতএব সর্ব্বমতে ভক্তি সে প্রধান ॥
মহাজনপথ সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ ॥"

তথাহি (মহাভারতে। বনপর্ব্বণি ৩১৩।১১৭)—

"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ *।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥" ৫ ॥

টীকা।

তর্ক ইতি। অপ্রতিষ্ঠঃ—প্রতিষ্ঠারহিতঃ, অস্থির ইত্যর্থঃ প্রাচীনৈরপ্যুক্তং—"যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ। অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে।" ইতি। গুহায়ামিতি—গিরিগুহাবদ্দুর্গমপ্রদেশে, পঞ্চকোষপরম্পরারূপগুহাভ্যন্তর ইতি বা। মহাজনঃ—ভগবদ্ভক্তঃ, ভক্তিসম্পত্তিশালিত্বাদেব জনস্য মহত্ত্বম্। যেন—পথা, গতঃ, স এব পন্থাঃ, তেনৈব পথা গন্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

তর্কের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সম্যক্ স্থিরতা নাই; শ্রুতিসমূহও বিভিন্ন; এমন কোন ঋষি নাই, যাঁহার মত ভিন্ন নহে; ধর্ম্মের তত্ত্ব গিরিগুহার ন্যায় দুর্গম প্রদেশে অবস্থিত; সুতরাং মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত পথ ॥৫॥

'ভক্তি বড়' শুনি প্রভু ভারতীর মুখে।
'হরি' বলি গর্জ্জিতে লাগিলা প্রেমসুখে ॥
প্রভু বোলে "আমি কথোদিন পৃথিবীতে।
থাকিলাঙ, এই সত্য কহিল তোমাতে ॥
যদি তুমি 'জ্ঞান বড়' বলিতে আমারে।
প্রবেশিতোঁ আজি তবে † সমুদ্রভিতরে॥"
সন্তোষে ধরেন প্রভু গুরুর চরণে।
গুরুও প্রভুরে নমস্করে প্রীতমনে ॥
প্রভু বোলে "যার মুখে নাহি ভক্তিকথা।
তপ শিখা-সূত্র-ত্যাগ তার সব বৃথা ॥"
ভক্তি বিনা প্রভুর জিজ্ঞাসা ‡ নাহি আর।
ভক্তিরসময় শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥
রাত্রি দিন একো না জানেন ভক্তগণ।
সর্ব্বদা করেন নৃত্য কীর্ত্তন গর্জ্জন ॥
একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত প্রতি।
বলিলেন পরানন্দে মত্ত হই অতি ॥
"শুন ভাই-সব! এক কর' সমবায়।
মুখ ভরি গাই, আজি শ্রীচৈতন্যরায় ॥

* 'নৈকো মুনির্যস্য মতং প্রমাণম্'।

* 'নিজ' বা 'পূর্ব'। † 'মুক্তি'। ‡ 'জিহ্বায়'।

আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাঞি।
সর্ব্ব-অবতারময়—চৈতন্যগোসাঞি॥
যে প্রভু করিল সর্ব্বজগত-উদ্ধার।
আমা'সভা' লাগি যে প্রভুর অবতার॥
সর্ব্বত্র আমরা যাঁর প্রসাদে পূজিত।
সঙ্কীর্ত্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত॥
নাচি আমি, তোমরা চৈতন্যযশ গাও।
সিংহ হই বোল, পাছে মনে ভয় পাও॥"
প্রভু সে আপনা' লুকায়েন নিরন্তর।
'ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন' সভার এই ডর॥
তথাপি অদ্বৈতবাক্য অলঙ্ঘ্য সভার।
গাইতে লাগিলা শ্রীচৈতন্য-অবতার॥
নাচেন অদ্বৈতসিংহ আনন্দে * বিহ্বল।
চতুর্দ্দিগে গায় সভে চৈতন্যমঙ্গল॥
নব-অবতারের শুনিঞা নাম যশ।
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ॥
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বোলাইয়া নাচে প্রভু জগত নিস্তারি॥
"শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর!
দীন-দুঃখিতের বন্ধু! মোরে দয়া কর'॥"
অদ্বৈতসিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্ত্তনে বাঢ়ে সকল সম্পদ॥
কেহো বোলে "জয়জয় শ্রীশচীনন্দন।"
কেহো বোলে "জয় গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
জয় সঙ্কীর্ত্তনপ্রিয় শ্রীগৌরগোপাল।
জয় ভক্তজনপ্রিয় পাষণ্ডীর কাল॥"
নাচেন অদ্বৈতসিংহ—পরম-উদ্দাম।
সবে এক শ্রীচৈতন্য-†গুণ-কর্ম্ম-নাম॥

* 'পরম'-।   † 'গায় সভে চৈতন্যের'।

শ্রীরাগ।

"পুলকে রচিত গা'য়,   সুখে গড়াগড়ি যায়,
    দেখ রে চৈতন্য-অবতারা।
বৈকুণ্ঠনায়ক হরি,   দ্বিজরূপে অবতরি,
    সঙ্কীর্ত্তনে করেন বিহারা॥
কনক জিনিঞা কান্তি, শ্রীবিগ্রহ শোভে রে*
    আজানুলম্বিত মালা † সাজে রে।
সন্ন্যাসীর রূপে,   আপনরসে ‡ বিহ্বল
    না জানি কেমন সুখে নাচে রে।
জয়জয় শ্রীগৌর§,—   সুন্দর করুণাসিন্ধু,
    জয়জয় বৃন্দাবনরায়া রে।
জয়জয় সম্প্রতি,   নবদ্বীপ-পুরন্দর,
    চরণকমল দেহ' ছায়া রে॥"
এইসব কীর্ত্তন করেন ভক্তগণ।
নাচেন অদ্বৈত ভাবি চৈতন্যচরণ॥
নব-অবতারের নূতন যশ শুনি।
উল্লাসে বৈষ্ণব সব করে জয়¶ধ্বনি॥
কি অদ্ভুত হইল সে কীর্ত্তন-আনন্দ।
সবে তাহা বর্ণিতে জানেন || নিত্যানন্দ॥
পরম-উদ্দাম শুনি কীর্ত্তনের ধ্বনি।
শ্রীবিজয় আসিয়া হইলা ন্যাসিমণি॥
প্রভু দেখি ভক্ত সব অধিক হরিষে $।
গায়েন, অদ্বৈতো নৃত্য করেন হরিষে॥
আনন্দে প্রভুরে কেহো নাহি করে ভয়।
সাক্ষাতে গায়েন সভে চৈতন্যবিজয়॥

* 'শোভে অতি'।   † 'ভুজ'।
‡ 'ন্যাসিবররূপে, আপন রসে'।
§ 'জয়জয়, গৌরচন্দ্র (ইন্দু)'।   ¶ 'হরি'।
|| 'পারেন'। $ 'উল্লাসে'।

নিরবধি দাস্যভাবে প্রভুর বিহার।
'মুঞি কৃষ্ণদাস' বই না বোলয়ে আর ॥
হেন কারো শক্তি নাহি সম্মুখে তাহানে।
'ঈশ্বর' করিয়া বলিবেক 'দাস' -বিনে ॥
তথাপিহ সভে অদ্বৈতের বল ধরি।
গায়েন নির্ভয় হৈয়া চৈতন্য শ্রীহরি ॥
ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আত্মস্তুতি শুনি।
লজ্জা যেন পাইতে লাগিলা ন্যাসিমণি ॥
সজা' শিক্ষাইতে শিক্ষাগুরু ভগবান্ * ।
বাসায় চলিলা শুনি আপন কীর্ত্তন ॥
তথাপি কাহারো চিত্তে না জন্মিল ভয়।
বিশেষে গায়েন আরো চৈতন্যবিজয় ॥
আনন্দে কাহারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
সভে দেখে—প্রভু আছে কীর্ত্তনভিতরে ॥
মত্তপ্রায় সভেই চৈতন্য-যশ গায়।
সুখে শুনে সুকৃতি, দুষ্কৃতি দুঃখ পায় ॥
শ্রীচৈতন্য-যশে প্রীত না হয় যাহার।
ব্রহ্মচর্য্য-সন্ন্যাসে বা কি কার্য্য তাহার ॥
এইমত পরানন্দসুখে ভক্তগণ।
সর্ব্বকাল করেন শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ॥
এ সব আনন্দক্রীড়া পড়িলে শুনিলে।
এ সব গোষ্ঠীতে আসিয়াও সেহো মিলে ॥

নৃত্য গীত করি সভে মহাভক্তগণ।
আইলেন প্রভুরে করিতে দরশন ॥
শ্রীচৈতন্যপ্রভু নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া।
সভারে দেখাই ভয় আছেন † শুইয়া ॥
সুকৃতি গোবিন্দ জানাইলেন প্রভুরে।
"বৈষ্ণব-সকল আসিয়াছেন দুয়ারে ॥"
গোবিন্দেরে আজ্ঞা হৈল সভারে আনিতে।
শয়নে আছেন, না চা'হেন কারো ভিতে ॥
ভয়যুক্ত হইয়া সকল ভক্তগণ।
চিন্তিতে লাগিলা গৌরচন্দ্রের চরণ ॥
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু শ্রীভক্তবৎসল।
বলিতে লাগিলা "অয়ে বৈষ্ণব-সকল!
অয়ে অয়ে শ্রীনিবাসপণ্ডিত উদার!
আজি তুমিসব কি করিলা অবতার ॥
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
কি গাইলা * আমারে ত বুঝাহ এখন ॥"
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বোলেন "গোসাঞি!
জীবের স্বতন্ত্র শক্তি মূলে † কিছু নাঞি ॥
যেন করায়েন যেন বোলায়েন ঈশ্বরে।
সে-ই আজি বলিলাঙ, কহিল তোমারে ॥"
প্রভু বোলে "তুমিসব হইয়া পণ্ডিত।
লুকায় যে, তারে কেনে করহ বিদিত ॥"
শুনিঞা প্রভুর বাক্য পণ্ডিত শ্রীবাসে।
হস্তে সূর্য্য আচ্ছাদিয়া মনেমনে হাসে' ॥
প্রভু বোলে "কি সঙ্কেত কৈলা হস্ত দিয়া।
তোমার সঙ্কেত তুমি কহ ত ভাঙ্গিয়া ॥"
শ্রীবাস বোলেন 'হস্তে সূর্য্য ঢাকিলাঙ।
তোমারে বিদিত করি এই কহিলাঙ ॥
হস্তে কি কখনো পারি সূর্য্য আচ্ছাদিতে।
সেইমত অসম্ভব তোমা' লুকাইতে ॥
সূর্য্য যদি হস্তে বা হয়েন আচ্ছাদিত।
তভু তুমি লুকাইতে নার' কদাচিত ॥
তুমিও কি লুকাইবা পৃথিবীভিতরে।
যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরোদসাগরে ॥

* 'নারায়ণ'। † 'বাসায়ে কপাট দিয়া রহিলা'।
* 'পাইলা'। † 'কভু' বা 'কারো'।

হেমশৃঙ্গগিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত।
তোমার নির্ম্মল যশে পূরিল দিগন্ত॥
আব্রহ্মাণ্ড † পূর্ণ হৈল তোমার কীর্ত্তনে।
কত জন দণ্ড তুমি করিবা কেমনে॥"
সর্ব্বকাল ভক্তজয় ‡ বাঢ়ায় ঈশ্বরে।
হেনকালে অদ্ভুত হইল আসি দ্বারে॥
সহস্রসহস্র জন—না জানি কোথার।
জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবার॥
কেহো বা ত্রিপুরা কেহো চাটিগ্রামবাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহো, কেহো বঙ্গদেশী॥
সহস্রসহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন।
"জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী।
জয়জয় নিজভক্তিরসকুতূহলী॥
জয়জয় পরমসন্ন্যাসিরূপধারী।
জয়জয় সঙ্কীর্ত্তনরসিক মুরারি॥
জয়জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠবিহারী।
জয়জয়জয় § জগতের উপকারী॥
জয় কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীশচীর নন্দন।"
এইমত গায় নাচে শত-সংখ্য জন॥
শ্রীবাস বোলেন "প্রভু! এবে কি করিবা।
সকল সংসার গায়, কোথা লুকাইবা॥
মুঞি নি শিখাইয়াছোঁ এ সব লোকেরে।
এইমত গায় প্রভু! সকল সংসারে॥
অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ!
করুণায়ে হইয়াছ জীবের সাক্ষাত॥
লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ' আপনে।
যারে অনুগ্রহ কর' জানে সে-ই জনে॥"

প্রভু বোলে "তুমি নিজশক্তি প্রকাশিয়া।
বোলাহ লোকের মুখে, জানিলাঙ ইহা॥
তোমারে হারিল মুঞি শুনহ পণ্ডিত!
জানিলাঙ—তুমি সর্ব্বশক্তিসমন্বিত॥"
সর্ব্বকাল প্রভু বাঢ়ায়েন ভক্তজয়।
এ তান স্বভাব—বেদে ভাগবতে কয়'॥
হাস্যমুখে সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে গৌররায়।
বিদায় দিলেন, সভে চলিলা বাসায়॥
হেন সে চৈতন্যদেব শ্রীভক্তবৎসল।
ইহানে সে 'কৃষ্ণ' করি গায়েন সকল॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান।
সভে বোলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্॥"
এ সকল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া।
অন্যেরে যে বোলে 'কৃষ্ণ' সে-ই অভাগিয়া॥
শেষশায়ী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
কৌস্তুভভূষণ আর গরুড়বাহন॥
এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন * জানিহ নিশ্চয়।
গঙ্গা আর কারো পাদপদ্মে না জন্ম লয়॥
শ্রীচৈতন্য বিনে ইহা অন্যে না সম্ভবে'।
এই কহে বেদে শাস্ত্রে সকল বৈষ্ণবে॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বাক্য যে আদরে লয়।
সেই সব জনে পায় সর্ব্বত্র বিজয়॥
হেনমতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
ভক্তগোষ্ঠী-সঙ্গে বিহরেন নিরন্তর॥
প্রভু বেঢ়ি ভক্তগণ বৈসেন সকল।
চৌদিগে শোভয়ে যেন চন্দ্রের মণ্ডল॥
মধ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যাসিচূড়ামণি।
নিরবধি কৃষ্ণকথা করি † হরিধ্বনি॥

* 'হিম'। † 'আব্রহ্মাদি'। ‡ 'যশ'। § 'সর্ব্ব'।

* 'ছত্র'। † 'করে'।

হেনই সময়ে দুই মহাভাগ্যবান্।
হইলেন আসিয়া প্রভুর বিদ্যমান ॥
শাকর-মল্লিক আর রূপ—দুই ভাই।
দুই প্রতি কৃপাদৃষ্ট্যে চা'হিলা গোসাঞি ॥
দূরে থাকি দুই ভাই দণ্ডবত করি।
কাকুর্ব্বাদ করেন দশনে তৃণ ধরি ॥
"জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁহার কৃপায় হৈল সর্ব্বলোক ধন্য ॥
জয় দীনবৎসল জগতহিতকারী।
জয়জয় পরম-সন্ন্যাসি-রূপধারী ॥
জয়জয় সঙ্কীর্ত্তনবিনোদ অনন্ত।
জয়জয়জয় সর্ব্ব-আদি-মধ্য-অন্ত ॥
আপনে হইয়া * শ্রীবৈষ্ণব-অবতার।
ভক্তি দিয়া উদ্ধারিলা সকল সংসার ॥
তবে প্রভু! মোরে না উদ্ধার' কোন্ কাজে।
মুঞি কি না হও প্রভু! সংসারের মাঝে ॥
আজন্ম বিষয়ভোগে হইয়া মোহিত।
না ভজিলুঁ তোমার চরণ—নিজ-হিত ॥
তোমার ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠী না করিলুঁ।
তোমার কীর্ত্তন না করিলুঁ না শুনিলুঁ ॥
রাজপাত্র করি মোরে বঞ্চনা করিলা।
তবে মোরে মনুষ্যজনম কেনে দিলা ॥
যে মনুষ্যজন্ম লাগি দেবে কাম্য করে।
হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু! মোরে ॥
এবে এই কৃপা কর' অমায়া হইয়া।
বৃক্ষমূলে পড়ি থাকোঁ তোর নাম লৈয়া ॥
যে তোমার প্রিয়ভক্ত লওয়ায় তোমারে।
অবশেষপাত্র যেন হও তার ঘরে ॥"

এইমত রূপ সনাতন—দুই ভাই।
স্তুতি করে, শুনে প্রভু চৈতন্যগোসাঞি ॥
কৃপাদৃষ্ট্যে প্রভু দুই-ভাইরে চা'হিয়া।
বলিতে লাগিলা অতি সদয় হইয়া ॥
প্রভু বোলে "ভাগ্যবন্ত তুমি-দুইজন।
বাহির হইলা ছিণ্ডি সংসার*বন্ধন ॥
বিষয়বন্ধনে বদ্ধ সকল সংসার।
সে বন্ধন হৈতে তুমি-দুই হৈলা পার ॥
প্রেমভক্তি-বাঞ্ছা যদি করহ এখনে।
তবে ধরি পড় এই অদ্বৈতচরণে ॥
ভক্তির ভাণ্ডারী—শ্রীঅদ্বৈতমহাশয়।
অদ্বৈতের কৃপায়ে সে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥"
শুনিঞা প্রভুর আজ্ঞা দুই মহাজনে।
দণ্ডবত পড়িলেন † অদ্বৈতচরণে ॥
"জয়জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিতপাবন!
মুই-দুই-পতিতেরে করহ মোচন ॥"
প্রভু বোলে "শুনশুন আচার্য্যগোসাঞি!
কলিযুগে এমত বিরক্ত ঝাট নাঞি ॥
রাজ্যসুখ ছাড়ি, কাঁথা করঙ্গ লইয়া।
মথুরায় থাকেন কৃষ্ণের নাম লৈয়া ॥
অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ' এ-দুইরে।
জন্মজন্ম আর যেন কৃষ্ণ না পাসরে ॥
ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে তুমি দিলে।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ কারে মিলে ?"
অদ্বৈত বোলেন "প্রভু! সর্ব্বদাতা তুমি।
তুমি আজ্ঞা দিলে সে দিবারে পারি আমি ॥
প্রভু আজ্ঞা দিলে সে ভাণ্ডারী দিতে পারে।
এইমত যারে কৃপা কর' যার দ্বারে ॥

* 'হইলা'।

* 'অশেষ' বা 'বিষয়'। † 'হইলেন'।

কায়-মন-বচনে মোহোর এই কথা।
এ-দুইর প্রেমভক্তি হউক সর্ব্বথা॥”
শুনি প্রভু অদ্বৈতের কৃপাযুক্ত-বাণী।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি॥
দবীরখাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা।
“এখনে তোমার কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হৈলা॥
অদ্বৈতের প্রসাদে সে হয় প্রেম*ভক্তি।
জানিহ অদ্বৈত—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি॥
কথোদিন জগন্নাথ-শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে দুই ভাই মথুরায় থাক গিয়া॥
তোমা’সভা’ হৈতে যত রাক্ষস তামস।
পশ্চিমা-সভারে গিয়া দেহ’ ভক্তিরস॥
আমিহ দেখিব গিয়া মথুরামণ্ডল।
আমি থাকিবারে স্থল করিহ বিরল॥”
শাকরমল্লিক-নাম ঘুচাইয়া তান।
সনাতন অবধূত থুইলেন নাম॥
অদ্যাপিহ দুই ভাই—রূপ সনাতন।
চৈতন্যকৃপায় হৈলা বিখ্যাত-ভুবন॥
যার যত কীর্ত্তি ভক্তিমহিমা উদার।
চৈতন্যচন্দ্র সে সব করেন † প্রচার॥
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কিবা অদ্বৈতের তত্ত্ব।
যত মহাপ্রিয়-ভক্তগোষ্ঠীর মহত্ত্ব॥
চৈতন্যপ্রভু সে সব করিলা প্রকাশে।
সেই প্রভু সব ইহা কহেন সন্তোষে॥
যে ভক্ত যে বস্তু—যার যেন অবতার।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী—যার অংশে জন্ম যার।
যার যেন-মত পূজা, যার যে মহত্ত্ব ‡
চৈতন্যপ্রভু সে সব করিলেন ব্যক্ত॥

একদিন প্রভু বসি আছে সুপ্রকাশে *।
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি ভক্ত চারি-পাশে॥
শ্রীনিবাসপণ্ডিতেরে ঈশ্বর আপনে।
আচার্য্যের বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন তান স্থানে॥
প্রভু কহে “শ্রীনিবাস! কহ ত আমারে।
কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস’ অদ্বৈতেরে॥”
মনে ভাবি বলিলা শ্রীবাস-মহাশয়।
“শুক বা প্রহ্লাদ যেন মোর চিত্তে লয়॥”
অদ্বৈতের উপমা প্রহ্লাদ-শুক যেন।
শুনি প্রভু ক্রোধে শ্রীবাসেরে মারিলেন॥
পিতা যেন পুত্রে শিখাইতে স্নেহে মারে।
এইমত এক চড় হৈল শ্রীবাসেরে॥
“কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস।
মোহোর নাঢ়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ॥
যে শুকেরে ‘মুক্ত’ তুমি বোল সর্ব্বমতে।
কালির বালক শুক নাঢ়ার আগেতে॥
এত বড় বাক্য মোর নাঢ়ারে বলিলি।
আজি বড় শ্রীবাসিয়া! মোরে দুঃখ দিলি॥”
এত বলি ক্রোধে হস্তে দীপযষ্টি লৈয়া।
শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়া॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
ধরিলা প্রভুর হস্তে করিয়া বিনয়॥
“বালকেরে বাপ! শিখাইবা কৃপা-মনে।
কে আছে তোমার ক্রোধপাত্র ত্রিভুবনে॥”
আচার্য্যের বাক্যে প্রভু ক্রোধ করি দূর।
আবেশে কহেন তান মহিমা প্রচুর॥
প্রভু বোলে “তোহোর বালক শিশু তোর।
এতেকে সকল ক্রোধ দূরে গেল মোর॥

* ‘বিষ্ণু’। † ‘করিলা’। ‡ ‘যেন তত্ত্ব’।

* ‘স্বপ্রকাশে’। † ‘অদ্বৈত’।

মোর নাড়া জানিবারে আছে হেন জন।
যে মোহোরে আনিলেক ভাঙ্গিয়া শয়ন* ॥"
প্রভু বোলে "অয়ে শ্রীনিবাস মহাশয়!
মোহোর নাড়ারে এই তোমার বি-নয় ॥
শুক-আদি করি সব বালক উহার,
নাড়ার পাছে সে জন্ম জানিহ সভার ॥
অদ্বৈতের লাগি মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি নাড়ার হুঙ্কার ॥
শয়নে আছিলুঁ মুঞি ক্ষীরোদসাগরে।
জাগাই আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে ॥"
শ্রীবাসের অদ্বৈতের প্রতি বড় প্রীত।
প্রভুবাক্য শুনি হৈলা অতি হরষিত ॥
মহাভয়ে কম্প হই বোলে শ্রীনিবাস।
"অপরাধ করিলুঁ, ক্ষমহ মোরে † নাথ!
তোমার অদ্বৈততত্ত্ব জানহ তুমি সে।
তুমি জানাইলে সে জানয়ে অন্যদাসে ॥
আজি মোর মহাভাগ্য সকল মঙ্গল।
শিখাইয়া আমারে আপনে কৈলা ফল ॥
এখনে সে ঠাকুরালী বলিয়ে তোমার।
আজি বড় মনে বল বাঢ়িল আমার ॥
এই মোর মনের সঙ্কল্প আজি হৈতে।
মদিরা যবনী যদি ধরয়ে অদ্বৈতে ॥
তথাপি করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্রতি।
কহিলুঁ তোমারে প্রভু! সত্য করি অতি ॥"
তুষ্ট হইলেন প্রভু শ্রীবাস-বচনে।
পূর্ব্বপ্রায় আনন্দে বসিলা তিনজনে ॥
পরম-রহস্য এ সকল পুণ্যকথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা ॥

যার যেন প্রভাব, যাহার যেন * ভক্তি।
যে বা আগে, যে বা পাছে, যার যেন শক্তি ॥
সভার সর্ব্বজ্ঞ এক প্রভু গৌররায়।
আর জানে—যে তাহানে ভজে অমায়ায় ॥
বিষ্ণুতত্ত্ব যেন অবিজ্ঞাত বেদবাণী।
এইমত বৈষ্ণবেরো তত্ত্ব নাহি জানি ॥
সিদ্ধবৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যভার।
না বুঝি নিন্দিয়া মরে সকল সংসার ॥
সিদ্ধবৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যভার।
সাক্ষাতে দেখহ ভাগবত-কথা-সার ॥
বৈষ্ণবপ্রধান ভৃগু—ব্রহ্মার নন্দন।
অহর্নিশ মনে ভাবে' যাঁর শ্রীচরণ ॥
সে প্রভুর বক্ষে করিলেন পদাঘাত।
তথাপি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দেখহ সাক্ষাত ॥
প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
যে নিমিত্ত ভৃগু করিলেন হেন কাম ॥
পূর্ব্ব সরস্বতীতীরে মহা-ঋষিগণ।
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ পুরাণশ্রবণ ॥
সভে শাস্ত্রকর্ত্তা সভে মহাতপোধন।
অন্যোহন্যে লাগিল ব্রহ্ম-বিচার-কথন ॥
'ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—তিনজন-মাঝে।
কে প্রধান?' বিচারেন মুনির সমাজে ॥
কেহো বোলে 'ব্রহ্মা বড়' কেহো 'মহেশ্বর'।
কেহো বোলে বিষ্ণু বড় সভার উপর' ॥
পুরাণেই নানামত করেন কথন।
'শিব বড়' কোথাও, কোথাও 'নারায়ণ' ॥
তবে সব ঋষিগণ মিলিয়া ভৃগুরে।
আদরিলা এ প্রমাণ তত্ত্ব জানিবারে ॥

* 'ভাঙ্গিয়া ধেয়ান' বা 'মোহোর ধেয়ান"। † মোর'।

* 'তাহার তেন'।

"ব্রহ্মার মানসপুত্র তুমি মহাশয় !
সর্ব্বমতে তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব*ময় ॥
তুমি ইহা জান' গিয়া করিয়া বিচার।
সন্দেহ খণ্ডাহ আসি আমরা-সভার ॥
তুমি যে কহিবা, সে-ই সভার প্রমাণ।"
শুনি † ভৃগু চলিলেন আগে ব্রহ্মা-স্থান ॥
ব্রহ্মার সভায় গিয়া ভৃগু মুনিবর।
দম্ভ করি রহিলেন ব্রহ্মার গোচর ॥
পুত্র দেখি ব্রহ্মা বড় সন্তোষ হইলা।
সকল কুশল জিজ্ঞাসিবারে লাগিলা ॥
সত্ত্ব পরীক্ষিতে' ভৃগু ব্রহ্মার নন্দন।
শ্রদ্ধা করি না শুনেন বাপের বচন ॥
স্তুতি কি বা বিনয় গৌরব নমস্কার।
কিছু না করেন পিতা-পুত্র-ব্যবহার ॥
দেখিয়া পুত্রের অনাদর অব্যভার ‡।
ক্রোধে ব্রহ্মা হইলেন অগ্নি-অবতার ॥
ভস্ম করিবেন হেন ক্রোধে মগ্ন হৈলা।
দেখিয়া পিতার মূর্ত্তি ভৃগু পলাইলা ॥
সভে বুঝাইলেন ব্রহ্মার পা'য়ে ধরি।
"পুত্রেরে কি গোসাঞি ! এমত ক্রোধ করি ?"
তবে পুত্রস্নেহে ব্রহ্মা ক্রোধ পাসরিলা।
জল পাই যেন অগ্নি সুসাম্য হইলা ॥
তবে ভৃগু ব্রহ্মারে বুঝিয়া ভালমতে।
কৈলাসে আইলা মহেশ্বর পরীক্ষিতে' ॥
ভৃগু দেখি মহেশ্বর আনন্দিত হৈয়া।
উঠিলা পার্ব্বতী সঙ্গে আদর করিয়া ॥
জ্যেষ্ঠ-ভাই-গৌরবে আপনে ত্রিলোচন।
প্রেমযোগে উঠিলা করিতে আলিঙ্গন ॥

* 'সর্ব্ব-'বা 'সত্ত্ব'। † 'তবে'। ‡ 'ব্যবহার'।

ভৃগু বোলে "মহেশ ! পরশ নাহি কর'।
যতেক পাষণ্ডবেশ সব তুমি ধর ॥
ভূত প্রেত পিশাচ—অস্পৃশ্য যত আছে।
হেন সব পাষণ্ড রাখহ তুমি কাছে ॥
যতেক উৎপথ সে তোমার ব্যবহার।
ভস্মাস্থিধারণ কোন্ শাস্ত্রের আচার ॥
তোমার পরশে স্নান করিতে জুয়ায়।
দূরে থাক দূরে থাক অয়ে ভূতরায় !"
পরীক্ষানিমিত্তে ভৃগু বোলেন কৌতুকে।
কভু শিবনিন্দা নাহি ভৃগুর শ্রীমুখে ॥
ভৃগুবাক্যে মহাক্রোধ হৈলা * ত্রিলোচন।
ত্রিশূল তুলিয়া লইলেন সেইক্ষণ ॥
জ্যেষ্ঠভাই-ধর্ম্ম পাসরিলেন শঙ্কর।
হইলেন যেহেন সংহারমূর্ত্তিধর ॥
শূল তুলিলেন শিব ভৃগুরে মারিতে।
আথেব্যথে দেবী আসি ধরিলেন হাথে ॥
চরণে ধরিয়া বুঝায়েন মহেশ্বরী।
"জ্যেষ্ঠভাইরে কি প্রভু ! এত ক্রোধ করি ?"
দেবীবাক্যে লজ্জা পাই রহিলা † শঙ্কর।
ভৃগুও চলিলা শ্রীবৈকুণ্ঠ—কৃষ্ণঘর ‡ ॥
শ্রীরত্নখট্টায় প্রভু আছেন শয়নে।
লক্ষ্মী সেবা করিতে আছেন শ্রীচরণে ॥
হেনই সময়ে ভৃগু আসি অলক্ষিতে।
পদাঘাত করিলেন প্রভুর বক্ষেতে ॥
ভৃগু দেখি মহাপ্রভু সম্ভ্রমে উঠিয়া।
নমস্করিলেন প্রভু মহাপ্রীত হৈয়া ॥

* 'ক্রোধে পাসরিলা,' 'মহাক্রোধ হই' বা 'মহাক্রোধে দেব'। † 'বসিলা'।
‡ 'বৈকুণ্ঠে গেলা শ্রীকৃষ্ণের ঘর' বা 'চলিলা শ্রীবৈকুণ্ঠ-নগর'।

লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু ভৃগুর চরণ।
সন্তোষে করিতে লাগিলেন প্রক্ষালন ॥
বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন।
শ্রীহস্তে তাহান অঙ্গে লেপেন * চন্দন ॥
অপরাধিপ্রায় যেন হইয়া আপনে।
অপরাধ মাগিয়া লয়েন তান স্থানে ॥
"তোমার শুভ-বিজয় আমি না জানিঞা।
অপরাধ করিয়াছি, ক্ষম' মোরে † ইহা ॥
এই যে তোমার পাদোদক পুণ্যজল।
তীর্থেরে করয়ে তীর্থ হেন সুনির্ম্মল ॥
যতেক ব্রহ্মাণ্ড বৈসে আমার দেহেতে।
যত লোকপাল সব আমার সহিতে ॥
পাদোদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র।
অক্ষয় হইয়া রহু তোমার চরিত্র ॥
এই যে তোমার শ্রীচরণচিহ্নধূলি।
বক্ষে রাখিলাঙ আমি হই কুতূহলী ॥
লক্ষ্মীসঙ্গে নিজবক্ষে দিল আমি স্থান।
বেদে যেন 'শ্রীবৎসলাঞ্ছন' বোলে নাম।"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য, বিনয়-ব্যভার।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ—সকলের পার ॥
দেখি মহা-ঋষি পাইলেন চমৎকার।
লজ্জিত হইয়া মাথা না তোলেন আর ॥
যাহা করিলেন সে তাহান কর্ম্ম নয়।
আবেশের কর্ম্ম ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
বাহ্য পাই প্রীতি শ্রদ্ধা দেখিতেদেখিতে।
ভক্তিরসে পূর্ণ হই লাগিলা নাচিতে ॥
হাস্য, কম্প, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
ভক্তিরসে মগ্ন হৈলা ব্রহ্মার কুমার ॥
"সভার ঈশ্বর কৃষ্ণ, সভার জীবন।"
এই সত্য বলি নাচে ব্রহ্মার নন্দন ॥
দেখিয়া কৃষ্ণের শান্ত-বিনয়-ব্যভার।
বিপ্রভক্তি যে কোথাও না সম্ভবে' * আর ॥
ভক্তিজড় হৈলা, বাক্য না আইসে বদনে।
আনন্দাশ্রুধারা মাত্র ¶ বহে শ্রীনয়নে ॥
সর্ব্বভাবে ঈশ্বরেরে দেহ সমর্পিয়া।
পুন সভামধ্যে ভৃগু ‡ মিলিলা আসিয়া ॥
ভৃগু দেখি সভে হৈলা আনন্দ অপার।
"কহ ভৃগু! কার্ কেন দেখিলে § ব্যভার ॥
তুমি যে-ই কহ, সে-ই সভার প্রমাণ।"
তবে সব কহিলেন ভৃগু ভগবান্ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনের ব্যভার।
সকল কহিয়া এই কহিলেন সার ॥
"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন ॥
সভার ঈশ্বর কৃষ্ণ—জনক সভার।
ব্রহ্মা-শিবো করেন যাঁহার অধিকার ॥
কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সভার নারায়ণ।
নিঃসন্দেহ ভজ গিয়া তাঁহার চরণ ॥
ধর্ম্ম জ্ঞান পুণ্য কীর্ত্তি ঐশ্বর্য্য বিরক্তি।
আত্ম-¶শ্রেষ্ঠ-মধ্যম যাহার যত শক্তি ॥
সকল কৃষ্ণের, ইহা ‖ জানিহ নিশ্চয়।
অতএব গাও ভজ' কৃষ্ণের বিজয় ॥"
সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ $—চৈতন্য ভগবান্।
কীর্ত্তনবিহারে হইয়াছেন বিদ্যমান ॥

* 'লেপিলা'। † 'মোর'।

* 'প্রেমভক্তি যে কোথাও না শুনেন'। † 'তাঁর'। ‡ 'মুনি-সভামধ্যে'। § 'বুঝিলা'। ¶ 'আত্মা'। ‖ 'ইচ্ছা'। $ 'কৃষ্ণ সাক্ষাত'

ভৃগুর বচন শুনি সব ঋষিগণ।
নিঃসন্দেহ হৈলা—'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ'॥
ভৃগুরে পূজিয়া বোলে সব ঋষিগণ।
"সংশয় ছিণ্ডিয়া * তুমি ভাল কৈলা মন॥"
কৃষ্ণভক্তি সভে লইলেন দৃঢ়-মনে।
ভক্তরূপে ব্রহ্মা-শিবো পূজেন যতনে॥
সিদ্ধবৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যভার।
কহিলাঙ, ইহা বুঝিবারে শক্তি কার॥
পরীক্ষিতে' কর্ম্ম কি না ছিল কিছু আর।
তার লাগি করিলেন চরণপ্রহার॥
সৃষ্টিকর্ত্তা ভৃগুদেব যাঁর অনুগ্রহে।
কি সাহসে চরণ দিলেন সে হৃদয়ে॥
'অবোধ অগম্য অধিকারীর ব্যভার।'
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর॥
মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুহৃদয়েতে।
করাইলা, ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে॥
জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কর্ম্ম কভু নয়।
কৃষ্ণ বাঢ়ায়েন অধিকারি-ভক্ত-জয়॥
বিরিঞ্চি শঙ্কর বাঢ়াইতে কৃষ্ণজয়।
ভৃগুরে হইলা ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয়॥
ভক্ত-সব যেন গায় নিত্য কৃষ্ণজয়।
কৃষ্ণ বাঢ়ায়েন ভক্তজয় অতিশয়॥
অধিকারিবৈষ্ণবের না বুঝি ব্যভার।
যে জন নিন্দয়ে, তার নাহিক নিস্তার॥
অধমজনের যে আচার যেন ধর্ম্ম।
অধিকারিবৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণ-কৃপায়ে সে ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহো মরে কেহো তরে' ॥
সবে ইথে দেখি এক মহাপ্রতিকার।
সভারে করিব স্তুতি বিনয়-ব্যভার॥
অজ্ঞ হই লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহান্তবচন॥
তবে কৃষ্ণ তারে দেন হেন দিব্য-মতি।
সর্ব্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয়ে কতি॥
ভক্তি করি যে শুনে চৈতন্য-অবতার।
সেই সব জন সুখে পাইব নিস্তার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈতমহিমাদিবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

জয়জয় গৌরচন্দ্র শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
জয় শচীগর্ব্ভরত্ন ধর্ম্মসনাতন॥
জয় সঙ্কীর্ত্তনপ্রিয় শ্রীগৌরগোপাল।
জয় শিষ্টজনপ্রিয় জয় দুষ্টকাল॥
ভক্তগোষ্ঠীসহিত গৌরাঙ্গ জয়জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক ন্যাসিরূপে।
বিহরেন ভক্তগোষ্ঠী লইয়া কৌতুকে॥
একদিন বসিয়া আছেন প্রভু সুখে।
হেনকালে শ্রীঅদ্বৈত আইলা সম্মুখে॥

* 'ছিণ্ডিলা'। † 'হর্ষ'।

বসিলেন অদ্বৈত প্রভুরে নমস্করি ॥
হাসি অদ্বৈতেরে জিজ্ঞাসেন গৌরহরি ॥
সন্তোষে বোলেন প্রভু "কহ ত আচার্য্য !
কোথা হৈতে আইলা, করিলা কোন্ কার্য্য ?"
অদ্বৈত বোলেন "দেখিলাঙ জগন্নাথ।
তবে আইলাঙ এই * তোমার সাক্ষাত ॥"
প্রভু বোলে "জগন্নাথ শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে আর কি করিলা ? কহ দেখি তাহা ॥"
অদ্বৈত বোলেন "আগে দেখি জগন্নাথ।
তবে করিলাঙ প্রদক্ষিণ পাঁচ সাত ॥"
'প্রদক্ষিণ' শুনি প্রভু হাসিতে লাগিলা।
হাসি বোলে প্রভু "তুমি হারিলা হারিলা ॥"
আচার্য্য বোলেন "কি সামগ্রী হারিবারে।
লক্ষণ দেখাহ, তবে জিনিহ আমারে ॥"
প্রভু বোলে "সামগ্রী শুনহ হারিবার।
তুমি যে করিলা প্রদক্ষিণব্যবহার ॥
যত-ক্ষণ তুমি পৃষ্ঠদিগেরে চলিলা।
তত-ক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা ॥
আমি যত-ক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ।
আমার লোচন আর না যায় কোথা ত ॥
কি দক্ষিণে কিবা বামে কিবা প্রদক্ষিণে।
আর নাহি দেখোঁ জগন্নাথ-মুখ বিনে ॥"
করজোড় করি বোলে আচার্য্যগোসাঞি।
"এ-রূপে সকলা† হারি তোমার সে ঠাঞি ॥
এ কথার অধিকারী আর ‡ ত্রিভুবনে।
সত্য কহিলাঙ এই নাহি তোমা' বিনে ॥
তুমি সে ইহার প্রভু ! এক অধিকারী।
এ কথায় তোমারে সে মাত্র আমি হারি ॥"

শুনিঞা হাসেন সর্ব্ব-* বৈষ্ণবমণ্ডল।
'হরি' বলি উঠিল মঙ্গল-কোলাহল ॥
এইমত প্রভুর বিচিত্র সর্ব্বকথা।
অদ্বৈতেরে অতি প্রীত করেন সর্ব্বথা ॥
একদিন গদাধরদেব প্রভুস্থানে।
কহিলেন পূর্ব্ব-মন্ত্রদীক্ষার কারণে ॥
"ইষ্টমন্ত্র আমি যে কহিলুঁ কারো † প্রতি।
সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি ‡ ॥
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্বার।
তবে মন-প্রসন্নতা হইব আমার ॥"
প্রভু বোলে "তোমার যে উপদেষ্টা আছে।
সাবধান—তথা অপরাধ হয় পাছে ॥
মন্ত্রের কি দায় প্রাণো আমার তোমার।
উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার ॥"
গদাধর বোলে "তিঁহো না আছেন এথা।
তান § পরিবর্ত্তে তুমি করাহ ¶ সর্ব্বথা ॥"
প্রভু বোলে "তোমার যে গুরু বিদ্যানিধি।
অনায়াসে তাহানে আনিতেছেন || বিধি ॥"
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি—জানেন সকল।
"গদাধর ! বিদ্যানিধি আইলা উৎকল ॥
এথাই দেখিবা দিন-দশের ভিতরে।
আইসেন কেবল আমারে দেখিবারে ॥
নিরবধি বিদ্যানিধি হয় মোর মনে।
বুঝিলাঙ তুমি আকর্ষিয়া আন' তানে ॥"
এইমত প্রভু প্রিয়-গদাধর-সঙ্গে।
তান মুখে ভাগবত শুনি থাকে রঙ্গে ॥

---

* 'আজি'। † 'সকলে'। ‡ 'অধিকার প্রভু !'।

* 'প্রভু'। † 'কারো'। ‡ 'অতি'।
§ 'তাঁবি'। ¶ 'কহিবা'।
|| 'তোমারে আনিতে আছে'।

গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনিএগ প্রকাশে' প্রভু কৃষ্ণ*ভাব যত ॥
প্রহ্লাদচরিত্র আর ধ্রুবের চরিত্র।
শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত ॥
আর কার্য্যে প্রভুর নাহিক অবসর।
নাম গুণ বোলেন শুনেন নিরন্তর ॥
ভাগবত-পাঠ গদাধরের বিষয় †।
দামোদরস্বরূপের কীর্ত্তন বিষয় ‡ ॥
একেশ্বর দামোদরস্বরূপ গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ§রায় ॥
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
যত কিছু আছে প্রেমভক্তির বিকার ॥
মূর্ত্তিমন্ত সভে থাকে ঈশ্বরের স্থানে।
নাচেন চৈতন্যচন্দ্র ইঁহা-সভা'-সনে ॥
দামোদরস্বরূপের উচ্চসঙ্কীর্ত্তন।
শুনিলে না থাকে বাহ্য, নাচে সেইক্ষণ ॥
সন্ন্যাসি-পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদরস্বরূপ-সমান ¶ কেহো নয় ॥
যত প্রীত ঈশ্বরের পুরীগোসাঞিরে।
দামোদরস্বরূপেরে তত প্রীত করে ॥
দামোদরস্বরূপ—সঙ্গীতরসময়।
যাঁর ধ্বনি-শ্রবণে প্রভুর নৃত্য হয় ॥
অলক্ষিতরূপ—কেহো চিনিতে না পারে।
কাপড়িয়া ‖ রূপ যেন বুলেন নগরে ॥
কীর্ত্তন করিতে যেন তুম্বুরু নারদ।
একা প্রভু নাচায়েন—কি আর সম্পদ ॥

সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।
আর নাহি, এক পুরীগোসাঞি সে মাত্র ॥
দামোদরস্বরূপ পরমানন্দপুরী।
সন্ন্যাসি-পার্ষদে এই দুই অধিকারী ॥
নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ ॥
পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্ত্তন।
ন্যাসি-রূপে ন্যাসি-দেহে বাহ্য দুইজন ॥
অহর্নিশ গৌরচন্দ্র সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে।
বিহরেন দামোদরস্বরূপের সঙ্গে ॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
দামোদর প্রভু না ছাড়েন কোনক্ষণে ॥
পূর্ব্বাশ্রমে পুরুষোত্তমাচার্য্য নাম তান।
প্রিয়সখা পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি-নাম ॥
পথে চলিতেও প্রভু দামোদর-গানে।
নাচেন বিহ্বল হৈয়া, পথ নাহি জানে ॥
একেশ্বর দামোদরস্বরূপ-সংহতি।
প্রভু সে আনন্দে পড়ে, না জানেন কতি ॥
কিবা জল, কিবা স্থল, কিবা বন ডাল *।
কিছু না জানেন প্রভু, গর্জ্জন বিশাল ॥
একেশ্বর দামোদর কীর্ত্তন করেন।
প্রভুরেও বনে ডালে † পড়িতে ধরেন ॥
দামোদরস্বরূপের ভাগ্যের যে সীমা।
দামোদরস্বরূপ সে তাহার উপমা ॥
একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া।
পড়িলা কূপের মাঝে আছাড় খাইয়া ॥
দেখিয়া অদ্বৈত-আদি সম্মোহ ‡ পাইয়া।
ক্রন্দন করেন সভে শিরে হাথ দিয়া ॥

* 'প্রেম' বা 'প্রৌঢ়'। † 'পড়েন গদাধর মহাশয়'। ‡ 'আশয়'। § 'শ্রীবৈকুণ্ঠ'। ¶ 'স্বরূপের অপ্রিয়'। ‖ 'কাপটির'।

* 'টাল'। † 'টালে'। ‡ 'সম্ভ্রম'।

কিছু না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরসে।
বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি ভাসে॥
সেই ক্ষণে কূপ হৈল নবনীতময়।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয॥
এ কোন্ অদ্ভুত! যাঁর ভক্তির প্রভাবে।
বৈষ্ণব নাচিতে অঙ্গে কণ্টক না লাগে॥
তবে অদ্বৈতাদি মেলি সর্ব্বভক্তগণে।
তুলিলেন প্রভুরে ধরিয়া কথোক্ষণে॥
পড়িলা যে কূপে প্রভু তাহো নাহি জানে।
"কি বোল কি কথা" প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনে॥
বাহ্য না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরসে।
অসর্ব্বজ্ঞপ্রায় প্রভু সভারে জিজ্ঞাসে'॥
শ্রীমুখের শুনি অতি-অমৃত-বচন।
আনন্দে ভাসেন অদ্বৈতাদিভক্তগণ॥
এইমতে ভক্তিরসে ঈশ্বর বিহরে।
বিদ্যানিধি আইলেন জানিঞা অন্তরে॥
চিন্তে মাত্র করিতে ঈশ্বর সেই ক্ষণে।
বিদ্যানিধি আসিয়া দিলেন দরশনে॥
বিদ্যানিধি দেখি প্রভু হাসিতে লাগিলা।
"বাপ আইলা বাপ আইলা" বলিতে লাগিলা॥
প্রেমনিধি প্রেমে হৈয়া* আনন্দে + বিহ্বল।
পূর্ণ হৈল হৃদয়ের সকল মঙ্গল॥
শ্রীভক্তবৎসল গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
প্রেমনিধি বক্ষে করি করেন ক্রন্দন॥
সকল বৈষ্ণববৃন্দ কান্দে চারিভিতে।
বৈকুণ্ঠস্বরূপ সুখ মিলিলা সাক্ষাতে॥

* 'প্রেমে হয়ে'। + 'প্রেমানন্দে হইলা'।

ঈশ্বরসহিত যত আছে ভক্তগণ।
প্রেমনিধি প্রতি * প্রেম বাঢ়ে অনুক্ষণ॥
দামোদরস্বরূপ তাহান পূর্ব্বসখা।
চৈতন্যের অগ্রে দুইজনে হৈল দেখা॥
দুইজনে চা'হেন দুঁহার পদধূলি।
দুঁহে ধরাধরি ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি॥
কেহো কারে না পারেন, দুঁহে মহাবলী।
করায়েন + হাসেন গৌরাঙ্গ কুতূহলী॥
তবে বাহ্য পাই প্রভু ‡ বিদ্যানিধি-প্রতি।
"কথোদিন নীলাচলে তুমি কর' স্থিতি॥"
শুনি প্রেমনিধি মহা সন্তোষ হইলা।
ভাগ্য হেন মানি প্রভু-§নিকটে রহিলা॥
গদাধরদেবো ইষ্টমন্ত্র পুনর্ব্বার।
প্রেমনিধিস্থানে প্রেমে ¶ কৈলেন স্বীকার॥
আর কি কহিব প্রেমনিধির মহিমা ‖
যাঁর শিষ্য গদাধর এই প্রেমসীমা॥
যাঁর কীর্ত্তি বাখানে' অদ্বৈত শ্রীনিবাস।
যাঁর কীর্ত্তি বোলেন মুরারি হরিদাস॥
হেন নাহি বৈষ্ণব যে তানে না বাখানে'।
পুণ্ডরীকো সর্ব্বভক্ত § কায়-বাক্য-মনে॥ ×
অহঙ্কার তান দেহে নাহি তিলমাত্র।
না বুঝি কি অদ্ভুত + চৈতন্যকৃপাপাত্র॥ ÷

* 'প্রীতে'। + 'কর চাপি'।
‡ 'বাহ্য পাই প্রভু বোলে'। § বড়ভাগ্য মানি তবে'।
¶ 'তবে'। ‖ 'উপমা'। § 'যশ ঘোষে'।
× 'ইহার পরে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—
"গদাধর ইষ্টদেব বোলে কায়-মনে।
বিদ্যানিধি স্নেহ করে সন্তান-সমানে॥"
+ 'যে কিছুই' বা 'কিছু ত'।
÷ 'চৈতন্যের হয়েন একান্ত প্রেমপাত্র'।

যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
গদাধর-শ্রীমুখের কথা * কিছু লিখি॥
বিদ্যানিধি রাখি প্রভু আপন নিকটে।
বাসা দিলা যমেশ্বরে—সমুদ্রের তটে॥
নীলাচলে রহিয়া দেখেন জগন্নাথ।
দামোদরস্বরূপের বড় প্রেমপাত্র॥
দুইজনে জগন্নাথ দেখে একসঙ্গে।
অন্যোঽন্যে থাকেন কৃষ্ণরসকথারঙ্গে॥
যাত্রা আসি বাজিল 'ওঢ়ন-ষষ্ঠী' নাম।
নয়া-বস্ত্র পরে জগন্নাথ ভগবান্ †॥
সে দিন মাণ্ড়ুয়া-বস্ত্র পরেন ঈশ্বরে।
তান যেই ইচ্ছা সেইমত দাসে করে॥
শ্রীগৌরসুন্দরো লই সর্ব্বভক্তগণ।
আইলা দেখিতে যাত্রা শ্রীবস্ত্র‡-ওঢ়ন॥
মৃদঙ্গ, মুহরী, শঙ্খ, দুন্দুভি, কাহাল।
ঢাক, দগড়, কাড়া § বাজয়ে বিশাল॥
সেই দিনে নানা বস্ত্র পরেন অনন্ত।
ষষ্ঠী হৈতে লাগি রহে ¶ মকর-পর্য্যন্ত॥
বস্ত্র লাগি হইতে লাগিল ‖ রাত্রিশেষে।
ভক্তগোষ্ঠীসহ প্রভু দেখি প্রেমে ভাসে॥$
আপনেই উপাসক, উপাস্য আপনে।
কে বুঝে তাহান মন, তান কৃপা বিনে॥
রসময় দারুরূপে বসি যোগাসনে।
ন্যাসিরূপে ভক্তিযোগ করে অনুক্ষণে॥
পট্ট-নেত—শুক্ল পীত নীল নানা বর্ণে।
দিব্য বস্ত্র দেন, মুক্তা রচিত সুবর্ণে॥
বস্ত্র লাগি হৈলে দেন পুষ্প-অলঙ্কার।
পুষ্পের কঙ্কণ শ্রীকিরীট পুষ্পহার॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ষোড়শোপচারে।
পূজা করি ভোগ দিলা বিবিধপ্রকারে॥
তবে প্রভু যাত্রা দেখি সর্ব্বগোষ্ঠীসঙ্গে।
আইলা বাসায় প্রেমানন্দসুখরঙ্গে *॥
বাসায় বিদায় দিলা † বৈষ্ণব-সভেরে।
বিরলে রহিলা নিজানন্দে একেশ্বরে॥
যার যে বাসায় সভে করিলা গমন।
বিদ্যানিধি দামোদরসঙ্গে অনুক্ষণ॥
অন্যোঽন্যে দুঁহার যতেক মনঃকথা।
নিষ্কপটে দুঁহে কহে দুঁহারে সর্ব্বথা॥
মাণ্ড়ুয়া-বসন যে ধরিলা ‡ জগন্নাথ।
সন্দেহ জন্মিল বিদ্যানিধির ইহাত॥
জিজ্ঞাসিলা দমোদরস্বরূপের স্থানে।
"মণ্ডের কাপড় ঈশ্বরেরে দেন § কেনে॥
এ দেশে ত শ্রুতি স্মৃতি সকল প্রচুরে ¶।
তবে কেনে বিনা ধোতে মণ্ডবস্ত্র পরে?"
দামোদরস্বরূপ কহেন "শুন কথা।
দেশাচারে ইথে দোষ না লয়েন এথা॥
শ্রুতিস্মৃতি যে জানে, সে না করে সর্ব্বথা।
এ যাত্রায় এইমত সর্ব্বকাল এথা॥ ‖
ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি না থাকে অন্তরে।
তবে দেখ রাজা কেনে নিষেধ না করে॥"
বিদ্যানিধি বোলে "ভাল, করুক ঈশ্বরে।
ঈশ্বরের যে কর্ম্ম, $ সেবকে কেনে করে॥

* 'গদাধর-মুখে কথা শুনি'। † 'বলরাম'।
‡ 'আইলেন দেখিবারে যাত্রা শ্রী'। § 'পড়া'।
¶ 'হয়'। ‖ 'বস্ত্র পরাইতে লাগিলেন'।
$ 'ভক্তগোষ্ঠী সহিতে দেখিয়া প্রভু হাসে'।

* 'প্রেম-আনন্দ-তরঙ্গে'। † 'হৈল'। ‡ পরিলা'।
§ 'ঈশ্বর পরেন বা'। ¶ 'আচরে' বা 'প্রচারে'।
‖ 'লওয়ায়েন সর্ব্বকাল এইমত কথা'। § 'কর্ম্ম'।

পূজা-পাণ্ডা * পশুপাল পড়িছা বেহারা।
অপবিত্র-বস্ত্র কেনে ধরে বা ইহারা॥
জগন্নাথ—ঈশ্বর ; সম্ভবে' সব তানে।
তান আচরণ কি করিব সর্ব্বজনে॥
মণ্ডবস্ত্র-স্পর্শে ণ† হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি।
ইহা বা না করে কেনে হইয়া সুবুদ্ধি॥
রাজপাত্র ‡ অবুধ যে ইহা না বিচারে'।
রাজাও মাণ্ডুয়া-বস্ত্র দেন নিজশিরে॥"§
দামোদরস্বরূপ বোলেন "শুন ভাই !
হেন বুঝি, ওঢ়ন-যাত্রায় দোষ নাই॥
পরং ব্রহ্ম—জগন্নাথরূপ-অবতার।
বিধি বা নিষেধ এথা ¶ না করে বিচার॥
বিদ্যানিধি বোলে 'ভাই ! শুন এক কথা।
পরং ব্রহ্ম—জগন্নাথবিগ্রহ সর্ব্বথা॥
তানে দোষ নাহি বিধি-নিষেধ লঙ্ঘিলে।
এ-গুলাও ব্রহ্ম হৈল থাকি নীলাচলে॥
ইহারাও ছাড়িলেক লোকব্যবহার।
সভেই হইল ব্রহ্মরূপ-অবতার॥"
এত বলি সর্ব্বপথে হাসিয়াহাসিয়া।
যায়েন যেহেন হাস্যাবেশ‖যুক্ত হৈয়া॥
দুই সখা হাথাহাথি করিয়া হাসেন।
জগন্নাথদাসেরেও $ আচার দোষেন॥
সভে না জানেন সর্ব্বদাসের স্বভাব।
কৃষ্ণ সে জানেন যার যত অনুরাগ॥
ভ্রমো করায়েন কৃষ্ণ আপন-দাসেরে।
ভ্রমচ্ছেদো করে পাছে সদয়-অন্তরে॥

ভ্রম করাইলা বিদ্যানিধিরে আপনে।
ভ্রমচ্ছেদ-কৃপাও শুনিবা এই*ক্ষণে॥
এইমত রঙ্গে ঢঙ্গে দুই প্রিয়সখা।
চলিলেন কৃষ্ণকার্য্যে যার যথা বাসা॥
ভিক্ষা করি আইলেন গৌরাঙ্গের স্থানে।
প্রভুস্থানে আসি সভে † থাকিলা শয়নে॥‡
সকল জানেন প্রভু চৈতন্যগোসাঞি।
জগন্নাথ-রূপে স্বপ্নে গেলা তান ঠাঞি॥
স্বপনে দেখেন বিদ্যানিধিমহাশয়।
জগন্নাথ আসি § হৈলা সম্মুখে বিজয়॥
ক্রোধরূপজগন্নাথ—বিদ্যানিধি দেখে।
আপনে ধরিয়া তান চড়ায়েন মুখে॥
দুই ভাই মেলি চড় মারে দুই গালে।
হেন দৃঢ় চড় যে অঙ্গুলি গালে ফুলে॥
দুঃখ পাই বিদ্যানিধি 'কৃষ্ণ রক্ষ' বোলে।
'অপরাধ ক্ষম' বলি পড়ে পদতলে॥
"কোন্ অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞি !
প্রভু বোলে "তোর অপরাধের অন্ত নাঞি॥"
মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি॥
সকল জানিলা তুমি রহি এই ঠাঞি॥
তবে কেনে রহিয়াছ জাতিনাশা-স্থানে।
জাতি রাখি চল তুমি আপন-ভবনে॥
আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ।
তাহাতেও ভাব' অনাচারের সম্বন্ধ॥
আমারে করিয়া ব্রহ্ম' সেবক নিন্দিয়া।
মাণ্ডুয়াকাপড় স্থানে দোষদৃষ্টি দিয়া॥"

* 'পৌণ্ডা' বা 'পোণ্ডা'। † 'ছুই'। ‡ 'রাজা পাত্র'।
§ 'রাজা হৈয়া মাণ্ডুয়া-বসন শিরে ধরে'। ¶ 'তাঁর'।
‖ 'যার দুইজন বড় হাস্য'। $ 'সেবকের'।

* 'কৃপায়ে শুনিয়া (হইল) সেই'। † 'দোঁহে'।
‡ 'প্রভুর স্থানেতে আসি থাকি সভা'সনে' বা 'প্রভুস্থান হৈতে আসি থাকিলা শয়নে'। § 'বজাই'।

স্বপ্নে বিদ্যানিধি মহাভয় পাই মনে।
ক্রন্দন করেন শির ধরি শ্রীচরণে॥
"সর্ব্ব অপরাধ প্রভু! ক্ষম' পাপিষ্ঠেরে।
ঘাটিলুঁ ঘাটিলুঁ প্রভু! * বলিলুঁ তোমারে॥
যে মুখে হাসিলুঁ প্রভু! তোর সেবকেরে।
সে মুখের শাস্তি প্রভু! ভাল কৈলা মোরে॥
ভালদিন হৈল মোর আজি সুপ্রভাত।
মুখ-কপোলের ভাগ্যে † বাজিল শ্রীহাথ॥"
প্রভু বোলে "তোরে অনুগ্রহের লাগিয়া।
তোমারে করিলুঁ শাস্তি সেবক দেখিয়া॥"
স্বপ্নে প্রেমনিধিপ্রতি প্রেম‡দৃষ্টি করি।
দেউলে আইলা দুই ভাই—রাম হরি॥
স্বপ্ন দেখি বিদ্যানিধি জাগিয়া উঠিলা।
গালে চড় সব দেখি § হাসিতে লাগিলা॥
শ্রীহস্তের চড়ে সব ফুলিয়াছে গাল।
দেখি প্রেমনিধি বোলে "বড় ভাল ভাল॥
যেন কৈলুঁ অপরাধ, তার শাস্তি পাইলুঁ।
ভালই করিলা প্রভু! অল্পে এড়াইলুঁ॥"
দেখদেখ এই বিদ্যানিধির মহিমা।
সেবকেরে দয়া যত, তার এই সীমা॥
পুত্র যে প্রদ্যুম্ন—তাহানেও হেনমতে।
চড় নাহি মারেন না কেলান শ্রীহাথে || ¶
জানকী-রুক্মিণী-সত্যভামা-আদি যত।
ঈশ্বর ঈশ্বরী আর আছে কতকত॥
সাক্ষাতেই মারে ৪ যার অপরাধ হয়।
স্বপ্নের প্রসাদ শাস্তি দৃশ্য কভু নয়॥

* 'এই'। † 'ভাগ্য'। ‡ 'কৃপা'।
§ 'দেখি বড়'। ¶ 'এস' বা 'এই'।
'মারিলেন আপনার হাথে' বা 'মারেন না কোনান শ্রীহাথে'।
৪ 'সাক্ষাতে না রহে'।

স্বপ্নে দণ্ড পায়, কিবা অর্থলাভ হয়।
জাগিলে পুরুষ সেই দুই কিছু নয়॥
শাস্তি বা প্রসাদ প্রভু স্বপ্ন যারে করে।
সে যদি সাক্ষাত লোকে দেখে ফল ধরে॥
তারে বড় ভাগ্যবান্ নাহিক সংসারে।
স্বপ্নেহো না কহে কিছু * অভক্তজনেরে॥
সাক্ষাতে সে এই সব † বুঝহ বিচারে।
এই যে যবনগণে নিন্দা হিংসা করে॥
তাহারাও স্বপ্নে অনুভব মাত্র চাহে।
নিন্দা হিংসা করে দেখি স্বপ্ন নাহি পায়ে॥
যবনের কি দায়, যে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তারা যত অপরাধ করে অনুক্ষণ॥
অপরাধ হৈলে ‡ দুই লোকে দুঃখ পায়।
স্বপ্নেহো অভক্ত পাপিষ্ঠেরে না শিখায়॥
স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রভু করেন § যাহারে।
সে-ই মহাভাগ্য হেন মানে' আপনারে॥
সাক্ষাতে আপনে স্বপ্নে ¶ মারিল তাহারে।
এ প্রসাদ সভে দেখে শ্রীপ্রেমনিধিরে॥
তবে পুণ্ডরীকদেব উঠিলা প্রভাতে।
চড়ে গাল ফুলিয়াছে দেখে দুই-হাথে॥
প্রতিদিন দামোদরস্বরূপ আসিয়া।
জগন্নাথ দেখে দোঁহে একসঙ্গ হৈয়া॥ ||
"সকালে আইস জগন্নাথদরশনে ৪।
আজি শয্যা হৈতে নাহি উঠ কি কারণে॥"

* 'প্রভু'। † 'এ সব তত্ত্ব'। ‡ 'হৈতে'।
§ 'করেহ'। ¶ 'হস্তে'।
|| ইহার পরে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—
"প্রত্যহ আইসে স্বরূপ সে দিন আইলা।
আসিয়া তাহাকে কিছু কহিতে লাগিলা॥"
৪ 'আসিয়া তিঁহো ডাকিলেন তানে'।

বিদ্যানিধি বোলে "ভাই! এথায় আইস।
কহিব সকল কথা, খানিক বইস॥"
দামোদর আসি দেখে—তান দুই গাল।
ফুলিয়াছে, চড়চিহ্ন দেখেন বিশাল॥
দামোদরস্বরূপ জিজ্ঞাসে' "একি কথা।
কেনে গাল ফুলিয়াছে, কিবা পাইলা ব্যথা॥'
হাসিয়া বোলেন বিদ্যানিধিমহাশয়।
"শুন ভাই! কালি গেল যতেক সংশয়॥
মাণ্ডুয়াবস্ত্রেরে যে করিলুঁ অবজ্ঞান।
তার শাস্তি গালে এই দেখ বিদ্যমান॥
আজি স্বপ্নে আসি জগন্নাথ বলরাম।
দুই-দণ্ড চড়ায়েন—নাহিক বিশ্রাম॥
'মোর পরিধানবস্ত্র করিলি নিন্দন।'
এত বলি গালে চড়ায়েন দুইজন॥
গালে বাজিয়াছে যত অঙ্গুলের অঙ্গুরি *।
ভালমতে উত্তরো করিতে নাহি পারি॥
লজ্জায় কাহারেও সম্ভাষা নাহি † করি।
গাল ভাল হইলে সে বাহির হৈতে ‡ পারি॥
এ ত কথা অন্যত্র কহিতে যোগ্য নহে।
বড় ভাগ্য হেন ভাই! মানিল হৃদয়ে॥
ভাল শাস্তি পাইলুঁ § অপরাধ-অনুরূপে।
এ নহিলে পড়িতাঙ মহা-অন্ধ* কূপে॥"
বিদ্যানিধিপ্রতি দেখি স্নেহের উদয়।
আনন্দে ভাসেন দামোদর মহাশয়॥
সখার সম্পদে হয় সখার উল্লাস।
দুইজনে হাসেন পরমানন্দহাস॥
দামোদরস্বরূপ বোলেন "শুন ভাই!
এমত অদ্ভুত দণ্ড দেখি শুনি নাই॥
স্বপ্নে আসি শাস্তি করে আপনে সাক্ষাতে।
আর শুনি নাহি, সবে দেখিলুঁ তোমাতে॥"
হেনমতে দুই সখা ভাসেন † সন্তোষে।
রাত্রি দিন না জানেন কৃষ্ণকথারসে॥
হেন পুণ্ডরীকবিদ্যানিধির প্রভাব।
ইহানে সে গৌরচন্দ্রপ্রভুবোলে 'বাপ'॥
পাদস্পর্শভয়ে না করেন গঙ্গাস্নান।
সবে গঙ্গা দেখেন, করেন জলপান॥
এ ভক্তের নাম লই শ্রীগৌরসুন্দর।
'পুণ্ডরীক' নাম ধরি ‡ কান্দেন বিস্তর॥
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধিচরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাহারে কৃষ্ণপাদপদ্ম মিলে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীপুণ্ডরীকবিদ্যানিধিচরিত্রবর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১॥

॥*॥ সমাপ্তশ্চায়ম্ অন্ত্যখণ্ডঃ ॥*॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাসবিরচিতং শ্রীচৈতন্যভাগবতং সম্পূর্ণম্ ॥ *

॥ ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু।

---

* 'অঙ্গুলি-অঙ্গুরি'।
† 'লজ্জাতে কাহারে আজি সম্ভাষা না'।
‡ 'বাহিরাইতে'। § 'পাই' বা কৈল'।

* 'ভব'। † 'ভাবেন' বা 'পরম'।
‡ 'বাপ বলি'।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

ব্যাখ্যা ও বক্তব্য।

শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীচৈতন্যরূপী ভগবানের কথা যাহাতে বর্ণিত আছে, তাহাই 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত'। ('শ্রীচৈতন্য এব ভগবান্' = শ্রীচৈতন্য-ভগবান্, স এব বর্ণনীয়তয়া বিদ্যতে অস্মিন্ গ্রন্থে ইতি।)

১।১।১।—'সপুত্রায়'—এই সংস্কৃত পদটীর টীকা এই মর্ম্মে লিখিত হইয়াছে—পুত্রের ন্যায় বাৎসল্যরসের বা স্নেহের পাত্রগণই মহাপ্রভুর পুত্রস্থানীয়। কেননা, তাঁহার পুত্র ছিল না। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনই মহাপ্রভুর পুত্র। প্রথমশ্লোকস্থিত "সঙ্কীর্ত্তনৈক-পিতরৌ" পদটী তাঁহাদিগের কথার পোষক। 'সকলত্রায়' - কলত্রের সহিত—স্ত্রীর সহিত' সাধারণত পদটীর এইরূপ অর্থই প্রতীত হয় কিন্তু আমার পরলোকগত পুত্র ৺রাধাশ্যাম গোস্বামীর উচ্চারণের গুণে আমার অপর একটী অর্থের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। সে 'সকল' বলিয়া একটু থামিয়া, তার পর 'ত্রায়' বলিত, একেবারে 'সকলত্রায়' বলিতে পারিত না। অর্থটী হইতেছে—'সকল-ত্রায়'—সকলের যিনি ত্রাণকর্ত্তা।

১।১।১৪।—'সর্ব্বপ্রিয়াণাম্'—একখানি পুঁথিতে এই পাঠের পরিবর্ত্তে "সর্ব্বপ্রিয়স্য" পাঠান্তর পরে পাওয়া গিয়াছে। "সর্ব্বপ্রিয়স্য" পদটী 'তস্য' পদের বিশেষণ হইলে অর্থ হইবে—'সকলের প্রিয় সেই শ্রীচৈতন্যদেবের' এবং স্বতন্ত্র থাকিলে অর্থ হইবে—'সেই শ্রীচৈতন্যের সকল প্রিয়-বর্গের'।

২।২।১৮।—'কৃষ্ণযশোধাম'—শ্রীকৃষ্ণের যশের অধিষ্ঠানভূমি।

৩।১।২।—'নিরবধি...বিহার'—শ্রীচৈতন্য নিরন্তর সেই শ্রীবলরামের দেহে বিহার করেন অর্থাৎ অবিরাম শ্রীবলরামের শরীরে বিরাজমান রহিয়া প্রভু সেই শরীরেও আপনার অনেকানেক লীলা-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

৩।১।১।—'পঞ্চমস্কন্ধের'—ভা০ ৫।১৭ দ্রষ্টব্য।

৪ ১।১৫।—'করে অপ্রমাণ'—অস্বীকার করে; অথবা 'অপ্রামাণিক' বলে।

৫।১।১৭।—'বিষ্ণু...বর্জ্জিত'—অর্থাৎ যে পথের পথিক হইলে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবগণের কৃপালাভ করা যায়, আর বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া চলেন, সে সে-পথে যায় নাই।

৫।১।২০।—'নপুংসকবেশে নাচে'—নপুংসক-গণ (হিজ্ড়েরা) যেরূপ রতিরসে অসমর্থ হইয়াও কেবল লোকমুখে শুনিয়াই উহার নানা অবস্থা সকলের সমক্ষে ব্যক্ত করে ও তাহা লইয়া কত রঙ্গভঙ্গ ও আস্ফালন করিয়া নাচিয়া বেড়ায়

ইহারাও সেইরূপ অসামর্থ্যবশত শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণ বা শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াই, 'শাস্ত্রে এ নাই ও নাই' ইত্যাদি কথা বলিয়া নৃত্য বা আস্ফালন করে। এই শ্রেণীর লোক না পুরুষ, না স্ত্রী; কেননা, ইহাদের পুরুষোচিত সৎসাহসাদি নাই, আর রমণীসুলভ লজ্জাদিও নাই। সুতরাং ইহারা 'নপুংসক'।

৪।২।৭।—'শেষতাং গতৈঃ'—পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদে এই "নিবাসশয্যাদি" শ্লোকের অনুবাদরূপে বলিয়াছেন,—"ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন। আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন॥ এত মূর্ত্তি ভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে। কৃষ্ণের 'শেষতা' পাঞা 'শেষ' নাম ধরে॥' এ অনুবাদেও কিন্তু 'শেষতা' শব্দের অর্থ খুলে নাই। প্রকৃত অকর-গ্রন্থের অভাবে আমরা গত সংস্করণে শ্লোকটার প্রকৃত পাঠ বা অর্থ সম্যক্ নির্ণয় করিতে পারি নাই। সংপ্রতি মান্দ্রাজ, আনন্দ প্রেস, হইতে 'আর বেঙ্কটেশ্বর এণ্ড কোং' কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য শ্রীযামুনমুনি বিরচিত 'স্তোত্ররত্ন' আমাদের হস্তগত হওয়ায় আমরা শ্লোকের প্রকৃত পাঠ জানিতে পারি। শ্লোকের ভাষ্য দেখিয়া অর্থও অবগত হইতে পারি। মূল গ্রন্থে আমরা উক্ত পাঠ ও অর্থ সন্নিবেশিত করিয়াছি। তবে এ সম্বন্ধে বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে উক্ত ভাষ্য দেখা আবশ্যক। রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যতীন্দ্র-মতদীপিকা (শ্রীনিবাস দাস-বিরচিত, পুণা, আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত) গ্রন্থ হইতেও আমরা 'শেষত্ব' বা 'শেষতা' শব্দের একটি সুন্দর অর্থ জানিতে পারিয়াছি। উক্ত গ্রন্থের অষ্টম অবতারের প্রারম্ভেই "স্বতঃ শেষত্বে সতি" এই মূল অংশের "প্রকাশাখ্য ব্যাখ্যায়" ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—শেষত্বং চ—যথেষ্টবিনিয়োগার্হত্বম্।" অর্থাৎ আমরা মনে করিলেই—আপন ইচ্ছার অনুরূপ সম্পূর্ণরূপে কাহারও সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিতে পারি না। কেবল মনে আর মুখেই বলি মাত্র। হয় তো আমি মনে বা মুখে বলিলাম,—প্রিয়তম! আমি তোমার চরণের নূপুর, গলার হার, বসিবার আসন হই,—তুমি চলিয়া যাইবার পথে আপনাকে বিছাইয়া দিই, ইত্যাদি কিন্তু তাহা পারি কি? কখনই নয়। কিন্তু শ্রীবলদেব তাহা পারিয়াছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবার যে উপকরণটি হইবার সাধ করিয়াছেন তাহাই হইতে সমর্থ হইয়াছেন। এই ইচ্ছার অনুরূপ আপনাকে নিয়োগ করিবার যোগ্যতার নামই 'শেষতা'। আর এই শেষতা পাওয়াতেই তাঁহার 'শেষ' নাম সার্থক। অধিকরণমালা গ্রন্থে শ্রীমাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন—"শেষত্বম্ উপকারিত্বং দ্রব্যাদাবাহ বাদরিঃ। পারার্থ্যং শেষতা তচ্চ সর্ব্বেষ্বস্তীতি জৈমিনিঃ॥" এই বচনের ব্যাখ্যারূপে শব্দকল্পদ্রুমকার লিখিয়াছেন,—"শেষত্বম্—উপকারিত্বম্। পারার্থ্যং—পরোদ্দেশ্যপ্রবৃত্তিকত্বম্।"

৬।১।৭।—'আদিদেব... বৈষ্ণব'—শ্রীহরিবংশে ১১৯তম অধ্যায়ে বলদেবের উক্তরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। যোগদর্শনকার পতঞ্জলি যখন বলদেবের অবতার, তখন বলদেব যে মহাযোগী, সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। (এ বিষয়ের বিশেষ তত্ত্ব জানিতে হইলে পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু-সম্পাদিত পাতঞ্জলদর্শনের ২১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

৬।১।১-৭।—'আদিদেব...সব'—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু যে সকল দেবতার আদি, মহাযোগী ও ঈশ্বর অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের অভিন্নদেহ এবং বৈষ্ণব অর্থাৎ তাঁহার একান্ত ভক্ত, আর ইনিই যে মহিমা বা মহত্ত্বের চূড়ান্ত সীমা, ইহা সকলে জানে না। একখানি পুঁথিতে 'ইহা' পাঠের পরিবর্ত্তে 'ইহোঁ' পাঠ পরে পাওয়া গিয়াছে। উক্ত পাঠ স্বীকার করিলে অর্থ হইবে—ইনিও (নিত্যানন্দও) প্রভুর সমস্ত মহিমার অন্ত জানেন না।

৭।২।১১।—'সভার প্রকাশ'—অর্থাৎ কার্য্য-কারণাত্মক সকল বস্তুই প্রকাশিত রহিয়াছে।

৭।২।১২-১৩।—'যাহার ... কুতূহলী'—মহা-বলবান্ সিংহ কুতূহল বা ঔৎসুক্য সহকারে যাহার তরঙ্গ (ভঙ্গী বা লীলা) শিক্ষা করিয়া নিজজনের মনোরঞ্জন করে।

৭।২।২৩।—'অনন্ত...হেন'—শেষদেবের এরূপ অপরিসীম বিক্রম যে, তাঁহার ফণার উপর সসাগরা পৃথিবী থাকিলেও 'কিছু আছে' বলিয়া তিনি জানিতে পারেন না।

৮।১।৬-৭।—'লাগ ... বাঢ়ে'—শ্রীকৃষ্ণযশঃসমুদ্রের পরপার, 'লাগ'—সমীপবর্ত্তী, এই ভাবিয়া বলরাম তথায় যাইবার জন্য বেগে গমন করেন, কিন্তু সে সাগরের পার প্রাপ্ত হন না, উহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই উঠে। অর্থাৎ অনন্তদেব অনন্তবদনে শ্রীকৃষ্ণের যশ বর্ণনা করিয়াও তাহার অন্ত প্রাপ্ত হন না। কেহ কেহ 'লাগ বলী যায় বেগে' এইরূপ পাঠ স্বীকার করিয়া অর্থ করেন, —'বলী'—বলবান্, 'লাগ'—অনন্তদেব, যশের সিন্ধু তরিবারে বেগে ধায়, ইত্যাদি। আবার প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় 'লাগ' শব্দেরও 'সমীপবর্ত্তী' অর্থে প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। তবে আমাদের মনে হয়,—নাগ-শব্দই লেখার গুণে 'লাগ' হইয়া গিয়াছে। 'লগ' ধাতু হইতে লাগ শব্দ নিষ্পন্ন।

৯।১।২।—'ইথে...আমার'—ইহাতে আমার যেন কিছু অপরাধ না হয়। অর্থাৎ ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের লীলা পরিচ্ছেদশূন্য—আদি-অন্ত-হীন ও অব্যক্ত। তাহা বলিবার,—বলিয়া শেষ করিবার সামর্থ্য আমার একেবারেই নাই। আমি জানিয়া শুনিয়াও যে সেই লীলা ভাষায় ব্যক্ত করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছি,—তাহাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছি, ইহাতে যদি অপরাধ জন্মে তবে সে অপরাধ যেন আমার না হয়,—আমি সে অপরাধে যেন লিপ্ত না হই। আমি [ভগবান্ ও] বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে পড়িয়া সেই অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আমি স্বয়ং কিছুই কহিতেছি না, অন্তর্যামী প্রভু আমাকে যাহা কহাইতেছেন এবং ভক্তগণ কৃপা করিয়া শ্রীমুখে যাহা কহিয়াছেন, তাহাই কহিতেছি; ইহা জানিয়া, ইহা বুঝিয়া, [ভগবান্ এবং] দীনদয়াল বৈষ্ণবগণ যেন আমার অপরাধ ক্ষমা করেন।

৯।১।২০।—'সঙ্কীর্ত্তন করি আগে'—অর্থাৎ অগ্রে সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া।

১০।১।১০।—'কিছু...ব্যাস'—গ্রন্থকারের অভিপ্রায়ই এই যে, ভগবানের আবেশ-অবতার বেদ-ব্যাস ব্যতীত আর কেহ ভগবানের গুহ্যতত্ত্ব-লীলা বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং যিনি যখনই ভগবানের লীলা-বর্ণনে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি নিজের শক্তিতে কিছু লেখেন না, কিন্তু লেখেন বেদব্যাসের শক্তিতে। এই নিমিত্ত গ্রন্থকার প্রায়ই লিখিয়াছেন যে "বেদব্যাস পরে বর্ণন করিবেন।" এইরূপ উক্তি দ্বারা তিনি কখনও আপনিই 'ব্যাস' হইয়া পড়িতেছেন,

আবার কখনও পরবর্ত্তী চৈতন্যচরিতাখ্যায়কগণকেও 'ব্যাসের' শ্রেণীভুক্ত করিতেছেন। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, গ্রন্থকার যখন স্বয়ংই ব্যাস হইলেন, তবে তিনি প্রভুর সকল লীলা বর্ণনা করিলেন না কেন? ইহার উত্তর ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—"পরম রসিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ। বর্ণিতে সমর্থ হৈয়া না করে বর্ণন॥ পশ্চাতে বর্ণিব করি মনে বিচারিয়া। রাখয়ে সে সকলের সুখের লাগিয়া॥ প্রভুলীলা বর্ণিল ঠাকুর বৃন্দাবন। দক্ষিণভ্রমণ-আদি না কৈল বর্ণন॥ ব্যাসরূপ তেঁহো তাঁর কে বুঝে আশয়। 'পশ্চাৎ বর্ণিব বেদব্যাস' ঐছে কয়॥ কৃষ্ণদাসকবিরাজ তাঁরে দৈন্য করি। দক্ষিণ-ভ্রমণ-আদি বর্ণিল বিস্তারি॥ রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে। বর্ণিব যে কবিগণ তাহার নিমিত্তে॥ যৈছে ইষ্টদেব সুখে অন্নাদি ভুঞ্জিয়া। পাত্রে অবশেষ রাখে শিষ্যের লাগিয়া॥" (প্রথম তরঙ্গ)।

কবিরাজগোস্বামীও তদীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের, অন্ত্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদে এ কথা স্পষ্ট করিয়াই কহিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে ইঙ্গিতে নিজের ব্যাসত্বও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—"নিত্যানন্দকৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস। চৈতন্যলীলার তিঁহ হন আদি-ব্যাস॥ তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার। তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর॥ * * * চৈতন্যমঙ্গলে তিঁহ লিখিয়াছে স্থানে স্থানে। সেই বচন শুন সেই পরমপ্রমাণে॥—'সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথনে। বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিব বর্ণনে॥' * * * সত্য কহে আগে ব্যাস করিল বর্ণনে॥ চৈতন্যলীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধিসমান। তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তিঁহ কৈল পান॥ তাঁর ঝারি-শেষামৃত কিছু মোরে দিলা। ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা॥"

১০।১।১৩।—'মধ্য...সিংহ'—গৌরসিংহ যে বিদিত হইলেন—জ্ঞাত হইলেন অর্থাৎ তাঁহার প্রভাবাদি যে সকলে জানিতে পারিল, এ বিষয়টী মধ্যখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে 'সিংহ' এবং কল্মষ বা দুর্বাসনাদিকে 'দ্বিরদ বা হস্তী' বলা হইয়াছে। যথা—"চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য্য, সিংহের হুঙ্কার॥ সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়কন্দরে। কল্মষদ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে॥"

১০।১।১৪।—'চিনিলেন...ভৃঙ্গ'—তাঁহার চরণের ভৃঙ্গ অর্থাৎ চরণকমলের চিন্মকরন্দ আস্বাদনের জন্য লালায়িত ভক্তগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন।

১০।১।২১।—'নিত্যানন্দ-ব্যাস-পূজা'—সন্ন্যাসিগণ প্রতি আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ব্যাসদেবের পূজা করিয়া থাকেন। নিত্যানন্দপ্রভুও তখন সন্ন্যাসী, সুতরাং তাঁহাকেও উক্ত পূর্ণিমায় ব্যাসের পূজা করিতে হইত।

১১।১।১।—'জননীর লক্ষ্যে'—জননীকে উপলক্ষ করিয়া।

১১।২।১—কীর্ত্তন...সন্ন্যাস'—কীর্ত্তন আদি করিয়া—কীর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া, সন্ন্যাস অবধি—সন্ন্যাস পর্য্যন্ত।

১১।২।২২।—'সঙ্গে অধিকারী'—সঙ্গে থাকিবার অধিকারী বা পার্ষদ।

১২।২।১০—'তার'—সেই প্রীতির।

১২।২।.৩।—'সূত্র'—এস্থলে সূত্র-শব্দের ভাবার্থ 'সূচী'।

১৫।১।১২-১৫।— 'অবিজ্ঞাত— সুব্যক্ত,—প্রভুও তাঁহার ভক্ত উভয়েরই তত্ত্ব অবিজ্ঞাত,—সহজে জানা যায় না; তথাপি তাঁহারা কৃপা

করিয়াই স্বকীয় তত্ত্ব সুব্যক্ত—সুপ্রকাশিত করেন।

১৬।১।২৬।—'মুলে—ব্যাজ'—মূলে অর্থাৎ মূলতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করিলে, শ্রীনিত্যানন্দ সকলের পিতা, কিন্তু ছলে হাড়াইপণ্ডিতকে পিতৃত্বে অঙ্গীকার করিয়া।

১৬।২।১।—'বৈষ্ণবধাম'—শ্রীকৃষ্ণের কলা বা বিলাসমূর্ত্তি। (ভাঃ ১০।২।৫ শ্লোকেও অভিহিত হইয়াছে, "সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম"।)

১৬।২।১৪।—'যে—কদাচিত'—পাণ্ডবগণ যে সকল দেশে গমন করেন নাই, তাহাদিগকে 'পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ' বলে। এই সকল অপবিত্র বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

১৬।২।১৮—'আপনে—অঙ্গীকার'—৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৭।১।১১।—'ত্রিবিধ বয়স'—বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য।

১৭।২।২।—'পুত্তলি'—এই পাঠটি প্রাচীন পুঁথির বলিয়াই মূলমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে কিন্তু ইহাতে বেশ সহজে অর্থ হয় না, টানিয়াটুনিয়া অর্থ করিতে হয়। 'পুত্তলির বিবাহ' প্রভৃতি কল্পনা না করিলে, অর্থসঙ্গতি কঠিন হইয়া উঠে। পাঠান্তরের 'পাতানী' পাঠটি বরং ভাল, কেননা, এখনও দেখা যায় যে, অনেকেই 'সই' 'বকুলফুল' 'মিতিন' 'সাঙ্গাত' প্রভৃতি পাতাইয়া থাকেন, আর তদুপলক্ষে অর্থব্যয়ও বড় অল্প করেন না। আর 'পুত্তলি' শব্দের যদি রূপ অন্যকোন অর্থ থাকে ত, তাহা আমাদের অপরিজ্ঞাত।

১৮।২।১০।—'সেই...বার'—সেই প্রভু,—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু. "তোমার নিমিত্ত আমি হইলুঁ গোচর" (১৭।১।১২) ইত্যাদি স্থলে বারংবার কহিয়াছেন।

১৮।২।১৩।—'চারি ভাই'—শ্রীবাস, শ্রীরাম (রামাই), শ্রীনিধি ও শ্রীপতি। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

১৮।২ ২৪।—'কেহো— অবতার'—অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই যে প্রভুর লীলাপরিকর, সকলেই যে প্রভুর আজ্ঞায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদিগের মধ্যে পরস্পর কেহই জানেন না।

১৯।১।২৭।—'যবনে গ্রাম করিবে কবল'—যবনে গ্রাম কবল করিবে—গ্রাস করিবে অর্থাৎ একেবারে গ্রামের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে। "গ্রাম করিবেক বল" এরূপ পাঠ থাকিলে অর্থ হইবে—গ্রামে অর্থাৎ গ্রামে বল প্রকাশ করিবে।

২০।১।২—১৬।১। ৬এর ব্যাখ্যা দেখ।

২০।২.৮।—'ভক্ত...অন্তরে'—ভগবান্ সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইলেও, ভক্তের দুঃখ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারেন না। ভক্তদুঃখ তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং ভক্তদুঃখের অনুভবমাত্রেই তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। হিরণ্যকশিপু কত লোকের উপর কত অত্যাচার করিতেছে, কত লোকে করুণক্রন্দন করিতেছে, তজ্জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হইলেন না, কিন্তু যাই হিরণ্যকশিপু তাঁহার ভক্ত প্রহ্লাদের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অমনি প্রহ্লাদের কাতরোক্তি ভগবানের রাজ্যে পঁহুছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্ নৃসিংহমুর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া প্রহ্লাদকে রক্ষা করিলেন। ভগবানের সকল অবতারেই এইরূপ ভক্তপক্ষপাতিতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবও শ্রীবাসাদিভক্তগণ দুঃখ পাইতেছেন জানিয়া, অবতীর্ণ হইলেন।

২০.২।২৪।—'অভক্ত...কাল'—অভক্তরূপ যে মদন, তাহার মহাকালস্বরূপ। অর্থাৎ যেরূপ

মহাকালের দৃষ্টিতে মদন ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেইরূপ মহাপ্রভুর দৃষ্টিতেও অভক্তগণ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

২১।২।৫।—'বিহর'—বিহার করিয়া থাক।

২১।২।২১—'সর্ব্ব...বৈদগ্ধী'—লীলার সমুদায় লাবণ্য ও সমুদায় বৈদগ্ধী। অথবা, সমুদায় লীলা, সমুদায় লাবণ্য ও সমুদায় বৈদগ্ধী। লীলা—শ্রীলঘুভাগবতামৃত অনুবাদাংশ, ১২ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। লাবণ্য—মাধুর্য্য। বৈদগ্ধী—চাতুর্য্য বা রসিকতা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্, স্মুতরাং তাঁহাতে লীলা, লাবণ্য ও বৈদগ্ধীর পূর্ণবিকাশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

২৩।১।৯—'উল্লাস বাসিয়ে'—আনন্দবোধ হইতেছে।

২৩।১।২৩—'রাহু...বাণা'—ইন্দু অর্থাৎ চন্দ্র, রাহুকর্ত্তৃক কবলিত-গ্রস্ত; এমন সময়, নামের সিন্ধু—সমুদ্র প্রকাশিত হইল;—ফলে হইল কি? না, নামের প্রভাবে, সকলে কলিকে মর্দ্দন অর্থাৎ পরাজয় করিয়া, উক্ত মর্দ্দনসূচক, বাণা-জয়পতাকা বন্ধন করিতে লাগিলেন। সংগ্রামে জয় লাভ করিলেই বিজয়িগণ জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৭।২৫) আছে:—"তং তুষ্টুবুর্দেবনিকায়কেতবো ব্যবাকিরংশ্চাদ্ভুত পুষ্পবৃষ্টিভিঃ।"

এখানে "দেবনিকায়কেতবো" শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন "দেবনিকায়েষু কেতব ইব দর্শনীয়া মুখ্যা ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ দেবগৃহাদির শীর্ষে বিরাজিত জয়পতাকার ন্যায় দর্শনীয় অতএব শ্রেষ্ঠ। "বাণা" শব্দ এই কেতু বা পতাকা শব্দেরই প্রাকৃতরূপ। হিন্দীতে পতাকা অর্থেই বাণা ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা—

"বালীবলী বলসালি দলি সখা কিন্ন কপিরাজ।
তুলসীরাম কৃপালুকো বিরদ গরীব নিবাজ॥"

এই দোহার ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে:—তুলসীদাসজী কহতে হৈং কি গরীবোকী রক্ষা করনাহী কৃপালু রামচন্দ্রজী কা বানা হায় ঔর আপনে ইসী বানাকে কারণ মহাবলবানতয়া সেনাবানে বালিকো মারকর গরীব সুগ্রীবকো উন্হোঁনে আপনা মিত্র বানায়া ইত্যাদি। শব্দার্থ:—বিরদ—বিরুদাবলী, বানা, যশ। (তুলসী দাস কৃত দোহাবলী; বঙ্গবাসী সংস্করণ—৩৮ পৃষ্ঠা) এস্থলে বানা শব্দ ঐ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৩।১।২৮—'ভুবন চতুর্দ্দশ'—চতুর্দ্দশ ভুবনে।

২৩।২।১০—'হেরই না পারি'—দেখিতে পারা যায় না।

২৩।২।২১—'উপমা নাহিক বিচারি'—বিচার করিয়াও যাহার উপমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

২৬।১।১৯—'নির্ব্বেদ দরশনে'—ইঁহাকে দর্শন করিলেই নির্ব্বেদের উদয় হইবে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে 'হায়! আমি এতদিন বৃথা নষ্ট করিয়াছি' ইত্যাদি রূপ আত্মাবমাননার নাম 'নির্ব্বেদ'।

২৬।১।২৪।—'আদি বিপ্র'—বিপ্র-আদি অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আদি করিয়া সকলেই।

২৭।১।১-২।—'চির...হাস'—ধান্য দূর্ব্বা লইয়া মহাপ্রভুকে 'চিরায়ু' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার সময় দেবমাতা অদিতির হাস্যোদয়ের কারণ আছে। তিনি বুঝিলেন যে, এস্থলে 'চিরায়ু' শব্দের তাৎপর্য্য এই—"তুমি চিরকাল পৃথিবীতে প্রকাশ কর—বিরাজ করিয়া থাক।"

২৭।১।৯।—'ন-কেবল শচীগৃহে'—অর্থাৎ কেবল যে শচীদেবীরই গৃহে, তাহা নহে।

২৭।২।১৪'—'আবির্ভাব...বেদ'—আমাদিগের জন্ম আছে, মৃত্যুও আছে; স্মুতরাং আমাদিগের ক্রিয়াকলাপ, সকলই পরিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ। ভগ-

বানের জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই; সুতরাং তাঁহার ক্রিয়া বা লীলা পরিচ্ছেদশূন্য—তাহা চিরদিনই চলিয়াছে, চলিতেছে ও চলিবে। তবে কি না, তিনি আমাদের সমক্ষে সেই সেই লীলা, কখনও আবির্ভূত করেন, আবার তিরোহিতও করিয়া থাকেন। অজ্ঞতানিবন্ধন আমরা তাঁহার সেই 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব'কেই জন্ম ও মৃত্যু বলিয়া বুঝিয়া থাকি। কিন্তু বেদ-পুরাণাদি ভগবানের লীলাবিষয়ে কেবলমাত্র 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব' শব্দেরই প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

২৮।২।৬।—'জাতহারিণী'—নবজাত শিশুর প্রাণসংহারিণী—ডাইনী।

২৮।২।১৩।—'বালক উত্থান-পর্ব্ব' দশবিধ সংস্কারের অন্তর্গত 'নিষ্ক্রামণ' নামক সংস্কারেরই নামান্তর। জাত বালকের তৃতীয় মাসে, মতান্তরে চতুর্থ মাসে উক্ত সংস্কার করিতে হয়।

২৯।২।৪ —'রক্ষা লাগি'—রামরক্ষা, বিষ্ণু-রক্ষা প্রভৃতি কবচ ধারণ বা শ্রবণের প্রভাবে।

৩০।১।১।—'বিশ্বম্ভর'—'ডু ভৃঞ ধাতুর' অর্থ—ধারণ ও পোষণ। এই 'ভৃঞ' ধাতু হইতেই 'ভর' শব্দ নিষ্পন্ন। যিনি বিশ্বসংসারকে ধারণ ও পোষণ করেন, তিনিই 'বিশ্বম্ভর'। ইনিও দুর্ভিক্ষাদি দুঃখ দূর করিয়া জগতের পোষণ এবং নারায়ণের ন্যায় জগৎ ধারণ করিলেন বলিয়া ইঁহার নাম 'বিশ্বম্ভর'।

৩২।১।১১।—'নিজ...করে'—ধন-জন-পরিজনাদি জীবের প্রকৃত প্রীতিপাত্র নহে; ভ্রান্তিবশত প্রীতিপাত্রের মত বলিয়া বোধ হয়, এই মাত্র। আত্মাই প্রকৃত নিরুপাধি বা অকপট প্রেমের আস্পদ। আপনাকেই সকলে ভাল বাসিয়া থাকে। কেননা, লোকে যে ধনজনাদি চাহে, তাহা ধন-জনাদির জন্য নহে, আত্মসুখেরই জন্য। ধন-জনে আত্মার সুখ না হইলে, কেহ তাহা চাহিত না। আবার সেই আত্মারও আত্মা পরমাত্মা যিনি, তাঁহার অপেক্ষা প্রেমের আস্পদ আর কেহই নহে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্—তিনি সকল আত্মারই আত্মা—পরমাত্মা। তাই নবদ্বীপনিবাসী নরনারীর তাঁহার প্রতি এই পুত্রাধিক-প্রীতি। এই প্রীতিই সহজ-প্রীতি। [৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

৩২।২।৩।—'নিজ-মর্ম্ম-স্থানে'—আপনার অভিপ্রেত স্থানে।

৩৩।১।৫।—'অবধান করে'—মনঃসংযোগ করে, খোঁজ রাখে।

৩৩।২।২।—'দৈবে...আপনি' দৈবে অর্থাৎ ভগবান্ আপনি শিশু, বৃদ্ধ (অর্থাৎ যাহারা প্রতীকারে অসমর্থ) এবং নাথহীন অর্থাৎ রক্ষকশূন্য ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

৩৩।২।১০।—'স্বপ্রকাশ করে'—আপন ভগবত্তা বা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন।

৩৪।১।১৯।—'কণ্ঠে...শালগ্রাম'—বালগোপাল-মূর্ত্তি ও শালগ্রামশিলাই তাঁহার কণ্ঠে ভূষণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। দেশান্তরে গমনকালে শালগ্রামশিলা গলদেশেই সংলগ্ন করিয়া রাখিতে হয়।

৩৪।৩।২৫ —'অতিথি হয়'—অর্থাৎ শাস্ত্রে অতিথিসৎকারের যেরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুরূপ আচরণ।

১ ৬ —'চিত্তের বিক্ষেপে'—চিত্ত-চাঞ্চল্য-বশত।

৩৫।২।১০।—'এমত...খাই'—এমন করিয়া ব্রাহ্মণের অন্ন কাড়িয়া খাইতে আছে কি?

৩৫।২।২১।—'নিজতত্ত্ব'—তিনি যে গোপরাজ নন্দের নন্দন, এই তত্ত্ব।

৩৬।১।১৫-১৬।—'করোঁ তোর কার্য্য'—তোর উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিতেছি।

৩৬।১।১৭।—'তোর...আর্য্য,—আমি তোর অপেক্ষা অনেক প্রবীণ বা বিজ্ঞ, আমি তোর অপেক্ষা অনেক অধিক বুঝি, কিন্তু তুই আমাকে নিতান্ত মূর্খ বলিয়াই মনে করিস,—না ?

৩৭।১।১৬—'অবিরোধে'—নির্ব্বিবাদে ; কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া অর্থাৎ আপনা আপনি।

৩৭।২ ১৬।—'এই মত কিছু'—ফলমূলাদি সহজলভ্য যাহা হউক কিছু।

৩৮।১।২৫।—'মোর মন্ত্র'—আমার মন্ত্র অর্থাৎ শ্রীগোপালমন্ত্র। ৩৪ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে—"ষড়ক্ষর গোপালমন্ত্রে করে উপাসন। গোপাল-নৈবেদ্য বিনে না করে ভোজন॥" ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে যে, শ্রীচৈতন্যপ্রভুতে ও শ্রীবাল-গোপালে পরস্পর কোনরূপ পার্থক্য নাই, আর শ্রীগোপালমন্ত্র ব্যতীত শ্রীচৈতন্যপ্রভুর স্বতন্ত্র মন্ত্রও নাই। বিশেষত মহাপ্রভু এখন বালক ; ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিবার সময় তৈর্থিক তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলিয়াও জানেন নাই ; তখন 'গৌরাঙ্গমন্ত্র'বলিবার সম্ভাবনাই বা কোথায় ? সুতরাং শ্রীগোপালমন্ত্রই শ্রীগৌরাঙ্গমন্ত্র। উভয়ের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকারও কহিয়াছেন "হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ-গোপাল॥" (৪০ পৃষ্ঠা)।

৩৮।২।১৮।—'তা'ই দেখে পরতেকে'—একটি একটি করিয়া তাহাই দেখে। 'পরতেখে' পাঠান্তর স্বীকার করিলে অর্থ হইবে—'প্রত্যক্ষ দেখে'।

৩৯।২।১২।—'যোগনিদ্রা' ভগবানের লীলার সহায়ভূতা যোগমায়া দেবী।

৩৯।২।২০—'আপনা...সম্বরি'—আত্মসংবরণ করিয়া অর্থাৎ আপনার ভাব গোপন করিয়া।

৪১।২।১০।—'নহে লোক বেদ'—যাহা লোক-বেদ-বিগর্হিত অর্থাৎ লোকেও যাহার নিন্দা করে এবং বেদেও যাহার ব্যবস্থা নাই।

৪২।১।২—'কৃষ্ণের সাৎ'—শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত।

৪২।১।২৫।—'বাজয়ে কোন্দল'—ঝগ্ড়া বাধিয়া যায়।

৪২।১।২৬।—'প্রভুর...বলে'—প্রভুর অনুচর বালকগণ, প্রভুরই বলে, অন্য বালকগণকে জিনে অর্থাৎ জয় করে।

৪৩।২।১৩।—'কর্ণে বোলে বড় বোল'—কাণের কাছে আসিয়া খুব চীৎকার করে।

৪৪।১।৩।—'এড়িমু বান্ধিয়া'—বেঁধে তবে ছাড়্বো।

৪৪।১।২৫।—'সেই পথে'—অর্থাৎ যে পথে আসিয়াছে, সে-ই পথে।

৪৫।১।১৬।—'স্নানেরচরিত'—অর্থাৎ স্নান করিলে যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখায়, সেরূপ লক্ষণ।

৪৭।১।২০—'যতি...মরিয়া'—ধন-দারাদি-নিরত পাষণ্ডগণ ঐহিক সুখকেই সুখের সার ভাবিয়া থাকে ; পরলোকে যে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিতে হয়, উহারা তাহা স্বীকার করে না। তাই উহারা বৈষ্ণবগণকে দেখিলেই ছড়া বা শ্লোক বাঁধিয়া উপহাসচ্ছলে বলে যে,—যতি সতী কি তপস্বী, সকলেই একদিন না একদিন মরিয়া যাইবেই যাইবে ; বৃথা তাহারা তীর্থপর্য্যটন, পাতিব্রত্য রক্ষা ও তপশ্চর্য্যার ক্লেশ উপভোগ করে ; ইহলোকের সকল সুখেই তাহারা বঞ্চিত। সুতরাং তাহাদিগকে 'সুকৃতি' বলা যায় না। তবে সুকৃতি কে ? ইহারই উত্তরে পরে বলিতেছে—"যে দোলা ঘোড়া চড়ে" প্রভৃতি।

৪৮।১।১৮।—'বিনু...লয়'—ভগবানের অনুভবাত্মক জ্ঞান লাভ না করিলে, চিত্তের লয় বা সমাধি হয় না ; কিন্তু যাঁহারা ভগবানের দাস, অনুভব ব্যতিরেকে, কেবল প্রভুকে দেখিয়াই,—প্রভুর রূপমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াই, তাঁহাদিগের 'চিত্তলয়' বা 'সমাধি' হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই

গ্রন্থকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে,—"সমাধির প্রায় হইয়াছে ভক্তগণে।"

৪৮।২।১৫।—'আত্মা বিনে'—জীবাত্মা ব্যতিরেকে অর্থাৎ জীবাত্মা দেহ পরিত্যাগ করিলে।

৪৯।২।২।—'দগ্ধ হইলা হৃদয়' অর্থাৎ দগ্ধহৃদয় হইলেন। পদ্যের ছন্দ, সুর ও মাত্রা প্রভৃতির পরস্পর ঠিক মিল রাখিবার জন্য গ্রন্থকার মধ্যে মধ্যে এইরূপ রচনারীতি অবলম্বন করিয়াছেন। ৫০৫পৃষ্ঠাতেও এই কারণেই "চরণকমলছায়া দেহ রে" না লিখিয়া "চরণকমল দেহ ছায়া রে" লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

৫২।১।১০।—'যার ··· তারে'—যাহার নাই তাহার অপেক্ষা, যে ব্যক্তি থাকিতে ভোগ করিতে পায় না, তাহাকে অধিকতর দুঃখী বলি।

৫৩।১।১০।—'কনক... অঙ্গে'—সোণার পুতুলের অঙ্গে যেন কালী দিয়া কে চিত্রিত করিয়াছে। 'লেপিয়াছে গন্ধে' পাঠ স্বীকার করিলে, এইরূপ অর্থ হইবে যে, কেহ যেন সোণার পুতুলের উপর গন্ধ অর্থাৎ কৃষ্ণ অগুরুচন্দন লেপন করিয়াছে।

৫৩।১।২২।—'দত্তাত্রেয় ভাব'—অত্রি মুনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন,—"ভগবন্! আমি যেন তোমার মত একটি পুত্র পাই।" তখন ভগবান্ প্রীতিভরে কহিলেন,—"আমি ভিন্ন আমার মত পুত্র হইতে পারে না, অতএব 'ময়া অহং দত্তঃ'—আমি আমাকেই তোমায় দিলাম।" এই কারণে তিনি যখন অত্রির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার নাম হইল—'দত্ত' এবং অত্রির পুত্র বলিয়া তাঁহার নাম হইল—'আত্রেয়'। দত্ত+আত্রেয়=দত্তাত্রেয়। ইনি যদু ও হৈহয় প্রভৃতি নরপতিগণকে যোগতত্ত্বের বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। (ভা০ ২।৭।৪)। দত্তাত্রেয়-ভাব অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমদর্শী ও ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচারনিরত দত্তাত্রেয়ের মত। ইঁহার চরিত্র মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১৭—১৯ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৫৩।২।৩।—'আমার...অশুচি'—শুচি বা অশুচি, এ সমস্তই আমারই কল্পনা বা জ্ঞান হইতে উদ্ভূত অর্থাৎ আমারই সৃষ্ট। স্রষ্টা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ইহাতে কিছু দোষ নাই।

৫৩।২।৬।—'অশুদ্ধতা'—অশুদ্ধত্ব। অথবা—'অশুদ্ধ তা'—অর্থাৎ তাহা অশুদ্ধ।

৫৪।১।৮—'হাসে...মণি'—হাড়ীর কালীতে গৌর-অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে' আর তিনি হাস্য করিতেছেন; বোধ হইতেছে, যেন ইন্দ্রনীলমণি আপনার উজ্জ্বল জ্যোতি বিস্তার করিতেছে।

৫৫।১।৫—'বেদ-দ্বারে'—অর্থাৎ বেদব্যাস দ্বারা। যেরূপ সত্যভামার পরিবর্ত্তে সত্যা বা ভামা, ভীমসেনের পরিবর্ত্তে ভীম, কিংবা বলদেবের পরিবর্ত্তে বল-শব্দের প্রয়োগ, এ প্রয়োগটিও সেইরূপই বুঝিতে হইবে। অথবা 'বেদ...পুরাণে'—বেদদ্বারা অর্থাৎ বেদে এবং সকল পুরাণে প্রভুর লীলা প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, গ্রন্থকার, ভগবল্লীলাবর্ণনপ্রধান বা ভগবত্তত্ত্ব-প্রতিপাদক গ্রন্থমাত্রকেই বেদ, ভারত, পুরাণ বা তন্ত্র প্রভৃতি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার প্রোক্ত—"যে কর্ম্ম করয়ে প্রভু সেই হয় বেদ" (১৮৮।১।১৯) প্রভৃতি অংশই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

৫৫।১।১৬।—'আনন্দ-অবতার'—অর্থাৎ আনন্দের আবির্ভাব।

৫৫।২।২০।—'সান্দীপনি'—শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাপক মুনিবিশেষ।

৫৬।২।২-৩।—'আমি শিষ্য যাঁর'—অর্থাৎ আমার সহিত বিচার করিলেই জানিতে পারিবে যে, আমার গুরুর কত বুদ্ধি।

৫৬।২।২৬।—'শুদ্ধি'—প্রকৃততত্ত্ব বা তাৎপর্য্য।

৫৭।২।১৭-১৮।—'সাযুজ্য...মানে'—প্রকৃত ভক্তিসুখের অভ্যন্তরে কোনপ্রকার উপাধি বা কামনা থাকিতে পারে না। 'সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত' বা 'অন্যাভিলাষিতাশূন্য' ভক্তিই প্রকৃত ভক্তি। ভক্তগণ সালোক্যাদি কোনপ্রকার মুক্তিই কামনা করেন না। মুক্তির কামনা ভক্তের ভক্তিসুখ আচ্ছাদন করিয়া ফেলে। সুতরাং ভক্তের চক্ষে মুক্তিকামনা সকলপ্রকার কামনার মধ্যে নিকৃষ্ট। মুক্তিকামনার মধ্যে যেরূপ কপটভাব, আর কোন কামনার মধ্যেই যেন সেরূপ কপটভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্যই কবিরাজগোস্বামী কহিয়াছেন—"তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তির হয় অন্তর্দ্ধান॥" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১ পরিচ্ছেদ।) কামনারই নামান্তর 'উপাধি'। অতএব মুক্তিসুখ—ঔপাধিক সুখ। শ্রীল জগন্নাথমিশ্র প্রভুর বাৎসল্যভাবের ভক্ত। তাঁহার সেই নির্ম্মল নিষ্কাম ভক্তিসুখের নিকট ঔপাধিক সাযুজ্যমুক্তির সুখ অতি তুচ্ছ না হইবে কেন?

৫৭।২।২৬।—'বল করে'—বল প্রকাশ করে।

৫৮।২।২৮।—'বিরক্ত হইয়া'—বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া।

৫৯।১।৮।—'অন্তর্দ্ধান...কলেবর'—ভগবানের ন্যায় তাঁহার লীলাপরিকরস্বরূপ নানাভাবের অন্তরঙ্গ ভক্তগণও কর্ম্মবন্ধনজনিত জনন-মরণাদি গ্রহণ করেন না, প্রত্যুত ভগবানেরই ন্যায়, তাঁহারাও প্রপঞ্চে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকেন। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের ন্যায় তাঁহাদেরও কলেবর নিত্যসিদ্ধ। ৪৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৬১।১।১৬।—'হইলেন...আপনে'—পৃথিবী সকলই সহিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তাঁহার একটি নাম 'সর্ব্বংসহা'। আই যেন আপনি পৃথিবী হইলেন অর্থাৎ তিনি অসাধারণ সহগুণ আশ্রয় করিলেন।

৬১।২।৪।—'পোষ্টা'—পোষণকর্ত্তা।

৬১।২।১৯।—'সম্বল-সঙ্কোচ হয়'—সম্বলের সঙ্কোচ হয় অর্থাৎ খরচ করিবার টাকা-কড়ি কমিয়া যায়।

৬২।১।২৪।—'সু-রীতে'—সুন্দর রীতিতে—সুচারুরূপে।

৬২।১।২৮ — 'জগতের দিনদোষে'—অর্থাৎ জগদ্বাসীর সুদিন আইসে নাই বলিয়া। জগতের এখন বড়ই দুর্দ্দিন। কেন? সে কথা গ্রন্থকার পরে বলিতেছেন—"হরিভক্তিশূন্য হৈল সকল সংসার" ইত্যাদি।

৬২।২।১৩।—'যাত্রা'—চন্দনযাত্রা প্রভৃতি দ্বাদশ যাত্রা। 'মহোৎসব'—বসন্তমহোৎসবাদি। পর্ব্ব'—অক্ষয়তৃতীয়াদি। "পূজাযাত্রোৎসবাশ্রিতান্" (ভা০ ১১।২৭।৪০) এই অংশের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"পূজা—প্রত্যহং, যাত্রা—বিশিষ্টপর্ব্বণি বহুজনসমাগমঃ, উৎসবঃ—বসন্তাদিমহোৎসবঃ, তদাশ্রিতান্।" দীপিকাদীপনকার লিখিয়াছেন—"বিশিষ্টপর্ব্বণি—অক্ষয়তৃতীয়াদৌ। বসন্তাদীত্যত্র আদিপদেন হোলিকা-হিন্দোলাদিগ্রহঃ।" শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিমহাশয় বলেন—"পূজা—প্রাত্যহিকী, যাত্রা—জন্মাষ্টম্যাদ্যা, উৎসবঃ—বসন্তাদিমহোৎসবঃ।"

৬৩।১।১৬।—'মৌড়েশ্বর-গোসাঞির'—মৌড়েশ্বর নদের তীরবাসী গোস্বামীর।

৬৪।১।৪।—'ধেনুক'—অসুরবিশেষ।

৬৪।১।২২।—'মালী' অর্থাৎ সুদামা নামক মালাকার।

৬৪।২।১।—'কুবলয়'—কুবলয়াপীড়নামক হস্তী। 'চানূর' ও 'মুষ্টিক' ইহারা দুইজনই মল্ল।

৬৪।২।১৯।—'সুবেল-পর্ব্বতে' এই পাঠ সকল পুঁথিতেই পাওয়া যায়, সুতরাং মূলমধ্যে সন্নিবেশিতও হইয়াছে। কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায় যে, লক্ষ্মণ যে সময় সুগ্রীবের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন, শ্রীরামচন্দ্র তখন মাল্যবান্ বা প্রবর্ষণ-পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রবর্ষণ-পর্ব্বত সমুদ্রের এ-পারে এবং সুবেলপর্ব্বত ও-পারে অর্থাৎ লঙ্কার পারে। মুদ্রিত পুস্তকে 'ঋষভপর্ব্বতে' পাঠ আছে, কিন্তু একখানি পুঁথিতেও উক্ত পাঠ পাওয়া যায় না, আর তাহাও অসঙ্গত। সে যাহা হউক, বোধ হয়, লিপিকরের দোষেই এরূপ পাঠবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

৬৪।২।২৫।—'পঞ্চ বানরের'—সুগ্রীব এবং হনুমান্ প্রভৃতি তাঁহার আর চারিজন মন্ত্রীর।

৬৫।১।১০।— 'লঙ্কেশ্বর-অভিষেক' —লঙ্কার অধিপতিরূপে অভিষেক।

৬৫।২।১৭।—'কার্য্যগৌরবে'—কোন গুরুতর কার্য্যের জন্য।

৬৬।১।১০।—'তারে নাহি বস্তুবুদ্ধি'—সে যে একটা কোন 'বস্তু', তাহার প্রতি আমার এরূপ বুদ্ধি নাই অর্থাৎ তাহাকে অপদার্থ বলিয়া মনে করি।

৬৭।১।৭।— 'যমুনা-বিশ্রামঘাট'— যমুনার বিশ্রাম-ঘাট। শ্রীকৃষ্ণ কংসবধানন্তর মথুরায় উক্ত ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়াই 'বিশ্রাম-ঘাট' নাম হইয়াছে।

৬৭।১।৯।—'দ্বাদশ বন'—বৃহদ্বন (মহাবন), মধুবন, তালবন, কাম্যবন, বহুলাবন, কুমুদবন, খদিরবন, ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, শ্রীবন (বিল্ববন), লোহবন (লোহজঙ্ঘবন) ও শ্রীবৃন্দাবন। (শ্রীগোপালতাপনী, উত্তরভাগ, ৩৭তমা শ্রুতি)

৬৭।১।১৭।—'বলরামকীর্ত্তি'—কোন সময়ে জাম্ববতীনন্দন শাম্ব, স্বয়ম্বরসভা হইতে দুর্য্যোধন-তনয়া লক্ষ্মণাকে হরণ করেন। তাহাতে কর্ণাদি কৌরববৃন্দ শাম্বের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহাকে রথহীন করিয়া এবং লক্ষ্মণার সহিত তাঁহাকে লইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করেন। নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া, যাহাতে পরস্পর অধিক বিরোধ না হয়, এই আশায়, বলদেব মধ্যস্থতা করিতে হস্তিনাপুরে গমন করেন। কিন্তু তিনি দুর্য্যোধনাদি কর্ত্তৃক অতিশয় অবমানিত হইয়া কোপসহকারে স্বকীয় হল দ্বারা হস্তিনাপুরকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আজিও হস্তিনার দক্ষিণদিকে সে চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ১১৯ অধ্যায় এবং ভাঃ ১০।৬৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

৬৯।২।১৪।—"কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ'—সে বিষয়ের প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণই অর্থাৎ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই তাহা জানেন।

৭০।১।২৩-২৪।—'দেখিলেন·····সাথ'—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই চারিব্যূহের মধ্যে যাঁহার রূপ বিরাজিত, যিনি সাক্ষাৎ পরমানন্দ স্বরূপ এবং যিনি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত বিরাজ করিতেছেন, সেই জগন্নাথদেবকে দেখিলেন, অথবা 'চতুর্ব্ব্যূহ রূপ' অর্থাৎ যাঁহার রূপ, জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন এই চারিটী ব্যূহ বা বিভাগ বিশিষ্ট, সেই 'জগন্নাথ' অর্থাৎ জগতের নাথকে দর্শন করিলেন।

৭০।২।১৬।—'আপন-সেবা'—আপন অধিকারের অনুরূপ সেবা।

৭১।২।২১।—'আপনা—প্রকাশে'—আপনাকে প্রকাশ করেন অর্থাৎ স্বকীয় ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করেন।

৭২।২।৩।—'সুভাতি'—সুন্দর-দীপ্তি-বিশিষ্ট।

৭২।২।৮।—'স্বতন্ত্র·········হাসে'—স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গকে সঙ্গে না লইয়া, যে পুঁথি চিন্তে অর্থাৎ পাঠ অভ্যাস করে, তাহাকে উপহাস করেন।

৭২।২।১৩।—'ভালে'—কপালদোষে।

৭৩।২।৫।—'মুকুন্দ-সঞ্জয়'—'মুকন্দ' নাম, 'সঞ্জয়' উপাধি। অধিকাংশ প্রাচীন পুঁথিতে। 'সঞ্জয়ের' পরিবর্ত্তে 'অঞ্জয়' পাঠ আছে, এমন কি, স্থানে স্থানে সন্ধি করিয়া 'মুকুন্দাঞ্জয়' লিখিত হইয়াছে। কোনটী সত্য?

৭৪।২।১৫ 'মিশ্র-পুরন্দর পুত্র' — জগন্নাথ-মিশ্রকে অনেকে 'পুরন্দরমিশ্র' বলিতেন। পুরন্দর শব্দের অর্থ—ইন্দ্র। শ্রীগৌরাঙ্গের পিতা বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে নবদ্বীপপুরন্দর' অর্থাৎ নবদ্বীপের ইন্দ্র বলা হইত। মুরারিগুপ্তের করচা বা চৈতন্যচরিত গ্রন্থে, ২য় সর্গ, ১ম শ্লোকে কিন্তু 'মিশ্রপুরন্দর' শ্রীজগন্নাথের উপাধি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—"অথ তস্য গুরুশ্চক্রে সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থবেদিনঃ। পদবীমিতি তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রীমন্মিশ্রপুরন্দরঃ॥" মিশ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি তখন পাণ্ডিত্যের উচ্চপদবী ছিল। মিশ্রপুরন্দর —মিশ্রেরও ইন্দ্র—ভারি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। ভক্তি রত্নাকর (বহরমপুর সংস্করণ) ৭৬০ পৃষ্ঠাতেও 'মিশ্রপুরন্দর' জগন্নাথের 'পদবী' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

৭৫।২।২৪।—'আর নাহি শুনি'—জয় জয় হরিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইতেছে না।

৭৬।২।১৬।—'লখিতে না পারে'—এমন অদ্ভুত জ্যোতি যে, শচীদেবী তাহার দিকে চাহিতে পারেন না।

৭।১।২৩।—'প্রকৃতি'—স্ত্রীজাতি। 'যতেক ···সমান' এই অংশ দেখিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের "স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্" (ভাঃ ১০।৪৩।১৭) অংশটুকু মনে পড়ে।

৭৭।২।১৬—'গঙ্গায়'—গঙ্গাতীরে।

৭৯।১।২৭।—'কত রূপ'—অর্থাৎ কতবার। গীতা প্রভৃতি পুস্তকের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত এক একবার পাঠের নাম 'একএকরূপ পাঠ'।

৭৯।১।১০।—'অতি-অলক্ষিত-বেশ'—অর্থাৎ যে বেশের লক্ষণ দেখিয়া ঠিক বুঝিতে পারা যায় না যে, ইনি কোন্ সম্প্রদায়ী।

৭৯।১।২০—'বৈষ্ণব সন্ন্যাসী'—বিষ্ণুভক্ত সন্ন্যাসী। এখানে 'বৈষ্ণব সন্ন্যাসী' বলিতে কেহ যেন আজকালের 'ভেকধারী বাবাজী' মনে না করেন। তাহা হইলে 'পুরী' এই উপাধিটী থাকিত না। পুরী, গিরি, অরণ্য, ভারতী প্রভৃতি দশনামী সন্ন্যাসিগণেরই উপাধি। আর সে সময়ে এরূপ ভেকাশ্রমের সৃষ্টি হইয়াছিল কি না, সন্দেহ। পূর্ব্বে (৪৯।১।২৫-২৭) শ্রীশঙ্করারণ্যও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণবাগ্রগণ্য' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও (মধ্য। ৬ষ্ঠ) দেখিতে পাওয়া যায় যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে 'বৈষ্ণব সন্ন্যাসী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং আধুনিক ভেকধারী বাবাজী এবং এই বৈষ্ণব সন্ন্যাসী সমশ্রেণীর নহেন, ইহা সুনিশ্চিত।

৭৯।২।২১।—'ক্ষুদ্রাধম'—ক্ষুদ্র অপেক্ষাও অধম অর্থাৎ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। এই স্থানে 'ক্ষুদ্রাধমের' পরিবর্ত্তে কেহ কেহ 'শূদ্রাধম' পাঠকল্পনা করিয়া কহেন যে, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী জাতিতে 'শূদ্র' ছিলেন। তাঁহাদিগের কথা যে কত দূর ভ্রান্তি-মূলক, তাহা মৎপ্রণীত 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

৮৩।১।৬—'স্থিতি'—অর্থাৎ তাঁহার আরোপিত দোষের খণ্ডন করিয়া স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন।

৮৩।১।১৭।—'সিন্ধুসুতা'—সমুদ্রতনয়া লক্ষ্মী।

৮৪।১।১০।—'অপেক্ষা নাহি করে'—মুখাপেক্ষী হইয়া বা আশাপ্রতীক্ষায় না থাকে।

৮৫।১।১।—'আপনা প্রকাশ'—অর্থাৎ তিনিই যে 'সর্ব্বলোকের ঈশ্বর' ইত্যাদি আত্মতত্ত্ব প্রকাশ।

৮৫।১।২৩।—'ক্ষণেকে নাহিক'—অর্থাৎ এই আছে, এই নাই।

৮৫।২।২৫।—'যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি দিয়া'—অর্থাৎ ঘুমাইয়া। লোকসাধারণের নিদ্রা ও ভগবানের নিদ্রা সমান নহে। লোকসাধারণের নিদ্রা তমোগুণের কার্য্য। আর ত্রিগুণাতীত ভগবানের নিদ্রা—যোগনিদ্রা বা সমাধিরূপা। ভগবানের লীলাসাধনী শক্তি যোগমায়ারই নামান্তর 'যোগনিদ্রা'। (ভা০ ১০।১।১৪ শ্লোকের তোষণী দ্রষ্টব্য।) সচরাচর প্রলয়কালে লীলাময় ভগবানের যখন লীলা করিবার জন্য উক্ত সমাধিরূপা নিদ্রা বিস্তার করিবার প্রয়োজন হয়, তখনই তিনি যোগনিদ্রা বা যোগমায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন।

৮৬।১।১৪।—'দশে পক্ষে দিবা'—দশ দিনেই হউক, আর পোনেরো দিনেই হউক, দিবেন।

৮৬।১।১৬।—'দিও সমাবেশে'—সমাবেশ অর্থাৎ সংগ্রহ করিতে পারিলেই দিও।

৮৭।১।১৯।—'অনুকূল'—অর্থাৎ প্রভুর মনের অনুকূল বা মনোমত। অথবা তাম্বূলের আস্বাদ-বৈচিত্র্য-সম্পাদনের অনুকূল উপকরণ।

৮৮।১।১।—'যন্ত্রগীত'—ত্রিতন্ত্রী প্রভৃতি যন্ত্র-সহযোগে সঙ্গীত।

৮৯।২।১৭।—'কি বাসহ'—কি প্রকার মনে কর অর্থাৎ আমাকে কোন্ জাতি বলিয়া বোধ হয়?

৮৯।২।২৬।—'আমা হৈতে'—আমার নিকট হইতে অর্থাৎ আমার চরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া।

৯১।১।১৩।—'ব্যবহারযোগ্য'—যাহা সর্ব্বদা ব্যবহার করা চলিতে পারে অর্থাৎ সাধারণ বা আটপৌরে।

৯১।২।১৮-২০।—'সকলঙ্ক ... গেলা'—চন্দ্র ষোড়শ-কলায় পূর্ণ, সেই কলারও ক্ষয় বৃদ্ধি আছে; তাহার উপর আবার চন্দ্র কলঙ্কী। কিন্তু শ্রীগৌরচন্দ্র সর্ব্বদা নৃত-গীতাদি চতুঃষষ্টিকলায় পরিপূর্ণ, সে কলা ক্ষয় বা বৃদ্ধি বিহীন, কলঙ্কও তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। সুতরাং এ চন্দ্রের সহিত শ্রীগৌরচন্দ্রের উপমাই হইতে পারে না।

৯২।১।১৪। 'কখনো না নড়ে'—অর্থাৎ আমার বাক্য নড়িবার বা অন্যথা হইবার নহে।

৯২।১।২১-২৪।—'প্রভু ... কার'—মহাপ্রভু বলেন, আমি তাঁহাকেই পণ্ডিত বলি, যে ব্যক্তি আমার সহিত একবার শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে পারে, আর আমি যদি তাহার বিপরীত ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারে। কই, এমন শক্তি কাহার আছে, দেখি?

৯২।২।৭।—'কিছু জানি'—যাহাতে কিছু শিখিতে পারি।

৯৩।১।১০।—'নানা-শাস্ত্র-রাজ'—রাজা যেরূপ প্রজাগণকে বশীভূত করেন, এইরূপ যাহারা বিবিধ শাস্ত্রকে বশীভূত করিয়া তাঁহাদের রাজা হইয়াছেন। অথবা, যাহারা নানা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া লোক-রঞ্জন-সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন বা সমধিক-শোভা-সম্পন্ন হইয়াছেন।

৯৩।১।১৩-১৪।—'যদ্যপিহ ... নহী'—যদ্যপি

তাঁহারা সকলেই স্বতন্ত্র অর্থাৎ যিনি যে শাস্ত্র লইয়া আছেন, তিনি সেই শাস্ত্রেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত—তাঁহাকে আর কাহারও নিকটে সেই শাস্ত্রের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয় না বা কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে হয় না। আর, সকলেই জয়ী অর্থাৎ তাঁহাদিগকে কেহ পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। অধিক কি, যিনি সাক্ষাৎ নারায়ণের সমীপে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মাও যদি শাস্ত্রবিচারার্থ উপস্থিত হন, তাহা হইলে, তাঁহাকেও যাহারা সহ্য করেন না—ব্রহ্মারও সহিত বিচার করিতে যাঁহারা সতত সমুদ্যত।

৯৩।১।১৬।—'পরম্পরা সাক্ষাতেও'—অর্থাৎ লোকপরম্পরা এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধেও।

৯৪।১।১৯ ২০—'জম্বু ... বাখানে'—জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত এই ভারতবর্ষে যত পণ্ডিতের স্থান আছে, নবদ্বীপ সেই সমস্ত স্থান জয় করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন, নবদ্বীপের এইরূপ গুণব্যাখ্যা, জগদ্বাসী সকলেই করিয়া থাকেন।

৯৪।২।১২।—'তত্ত্ব-বাণী'—তত্ত্ব-কথা, প্রকৃত কথা।

৯৪।২ ১৯।—'হৈহয়'—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। ইহার সহস্র হস্ত ছিল। ইনি বাহুবলে রাবণকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। পরে পরশুরাম ইহাকে বধ করেন। 'নহুষ'—যযাতিরাজার পিতা। ইনি ইন্দ্রত্বলাভের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়াছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের শাপে ইনি সর্পযোনি লাভ করেন। 'বেণ'—পৃথুরাজার পিতা। ইনিও ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া, ব্রাহ্মণগণের হুঙ্কারে গতপ্রাণ হইয়াছিলেন। 'নরক'—বরাহরূপী বিষ্ণুর ঔরসে ও পৃথিবীর গর্ভে ইহার জন্ম। ইহার উপদ্রবে জগদ্বাসী সকলেই উপদ্রুত হইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ইহাকে বধ করেন।

৯৫।১।১৩।—'লাঘবো'—লাঘবও — লঘুতাও অর্থাৎ লঘুজ্ঞানও, অবমাননাও।

৯৫।১।৬।—'বিলক্ষণ বেশ'—অসাধারণ বা অসামান্য বেশ।

৯৫।২।৮।—'তহি'—সেই হৃদয়ে, যজ্ঞসূত্ররূপে অনন্তদেব—শেষনাগ, বিজয়—বিশেষরূপে জয়যুক্ত হইতেছেন।

৯৫ ২।১১।—'যোগপট্টছান্দে'—অর্থাৎ যেরূপে যোগপট্ট ধারণ করিতে হয়, সেই ভাবে। যোগপট্টের বিবরণ অভিধানে দেখ।

৯৫।২।১২।—'বাম...চরণ'—বাম উরুমাঝে দক্ষিণ চরণ, থুই—রাখিয়া, অর্থাৎ বীরাসন করিয়া।

৯৫।২।২৭।—'দিগ্বিজয়ী আর'—অর্থাৎ তাহার উপর আবার দিগ্বিজয়ী।

৯৬।১।২।—'দণ্ড...উঠয়'—ভাবার্থ,—যেরূপ লাঠি দেখিলে, ভয়ে, কাহারও হাত উঠাইতে সাহস হয় না, সেইরূপ ভগবানকে দেখিলে, সকলেরই হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে।

৯৬।১।১০।—বর্ণন-শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যাদি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা, ১৬শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৯৬.১।২৫-২৬।—'সর্ব্ব ... বিষম'—দিগ্বিজয়ী এরূপ শব্দসমূহ প্রয়োগ করিয়াছেন যে, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ (নিপুণ) গণেরও, বুঝিতে পারা, বিষম—কঠিন ব্যাপার।

৯৬।২।৩।—'অবসর হৈলা'—থামিলেন।

৯৬।২ ৫।—'শব্দের গ্রন্থন-অভিপ্রায়'—যে অভিপ্রায়ে অর্থাৎ যে অর্থ লক্ষ্য করিয়া, যে শব্দ গ্রথিত হইয়াছে।

৯৭।১।১৫।—'পরাভবে প্রবেশিলা'—পরাভূত হইতে লাগিলেন।

৯৮।১।১।—'ভাঙ্গ'—প্রকাশ কর।

৯৯।১।২০।—'চিত্তে নয়'—মনোমধ্যে উদিত না হয়।

১০০।১।৪।—'সভে কহে'—সকলে প্রশংসা করে।

১০০।২।১০।—'পাত্রসাৎ করিয়া'—সৎপাত্রে দান করিয়া।

১০২।১।২৪—'সভারেই জিজ্ঞাসা করেন'—কাহার কি অভাব, কাহার কি প্রয়োজন, এ সকল কথা সমাগত অতিথিমাত্রকেই জিজ্ঞাসা করেন!

১০৩।১।১৯।—'প্রতি-অঙ্গ'—প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গের অঙ্গ সদৃশ।

১০৩।২।৬।—'অন্ত নাই' যে গন্ধের শেষ বা বিরাম নাই।

১০৩।২।২৪।—'ব্যাখ্যা করেন'—গুণ-ব্যাখ্যা অর্থাৎ প্রশংসা করেন।

১০৪।১।২।—'পুলিন-বন'···পুলিনস্থিত বন। 'তথি'—সেই পদ্মাবতী-নদীতে।

১০৪।১।১০।—'তান'—সেই পদ্মাবতীর।

১০৪।২।১৩-১৫।— 'উদ্দেশে··· সভাকারে'—দ্বিজমণি! আমরা এত দিন তোমার উদ্দেশে—তোমাকে গুরুত্বে পাইব বুঝিয়া, তোমার রচিত কলাপব্যাকরণের টিপ্পনীর পঠন পাঠন করিতাম; এখন তুমি আমাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিষ্য কর। এই অংশ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মহাপ্রভু কলাপব্যাকরণের একখানি 'টিপ্পনী' রচনা করিয়া গিয়াছেন।

১০৪।২।২৭।—'তিন অবস্থা'—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। প্রকৃতির উপাদানে যাহাদিগকে দেহ গঠিত, বা প্রাকৃতবস্তুতেই যাহাদিগের চিত্ত আসক্ত, তাহাদিগকে উক্ত তিনপ্রকার অবস্থার অধীনতা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ভগবান্ প্রকৃতির অতীত, সুতরাং তাঁহার এই তিন অবস্থাও নাই। তিনি যে তুরীয় বস্তু!

১০৫।১।৪।—'শিয়াল'—২৯৭।২।৬ ব্যাখ্যা দেখ।

১০৫।২।৯।—'নিজ···পৃথিবীতে'—আমাদিগের দেহ যেরূপ প্রাকৃতবস্তু ত্বক্, অসৃক্, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই সপ্ত ধাতু দ্বারা গঠিত, ভগবান্ কিংবা তাঁহার লীলাপরিকরগণের দেহ সেরূপ নহে,—তাহা অপ্রাকৃত। ভগবান্ বা তাঁহার লীলাপরিকরগণ যখন নরলীলা বিস্তার করেন, তখন লীলাপুষ্টির অভিপ্রায়ে, ভগবানের লীলাসাধিনী শক্তি যোগমায়া তাঁহাদিগের অপ্রাকৃত দেহে জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি নানারূপ মনুষ্যজনোচিত ক্রিয়াকলাপের অভিব্যক্তি করিতে থাকেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী ভগবানের পরা শক্তি; সুতরাং তাঁহার দেহও অপ্রাকৃত,—প্রকৃতির রাজ্যে সে দেহ থাকিবার কথা নহে; অথচ অপ্রকট হইবার সময় একটি দেহ না রাখিয়া গেলে, নরলীলার সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হয় না। সুতরাং তাঁহাকে একটি দেহ পৃথিবীতে রাখিয়া যাইতে হইল। সেই দেহটি উপলক্ষ করিয়াই গ্রন্থাকার কহিতেছেন —"নিজ···পৃথিবীতে" অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে দেহটি পৃথিবীতে রাখিয়া গেলেন, সেটি ঠিক্ তাঁহার দেহ নহে, কিন্তু সেটি তাঁহার অপ্রাকৃত দেহের অনুরূপ বা প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ একটি দেহ মাত্র।

১০৫।২।১৬।—'সূত্রমতে'—ব্যাকরণাদির সূত্রের ন্যায় অর্থাৎ অতি সংক্ষেপে।

১০৭।১।১।—'ব্যবহারে'—অর্থাৎ লোকব্যবহার বা লোকচরিত্রের অনুকরণ করিয়া।

১০৯।২।১০।—'ঢোল' (ঢোল)—অনুকরণ বা নকল। [আমাদের দেশে যাহাকে 'ডউল' বলে। যেমন, অমুক জিনিষটা অমুকের 'ডউল'। নকল করাকেও 'ডউল' বা 'ডৌল' করা বলে।]

১১০।১।৬।—'স্বভাবে সে'—অর্থাৎ প্রভুর যাহা স্বকীয় ভাব—স্বরূপতত্ত্ব, তাহাই। অথবা, প্রভু যে অবতারে নিজের যে ভাব প্রকাশ করেন, সেই ভাব অনুসারে।

১১০।২।২৫।—'পরম·· যথোচিত'—তাঁহার সম্মানের জন্য যেরূপ বিধি বা অনুষ্ঠান করা উচিত, পরম গৌরব সহকারে সেইরূপ বিধি বা অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

১১২।১।৯।—'বিপ্রকুল'—ব্রাহ্মণপ্রধান, ব্রাহ্মণ-ব্যাপ্ত।

১১২।১।২৫।—'দৈবে' পাঠ থাকিলে, অর্থ হইবে,—দেবতার কৃপায় অর্থাৎ অনন্তদেবের প্রভাবে, যতই ব্যয় হউক, সকলই আবার পূর্ণ হইবে। কেননা, পরেই বর্ণিত হইয়াছে যে, অনন্তদেবই মাল্য-চন্দনাদি হইয়াছিলেন। যথা—"এইমত মালায়, চন্দনে, গুয়া, পানে। হইল অনন্ত, মর্ম্ম কেহো নাহি জানে॥" আর 'দিলে' পাঠ স্বীকার করিলে, অর্থ হইবে,—তিন বার প্রদান করিলে, সকলেরই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে,—কাহারও আর 'আরও কিছু অধিক যদি পাইতাম' এরূপ ক্ষোভ থাকিবে না।

১১২।২।২৭।—'নিবাহে'—নির্ব্বাহ হয়। 'নিবড়য়ে'—সম্পূর্ণ হয়।

১১৩।১।৮।—'নান্দীমুখকর্ম্ম'—বিবাহাদি শুভ-কর্ম্মের প্রাথমিক কর্ম্ম বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, ও বৃদ্ধ-প্রমাতামহ—এই ছয়জনের নাম 'নান্দীমুখ'। ইঁহাদের প্রীতিকামনায় উক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় বলিয়াই, উহার নাম 'নান্দীমুখকর্ম্ম'।

১১৩।১।১০।—'মঙ্গল'—মঙ্গলধ্বনি।

১১৩।২।৩।—'নব রত্ন'—মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য্য, গোমেদ, বজ্র (হীরক), বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত এবং নীলকান্ত।

১১৩।২ ২৫-২৬।—'এই···রঙ্গে'—যে যে অঙ্গে যে যে অলঙ্কার শোভা পায়, সকলে রঙ্গ করিতে করিতে সেই সেই অঙ্গে, সেই সকল অলঙ্কার ঘটনা করিলেন অর্থাৎ যোজনা করিলেন।

১১৫।১।২।—'বাদে'—বাদ বা আড়াআড়ি করিয়া।

১১৫।১।৬।—'হর্ষে দেহ নাহি জানে'—অর্থাৎ আনন্দে নিজের দেহের দিকে আর লক্ষ্য নাই।

১১৫।২।৯'—'আনন্দে বিবাদে'—আনন্দ-কলহ করে। 'লক্ষ্মীগণ'—লক্ষ্মীর পক্ষীয়গণ। 'প্রভু-গণ'—প্রভুর পক্ষীয়গণ।

১১৬।১।১১।—'নগ্নজিত'—ইনি শ্রীকৃষ্ণমহিষী দেবী নাগ্নজিতীর পিতা। 'জনক'—ইনি শ্রীরাম-মহিষী সীতাদেবীর পিতা। 'ভীষ্মক'—ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী রুক্মিণীদেবীর পিতা। 'জাম্বুবন্ত'—ইনিও শ্রীকৃষ্ণমহিষী জাম্ববতীর পিতা।

১১৯।১।১৩—'সাধন করিয়া'—সাধ্যসাধনা করিয়া।

১১৯।২।১৯।—'বিষয়েতে প্রবর্ত্তিলে'—বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হইলে।

১২০।২।৬-১৮।—'শুন··· তেন'—ভাবার্থ,—ঈশ্বর সকলেরই এক। তিনি সকলেরই হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন। তাঁহারই প্রেরণায় জীব সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে। সকলেই নিজ নিজ শাস্ত্র অনুসারে তাঁহার নাম ও গুণ

কীর্ত্তন করে। সেই এক নিত্য শুদ্ধ অখণ্ড অব্যয়-বস্তু ভগবান্ সকলেরই হৃদয়ে পূর্ণরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি সকলেরই ভরণ-পোষণাদির ভার ('ভাব' এই পাঠে—অন্তরের ভাব) গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইজন্য জীবহিংসা করিলে, প্রকারান্তরে, তাঁহারই হিংসা করা হয়। অতএব সেই সর্ব্বান্তর্যামী আমার মনে যে প্রকার ভাবের উদয় করাইয়া দিয়াছেন, আমি সেই প্রকারই করিতেছি।

১২১।১।১২।—'সাঁচা কথা'—সত্য কথা। অর্থাৎ হরিদাস পূর্ব্বে যে বলিয়াছেন—"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ। তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥" এই কথা তবেই সত্য বলিয়া মানিতে পারি, যদি বাইশবাজারে বেত্রপ্রহার করিলেও ইহার প্রাণ বহির্গত না হয়।

১২২।১।৬।—'মনস্পথো…প্রহারে'—প্রহারে অর্থাৎ যবনগণের প্রহারের প্রতি, হরিদাসের মনস্পথো নাহি অর্থাৎ যবনগণ যে হরিদাসকে এত প্রহার করিতেছে, তাহা হরিদাসের মানস-পথেও একবার উপস্থিত হইতেছে না—সে প্রহারের কথা হরিদাসের মনেও হইতেছে না।

১২৩।১।৩-৪।—'রাক্ষসের…সম্মান'—রাক্ষসের—ইন্দ্রজিতের। বন্ধন—অর্থাৎ ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা। ইহার বিশেষ বিবরণ, বাল্মীকি-রামায়ণ, সুন্দর-কাণ্ড, ৪৮ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১২৩।১।৬।—'জগতের শিক্ষা'—অর্থাৎ 'অশেষ দুর্গতি হইয়া যদি প্রাণ যায়, তথাপি বদনে হরি-নাম ছাড়িবে না' ইত্যাকার শিক্ষা।

১২৩।১।৯।—'অন্যথা'—যদি জগতে উক্তরূপ শিক্ষা প্রদান করাই হরিদাসের লক্ষ্য না হইত, তাহা হইলে।

১২৩।২।৪।—'এক-জ্ঞান'—সকলেরই যে একই ঈশ্বর, এইরূপ জ্ঞান।

১২৪।১।১০।—'অন্যাশ্রয়'—অন্তস্থানে।

১২৪।২।২০।—'আলাস্থিষ্ট'—আলা ও অম্বিষ্ট (উপদ্রব)।

১২৪।২।২৬।—'চিন্তা…গাথা'—সাধকের সাধন-বিষয়িণী উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, কতকগুলি সদ্‌গুণ আপনাআপনি প্রকাশিত হইতে থাকে। তাহার মধ্যে 'ক্ষমা' একটি, 'নামগানে সর্ব্বদা অনুরাগও' আর একটি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে অভিহিত হইয়াছে—"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং, নামগানে সদা রুচিঃ।" ইত্যাদি। উক্ত গ্রন্থেই ক্ষান্তি বা ক্ষমার লক্ষণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—"ক্ষোভ-হেতাবপি প্রাপ্তে ক্ষান্তিরক্ষুভিতাত্মতা।" অর্থাৎ ক্ষোভের—চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ উপস্থিত হই-লেও যে চিত্তের অচাঞ্চল্য, তাহারই নাম 'ক্ষমা'। বিষধর সর্প দর্শনে, কাহার চিত্ত চঞ্চল না হয়? কিন্তু আশীবিষের সহিত একত্র অবস্থান করিয়াও সাধকপ্রবর হরিদাসের চিত্তের কিছুমাত্র চাঞ্চল্য নাই। তিনি বলিতেছেন—"চিন্তা নাহি, তোমরা বোলহ কৃষ্ণগাথা।" এই কথা দ্বারা হরিদাসের ক্ষমা ও অহরহ নামগানে অভি-রুচিরও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ভাগীরথী-তীরে প্রায়োপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিতও সমাগত মুনিসমূহের সমীপে ঠিক্ এইরূপ কথাই কহিয়া-ছিলেন,—"দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশ-ত্বলং গায়ত কৃষ্ণগাথাঃ।" (ভা০ ১।১৯।১৫)।

১২৫।১।৪।—'সন্ধ্যার প্রবেশে'—সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে।

১২৫।১।২৩।—'মৃদঙ্গ-মন্দিরা-গীত'—মৃদঙ্গ ও মন্দিরা সহযোগে গান। 'মন্ত্র ঘোরে'—মন্ত্রের মোহকারিণী শক্তির প্রভাবে।

১২৫।২।১৫।—'রহিল'—থামিল।

১২৬।১।১৩।—এই সর্পদষ্ট "ভক্ত" ব্রাহ্মণ। কেননা, শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা বা চৈতন্যচরিতে (১।৪।৮-১২) দেখিতে পাওয়া যায়,—শ্রীমচ্ছ্রী-হরিদাসোঽভূন্মুনেরংশঃ শৃণুষ তৎ। . কথিতং নাগদষ্টেন ব্রাহ্মণেন যথা পুরা॥ আদৌ মুনি-বরঃ শ্রীমান্ রামোনাম মহাতপাঃ। দ্রাবিড়ে বৈষ্ণবক্ষেত্রে সোঽবাৎসীৎ পুত্রবৎসলঃ॥ তস্য পুত্রেণ তুলসী প্রক্ষাল্য ভাজনে শুভে। স্থাপিতা সাপতদ্ভূমাবপ্রক্ষাল্য পুনশ্চ তাম্॥ পিত্রেঽদদং পুনঃ সোঽপি শ্রীরামাখ্যো মহামুনিঃ। দদৌ ভগবতে তেন জাতোঽসৌ যবনে কুলে॥ স ধর্ম্মাত্মা সুধীঃ শান্তঃ সর্ব্বজ্ঞানবিচক্ষণঃ। ব্রহ্মাং-শোঽপি ততঃ শ্রীমান্ ভক্ত এব সুনিশ্চিতঃ॥"

১২৬।১।১৯।—'আচার্য্য করিয়া'—অস্বাভা-বিকতা বা কৃত্রিমতার আশ্রয় লইয়া অর্থাৎ ভণ্ডামীকরিয়া।

১২৬।১।২০।—'মাৎসর্য্য-বুদ্ধ্যে'—অন্য-শুভদ্বেষ বা পরশ্রীকাতরতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অর্থাৎ হরিদাসের প্রশংসা সহিতে না পারিয়া।

১২৬।২।১০।—'অবতারী'—যাঁহা হইতে সমস্ত অবতার অবতীর্ণ হয়েন, তিনিই 'অবতারী'। কিন্তু এস্থলে এইরূপ অর্থ করিতে হইবে—'যিনি অবতীর্ণ হয়েন।'

১২৬।২।২২।—'মজে'—নিমজ্জিত হয়।

১২৭।১।২৪।—'উদ্দেশ······কীর্ত্তন'—অর্থাৎ 'কীর্ত্তন' যে কাহাকে বলে, তাহা বিশেষরূপে জানা দূরে থাকুক, তাহার নামগন্ধও কেহ জানে না।

১২৭।২।৮।—'ছলা পাতে'—ছলনা বিস্তার করে।

১২৯।১।২৪।—'কেনে ধরি'—কেন ধরেন অর্থাৎ কেন বলেন?

১২৯।২।১।—'নিস্তরে'—নিস্তার লাভ করে।

১২৯।২।১৬।—'নুড়ি পূর আগে'—আগে নুড়ি (ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড) দ্বারা পূর্ণ করিব।

১৩১।১।৩।—'শ্রীচরণ...বিজয়'—প্রভুর শ্রীচরণ গয়া দেখিতে বিজয় হৈল অর্থাৎ প্রভু গয়া দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

১৩২।২৪।—'দক্ষিণমানসে'—উক্ত নামে প্রসিদ্ধ কুণ্ডবিশেষে। পরে উল্লিখিত 'উত্তর-মানস'ও একটী কুণ্ড। ৺গয়াধামের বিশেষ বিবরণ গরুড়পুরাণ ৮২—৮৬ অধ্যায়; বায়ুপুরাণ, শ্বেতবরাহকল্প ১—৮ অধ্যায় এবং অগ্নিপুরাণ ১১৩—১১৬ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১৩৪।১।১৫।—'ষোড়শগয়ায়'—অর্থাৎ ষোড়শ-বেদীতে। 'ষোড়শী করিয়া'—পিতৃষোড়শী' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া। অথবা, ষোড়শদান উৎসর্গ করিয়া।

১৩৫।১।২৫।—'শিক্ষাগুরু'—এই বিশেষণটির দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, মহাপ্রভু স্বয়ং দীক্ষা-গ্রহণ করিয়া, এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিলেন যে, সকলেরই দীক্ষাগ্রহণ করা উচিত।

১৩৭।২।৬।—'তবে···উপরে'—এই অংশটুকু দেখিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, শ্রীবৃন্দা-বনদাস এস্থলে যার পর নাই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করি-য়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের একথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। এই অংশ দেখিয়া বরং শ্রীনিত্যা-নন্দপ্রভুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগেরই পরিচয় পাওয়া যায়। মহাজনগণ বলেন, প্রেম বা ভালবাসা অন্ধ।—যে যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, সে তাহার দোষ গুণ বিচার করে না। বরং, সে তাহার দোষ দেখিতে পায় না,—গুণই দেখিতে পায়। শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীনিত্যা-নন্দকে প্রাণের অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন,

সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের যে নিন্দা করিবার কিছু আছে, তাহা তিনি মনেও করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ শ্রীনিত্যানন্দকে ঈশ্বরদৃষ্টিতে না দেখিয়া সাধারণ অবধূতের চক্ষে দেখিলেও, তাঁহার কার্য্য বা ব্যবহারে এমন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে কোনরূপ নিন্দার গন্ধ স্পর্শ করিতে পারে। সুতরাং তাঁহার সমীপে তাঁহার সেই ভালবাসার সামগ্রী শ্রীনিত্যানন্দের নিন্দা করিলে যে তিনি আত্মহারা হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আন্তরিক অনুরাগের তইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি বৃন্দাবনদাসের হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় আধিপত্য করিতেছিল। সুতরাং এদিক্ দিয়া দেখিলেও বৃন্দাবনদাসকে দোষী করিতে পারা যায় না। কেননা, ইষ্টদেবতা বা ঈশ্বরের নিন্দা শ্রবণ করিয়া, সামর্থ্য থাকিলে, নিন্দকের জিহ্বাচ্ছেদন করিবার ব্যবস্থাই শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ;—মস্তকে লাথি মারা ত বহুদূরের কথা। দেবী দাক্ষায়ণীই কহিয়াছেন,—"কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্যদকল্প ঈশে ধর্ম্মাবিতর্য্যসৃণিভির্নৃভিরস্যমানে। ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুশতীমসতীং প্রভুশ্চেৎ জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ ॥" (ভা০৪।৪।১৭)।

১৪০।১।৮।—'শীতলানন্দ'—'শীতল অর্থাৎ স্নিগ্ধ আনন্দস্বরূপ' এইরূপ অর্থ করিলে গোবিন্দের' বিশেষণ হইবে। অথবা, দেবী শীতলার আনন্দদাতা বা ভর্ত্তা দেবতাবিশেষ।

১৪১।১।২।—'তুমি' এই পদে শ্রীমান্‌কেই সম্বোধন করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী (১৪২।১।৯) শ্রীমানের উক্তিই তাহার প্রমাণ।

১৪১।১।১০।—'পূর্ণ হয়'—অর্থাৎ নেত্রজলে পরিপূর্ণ হয়।

১৪১।১।১৮।—'শুনি...বৃন্দ'—অর্থাৎ মহাপ্রভু প্রেম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এই ধ্বনি শ্রবণ করিয়াই, যথা—যেখানে অর্থাৎ যেস্থানে প্রভু আছেন, সেই স্থানে, ভাগবতবৃন্দ, ধায় অর্থাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

১৪১।২।১০।—'হইলা বিদিত'—জ্ঞাত হইলেন—উপস্থিত হইলেন।

১৪২।১।১০।—'তোমা...গোহারি'—উৎকলদেশে রাজা বা জমীদারের সমীপে নালিশ করাকেই 'গোহারি করা' কহে। সুতরাং এস্থানে 'আমার দুঃখ তোমাদিগের সমীপে গোহারি করিব'—আমার দুঃখের বিষয় তোমাদিগের কাছে নালিশ করিব অর্থাৎ আমার দুঃখের কথা তোমাদিগকে জানাইব, এইরূপ অর্থ হওয়াই সঙ্গত। প্রকৃতিপুঞ্জ প্রতীকারকামনাতেই নালিশ করিয়া থাকে ; প্রভুর এ নালিশের উদ্দেশ্যও একমাত্র দুঃখপ্রতীকার।

১৪২।১।১৬।—'গোত্র...সন্তাকার'—শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সন্তান-সন্ততি বর্দ্ধিত করুন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমাদিগের দল পরিপুষ্ট হউক।

১৪৩।১।২।—'নাহি পরাপর'—পর অপর—শ্রেষ্ঠ অশ্রেষ্ঠ নাই অর্থাৎ এস্থানটা ভাল, এস্থানটা মন্দ, এরূপ বিচার কাহারও নাই। অথবা, পর অপর অর্থাৎ আত্মীয় অনাত্মীয়।

১৪৩।১।২৫।—'দিন-দোষে'—অর্থাৎ সময়টা ভাল নয় বলিয়া।

১৪৩।১।২৭।—'সর্ব্ব-সেব্য'—যাহা সকলের সেবনীয় অর্থাৎ সেবা করা কর্ত্তব্য, এরূপ।

১৪৩।২।১৪।—'কথঞ্চিত ... বিদায়'—কোন রকমে কষ্টে-স্রষ্টে সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

১৪৪।১।১৯।—'তোমার অবধি'—তোমার সীমাভুক্ত অর্থাৎ তোমারই বাধ্য।

১৪৪।১।২১।—'সভার প্রকাশ'—অর্থাৎ সকলের আলোকস্বরূপ। যে, আ—সম্যক্‌প্রকারে, লোকয়তি—দেখাইয়া দেয়, তাহাকেই 'আলোক' কহে আচার্য্য, শিষ্যের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া, তাহাকে, তত্ত্ববস্তু দেখাইয়া দেন বলিয়া তিনিও 'আলোক' স্বরূপ। অথবা, 'এখনে... প্রকাশ'—এখন তুমি আসিলে, সুতরাং সভার প্রকাশ হইল, সকলের হৃদয় বিকাশ প্রাপ্ত হইল, সকলে আনন্দিত হইল।

১৪৫।১।৩—'ভিন্ন জন'—নিজ ভাবের প্রতিকূল বা বহির্ম্মুখ ব্যক্তি।

১৪৫।১।৯।১০।—'অনুরোধে ... করিতে'—গুরুজনাদির অনুরোধে প্রভু পড়াইতে বসিলেন। তিনি এখন কৃষ্ণময়, সুতরাং পড়াইবার সামর্থ্য নাই; তবে যে পড়াইতে বসিলেন, এ পড়ানো কেবল স্নেহপাত্র কৃপাপাত্র পড়ুয়াগণের নিকট শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্ম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য।

১৪৬।১।১০।—'সত্যে সে বাখানে'—যাহা প্রকৃত সত্য, তাহাই ব্যাখ্যা করেন।

১৪৬।২।২৩—বিশ্বক্‌সেনেরে'— শ্রীবিষ্ণুকে। বিশ্বক্ অর্থাৎ সকলদিকেই যাঁহার সেনা বা পরিকর, তিনি 'বিশ্বক্‌সেন'। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে,—মাতা যে অন্ন আনিয়া উপস্থিত করিলেন, তাহার উপর তুলসীমঞ্জরী আছে। ইহা হইতে ঠিক বুঝা যায় না,—অন্ন নিবেদিত কি অনিবেদিত। কেননা, নিবেদনের পূর্ব্বেও তুলসী দিয়া রাখিবার প্রথা অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ন অনিবেদিত হইলে "বিশ্বক্‌সেন"—শব্দের অর্থ 'বিষ্ণু'ই হইবে। আর নিবেদিত হইলে 'বিশ্বক্‌সেন' বলিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবানিরত দেবতাবিশেষ বুঝিতে হইবে। কারণ ভোজনের পূর্ব্বে ভগবন্নিবেদিত অন্নের শতাংশ (বা সহস্রাংশ) বিশ্বক্‌সেনকে অর্পণ করিতেই হয়। যথা,—"বিশ্বক্‌সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকম্।" শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ৮ম-বিলাস, ৮৪—৮৭ শ্লোকে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

"বিশ্বক্‌সেন" শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া কিন্তু আমাদের এই 'শ্রীকৃষ্ণসেবানিরত দেবতা' বলিয়াই বোধ হয়। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে দেখা যায়,—"বিশ্বক্‌সেনঃ বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যধারিদেবতা। যথ,—

'নির্ম্মাল্যধারী বিষ্ণোস্তু বিশ্বক্‌সেনশ্চতুর্ভুজঃ। শঙ্খচক্রগদাপাণির্দীর্ঘশ্মশ্রুর্জটাধরঃ॥ রক্তপিঙ্গলবর্ণস্তু সিতপদ্মোপরি স্থিতঃ।' ইতি কালিকাপুরাণে ৮২ অধ্যায়ে।" বিশ্বক্‌সেন-শব্দের রূপান্তর—বিশ্বক্‌শেন বা বিষ্বক্‌সেন।

১৪৭।২।৮।—ভবিতব্যতার কাজে'—অদৃষ্টফলে।

১৪৭।২।১৮।—'সহজ...কিসে' যে আপনা আপনি মরিয়া রহিয়াছে, তাহার উপর আর মায়া বিস্তার কেন?

১৪৮। ।২।—'করিলা ত'—অর্থাৎ যোগ্য শাস্তি করিয়াছ ত।

১৪৮।২।৬।—'কর্ম্ম'—অর্থাৎ কর্ম্মফল।

১৪৮।২।২৪।—'তাহো'—তাহাও অর্থাৎ সেই পোড়নও—সেই যাতনাও।

১৪৮।২।১৯।—'শ্বাসে'—শ্বাস ত্যাগ করে।

১৪৮।২।২৫।—'অন্যথা'-অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার বিপরীত প্রকারে। সে বিপরীত প্রকার কি? তাহাই বিশেষরূপে বলিতেছেন—"না ভজে কৃষ্ণ" ইত্যাদি।

১৪৮।২।২৬—'মায়া-পাপে'—মায়া ও তজ্জনিত পাপে।

১৪৯।১।২৫।—'আনন্দে মিলায়'—আনন্দে মিলিত বা লীন হইয়া যান।

১৪৯।১।২৯।—'বিতর্ক...মন'—মনে মনে বিচার করেন।

১৪৯।১।৮।—'কৃষ্ণ...নিরন্তর'—এই জগৎকে ধনলুব্ধগণ ধনময়, কামুকগণ কামিনীময় এবং বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুময় দেখিয়া থাকেন। প্রাচীনগণ বলেন—"জগৎ ধনময়ং লুব্ধাঃ কামুকাঃ কামিনী-ময়ম্। নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ॥" অতএব মহাপ্রভুও এই জগৎকে নিরন্তর কৃষ্ণময় দেখিয়া থাকেন। কৃষ্ণময়তা যে কি, তাহাই দেখাইবার জন্য—বুঝাইবার জন্যই যে তাঁহার অবতার।

১৪৯।২।১৭।—'সিদ্ধ বর্ণ-সমাম্নায়'—কলাপ ব্যাকরণের প্রথম সূত্র এই—'সিদ্ধো বর্ণসমা-ম্নায়ঃ'; সিদ্ধঃ খলু বর্ণানাং সমাম্নায়ো বেদিতব্যঃ; বর্ণাঃ—অকারাদ্যাঃ, তেষাং, সমাম্নায়ঃ—পাঠ-ক্রমঃ। অর্থাৎ অকারাদিবর্ণমালার পাঠক্রম নিত্যসিদ্ধ।

১৪৯।২।২১।—'উচিত'—ঠিক।

১৪৯।২।২৪।—'সম্যক্ আম্নায়'—সুচারু উপ-দেশ, সৎ শিক্ষা, সম্যক্‌প্রকারে অভ্যাস করি-বার সামগ্রী বা সম্যক্ শাস্ত্র। অথবা, সম্যক্ ক্রম; কেননা, "আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে"।

১৫০। ।৭।—'পুঁথি চাই'—পুস্তক অভ্যাস করি।

১৫০।২।১৪।—'অধ্যয়ন...ব্রাহ্মণ'—যিনি রীতি-মত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব। ব্রহ্মসূত্রেও বলিয়াছেন—"অধ্যয়নমাত্রবতঃ" (ব্রঃ সূঃ ৩।৪। ১২)। ইহার মাধ্বভাষ্য অবশ্যদ্রষ্টব্য।

১৫০।২।১৮।—'ব্যতিরিক্ত অর্থ,—শাস্ত্রের যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহা ছাড়া অন্যপ্রকার কল্পিত অর্থ।

১৫১।১।১।—'যার ... সাধ্য'—ভিন্ন ভিন্ন অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন সাধ্যবস্তু লাভের জন্য জন্ম-জন্ম সাধন করিতে থাকে। কিন্তু গঙ্গাদাস পণ্ডিত যে সাধ্যবস্তু লাভ করিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধ্যবস্তু আর কি আছে? কেন না, "যার শিষ্য" ইত্যাদি।

১৫১।২।১।—'কৃষ্ণপদ-মকরন্দ'—মকরন্দ যেরূপ পুষ্পের, ইঁহারাও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের নিয়ত সঙ্গী।

১৫১।২।২।—'যদুনাথ-কবিচন্দ্র'—'কবিচন্দ্র' বোধ হয়, যদুনাথেরই নামান্তর বা উপাধি।

১৫২।১।১১।—'সুবিদিত'— সুব্যক্ত বা পরি-স্ফুট।

১৫২।১।১৩।—'ভক্তি-সনে করি সঙ্গ'—ভক্তি-দেবীর সহিত সঙ্গ করিয়া অর্থাৎ ভক্তিসহকারে।

১৫৩।১৫।—'যাহার বচনে'—যাহার আদে-শের অধীন।

১৫৩।১।৯।—'সর্ব্ব...শক্তি'—ধাতুশব্দের অর্থ—'জীবনীশক্তি'। লোকে চলিত কথাতেও বলে—'অমুকের ধাত ছেড়ে গিয়েছে।' এস্থলে নিরতি-শয় দুঃখের সহিতই বলিতে হইতেছে যে, অনে-কানেক চরিত্রহীন ব্যক্তি এই অংশের স্বকপোল-কল্পিত এক অপরূপ ব্যাখ্যার উদ্ভাবন করিয়া, আপনাদিগের সম্প্রদায়পুষ্টির চেষ্টা ও সেই সঙ্গে নিজ নিজ দুরভিসন্ধি-সাধনের সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে, ধাতু-শব্দের অর্থ—'শুক্র বা বীর্য্য'। সেই শুক্র বা বীর্য্য-রূপে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি সকলশরীরেই বাস করে. সুতরাং এই ধাতু-সেবা আর শ্রীকৃষ্ণ-সেবা, একই কথা।

১৫৩।১।১৪।—'কভু...পাত্র'—অর্থাৎ যম কখনও তাঁহাকে আপন অধিকারে আনয়ন করিতে সমর্থ কহেন।

১৫৩।১।২৫।—'অঘ'—অঘাসুর। 'বক'—বকাসুর। 'পূতনা'—শিশুঘাতিনী রাক্ষসী।

১৫৩।২।১২।—'নহে সীমা'—অর্থাৎ তাহার শেষ হয় না।

১৫৪।১।৫।—'ভক্তির শ্রবণে'—রত্নগর্ভ-আচার্য্যের মুখে ভক্তিরসাত্মক শ্লোকের শ্রবণে। 'যে তোমার আসি হয়ে'—তোমার যেরূপ ভাবোদগম হয়।

১৫৪।১।১৯।—'পুলক-উন্নতি'—পুলকোদ্গম, রোমাঞ্চ।

১৫৪।১।২৪।—'এহত প্রসাদ'—এপ্রকার ভগবৎকৃপা।

১৫৪।১।২৬।—'আসি বাহ্য হৈল মতি'—অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞান হইল।

১৫৪।২।১০।—'কহিবারে না জুয়ায়'—বলা উচিত ছিল না কি?

১৫৬।১।৩-৪।—'পঢ়িলাঙ...করি'—আমরা সকলে মিলিয়া এতদিন যে বিদ্যালোচনা করিলাম, আজি তোমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন কর, কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া, আইস সকলে মিলিয়া সেই বিদ্যার পরিপূর্ত্তিসাধন বা সফলতাবিধান করি। বাস্তবিক শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—"শাব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥" (ভাঃ ১১।১১।১৮)। অথবা, এতকাল ধরিয়া পড়াশুনা ত যথেষ্টই করা হইল, এখন আর কেন, সকলে মিলিয়া ভরপুর কৃষ্ণকীর্ত্তন কর। বিদ্যারসে মত্ত হইয়া এতদিন ত বৃথা দিন অনেক গিয়াছে, আর কেন বৃথা দিন যায়? আর সেই প্রাণহীন বিদ্যাতেই বা প্রয়োজন কি? শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই বিদ্যাবধূর প্রাণ। ("চেতোদর্পণমার্জ্জনং" ইত্যাদি শিক্ষা-শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

১৫৬।১।১০।—'দিশা'—পদ্ধতি অর্থাৎ কি প্রকারে কীর্ত্তন করিতে হয়, তাহার প্রণালী।

১৫৬।১।১৮।—'নদীয়ানগর'—অর্থাৎ নদীয়ানগর-নিবাসী।

১৫৬।২।৭—'উদ্ধতের সীমা'—চূড়ান্ত অহঙ্কারী বা অবিনীত।

১৫৬।২।১৮।—'উদাসীন...রঙ্গে'—প্রেমানন্দে প্রভুরই সহিত উদাসীনপথ অর্থাৎ বৈরাগ্যপথ অবলম্বন করিলেন।

১৫৮।১।৭।—'আভিজাত্যে'—বংশমর্য্যাদায় বা কৌলীন্যে।

১৫৮।১।১০।—'উঠিল ... অবতার'—এরূপ কীর্ত্তনধ্বনি উত্থিত হইল যে, বোধ হইতে লাগিল, যেন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই অবতীর্ণ হইলেন। নাম ও নামীতে ভেদ নাই বলিয়াই এস্থলে নামসঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণকে অভেদভাবেই বলা হইয়াছে।

১৫৮।২।১৮।—'উত্তম আছে কর্ম্ম'—প্রাক্তন কর্ম্ম উত্তমই আছে অর্থাৎ আমার পূর্ব্বসঞ্চিত অনেক সুকৃতি আছে।

১৫৯।২।১২।— 'কৃষ্ণ... বক'— কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলেই সকলে বকবৃত্তির অনুসরণ করে,—ভণ্ডামী করে। অথবা, বকের ন্যায় মৌনব্রত অবলম্বন করে,—কিছুই বলে না। 'বোক' পাঠে অর্থ হইবে,—বোকা বনিয়া যায়।

১৬০।১।১৩।—'এত বুঝি'—এইরূপ মনে হয়। অথবা, ইহাতেই মনে হয়।

১৬০।১।১৮।—'পরিহরিবা'—পরিত্যাগ করিবেন।

১৬০।২।১৮-১৯।—'নাহি ... বান্ধিবারে'—

হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইলে যে অশ্রুপুলকাদি বিবিধ বিকারের উদয় হয়, তাহা কোন লোকই, কখনও দেখে নাই, শুনেও নাই; সুতরাং তাহারা শ্রীকৃষ্ণভক্তিবিকারকে বায়ুরোগ মনে করিয়া, প্রভুকে বাঁধিবার জন্য উপদেশ দেয়।

১৬১।১।৪।—'নাহি করে বল'—বলপ্রকাশ না করে, প্রবল না হয়।

১৬১।১।৬।—'শিবাঘৃত'— শৃগালমাংস দ্বারা প্রস্তুত আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঘৃতবিশেষ।

১৬১।১।২৬।—'কি...বিধানে'—শ্রীবাসপণ্ডিত! তুমি, মোহর—আমার সম্বন্ধে, কি বিধানে—কি ব্যবস্থা, বুঝ—মনে কর? অথবা, মোহর বিধানে—আমার সম্বন্ধে।

১৬২।১।৭।—'অদ্বৈত'—অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্যকে। 'প্রভু দুইজন'—মহাপ্রভু ও গদাধর।

১৬৩।১।২।—'বালকেরে .. জুয়ায়ে'— বালকের প্রতি এরূপ ব্যবহার করা উচিত হয় না।

১৬৪।১।৭।—'অংশ-অবতার'—অর্থাৎ অংশাবতার। অস্মৎ সম্পাদিত শ্রীলঘুভাগবতামৃতের সংস্কৃতাংশের ৮২ পৃষ্ঠা ও অনুবাদাংশের ৪৪ পৃষ্ঠায় ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১৬৫।১।৯।— 'ব্যভার-প্রস্তাব' — ব্যবহারের অর্থাৎ গৃহস্থালীর কোনপ্রকার প্রসঙ্গ।

১৬৫।১।১৫।—'আর...জিজ্ঞাসিলে' —অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করিলে, কেহো, আর কথা—অন্য কথা, পায় না।

১৬৬।২।১।—'মাগিয়া খাইতে লাগি'—ভিক্ষা করিয়া খাইবার জন্য।

১৬৬।২।৫।—'পড়িল'—উপস্থিত হইল।

১৬৭।২।১৩।—'যেন মত্ত-সিংহ-সার'—যেন মত্ত সিংহের ন্যায় সার অর্থাৎ বিক্রম প্রকাশ করিয়া।

১৬৮।১।৫।—'ব্রহ্ম-মোহাপনোদনে' — ব্রহ্মার মোহ অপনোদনে—দূরীকরণে। অর্থাৎ কোন সময়ে ব্রহ্মা মোহবশে শ্রীকৃষ্ণের সহচর শিশুগণ ও বৎসগণকে হরণ করায়, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই সেই শিশু ও বৎসের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের এই বৈভবদর্শনে 'অহো আমি কি মূঢ়! অহো আমি কি অপরাধী!' এইরূপ মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই স্তবপ্রভাবেই ব্রহ্মার মোহ অপনোদিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত গ্রন্থকার উক্ত স্তবগুলিকেই 'ব্রহ্মমোহাপনোদন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (ভা০ ১০।১৪ দ্রষ্টব্য।)

১৬৯।১।৫।—'ভঙ্গ'—পরাভব।

১৬৯।১।৬।—'কমলা ... সঙ্গ'— লক্ষ্মীদেবী, যার—যে ভগবানের, সহিত একত্র অবস্থান করিয়াও, যে মায়ার স্বরূপ, জানেন না।

১৬৯।১।৮।—'হেন...কে'—অর্থাৎ যিনি নানা প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, সেই প্রভু বলরামই যখন, ভগবন্মায়ায়, মোহিত হন, তখন অন্য লোকের আর কথা কি?

এখানে একটি কথা যেন সকলের মনে থাকে যে, জগতের জীব যে মায়ায় মুগ্ধ, এ সে মায়া নহে। এ মায়া—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া। নচেৎ বলদেবাদির মোহ হইতেই পারে না। বলদেব স্বয়ংই কহিয়াছিলেন—"প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী"। (১৮৭ পৃষ্ঠায় এই শ্লোকের টীকা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।)

১৭০।১।২০।—'তবে...রাজাতে'—তখন আমি রাজার কাছে আপনাকে প্রকাশিত করিব অর্থাৎ তাহাকে আপন প্রভাব প্রদর্শন করিব।

১৭০।১।২১।—'এ-গুলার'—এই কাজী সকলের।

১৭০।১।২২।—'তার' কাজী গুলার।

১৭০।২।৫।—'অপ্রত্যয় তুমি বাস মনে'—অর্থাৎ যদি তুমি মনে মনে অবিশ্বাস কর।

১৭০।২।১৩।—'উন্মত্ত-চরিত' —যাহার চরিত্র উন্মত্তের ন্যায়—পাগলের মত।

১৭১।১।২।—'ধূলে'—ধূলিতে।

১৭১।১।৯।—'অনুভবে...মুখে'—অর্থাৎ বেদ সাক্ষাৎসম্বন্ধে যাঁহার স্তব করিতে পারেন না, কিন্তু মুখে অর্থাৎ স্বকীয় বাণী দ্বারা, অনুভবে—পরোক্ষভাবে, যাহার স্তব করিয়া থাকেন। অথবা, পণ্ডিতগণ বেদমুখে—বৈদিকমন্ত্রের সাহায্যে পরোক্ষভাবে যাঁহার স্তব করেন।

১৭২।১।৩।—'আছুক দাসের কাজ'—অর্থাৎ দাসের কথা দূরে থাকুক।

১৭২।১।১৩।—'স্বানুভাব' —স্বকীয় অনুকূল ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরভাব।

১৭২।১।১৯।—'অক্রূর-যানের শ্লোক'—কংস-প্রেরিত অক্রূর, শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন করিবার জন্য, শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া, নন্দমহারাজকে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন এবং যাহা শ্রীমদ্ভাগবতীয় দশমস্কন্ধের ৩৯ অধ্যায়ে শ্লোকবদ্ধ রহিয়াছে, সেই সকল শ্লোক।

১৭২।১।২৪।—'ধনুর্ম্মখ'—ধনুর্যজ্ঞ।

১৭২।২।৮।—'জলভাজন'—জলপাত্র।

১৭২।২।২১।—'অনন্ত ...... ধরে'—যাহার একটি ফণা ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া থাকে, সেই অনন্তদেব।

১৭৩।১।১২।— 'করে বিড়ম্বন' — অর্থাৎ "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৩।১৯) ইত্যাদি শ্রুতিতে।

১৭৩।১।১৩।—'পরকাশানন্দ' —প্রকাশানন্দ।

১৭৩।১।১৭।—'সর্ব্বযজ্ঞময় অঙ্গ'—"ক্রোড়ীং তনুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ" প্রভৃতি (ভা০ ২।৭।১ এবং ৩।১৩।৩৪—৪৪) শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১৭৩।১।১৯।—'পুণ্য'—পবিত্র বস্তু।

১৭৩।২।৬।—'রহিল ... আমার' — পৃথিবীর গর্ভ আমার স্পর্শপ্রভাবেই রহিল অর্থাৎ আমার স্পর্শপ্রভাবে পৃথিবীর গর্ভসঞ্চার হইল। (ভা০ ১০।৫৮।৩৮) শ্রীবৈষ্ণবতোষণীধৃত শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় বচনে পৃথিবীর উক্তি, যথা—"যদাহমুদ্ধৃতা নাথ ! ত্বয়া শূকরমূর্ত্তিনা। ত্বৎস্পর্শসম্ভবঃ পুত্রস্তদায়ং ময্যজায়ত ॥"

১৭৪।১।৬।—'অন্তর-ঈশ্বর'—অন্তর্যামী।

১৭৪।১।১১।—'মৌড়েশ্বর-নামে দেব'—শিবলিঙ্গ। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বকালে, একচাকা হইতে চারিক্রোশ দূরে অবস্থিত মৌড়েশ্বর (বর্ত্তমান নাম—'ময়ুরাক্ষী') নদীর তীরবর্ত্তী মৌড়েশ্বর (ময়ুরেশ্বর) গ্রামে এক মহা অজগর সর্প মধ্যে মধ্যে আসিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিত এবং আহারের নিমিত্ত একটি মনুষ্য পাইলেই সেইটিকে লইয়া চলিয়া যাইত। একদিন নিত্যানন্দপ্রভু হঠাৎ উক্তগ্রামে আসিয়া উপস্থিত; দেখিলেন যে, এক ব্রাহ্মণের ভবনে ভয়ঙ্কর ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, আজ সেই ব্রাহ্মণের পালা, তাঁহাদের পরিবারবর্গের মধ্যে একজন-না-এক-জনকে, সেই অজগরের ভোজনের নিমিত্ত এখনই যাইতে হইবে। তখন দয়ার অবতার নিত্যানন্দ স্বয়ংই সেই অজগরের সমীপে গমন করিয়া, আপন কর্ণের একটি কুণ্ডল লইয়া, তাহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। অজগরও অমনি পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তদবধি দেশেরও সেই সর্ব্বনাশকর বিপদ ঘুচিল। প্রভু নিত্যানন্দের সেই কুণ্ডলই এক্ষণে প্রস্তররূপে পরিণত হইয়া

'গৌড়েশ্বর দেব'নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যদি এই কিংবদন্তী অমূলক না হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, পূর্ব্বে (৬৩।১।১৬) অভিহিত '[illegible] গোসাঞি' আর কে নহে,—উক্ত [illegible]র সর্প। সর্পেরই গর্জ্জন প্রসিদ্ধ।

১৭৪।১।৮—'জন্মিলা আপনি,—স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করিলেন। জীবের ন্যায় কর্ম্মবশে তো আর ঈশ্বরের জন্ম হয় না। তাঁহাদের জন্ম আপন ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে।

১৭৪।১।২১।—'আদিখণ্ডে'—৬১ হইতে ৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৭৪।১।১৫।—'সেই বস্তু'—সে-ই দশরথ।

১৭৫।১।১৬।—'অন্যথা...উৎপত্তি'—অন্যথা — তিনি দশরথ না হইলে, তাঁহার গৃহে, লক্ষ্মণের, উৎপতি—উৎপত্তি, কেন হইবে? স্বয়ং মূল-সঙ্কর্ষণই শ্রীরামলীলায় লক্ষ্মণ এবং শ্রীকৃষ্ণলীলায় বলরাম হইয়াছেন, তিনিই আবার শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় নিত্যানন্দ।

১৭৫।২।১৯।—'পিতা'—দশরথ।

১৭৫।২।২৭।—'নির্ভর ... যবনে' —যবনেও তাহা শ্রবণ করিলে, নির্ভরে—অতিশয়রূপে, ক্রন্দন করে।

১৭৬।১।২৬।—'যে অবধি লাগি'—যে সময়ের জন্ত অর্থাৎ যে প্রকাশকের অপেক্ষা করিয়া।

১৭৬।২।০ —'নিরবধি... ধীর'—অক্ষির পক্ষ প্রভৃতি অঙ্গের যে সকল স্থান, নিরন্তর গতি-বিশিষ্ট—অতিশয় চঞ্চল, নিত্যানন্দের সেই সকল স্থান, মহা-ধীর—অতি স্থির। দেখি—দেখিতে। 'গতি স্থলে' এই পাঠে অর্থ হইবে, দেখিতে অতি ধীর—অতি শান্ত হইলেও, তিনি, স্থলে—পৃথিবীর উপর, নিরন্তরগতি—নিরন্তর চলিতেছেনই। ১৭৭ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভ, ১৬শ পংক্তিতেও অভিহিত হইয়াছে "গতি নহে স্থির"।

১৭৬।২।১৫।—'সুপীবর'—সুবিশাল।

১৭৫।২।২২।—'যে...দণ্ড'—৩৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৭৬।২।২৩।—'বণিক্...উদ্ধার'—৪৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৭৭।১।১৭।—'কাণা কুম্ভ'—অঙ্গহীন (ভাঙ্গা) কলসী।

১৭৭।২।৪।—'সেই সম'—ভাইয়ের মত।

১৭৭।২।১৭'— 'স্বভাব-চরিত্র' — স্বাভাবিক অর্থাৎ সহজ-অবস্থা-প্রাপ্ত।

১৭৭।২।১৮।—'রামমিত্র'— রামের—বলরামের অর্থাৎ নিত্যানন্দ প্রভুর মিত্র অর্থাৎ ভ্রাতা।

১৭৯।১।১১-১২।—'রসনায় ...ঘ্রাণ'—এই অংশ দেখিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের "পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া। জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং শ্লিষ্যন্ত ইব বাহুভিঃ॥" (ভা ০ ১০।৪৪।২১) এই শ্লোকটি মনে পড়ে।

১৮০।২।৮—'শক্তিহত'— শক্তিনামক অস্ত্র-দ্বারা আহত।

১৮১।২।২১। —'তোমরা তোমরা'— অর্থাৎ মহাপ্রভু পূর্ব্বে বলিলেন যে,—'আমরা-সকল ভাগ্যবান্, মুরারিগুপ্ত ও তো সেই 'সকল' এর ভিতরেই পড়িয়াছিলেন; তাই তিনি মহাপ্রভুকে বলিলেন যে, আমরা ত উহার কিছুই বুঝি না, সুতরাং কৃতকৃত্য ত আমরা নহি, তোমরা—তোমরাই কৃতকৃত্য।

১৮১।২।২৭।—'কাম'—মদন।

১৮৩।১।৭।—'পৌর্ণমাসী'—আষাঢ়ী পূর্ণিমা, এই পূর্ণিমাতেই সন্ন্যাসিগণ ব্যাসপূজা করিয়া থাকেন। ৺কাশীধাম হইতে প্রকাশিত, শ্রীপাদ পরমানন্দ তীর্থস্বামি-সংগৃহীত "যতিধর্ম্ম-নির্ণয়"

নামক গ্রন্থ, উত্তরভাগ, ২৫৮ পৃষ্ঠায় "ব্যাসপূজা-বিধি" দ্রষ্টব্য।

১৮৩।১।১৯।—'পদ্ধতি'—ব্যাসপূজার পদ্ধতি।

১৮৩।২।২০।—'আপন-লীলায়'— আপনাদিগের লীলার আবেশে।

১৭৪।১।১।—'অভিলাষে'—অভিলষিত বস্তুকে।

১৮৪।১।৯।— 'নিত্যানন্দ প্রকাশিতে'—নিত্যানন্দপ্রভু যে কি বস্তু, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য।

১৮৪।১।১৮।—'কেহো'— বনমালী পণ্ডিত। ৪৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৮৩।২।৬।—'নাঢ়ার সন্দর্ভ'—অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর মস্তকের সম্মুখভাগে চুল ছিল না, এই নিমিত্ত, মহাপ্রভু তাঁহাকে 'নাঢ়া' বলিয়া ডাকিতেন। কিন্তু এই "নাঢ়া" কথার, সন্দর্ভ—গূঢ় অর্থ, যে কি, তাহা কেহই বুঝিতে পারেন না।

সন ১৩১১ সালের পৌষ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় আমাদের এই শ্রীচৈতন্যভাগবতের সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর 'নাড়িয়াল' গাই বলিয়া তাঁহাকে 'নাঢ়া' বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা কোন প্রাচীন ও আধুনিক বিশেষজ্ঞের মুখে একথা পূর্ব্বেও শুনি নাই, পরেও অনুসন্ধান করিয়া শুনিতে পাই নাই। 'নাঢ়া' বা 'নাড়া, শব্দ সর্ব্বত্রই কেশহীন অর্থেই অদ্যাবধি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত।

১৮৫।১।৭।—'বচন-অঙ্কুশ'— বচনরূপ অঙ্কুশ (ডাঙ্গস্)।

১৮৫।১।১৪।—'নিজ...ভাবিয়া'—এই অংশ হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, নিত্যানন্দপ্রভু বিহিত বিধানে দণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর প্রতি আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ব্যাসদেবের পূজাও ত সন্ন্যাসীরই বিহিত!

১৮৫।১।১৫।—'অখণ্ড'—যাহার খণ্ড হয় না, পরিচ্ছেদ হয় না, অসীম, অনন্ত।

১৮৫।২।২০।—'বিধিবোধিত'— বিধিবিহিত।

১৮৫।২।২৪।—'নমস্কর'—নমস্কার কর।

১৮৬।২।৭।— 'পাইয়া...বচনে'— প্রভুর—মহাপ্রভুর, বচনে, প্রভু— নিত্যানন্দপ্রভু, চৈতন্য পাইয়া—জ্ঞানলাভ করিয়া।

১৮৬।২ ৯-১০।—'যে...নিত্যানন্দ'—গৌরচন্দ্র যে অনন্তদেবের হৃদয়ে বাস করেন, সেই প্রভু অনন্তই 'নিত্যানন্দ' বলিয়া জানিবে, এবিষয়ে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

১৮৬।২।১৭।—'নিত্যানন্দস্বরূপ'— দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রন্থকার প্রায়ই 'নিত্যানন্দ, না বলিয়া 'নিত্যানন্দস্বরূপ' বলিয়াছেন। ইহার কারণ কি? প্রভু নিত্যানন্দ নিত্য আনন্দস্বরূপ বলিয়াই কি তাঁহাকে 'নিত্যানন্দস্বরূপ' বলা হইয়াছে? বোধ হয় ইহাই একমাত্র কারণ নহে। কেননা, তাহা হইলে 'নিত্যানন্দস্বরূপ' বলিতে প্রভু নিত্যানন্দ ব্যতীত অন্য কাহাকেও বুঝাইতে পারে। সুতরাং এই শব্দের যে অন্য কোনরূপ অর্থ আছে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানুভব পুরুষোত্তম আচার্য্য সন্ন্যাসগ্রহণকালে 'যোগপট্ট' গ্রহণ না করায়, তাঁহার নাম 'স্বরূপ' হইয়াছিল। যথা—"যোগপট্ট না লইল, নাম হৈল স্বরূপ"। 'গিরি' 'পুরী' 'ভারতী' প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের উপাধিরই নামান্তর—'যোগপট্ট'। এখনও কোন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন যে, "মহাশয়! আপনার যোগপট্ট কি?"; তিনি অমনি উত্তর দিবেন

যে,—'অমুক 'পুরী', অমুক 'ভারতী' বা অমুক 'অরণ্য' প্রভৃতি। পুরুষোত্তম আচার্য্য সন্ন্যাসীর উপযুক্ত কোন একটি উপাধি গ্রহণ করিলেন না, সুতরাং তিনি 'স্বরূপ' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই তিনি কখনও তাঁহার গুরুদত্ত 'দামোদর' এই নামে, কখনও দামোদরস্বরূপ' বা 'স্বরূপদামোদর' নামে, কখনও বা 'স্বরূপ গোস্বামী' নামে, আবার কখনও বা কেবল মাত্র 'স্বরূপ' নামে পরিচিত হইতেন, কিন্তু অন্যান্য সন্ন্যাসীর ন্যায় 'দামোদর গিরি', বা 'দামোদর পুরী' প্রভৃতি নামে পরিচিত হইতেন না। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও যে সন্ন্যাসগ্রহণকালে 'গিরি', 'পুরী' প্রভৃতি উপাধি স্বীকার না করায়, 'স্বরূপ' আখ্যা লাভ করিয়াছেন, এরূপ মনে করা কোনক্রমেই অসঙ্গত হইতে পারে না। যাঁহারা কোনপ্রকার আশ্রমাদির অভিমানে আবদ্ধ নহেন, প্রত্যুত স্ব-স্বরূপে অবস্থিত বা আত্মানন্দে নিমগ্ন, তাঁহারাই 'স্বরূপ'। ইঁহারাই 'ভাগবতপরমহংস'।

১৮৬।২।২৩.— 'নিরাশ্রয়'—যিনি সকলের আশ্রয়, অথচ যাহার আশ্রয় কেহই নাই।

১৮৭।১।১২।—'ভক্তি'—দাস্যভক্তি।

১৮৭।২।২১ ২২।—'অতএব... 'হইতে'—অতএব অর্থাৎ সেবাই তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া, তাঁহার যে প্রকার স্বভাব, তাহা কহিতে অর্থাৎ কহিলে পর' প্রভু—শ্রীনিত্যানন্দ, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তোষলাভ করেন। গ্রন্থকার স্বয়ংই বলিতেছেন—"স্বভাব কহিতে বিষ্ণু বৈষ্ণবের প্রীত" (১৮৮।১।১) অর্থাৎ স্বভাব বর্ণনা করিলে, ভগবান্ ও ভক্ত, উভয়েই প্রীত হন।

১৮৭।২।২৪।—'প্রভুর'—আমার প্রভু নিত্যানন্দের।

১৮৮।১।১১।—'আপনে...দর্শনে'—এই অংশটুকু গ্রন্থকারের নিজের উক্তি। অর্থাৎ গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের এই ষড়্ভুজমূর্ত্তি দর্শনের কথা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ংই তাঁহার (গ্রন্থকারের) সমীপে বর্ণন করিয়াছিলেন।

১৮৮।১।১৭-২০—'সহজে...ভেদ' —প্রভু—নিত্যানন্দ, আপনি, সহজে—স্বাভাবিক ধর্ম্মকে, স্বীকার করেন অর্থাৎ মহাপ্রভুর সেবাই শ্রীনিত্যানন্দের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, অতএব তিনি আপনিই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার এই সহজধর্ম্মের কথা বেদাদিশাস্ত্রে গীত ও বর্ণিত হইয়া থাকে। প্রভু যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই 'বেদ' হইয়া যায়। এস্থানে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে, প্রভুর কর্ম্ম বা লীলাই 'বেদ' বা বেদের বেদত্ব, সুতরাং যাহাতে প্রভুর কর্ম্ম বর্ণিত আছে, তাহাও 'বেদ'। কেননা, যখন যখন যেরূপ বেদের—যেরূপ কর্ম্ম বা লীলার অভিব্যক্তি হয়, স্বয়ং মূর্ত্তিধর বেদগণ জাতি, বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ভেদ ছাড়িয়া দিয়া, সেই বেদই- প্রভুর সেই কর্ম্ম বা লীলাই গান করিয়া থাকেন। মূর্ত্তিধর বেদগণ যখন ভগবানের লীলাগানে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহারা সেই বিশ্ববিভুর উদারতায় অনুপ্রাণিত হইয়া জাতিবর্ণের বিচার করিতে পারেন না,—স্ত্রী, শূদ্র, চণ্ডাল সকলকেই সমান অধিকার অর্পণ করিয়া থাকেন। এই জন্য ভগবানের লীলাগানে সকলেরই সমান অধিকার। ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে এ তত্ত্ব কাহারও অনুভবগোচর হইতে পারে না।

১৮৮।১।২৫।—'বুদ্ধি-নাশ'—নষ্টবুদ্ধি, হীনবুদ্ধি।

১৮৮।২।২৪।—'সহজ জীবেরে'— জীবসাধারণের প্রতি।

১৮৯।১।২।—'অতি প্রাকৃত হইয়া'—অর্থাৎ সামান্য ব্যক্তির বা নিম্ন অধিকারীর ন্যায়।

১৮৯।২।৪।—'পূর্ণ হৈলা'—অর্থাৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন।

১৯১।১।২।—'পূর্ণ-রসে,—রসে অর্থাৎ অনুরাগে পূর্ণ হইয়া অর্থাৎ অনুরাগ-ভরে।

১৯১।২।১২।—'সুকৃতির... বাধ'— যাহারা সুকৃতি—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহার অদ্বৈতের অগাধচরিত্র বুঝিতে পারেন, সুতরাং অদ্বৈত-চরিত্র তাঁহাদিগের নিকটেই বড় ভাল। কিন্তু, যাহারা দুষ্কৃতি—অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তাঁহারা সে চরিত্র বুঝিতে পারে না বলিয়া, তাঁহার উপর নানাপ্রকার দোষারোপ করে, আর সেই পাপে তাহাদিগের সমস্ত কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হয়—পণ্ড হইয়া যায়।

১৯১।২।১৪।—'গমন'—আগমন।

১৯১।২।২৩।—'ষড়ঙ্গ'—অন্ন, জল, বস্ত্র, দীপ, তাম্বুল ও আসন। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রহ্লাদ-চরিত্রে আর এক ষড়ঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা,—

"সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিম্"

(ভা০ ৭।৯।৫০) শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী বলেন' এই ষড়ঙ্গ হইতেছে,—প্রণিপাত, স্তুতি, সর্ব্ব কর্ম্মার্পণ, পরিচর্য্যা, চরণস্মরণ এবং কথা শ্রবণ। এখানে কিন্তু "ষড়ঙ্গপূজার বিধিযোগ্য সজ্জ" উল্লেখ থাকায় ভাগবতীয় "ষড়ঙ্গ" হইতে পারে না।

১৯২।১।১৮।—'নাহি পরাপর'—১৪৩।১।২ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯২।২।১৫।—'অনুকূল'—অর্থাৎ পূজার অনুকূল উপকরণ।

১৯৩।১।১৫।—'আসি রামাঞি গোচরে'— অর্থাৎ শ্রীরামপণ্ডিত মহাপ্রভুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৯৩।২।৫।—'আইলা নির্ভয় পদ'—অর্থাৎ যে সময় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর সম্মুখে আসিলেন, তখন তাঁহার চরণ ভীতিভরে প্রকম্পিত হয় নাই। এ অর্থে 'নির্ভয়পদ' শব্দটী অদ্বৈতের বিশেষণ। অথবা, যাহার শ্রীচরণ আশ্রয়মাত্র সংসারভীতি বিদূরিত হইয়া যায়, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমীপে আসিলেন। এ অর্থে নির্ভয়পদ' শব্দটী মহাপ্রভুর বিশেষণ।

১৯৩।২।৮।—'প্রসন্ন...ঠাকুর'—অর্থাৎ প্রভুর মুখচন্দ্র কোটিচন্দ্রেরও গুরুতুল্য—সে শ্রীমুখের সৌন্দর্য্যের সমীপে কোটিচন্দ্রের সৌন্দর্য্য ও ম্লান হইয়া পড়ে। ছাত্রের শক্তি আচার্য্যের অপেক্ষা অল্পই হইয়া থাকে।

১৯৪।১৩-৪।—'যে...তলে'—অর্থাৎ এতদিন শ্রীঅদ্বৈত পূজাকালে কেবল ধ্যানযোগেই যে যে দেবতাকে দেখিতে পাইতেন, আজি তিনি চারিদিকেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন যে, সেই সেই দেবতা শ্রীচৈতন্যের চরণতলে মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছেন।

১৯৪।১।১০।—'গজ হংস, অশ্বে'—গজবাহন—ইন্দ্র; হংসবাহন—'ব্রহ্মা'; অশ্ববাহন—'কুবের'।

১৯৪।১।২৩।—'না পারি সহিতে'—সহ্য করিতে না পারিয়া।

১৯৪।২।১০।—'ঘোষে মাত্র'—কেবল ঘোষণা করেন—বর্ণনা করেন মাত্র।

১৯৪।২।১৫।—'পূজার কর কার্য্য'—অর্থাৎ পূজার আয়োজন অনুষ্ঠান কর।

১৯৪।২।২২।—'পঞ্চ-উপচারে'—'নৈবেদ্য' লইয়া পঞ্চ উপচার।

১৯৫।১।১।—'ষোড়শোপচারে'—আসন, স্বাগত পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ-নৈবেদ্য ও বন্দন।

১৯৫।১।৩ — 'পটল-বিধানে' — তন্ত্রোক্ত বিধানে।

১৯৫।১ ৬।—অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু "নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায়" ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক মহা-প্রভুকে প্রণাম করায়, বুঝিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের পূজাপদ্ধতি এক, ভিন্ন নহে।

১৯৫।১।১৪।— 'সিন্ধুসুতা-রূপ মনোরম'—যাঁহা হইতে বা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, সিন্ধুসুতা লক্ষ্মীর রূপ বা সৌন্দর্য্য বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং যিনি সেই লক্ষ্মীর চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন। উজ্জলনীলমণি-গ্রন্থে রূপের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—"অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ভূষণা-দিনা। যেন ভূষিতবদ্ভান্তি তদ্রূপমিতি কথ্যতে॥"

১৯৪।১।১৬।—'প্রকাশ'—প্রকাশক, প্রকাশ-কর্ত্তা।

১৯৫ ১।১৮।— 'নিজ-ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস'—আপনার অসাধারণ ভক্তি গ্রহণ করিতে দেখিয়া যাঁহার বিলাস অর্থাৎ আনন্দ হয়। অথবা, উক্তি ভক্তিগ্রহণ করাইবার জন্যই যাঁহার বিলাস বা প্রাদুর্ভাব।

১৯৫।২।২।— 'গুহ-বরদাতা'— শৃঙ্গবেরপুর-নিবাসী গুহক-চণ্ডালকে যিনি অভীষ্ট প্রদান করিয়াছেলন।

১৯৫।২।৪।—'হিরণ্য বধিয়া'—হিরণ্যকশি-পুকে বধ করিয়া।

১৯৫।২ ২২।—অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু মহাপ্রভুকে 'তুমি মৎস্য', 'তুমি কূর্ম্ম' প্রভৃতি বলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্তব করায় বুঝিতে হইবে যে, সকল অবতারই শ্রীচৈতন্যের অভ্যন্তরে বিরাজমান রহিয়াছেন। এই নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈত প্রথমেই (১৯৫।১।১৩) 'জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারী' বলিয়া স্তব করিলেন। যাঁহা হইতে সকল অবতার অবতীর্ণ হয়েন, তিনিই 'অবতারী'।

১৯৫।২।২৪।—'চৈতন্যের শুদ্ধি'—চৈতন্যের তত্ত্ব।

১৯৬।১।১৭।—'বিশাল নাচে'—উদ্দণ্ড নৃত্য করেন। 'মধুর নাচে' অর্থাৎ নানা অঙ্গভঙ্গী সহকারে মৃদু মৃদু নৃত্য করেন।

১৯৬ ১।১৮। – 'দশনে তৃণ করয়ে'—এ ভাবটী পশুত্বব্যঞ্জক—অতি দীনতার দ্যোতক। অর্থাৎ তিনি এই ভাব প্রকাশ করেন যে, আমি আকারে মনুষ্য হইলেও প্রকৃতিতে তৃণভোজী পশুতুল্য।

১৯৬।১।২১। –'যে······হয়ে'—অর্থাৎ মহা-প্রভু যখন যে ভাবের কীর্ত্তন শ্রবণ করেন, তখন সেই ভাবেই বিভোর হইয়া যান।

১৯৬।২।৮।—'পূর্ব্বে'—অর্থাৎ ৫ম পৃষ্ঠায়।

১৯৬।২।১৬।—'সে····· ব্যভার'—যদি একটী গাভীকে দশহস্তপরিমিত রজ্জুখণ্ডে আবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে সে যতই চেষ্টা করুক না কেন, কিছুতেই দশহস্তের অধিক দূরে যাইতে পারে না;—তাহার সীমা সেই দশ হস্ত পর্য্যন্তই এইরূপ আমাদিগের ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি যাহা কিছু, যতদূর যাইতে চেষ্টা করুক না কেন, প্রকৃতির অধিকার অতিক্রম করিয়া গমন করিতে তাহারা কিছুতেই সমর্থ হয় না। কেননা, ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই প্রাকৃত এবং প্রকৃতি পর্য্যন্তই তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট সীমা। ভগবান্ প্রকৃতির অতীত; সুতরাং তাঁহার ব্যবহার আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য —চিন্তার অতীত। শাস্ত্রকারগণও বলেন—"প্রকৃতিভ্যঃ পরং যৎ তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।"

১৯৭।১।১০।—'তোর…বাধে'—যে যে ব্যক্তি তোর ভক্ত ও ভক্তিকে বাধা প্রদান করে।

১৯৮।১।৯-১৬।—এই আট পংক্তি, সকল পুঁথিতেই স্থান পাইয়াছে, সুতরাং, মূলমধ্যে বিন্যস্ত হইয়াছে। ২৯৫ পৃষ্ঠায় এই আট পংক্তিই বিন্যস্ত দেখিতে পাইবেন। আর সেই স্থানেই এই অংশ সন্নিবেশিত হওয়াই সুসঙ্গত।

১৯৮।১।১৬।—'মালিনী'—শ্রীবাস-পত্নী।

১৯৮।২।৯।—'বোলেন কৃষ্ণেরে'—শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করেন বা আহ্বান করেন। এস্থলে ভক্তগণের ভাব,—প্রভু বোধ হয় প্রেমাবেশে সেই পুণ্ডরীকাক্ষকেই 'পুণ্ডরীক' বলিয়া ডাকিতেছেন। পুণ্ডরীকের বা প্রফুল্ল কমলের অপেক্ষা মনোহর অক্ষি বা নয়ন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম 'পুণ্ডরীকাক্ষ'।

১৯৮।২।১০।—'বিদ্যানিধি…বিচারে'—প্রথমে ত 'পুণ্ডরীক' নাম শুনিয়া সকলে মনে করিয়াছিলেন যে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণকেই আহ্বান করিতেছেন, তারপরে যখন তাঁহারা প্রভুকে 'পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি' বলিয়া ডাকিতে শুনিলেন, তখন পরস্পর তাঁহারা বিচার করিতে লাগিলেন,—ইনি কে?

১৯৮।১।১৪।—'দেবার্চ্চন…পান'—পূজার পূর্ব্বে গঙ্গাজলপানের উদ্দেশ্য,—অন্তরের মালিন্যনাশ বা চিত্তশুদ্ধি। মহাজনগণও বলেন,—"হরিং হরীতকীঞ্চৈব গায়ত্রীং জাহ্নবীজলম্। অন্তর্মল-বিনাশায় স্মরেৎ ভক্ষেৎ জপেৎ পিবেৎ॥"

১৯৯।২।২৬।—'সেবক … আমারে'—আমি তোমার সেবক, ইহা যেন তোমার স্মরণ থাকে। অর্থাৎ আমাকে আপন ভৃত্য বলিয়া মনে করিও।

২০০।১।৬।—'করি পুরস্কার'— সম্মুখে করিয়া।

২০০।১।১৩।—'ব্যবহারে'—লৌকিক রীতি অনুসারে।

২০০।১।১২।—'প্রীত বাসেন'—ভাল বাসেন।

২০০০।১।২০।—'রাজপুত্র ……বিজয়'—যেন কোন রাজপুত্র স্বরাজ্য হইতে দেশপর্য্যটনে যাত্রা করিয়া সম্প্রতি এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।

২০০।২।২।—'পান……হাসে'—পান খাইয়া অধর (ঠোঁট) লাল হইল কি না দেখাটী চূড়ান্ত বিলাসিতার পরিচায়ক।

২০০।২ ১২।—'ব্যভার-সংস্থান'—ব্যবহার এবং সংস্থান অর্থাৎ আকৃতি।

২০০।২।১৫।—'অন্তর'—অন্তরে।

২০০।২।১৮।—'গন্ধ-কেশ'—গন্ধযুক্ত কেশ। অর্থাৎ যে কেশ হইতে নানারূপ গন্ধদ্রব্যের সৌরভ বিকীর্ণ হইতেছে।

২০০।২ ২২।—'বিদ্যানিধি প্রকাশিতে'—বিদ্যানিধির প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিতে।

২০০।২।২৪।—'অবেদ্য……মায়াধর' — সেই মায়াবী শ্রীকৃষ্ণ, অবেদ্য—জ্ঞানের অতীত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলা মানববুদ্ধির অগোচর। তাহা না হইলে, শ্রীকৃষ্ণকৃপায় যে গদাধরের অগোচর কিছুই নাই, তিনি কি আর বিদ্যানিধিকে চিনিতে পারিতেন না? বস্তুত, সেই লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ আপন ইচ্ছায় গদাধরের মোহ উৎপাদন করিয়া জগৎকে এই শিক্ষা প্রদান করিলেন যে, কেবলমাত্র বিষয়ীর বেশ দেখিয়াই বিভ্রান্ত হইও না; সঙ্গ করিয়া দেখিও, হয় ত সেই বিষয়িবেশীর ভিতরেও পুণ্ডরীকের ন্যায় মহা-প্রেমিক দেখিতে পাইবে।

২০২।১।১৩-১৪।—'সেবক……ধন'—ভৃত্যবর্গ যে—যেই, ভাগ্যে, সংবরণ করিল—তাঁহাকে নিবারণ করিল, অথবা, সামগ্রীগুলি লুকাইয়া

রাখিল, তাই, সকলে অর্থাৎ সমগ্র সামগ্রীর মধ্যে সচরাচর ব্যবহারের উপযুক্ত, ধন—সামগ্রী, রহিল—থাকিয়া গেল।

২০২।২।৩।—'এড়াইলুঁ পরম-সঙ্কটে'—ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে রক্ষা পাইলাম।

২০২।২।৮।—'প্রকাশিয়া…উদয়'—পুণ্ডরীকের ভক্তির, উদয়—আতিশয্য বা আবির্ভাব, প্রকাশ করিলে—দেখাইলে।

২০২।২।১০। — 'চিত্তের প্রসাদ' — অর্থাৎ পুণ্ডরীকের মনের প্রসন্নতা।

২০২।২।১৮।—'দীক্ষা… …তানে'—তানে—তাঁহার সমীপে অর্থাৎ পুণ্ডরীকের নিকটে, দীক্ষাগ্রহণের কথা, মুকুন্দের নিকট, নিবেদন করিলেন।

২০৩।১।৩।—'ব্যবহার ঠাকুরাল'—বিষয়ীর ন্যায় আচরণ এবং প্রভুত্বপ্রিয়তা। অথবা ব্যবহারিক বা বাহ্যিক ঐশ্বর্য্যপ্রিয়তা।

২০৩।১।৭-৮।—'বিষ্ণু……উচিত'—সচরাচর লোকে বৃদ্ধবয়সে যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে, যাহা সচরাচর বৃদ্ধদিগেরই মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, শৈশবেই যে ইঁহার বৃদ্ধদিগের মত সেই বিষ্ণুভক্তি ও বিরক্তির উদয় হইয়াছে, ইহা মাধবমিশ্রের বংশধরের উপযুক্ত বটে।

২০৩।১।৯।—'ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর'—ঈশ্বরের অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের অনুচর হইয়া সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করেন।

২০২।১।২৪।—'অনন্ত…অন্তর'—প্রভুর হৃদয়ে যে হর্ষের উদয় হইল, সে হর্ষের অন্ত নাই—সীমা নাই।

২০৪।১।৬।—'তবে…বোলে'—মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া, ডাকি—ডাক পাড়িয়া অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে, 'হরি হরি' বলিতে লাগিলেন।

২০৪।১।২০।—'প্রভু চিনি'—অর্থাৎ ইনিই মহাপ্রভু, এইরূপ চিনিতে পারিয়া।

২০৪।১।২০।—'অদ্বৈত … নমস্কার'—অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ; সুতরাং পুণ্ডরীক সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই প্রণাম করিলেন।

২০৪।২।১৫।—'ভক্তির এই সীমা'—ইহাই তাঁহার ভক্তির চূড়ান্ত পরিচায়ক।

২০৪।২।১-৭।— 'এই…তান'—এই অংশ দেখিয়া বোধ হয় যে, গ্রন্থকার শ্রীবৃন্দাবনদাস পুণ্ডরীকবিদ্যানিধিকে দেখেন নাই।

২০৫।১।১৭।—'নিত্যানন্দ … মাতা'—মাতা যেরূপ পুত্রের লালন পালন করেন, মালিনীদেবীও শ্রীনিত্যানন্দের সেইরূপ সেবা করিতেন।

২০৫।২।৬।—'আমাতে প্রমাণ' অর্থাৎ ইহাই আমার নিশ্চয়—ধ্রুব বিশ্বাস।

২০৪।২।২২।—'সম্বরণ'—গোপন।

২০৬।২।১৬।—'ক্ষুধা বড় করে'—অর্থাৎ বড় ক্ষুধা পাইতেছে।

২০৬।২।২২।—'তোমার……বড়' অর্থাৎ তোমার ঘরে যে শ্রীবিগ্রহ রহিয়াছেন, ইনি বড়ই প্রত্যক্ষ—বড়ই জাগ্রত।

২০৭।১।১১।—'আমার…ভিক্ষা'—এই অংশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীনিত্যানন্দ তখন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী ব্যতীত আর কাহারও ত ভোজনে 'ভিক্ষা' শব্দের প্রয়োগ হয় না।

২০৭।২।২।—'সেই'—অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের।

২০৭।২।৪।—'ত্রিভাগ…হাসে'—অর্থাৎ বিশ্বরূপ ত পূর্ব্বেই সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া ভিক্ষার অধিকারী হইয়াছেন, সন্ন্যাসী ও ভিক্ষার অধিকারী নিত্যানন্দ শচীদেবীর হৃদয়ে সেই বিশ্বরূপের

স্থান অধিকার করিয়াছেন, আর মহাপ্রভুও শীঘ্রই সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া ভিক্ষার অধিকারী হইবেন, এইরূপে শচীদেবীর সংসারে ভিক্ষাকার্য্য এক্ষণে তিনভাগে বিভক্ত হইল, মনে মনে এই রহস্যব্যাপার অবগত হইয়াই বোধ হয়, উভয়ে হাস্য করিতে লাগিলেন।

২০৭।১।১১।—'আপনার···হৃদয়ে'—আপনার বধূ অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীকে, পুত্রের হৃদয়ে দেখেন। লক্ষ্মীদেবী শ্রীবিষ্ণুর হৃদয়ে স্বর্ণরেখারূপে অবস্থান করেন। শচীদেবী সেই লক্ষ্মীকেই দেখিলেন। তাঁহার পুত্রে ও বিষ্ণুতে যে ভেদ নাই।

২০৮।২।৮।—'রাম-ভাবে'—বলরাম-ভাবে।

২০৯।১।১০।—'হরি······ উঠিল'—শ্রীচৈতন্যের সমস্ত আপ্তবর্গের মধ্যে মঙ্গলময় হরিধ্বনি উত্থিত হইল।

২০৯।১।১১-১২।—'জয়···বিলাস'—ভগবানের সহিত তাঁহার ভক্তবর্গের বিলাস বা লীলারঙ্গ চলিতেছে, সেই সঙ্গে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশও জয়-লাভ করিয়া উঠিতেছে। বাস্তবিক ভক্ত, ও ভগবানের সম্মিলনে লীলারঙ্গের যতই নব নব রূপ অভিব্যক্ত হইতে থাকে, কৃষ্ণভক্তিও ততই আপনার উচ্চ হইতে উচ্চতম মূর্ত্তি প্রকটন করিতে থাকেন।

২০৯।১।১৫।—'নির্ব্বন্ধিত করহ সকল'—সকল অর্থাৎ সকলে, নির্ব্বন্ধিত কর অর্থাৎ বাঁধাবাঁধি নিয়ম কর।

২০৯।১।২০।—'পরার্থে······প্রাণ'—তোমরা-সভার অর্থাৎ তোমাদিগের সকলেরই, ধন প্রাণ যাহা কিছু, সে সমস্তই, পরার্থে—পরের প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত। সুতরাং, তোমরা সেই পর-প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত,—সমগ্র জগতের উদ্ধার-সাধনের জন্য, শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন কর।

২০৯।১।২৪।—'ভবন'—অর্থাৎ ভবনে।

২১০।১।৪।—'এই·········অপার'—শচীমাতা অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে এই কথা বলেন।

২১০।১।১০।—'না জানিলে'—তিনি আছাড় খাইতেছেন, ইহা জানিতে না পারিলে।

২১০।১।১৫।—'শ্রীহরিবাসরে'—শ্রীএকাদশীতে।

২১০।১।১৪।—'বিকারে'—স্তম্ভ-স্বেদ-কম্প-অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার প্রকটন পূর্ব্বক। স্তম্ভ-স্বেদাদির বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীভক্তি রসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণবিভাগ, ৩য় লহরী দ্রষ্টব্য।'

২১১।১।৬।—'অঙ্গব্রহ্মাণ্ডের ভর'—অঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গে, ব্রহ্মাণ্ডের ভর—আবির্ভাব—আবেশ (যেমন ভূতের ভর) হয়। অথবা, অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের ভর হয় অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় ভারযুক্ত হইয়া উঠে।

২১১।২৯ ১০।—'আচার্য্য····চোরা'— এস্থলে আচার্য্যপ্রভু মহাপ্রভুকে 'চোরা' অর্থাৎ চোর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। সম্বোধনটি ঠিকই হইয়াছে। তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনলীলার চৌর্য্যবৃত্তি ত আর কাহারও অবিদিত নাই? তথাপি শ্রীব্রজ-মণ্ডলে তাঁহার চৌর্য্যবিদ্যার 'হাতে খড়ি' হই-য়াছে মাত্র। কিন্তু এ লীলায় তিনি একটী পাকা চোরই হইয়াছে। চুরির সামগ্রীও ত আর সামান্য নহে,—সে যে ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম! এই চুরির দায়েই ত তাঁহাকে কালরূপ ঢাকিতে হইয়াছে। শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার এই চুরির কথা জগতে প্রচার করিয়া দিয়াছেন—"অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী, রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ। রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্, স দেবশ্চৈতন্যাকৃতি-রতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥" (স্তবমালা, শ্রীচৈতন্যের ২য় স্তব, ৩য় শ্লোক)।

২১২।১।৬—'জানুগতি চলে'—হামাগুড়ি দেয়।

২১২।১।৭।—'কর-মুরলীর ছন্দ'—করে মুরলীর ছাঁদে। অর্থাৎ হাতে বাঁশী নাই, অথচ হাতের ভাবে বোধ হয়, ঠিক যেন বাঁশী বাজ ইতে ছেন, এই ভাবে।

২১২।২।৮।—'চৌদিগের···নাশ'—২২ পৃষ্ঠা ৭ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২১২।২।২৫-২৬।—এই অংশ দেখিয়া বোধ হয়, শ্রীবৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর প্রকটলীলাকালে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

২১৩।।১-২।—'কলিযুগে ··· ব্যাসসুতে'—ব্যাসতনয় শুকদেব, তার—কলিযুগের, এই অভিপ্রায় অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া জীবের উদ্ধারসাধন করিবেন, ইহা জানিয়াই, শ্রীমদ্ভাগবতমধ্যে (১১।৫ ; ১২।৩ প্রভৃতি স্থানে) কলিযুগের প্রশংসা করিয়াছেন।

২১৩।১।৮।—'কতি···রূপ'—শঙ্খ চক্র ও গদাপদ্মে সুশোভিত শ্রীমূর্ত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইলেন !

২১৩।১।২৫।—'অধম ······ বাখানে'—অর্থাৎ অধমজনের—নীচজনের সভায়, অতি অধম অর্থাৎ মন্দ অর্থ ব্যাখ্যা করে।

২১৩।২।৫।—'চৈতন্য'—জ্ঞান।

২১৩।২।৯-১০।—'আপাদ···করিয়া'—নিছনিশব্দের নানা অর্থ ;—বালাই, আরতি, বরণ করা প্রভৃতি। অর্থ যেরূপই হউক, মূলে কিন্তু সকলই এক বলিয়া বোধ হয়। কেন না, 'নির্ম্মঞ্ছন'-শব্দ হইতেই নিছনির উৎপত্তি। নির্ম্মঞ্ছনের প্রচলিত অর্থ—বরণ বা আরতি। আরতির সময় দেবমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ লক্ষ্য করিয়া দীপ, শঙ্খ প্রভৃতি ঘুরাণো হইয়া থাকে। বরণের সময়েও দেবতা বা বরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করিয়া বিবিধ হস্তসঞ্চালনসহকারে বরণডালার সমস্ত সামগ্রী ঘুরাণো হয়। কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এই আরতি বা বরণ করার চরমলক্ষ্য হইতেছে,—বালাই বা অমঙ্গল দূর করা। সুতরাং, 'নিছনি' শব্দটি কোথাও বা সাক্ষাৎসম্বন্ধে আরতি প্রভৃতি অর্থে, কোথাও বা ফলিত অর্থ লইয়া বালাই প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'নিছিয়া' এই শব্দটি নির্ম্মঞ্ছন বা নিছনি-শব্দ হইতেই জাত। অতএব, এস্থানের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীচৈতন্যের আপাদমস্তক তৃণ দ্বারা নির্ম্মঞ্ছন করিয়া অর্থাৎ এইরূপ কার্য্য দ্বারা শ্রীচৈতন্যের সমস্ত আপাদ্-বালাই দূর করিয়া, সেই তৃণ আপন মস্তকে রাখিয়া, ভ্রূকুটীসহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যের সমস্ত আপদ্-বালাই আমিই মস্তক পাতিয়া লইতেছি, মস্তকে তৃণস্থাপনের ইহাই উদ্দেশ্য। যথা,—"এমন পিয়ার কথা, কি পুছসি রে সখি, পরাণ নিছিয়া তারে দিয়ে। গড়ের কুটাগাছি, শিরে ঠেকাইয়া, আলাই-বালাই তার নিয়ে॥" বিদ্যাপতি, কাব্যবিশারদ, ২য় সংস্করণ, ২১০ পৃষ্ঠা দেখুন।

২১৩।২।১১-১২।—'অদ্বৈতের···হাস'—নিত্যানন্দ ও গদাধর অদ্বৈততত্ত্ব জানিতেন বলিয়াই হাস্য করিলেন, কিন্তু অপর সকলেই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার আচরণে ভীত হইলেন।

২১৩।২।২২।—'স্বভাব হইতে'—স্বাভাবিক অবস্থা হইতে।

২১৪।১।১৮।—'না···কিসে'—অন্যকথা দূরে থাকুক, আপনার দেহ কোথায়,—আছে কি না আছে, তাহাই জানেন না।

২১৪।২।২১।—'কালি হউ'—কল্য হউক অর্থাৎ প্রাতঃকাল হউক।

২১৪।২।২২।—'কাঁকালি ··· জনে'—প্রত্যেক লোকের কোমরে বাঁধিয়া লইয়া যাইব।

২১৪।২।২৪।—'চিরন্তন'—চির প্রচলিত প্রথা।

২১৫।১।১।—'করোঁ কার্য্য'—প্রতিকার করিব।

২১৫।১।১৫।—'আত্মা বিনা সাক্ষাৎ করিয়া'—পরমাত্মবস্তুর সাক্ষাৎকার না করিয়া।

২১৪।১।১৭।—'নিরঞ্জন'—যিনি সকলের মধ্যে অবস্থান করিয়াও কিছুতেই লিপ্ত হন না,—পরব্রহ্ম।

২১৫।১।১৯।—'পরেরে চর্চ্চিয়া'—পরচর্চ্চা করিয়া।

২১৫।১।২২।—'সে···কিসে'—কেমন করিয়া তাহাদিগকে বলি যে, 'তাহারা সুকৃতি'।

২১৫।১।২৪।—'সেই গণ'—অর্থাৎ শ্রীবাস-পণ্ডিত প্রভৃতির দলের লোক।

২১৫।২।১-।২—'কোন·· ধ্যান'—ইহা কোন জপ নহে, কোন তপস্যা নহে, কোন তত্ত্বজ্ঞানও নহে যে, যাহা দেখিলে না বলিয়া দুঃখ করিবার কিছু আছে। ইহার অপেক্ষা নিজকর্ম্ম ধ্যান করা—আপন আপন কর্ম্মে মনোনিবেশ করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। এস তাহাই করি।

২১৫।২।২।—'পরিহাসে'—পরিহাস করিব বলিয়া।

২১৫।২।৮।—'বাজয়ে' — অর্থাৎ গোলমাল করে।

২১৫।২।১৪।—'পণ্ডিত লইয়া'—পণ্ডিত অর্থাৎ শ্রীবাসপণ্ডিতকে লইয়া।

২১৫।২। ৬।—'দুর্গোৎসবে···হুড়াহুড়ী'—দুর্গোৎসবের ন্যায় 'সাড়ি' (সারি) গান এবং হুড়াহুড়ী হইতেছে। পূর্ব্বকালে দুর্গোৎসব উপলক্ষে এই 'সাড়ি' গান সর্ব্বত্রই হইত; এখনও পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে হইয়া থাকে! প্রধানতঃ নৌকার উপরেই দুই দলে বাদাবাদি করিয়া এই গান গীত হয়।

২১৬।১।২।—'করিবে কবল'—১৯।১।২৪ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৬।১।১২।—'শ্রান্তি···কলেবর'—সকলেরই শরীর ভগবানের স্বরূপশক্তির সারাংশ শুদ্ধসত্ত্বে গঠিত। সুতরাং, কেহই শ্রান্তি অনুভব করেন নাই। প্রাকৃত উপাদানে দেহ গঠিত হইলে, তাঁহারা নিশ্চয়ই পরিশ্রান্ত হইতেন।

২১৬।২।২৬।—'স্মঙরে গোসাঞি'—ঈশ্বরস্মরণ করেন।

২১৭।১।১।—'কয় ভয়-বাণী'—ভয়ে ভয়ে কথা কহে।

২১৭।১।১২।—'হরিষে···দাসে'—এই অংশ দেখিলে বোধ হয়, প্রভুকে তাম্বূলপ্রদানের অধিকার একমাত্র গদাধরেরই নহে; অন্যেরও আছে।

২১৭।১।১৪।—'অন্তর-গম্ভীর হই'—অর্থাৎ অন্তরে গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া।

২১৭।২।২।—'তদূর্দ্ধ হইতে'—তাহার উর্দ্ধ হইতে অর্থাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিয়া তদপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিতে।

২১৭।২।১০।—'ঐশ্বর্য্য করি' — ঈশ্বর-ভাব প্রকাশ করিয়া।

২১৭।২।১৫।—'লখিতে ··করে'—প্রভু এরূপ মায়াবিস্তার করেন যে, সাধারণ লোকে তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলিয়া বুঝিতে পারে না।

২১৮।২।৮।—'হইলেন সর্ব্ব-অবতার'—মৎস্য-কূর্ম্মাদি সকল অবতারেরই মূর্ত্তি ও ভাব প্রকট করিলেন।

২১৮।২।১১।—রাজরাজেশ্বর-অভিষেক'— এই অভিষেকের কথা ২১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। অভিষেক-শব্দের অর্থ—স্নান।

২১৯।১।১৫।—'অভিষেক শুনি'—অভিষেকের গান শুনিয়া।

২১৯।১।২১।—'শেষে...দিয়া'— চতুঃসমের মধ্যে যে পরিমাণে কর্পূর আছে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কর্পূর থাকাতেই বোধ হয় কর্পূর' শব্দ পুনর্লিখিত হইয়াছে। শ্রীগরুড়পুরাণে 'চতুঃসমের' এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে।— "কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু। কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাৎ চতুঃসমম্॥" অর্থাৎ দুইভাগ মৃগনাভি, চারিভাগ চন্দন তিনভাগ কুঙ্কুম (জাফরাণ) এবং শশী অর্থাৎ কর্পূর একভাগ একত্রিত করিয়া 'চতুঃসম' নামক গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৬।১১৫)।

২১৯।২।২।— 'পড়িয়া ... স্নান'— এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, শ্রীবাসাদি ভক্তগণ স্বতন্ত্র মন্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনা করেন নাই; প্রত্যুত শ্রীবিষ্ণুপূজায় বিহিত বৈদিকমন্ত্রেই করিয়াছেন। পুরুষসূক্ত—"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" প্রভৃতি কতিপয় বৈদিক মন্ত্র।

২১৯।২।১৬-১৯। — 'যার...ভয়' — অর্থাৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রদান করিবার পাত্র প্রায় নাই বলিয়া, ধ্যানযোগেও যাহার চরণকমলে বিন্দুপরিমিত-জল প্রদান করিলে যমদণ্ডভয় থাকে না।

২১৯।২।২২।—'এই ফল'—অর্থাৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রভুর সেবা।

২২০।১।৬।—'বসিলেন...উপরি'— নিজখট্টা অর্থাৎ বিষ্ণুখট্টা। এই অংশ দ্বারাও বুঝিতে হইবে যে, শ্রীবিষ্ণুতে ও শ্রীচৈতন্যে ভেদ নাই।

২২০।১।৮।—'কোন ভাগ্যবন্ত'—কেহ কেহ বলেন যে, এই ভাগ্যবান ব্যক্তি শ্রীনরহরি সরকার। শ্রীবৃন্দাবনদাসের সহিত প্রীতি না থাকায় এস্থলে তাঁহার নাম উল্লিখিত হয় নাই। আমরা এই বাক্যটিকে সম্পূর্ণ অমূলক বা ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করি। কেন না, "চারিদিগে ভক্তগণ চামর ঢুলায়" (৩১৪।১।১৪) ইত্যাদি বাক্য পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, একমাত্র নরহরিই চামরব্যজনের অধিকারী নহেন; অন্যান্য ভক্তও ছিলেন। সুতরাং ওরূপ কল্পিত অর্থের ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া মহাজননিন্দাপাপে লিপ্ত হইবার প্রয়োজন কি?

২২০।১।১৮।— 'দশাক্ষর...মন্ত্রে' — ইহাতেও বুঝিতে হইবে যে, মহাপ্রভুর পূজার স্বতন্ত্র মন্ত্র নাই।

২২০।২।৫।—'গুপ্তবাসী' — যিনি গুপ্তভাবে বাস করেন।

২২০।২।৬।— 'ভক্ত হেতু প্রকট বিলাসী'— গুপ্তবাসী হইলেও, যিনি ভক্তের জন্য,—ভক্তের আনন্দ-সমৃদ্ধি-সম্পাদন-মানসে, প্রকট অর্থাৎ সাধারণের গোচর হইয়া বিলাস বা লীলা করেন।

২২১।১।১০।— 'ষড়ঙ্গ-মন্ত্রে'— ১৯২।১।২৩ ব্যাখ্যা দেখুন।

২২১।২।১।—'মেওয়া ফিরা' পাঠের পরিবর্ত্তে 'মায়াফিরা' বা 'মায়াফুয়া' পাঠই হইবে বোধ হয়। শ্রীলোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শেষখণ্ডের প্রথমেই জিয়ড় নৃসিংহের প্রসঙ্গ মধ্যে উক্ত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অর্থ সম্ভবত 'শশা'।

২২১।২।২৩-২৪ —'অবুধ...ইহা' — মূর্খ পড়ুয়া ভক্তিযোগ জানে না বলিয়া, বস্করে— বল্গিয়া বেড়ায় অর্থাৎ নাচিয়া কুঁদিয়া বৃথা আস্ফালন করিয়া বেড়ায়; সুতরাং শ্রীবাস যে কি জন্য

ক্রন্দন কারন—শ্রীবাসের ক্রন্দন করিবার প্রকৃত কারণ যে কি, তাহা বুঝিল না।

২২৩।২।৬।—'প্রকাশ-বিধান'—অর্থাৎ আমার প্রকাশকার্য্য। এস্থলে মহাপ্রভুর অভিপ্রায় এই যে, শ্রীধর এতদিন আমার ঐশ্বর রূপ দর্শন করে নাই, আজ সে আমার ঐশ্বর রূপ দর্শন করুক।

২২৩।২।১৯। —'সদায়'— অর্থাৎ সওদায়। সওদা—বাণিজ্য। সওদায়—বাণিজ্যলব্ধ অর্থে।

২২৩।২।২০।— 'এই...পরীক্ষা' — অনবরত দারিদ্র্যের কঠোর কষাঘাতে, ক্ষতবিক্ষত হইয়াও যে ভগবানের সেবার জন্য এইরূপ আকিঞ্চন ও আগ্রহ,—ভগবানের সেবার জন্য আপনার কৃচ্ছ্র-লব্ধ অর্থের এইরূপ আনন্দময় উৎসর্গ, এই সকল লক্ষণেই প্রকৃত বিষ্ণুভক্তের পরীক্ষা হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই সকল লক্ষণ দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইনি প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত। অথবা—দারিদ্র্যের জ্বালাময় অনলে দগ্ধবিদগ্ধ হইয়া সময়ে সময়ে অনেকানেক হৃদয়বান্ ব্যক্তিও ঘোর স্বার্থপর হইয়াছেন,—চোর হইয়াছেন, দস্যু হইয়াছেন, নাস্তিক হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত বিষ্ণু ভক্তের পরীক্ষা দারিদ্র্যে। বিষ্ণুভক্ত দারিদ্র্যের কর্কশভাব অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আপনার মতি অবিচলিত রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, আর কোনরূপ সদুপায়ে কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন হইলে, সেই অর্থের কতটুকু কেমন করিয়া তাঁহারই সেবায় উৎসর্গ করিবেন, সেই চিন্তায় সর্ব্বদাই ব্যাকুল রহেন। এইরূপে ভক্তকে পরীক্ষা করিবার জন্য—এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা জগতে ভক্তের মহামহিমা বিস্তার করিবার জন্য, ভগবান্ মধ্যে মধ্যে আপনার প্রিয়তম সামগ্রী ভক্তকে দারিদ্র্যের দুরন্ত যন্ত্রণাযন্ত্রে নিষ্পেষিত করিতে কুণ্ঠিত হন না।

২২৩।২।২২।—'যার...বাহির' —যে সামগ্রীর যে মূল্য বলে, তাহার বাহির হয় না অর্থাৎ তাহার তঞ্চক হয় না,—কম বা বেশী গ্রহণ করে না,—এককথায় বিক্রয় করে।

২২৪।১।৪।— 'দীঘল আহ্বানে'— দীর্ঘস্বরে, উচ্চৈস্বরে।

২২৪।২।২৩।—'ত্রিকচ্ছ বসন' আহ্নিকতত্ত্ব প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে দেখা যায়,—"এককচ্ছো দ্বিকচ্ছশ্চ মুক্তকচ্ছস্তথৈব চ। একবাসা বিবাসাশ্চ নগ্নঃ পঞ্চবিধ. স্মৃতঃ॥" এক কাছা দুই কাছা (কাছা ও কোঁচা), কাছা-খোলা, এক কাপড় পরা ও কাপড় না পরা, এই পাঁচ প্রকার নগ্ন বা ন্যাংটা। তাই ত্রিকচ্ছ বা কাছা কোঁচা ও কোঁচার ডগা বাম কক্ষে গুজিয়া কাপড় না পরিলে দেবপূজাদি কিছুই করিতে পারা যায় না। সুতরাং ঐরূপ বসন পরিধানই উচিত।

২২৪।২।২৪।— 'প্রকৃতে'— স্বভাবতঃ (সংস্কৃত—প্রকৃত্যা)।

২২৪।২।২৫-২৬।—'শুভ্র ...কলেবরে'—শুভ্র যজ্ঞসূত্র তাঁহার শরীর বেষ্টন করিয়া শোভা পাইতেছে; বোধ হইতেছে, যেন অনন্তনাগ সূক্ষ্মরূপে তাঁহার শরীর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

২২৫।১।১৪।—'তার পিতা'—সেই গঙ্গার জনক অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান। গঙ্গা যে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা।

২২৫।২।১।—'এই...আছে' — শ্রীচৈতন্যপ্রভু শ্রীধরের সহিত এইরূপ কলহলীলা করিবেন এইরূপ নিরূপিত আছে।

২২৫।২।৫।—'সেহ'—সেই শ্রীধরও।

২২৫।২।১০-১৮।— 'তমাল... সুন্দরী'—এতদ্দ্বারা কি ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায় না যে, শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শনই শ্রীগৌরাঙ্গের তাত্ত্বিক দর্শন। শ্রীকবিরাজ-

গোস্বামীও তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নানা-স্থানে এই মতেরই পোষকতা করিয়াছেন। আমরা কিন্তু গ্রন্থবাহুল্যভয়ে একটির অধিক পোষক বচন প্রদর্শন করিতে পারিলাম না বচনটি এই,—"ভট্ট কহে তাঁর কৃপালেশ হয় যাঁরে। সে-ই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি লৈতে পারে॥" (মধ্যলীলা, ১১শ পরিচ্ছেদ)।

২২৫।২।২৫।—'কোন্ ...... শকতি'—নাথ! আমি অতি মন্দবুদ্ধি; আমি তোমার স্তুতিই বা কি জানি; আর এ ছার ব্যক্তির স্তব করিবার শক্তিই বা কি আছে।

২২৬।১।৪।—'নবদ্বীপ-পুরন্দর'—নবদ্বীপের ইন্দ্র অর্থাৎ ঈশ্বর।

২২৬।১।১৯। ... 'তুমি...সব'—অর্থাৎ তুমি স্বয়ংই বা এ সকল হইতে যাইবে কেন, এ সকল যে তোমারই অধীন।

২২৬।১।২৪-২৫।...'যে.. পুরন্দরে'—এই অংশ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য একই বস্তু।

২২৬।২।৭।—'অনন্ত...মনে'—অর্থাৎ কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডনিবাসী যাঁহাকে মনে মনে বহন করে—অর্থাৎ কেবল ধ্যানযোগেই মস্তকে রাখিয়া পূজা করে।

২২৬।২।২৬।—'কুবের-কুমারে'—অর্থাৎ নল-কুবর ও মণিগ্রীবকে। (ভা০ ১০।১০ দ্রষ্টব্য)।

২২৭।১।১৯।—'এতেকে...হইল,—অর্থাৎ এত প্রলোভনেও তোমরে বুদ্ধি বিচলিত হইল না বলিয়া।

২২৭।২।৩-৪।—'অহঙ্কার ...পাছে' অর্থাৎ যাহারা বিষয়ে আসক্তিনিবন্ধন অহঙ্কার করে এবং সেই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া জীবের দ্রোহাচরণ করিয়া থাকে, তাহারা জানে না যে, পাছে অর্থাৎ পরিণামে তাহাদিগকে অধঃপতন-রূপ ফলভোগ করিতে হইবে।

২২৮।১।৭।—'মাগহ নিজ কার্য্য'—তুমি কি করিতে চাও, তাহা বল অর্থাৎ নিজ অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা কর।

২২৮।১।১৫।—'মহাপাত্র'—রাজার প্রধান কর্ম্মচারিবিশেষ। এস্থলে, শ্রীচৈতন্যপ্রভু মহা-প্রকাশলীলায় নৃপতির ন্যায় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতিকে মহাপাত্র বলাই সঙ্গত হইয়াছে।

২২৮।২।৬—'আপন...বানর'—আপন প্রকৃতি —আপনার স্বভাব অর্থাৎ আপনাকে যেন বানর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

২২৮।২।১১।—'সীতাচোরা'—রাবণ।

২২৯।১।২০।—'অবতার'—অর্থাৎ অবতারে।

২২৯।২।১৯।—'নাহি লেখ'—লিখিয়া রাখ না—মনে করিয়া রাখিবার আবশ্যক বিবেচনা কর না অর্থাৎ তাহা গ্রাহ্য কর না। লোক অতি প্রয়ো-জনীয় বিষয়ই লিখিয়া রাখে, পাছে ভুলিয়া যায়।

২২৯।২।২০।—'মনে ভাল দেখ'—কিসে তাহা-দিগের ভাল হইবে, তাহা মনে মনে চিন্তা কর।

২২৯।২।২১।—'না করোঁ মুঞি বল'—আমি আমার বল বা বীর্য্য প্রকাশ করিতে পারি না।

২২৯।২।২২।—'তোমা লাগি'—তোমার সঙ্ক-ল্পের নিমিত্ত—অর্থাৎ তুমি তাহাদিগের শুভানু-সন্ধান বা হিতাকাঙ্ক্ষা কর বলিয়া।

২৩০।১৮-৯।—শ্রীকৃষ্ণের অনলভক্ষণ—ব্রজে দাবানলভক্ষণাদি স্থলে এবং ভক্তের কৈঙ্কর্য্য—পাণ্ডবগণের দৌত্য ও সারথ্য প্রভৃতি স্থলে বুঝিতে হইবে।

২৩০।১।১৩।—'সেই...দোষ' অর্থাৎ ইহা

দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সেই সকল পাপিষ্ঠের দৈবদোষ অর্থাৎ দুরদৃষ্টের সঞ্চার হইয়াছে।

২৩০।২।৩—'সর্ব্ব-জাতি-বহিষ্কৃত'—সকল জাতের বাহিরে। এটী দৈন্যোক্তি মাত্র।

২৩০।২।১০।—'নরেন্দ্রেরে পাড়'—রাজা হইলেও তাহাকে নিপাত কর।

২৩০।২।১৯-২২।—'কোন...তারিয়া'—কোন্ স্থানে, কোন্ সময়ে, কি অবস্থায় ডাকিনীগণ, পার্ব্বতীকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আর ভগবান্ কি ভাবে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত বহু অনুসন্ধানেও আপাততঃ স্থির হইয়া উঠিল না।

২৩০।২।৬৩।—'পাপ'—অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ পাপস্বরূপ।

২৩১।১।৩।—'দুর্ব্বাসার ভয়ে'—"যো নো জুগোপ বন এত্য দুরন্তকৃচ্ছ্রাৎ" ইত্যাদি ভা০ ১।১৫।১১ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩১।১।২০।—'ভক্ত স্মরণ-সম্পদ'—স্মরণই ভক্তগণের সম্পত্তি।

২৩১।২।২৬।—'বিনি-অপরাধে'—আমার প্রতি এবং আমার ভক্ত বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ নাই বলিয়া।

২৩২।১।৭-৮।—'যে...মরে'—এ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ যথা;—"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥" (পদ্যাবলী, ১১৫ শ্লোক)।

২৩২।১।১।—'দ্বিধা'—দ্বিভাব, সন্দেহ।

২৩৩।১।৯-১২।...'সম্প্রদায়...পাঠ'—শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ, সাকারবাদের শ্রেষ্ঠত্ব জানিয়া শুনিয়াও, কেবল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্তই মন্দ পাঠ অর্থাৎ নিরাকারবাদ-প্রতিপাদক "সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তৎ" পাঠ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি আজ অকপটহৃদয়েই তোমাকে কহিতেছি, এই পাঠ প্রকৃত নহে, ইহার পরিবর্ত্তে "সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ" পাঠই প্রকৃত।

সাকারবাদ সংস্থাপিত না হইলে, ভক্তির সাম্রাজ্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই নিমিত্তই মহাপ্রভু, 'ভক্তির উপদেষ্টা' বলিয়াই যাঁহার নাম 'আচার্য্য', সেই অদ্বৈতপ্রভুকে গীতার প্রকৃত পাঠ কথনচ্ছলে সাকারবাদ সংস্থাপন বা ভক্তির রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। গ্রন্থকার স্বয়ংই একথা পরে (২৩৪।২।২৫-২৬) বলিতেছেন,—"অদ্বৈতেরে বলিয়া গীতার সত্য পাঠ। বিশ্বম্ভর মুকাইল ভক্তির কপাট॥"

"সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তৎ" পাঠ স্বীকার করিলে যে সাকারপর ব্যাখ্যা একেবারেই হইতে পারে না, তাহা নহে; তবে উক্ত পাঠে নিরাকারবাদিগণ স্বমতপোষক ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন, কিন্তু "সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ" পাঠে নিরাকারপর ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

"সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ" পাঠ স্বীকার করিলে কিরূপে স্পষ্টাভিধানে সাকারপর ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহার নিদর্শন, বহু অনুসন্ধানের পরে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-মতাবলম্বী মহাত্মা রাঘবেন্দ্রযতি কর্ত্তৃক বিরচিত গীতাবিবৃতিতে পাওয়া গিয়াছে। সুধীবৃন্দের অবগতির নিমিত্ত তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—"সর্ব্বত্র দেশে স্থিতং তৎ ব্রহ্ম, পাণিপাদাক্ষিশিরঃপ্রভৃত্যবয়বোপেতং সৎ, লোকে সর্ব্বং বস্তু ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ইতি।" ৺শ্যামলাল

গোস্বামী প্রভুর সম্পাদিত ষট্সন্দর্ভের অন্তর্গত ভগবৎসন্দর্ভের ৯৩পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আমরা পূর্ব্ব সংস্করণ সম্পাদনের সময় কএকখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে "সর্ব্বতঃপাণিপাদান্তং" পাঠ দেখিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সংগৃহীত শ্রীগীতার কোন একটি সংস্করণে উক্ত পাঠ না দেখায় এবং কোন টীকাকার উক্ত পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা না করায়, বিশেষত অস্মৎ-সম্প্রদায়ী শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির ভাষ্য-টীকায় উক্ত পাঠের ব্যাখ্যা দেখিতে না পাওয়ায়, আমরা মূলমধ্যে উক্ত পাঠ ধরি নাই, পাঠান্তররূপে বিন্যস্ত করাও আবশ্যক মনে করি নাই। কিন্তু পূর্ব্ব সংস্করণ প্রকাশের পর আরও অনেকগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে "সর্ব্বতঃ-পাণিপাদান্তং" পাঠ দেখিতে পাইয়াছি। শ্রীমদ্-বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের শ্রীগীতাগ্রন্থের ও ভাষ্য-ব্যাখ্যায় উক্ত "সর্ব্বতঃপাণিপাদান্তং" পাঠ ও উক্ত পাঠের ব্যাখ্যা দেখিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে,—"সর্ব্বতঃপাণিপাদান্তং" পাঠই প্রকৃত। তাঁহাদের ব্যাখ্যা এই, —"তৎ সাকারং নিরাকারং বা, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বতঃপাণি-পাদান্তমিতি। সাকারমেব; সর্ব্বত্র প্রদেশে পাণয়ঃ পাদা অন্তা যস্য—গতিকৃতিলক্ষণে ক্রিয়ে সর্ব্বত্র, 'অন্ত'-পদেন স্বেচ্ছয়া পরিচ্ছেদাবভানং চ উক্তম্। সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্' ইতি—জ্ঞান-প্রধাম্ভোভোগাশ্চ সর্ব্বত্র চোক্তাঃ। নামপ্রপঞ্চার্থ-মাহ,—'সর্ব্বতঃশ্রুতিমল্লোকে' ইতি,—সর্ব্বতঃ শৃণোতি ইত্যর্থঃ। এতাদৃশস্য পরিচ্ছেদঃ সম্ভবিষ্যতীত্যাহ,—'সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি' ইতি।" ইত্যাদি। এখন কোন্ পাঠ যে প্রকৃত, তাহা সুধীবৃন্দের বিবেচ্য।

২৩৩।২।১১-১২।—'বেদে... বচন'—বেদের কোন স্থানে কর্ম্মকাণ্ডের প্রশংসা, কোথাও বা জ্ঞানকাণ্ডের স্তুতি ইত্যাদি কারণ বশত বেদের তাৎপর্য্য অতি দুর্জ্ঞেয়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বাক্যও এইরূপই দুর্ব্বোধ। কেন না, তাঁহার মুখে কখনও জ্ঞানের প্রশংসা, কখনও বা ভক্তির স্তুতি প্রভৃতি শুনিতে পাওয়া যায়।

২৩৪।১।১৭।—'শির...দশানন'—রাবণ যেরূপ মস্তকচ্ছেদন করিয়া শিবের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন।

২৩৪।২।২১। —'প্রভুর...জানে'—শ্রীঅদ্বৈত যে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের অলঙ্কারস্বরূপ, তাহা জানে না।

২৩৫।২।২৬।—'পাদপদ্ম তার সাক্ষী'—উক্ত বিষয়ে তোমার পাদপদ্ম সাক্ষী করিয়া কহিতেছি।

২৩৭।১।৪-৫।—'ভক্তি...মুখে'—আমি যখন এই তুচ্ছ মুখে ভক্তি মানিলাম না, তখন আপনাকে দর্শন করিলেই বা কি হইবে? আমি ভক্তিশূন্য; আমি কি তাহাতে সুখ পাইব? কখনই নহে।

২৩৭।১।১৪-১৬—'অভিষেকে...জ্যোতির্ধাম'—সপ্তসমুদ্রের সলিলাদি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া যাঁহারা 'রাজরাজেশ্বর' নাম ধারণ করিয়াছেন, সেই পরমতেজস্বী নরেন্দ্রগণ তোমাকে দর্শন করিলেন।

২৩৭।১।২৫।—'হিরণ্য'—অর্থাৎ হিরণ্যাক্ষ।

২৩৭।২।১।—'তার ভাই'—হিরণ্যাক্ষের ভাই অর্থাৎ হিরণ্যকশিপু।

২৩৬।২।১৭।—'নিরাশ্রয়ে'—আশ্রয়শূন্য হইয়া অর্থাৎ তিনি সকলের আশ্রয়, কিন্তু তাঁহার আশ্রয় কেহই নাই, এইভাবে।

২৩৭।২।২৪।—'নাহি বাসেন প্রকাশ'—বিকাশ প্রসন্নতা লাভ করেন না।

২৩৭।২।২৬।—'সবে...বিক্ষেপে'—অর্থাৎ এই

সামান্য অপরাধই তাঁহার চিত্তবিক্ষেপের প্রতি কারণ বা চিত্তচাঞ্চল্যের হেতুভূত।

২৩৮।১।১।—'নারদের বাক্যে' ভা০ ১।৫ দেখুন।

২৩৮।১।১৭।—'বেদমুখে বলিয়াছি'—বেদ-দ্বারা অভিব্যক্ত করিয়াছি।

২৩৮।১।২১।—রাজা আইনের সৃষ্টিকর্ত্তা। পুরাতন আইন বদলাইয়া নূতন আইন করিবার শক্তি রাজারই আছে। বেদের বিধিগুলি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রাজা ভগবানের আইন। ভগবান্ মনে করিলেই পুরাতন বিধি পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন বিধি স্থাপন করিতে পারেন। এই নিমিত্তই বলিলেন "সর্ব্ব...অধিকারে"।

২৩৮।২।১।—'রজকেও'—অর্থাৎ কংসরাজার রজক। 'মাগিল' অর্থাৎ আমি বস্ত্র প্রার্থনা করিলাম।

২৩৮।২।২।—'তথাপি ... নাক্রি' — অর্থাৎ কংসের রজক আমার সুদুর্লভ দর্শন লাভ করিল; কেবলই যে দর্শন লাভ করিল, তাহা নহে, আমি তাহার নিকট যাচ্ঞা পর্যন্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইলাম না, কিন্তু তবুও সে বঞ্চিত হইল। কেন না, সে আধারে প্রেম ছিল না।

২৩৮।২।১৭-১৮।—'আমার...মহান্ত'—অর্থাৎ আমি যেমন তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি, সকল মহান্তও তোমার প্রতি এইরূপ হউন অর্থাৎ তাঁহারাও তোমাকে আমার মত ভালবাসুন।

২৩৯।১।৭।—'অতিমহামহোদার'—অতি মহা-মহা-উদার অর্থাৎ যাঁহার অপেক্ষা উদার হৃদয় আর কাহারও নাই।

২৩৯।১।৯-১০।—'যার ... অবতার'—যাঁহার নিজ ইষ্টদেবতা যেপ্রকার, তিনি মহাপ্রভুকে সেই অবতারমূর্ত্তিতে দেখিতে লাগিলেন।

২৩৯।১।১৫।—'দেহ-মন-নির্ব্বিশেষে'—অনেক সময় দেখা যায়,—কেহ হয় ত আমার দাসত্বে নিযুক্ত রহিয়াছে;—কিন্তু সে দাসত্ব, হয় ত কেবল তাহার দেহের দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে, অথচ মনের দ্বারা সে অন্যের—স্ত্রী-পুত্রাদির দাসত্ব করিতেছে। কিন্তু এরূপ দাস আমার প্রকৃত দাস নহে। যিনি, যেমন দেহ দিয়া, তেমনই মন দিয়া, আমার সেবা করেন, তিনিই প্রকৃত দাস। তাই বলিলেন—"দেহ-মন" ইত্যাদি।

২৩৯।১।২০।—'স্বধর্ম্মেতে নাহি নড়ে' স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় না।

২৩৯।১।২১।—'পরিগ্রহ কিছুই না লয়'—কিছুতেই পত্নীগ্রহণ করে না। অথবা, দারপরি-গ্রহের কোন ধার ধারে না—তাহার দিক্ দিয়াও যায় না। পাঠান্তর—'বিগ্রহ কিছুই নাহি লয়'—অর্থাৎ কোনপ্রকার বিগ্রহ বা দেবমূর্ত্তি মানে না—নিরাকারবাদী।

২৩৯।২।২—'মাথা মুণ্ডাইয়া'—অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইয়া।

২৩৯।২।৯।—'দুষ্কৃতির...নহে'—পুণ্যবান ও পাপিষ্ঠ, উভয়েরই পুষ্করিণী খনন করাইতে আয়াস ও অর্থব্যয় সমান। কিন্তু পুণ্যাত্মার নিখাত সরোবর কখনও শুষ্ক হয় না; আর দুষ্কৃতি বা পাপিব্যক্তি যে সরোবর খনন করায়, তাহাতে হয় ত জলই দেখা দেয় না, যদি বা অল্পপরিমাণে দেখা দেয়, তাহাও দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া যায়। এই প্রকার ভক্তি-হীন ভট্টাচার্য্যগণ নিজ নিজ দুষ্কৃতির ফলে প্রভুর প্রেমবিন্দুলাভে বঞ্চিত হইয়াছিল। প্রভুর প্রেমের বন্যায় নবদ্বীপ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, কেবল তাহাদিগেরই হৃদয় বিশুষ্ক রহিয়া গেল।

২৩৯।২।২৪।—'আজ্ঞা হইল সভারে'—সকলকে লইবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন।

২৩৯।২।২৬।— 'কোটি-চান্দ-শারদ-মুখের'—শরৎকালীন কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর মুখের।

২৪০।১।২৩-২৬।— 'চৈতন্যের... প্রকাশ'—শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতির যেরূপ 'চৈতন্যভক্ত' বলিয়া খ্যাতি ছিল, শ্রীনিত্যানন্দের সেরূপ ছিল না। শ্রীচৈতন্য যে বস্তু, শ্রীনিত্যানন্দও সে-ই বস্তু। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি তৃণের ন্যায় নীচের নীচ হইয়া, দিবানিশি আপনাকে 'চৈতন্যের দাস' বলিয়া ঘোষণা করিতেন—অন্য কোনরূপ পরিচয় প্রদান করিতেন না।

২৪০।২।৩।—'আমার প্রভুর'— অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দের।

২৪০।২।২২।—ভাগবতধর্ম্মের বিশেষ তত্ত্ব ভা০ ১১।২ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

২৪০।২।২৫।—'কেহো'—অর্থাৎ যাহার রসনা পিত্তরোগে দূষিত হইয়াছে।

২৪১।২।১৬।—'চৈতন্যের... কহে'—অর্থাৎ "সর্ব্বমতে সম্বরণ করিবা আপনে" (২০৫।২।২২) ইত্যাদি বাক্যে শ্রীচৈতন্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া, শ্রীবাস ও শ্রীবাসপত্নী শ্রীনিত্যানন্দের অচিন্ত্য প্রভাবের কথা কাহারও নিকটে ব্যক্ত করিতেন না।

২৪২।১।৭।—'অন্নবৃষ্টি কর অবতার'—অন্নবৃষ্টির অবতার কর অর্থাৎ ভাত ছড়াও। যাহা খাইলে আর খাইতে হয় না বা ক্ষুধার উদ্রেক হয় না, তাহাই জীবের প্রকৃত 'অন্ন'। সেই অন্নই—প্রেম। সুতরাং এ স্থলে অন্নবৃষ্টি-শব্দের শ্লিষ্ট অর্থ হইতেছে—প্রেমবৃষ্টি। সব ঘরে—সকলের ঘরে অর্থাৎ জাতিবিচার না করিয়া।

২৪২।১।৯।—'এ...আমারে'—তুমি এই অছিলায় আমাকে ঘরে ভাত খাইতে দিবে না। শ্লিষ্টার্থ—তোমার হৃদয়ের নিগূঢ় প্রেমে আমায় বঞ্চিত করিবে।

২৪২।১।১৮।—'প্রভু চাহি'—মহাপ্রভুর দিকে চাহিয়া।

২৪২।২৪।—'শিক্ষায় ...দিগবাস' — মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে যে শিক্ষা প্রদান করিলেন, সেই শিক্ষার প্রসাদে, সকলে তাঁহার দিগম্বরভাব দেখিতে পাইলেন। কেন না, মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন বলিয়াই নিত্যানন্দ আনন্দে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন ও দিগম্বর হইয়া পড়িলেন। এ শিক্ষা বা উপদেশের প্রসঙ্গ না হইলে ত আর নিত্যানন্দের সে আনন্দের উচ্ছ্বাস হইত না,—তিনি দিগম্বর হইয়াও পড়িতেন না। গ্রন্থকার তাই বলিয়াছেন—"শিক্ষার প্রসাদে" ইত্যাদি।

২৪২।২।১৮।—'অপহার'—অর্থাৎ অপহৃত।

২৪৩।১।১৫।—মৃত গুরুপুত্র আনয়নের বিষয় ভা০ ১০।৪৫ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

২৪৩।১।২৮।— 'কেমন প্রকাশ' — অর্থাৎ ইহাতে তোমার প্রভাবের পরিচয় আর অধিক কি প্রকাশ পাইয়াছে?

২৪৩।২।১।—কালিন্দীর বিবাহের বিবরণ ভা০ ১০।৫৮ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

২৪৩।২।২৪।—'নিরবধি...করে'—শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং নিরন্তর নিত্যানন্দের রক্ষাবিধান করেন।

২৪৪।১।১০।—'কাহারো'— কাহারও সম্বন্ধে অর্থাৎ কাহাকেও।

২৪৪।১।১৫-১৬।—'ইহা কেনে করি'—ইহা করই বা কেন? অর্থাৎ তোমার গমনের কারণ কি?

২৪৪।১।১৭-২৪।—প্রভুদ্বয়ের এই কথোপকথনের গূঢ়মর্ম্ম উদ্ঘাটন তাঁহাদিগের প্রকৃত কৃপা-

পাত্র ব্যতিরেকে অন্যের পক্ষে সেরূপ সহজ-সাধ্য নহে।

২৪৫।২।১।—'গঙ্গাও...পলায়ন'—এমন কোন পাপী নাই, যে পাপীর সংস্পর্শে পতিতপাবনী গঙ্গাও মলিন হইয়া যান, কিন্তু নিত্যানন্দনিন্দক এতদূর পাপিষ্ঠ যে, তাহার সংস্পর্শে মলিন হইব ভাবিয়া, গঙ্গাও তাহাকে দেখিয়া পলায়ন করেন।

২৪৫।২।১১।—'অনন্তের ভাবে'—শ্রীহরির শয্যাস্বরূপ শেষনাগের ভাবে।

২৪৬।১।৪।—'মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন'—অর্থাৎ পরিপূর্ণ করিয়া মাল্য দিলেন।

২৪৬।১।১৩-১৪।— 'চৈতন্যের... সম্মতি' — শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের রসে সর্ব্বদা বিভোর হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং সেই চৈতন্যদেব যাহা বলেন বা যাহা করেন, তাহার সমস্তই শ্রীনিত্যানন্দের অভিমত।

২৪৭।২।৩।— 'হাথে তিন তালি দিয়া'—এ ভাবটি দৃঢ়তাব্যঞ্জক। অর্থাৎ তিনসত্য করিয়া।

২৪৮।১৩-৪।—'লোকের...চরিত'— অর্থাৎ সাধারণ লোকে তাঁহাকে পূর্ব্বে যে ভাবে দেখিত, এখনও তাঁহাকে সেই ভাবে কেবল 'নিমাই-পণ্ডিত' বলিয়াই দেখে, আর কিছুই দেখিতে পায় না।

২৪৮।১।৬।—'এই মত'—যেমন পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

২৪৮।১।৮।—'বাহির...লুকায়'—কিন্তু সেবক-বৃন্দের মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া আসিলে সর্ব্বতোভাবে আত্মগোপন করেন।

২৪৯।১।৪।—'ক্ষিপ্ত মন্ত্র-দোষে' — অর্থাৎ কাহারও মন্ত্রতন্ত্রের প্রভাবে পাগল হইয়াছে।

২৪৯।১।১১।—'চোর চর'— চোরের চর বা দূত।

২৪৯।১।১২।—'ছলা...ঘর'—এই এক হরি-নামের অছিলা করিয়া ঘরে ঘরে খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছে, দেখিতেছে,— কাহার ঘরে কোথায় কি আছে।

২৪৯।১।১৩।—'এমত...সুজনে'—যদি ইহারা সুজন হইত, তাহা হইলে নির্জ্জনে ভগবদ্ভজন বা তাহার উপদেশ প্রদান করিত; অতএব ইহারা নিশ্চয়ই দুর্জ্জন, নচেৎ এমন প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে কেন? সুজন হইলে লোকের কাছে এমন জাহির করিয়া বেড়াইতে যাইবে কেন?

২৪৯।২।৬।—'চকার বকার শব্দ'— অর্থাৎ চোপরাও ব্যাটা প্রভৃতি শিষ্টজনবিগর্হিত অকথ্য শব্দ।

২৫০।১।২০।—'এ ... প্রকাশ'—এই দুইজনে যদি চৈতন্যের প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানের সঞ্চার করিতে পারি। অথবা, যদি এই দুইজনকে চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত—জ্ঞানোদ্ভাসিত করিতে পারি। অথবা, যদি এই দুইজনের অন্তরে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব প্রকাশিত করিতে পারি।

২৫০।২।৪। —'তবে মোরে লেখি'—তবে আমাকে লিখিয়া রাখি অর্থাৎ মনুষ্যমধ্যে গণনা করি।

২৫০।২।১০।—'এ... প্রতিকার'— ইহলোকে কেহ কোনপ্রকার চৌর্য্যাদি অপরাধ করিয়া রাজদণ্ড লাভ করিলে, সেই অপরাধ ও তজ্জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। এইরূপ পর-লোকেও যমদণ্ড লাভ করিলে, লোকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু জগাই-মাধাইয়ের পাপের মাত্রা এত অধিক যে, যমঘরে সর্ব্বপ্রকার যমদণ্ড ভোগ করিয়াও তাহাদিগের পাপের প্রতিকার হয় না,—তাহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র যমালয় ও স্বতন্ত্র যমদণ্ড সৃষ্টি করিতে হয়।

২৫০।২।১৬।—'আপনে কহিলা'— অর্থাৎ ২২৯ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে।

২৫০।২।১৯।—'পুরাণে'—শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।২)।

২৫১।১।৭-৮।—'বলিবার...বীর'— আমাদিগের উপর বলিবার ভার আছে, আমরা বলিতে বিরত হইব না। তবে বলিলেও যখন কোন ব্যক্তি না লইবে—নামগ্রহণ না করিবে, সুতরাং আমাদিগের ক্ষুদ্র বীরত্ব যখন বিফল হইবে, তখন সেই মহাবীরের কথা; তখন সেই ধর্ম্মরাজ্যের—প্রেমরাজ্যের মহাবীর শ্রীচৈতন্য আপনিই আপনার কার্য্য সাধন করিবেন।

২৫১।১।১৯।—'ব্রহ্ম...নাই'—যাহার অর্থাৎ যে দুইজনের, ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যার অন্ত নাই অর্থাৎ তাহারা যে কত গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে, তাহার সীমা নাই।

২৫১।২।১৫।—'ভাল হইল বৈষ্ণব'—খুব বৈষ্ণব হওয়া গেল!

২৫১।২।২০।—'প্রাণ-অবশেষ—অর্থাৎ প্রাণান্ত।

২৫১।২।২৪।—'দেখিতে'—দেখিয়া।

২৫২।১।১।—'খানি...পাছে'—একবার একটুখানি পেছন দিকে ফিরে থাক দেখি? 'হের দেখ' শব্দটি এস্থানে সম্বোধনরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। চলিত কথাতেও লোকে বলে "হ্যা গা অমুক"।

২৫২।১।২২।—'মদের ...রড়ারড়ি' — অর্থাৎ দুই দস্যু মদের ঝোঁকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল।

২৫৪।— 'দশ-বিশের গমনে' — অর্থাৎ দশকুড়িজন জোট বাঁধিয়া যাইলে।

২৫৫।২।১৫।—'এক-জীব'—এক-আত্মা।

২৫৫।২।১৬।—'এক-পুণ্য এক-পাপ'—উভয়ের পুণ্য ও পাপ পৃথক্ নহে, এক।

২৫৬।১।৫।—'তাহা...অপরাধ'—তাহা হইতে অর্থাৎ সেই সকল অসুর অপেক্ষাও তোর অপরাধ গুরুতর।

২৫৬।১।১২।—'বিদিত...কান্ত'—আপনি এখন বিদিত হইলেন অর্থাৎ সকলে আপনাকে চিনিতে পারিয়াছে। সুতরাং কাহার নিকটে আর আপনাকে লুকাইয়া রাখিবেন?

২৫৬।১।২৩।—'বৃক্ষ...তুমিই'—জড় বৃক্ষদ্বারা কৃপা প্রকাশ কর না কেন, সে শক্তিও তুমিই—অর্থাৎ যাহারই দ্বারা কৃপাপ্রকাশ কর না কেন, সে সকল শক্তি অনন্তশক্তিসম্পন্ন তোমারই শক্তি।—মাধাইকে উদ্ধার করিতে পারি, এমন শক্তি আমার নিজের কিছুই নাই, যদি করিতে হয়, তবে তোমার শক্তির দ্বারাই করিতে হইবে।

২৫৬।২।২৪।—'বুঝি... বিশ্বম্ভরে'—প্রভু বিশ্বম্ভর, উক্তরূপ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া, ভক্তগণের প্রতি আজ্ঞা করিলেন।

২৫৭।১।২২।—'দস্যু'—অর্থাৎ দস্যুকে।

২৫৭।২।৮।—'।ম্ভর-ধর'—যিনি বিশ্বম্ভরকে ধারণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শয্যাদি নানা রূপে শ্রীচৈতন্যের সেবা করেন বলিয়াই তাঁহাকে 'বিশ্বম্ভরধর' বলা হইয়াছে।

২৫৭।২।৯।—'নিজনাম-বিনোদ আচার্য্য'—যিনি আপনার নামে আপনি আনন্দিত হন ও জগজ্জীবকে আনন্দিত করেন এবং যিনি আচার্য্য অর্থাৎ উপদেষ্টা। ভাবার্থ,—যিনি স্বয়ং শ্রীহরি, হরিনামে মাতোয়ারা এবং জগজ্জীবকে সেই হরিনাম কীর্ত্তনের উপদেশ প্রদান করেন।

২৫৭।২।১৫।—'রাজপণ্ডিতদুহিতা-প্রাণেশ্বর—রাজপণ্ডিতের অর্থাৎ শ্রীসনাতনমিশ্রের দুহিতার কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণেশ্বর—পতি।

২৫৭।২।১৭-২২।—এই অংশের প্রত্যেক পদ্যের

প্রথম চরণে শ্রীচৈতন্যের এবং দ্বিতীয় চরণে শ্রীনিত্যানন্দের স্তব বর্ণিত হইয়াছে।

২৫৮।১।১২।— 'অল্পত্ব পাইল' — ছোট হইয়া গেল।

২৫৮।১ ১৮।—'আমি-দুই' — আমাদের দুই জনকে।

২৫৮।১।১৬।—'আমরা দুইজনে' — আমাদের দুইজনের সহিত অজামিলের।

২৫৮।১।১৮। — 'চারি মহাজন'— চারিজন বিষ্ণুদূত। (ভা০ ৬ স্ক০ ১—৩ অ০ দ্রষ্টব্য।)

২৫৮।১।২৩।—'এবে... বলবন্ত' —এই অংশ হইতেও স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যাহাতে প্রভুর লীলা বর্ণিত আছে, তাহাই 'বেদ'।

২৫৮।১।২৬।—'নির্লক্ষ্য-উদ্ধার'—যে উদ্ধারের মধ্যে, যে সকল সাধনাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উদ্ধার করা যাইতে পারে, এমন কিছুই নাই। অর্থাৎ অহৈতুক উদ্ধার।

২৫৮।২।৭।— 'দেখিতে'— অর্থাৎ দেখিতে দেখিতে।

২৫৮।২।১৩।— গজরাজের স্তব শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় এবং মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, দানধর্ম্ম, ১৪৯ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

২৫৮।২।১৫-২০।—'দৈবে...সংসারে'— দৈবে—ভাগ্যবিষয়ে, পূতনা, অঘ, বক প্রভৃতি অসুরগণ উপমার স্থান অধিকার করিতে পারে না অর্থাৎ আমরা যে সৌভাগ্যলাভ করিয়াছি, সে সৌভাগ্যের উপমা ইহাদিগের সহিত হইতেই পারে না। প্রভো! তোমার পাতকী-উদ্ধারের চূড়ান্ত সীমাও ইহারা কেহ হইতে পারে না। সে সীমা বরং আমরাই। দেখুন, যদিও তাহারা অসুরদেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য গতি লাভ করিল, কিন্তু তাহাদিগের সেই গতি দেখিবার শক্তি বেদ ভিন্ন আর কাহারও নাই। অর্থাৎ তাহাদিগের সেই উদ্ধারের কথা—শাস্ত্রেরই বর্ণনীয় বিষয় হইয়া রহিল, কেহ দেখিতে পাইল না। কিন্তু আপনারা এই পাতকিদ্বয়ের প্রতি যে কৃপা প্রকাশ করিলেন, তাহা সংসারের সকল লোকই সাক্ষাতে দর্শন করিল।

২৫৯।১।২০।—'নিত্যানন্দ...নিশ্চয়' — কিন্তু এ যা হইল, নিশ্চয় জানিও, সে কেবল নিত্যানন্দের কৃপায়।

২৫৯।১।—'কালা... পাতকে' —এই দুই জনের পাপের ভার বহন করিয়া, দেখ, আমি কৃষ্ণকায় হইয়া গিয়াছি।

২৫৯।২।৪।—'যাউক নিন্দকে'— নিন্দাকারী ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হউক।

২৫৯।২।২২। — 'বৈষ্ণব... ঠাঞি'—বৈষ্ণবনিন্দকের জন্য কুম্ভীপাকনরকে স্থান নিরূপিত করিয়া দিলেন অর্থাৎ মহাপ্রভু জগাই-মাধাইয়ের সেই ভীষণ পাপ বৈষ্ণবনিন্দকজনে সঞ্চারিত করায়, ফলে ইহাই হইল যে, যাহারা বৈষ্ণবের নিন্দা করিবে, তাহাদিগকেই সেই ভীষণ পাপের ভার মস্তকে বহন করিতে করিতে নরকে নিমগ্ন হইতে হইবে।

২৬০।১।৬।—'তথাপি...জ্ঞান'—তথাপি সকলেরই ইহা বোধ হইতে লাগিল যে, অঙ্গ অতি নির্ম্মল।

২৬০।১।১৬।— 'মুঞি...মার'— অহঙ্কারভরে 'আমি করি' 'আমি বলি' ইত্যাদি বলিয়া মহামার অর্থাৎ আত্মবিনাশ প্রাপ্ত হয়।

২৬০।১ ২৩-২৬।— 'অনন্ত... সমর্পণ'—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মধু বা রসনাতৃপ্তিকর যত সুমধুর খাদ্যসামগ্রী অথবা আনন্দের সামগ্রী আছে, শ্রীকৃষ্ণের মুখে অর্পণ করিলেই তাহা প্রেমরসে

পরিণত হইয়া যায়। এই জন্যই শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—"যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ। তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥" (ভা০১১।১১।৪১)। যাহা আপনার প্রিয় বস্তু, যিনি সেই প্রিয়বস্তুর কণিকামাত্র এই জগাই-মাধাইকে প্রদান করিবেন, তিনি তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখেই মধু অর্পণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণকে আপনার সমুদায় প্রিয়বস্তু নিবেদন করিবার যে ফল, ইহাদিগকে সেই প্রিয়বস্তুর কণিকামাত্র অর্পণ করিবারও সে-ই ফল।

২৬০।২।৬।— 'বল···মহাবল' — মহাবলশালী বলরাম। যেরূপ 'ভামা' বা 'সত্যা' বলিলে 'সত্যভামাকে' বুঝায় ও 'ভীম' বলিলে 'ভীমসেনকে' বুঝায়, সেইরূপ 'বল' বা 'রাম' বলিলে 'বলরাম'কেই বুঝাইয়া থাকে।

২৬০।২।১৬।—'দেই ভঙ্গ'— ভঙ্গ দেয় অর্থাৎ পলায়ন করে।

২৬১।১।২৩।—'সম্ভ্রম পাইয়া'—অদ্বৈতাচার্য্যের ভয় বা অজ্ঞতার অবকাশ লাভ করিয়া অর্থাৎ সূত্র (ছুতো) বা সুবিধা পাইয়া।

২৬১।২।৫।—স্তবপক্ষে ব্যাখ্যা যথা—মাতালিয়া অর্থাৎ প্রেম-মদিরা পানে উন্মত্ত। ব্রহ্মবধিয়া—ব্রহ্মহত্যাকারী অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম বা বেদের অধিকার অতিক্রম করিয়াছেন। ইনি কি কভু সন্ন্যাসী নহেন? অর্থাৎ ইনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। পশ্চিমার—ব্রজবাসীর। ঈশ্বরের মাতা, পিতা, গুরু, কুল, জন্ম ও জাতিই বা কি, আর তাহা কে-ই বা জানে? অবধূত—বর্ণাশ্রমচিহ্ন-শূন্য বা বেদবাহ্য অর্থাৎ মায়াধিকারে অবস্থিত বদ্ধজীবগণই বর্ণাশ্রমের বেষ্টনে অবস্থান করে, মায়াতীত পরমেশ্বর তাহাতে অবস্থান করেন না; পরমেশ্বরের নিকট বিধিই বা কি, আর নিষেধই বা কি?

২৬১।২।১০।—'তত্ত্ব কহে'—অর্থাৎ "সংহারিব সকল" পূর্ব্বোক্ত এই বাক্যদ্বারা তিনি যে সংহারকারী শিব, এই তত্ত্ব এবং ভগবানের অন্যান্য স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করেন।

২৬১।২।১১।—'রস-কলহের'—রসাত্মক প্রণয়-কলহের।

২৬১।২।১২।—'ভিন্ন···বন্দে'—দুইজনের পরস্পর প্রেম নাই, প্রত্যুত বিরোধ আছে, এইরূপ ভিন্নজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া, একের বন্দনা এবং অন্যের নিন্দা করে।

২৬২।১।১।—'জগাই-মাধাই'—অর্থাৎ জগাই-মাধাইকে।

২৬২।১।৮।—'নৈবেদ্যান্ন'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত অন্ন—শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ।

২৬২।১।৯।—'সর্ব্ব-ভাগবতেরে'—অর্থাৎ বলি-প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দকে। যথা—"বলির্বিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোঽর্জ্জুনঃ। প্রহ্লাদশ্চাম্বরীষশ্চ বসুর্বায়ুসুতঃ শিবঃ॥ বিষ্বক্সেনোদ্ধবাক্রূরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোঽয়ং সর্ব্বে গৃহ্ণন্তু বৈষ্ণবাঃ॥" (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৮।৮৮) এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দকে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ নিবেদন করিয়া ভোজন করিতে হয়।

২৬২।১।১৭। — 'প্রাকৃত-শব্দেও' — অর্থাৎ 'চল্‌তি' কথাতেও।

২৬২।২।১৮।—'শূলপাণি-সম যদি'—অর্থাৎ মহাদেবের তুল্যও কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যদি

২৬৩।২।৭।—'সহজ-করুণা-সিন্ধু'— সাধারণ লোকের অন্তরে করুণার সঞ্চার কখনও হয়, কখনও হয়ও না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যপ্রভু 'সহজ-

করুণা-সিন্ধু' — স্বাভাবিক করুণার সাগর। তাঁহার করুণা স্বতঃসিদ্ধ,—করুণার দ্বারাই তাঁহার দেহ গঠিত।

২৬৩।২।১২।—'শ্রবণে···লয়'—অর্থাৎ আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয় যেন তোমার যশ শ্রবণ করে এবং বদন যেন তোমার যশোগানে নিরত থাকে।

২৬৩।১।১৯।—'কিবা উপশম'—অর্থাৎ কি প্রকার দণ্ড প্রদান করিলে ইহাদিগের পাপের শান্তি হইবে?

২৬৫।১।২। — 'ভাগবতধর্ম্মের' — ভাগবত-ধর্ম্মের বিস্তৃত বিবরণ ভা০ ১১।২ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

২৬৫।২।৯।—'পতিতপাবন ধন্য বাণা'—অর্থাৎ তিনি যে পতিতকে পবিত্র করেন, প্রধানত ইহাতেই তাঁহার বাণা বা জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছে;—ধন্য সে জয়পতাকা। অথবা পতিত-পাবন বাণা ধন্য অর্থাৎ পতিতপাবন প্রভুর বাণা অর্থাৎ জয়পতাকা ধন্য।

২৬৫।২।১৭।—'মালসাট পুরি পুরি'—অর্থাৎ মল্লগণের ন্যায় ঘন ঘন বাহ্বাস্ফোটনাদি সহকারে আস্ফালন করিয়া।

২৫৬।১।১।—'মহামুখ্য'—পরমশ্রেষ্ঠ।

২৬৬।১।২।—'সকল'—অর্থাৎ সকলে।

২৬৬।১।৪। — 'ভক্তি-অধ্যাপনা' — অর্থাৎ ভক্তিশিক্ষা প্রদান।

২৬৬।১।১০।—'পাইয়া যশের সীমা'—অর্থাৎ জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারে ভগবানের কারুণ্য-শক্তির যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এতদিন আর কোথাও এরূপ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। দেবর্ষি নারদ তাঁহার এই করুণা সম্বন্ধিনী কীর্ত্তির চরম সীমা অবগত হইয়া।

২৬৬।১।১৭।—'আপনারে করে অনুতাপ'—অর্থাৎ হায়! আমি কেন প্রভুর পরিকর হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম না, আপনার অদৃষ্টের প্রতি এইরূপ তিরস্কার করিয়া অনুতাপ করেন।

২৬৬।১।১৯।—'সফল হইল ব্রহ্মশাপ'—ব্রাহ্মণ গৌতমের অভিশাপ সফল হইল। অর্থাৎ ইন্দ্র গৌতমের শাপেই সহস্রনয়ন লাভ করিয়াছিলেন;—সে নয়ন এতদিনে ধন্য হইল।

২৬৬।১।২২।—'বজ্র-সার'—বজ্র এবং সার অর্থাৎ বল।

২৬৬।২।৬।—'বিনতানন্দন'— বিনতার পুত্র গরুড়।

২৬৭।২।১-২।—'উদ্ধারিলা···দৃষ্টিপাত'—অর্থাৎ আপনি করুণা করিয়া যে প্রকারে এই ব্রাহ্মণ-বেশী দৈত্য জগাই ও মাধাই দুইজনকে উদ্ধার করিলেন, আমাদের সকলের প্রতিও সেইরূপ কৃপাদৃষ্টিপাত করুন।

২৬৮।১।৩ — নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া'—নিত্যানন্দকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ তাঁহার কাছে অপরাধী হইয়া।

২৬৮।১।৮।—'করে আত্মঘাত'—আপনাকে আপনি প্রহার করে।

২৬৮।২।৫। — 'কালিন্দীভেদন' — বলদেব কোন সময়ে কলিন্দনন্দিনী যমুনাকে বিহারার্থ আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'কালিন্দীভেদন'। ইহার বিশেষ বিবরণ ভা০ ১০।৬৫ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

২৬৮।২।৮।—'তোমারে ······ নাম'—যথা—শ্রীভাগবতে (৫।২৫।৬)'স এব ভগবাননন্তোঽনন্ত-গুণার্ণব আদিদেবঃ" ইত্যাদি। ইতিহাস-পুরাণাদিও বেদমধ্যে পরিগণিত। 'তত্ত্বসন্দর্ভ' গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণ ও ইতিহাসের বেদত্ব সবিশেষে প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিস্তার-ভয়ে এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

২৬৮।২।১১।—'পাষণ্ডক্ষয়'—পাষণ্ডের ক্ষয়কারী। 'রসিক'—রস-তত্ত্বজ্ঞ। 'আচার্য্য'—উপদেষ্টা।

২৬৮।২।১৪।—'ব্রহ্মাণ্ড'—অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডবাসী।

২৬৮।২।২৬।—'রেবতী বারুণী কান্তি'—ইঁহারা শ্রীবলদেবের শক্তি।

২৬৯।১।১৮-১৯।—ভা০ ৫।১৭ দ্রষ্টব্য। জীবন করিয়া—প্রাণ-তুল্য জ্ঞান করিয়া।

২৬৯।১।২২-২৩।—ভা০ ৬।১৬ দ্রষ্টব্য।

২৬৯।১।২৪-২৫।—ভা০ ১০।৭৯ দ্রষ্টব্য।

২৬৯।২।১।—'ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয়'—অর্থাৎ লক্ষ্মণাবতারে।

২৬৯।২।৭।—ভা০ ১০।৬৭ দ্রষ্টব্য। 'দ্বিবিদের' অর্থাৎ তন্নামক বানরের।

২৬৯।২।৯।—ভা০ ১০।৬১ দ্রষ্টব্য।

২৬৯।২।৭-৮।—ভা০ ১০।৭৮ দ্রষ্টব্য।

২৬৯।২।৯-১০।—ভা০ ১০।৬৮ দ্রষ্টব্য।

২৭০।১।১—'গো খর'—গো এবং গর্দ্দভ। 'গো-খর' এটি একপদ হইলে অর্থ হইবে, গো-গণের মধ্যেও খর—দারুণ অর্থাৎ অত্যন্ত অবিবেকী। অথবা, গোগণের তৃণাদিভার বহনের জন্য নিযুক্ত গর্দ্দভ অর্থাৎ গরু অপেক্ষাও অধম। কেন না, "স এব গো-খরঃ" (ভা০ ১০।৮৪।১৩) এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ ঐরূপ অর্থই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—"গোষ্বপি খরো দারুণোঽত্যবিবেকী। যদ্বা, গবাং তৃণাদিভার-বাহঃ গর্দ্দভঃ ইতি।"

২৭০।১।২৪—'অপরাধ মাগিয়ে'—অর্থাৎ স্বকৃত অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করি।

২৭০।২।৪।—'সজ্জ করহ'—সজ্জিত কর অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর।

২৭১।২।২০।—'বিচার করিল'—অর্থাৎ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল।

২৭২।২।১৮।—'অসর্ব্বজ্ঞ-হেন'—অর্থাৎ 'যেন কিছু জানেন না' এইরূপ ভাবে।

২৭২।২।১৯-২০।—'কিছু...মরোঁ'—আমি কি কিছু উপাধিক অর্থাৎ আরোপিত বা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য করিয়াছি? যদি করিয়া থাকি, তোমরা আমাকে বলিও, আমি যেন তখনই মরিয়া যাই। অর্থাৎ তোমাদিগকে অতিক্রম করিয়া,—তোমাদের কাছে অপরাধী হইয়া, আমার আর এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকিতে সাধ হয় না।

২৭৩।১।৭ —'গুরু...নিরন্তর'—শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী উভয়েই শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শ্রীচৈতন্যের দীক্ষা-গুরু। শ্রীঅদ্বৈত, গুরুর সতীর্থ বলিয়া, শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে গুরুবুদ্ধি করিতেন।

২৭৩।১।২০।—'ষড়ঙ্গ'—১৯১।২।২৩এর ব্যাখ্যা দেখুন। অথবা, 'ষড়ঙ্গ-বিহিত'—বেদবিহিত।

২৭৪।১।১৫।—'সুসত্য বচন'—অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈতই যে সাক্ষাৎ শঙ্কর, তিনিই যে শূল দ্বারা সকলই সংহার করেন, এইরূপ সুসত্য কথা। মথুরা-নিবাসী বৈষ্ণবটীও আর কেহ নহেন, শ্রীনন্দ-নন্দন। শ্রীনন্দনন্দনে ও শ্রীশচীনন্দনে যে কোন রূপ পার্থক্য নাই, তাহাও এই কথার দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

২৭৪।২।৬।—'চরণ-ধন-প্রাণ'—চরণ-রূপ ধন ও প্রাণ।

২৭৪।২।৮।—'কি করে'—অর্থাৎ অগত্যা স্বীকৃত হয়, কেন না তুমি প্রভু, আর তাঁহারা দাস। 'সেই আমি বলি'—আমিও তাহাই বলি,—আমারও সে-ই কথা।

২৭৪।২।১০।—'কি...চাও'—যাঁহারা দাস, তাঁহারা আর কি করিতে পারেন? তবে তুমি একবার আপনার বিষয় ভাবিয়া দেখ দেখি।

তাহা হইলে বোধ হয় আর ওরূপ করিতে চাহিবে না। কেন না,—"কি দায় চরণধূলি" ইত্যাদি।

২৭৫।২।১।—'বিবাস'—দিগম্বর।

২৭৫।২।১৮।—'শেষ পায়'—প্রসাদ ভক্ষণ করেন।

২৭৫।২।২৩।—'দামোদর'—'সুদামা' বিপ্রের নামান্তর। ভা০ ১০।৮০-৮১ দ্রষ্টব্য।

২৭৬।১।১১। — 'বল করি' — বলপ্রকাশ করিয়া, কাড়িয়া।

২৭৬।১।১২।—ভা০ ১০।৮১ দ্রষ্টব্য।

২৭৬।২।২০-২৬।—'মুদ্রার...দাস'— ধেনুমুদ্রা প্রভৃতি মুদ্রা প্রদর্শন ও বিহিত মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে ভগবানকে কোনও ভক্ষ্যবস্তু নিবেদন করিলে তিনি তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। ভগবান্ স্বয়ংই বেদরূপে এই বিধির প্রচার করিয়াছেন। কেহ এই বিধি অতিক্রম করিয়া কোনরূপ ভক্ষ্যবস্তু প্রদান করিলে, তিনি তাহার কিছুই গ্রহণ করেন না। কিন্তু তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা সাধারণ ব্যক্তির সমীপেই শোভা পায়, ভক্তের নিকটে নহে। ভক্তের সমীপে তাঁহার এ প্রতিজ্ঞা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। শুক্লাম্বরের তণ্ডুলভোজনই এ বিষয়ের সাক্ষী। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তিই সকল বিধির প্রাণ-স্বরূপ,—বিধি বা নিষেধ, সকলই ভক্তির অধীন।

২৭৭।১।১।—'ভক্তি...বেদব্যাস' — "স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥" (শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্ববিভাগ, ২য় লহরী, ৫ম পদ্ম-পুরাণীয় (উত্তরখণ্ড ৭২।১০০, পুনাসংস্করণ) শ্লোক (অস্মৎসম্পাদিত শ্রীলঘুভাগবতামৃত শ্রীকৃষ্ণামৃত ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি বচন দ্বারা মহর্ষি বেদব্যাস, একমাত্র ভক্তিকেই সকল বিধির মূল বা প্রাণ বলিয়াছেন।

২৭৭।১।৮।—'তার...বাসে'—তাহার পূজা বা তাহার ধন কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না।

২৭৭।২।২৫।—'ব্যবহারে...দম্ভময়'— প্রভু যখন লোকব্যবহারে নিরত থাকেন, তখন তাঁহাকে সাধারণ ব্যবহারী লোকে যেন দম্ভের মূর্ত্তি বলিয়া দেখে।

২৭৮।১।৯।—'অস্তু অস্তু'—হউক হউক।

২৭৮।২।১৫।—'সর্ব্ব...বাঢ়ায়'—অর্থাৎ ভক্তির মাহাত্ম্য যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব-প্রকারে সেইরূপ চেষ্টাই করিয়া থাকেন।

২৭৮।২.২১।—'ঠাকুর-বিষাদ'—ঠাকুরের অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের বিষাদ।

২৭৮।২.২২।—'কৌতুক'—অর্থাৎ কৌতুকে।

২৭৯।২।৩।—'নন্দনের'—অর্থাৎ নন্দনাচার্য্যের।

২৭৯।২।২৬।—'সুকৃতি...যোগায়'—এই অংশ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, একমাত্র গদা-ধরই প্রভুর তাম্বূলসেবার অধিকারী নহেন।

২৮০।১।২৭।—'আছিবারে আছে'—থাকি-বার, তাই আছে অর্থাৎ যাইবার হইলে যাইত।

২৮০।২।৪।—'মহা...কারণ'—অর্থাৎ এমন দুঃখের জীবন যাইলেই ভাল হইত, না যাইয়া রহিয়াছে কেন?

২৮০।২।৬।—'হও প্রসাদ-সংমুখ'—অনুগ্রহো-ন্মুখ হও অর্থাৎ আমাদিগের প্রতি কৃপা প্রকাশ কর।

২৮১।১।১১-১৮।—'রাজ ... করে'—রাজপাত্র অর্থাৎ রাজমন্ত্রী যখন রাজার সমীপে গমন করেন, তখন দ্বারপাল প্রতিহারী প্রভৃতি সকলেই তাঁহার

সমীপে আপনাদের জীবিকার জন্ত নিবেদন করে। রাজমন্ত্রী যদি রাজাকে জানাইয়া তাঁহার নিকট হইতে জীব্য (জীবিকা—বেতন) লইয়া তাহাদিগকে প্রদান করেন, তাহা হইলেই সেই দুয়ারী প্রহরিগণের সপরিবারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু যে সকল দ্বারী বা প্রতিহারী রাজমন্ত্রীর সমীপে আপনাদিগের অভাব অভিযোগের কথা নিবেদন করে, তাহারাই আবার রাজার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, সেই রাজমন্ত্রীরই মস্তকচ্ছেদন করিয়া থাকে। রাজা, যে মহাপাত্রের উপর সমস্ত রাজ্যভার প্রদান করিয়া থাকেন, অপরাধ হইলে, অতি শোচা—অতি সামান্ত ব্যক্তির হস্তদ্বারায় তিনি সেই মহাপাত্রের শাস্তিবিধান করিয়া থাকেন।

২৮২।২।১২। — 'অঙ্ক'—দশবিধ রূপক বা দৃশ্যকাব্যের অন্যতম। 'অঙ্কের বিধানে'—অঙ্ক-নামক দৃশ্যকাব্যের বিধি বা নিয়ম অনুসারে। দশবিধ দৃশ্যকাব্য ও অঙ্কের লক্ষণাদি 'সাহিত্যদর্পণ' ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

২৮৩।১।৫।—'গদাধর...কাচ'—গদাধর রুক্মিণীর বেশ পরিধান করিবেন অর্থাৎ রুক্মিণী সাজিবেন।

২৮৩।১।১২।—'পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ'—সিংহাসনে অবস্থিত গোপীনাথের শ্রীমূর্ত্তিই পাত্র অর্থাৎ প্রধান পাত্র বা নায়ক।

২৮৩। ।১৭।—'কপিবার চান্দোয়া কাটিয়া,—অর্থাৎ কপিবার-দেশীয় চাঁদোয়া কর্ত্তন করিয়া অর্থাৎ ছাঁটিয়া ছুটিয়া। কপিবার প্রদেশের বর্ত্তমান নাম—কাঠিবার বা কাঠিয়াবার। ইহা গুজরাটের অন্তর্গত। পূর্ব্বে এ প্রদেশে অতি উত্তম চন্দ্রাতপ হইত। কেহ কেহ পূর্ণিয়াপ্রদেশের অন্তর্গত 'কাটিহার'কেই এই 'কপিবার' শব্দে নির্দ্দেশ করেন। (??)

২৮৩।১।২৬।—'ইন্দ্রিয় ধরিতে'—ইন্দ্রিয়ের বেগ ধারণ করিতে বা জিতেন্দ্রিয় হইতে।

২৮৩।২।৫।—'সর্ব্বাগ্র...আচার্য্য' শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, সর্ব্বাগ্র অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে, ভূমিতে অঙ্ক দিলেন অর্থাৎ তিনি যে স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে মৃত্তিকার উপর একটী রেখা অঙ্কিত করিয়া এই ভাব প্রকাশ করিলেন যে, 'আমি মাটিতে আঁক কাটিয়া এই গণ্ডী দিলাম, আজি কখনই এ গণ্ডীর বাহির হইব না।'

২৮৩।২।২২।—'দেখিবার'—দেখিবার নিমিত্ত।

২৮৩।২।২৬।—'স্বকাচ কাচিতে'—আপন আপন উচিত বেশ পরিধান করিতে।

২৮৪।১।১০।—'সকল'—সর্ব্বত্র।

২৮৪।১।২১।—'কৃষ্ণ সভারে জাগায়'—সকলের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে জাগরূক করিয়া দেন।

২৮৪।২।২৩-২৪।—'বৈকুণ্ঠে ... নগরে'—এই অংশ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যিনিই শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গ। ১৮১ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভ অবশ্য দ্রষ্টব্য।

২৮৫।১।৫।—'নারদ-নিষ্ঠার বাক্য শুনি'—নিষ্ঠাশব্দের অর্থ 'নিতরাং স্থিতিঃ' অর্থাৎ অচল অটল ভাবে অবস্থান। নারদনিষ্ঠার বাক্য—অচল অটল হইয়া নারদের ভাবে অবস্থান করিবার মত বাক্য। অর্থাৎ শ্রীবাস এরূপ কথা কহিতেছেন যে, সেগুলি ঠিক নারদের নহে, এ কথা বলিবার যো নাই।

২৮৫।২।৩১।—'দূর...দুষ্কর'—অঙ্গের দুষ্কর (দুঃখপ্রদ) ত্রিবিধ অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা জনিত তাপ দূর হইল। অথবা, অঙ্গ! অর্থাৎ হে শ্রীকৃষ্ণ! আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখপ্রদ তাপ দূর হইল।

২৮৬।১।৫।—'কোন্ কুলবতী' হইতে 'মোর

বিবরণে' (২৮৬।২।২৬) পর্য্যন্ত পদ্যাংশ শ্রীমদ্ভাগবতীয় (১০।৫২।৩৮-৪৩) ছয়টী শ্লোকের অনুবাদ।

২৮৬।১।৯।—'কাল...পাই'—সময় পাইয়া অর্থাৎ বিবাহের অবসর পাইয়া। শ্রীমদ্ভাগবতের মূলশ্লোকস্থিত 'কালে' শব্দের অনুবাদই 'কাল পাই।' টীকাকার শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, "কালে—বিবাহাবসরে"।

২৮৬।১।১৪।—'তোর...বিলাসী'—সিংহস্বরূপ তোমার ভাগে বা ন্যায্য অংশে শিশুপালরূপী শৃগাল আসিয়া যেন বিলাস না করে, যেন বখ্‌রা বসাইয়া—ভোগদখল না করে অর্থাৎ শিশুপাল যেন আমাকে বিবাহ না করে।

২৮৬।১।২১।—'হেন আছে'—এইরূপ স্থির আছে।

২৮৬।১।২৫।—'চৈদ্য'—চেদিপতি শিশুপাল।

২৮৬।২।৩।—'বিনি বন্ধু বধি'—বন্ধুবধ না করিয়া।

২৮৬।২।১২।—'ব্রত'—উপবাসাদি।

২৮৭।১।৯।—'জানিবারে না জুয়ায়'—জানিবার যোগ্য নহে কি, জানিতে নাই কি?

২৮৭।১।১২।—'স্থান থানি তুমি দিবা'—থাকিবার স্থানটুকু তুমি দিবে কি, যে, জিজ্ঞাসা করিতেছ—'আজি কোথায় থাকিবে?'

২৮৭।১।১৩-১৪।—'গঙ্গাদাস...নড়'—গঙ্গাদাস বলিলেন, তোমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি শীঘ্র এই স্থান হইতে নড়—চলিয়া যাও। কেন না, তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি বড় কথার খুঁত ধরিয়া থাক।

২৮৭।২।১০—'মাধবনন্দন'—গদাধর।

২৮৮।১।১১—'যে রূপ'—মোহিনীরূপ। ভা০ ৮।১২ এবং শ্রীলঘুভাগবতামৃতের ৪৫ পৃষ্ঠায় বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

২৮৮।১।১৭-১৮।—'পরলোক...জানি'—যেন পরলোক হইতে জননী আগমন করিয়াছেন, আর তাঁহাকে লাভ করিয়া তাঁহার নন্দন-সব—পুত্রসকল, আপনা না জানি—আত্মহারা হইয়া বা আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া, আনন্দে' অর্থাৎ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।

২৮৮।১।২৭।—'বিদর্ভের বালা'—বিদর্ভরাজ-নন্দিনী-রুক্মিণী।

২৮৮।২।৬—'কাদম্বরী ... পান'—কাদম্বরী অর্থাৎ মদ্য পানে বিভোরা।

২৮৯।১।১৪।—'নাগরাজ'—অনন্ত।

২৮৯।১।২।—'ঠাকুর'—শ্রীচৈতন্য। 'গোপী নাথে'—তন্নামক শ্রীবিগ্রহকে।

২৮৯।২।৭।—'অন্য কে দিবেক সীমা'—অর্থাৎ অন্য কে তোমার মহিমার সীমা বা অন্ত নিরূপণ করিবে।

২৮৯।২।১৪।—'গুণত্রয়ময়ী'—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি।

২৮৯।২।২৬।—'ত্রিবিধ দুর্গতি'—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপ।

২৯০।১।১।—'তুমি...উদয়া'—তুমি বৈষ্ণবগণের শ্রদ্ধা এবং তোমার উদয় অর্থাৎ অস্তিত্ব সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে।

২৯০।২৪।-'ক্রোধকৃপা লাগি'—ক্রোধবিষয়ে কৃপা করিলেন বলিয়া অর্থাৎ কৃপাবশে ক্রোধ করিলেন না বলিয়া।

২৯০।২।৫।৬।—'এ...... ইহা'—এইপ্রকার বিষাদ ভাবিয়া অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে এইরূপ বিষাদের ভাব স্থান পাইলে, এ রঙ্গ অর্থাৎ এই লীলানন্দ, রহিবে অর্থাৎ বদ্ধমূল বা নিত্যস্থায়ী হইবে এই জন্যই গৌরচন্দ্র, বৈষ্ণববৃন্দের আপাতত দুঃখপ্রদ হইলেও, ইহা অর্থাৎ নিশার অব-

সান বা এই লীলার অবসান করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৩২ অধ্যায়, ২০ ও ২১ শ্লোকে যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত এই অংশের বেশ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে কহিতেছেন,—'আমি যে তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল 'ময়ি অনুবৃত্তিবৃত্তয়ে—সততপ্রেমপ্রকর্ষায়' অর্থাৎ আমার প্রতি তোমাদিগের প্রেমপ্রবাহ অবিরাম বহমান হইবে বলিয়া।" শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের তৃতীয় অঙ্কেও এইরূপ অঙ্ক-নামক দৃশ্যকাব্য অভিনয়ের পর এই ভাবেরই একটি কথা উপন্যস্ত হইয়াছে, যথা—"রসঃ সাবশেষ এব সুরসো ভবতীতি।"

২৯০।২।২৫।—'স্নিগ্ধ'—স্নেহযুক্ত।

২৯১।১।২০।—'ইচ্ছায় মিলায়'—ইচ্ছা-অনুসারেই মিলাইয়া দেন - সংহার করেন।

২৯১।১।২৫। — 'পাপী — ইহারা পাপী কেন ?—না, "নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থূল সূক্ষ্ম আছে। সব চৈতন্যের রূপ",—সুতরাং তাঁহাকে কেবল 'গোপী' বলিয়া নির্দেশ করিলে, সেই অসীম অনন্ত পুরুষের অসীম অনন্ত মূর্ত্তি—অসীম অনন্ত ভাব যেন কতকটা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই নিমিত্তই উক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে গ্রন্থকার পাপী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

২৯১।১।২৬।—'খাইয়া আপনা,—অর্থাৎ আপনার সর্ব্বনাশ করিয়া।

২৯১।২।১৯।— 'আচার্য্যরত্নের, — চন্দ্রশেখর আচার্য্যের। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উক্ত হইয়াছে—"লোকে যে নিধয়ঃ খ্যাতাঃ পদ্মশঙ্খাদয়ো নব। অত্রৈব নিধি-রত্নাখ্যগর্ভা জাতাঃ প্রভোঃ প্রিয়াঃ ॥ ১০২ ॥ শ্রীশ্রীনিধিশ্চ শ্রীগর্ভঃ কবিরত্নঃ সুধানিধিঃ। বিদ্যানিধির্গুণনিধী রত্নবাহুদ্বিজাগ্রণীঃ। শ্রীমান্ আচার্য্যরত্নশ্চ শ্রীরত্নাকরপণ্ডিতঃ ॥ ১০৩ ॥"

২৯২।১।১৪।— 'কৃষ্ণ...ভুবন' —সমগ্র জগৎ শ্রীকৃষ্ণময় দর্শন করেন। যিনি অনুক্ষণ যাহা চিন্তা করেন, তিনি সমস্ত সংসারেই সেই বস্তুই দেখিয়া থাকেন। ১৪৯।২।৮এর ব্যাখ্যা দেখুন।

২৯২।১।১৫।—'নাহি বাহ্য'— অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞান নাই।

২৯২।২।১৭।—'ভৃগুরে জিনিঞা'— ভৃগুমুনিকে জয় করিয়া। অর্থাৎ যে সময় ভৃগু ভগবানের বক্ষে পদাঘাত করেন, তখন ভগবান্ ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং 'আমার কঠিন বক্ষের কর্কশ স্পর্শে আপনার কোমল চরণে কতই না ব্যথা লাগিয়াছে' বলিয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করায়, তিনি নিজগুণে তাঁহাকে জয় করিয়াছিলেন।

২৯৩।১।২৫।— 'আদি-বৃদ্ধ'— অর্থাৎ আদিঅন্ত, আগা গোড়া।

২৯৩।২।১।— 'যতি... পায়'—অর্থাৎ যাহার যেমন মনের ভাব, সে সেই রূপেই দর্শন পাইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ যে সময় বলদেবের সহিত কংসের রঙ্গস্থলে প্রবেশ করেন, তখনও তাঁহাকে নানা লোকে এইমত নানা রূপে দেখিয়াছিল। উক্ত বিষয়টি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০.৪৩.১৭) এইরূপ বর্ণিত আছে,— "মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্, গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং, বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥"

২৯৩।২।১৪।—'ভাগ...যোজন'— বিধাতা কি চন্দ্রকে দুইভাগে বিভক্ত ও সেই বিভক্ত দুইটি

চন্দ্রে কি পুনর্ব্বার পূর্ণতা সংযোগ করিয়া দুইটিকে একত্র উপস্থিত করিয়াছেন ?

২৯৩।২।১৬।—'চন্দ্রের তনয়'—বুধ।

২৯৪।১।২০।—'নিদান'—অর্থাৎ নিদর্শন।

২৯৪।২।২।—'না হইল পাশ'—পাশ অর্থাৎ পার্শ্ববর্ত্তিনী বা অঙ্কশায়িনী হইল না।

২৯৫।১।১১।—'এই সে সন্ন্যাসী'—অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ।

২৯৫।২।৭।—'করি কৃষ্ণসাথ'—কৃষ্ণসাৎ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া।

২৯৫।২।১৬।—'দেশান্তর করি'—অর্থাৎ নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া।

২৯৫।২।১৮।— 'জুড়িয়া ধেয়ান' — অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে।

২৯৫।২।১৯।—'নিরোধ'—নিবারণ।

২৯৫।২।২০।— 'ভোজনেতে... আচরি,—ভোজন বিষয়ে তুমি বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ কেন ? অর্থাৎ যে যাহা খায় না, তাহাকে তাহা খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছ কেন ?

২৯৬।১।২৩।— 'বিশ্বরূপক্ষৌরেন' — প্রতি ঋতুসঙ্গমে অর্থাৎ প্রতি ঋতু-পূর্ণিমায় যতিগণের ক্ষৌর-কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত। প্রতি ঋতুর ক্ষৌরেরই এক একটি স্বতন্ত্র নাম নিরূপিত আছে। এ বিষয়ে ৺কাশীধামের কোন সুপ্রসিদ্ধ স্বামীজিউর নিকট হইতে যে একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—'বপনং ঋতুসঙ্গমে'—প্রতি ঋতুপূর্ণিমাতে ক্ষৌর হইবে। ষট্ ঋতুতে ষট্ ক্ষৌরের নাম যথা,—'বৈশাখী আচার্য্য-ক্ষৌর, আষাঢ়ী ব্যাস-ক্ষৌর, ভাদ্রপদী বিশ্বরূপ-ক্ষৌর, কার্ত্তিকী জ্যোতিরূপ-ক্ষৌর, পৌষী ব্রহ্ম-ক্ষৌর এবং ফাল্গুনী দত্তাত্রেয় ক্ষৌর'।" যতিগণের প্রতি ঋতুসঙ্গমে ক্ষৌরের ব্যবস্থা অগ্নিপুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"ঋতুসন্ধিষু বাপয়েৎ" (১৬১ অধ্যায়)। এ সম্বন্ধে 'আপস্তম্ব' প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা—শ্রীপাদ পরমানন্দতীর্থস্বামি-সংগৃহীত 'যতিধর্ম্মনির্ণয়" নামক গ্রন্থ, উত্তর ভাগ, ২৪৮—২৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। সন্ন্যাসিগণ আষাঢ়ী-পূর্ণিমায় ক্ষৌর-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া একত্র বাস সংকল্প পূর্ব্বক একত্র অবস্থান করিবেন। চাতুর্ম্মাস্যের মধ্যে আর কোথাও যাইতে পারিবেন না। বর্ষায় নানাপ্রকার কীট জন্মে; এদেশ ওদেশ করিয়া বেড়াইলে সেই সকল কীটের প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে, প্রধানতঃ এই কারণেই যতিগণ বর্ষা-চারিমাস একস্থানে অবস্থান করেন। কার্ত্তিকপূর্ণিমায় পূর্ব্বে আর তাঁহাদের কোন স্থানে যাইবার যো নাই। তবে যদি বিশেষ দেশ-কাল-বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে তাঁহারা ভাদ্রপূর্ণিমায় "বিশ্বরূপক্ষৌর" সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন। বিশ্বরূপক্ষৌরের পূর্ব্বে কিছুতেই যাইতে পারেন না। যথা,—"ইত্থমাষাঢ্যাং বপনপূর্ব্বকমেকত্র বাসসংকল্পং বিধায় ততঃ কার্ত্তিক্যাং ভাদ্রপদ্যাং বা ক্ষৌরং কৃত্বা দেশান্তরসঞ্চারঃ কার্য্যঃ। তথাচ স্মৃত্যন্তরে,—'চাতুর্ম্মাস্যস্য কার্ত্তিক্যাং ক্ষৌর কর্ম্ম ন চান্যথা। দেশ-কাল-বিরোধে তু ভাদ্র্যামপি ক্বচিন্মতম্ ॥' ইতি।" যতিধর্ম্মনির্ণয়, উত্তর ভাগ, ২৪৯ পৃষ্ঠা)। ৺পুরীধামে দেখা গিয়াছে,—শ্রীগোবর্দ্ধন মঠ প্রভৃতির মহানুভাব সন্ন্যাসিগণ ভাদ্রপূর্ণিমায় বিশ্বরূপক্ষৌর সম্পন্ন করিয়া গ্রামান্তরে গিয়া থাকেন। কেননা; তাহা হইলেও তাঁহারা অবশিষ্ট দুই মাস—যে দেশে ইচ্ছা সেই দেশেই যাইতে পারিবেন। শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসী হইয়া ঐ বিশ্বরূপক্ষৌরের পূর্ব্বেই

দেশান্তরে গমন করায় সন্ন্যাসিমহলে তাঁহার নিন্দার রোল উঠিয়াছিল। তাঁহারা তো আর জানেন না'—ইনি বিধি-নিষেধের পার পরমেশ্বর।

২৯৭।১।৮—'ফল'—প্রতিফল।

২৯৭।২।৮—'কোন কিছু হইলে'—ভাল-মন্দ কিছু হইলে অর্থাৎ যদি মরিয়া যান, তাহা হইলে।

২৯৭।২।২৬—'শৃগাল-বাসুদেবা'—ইনি আপনাকে 'বাসুদেব' বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১২১ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

২৯৭।২।২৭—ভা০ ১০।৬৬ দ্রষ্টব্য।

২৯৮।১।১—ভা০ ১০।৫৩ দ্রষ্টব্য।

২৯৮।১।২—ভা০ ১০।৫৯ দ্রষ্টব্য।

২৯৮।১।৩—ভা০ ১০।২৫ দ্রষ্টব্য।

২৯৮।১।৪—ভা০ ১০।৫৯ দ্রষ্টব্য।

২৯৮।১।৫—ভা০ ৮।১৮—২৩ দ্রষ্টব্য।

২৯৮।১।৬—ভা০ ৭।৮ দ্রষ্টব্য।

২৯৮।১।২১-২২—'দুর্ব্বাসা... সোপিবা'—(??)

২২৮।১।২৩ ২৪—ভা০ ১০।৮৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। 'শ্রীবৎস-কুতূহলী'—অনেকের মতে ভৃগুমুনির পদ চিহ্নই শ্রীবৎসচিহ্ন। সেই শ্রীবৎসচিহ্ন ধারণ করিয়া কৌতুকবিশিষ্ট বা আনন্দিত।

২৯৮।১।২৬ ২৭—'জন্মে ... মায়া'—তথাহি শ্রীভাগবতে (১১।৬।৪৬)— "ত্বয়োপযুক্তস্রগ্ গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥"

২৯৯।১।৪—ভা০ ১০।৬৬ দ্রষ্টব্য।

২৯৯।১।৬—'মহাসমাধিয়ে'—পরম সমাধিযোগ অবলম্বন করিয়া।

২৯৯।১।৮—'অভিচারযজ্ঞ' — কাহারও জীবননাশই যাহার লক্ষ্য, এরূপ যজ্ঞ।

২৯৯।১।১৫।—'তালজঙ্ঘ-পরমাণ' — যাহার জঙ্ঘার প্রমাণ বা পরিমাণ তালবৃক্ষের ন্যায়। (জঙ্ঘা—ঠ্যাং)।

২৯৯।১।২৩—ভা০ ৯।৩ দ্রষ্টব্য।

২৯৯।১।২৪—'ভব দিগবাসা'—দিগম্বর মহাদেব।

২৯৯।২।১৪—'সে... প্রতিকার'—যে ব্যক্তি মাথা কাটিয়া রোগের প্রতিকার বা চিকিৎসা করে।

২৯৯।২।১৮—ভা০ ১০।৫৭ দ্রষ্টব্য।

৩০০।১।১৯—'অনিন্দক-নিন্দা'—যে কাহারও নিন্দা করে না, তাহার নিন্দা।

৩০০।২।১৩—'শক্তি'—শক্তই। অথবা গ্রন্থকার যেরূপ 'হৃষ্ট' প্রভৃতির পরিবর্ত্তে 'হর্ষ' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, এস্থলেও সেইরূপ 'শক্ত' না বলিয়া 'শক্তি' বলিয়াছেন। অথবা, এস্থলে 'ধরেন' একটী ক্রিয়া উহ্য করিলেই চলিবে।

৩০১।১।১০—'তিন বিগ্রহ'—অর্থাৎ মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈত ও হরিদাস। 'প্রকাশে'—প্রকাশিত হন।

৩০১।১।১১—'ঠাকুর'—মহাপ্রভু।

৩০১।১।১৯—'দ্বারে ... হরিদাস'—অর্থাৎ যবনের প্রতিপালিত বলিয়া হরিদাস বৈষ্ণবজনোচিত দীনতাবশত গৃহের অভ্যন্তরে ভোজন করিতেন না।

৩০১।২।৭-১৬—স্তুতিপক্ষে ব্যাখ্যা যথা।—'জাতিনাশ'—জাত্যভিমান ত্যাগ। 'মণ্ডপ'—প্রেমমদিরাপানে উন্মত্ত। 'গুরু নাহি'—ঈশ্বরই সকলের গুরুস্থানীয়, তাঁহার আবার কে গুরু হইবেন। 'জন্ম...গ্রাম'—ঈশ্বর সকলেরই আদি, সুতরাং তাঁহার জন্ম ও গাঁই প্রভৃতি সকলেরই অজ্ঞাত। 'পশ্চিমার'—ব্রজবাসীর। 'কবির সর্ব্ব-

নাশ'—অর্থাৎ প্রেমের বন্যায় জাতি মান কুল শীল প্রভৃতি সকলই ভাস'ইয়া দিবেন। অথবা, সংসার নাশ করিয়া দিবেন।

৩০৩।১।১৮.—'ব্যাতিক্রম...নমস্কার'—অর্থাৎ নিত্যানন্দ, শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, সুতরাং মুরারির উচিত ছিল, অগ্রে শ্রীনিত্যানন্দকে প্রণাম করা। তাহা না করায়, শ্রীচৈতন্য বলিলেন—"ব্যতিক্রম" ইত্যাদি।

৩০৩।২।১-২।—'মুরারি...মতে'—অর্থাৎ মুরারি বলিলেন 'প্রভু! আমি উক্ত ধর্ম্ম কি প্রকারে জানিব? তুমি আমার চিত্ত যে প্রকারে চালিত করিয়াছ, আমি তাহাই করিয়াছি।'

৩০৩।২।১০।—'তালবাণা'—'তালধ্বজ অর্থাৎ বলদেবের ধ্বজা তাল-চিহ্ন-সুশোভিত। শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৫০।২১) "সুবর্ণতালধ্বজচিহ্নিতৌ" এই অংশই এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। গর্গসংহিতাগ্রন্থেও বলদেব 'তালধ্বজ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। পাঠান্তরে 'করে...তাল বাণা'—নিত্যানন্দের হস্তে, তাল বাণা অর্থাৎ তাহার পরিচায়ক, হল ও মুষল দর্শন করেন। বলরাম ও নিত্যানন্দ একই তত্ত্ব বলিয়া অভেদভাবে অভিহিত হইয়াছেন।

৩০৪ ১-১৭।—'সকালে'—শীঘ্র।

৩০৪।২।৬—'যে না মানে মোর অঙ্গ'—অর্থাৎ যে আমার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ স্বীকার না করে।

৩০৪।২।৭।—'অজ...সেবে'—অর্থাৎ ব্রহ্মা ও মহাদেব প্রভৃতির মধ্যেও যে বিগ্রহসেবার প্রথা প্রচলিত আছে। 'অজ'—ব্রহ্মা। 'ভবানন্দ'—যিনি অহরহ হরিগুণগান করিয়া ভবসংসারকে আনন্দিত করেন, সেই মহাদেব।

৩০৪।২।৯—'পুণ্য' অর্থাৎ পবিত্র বস্তু।

৩০৫।১।২—'অকিঞ্চনবর'—যাহার কিছুই নাই, সে-ই অকিঞ্চন। অকিঞ্চনবর—দীনের দীন অর্থাৎ দাস্যভাবাপন্ন।

৩০৫।১।৭।—'তিলেক'—এক তিল অর্থাৎ অতি অল্পপরিমাণেও।

৩০৫।২।৭।—'বিজয়াগমন'—শুভাগমন।

৩০৭।১।৪।—'বিশ্বম্ভর.. শক্তি' — মুরারিগুপ্ত হনুমানের অবতার, সুতরাং যার অর্থাৎ যে মুরারিগুপ্তের শক্তি, বিশ্বম্ভরকে অবলীলাক্রমে বহন করে।

৩০৭।১।৬।—'অবেকত আছয়ে'—অপ্রকৃত অর্থাৎ অপ্রকাশিত রহিয়াছে।

৩০৮।২।৮-৯—বহরমপুর রাধারমণযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হরিভক্তি-সুধোদয়গ্রন্থ, ১৯ অধ্যায়, ৫৮ শ্লোক এই শ্লোকের এইরূপ পরিবর্ত্তিত পাঠ দেখা যায়,—"হরন্তি দন্তবোহটব্যাং বিমোহ্যাস্থৈর্নৃণাং ধনম্। পবিত্রৈরতিতীক্ষ্ণাগ্রৈর্গ্রামেষেবং বকব্রতাঃ॥" তাঁহারা "পবিত্র" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"একবিতস্তি কুশ।"

৩১০।১।১২—'কৃষ্ণ সে প্রমাণ'—শ্রীকৃষ্ণই সে বিষয়ে প্রমাণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই তাহা জানেন।

৩১০।১।২০।——গ্রন্থ-অবতার'— এবিষয়ের বিশেষ তত্ত্ব জানিতে হইলে শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীভক্তমাল গ্রন্থের ১৩৪—১৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্ভাগবতের এক একটি স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের এক একটি অঙ্গবিশেষ। এ বিষয়ে প্রমাণ যথা—"পাদৌ যদীয়ৌ প্রথম-দ্বিতীয়ৌ তৃতীয়-তুর্য্যৌ কথিতৌ যদূরূ। নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ॥ কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্। একাদশো যস্য ললাটপট্টং শিরোঽপি যদ্দ্বাদশ এব ভাতি॥ তমাদিদেবং করুণানিধানং তমাল-

বর্ণং সুহিতাবতারম্। অপার-সংসার-সমুদ্র-সেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্॥" শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়—"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥" (১৩৪৫)। শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী মহাশয় (ভা০ ১০।১।১) টীকায় লিখিয়াছেন,—"প্রথমঃ পীঠতাং স্কন্ধদ্বয়ং চরণযুগ্মতাম্। চতুর্থাদি- কটী-নাভি- বক্ষো- দোর্যুগ - কণ্ঠতাম্। দ্বাদশৈকাদশং শীর্ষ-ভালাদিত্বমগাৎ ক্রমাৎ। শ্রীভাগবতকৃষ্ণস্য দশমো মঞ্জুহাস্যতাম্॥"

৩১১।২।২৩।—'মদ্যপানে মত্ত সব'—মাতাল সকল। ঠাকুরে অর্থাৎ মহাপ্রভুকে।

৩১১।২।১৮।— 'পূর্ব্ব-অপরাধ'— ২২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩১২।২।১।—'যে···মনোরথ'—গঙ্গা শ্রীবাসকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, ইহার ভাবার্থ এই ;—মলিন-জনের সংসর্গে, তীর্থের তীর্থত্ব বা পাপ-বিনাশিনী শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ভগবল্লীলারসে নিমগ্ন সজ্জনগণের সমাগমে সেই নষ্ট শক্তির পুনরুদ্ধার হইয়া থাকে। শ্রীবাসের মত ভক্ত বড়ই বিরল, তাই কলিকলুষনাশিনী পতিত-পাবনী স্বয়ং গঙ্গাদেবীও, যখন পাপিজনের সম্পর্কে নিজের ভক্তস্বভাবোচিত দীনতাবশে আপনাকে মলিন বলিয়া মনে করেন, তখন শ্রীবাসের ন্যায় ভক্তকে দেখিবার জন্য—শ্রীবাসের ন্যায় ভক্তের অঙ্গ-সঙ্গ লাভ করিয়া আপনাকে পবিত্র করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। বস্তুত সাক্ষাৎ ব্রহ্মবস্তু দ্রব হইয়া যাঁহার উৎপত্তি সেই দ্রবব্রহ্মগাত্রী সচ্চিদানন্দময়ী গঙ্গার মাহাত্ম্য গঙ্গার অসীম পাপনাশিনী শক্তি, যে যতই মলিন—যতই 'পাপী হউক না, কেহ কি অণুমাত্রও বিনষ্ট করিতে পারে?

৩১২।২।৩।—'শিষ্য হাথাইয়া'—শিষ্যের হস্ত দিয়া অর্থাৎ শিষ্যদ্বারা।

৩১২।১০-১৩।—'পরিপূর্ণ······আমি'—ইহার ভাবার্থ,—যাহারা উদর পরিপূর্ণ করিয়া ভোজন করে, তাহারাই বহির্দ্দেশে যাইয়া—মল ত্যাগ করিয়া, সুখলাভ করিয়া থাকে। যতক্ষণ তাহারা বহির্দ্দেশে গমন করিতে না পায়, ততক্ষণ তাহারা সুস্থির হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত প্রেমময়,—শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বত্রই প্রেমরসের অমৃতধারা উছলিয়া উঠিতেছে,—এ ধারা যিনি প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছেন, তিনিও বহির্দ্দেশে যাইবার জন্য—জগতের ত্রিতাপতপ্ত জীবকে এই অমৃতধারায় অভিষিক্ত করিবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল রহেন।—যতক্ষণ পর্য্যন্ত জগজ্জীবকে এই অমৃতধারা দান না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কিছুতেই স্থির হইতে পারেন না। লোকে উদর-পূর্ত্তি করিয়া ভোজন করিলে, 'মল' ত্যাগ করে। সাধারণ ভক্ষ্য সামগ্রীর পরিণাম 'মল' ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু যিনি নিগমকল্প-তরুর এই রসময়—প্রেমময় ফল প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছেন, তিনি যখন বহির্দ্দেশে যাইবেন,—তিনি যখন জগতের জীবকে উপদেশ-প্রদানে উন্মুখ হইবেন, তখন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে প্রেমেরই অক্ষয়ধারা প্রবাহিত হইতে থাকিবে। শ্রীভগবানের হৃদয় জীবকৃপায় বিগলিত হইয়াছিল বলিয়াই, সচ্চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠের এই সচ্চিদানন্দময় মহাফল বৈকুণ্ঠ হইতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং অন্যান্য ফলের ন্যায় এ ফলে আর ফেলিয়া দিবার কিছুই নাই। পরিপূর্ণ করিয়া এ প্রেমফল পান করিলে তাহার পরিণামে শরীর, মন, প্রাণ, সমস্তই প্রেমময় হইয়া উঠে। অসার বস্তুর পরিণাম অসার বস্তু।

কিন্তু সারাৎসার পরম বস্তু প্রেমের পরিণাম প্রেম ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। মহাপ্রভু দেবানন্দকে বলিতেছেন,—দেখ দেবানন্দ! তুমি নিশ্চয়ই প্রেমময় ভাগবতরস পূর্ণমাত্রায় পান কর নাই। যদি করিতে, তাহা হইলে দেখিতাম, তোমার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, আত্মা, সকলই বিশ্বজনীন ও বিশ্বাতীত কি এক পরম-মহান্ প্রেমরসে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দেখিতাম, বহির্দ্দেশে গমনের জন্য,—জগজ্জীবকে ভাগবতামৃত বিতরণ করিবার জন্য, তোমার হৃদয়ে কি-এক লালসাময়ী ব্যাকুলতার আবির্ভাব হইয়াছে, আর দেখিতাম, এইরূপ বহির্দ্দেশে যাইয়া,—এইরূপ অমৃত বিতরণ করিয়া, যে উদার অনন্ত সুখ, সেই উদার অনন্ত সুখের সাগরে তুমি দিবানিশি নিমগ্ন রহিয়াছ।

৩১৩।১৫। — 'জীবন্যাস' — প্রাণপ্রতিষ্ঠা। 'করিলে সে'—করিলে পর।

৩১৩।১৬।—'জন্মমাত্র' —অর্থাৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠার অপেক্ষা না করিয়া, কেবল জন্ম বা আবির্ভাব মাত্রেই।

৩১৩।২।১৪ —'বেদের বচন'—শাস্ত্রের উক্তি। ভা ০ ৫।১০।২৫ দ্রষ্টব্য।

৩১৩।২।১৫।— 'সাক্ষাতেও···নন্দন' — ৩১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩১৪।১।২-৪।— 'আসিয়া···কুতুহলে' — এই অংশ দেখিয়াও স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীচৈতন্য, একই বস্তু।

৩১৪।২।১৭-১৮।— 'দুর্ব্বাসার ··· যেমনে'— ভা০ ৯।৪-৫ অ০ দ্রষ্টব্য।

৩১৫।১।৮।—'দেবকী ··· আই'—এতদ্দ্বারাও স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ভিন্ন নহে।

৩১৫।২।১—'অনুগ্রহ শুনিঞা বচন'—অনুগ্রহযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া।

৩১৬।১।১৬। — 'কহি অপ্রমাণ' — অপ্রকৃত কথা কহিয়া।

৩১৬।২।১৩।—'ব্যবহারমদে মত্ত' — বিষয়-মদিরাপানে অচৈতন্য।

৩১৬।২।১৪।—'না… বিচার'—বৈষ্ণবগণের যশোগানরূপ মঙ্গলজনক বিষয়ের বিচার বা আলোচনা করে না।

৩১৬।২।২০-২১।—'সূক্ষ্ম চিন্তা'—এটি তান্ত্রিক সাধন বিশেষ। প্রাণতোষণী তন্ত্রে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৩১৭।২।১।—'বিশ্বরূপ… বিস্তার'—৪৭—৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩১৭।২।২৩-২৪।··'কে…গোসাঞি'—ইঁহাকে অদ্বৈত'—দ্বিবিধত্ব বা দ্বি-ভাগ শূন্য—অকপট কে বলে? অর্থাৎ ইঁহার অন্তরে বাহিরে বা সর্ব্বসাধারণের প্রতি দুই প্রকার ভাব নাই—ইনি ছলনা চাতুরী জানেন না—ইনি সর্ব্বভূতে সমভাবসম্পন্ন, এ কথা কে বলে? যে বলে বলুক, আমি তাহা স্বীকার করি না। প্রত্যুত, আমি এই গোসঞিকে 'দ্বৈত'—দ্বিভাববিশিষ্ট অর্থাৎ কপটী বলিয়া জানি।

৩১৮।১।২।—'জগতের…মায়া'—ইনি জগতের নিকট অদ্বৈত হইতে পারেন,—জগৎ ইঁহাকে দ্বিভাবশূন্য বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু আমার নিকটে ইনি দ্বৈতমায়া অর্থাৎ ইঁহাকে দ্বিভাববিশিষ্ট কপটতার মূর্ত্তি বলিয়াই আমার মনে হয়।

৩১৮।১।১৭।— 'তাহারেই…সব' —পাপিগণ তাহাকেই বেষ্টন করিয়া লঙ্ঘন করিবে অর্থাৎ সকল পাপী একত্রিত হইয়া তাহার মর্য্যাদ

উলঙ্ঘন করিবে বা তাহাকে নানাপ্রকার তিরস্কার করিবে। অথবা, 'লজ্ঘিবে' অর্থাৎ কামড়াইতে আসিবে, খাইতে আসিবে। এই অর্থে 'লজ্ঘিব' পদের প্রয়োগ অন্যস্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—"জাতিসর্প তোঁঞি না লজ্ঘিল।" (৩০।২।২৬)

৩১৮।১।২০-২১।—'সে...দেখিতে'—এ দণ্ড দেখিতে অর্থাৎ এই দণ্ড দেখিয়া আর শ্রীঅদ্বৈত সেই সব পাপীর পক্ষ অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবেন না।

৩১৯।১।১০।—'ভবাদির বিধি'—মহাদেব প্রভৃতিরও বিধি অর্থাৎ বিধাতা বা ঈশ্বর।

৩১৯।২।৪ ৫।— 'অদ্বৈত... আমার'— অর্থাৎ অদ্বৈতের চরণে প্রণামপূর্ব্বক আমার এই প্রার্থনা যে, যাঁহারা তাঁহার প্রিয়, তাঁহাদিগের প্রতি যেন আমার মতি থাকে। বস্তুত যাঁহারা অদ্বৈতপ্রভুকে শ্রীচৈতন্যের অনুচর বলিয়াই মনে করেন, তিনি তাঁহাদিগেরই প্রতি সন্তুষ্ট।

৩২২।১।৬।—'ভালরেও দ্বার নাহি দেন'— অর্থাৎ যাঁহারা ভাল, তাঁহাদিগকে পর্য্যন্তও প্রবেশাধিকার প্রদান করেন না।

৩২২।২।৩-৪।—'হরে...হরে'— অষ্টোত্তরশত উপনিষদের অন্তর্গত কলিসন্তারণ-উপনিষদে অভিহিত আছে যে, দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার সমীপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ভগবন্! আমি কিরূপে কলিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব? তখন ব্রহ্মা নারদকে এই মহামন্ত্র উপদেশ প্রদান করেন।

৩২২।২।৮।—'ইথে বিধি নাহি আর,—অন্য কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইলে, শাস্ত্রে যেরূপ দেশ কাল পাত্রাদির বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে, এই মহামন্ত্রে সেরূপ কোন বিধির অধীনতা স্বীকার করিতে হয় না। 'কলিসন্তারণ' উপনিষদে দেখা যায়, দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্! কোঽস্য বিধিঃ?" ব্রহ্মা বলিলেন—"নাস্য বিধিঃ।" আরও বলিলেন— "সর্ব্বদা শুচিরশুচির্বা পঠন্ ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাং সাযুজ্যতাম্ এতি ••• সদ্যো মুচ্যতে সদ্যো মুচ্যতে।"

৩২৩।১।২।—'বোলহ কৃষ্ণেরে'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন কর।

৩২৩।২।৬।—'আপনার শাস্ত্র'—কোরাণ।

৩২৩।২।১২।— 'মহা ... বন্ধন'— এইঅংশ দেখিয়া অনুমান হয় যে সে সময় মস্তকে বড় বড় চুল রাখিবার প্রথা ছিল।

৩২৩।২।২০।—'কীর্ত্তন চাহিয়া'—কোথায় কে কীর্ত্তন করিতেছে, তাহা অন্বেষণ করিয়া।

৩২৩।২।২২।—'হিন্দু কাজী'— যাহারা হিন্দুর কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অথচ কীর্ত্তনদ্বেষী, এবং শাস্ত্রমর্ম্ম না জানিয়াও শাস্ত্রীয় কথা বা অনুষ্ঠানের উপর লম্বা-চওড়া 'রায়' প্রকাশ করে, তাহারাই 'হিন্দু-কাজী'। 'মারে কদর্থিয়া'— অর্থাৎ জ্বালাইয়া মারে।

৩২৪।২।২৩।—'ব্যবহারে বড়'—অর্থাৎ যাহাদিগের বিষয়সম্পত্তি প্রচুর।

৩২৫।১।১-২।—'এতো...দিনে'—এবং ৩২৫। ২।১৫।—'কমলার কান্ত'—এতদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণের একত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

৩২৫।২।৪।—'রহঃকার্য্য' — সাধারণসমক্ষে প্রকাশের অনুপযুক্ত কার্য্য। অর্থাৎ মহাপ্রভুর অতিগুহ্য ভগবত্তত্ত্বাদি-পদ্ধতি।

৩২৫।২।৭।— 'সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে' — ইহার অর্থ ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৩২৬।২।২।—'জিনি, সর্ব্বকলা'—নৃত্যগীতাদি

চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে যে মাধুর্য্য বা যে সৌন্দর্য্য, তাঁহার হাস্যের মাধুর্য্য বা সৌন্দর্য্যে সে মাধুর্য্য বা সে সৌন্দর্য্য পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।

৩২৬।২।৮।—'কনক কদম্ব'—সোণার কদম-ফুল।

৩২৬।২।১০।—'দ্রুতঙ্গ-পত্তন' — দ্রুতঙ্গের বিস্তার।

৩২৬।২।২০।—'তল নাহি হয়'—তলদেশ প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না।

৩২৭।১।১৪।—'এই...যথা'—এটিও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের অভেদপ্রতিপাদক বাক্য।

৩২৭।১ ১৬।—'ভাগবতে কয়'—ভা০ ১০।৫০ দ্রষ্টব্য।

৩২৭ ১।২১।—'হরিবংশে কহেন'—হরিবংশ ১১৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩২৭।২।১১ —'মধু-কণ্ঠ'—সুমধুর-স্বর-সম্পন্ন।

৩২৮।১।৭।—'করয়ে নাচিতে' — নাচিতে চাহে।

৩২৮।১।১২-১৩—'লক্ষ... যায়'— মথুরামণ্ডল প্রভৃতি যেরূপ ভগবানের লীলাস্থান, নবদ্বীপও তাঁহার সেইরূপ লীলাস্থান ;—মথুরামণ্ডলাদি তাঁহার যেরূপ নিত্যধাম, নবদ্বীপও তাঁহার সেই-রূপই নিত্যধাম। সুতরাং মথুরামণ্ডলাদির স্বভাব-ধর্ম্ম যেরূপ, নবদ্বীপেরও স্বভাবধর্ম্ম সেরূপ না হইবে কেন ? শ্রীলঘুভাগবতামৃত বলিয়াছেন,— "স তু মাথুর-ভূরূপঃ পরিচ্ছিন্নোঽপ্যথাভূতঃ। স্ফারঃ সঙ্কুচিতশ্চ স্যাৎ কৃষ্ণলীলানুসারতঃ ॥—সেই ভূমিস্বরূপ অদ্ভুত মাথুরমণ্ডল, পরিচ্ছিন্ন হইয়াও, কৃষ্ণের লীলানুসারে বিস্তৃত এবং সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।" রাসলীলাকালে শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা-তীরে যে যুগপৎ কোটি কোটি গোপিকার স্থান-সমাবেশ হইয়াছিল, তাহার কারণ ভগবদ্ধামের এই অচিন্ত্যশক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। নব-দ্বীপে আজি এই অচিন্ত্যশক্তিই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কীর্ত্তনসম্প্রদায়ের স্থানসমাবেশ করিয়া-ছেন। (এই তত্ত্বের বিশেষ বিবৃতি অস্মৎসম্পাদিত শ্রীলঘুভাগবতামৃতের ১৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

৩২৮।১।২১।—'বৈকুণ্ঠ...লোকে' — সকল লোকে বৈকুণ্ঠের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অর্থাৎ চতুর্ভুজ-ত্বাদি লাভ করিল।

৩২৮।১।২৫।—'আপনার...কেনে' — যখন আপনার স্মৃতিই বিলুপ্ত হইল,—আপনার কার্য্যই ভুলিয়া গেল, তখন 'তাহারা কেমন করিয়া তালি দিল ?' একথা উঠিতেই পারে না।

৩২৮।২.৩।—'নন্দঘোষের বালা'—নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। এস্থলে 'বাল' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বালা'-শব্দের প্রয়োগ গ্রন্থকারের সমধিক সহৃদয়তারই পরিচয় প্রদান করিয়াছে। শব্দের এইরূপ সম্প্র-সারণ, অনেক স্থলেই সেই শব্দের মধ্যে কেমন একটুকু মাধুর্য্য আনয়ন করিয়া, সেই সঙ্গে ভাবে-রও অল্লাধিক পরিপুষ্টি বা বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া থাকে। 'নয়ন' অপেক্ষা 'নয়ান,' 'বদন' অপেক্ষা বয়ান', 'লাল' অপেক্ষা 'লালা,' 'দুলাল' অপেক্ষা 'দুলালা' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ, স্থল-বিশেষে উঁহাদিগের মাধুর্য্যবৃদ্ধি ও সেই মাধুর্য্য-বৃদ্ধির সহিত উহাদিগের ভাবেরও অধিকতর বিকাশবিধান করে না কি ? কি হিন্দী, কি বাঙ্গালা, উভয়বিধ প্রাচীন পদাবলীর সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদিগকে এ কথা আর অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

৩২৮।২।২১। —'সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে'— ইহার অর্থ ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৩২৯।১।৪।—'সারঙ্গ...রে'—হে সারঙ্গধারিন্

ভগবন্! তোমার চরণে আমার মন সংলগ্ন হউক। সারঙ্গ-শব্দের অর্থ—পদ্ম, শঙ্খ কিংবা ধনুঃ। অথবা সারঙ্গধর অর্থাৎ ভক্তপ্রতিপালক।

৩২৯।১২০।—'ব্রহ্ম...রঙ্গ'—অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের সহিত যে রঙ্গ বা লীলার কোনরূপ ভেদ নাই, এরূপ অপূর্ব্ব রঙ্গ দেখিয়া।

৩২৯।২।২।—'ইহা...অবুধ'—যে ইহা গণনা করিবার চেষ্টা করে, সে নিশ্চয়ই নিতান্ত মূর্খ।

৩৩০।২।৩-৪।—'চাঁচর... বাণ'— শ্রীচৈতন্যের কুঞ্চিত কেশকলাপে মনোহর মালা শোভা পাইতেছে; দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন ফুলধনু মদনের পঞ্চবাণই বিরাজিত রহিয়াছে। মদনের পঞ্চ বাণ, যথা,—"অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা। রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ॥"

৩৩০।২।৮।—'শচীর বালা'—শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ। ৩২৮।২।৩ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৩০।২।৯-১০।—'কাম ... বিন্দু'—তাঁহার দুইটি ভ্রূর বিস্তৃতি দেখিলে মদনের ধনু বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার ভালে—ললাটদেশে, চন্দনের বিন্দু শোভা পাইতেছে।

৩৩০।২।১২।—'প্রকৃতি করুণাসিন্ধু'—তাঁহার প্রকৃতির যেন করুণার সমুদ্রের স্বরূপ। অথবা—তিনি প্রকৃতিকরুণাসিন্ধু অর্থাৎ স্বভাবতই করুণার সাগর।

৩৩০।২।১৮।—'অঙ্গুলী-মুরলী বা'য়'—অর্থাৎ তিনি আপনার শ্রীমুখের নিকট এমনি করিয়া অঙ্গুলি-সন্নিবেশ করিতেছেন, দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন মুরলী বাজাইতেছেন।

৩৩০।২।২১-২৪।—'অতি ... লোভে'—সেই দয়াময় শ্রীচৈতন্যের করুণাপূর্ণ হৃদয়ের (বক্ষের) উপরিভাগে অতি মনোহর অতি সুন্দর যজ্ঞসূত্র শোভা পাইতেছে। মনে হইতেছে, সাক্ষাৎ অনন্তদেবই তাঁহার স্পর্শলোভে, গুণবন্ত হইয়া অর্থাৎ সূত্রের আকার ধারণ করিয়া, অবস্থান করিতেছেন।

৩৩১।১।৫-৬—'যে ... করে'—কমলাদেবী অতিযত্নে শ্রীচৈতন্যের যে সুবলিত হস্ত, যে কুঞ্চিত কেশকলাপ, যে সুন্দর শ্রীঅঙ্গ এবং যে সুশোভন বেশবিন্যাসের সেবা করিয়া থাকেন। বোধ হয়, সুর ও মাত্রা প্রভৃতির সামঞ্জস্যরক্ষার অনুরোধেই গ্রন্থকার 'যে কেশে' ও 'যে বেশে' না লিখিয়া 'যে কেশ' ও 'যে বেশ' লিখিয়াছেন।

৩৩২।১।১৪।—'মত্ত...প্রচুর'—প্রচুর কতই তরঙ্গ অর্থাৎ কতই নৃত্য, কতই গর্জ্জন, কতই আস্ফালন, সে তরঙ্গ মত্তসিংহকে জয় করিয়াছে।

৩৩২।২।৭।—'সুমঙ্গলে'—অর্থাৎ সুন্দর মাঙ্গলিক সামগ্রী।

৩৩৩।১।৬।—'কেহ...বান্ধে'—এ অংশ দেখিয়াও বোধ হয় যে, সে সময়ে সকলেই মাথায় বড় বড় চুল রাখিত।

৩৩৩।১।২১।—'কাল'—যম-স্বরূপ।

৩৩৩।১।২৫।—'সূর্য্যসুত'—যম।

৩৩৩।১।২৬-২৭।—'বৈকুণ্ঠ ... নগরে'—এই বাক্যও, শ্রীযশোদানন্দন ও শ্রীশচীনন্দন যে একই বস্তু, এই মতেরই প্রতিপোষক।

৩৩৩।২।১০।— 'শুদ্ধসত্ত্ব-শ্বেতদ্বীপবাসী'—যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বাত্মক (৩৩২।২।২৪ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) এবং শুদ্ধসত্ত্বাত্মক শ্বেতদ্বীপে যাঁহাদের বাস, সেই সকল মহাপুরুষ।

৩৩৪।১।১৬।— আইসে... তোলাই'— অর্থাৎ এইরূপ একটা রব তুলিয়া দেওয়া যাউক যে,—ঐ কাজী আসিতেছে।

৩৩৪।১।১৮।—'আপনা খায় মনে'—অর্থাৎ

পরস্পর এইরূপ জল্পনা-কল্পনা করিয়া, বৃথা আশা ও আশ্বাসে মনকে আশ্বাসিত করে।

৩৩৪।২।২২।—'ভূতের'—কাজী, অবজ্ঞাসহকারে সঙ্কীর্ত্তনকারী হিন্দুগণের উপরেই এই শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

৩৩৩।২।২৬।—'সমৃদ্ধ... গায়'—সমৃদ্ধ অর্থাৎ সে জাঁকজমক, সে আড়ম্বর, সে লোককোলাহল দেখিয়া, ভয়ে আপনার শাস্ত্র অর্থাৎ কোরাণ, গায় অর্থাৎ আবৃত্তি করে।

৩৩৫।১।২—'ডরে...মাথার'—তখন কাজীর অনুচরগণ ভীতিবশতই মাথার পাগড়ী ফেলিয়া দিল। এরূপ উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে যে, মাথার পাগড়ী খুলিয়া ফেলিলে, কেহ যবন বলিয়া চিনিতে পারিবে না। পরবর্ত্তী (৩৩৫।২ ১৫-১৬) 'মাথার...হালে'—এই অংশেও এইরূপ অভিপ্রায়ই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

৩৩৬।১।২৪।—'সেই দুঃখে'—অর্থাৎ আছাড় খাইয়া শরীরে যে বেদনা উৎপন্ন হয়, সেই বেদনায়।

৩৩৬।১।২।—'পূর্ব্বে'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলায়। ভা০ ১০।৫১ দ্রষ্টব্য।

৩৩৬।২।১৬।—'সঙ্কর্ষণ...অবতার' — ২৬৯পৃ০ দ্রষ্টব্য।

৩৩৭।১।১৩।—'চিত্তভঙ্গ' — উদ্যমহীনতা, উৎসাহের অভাব।

৩৩৭।১।২৩।—'সেই প্রভু কহিয়াছে'—অর্থাৎ "এমত বৈষ্ণব মুক্তি হইব সংসারে। অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥" ইত্যাদি (৭৮।২।১৭-১৮) স্থলে, সেই প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ কহিয়াছেন। অথবা—সেই প্রভু অর্থাৎ যে প্রভু কৃপা করিয়া আমাকে শ্রীচৈতন্যের নানা লীলার কথা কহিয়াছেন, সেই নিত্যানন্দ প্রভু।

৩৩৭।২।১২।—'তন্ত্রবায়'—তাঁতি।

৩৩৮।১।১৪-১৫।—'প্রার্থয়েদ্... পিবেৎ'—এটি পদ্মপুরাণ, আদিখণ্ড, ৩১ অধ্যায়ের ১১২ শ্লোক।

৩৩৮।২।১৮।—'আছুক পিবার কার্য্য'—পান করিবার কথা দূরে থাকুক।

৩৩৮।২।২০।—'নৈবেদ্যাদি...চায়'— বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণ, ধেনুমুদ্রাদি মুদ্রা প্রদর্শন প্রভৃতি নৈবেদ্য নিবেদন করিবার যে বিধি আছে, তাহারও অপেক্ষা রাখেন না।

৩৩৮।২।২১।—'বলে'—বলপূর্ব্বক।

৩৩৮।২.২২।—'তার...দ্বারকায়'—ভা০ ১০। ৮১ দ্রষ্টব্য।

৩৩৮।২।২৪।—'তার...শাক'—ভা০ ১।১৫ অ০ ১১ শ্লোকের শ্রীধরস্বামীর টীকা এবং মহাভারত, বনপর্ব্ব,২৬১—২৬২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৩৯।১।২।৬—'স্তুতিমালা'—স্তুতিশ্রেণী বা স্তুতিসমূহ।

৩৩৯।২।৬—'মূলে'—বস্তুত। 'জরদগব'—বুড়ো গাই অর্থাৎ অতি অকর্ম্মণ্য বা মহামূর্খ।

৩৩৯।২।৭-৮।—'গর্দ্দভ...গিয়া'—ইহার বিশেষ বিবরণ বহরমপুর হইতে প্রকাশিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ ১০৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৩৩৯।২।২০।—'ভূমিতে...বান্ধে'—এ অংশ দেখিয়াও বোধ হয় যে, সেকালে বড় বড় চুল রাখিবার চাল ছিল।

৩৪১।১।১৫।—'বিনে-ভক্ত-সেবিলে' — ভক্তসেবা ব্যতিরেকে, ভক্তসেবা না করিলে।

৩৪১।১।২১-২২।—'মহাতেজী অংশ অধিকারী'—মহাতেজীয়াংস অর্থাৎ মহাতেজীয়ান্, অধিকারী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পাত্র।

৩৪১।২।১৮।—'সেই ... বুঝে'—অর্থাৎ সে-ই ব্যক্তি বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত হন ; অথবা,

বক্তবৃন্দ তাঁহাকেই দশজনের একজন বলিয়া মনে করেন।

৩৪১।২।১৯-২০।—'অদ্বৈত...আমার'—১১৯ ২।৪-৫ এর ব্যাখ্যা দেখুন।

৩৪২।১।১৩—'বিদিত...সদায়'—অর্থাৎ প্রভুর কীর্ত্তনের কথা সকলেই জানিতে পারিলেন এবং সেই কীর্ত্তনের কথা লইয়া সর্ব্বদাই আলোচনা করিতে লাগিলেন।

৩৪২২।২১।—'স্ত্রী... কাণ'—সীতাদেবীর ইচ্ছানুসারে স্বর্ণহরিণ ধরিতে যাইয়াই বিপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে স্ত্রীজিত অর্থাৎ স্ত্রীকর্ত্তৃক পরাজিত বা স্ত্রীবুদ্ধিতে পরিচালিত বলা হইল। স্ত্রীর—সূর্পনখার। এটি তিরস্কারোক্তি পদ্মপুরাণের মতে শ্রীরামচন্দ্রই সূর্পনখার নাসা-কর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন। যথা,—"শ্রীরামঃ খড়্গমুদ্যম্য নাসাকর্ণৌ প্রচিচ্ছিদে॥ ১১২॥ (উত্তরখণ্ড, ৩১ অধ্যায়)।

৩৪২।২।২২।—'লুব্ধকের...পরাণ' অর্থাৎ রামাবতারে। 'লুব্ধক'—ব্যাধ।

৩৪৩।২।১২।—'গড়ি পাড়ে'—গড়াগড়ি যান।

৩৪৪।১৪।—'যাহা'—অর্থাৎ বিশ্বরূপ। অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শন গীতা ১১শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৩৪৪ ১।৯।—'অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ'—বিশ্বরূপ।

৩৪৪।১।২৮।—'দ্বার ঘুচাইলা' দ্বার খুলিয়া দিলেন। 'প্রভু হইলা ভিতর'—নিত্যানন্দ প্রভু ভিতরে গেলেন।

৩৪৪।২।৯।—'বিশ্বরায়'—বিশ্বের রাজা মহাপ্রভুকে।

৩৪৫।১।৫।—'দুই ঠাকুরের'—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের।

৩৪৫।২।৪।—'ঠাকুরের'—শ্রীচৈতন্যের।

৩৪৫।২।১১-১৭।—'মৎস্য...বসতি'— স্তুতি-পক্ষে ব্যাখ্যা যথা,—গ্রন্থকার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে অনেক স্থানে—"যোগী" বা "মহাযোগী" বলিয়াছেন। (ব্যাখ্যা ও বক্তব্য ৬।১।১ ব্যাখ্যা অবশ্য দ্রষ্টব্য) যোগশাস্ত্রে 'খেচরীমুদ্রা' বলিয়া এক-প্রকার মুদ্রা আছে। যোগিগণ ঐ মুদ্রার সাহায্যে সহস্রার হইতে ক্ষরিত সুধা পান করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় পূর্ব্বক পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। ঐ মুদ্রায় জিহ্বাকে উল্‌টাইয়া টাগ্‌রার ভিতর দিয়া উর্দ্ধদিকে চালিত করিতে হয় এবং জিহ্বা চুষিয়া চুষিয়া সুধা পান করিতে হয়। (১) এইরূপ প্রক্রিয়াকে যোগিগণ ও তান্ত্রিকগণ সাংকেতিক ভাষায় "মাংস" বা "গোমাংস" ভক্ষণ বলেন। গো-শব্দের একটী অর্থ—বাক্য। বাক্যের মাংস—যাহার সাহায্যে বাক্য উচ্চারিত হয়, সেই মাংসই "গো-মাংস"। তন্ত্রশাস্ত্রের পঞ্চমকার-সাধনের মাংস-ভক্ষণের প্রকৃত মর্ম্মই হইতেছে—ঐরূপ জিহ্বাকে উল্‌টাইয়া সুধা-পান। যথা,—"মা-শব্দাদ্‌ রসনা জ্ঞেয়া তদংসান্‌ রসনাঃ প্রিয়ে (?)। সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥" (আগমসার তন্ত্র)। আর 'মৎস্য' খাওয়া হইতেছে,—আমাদের দেহের মধ্যে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটী প্রধান নাড়ী আছে। ঐ তিনটী নাড়ীকে যোগশাস্ত্রে ও তন্ত্রশাস্ত্রে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী বলে। (২)

(১) খেচরীমুদ্রা যথা,—"ভ্রুবোরন্তর্গতাং দৃষ্টিং নিধায় সুদৃঢ়াং সুধীঃ। উপবিশ্যাসনে বজ্রে নানোপদ্রব-বর্জ্জিতঃ। লম্বিকোর্দ্ধস্থিতে গর্ত্তে রসনাং বিপরীতগাম্‌। সংযোজয়েৎ প্রযত্নেন সুধাকূপে বিচক্ষণঃ। মুদ্রৈষা 'খেচরী' প্রোক্তা ভক্তানামনুরোধতঃ॥"

(২) "ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী। ইড়া-পিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না চ সরস্বতী। ত্রিবেণী-সঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে। তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বপাপৈ প্রমুচ্যতে॥" ১১—১২॥—জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্র।

ঐ নদীদ্বয়ে যে জীবাত্মা ও পরমাত্মরূপী মৎস্য-বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাকেই অনুভবের বিষয় করা বা মতান্তরে,—ইড়া ও পিঙ্গলা-নাড়ীতে বিচরণশীল শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ মৎস্যকে ভক্ষণ করা অর্থাৎ বাহিরে আসিতে না দিয়া সুষুম্নাপথে চালিত করা। তন্ত্রশাস্ত্রের পঞ্চমকারের অন্তর্গত "মৎস্যভক্ষণ" সাধনের ইহাই প্রকৃত মর্ম্ম। যথা, —"গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা। তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্‌যস্তু স ভবেৎ মৎস্যসাধকঃ॥" মূর্খগণ ইহা না জানিয়া মনে করে,—মাছ-মাংস খাইলেই বুঝি 'ম'কারের সাধন করা হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নিন্দা গালাগালির ছলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহার উক্তরূপ মৎস্য ও মাংস সাধনে অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথাই কীর্ত্তন করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং দিগম্বর হইয়া নিজে যে শঙ্কর, সে তত্ত্বও প্রকাশ করিতেছেন স্বয়ং শঙ্কর না হইলে এ তত্ত্বই বা কাহার হৃদয়-গোচর হইতে পারে? আর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন ঈশ্বর, তখন তত্ত্বত তাঁহার মাতাই বা কে, পিতাই বা কে?—সর্ব্বব্যাপীর আমাদের মত সীমাবদ্ধ বসতিস্থানই বা কোথায়,—তাঁহার বসতির সংবাদই বা জানে কে?

৩৪৬।২।১৫।—'সারি ... গণ'—কলসীগুলি চারিদিকে সারি দিয়া রাখে।

৩৪৭।১।১৮।—'মাথা মুড়াইলে'—অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইলে।

৩৪৭।১।২০।—'পরলোক হইলেন'—অর্থাৎ পরলোকগত হইলেন, মরিয়া গেলেন।

৩৪৭।২।২.—'চিত্তে দেহ ক্ষেমা'—চিত্তমধ্যে অক্ষুব্ধভাব আনয়ন কর অর্থাৎ চিত্ত স্থির কর।

৩৪৮।১।১৭।—'কার্য্য'—অর্থাৎ সৎকার্য্যাদি কার্য্য।

৩৪৮.২।৪।—'তার-ধ্বনি'—উচ্চস্বর।

৩৪৯।১।২০। — 'সংসারচরিত' — সংসারের চরিত্র, স্বভাব বা ভাবভঙ্গী।

৩৪৯।২।১৭।—শ্রীমদ্ভাগবত, ৬স্কন্ধ, ১৬অধ্যায়ে চিত্রকেতুর মৃত পুত্রের মুখ হইতেও এইরূপ তত্ত্বোপদেশ বিবৃত হইয়াছে।

৩৫০। ।১১।—'গর্হিত'—ঘৃণিত, নিন্দিত।

৩৫০।১।১৪।—'কীট...মায়া,—প্রভু! আমি একটি কীটের তুল্যও নহি, বরং তাহার অপেক্ষাও অধম; তথাপি আমার প্রতি এত অধিক মায়া বিস্তার করিতেছ কেন?

৩৫১।২।৭।—'সুবলন'—সুগঠিত।

৩৫২।১।১১।—'আহার...ধর্ম্ম'—পান, আহার নিদ্রা, মলমূত্রাদি-ত্যাগ প্রভৃতি দেহের ধর্ম্মে রহিত অর্থাৎ বিবর্জ্জিত হইয়া।

৩৫২।২।১৫।—'তাণ্ডব'—উদ্দামনৃত্য।

৩৫৩।১।১৫ ৬।—'প্রভু...বলরাম'— আদিখণ্ড, ১২শ-অধ্যায়, ১৩১ পৃষ্ঠা এবং অন্ত্যখণ্ড, ১ম-অধ্যায়, ৩১২ পৃষ্ঠা প্রভৃতিস্থানে দেখিতে পাই, শ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে "বাপ!" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এরূপ সম্বোধন সম্ভবত শ্রীনন্দ-যশোদার মত বাৎসল্যভাবের বিকাশেই হইবে। স্নেহের শিশুকে "বাপ!" বলিয়া সকলেই সম্বোধন করিয়া থাকে। শ্রীপ্রভুর শ্রীমুখেরই কথা,—"কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়" (১৫৪।২।২১ দ্রষ্টব্য)। ভাবময়-বিগ্রহ শ্রীমহাপ্রভুর ক্ষণে ক্ষণে নানা ভাবের উদয়ও কিছুই বিচিত্র নয়। বিশেষত মধুর-ভাবের ভিতর যখন সকল ভাবই বর্ত্তমান, তখন বাৎসল্য-ভাবও সেখানে আছেই আছে। তাই মহাভাবস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকার ভাব-কান্তি-মাখা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কচিৎ বাৎসল্য-ভাবের

আবির্ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। আর এরূপ ভাবের বিকাশ সময় সময় না হইলেই বা তাঁহাতে সমস্ত ভাবের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যাইবে কি প্রকারে? আর এক কথা, শ্রীমহাপ্রভু—"আপনি আচরি ভক্তি জগতে শিখায়।" সাধকের প্রায় সাধক-দশায় সর্ব্ব-প্রথমে বাৎসল্যভাবের স্ফূর্ত্তি, তারপর পরিপাক-দশায় মধুর ভাবের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। আজ-কালের মত একেবারে লাফ দিয়া মগডালে চড়া সেকালে ছিল না। একেবারে সকলেই রাগের উপাসনা বা মধুরভাবের উপাসনা করিতেন না। উপাসন-রাজ্যে একটা অধিকারিনিয়ম ছিল,—ক্রমও ছিল। শাস্ত্রে ও সদাচারে তাহাই আছে। শ্রীপ্রভুর সাক্ষাৎ শক্তি-অবতার শ্রীমৎ-গদাধর-পণ্ডিতও অগ্রে বাৎসল্যভাবের উপাসনা করি-তেন, তৎপরে মধুরভাবের—কান্তভাবের উপা-সনা করিয়াছিলেন। ইহাও তো লোকশিক্ষার্থ। জগতের শিক্ষাগুরু শ্রীমহাপ্রভুও বোধ হয় তাই সর্ব্বপ্রথমে—শ্রীদীক্ষাগ্রহণের পরেই শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্যভাবে "বাপ!" বলিয়া সম্বোধন করিয়া-ছিলেন। ইহা ছাড়া যদি অন্য কোনরূপ তত্ত্বকথা এই "বাপ!" সম্বোধনের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, তাহা আমাদের অপরিজ্ঞাত। শ্রীপ্রভুর এ সম্বো-ধনের মর্ম্ম যাহাই হউক, শ্রীকৃষ্ণ যদি "বাপ" বলিয়া সম্বোধিত হইতে পারেন, তবে তাঁহার অগ্রজ শ্রীবলদেব "জ্যেঠা" হইবেন না কেন?

৩৫৩।১।১৭-১৮।—'পূর্ব্বে...উদয়ে'—শ্রীকৃষ্ণ-লীলায়, গোপিকাগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে একান্ত আকুল তখন যেমন চন্দ্রকে উদিত হইতে দেখিয়া তাঁহাদিগের 'হা কষ্ট! চন্দ্রের কিরণে এত তাপ! এইবার বুঝি মরিলাম' এই রূপ মৃত্যুভয় উপস্থিত হইয়াছিল।

৩৫৩।২।৯।—'কোনো যোগে'—অর্থাৎ ঘটনা-ক্রমে।

৩৫৩।২।১৬।—'ভিন্ন ভাব প্রভুর'—অর্থাৎ প্রভু যে তখন গোপীভাবে নিমগ্ন।

৩৫৩।২।১৯।—'স্ত্রী...কাণে'—৩৪২।২।২১ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৫৪।২।১২।—'মারিতে বা'—মারিলেই বা।

৩৫৪।২।১৪।—'আমরাও ... জনে'—এসো, আমরাও সকলে সমবেত বা একত্রিত হই।

৩৫৪।২।১৮।—'আমরাহ ... সূত্র'—অর্থাৎ আমরাও কিছু ছোট লোকের ছেলে নই। উদ্ধত-প্রকৃতি ছাত্রগণ এস্থলে 'পুত্র' শব্দের উপরে এক-টুকু বিদ্রূপের সুর সংযোগ করিবার জন্য 'সুত' শব্দের পরিবর্ত্তে 'সূত্র' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছে। সূত্রশব্দের অপর এইরূপ একটি অর্থও হইতে পারে। যথা—'সূত্র' অর্থাৎ 'বংশধর' বা 'সন্ততি'। শ্রীলোচনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলনামক গ্রন্থের উপসংহারে আত্মপরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে 'সূত্র' শব্দটী ঐরূপ অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—"পিতৃকুলে মাতৃকুলে আমি মাত্র পুত্র। সহোদর নাই মাতামহের যে সূত্র॥" আমরা 'বংশধর' বা 'সন্ততি' অর্থে 'সূত্র' শব্দের প্রয়োগ আর কোন গ্রন্থে দেখিতে না পাইলেও, 'সূত্র' শব্দের সমানার্থক 'তন্তু' শব্দটির উক্ত অর্থে প্রচুর প্রয়োগ দেখিয়াছি। যথা—"বৈরাট্যাঃ কুরুতন্তবে" (ভা০ ১।৮।১৩), "তন্তুং তন্বন্ পিতৄন্ যজেৎ" (ভা০ ২।৩।৮)। ইত্যাদি।

৩৫৭।১।১-২।—'করিল ... দেহেতে'—এই অংশের ভাবার্থ—এই ৩৫৫ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ১৫শ পংক্তি হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

৩৫৫।১।১৪।—'হৃদয়-নিশ্চয়'—মনোমধ্যে যাহা স্থির করিয়াছি অর্থাৎ প্রাণের কথা।

৩৫৫।১।১৩।—'অবতার জানি'—আমার এই অবতারের গূঢ় উদ্দেশ্য অনুধাবন করিয়া।

৩৫৭।১।১২।—'গৃহস্থের...হয়ে'—অতিথিসৎকার গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। প্রধানত এই নিমিত্তই গৃহস্থ, সকল আশ্রমীরই প্রীতির পাত্র। গৃহস্থাশ্রমই আর সকল আশ্রমের উপজীব্য। যথা—"সর্ব্বাশ্রমান্ উপাদায় স্বাশ্রমেণ কলত্রবান্। ব্যসনার্ণবমত্যেতি জলযানৈরিবার্ণবম্॥" (ভা০ ৩।১৪ ১৬)॥ "ব্রহ্মচারী যতির্ভিক্ষুর্জীবন্ত্যেতে গৃহাশ্রমাৎ। তস্মাদভ্যাগতানেতান্ গৃহস্থো নাবমানয়েৎ॥ ২৭॥ গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ। দদাতি চ গৃহস্থস্থ তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী॥ ২৮॥ ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা। আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী॥" ২৯॥ (শ্রীবিষ্ণুসংহিতা, ৫৯ অধ্যায়); "গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীন্ এতান্ বিভর্ত্তি হি॥ ৮৯॥ যথা নদী-নদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্। তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্॥" ৯০॥ (মনুসংহিতা, ৬ অধ্যায়।)

৩৫৮।১।১৭।—'দুই অবতার'—কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীনিবাস-আচার্য্য এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্রপ্রভুই, সেই দুইজন। এই দুই অবতারের আসন অধিকার করিবার জন্ম বর্ত্তমানে অনেকেরই একান্ত আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভুই জানেন, এই দুই অবতার কে?

৩৫৮।১।১৮।—'কীর্ত্তন-আনন্দ'—কীর্ত্তনানন্দময়।

৩৫৯।২।২১-২২।—'তথাও ... আমি'—ইহা দেখিয়াও কি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের ভেদবাদ স্থাপন করিবার প্রবৃত্তি হয়?

৩৫৯।২।২৩-২৪।—'আরো...অবিলম্বে'—৩৫৮।১।১৭ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৫৯।২ ২৬।—'মর্ম্মে'—এ বিষয়ের মর্ম্মকথা বলিতে গেলে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে।

৩৬০।১।১৯।—'সংক্রমণ-উত্তরায়ণ দিবসে'—শ্রীমুরারিগুপ্তবিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতের তৃতীয়-প্রক্রমে দেখিতে পাওয়া যায়, মহাপ্রভু মাঘমাসের সংক্রান্তির দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যথা—"ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুম্ভং প্রযাতে মকরাৎ মনীষী। সন্ন্যাসমন্ত্রং প্রবদৌ মহাত্মা শ্রীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ॥" শ্রীলোচনদাসও তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মধ্যখণ্ডে এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন,—"মুণ্ডন করিয়া প্রভু দেখি শুভক্ষণে। সন্ন্যাস করয়ে শুভদিন সংক্রমণে॥ মকর নেউটে কুম্ভ আইসে হেন বেলে। সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেন কালে॥" সূর্য্যদেব মাঘমাসের শেষ দিবসেই মকর রাশি হইতে কুম্ভ রাশিতে সংক্রমণ করিয়া থাকেন। অতএব উক্ত দুইটি উদ্ধৃত অংশ দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে, মাঘমাসের সংক্রান্তিই মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের দিন। সুতরাং,—"এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে। নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥" (৩৬০।১।১৯—২০ এই পয়ারের এইরূপ অর্থান্তর করিতে হইবে;—মহাপ্রভু বলিতেছেন যে, আমি এই পবিত্র উত্তরায়ণকালে, আগামী সংক্রান্তির দিবসে, সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত, এখান হইতে অবশ্যই চলিয়া যাইব। এইরূপ অর্থ না করিলে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "চব্বিশবৎসর শেষ যেই মাঘমাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥" এই বাক্যের সহিত যদিও বিরোধ না ঘটে, তথাপি পূর্ব্বোক্ত মুরারিগুপ্তের শ্লোক এবং শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের পয়ারের সহিত সামঞ্জস্যরক্ষা কঠিন হইয়া উঠে।

৩৬০।২।৫।—'সেই দিন'—অর্থাৎ যেদিন মহাপ্রভু বলিলেন যে,—"এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে। নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে।" সে-ই দিন।

৩৬১।১।১৬।—'চন্দ্রের·· যায়'—চন্দ্রের কিরণে তাঁহার শ্রীবিগ্রহের যে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

৩৬১।২।১।—'কালি'—কল্য হইলে অর্থাৎ প্রাতঃকালে। অথবা, 'কালি চলিবাঙ'—কাল তো চলিয়া যাইব অর্থাৎ কাল তো আর এখানে থাকিব না।

৩৬১।২।২।—'এই···নারিলাঙ' — কবিকঙ্কণ চণ্ডী (বঙ্গবাসি-সংস্করণ) ১৯৫ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই, লাউটা অযাত্রিক। যথা,—"যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা অর্দ্ধখান লাউ।" কিন্তু অহো মহাপ্রভুর ভক্তবৎসল্য, সেই অযাত্রিক সামগ্রীও যাত্রাদিবসে ভোজন করিলেন।

৩৬২।১।২২।—'ব্যবহার···ভার'—তোমার ঐহিক পারমার্থিক যাহা কিছু, সমস্তই তোমার হইয়া আমিই করিব, আমারই উপর সে সকলের ভার রহিল।

৩৬২।২।৫।—'পৃথিবী-স্বরূপা হৈলা'—পৃথিবী ভালমন্দ সকলই নীরবে সহ্য করেন বলিয়া তাঁহার একটা নাম 'সর্ব্বংসহা'। শচীমাতা শ্রীচৈতন্তের অসহ্য বিচ্ছেদদুঃখ সহ্য করিতে পারিলেন বলিয়া তাঁহাকেও 'পৃথিবীস্বরূপা' বলা হইয়াছে।

৩৬৪।১।১৪।—'কাণে···হইয়া'—এই শ্রেণীর যোগীর নাম 'কাণফোঁটরা'।

৩৬৪।১।২১-২২।—'নিন্দা···খণ্ডিল' — প্রভুর বিষয়ে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্তের প্রতি, যাহার মনে যে কিছু নিন্দা দ্বেষ প্রভৃতি পাপ ছিল, বিবাদ ভাবিতে ভাবিতে, সকল জীবের সে মানসিক পাপ খণ্ডিত হইয়া গেল।

৩৬৪।২।৫—৩৬০।১।২৪-২৬ দ্রষ্টব্য।

৩৬৪।২।২৬।—'কোণা-হনে'—কোথা হইতে।

৩৬৫।২।১৩।—'বিধিযোগ্য'—অর্থাৎ সন্ন্যাস-বিধির উপযুক্ত।

৩৬৫।২।২৪।—'ত্রিবিধ লোকের'—বালক যুবা ও বৃদ্ধের

৩৭০।১।২ ৪।—'ভারতীর ··বলি'— শ্রীশঙ্করাচার্য্যপ্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসীর মধ্যে 'ভারতী'ও একটি। জ্ঞানচর্চ্চাই ইঁহাদিগের জীবনের ব্রত। ভারতীও এতদিন জ্ঞানচর্চ্চাই করিতেন; কিন্তু আজ প্রভুর কৃপায়—তাঁহার আলিঙ্গন লাভ করিয়া, তিনি বিষ্ণুভক্তি অধিকার করিলেন। তখন তিনি তাঁহার দণ্ড কমণ্ডলু ঘুরাইয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন ও হরি হরি বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। ভারতীর তখন মনের ভাব বোধ হয় এইরূপ;—দণ্ড! তুমি ত শরীর, মন ও বাক্য এই তিনটীর দণ্ডপ্রদান করিবার সাক্ষিস্বরূপ। তবে তুমি আর কেন? যাহার জন্ম দণ্ড, যে নিমিত্ত সংযম,—যে নিমিত্ত সাধন, আমি ত তাহা পাইয়াছি, দণ্ড! তবে তুমি আর কেন? কমণ্ডলু! তুমিও দূর হও! তোমাকেই বা আর বৃথা বহন করি কেন? আমি এখন বিষ্ণুভক্তি লাভ করিয়াছি, বৈষ্ণব হইয়াছি,—'ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ। যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে॥'—তবে কমণ্ডলু! তুমি আর কেন?

৩৭০।২।৬।—'প্রেম-সংহতি'—প্রেম-সহচর। অথবা—পুঞ্জীভূত প্রেমস্বরূপ।

৩৭১।১।২২।—'শোধ পায়'—শুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়।

৩৭২।১।১।—'বক্রেশ্বর'—শিবমূর্ত্তি। কেহ কেহ ইঁহাকে 'বক্রনাথ' বলেন।

৩৭২।২।৮।—'ক্রোশেকের' — ক্রোশৈকের, একক্রোশের।

৩৭৩।১।২।—'ঝাট আইস সত্বরে'—অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্র আগমন কর।

৩৭৩।১।১৯।—'গরু রাখে'—গরু রক্ষা করিতে-ছিল বা চরাইতেছিল।

৩৭৪।২।৮।—'বিধি-নিষেধের পার'—শাস্ত্র সন্ন্যাসীর যেরূপ বিধি ও নিষেধের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, আহার অতীত। অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত জীব মায়ার অধিকারে অবস্থান করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে বিধি-নিষেধের অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ ত মায়ার অতীত, সুতরাং তাঁহার কার্য্যকলাপ যাহা কিছু, সে সমস্তও বিধি-নিষেধের অতীত।

৩৭৪ ২।২৩।—'অচিন্ত্য'—চিন্তার অতীত। 'অগম্য'—বুদ্ধি যাহার ভিতর গমন করিতে পারে না,—জ্ঞানাতীত।

৩৭৫।১।৭।—'তাহারেই বার্ত্তা লয়'—তাহারই নিকটে এই কথা জিজ্ঞাসা করেন।

৪৭৫।১।৮।—'হয়'—অর্থাৎ হও।

৩৭৫ ২।২৯।—'প্রভু বলিয়াছে'—৩৬২।১।২১-২২ দ্রষ্টব্য।

৩৭৫।২।২৩।—'কৃষ্ণের'—শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে।

৩৭৬।২।২৬।—'সে কথন কিছু নয়'—তাহার কিছুই বলিয়া উঠা যায় না,—ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

৩৭৭।১।১২।—'দেখিতে'—দেখিলে,—দেখিয়া।

৩৭৭।২।১৩-১৪।—'অচ্যুত·········লেখা' — শ্রীঅচ্যুতানন্দ কহিলেন, প্রভো! আমাদিগের দৈববশত বা ভাগ্যবশেই তুমি সকল জীবের সখারূপে আবির্ভূত হইয়াছ, তাই আমার সহিত ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্থাপন করিতেছ। কিন্তু তুমি যে বলিলে "আচার্য্য মোর পিতা" এ কথাটি আমার বুদ্ধিগম্য হইল না। তুমি দয়া করিয়া জীবের সহিত কতপ্রকার সম্বন্ধই স্থাপন করিতে পার, কিন্তু তোমার পিতা যে কে, শাস্ত্র তোমার সম্বন্ধে নানাকথা লিখিলেও কেবল এই কথাটি লিখিতে পারেন নাই। 'ভগবানই ত সকলের পিতা, ইঁহার আবার পিতা কে হইবেন?'—ইহাই অচ্যুতের অভিপ্রায়।

৩৭৮।২।৯।—'সহস্র-বদনে'—অনন্তদেব।

৩৭৯।১।৬।—'দৃশ্যাদৃশ্য·········ভৃঙ্গ' — অর্থাৎ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত যাহা কিছু, সকলেই আমার অধীন—সকলেই আমার আশ্রিত; আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে কেহই স্বকীয় সত্তা ধারণে সমর্থ নহে। আমার চরণের সচ্চিদানন্দ-রূপ মকরন্দই সকলের উপজীব্য।

৩৭৯।১ ৯।···'মুঞি—বিনে'—ভক্তগণ ব্যতি-রেকে আমি আর সকলেরই কালস্বরূপ অর্থাৎ কালরূপে আর সকলেরই সংহার করিয়া থাকি।

৩৭৯।৫।১৩।—ভা০ ১৯।৮৮ দ্রষ্টব্য।

৩৭৯।১।১৪।—ভা০ ৮।৩ দ্রষ্টব্য।

৩৭৯।১।১৫।—ভা০ ৭।৮ দ্রষ্টব্য।

৩৭৯।১।১৭-১৮।—ভা০ ৮।৭—১০ দ্রষ্টব্য।

৩৭৯।২।২৫।—'প্রভু'—অর্থাৎ প্রভুকে।

৩৮১।১।৯।—'দুর্ঘট'—বিষম।

৩৮১।১।১০।—'পথ নাহি বয়'—অর্থাৎ পথে চলে না।

৩৮২।২।২।—'দিব্য করি রহে'—শপথ করিয়া বসে।

৩৮৩।১।৬।—'বহিতে আছেন' — প্রবাহিত হইতেছেন।

৩৮৪।২।১৪— 'ব্রাহ্মণ···গৌরহরি' — যেরূপ বিষম সময় উপস্থিত, তাহাতে রামচন্দ্রখানের সাহায্য ব্যতীত শ্রীচৈতন্যের নীলাচলগমন এক-প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাম-চন্দ্র শ্রীচৈতন্যকে কহিলেন, 'প্রভো! আমি আপনার গমনের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমার গৃহে সপরিকরে ভিক্ষা করুন।' সেরূপ ভীষণ সময়েও শ্রীচৈতন্য তাহা স্বীকার করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ-আশ্রমে গমন করিয়া ভিক্ষা করিলেন; কেন না, রামচন্দ্র জাতিতে শূদ্র। শ্রীচৈতন্যলীলায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতির ভবনে ভিক্ষা-গ্রহণ অর্থাৎ ভোজনাদি করেন নাই। তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব, সুতরাং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহার এরূপ আগ্রহ বিচিত্র নহে।

৩৮৪।২।২০।—'নিজাবেশে···ক্ষণ'—প্রভু সর্ব্ব-দাই আপনার আবেশেই বিভোর হইয়া রহি-য়াছেন, সুতরাং ক্ষণকালও তাঁহার অন্য কার্য্যের অবকাশ বা অবসর ছিল না।

৩৮৪।২।২২।— 'নিরবধি···পরমার্থ'— সকল কালেই পরমার্থস্বরূপ প্রেমই প্রভুর ভোজনের সামগ্রী অর্থাৎ প্রভুর অন্তর নিরন্তর প্রেমরসেই পরিপূর্ণ।

৩৮৫।২।১৫-১৬।—'প্রভুর ··· বিজয়'— প্রভুর অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞায় মুকুন্দমহাশয়, প্রভুর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নৌকায় বিজয়লীলা অর্থাৎ 'নৌকাখণ্ড' কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অথবা, প্রভুর আজ্ঞানুসারে মুকুন্দ, আর প্রভু স্বয়ং, উভয়ে মিলিত হইয়া 'নৌকাখণ্ড' গান করিতে লাগিলেন।

৩৮৬।২।৭-৮।—'যার ···নয়' —প্রভু যাঁহার যাঁহার গৃহে যাইয়া উপস্থিত, তাঁহার সেই শ্রীবি-গ্রহ দেখিয়া তাঁহাদিগের কাহার না মোহ উপ-স্থিত হয়?—সে অনন্তসুন্দর রূপ দেখিয়া সক-লেই বিমুগ্ধ হইলেন।

৩৮৮।১।৮।—'বিহ্বলের··· সর্ব্বথায়'— তাঁহার আচার ব্যবহার যাহা কিছু, সকলই বিহ্বল বা বিবশের মত।

৩৮৮।২।৬।—'ফেলিলেন···খণ্ড'—দণ্ড তিন-খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবার তাৎপর্য্য এই,—দণ্ডিগণের দণ্ডধারণ শোভার নিমিত্ত নহে, কিন্তু বাক্য, দেহ ও মন এই তিনটীর দণ্ডবিধানের নিমিত্ত। জীবমাত্রেরই বাগিন্দ্রিয়, দেহ ও মন, সকলই মায়ার গুণে রচিত। মায়ার তিনটী গুণ, —সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। মন সত্ত্বগুণের, বাগিন্দ্রিয় রজোগুণের এবং দেহ তমোগুণের কার্য্য। জগ-তের যত কিছু উপভোগের সামগ্রী, সে সমস্তও মায়ার গুণে নির্ম্মিত; সুতরাং বাক্য, মন বা দেহ, সমস্তই স্বভাবত সেই জাগতিক উপ-ভোগের সামগ্রীতেই—রূপ-রসাদি বিষয়েই আসক্ত হইয়া পড়ে। স্বজাতীয়ে প্রীতি বা ভাল-বাসা সকলেরই স্বাভাবিক। অতএব যাহাতে উক্ত উচ্ছৃঙ্খল বাক্য, দেহ বা মন, উক্ত রূপ-রসাদি বিষয়ে আসক্ত না হইয়া ভগবদুন্মুখ হয়, তজ্জন্যই তাহাদিগের দণ্ডের ব্যবস্থা। শ্রীচৈতন্য-প্রভু স্বয়ং-ভগবান্। তাঁহার দেহ, মন ও বাক্য, সমস্তই সচ্চিদানন্দময়। সুতরাং তাহার আবার দণ্ড কেন? ইহা ভাবিয়াই শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার দণ্ড তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। যাহা-দিগের উপর দণ্ডবিধান করিতে হইবে, তাহারা সংখ্যায় তিনটি,—বাক্য, দেহ ও মন। সুতরাং তিন তিন খণ্ডে দণ্ডটি ভাঙ্গিয়া এই ভাব অভি-ব্যক্ত করিলেন যে ইঁহার কি বাক্য, কি মন,

কি দেহ, তিনটীই অপ্রাকৃত, সুতরাং তিনটীর কোনটিরও দণ্ডের প্রয়োজন নাই।

৩৮৯।১।১২।—'যে শাস্তি প্রমাণ'—যেরূপ শাস্তি উচিত বলিয়া বোধ হয়।

৩৮৯।২।১২।—'জলেশ্বর-দেব'—জলেশ্বরনামক শিবের মূর্ত্তি।

৩৮৯।২।১৫।—'বাদ্য উঠিয়াছে কোলাহল'—বাদ্যকোলাহল উত্থিত হইয়াছে।

৩৯০।১।২।—'হইলা বিদিত'—জ্ঞাত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইলেন।

৩৯০।২।১৫-১৬।—'কোথা···বান্ধব'—আরে তোমরা কোথায় থাকো, দেখাই পাই না; আজ বহুকালের পর বন্ধুর দেখা পাইলাম।

৩৯১।২।২।—'যথা···প্রমাণ'—যে নাভিগয়া হইতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র দশ যোজন বা ৪০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

৩৯২।১।১৭-১৮।—'যার···নাম'—যে শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রের প্রভাবে সকল মূর্ত্তিরই প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণই 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম ধারণ করিয়া জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। এস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু দাস্যভাব প্রকাশ করিলেও, তিনি যে সাক্ষিগোপালের সহিত ভিন্ন নহেন, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য "যার মন্ত্রে" ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে।

৩৯২।১।২৭।—'প্রকট শঙ্কর'—জাগ্রত শিব-মূর্ত্তি।

৩৯৩।১।২৩।—'পূর্ব্বে'—অর্থাৎ যে সময়ে দুর্ব্বাসা, মহারাজ অম্বরীষকে কৃত্যানলে ভস্মীভূত করিতে গিয়াছিলেন। ভা০ ৯।৪ দ্রষ্টব্য।

৩৯।৩২।১।১।—'সর্ব্ব-অপরাধ-ভঞ্জন-শরণ'—যিনি সকলের সকলপ্রকার অপরাধ বিনষ্ট করেন এবং যিনি সকলেরই শরণ বা আশ্রয়স্থল।

৩৯৩।২।১৭।—'শুদ্ধি'—তত্ত্ব। ৫৬.২।২৬এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

৩৯৩।২।২২। — 'তোমাকেহ ··· পরাক্রম'—সুদর্শনের পরাক্রম এতই প্রবল যে, সে তোমা-কেও সহ্য করে না অর্থাৎ তুমিও কোনরূপ অপ-রাধ করিলে, তাহা সহ্য করে না, তৎক্ষণাৎই তাহার প্রতিবিধানে তৎপর হয়। অথবা, যাহার পরাক্রম তোমাকেও সহে না অর্থাৎ তোমারও সহ্য হয় না,—তুমিও সহ্য করিতে পার না।

৩৯৪।১।১।—'নাহি প্রতিকার' — অর্থাৎ নিস্তার নাই।

৩৯৪।২।১৭.—'কালে'—অর্থাৎ কালমূর্ত্তি বা সংহারমূর্ত্তি ভগবান্।

৩৮৬।২।৪।—'প্রাসাদের অগ্রমূলে'—শ্রীমন্দি-রের উপরিভাগে। প্রাসাদের বিশেষ বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৯—২০ বিলাস দ্রষ্টব্য।

৩৯৭।১।৬।—'রাও'—পশ্চিমপ্রদেশে 'রায়' শব্দের পরিবর্ত্তে সচরাচর 'রাও' শব্দেরই প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়

৩৯৭।১।১৪।—'সঙ্কর্ষণ'—বলরাম।

৩৯৭।২।৯।—'চতুর্ব্যূহ-রূপে'—অর্থাৎ জগ-ন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা এবং সুদর্শন, এই চারি রূপে। দার্ঢ্যভক্তিরসামৃত নামক উৎকল ভাষার ভক্তমাল গ্রন্থ, কৃষ্ণপ্রিয়ার চরিত্রে দেখা যায়,—
"নমস্তে প্রভু হলহস্ত। নমস্তে প্রভু জগন্নাথ॥
সুদরশন আদি করি। চতুর্দ্ধারূপ অছি ধরি॥"

৩৯৮।২।৭।—'এতেকে···কথন'—অর্থাৎ এই নিমিত্ত তোমাদিগের কথা চিন্তার অতীত।

৩৯৮।২।১২। — 'প্রকট-পরমানন্দ'— মূর্ত্তিমান পরমানন্দ।

৩৯৯।১।২৭।—'প্রবেশ নহিব'—প্রবেশ করিব না বা প্রবিষ্ট হইব না।

৩০৯।১২৮।—'গরুড়ের'—গরুড়স্তম্ভের। এই স্তম্ভ শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে জগমোহন বা নাট-মন্দিরের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। স্তম্ভের উপরি ভাগে গরুড়ের মূর্ত্তি আছে বলিয়াই, ইহার নাম 'গরুড়স্তম্ভ'।

৪০১।১।৭।—'মহাজ্ঞানী হয় আপনারে'—আপনার প্রতি মহাজ্ঞানী হয় অর্থাৎ আপনাকে একজন মহাজ্ঞানী বলিয়া মনে করে।

৪০১।২।১—'শিখা সূত্র ঘুচাইয়া'—অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া। সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের এই উক্তি দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, শিখাসূত্র-ত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস অর্থাৎ কলিযুগে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও সন্ন্যাসে অধিকার নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে কেবল শিখাত্যাগই বলিতেন, সূত্রত্যাগ নহে। সূত্র-শব্দ দ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে পাওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্ন্যাসাধিকার শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

৪০২।২।১৩।—মূল শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে, ২য় খণ্ড, ২য় অধ্যায়, ১৮১ শ্লোকের টীকায় এবং অস্মৎসম্পাদিত বাঙ্গালা-পদ্যানুবাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের ১২৬ পৃষ্ঠায় এই "সত্যপি ভেদাপগমে" শ্লোকের বিশেষ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪০৩।১।১৮-২১।—'সন্ন্যাসী... পায়'—শঙ্করাচার্য্যের ইহাই অভিপ্রায় যে, লোক সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া, প্রেমভক্তিসহকারে নিরন্তর 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিবে। কিন্তু অনেকে তাঁহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া, ভক্তিপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আপনাকে নারায়ণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবার জন্যই মাথা মুড়াইয়া কেবল সন্ন্যাসের ভাণ করে মাত্র, সুতরাং দুঃখও পাইয়া থাকে।

৪০৪।১।২৬।—'মাধবেন্দ্র-আদি'—আদি-পদে শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।

৪০৩.২.৩।—'ত্রিভাগ বয়সে'—মানবের পরমায়ু শতবৎসরপরিমিত। ইহাকে সম চারিভাগে বিভক্ত করিলে ২৫ বৎসর করিয়া এক একটি ভাগ হয়। সুতরাং বয়সের তৃতীয় ভাগ হইল, ৫০ হইতে ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত। শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়—"বন এব বসেচ্ছান্তস্তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ" (ভা০ ১১।১৮.১), "এবং বর্ণাশ্রমে স্থিত্বা তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ। চতুর্থং চায়ুষো ভাগং সন্ন্যাসেন নয়েৎ ক্রমাৎ॥" (পদ্মপুরাণ, আদিখণ্ড, ৫৯ অধ্যায় এবং কূর্ম্মপুরাণ, উপবিভাগ, ২য় খণ্ড।)

৪০৩।২।৪.—'গ্রাম্য-রস ভুঞ্জিয়া'—বিষয়সুখ উপভোগ করিয়া। শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে,—"অবিদিত্বা সুখং গ্রাম্যং বৈতৃষ্ণ্যং নৈতি পুরুষঃ।" (ভা০ ৯।১৮।৪০।)

৪০৪।১।২।—'দাস'—অর্থাৎ দাসকে।

৪০৪।১।৭। 'আশ্রমে বড় তুমি'—আশ্রম চারিটি,—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু। সন্ন্যাসিগণ চতুর্থাশ্রমী এবং অন্য আশ্রমীর পূজ্য ও শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, "সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ" (ভা০ ১১।১৭।১৪।)

৪০৪।১।৮—'শাস্ত্রমতে'—যথা—"দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং দৃষ্ট্বা ত্রিদণ্ডিনম্। নমস্কারং ন কুর্য্যাদ্ যঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥"

৪০৪।১।১২।—'লইলুঁ মুঞি ছায়া'—অর্থাৎ উত্তপ্ত সংসারপথের পর্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়া আমি সর্ব্বতোভাবে তোমারই ছায়ায় আশ্রয় লইলাম। অথবা, আমি তোমার 'ছায়া লইলুঁ'—অর্থাৎ তোমার ছায়াত্ব—দাসত্ব স্বীকার করিলাম। মহর্ষি মনু বলেন—"ছায়া স্বো দাসবর্গশ্চ" (মনুসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়, ১৮৫ শ্লোক)

৪০৪।১।২৮।—'অষ্ট আখরিয়া'—অর্থাৎ যাহার এক একটি চরণে আট আটটি করিয়া অক্ষর বিন্যস্ত আছে ;—অনুষ্টুপ্ ছন্দের।

৪০৫।১।৬।—'হয় কি প্রমাণ'—অর্থাৎ ঠিক হয় কি না।

৪০৫।১।৯।—'আপনার...বাখানে'—আপনার অর্থ অর্থাৎ নিজকৃত ব্যাখ্যা। মহাপ্রভুর এই নিজকৃত ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২৪শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৪০৫।১।১০।—'যাহা...জানে'—কেহও কোন কালে যাহা অর্থাৎ যাহার, উদ্দেশ অর্থাৎ নাম-গন্ধও জানিত না।

৪০৮।২।২৪।—'সঙ্গে অধিকারী'—অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার অধিকারী। অথবা, 'শেষ... 'অধিকারী'—শেষখণ্ডে অর্থাৎ প্রভুর শেষলীলায়, এই দুই অধিকারী বা প্রধান পাত্র, সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।

৪১০।১।১৭-২০।—'যত...কয়,—লীলার পূর্ণতম আবেশে লীলাময় প্রভুর যে শক্তির অভিব্যক্তি হয়, সে শক্তি ত অন্যত্র সম্ভব হইতেই পারে না, পরন্তু তিনি ঈষৎ লীলায় অর্থাৎ লীলার অতি সামান্য আবেশে, যে শক্তি প্রকাশ করেন, সে শক্তিও অন্যত্র কদাপি সম্ভব নহে। সুতরাং ইহাতেই অর্থাৎ তাঁহার এইরূপ অনন্যসাধারণ শক্তির বিকাশ দেখিয়াই, তাঁহার শক্তি যে কত, তাহার সম্ভাবনা বা অনুমান হইয়া থাকে। এই রূপেই সকল শাস্ত্রে ঈশ্বরের তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ কি-এক অলৌকিক অনন্য-সাধারণ ও অবিচিন্ত্য মহাশক্তি যাঁহাতে পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজমান, তিনিই ঈশ্বর।

৪১৩।১।৮।—'কেহো কারো রহি না সম্ভাষে'—কেহ কাহারও খাতিরে যে তাহার সহিত দু'দণ্ড দাঁড়াইয়া কথা কহিবে, তাহা কহে না।

৪১৫।২।২০।—'মুখর হইয়া'—বাচাল হইয়া, মুখ ছুটাইয়া।

৪১৬।১।১২।—'আরে'— দ্বিতীয়ত, তাহার উপর আবার।

৪১৬।২।৭।—'সবে…কুলিয়ার'—নদীয়া এবং কুলিয়া, উভয়ের মধ্যে সবে মাত্র গঙ্গার ব্যবধান আছে। অর্থাৎ গঙ্গার এক কূলে নদীয়া ও অপর কূলে কুলিয়াগ্রাম। গ্রন্থকার পরেও (৪৭৩।১।৮০) বলিয়াছেন,—'গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া"। আজকাল অনেকে কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী কুলিয়াগ্রামকেই অপরাধভঞ্জনের পাট বা কুলিয়ার পাট বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের এই দুইটি অংশ বিশেষ করিয়া দেখা উচিত।

৪১৬।২।২০।—'সে...প্রায়'—সে বৎসপদের ন্যায় অনায়াসে সংসারসাগর অতিক্রম করে। বাছুরের খুর-চিহ্নিত স্থানে সঞ্চিত অতি অল্প-পরিমিত জলকেই সাধারণত বৎসপদ কহিয়া থাকে। ভা০ ১০।১।৫ এবং ১০।১৪।৫৮ শ্লোকে এই বৎসপদের উপমা দেখিতে পাওয়া যায়।

৪১৭।১।৮।—'স্থল নাহি অবসর'—অবসরস্থল নাহি অর্থাৎ একটুও ফাঁক নাই, হাঁফ ছাড়িবার জায়গা নাই।

৪১৭।১।১৫।—'বিশারদের'—মহেশ্বর বিশারদের।

৪১৭।২।১৪।—'তোমার কর্ম্মে তুমি সে প্রমাণ'—অন্যের প্রমাণ বেদাদিশাস্ত্র অর্থাৎ বেদাদিশাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারেই লোকে কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু তোমার কর্ম্মের প্রমাণ তুমিই তর্থাৎ তোমার কর্ম্ম স্বেচ্ছাধীন,—কাহারও আজ্ঞাধীন নহে।

৪২০।১।২।—'তান'—তাঁহার অর্থাৎ দেবানন্দের।

৪২১।১।২৫।—'সর্ব্বজ্ঞের'—ভগবানের জ্ঞানাবেশাবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের।

৪২১।২।১১।—'মোক্ষ... নারায়ণে' —তথাহি —"মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্" (ভা০ ৫।৬।১৮।)

৪২১।২।১৫-১৭।—'যেন...হয়'—যেরূপ মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতারসকল কাহারও সৃষ্ট নহেন, কিন্তু আপন ইচ্ছাতেই তাঁহারা বিশ্বে কখনও আবির্ভূত কখনও বা তিরোহিত হন, এইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতও কাহারও কৃত নহেন। তিনি ভগবানের অভিন্নতনু। সুতরাং তিনিও ভগবানের ন্যায় কখনও প্রপঞ্চে আবির্ভূত, আবার কখনও সেই প্রপঞ্চ হইতে তিরোহিত হইয়া থাকেন। বস্তুত মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারের ন্যায় তিনিও নিত্য। নিত্য বস্তু না হইলে কি নিত্য বস্তুর প্রতিনিধি হইতে পারে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলা সাঙ্গ করিয়া যখন এই জগৎপ্রপঞ্চ হইতে চলিয়া যান, তখন তাঁহার প্রতিনিধির কার্য্য করিবার জন্য জগতে শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব হইয়া থাকে। (ভা০ ১।৩।৪৫ দ্রষ্টব্য।)

৪২২।১।১।—'প্রেমময় ... শ্রীঅঙ্গ'— ৩১০।১।২০ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪২২।১।৩-৬।—'বেদ...হইল'—ভা০ ১।৪—৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪২২।২।৯-১০।—'দুই...পাত্র'—যাহা ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহাই 'ভাগবত',—ইহাই ভাগবতশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের সম্বন্ধবিশিষ্ট—ভগবানের মধুরলীলাই তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং তাহা 'ভাগবত'। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র ভক্তগণও ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট— তাঁহারা ভগবানের, ভগবানও তাঁহাদের, সুতরাং তাঁহারাও 'ভাগবত।

৪২২।২।১১।—'সেইমত' — অর্থাৎ ভাগবত, ভক্ত। অথবা, ভাগবতশাস্ত্রের ন্যায় পরম পবিত্র।

৪২২।২।২৬। — 'সভারেই... সু-রীতে'— সু-রীতে—সুন্দর রীতি অনুসারে, মহাপ্রভু, সকলকেই, প্রতিকার করিলেন — চিকিৎসা করিলেন, অর্থাৎ শিক্ষা প্রদান করিলেন।

৪২৩।২।১৫-১৬।—'তিলার্দ্ধেকো...ক্ষণ'—এক ক্ষণও তিলার্দ্ধপরিমাণেও অন্য কার্য্য নাই।

৪২৩।২।১৯।—'যদ্যপিহ... লোক'— ভক্তিরস যে কি, ইহা যদিও সমাগত লোকের কেহই জানিত না।

৪২৪।২।২.—'কাম...বলিতে'—সে সৌন্দর্য্য যে মদনের তুল্য, এ কথা বলিতে পারি না; অর্থাৎ তিনি কামদেব অপেক্ষাও সুন্দর।

৪২৪।১।২৬।—'অট্ট...নয়'—এক প্রহর কাল অতীত হইল, তথাপি সে অট্ট অট্ট হাস্যের বিরাম হয় না।

৪২৬।১।২০।— 'যুক্তিবাদ-মন্ত্রণা' —যুক্তি বা উপায় নিরূপণ করিবার জন্য মন্ত্রণা।

৪২৬।২।২০।—'সম্ভাষা নাহি পায়'—কথা কহিবার অবকাশ পায় না।

৪২৭।২।৮।—'যম...রাজারে' অর্থাৎ রাজার কথা দূরে থাকুক, 'যম' বলিয়াও কাহারও ভয় নাই।

৪২৭।২।১৮।—'দেখিবারে... কারণে'—অর্থাৎ দেখিতে লইয়া যাইবে বলিয়া।

৪২৯।২।১৮।— 'আত্মক্রীড়'— ক্রীড়ার জন্য আর কাহারও অপেক্ষা না করিয়া যিনি আপনিই আপনার সহিত ক্রীড়া করেন অর্থাৎ যিনি আত্মা-

রাম বা লীলাময়। এস্থলে এ কথা বলা বাহুল্য যে, তাঁহার পরিকরবর্গ, তাঁহারই আত্মস্বরূপ।

৪২৯।২।২২। হইতে ৪৩০।১৪।—এ বিষয়ের বিস্তৃত তত্ত্ব ভা০ ৩।৮।১২ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৪৩২।২।২৪।—'গুণাতীত-সত্ত্বরূপা'—শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপা। যে তিনটি গুণে এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, তাহার অন্তর্গত যে 'সত্ত্ব', তাহা গুণাতীত নহে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণেই জগতের সৃষ্টি। ইহারা কেহই কাহাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্ত অবস্থান করে না,—পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াই থাকে,—"অন্যোঽন্যমিথুনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সর্ব্বত্রগামিনঃ।" এই তিন গুণের প্রত্যেকেরই প্রতিনিয়ত চেষ্টা এই যে, কিরূপে আর দুইটিকে পরাজিত করিয়া আপনি শ্রেষ্ঠ হইবে। সুতরাং তাহাদিগের সংগ্রাম সততই চলিতেছে। এই নিমিত্তই কখনও সত্ত্বগুণ, কখনও রজোগুণ, কখনও বা তমোগুণেরই প্রবলতা পরিলক্ষিত হয়। একটি গুণ প্রবল হইয়া উঠিলে, অপর দুইটি গুণ তাহারই আজ্ঞাধীন হইয়া অবস্থান করে। সুতরাং এই প্রাকৃতিক ত্রিগুণের অন্তর্গত সত্ত্ব,—এই মিশ্র সত্ত্ব, কখনও বিশুদ্ধ হইতে পারে না। গুণাতীত সেই ভগবানের স্বরূপশক্তি-হ্লাদিনীশক্তি-সমবেত সংবিৎ-শক্তির সারাংশই 'শুদ্ধসত্ত্ব'। ইহাই গুণাতীত সত্ত্ব। ইহার বিশেষ পরিচয় শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্ব-বিভাগ, ৩য় লহরী, ১ম শ্লোকের শ্রীজীবগোস্বামীর টীকায় দেখিতে পাইবেন।

৪৩৩।১।২৬।—'তাহা না হয় শোধন'—অর্থাৎ সে ঋণের পরিশোধ হয় না।

৪৩৩।২।২।—'তোমার...প্রতিকারে'— একমাত্র তোমার সদ্গুণরাশিই তাহার প্রতিকারে সমর্থ অর্থাৎ তুমি আমার যে ঋণে আবদ্ধ করিয়াছ, কোনরূপ প্রত্যুপকার করিয়া আমি তোমার সেই ঋণ পরিশোধ করি, আমার এমন সামর্থ্য নাই। তবে, সে ঋণ পরিশোধের এক মাত্র উপায় আছে, তাহা তোমার সদ্গুণরাজি অর্থাৎ তুমি যদি নিজগুণে আমায় সেই ঋণ হইতে মুক্ত কর, তবেই আমি হইতে পারি, নচেৎ নহে। ভা০ ১০।৩২।২২ "ন পারয়েঽহং" ইত্যাদি শ্লোক ইহার অনুরূপ।

৪৩৪।২।১৮।—'আমোদিয়া'—আনন্দ প্রকাশ করিয়া।

৪৩৫।১।১।—'ব্রাহ্মণের ... দায়' — ইহাতে ব্রাহ্মণের অধিকার কি আছে ?

৪৩৬।২।৪।—'অষ্ট শ্লোক'— গ্রন্থকার দুইটি মাত্র শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। অবশিষ্ট ছয়টি শ্লোক নিম্নে লিখিত হইল, যথা—"রাজৎকিরীট-মণিদীধিতিদীপিতাশ,—মুদ্যদ্বৃহস্পতিকবিপ্রতিমে বহন্তম্। দ্বে কুণ্ডলেঽঙ্করহিতেন্দুসমানবক্ত্রং, রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ উদ্যদ্বিভাকরমরীচি বিবোধিতাব্জ,-নেত্রং সুবিম্বদশনচ্ছদচারুনাসম্। শুভ্রা শুরশ্মিপরিনির্জ্জিতচারুহাসং, রামং জগত্রয়-গুরুং সততং ভজামি॥ তং কম্বুকণ্ঠমজমম্বুজতুল্য-রূপং, মুক্তাবলীকনকহারধৃতং বিভান্তম্। বিদ্যু-দ্বলাকগণসংযুতমম্বুদং বা, রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ উত্তানহস্ততলসংস্থসহস্রপত্রং, পঞ্চচ্ছদাধিকশতং প্রবরাঙ্গুলীভিঃ। কুর্ব্বত্যশীত-কনকদ্যুতি যস্য সীতা, পার্শ্বেঽস্তি তং রঘুবরং সততং ভজামি॥ যো রাঘবেন্দ্রকুলসিন্ধুসুধাংশু-রূপো, মারীচরাক্ষসসুবাহুমুখান্নিহত্য। যজ্ঞং ররক্ষ কুশিকান্বয়পুণ্যরাশিং, রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ ভংক্তা পিনাকমকরোজ্জনকাত্মজারা, বৈবাহিকোৎসববিধিং পথি ভার্গবেন্দ্রম্। জিত্বা পিতুর্ম্মুদমুবাহ ককুৎস্থবর্য্যং, রামং জগত্রয়গুরুং

নন্তত্বং ভজামি॥" (চৈতন্যচরিত, ২য় প্রক্রম, ৭ম সর্গ, ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ, এবং শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, মধ্য খণ্ড।)

৪৩৭।১।২০।—'জন্ম...নির্ব্বিরোধে'—ইহার প্রমাণশ্লোক যথা—"ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহঃ, শ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ। বৈদ্যস্য মূর্দ্ধ্নি বিনিধায় লিলেখ ভালে, ত্বং 'রামদাস' ইতি ভো ভব মৎপ্রসাদাৎ॥" (চৈতন্যচরিত, ২য় প্রক্রম, ৭মসর্গ, এবং ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ।) 'নির্ব্বিরোধে'—অব্যাঘাতে।

৪৩৭।২।৭।—'স্বভাবে'—স্বভাবত।

৪৩৭।২।১৪।—'ঘুচ ... হইতে'—মহাপাপী! তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ, দূর হ।

৪৩৮।১।২০-২৩—২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪৩৮।২।৭।—'কৃত অপরাধেরে' — কৃতাপরাধেরে অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে, তাহার প্রতি।

৪৪০।১।৭।—'কৃষ্ণযাত্রা'—শ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রাদি উৎসববিশেষ। ৬২।২।১৩ ব্যাখ্যা দেখুন।

৪৪০।১।১৫'—'যোগিপাল...গীত'—ধর্ম্মঠাকুরের গান। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত গান।

৪৪০।২।২৪।—'প্রৌঢ় করি বিষ্ণুভক্তি'—অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিকে পরিপুষ্ট করিয়া।

৪৪১।১।১৭-১৮—'মাধব...হরিষে' — অর্থাৎ যে দিবস শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী আবির্ভূত হইয়াছিলেন, শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার স্মরণার্থ, সেই দিবসে তাঁহার আরাধনা উপলক্ষে আনন্দের সহিত আপনার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেন। এইটী আবির্ভাব-মহোৎসব কি তিরোভাব-মহোৎসব' সে পক্ষে সন্দেহ আছে। কেননা, প্রাচীনগণ বলেন যে, প্রভুদের আবির্ভাব-মহোৎসব এবং ভক্তবৃন্দের তিরোভাব-মহোৎসব। বিশেষত, মুদ্রিত ভক্তিরত্নাকর ৫৮৬ এবং ৬১২ পৃষ্ঠায় শ্রীগদাধরের আরাধনা-তিথিটি তিরোভাবের বলিয়া দেখা যাইতেছে। তাই এই সন্দেহ।

৪৪২।১।২০।—'অঙ্কুরের সনে মুদ্গ'—অঙ্কুরবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহার অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে (কল বাহির হইয়াছে), এইরূপ মুগ।

৪৪৩।২।৯।—'ভালে'—অর্থাৎ অদৃষ্টদোষে, কপালদোষে।

৪৪৩।২।১৯-২২।—২০৯ পৃষ্ঠায় "নভঃ পতন্তি" ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৪৪৪।২।১৩।—অনুরূপ শ্লোক, যথা—"যথা দারুময়ী যোষিৎ নৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া। এবমীশ্বরতন্ত্রোহয়ম্" (ভা০ ১০।৫৪।১২।)

৪৪৫।১।১৬।—'আচম্বিতে ... প্রকাশ'—শ্রীবাসের ধ্যানের ফল মহাপ্রভু অকস্মাৎ আসিয়া সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন।

৪৪৬।১।৩।—'জগতের...দত্ত'—কোন সময়ে বাসুদেবদত্ত মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে। সর্ব্বজীবের পাপ তুমি দেহ মোর শিরে॥ জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ। সকল জীবের প্রভু! ঘুচাও ভবরোগ॥" এই অপূর্ব্ব প্রার্থনা শ্রবণে প্রভুর হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল, নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল; তিনি গদ্গদস্বরে কহিলেন—"ব্রহ্মাণ্ডজীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার। বিনা-পাপভোগে হবে সভার উদ্ধার॥" ইত্যাদি। এই নিমিত্তই গ্রন্থকার বাসুদেবদত্তকে 'জগতের হিতকারী' বলিয়াছেন। (বিশেষ বিবরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৫শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।)

৪৪৬।১।১৫—'দন্তের বিষয়'—দন্ত-বিষয়ক অর্থাৎ বাসুদেবদত্তের প্রতি।

৪৪৭।২।১৮।—'তারে...বলিয়া'—এ বিষয়টি যে কতদূর সত্য, মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার অর্জ্জুনমিশ্রর চরিত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশরচ্চন্দ্র-চক্রবর্ত্তিপ্রকাশিত শ্রীভক্তমালের ১৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। অস্মৎপ্রণীত "ভক্তের জয়" গ্রন্থের দ্বিতীয় উল্লাসে 'গীতা-পণ্ডার' চরিত্রও দ্রষ্টব্য। উক্ত চরিত্রটিও অর্জ্জুনমিশ্রর চরিত্রের অনুরূপ।

৪৪৭।১।২৭।—'সেবকের ..বড়'—অস্মৎসম্পাদিত 'শ্রীলঘুভাগবতামৃত' সংস্কৃতাংশের ১৭৭ পৃষ্ঠা এবং অনুবাদাংশের ৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪৪৮।১।১২ —'কোন্...স্ফুরে'—অর্থাৎ তিনি যে কোন্ বিধি বা পদ্ধতি অনুসারে প্রভুর সেবা করিবেন, তাঁহার আনন্দের স্ফূর্ত্তিতে, তাহার আর স্ফূর্ত্তি হইল না।

৪৪৮।২ ২০।—'কৃষ্ণের'—শ্রীকৃষ্ণের জন্যে।

৪৪৮।২।২৩ ২৪।—'চিত্ত...অপার'—পরিতোষ করিয়া প্রভুকে ভোজন করাইব, এ বিষয়ে তাঁহার চিত্তের যত বৃত্তি, মনের যত অভিলাষ, তাহারই অনুরূপে অর্থাৎ সাধ ভরিয়া, আকাঙ্ক্ষা পূরিয়া, তিনি প্রভুর জন্য অসংখ্যপ্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিলেন।

৪৪৯।২।১৪।—'আমার'—অর্থাৎ আমারই প্রতি।

৪৫০।২।১৩।—'পাণিশঙ্খ বাজিলে'—শ্রীজগন্নাথের শয্যোত্থান-লীলা উপলক্ষে পাণিশঙ্খ বাজিলে অর্থাৎ এক প্রহর রাত্রি অবশিষ্ট থাকিলে। যথা—"প্রহরেক রাত্রি মাত্র আছে অবশেষ। পাণিশঙ্খ-ধ্বনি হৈল মঙ্গল বিশেষ॥" (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের প্রেমদাসকৃত অনুবাদ, ৬ষ্ঠ অঙ্ক)। ইহার মূল যথা—"আহ্বানধ্বনিরভ্যুদৈতি মধুরঃ শ্রীপাণিশঙ্খধ্বনিঃ।" (৬ষ্ঠ অঙ্ক)। 'পাণি' শব্দের অর্থ—হস্ত। যে শঙ্খ পাণি বা হস্ত দ্বারা ধারণপূর্ব্বক বাজাইতে হয়, তাহাই 'পাণিশঙ্খ' বলিয়া বোধ হয়। 'পাণিশঙ্খ' নামে প্রসিদ্ধ অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র আছে কি না, তাহা জানা নাই। আজকাল শ্রীজগন্নাথের শয্যোত্থানসময়ে 'তুরী' বাজাইবার প্রথাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

৪৫০।২।১৪।—'কপাট ফেটিলে'—কপাট স্ফোটিত হইলে অর্থাৎ দেউলের দরোজা খুলিলে।

৪৫১।১।১২।—'অগোচরে'—অর্থাৎ মহাপ্রভুর অগোচরে।

৪৫১।১।২১।—'ধরেন শ্রবণ'—অর্থাৎ হাত দিয়া কাণ চাপিয়া ধরেন।

৪৫১।২।৭।—'সবে...মনে'—অর্থাৎ সবে মাত্র একটি বিষয়ে তাঁহার দ্বিধা উপস্থিত হইল।

৪৫১।২।১৪।—'ঈষত...মতি'—তাঁহার মতি ঈষৎ সন্দেহ ধরিলেক অর্থাৎ তাঁহার মনে ঈষৎ সন্দেহ হইল।

৪৫২।২।২৩।—'স্বতন্ত্রবিহারী'—যিনি স্বাধীনভাবে বা আপন ইচ্ছায় বিহার করেন। সম্বোধনের পদ বলিয়া 'বিহারী' শব্দটি হ্রস্ব-ইকারান্ত করা হইয়াছে।

৪৫৩।১ ১।—'শুদ্ধসত্ত্ব'—৪৩২।২২৪এর ব্যাখ্যা দেখুন।

৪৫৩।১।৩।—'অবিজ্ঞাততত্ত্ব-গুণ-নাম' যাঁহার তত্ত্ব, গুণের গরিমা ও নামের মহিমা সকলে জানে না। অথবা, যাঁহার গুণ ও নামের তত্ত্ব কেহই বিশেষরূপে জ্ঞাত নহে।

৪৪৩।২।২০।—'লখিতে...তত্ত্ব'—কেহ শ্রী-

নিত্যানন্দপ্রভুকে চিনিতে পারে না। কেন না, তিনি অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব।

৪৫৬।১।১০।—'কদম্ব...নহে'—অর্থাৎ এসময়ে কদম্বফুল পাওয়া যায় না।

৪৫৭।১।১৪।—'দেখি মহা-অনুভব'—অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দের মহাপ্রভাব দর্শন করিয়া। এস্থলে 'অনুভাব' শব্দের পরিবর্ত্তে 'অনুভব'শব্দের প্রয়োগ, বোধ হয়, কেবল ছন্দঃপ্রভৃতির অনুরোধে।

৩৫৮।১।২০।—'পুষ্ট করি'—অর্থাৎ মোটা মোটা করিয়া গড়ানো অর্থাৎ খুব ভারি ভারি।

৪৫৮।১।২৫।—'বিরাল-অক্ষ'—বিড়ালাক্ষ রত্নবিশেষ।

৪৫৯।২।১১।—'দেবালয়'—অর্থাৎ দেবালয়ে।

৪৬১।১।১৯।—'ইঙ্গিতে'—নয়নভঙ্গী বা অন্য কোনরূপ অঙ্গচালনাদি দ্বারা।

৪৬২।১।১৭।'জয়...ভক্তি'—শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের যে ভক্তি, সেই ভক্তির জয় হউক। শ্রীঅদ্বৈতের উক্তি ভক্তি খড়্গ তুল্য। খড়্গ যেরূপ বন-ছেদনে সমর্থ, শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তিও সেইরূপ অবিদ্যাবন ছেদন করিতে সুদক্ষ।

৪৬২।১।১৫-১৬।—'রাক্ষসের...গণ'—সাধারণত পবিত্র-চরিত্র ব্যক্তিকেই লোকে 'পুণ্যজন' কহে। কিন্তু 'পুণ্যজন' শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ—'রাক্ষস'। পুণ্যের সহিত কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও রাক্ষস যেমন 'পুণ্যজন', এইরূপ ইহারা কখনও স্বপ্নেও শ্রীচৈতন্যের গুণকীর্ত্তন না করিয়াও, আপনাদিগকে 'চৈতন্যদাস' বলিয়া পরিচয় প্রদান করে।

৪৬৩।১।১৬।—'আচার্য্য...ঘরে'—অর্থাৎ আপনার প্রিয় বিগ্রহ বা শরীর স্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে।

৩৬৩।২।১০।—'মহাপ্রলয়েতে...সেতু'—অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে সত্য ও ধর্ম্মের রক্ষকস্বরূপ তুমিই বিদ্যমান থাক।

৪৬৩।২।১২।—'তুমি...শক্তি'—অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের পূর্ণশক্তিস্বরূপ তুমি শ্রীচৈতন্যকে বক্ষে ধারণ কর।

৪৬৪।১।১৮।—'সেইমত'—অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ আসিয়াছিলেন। ৩৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

৪৬৪।১২৭।—'দশে পক্ষে মাসে'—অর্থাৎ দশদিন, পোনেরো-দিন বা এক-মাস অন্তরও। অথবা, দশ-দিন, পোনেরো-দিন বা এক-মাসের জন্য।

৪৬৫।২।১০।—'অন্তর-হৃদয়'—হৃদয়ের মধ্যেবর্ত্তী অর্থাৎ অন্তর্যামী।

৪৬৭।২।২০-২১।—'এ বা...থাকে,—অরি যদি এরূপ না হইয়া এইরূপই হয় যে, তাড়া করিয়া বা চাহিয়া পদাতিক আনিয়া থাকে, তাহা হইলে এই প্রকারে আমাদিগের হাত হইতে কতদিন আর এড়াইতে পারিবে?

৪৬৮।১।৮।—'যার...বিনাশ'—২৬৯ পৃষ্ঠায় "সঙ্কর্ষণাত্মকঃ" ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৪৬৮।১।৯।—'যার অংশ'—অর্থাৎ'শেষ' নাগ।

৪৬৯।২।১-২.—'যে...সহায়'—এই অংশের অনুরূপ শ্লোক—"ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্। ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥"

৪৬৯।২।৯.—'মোরে বড়'—আমার অপেক্ষা অধিক।

৪৭০।২।১২।—'কৃষ্ণ-অনুভব' — শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বা ঐশ্বর্য্য। এস্থলেও ছন্দ-আদির অনুরোধে 'অনুভাবের' পরিবর্ত্তে 'অনুভব'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

৪৭১।১।২১।—'তবে আর কথোদিনে'—তাহার পর আবার দিনকতক পরে।

৪৭২।২।২।—'ধর্ম্ম...শরণ'—ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিলেন। সে ধর্ম্মপথ কি?—না, শ্রীচৈতন্যের শরণাগতি।

৪৭৩।২।১৭-১৮।—'প্রসিদ্ধ...সহিত'—৪৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪৭৪।২।৪।—'হৃদয়'—হৃদয়ে।

৪৭৪।২।৮।—'ভৃত্য মর্ম্ম'—মর্ম্মভৃত্য অর্থাৎ অন্তরঙ্গ অনুচর।

৪৭৬।২।২।—'কর্পূর···অধর'—অর্থাৎ কর্পূর-মিশ্রিত তাম্বূল ভক্ষণে সুরক্ত অধর শোভা পাইতেছে।

৪৭৭ ১।১৪।—'শাস্ত্র...আচার,—শাস্ত্র সন্ন্যাসিগণের আহারসম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, আমি তো তাঁহার সেরূপ আচার কিছুই দেখিতে পাই না। অর্থাৎ শাস্ত্রে আছে,—সন্ন্যাসীকে কর্পূর তাম্বূল ভক্ষণ করিতে নাই, ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিতে নাই, গৈরিকরাগরঞ্জিত বস্ত্রখণ্ড বা কৌপীন ব্যতীত অন্য বস্ত্র পরিধান করিতে নাই, কোনপ্রকার বিলাসের সামগ্রী ব্যবহার করিতে নাই, বেণু বা পলাশাদির পবিত্র দণ্ড ব্যতীত অন্য দণ্ড ধারণ করিতে নাই, কাহারও আশ্রমে নিয়ত বাস করিতে নাই, ইত্যাদি। কিন্তু নিত্যানন্দের আচার তো ইহার ঠিক বিপরীতই দেখিতে পাওয়া যায়। সে কথা পূর্ব্বেই বলিলেন, 'কর্পূর...সর্ব্বক্ষণে' (৪৭৭।১।৮-১৩)। সকল শাস্ত্রীয় বচনগুলি সংগ্রহ করিতে না পারিলেও, বহু অনুসন্ধানে যতগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, ততগুলিই উদ্ধৃত হইল। সেগুলি এই—"তাম্বূলং বিধবা-স্ত্রীণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্। সন্ন্যাসিনাঞ্চ (শ্রীচ) সুরাতুল্যং শ্রুতৌ শ্রুতম্॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৮৩ অধ্যায়); "অনিকেতস্থিতিরেব স ভিক্ষুর্হাটকাদীনাং নৈব পরিগ্রহেৎ॥" ১৩॥ (পরমহংসোপনিষৎ); এই শ্রুতির নারায়ণকৃত টীকায় ধৃত যম-বচন—"হিরণ্ময়াণি পাত্রাণি কৃষ্ণায়সময়ানি চ। যতীনাং তাম্রপাত্রাণি বর্জ্জয়েৎ জ্ঞানিভিক্ষুকঃ॥"; "যস্মাৎ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন দৃষ্টঞ্চ স ব্রহ্মহা ভবেৎ। যস্মাৎ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন স্পৃষ্টঞ্চ স পৌল্কশো ভবেৎ। যস্মাৎ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যঞ্চ স আত্মহা ভবেৎ॥" ১৪॥ ইত্যাদি (পরমহংসোপনিষৎ); "দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ কৌপীনঞ্চ পরিগ্রহেৎ শেষং বিসৃজেৎ শেষং বিসৃজেৎ॥" ১॥ (আরুণেয়োপনিষৎ), "দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ। নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ। শুদ্ধাচারদ্বিজান্নঞ্চ ভুংক্তে লোভাদিবর্জ্জিতঃ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৩৩ অধ্যায়); "গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে বা বাসং দেবালয়েঽপি বা।" "ধৌতকাষায়বসনো ভস্মচ্ছন্নতনূরুহঃ॥" (কূর্ম্মপুরাণ, উপবিভাগ, ২৭ অধ্যায়); "বিভৃয়াদযদ্যসৌ বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্॥ (ভা০ ৭।১৩।২) শ্রীপাদ পরমানন্দ তীর্থ-স্বামি বিরচিত যতিধর্ম্মনির্ণয়' গ্রন্থ, উত্তরভাগ, ২৮১ পৃষ্ঠা হইতে যতিগণের নিষিদ্ধ কর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে অবশ্য দ্রষ্টব্য।

৪৭৮।১।৭।—'নিন্দার...মরি'—নিন্দার কথা দূরে থাকুক, তাঁহাকে সামান্য উপহাস করিলেও রক্ষা নাই।

৪৭৮।২।১১।—'ভাগবতে'—অর্থাৎ ১০ম স্কন্ধ, ৮৫ অধ্যায়ে।

৪৭৯।২।৩।— 'সখাগোপাচার্য্য'—যে সকল গোপ সখ্যভাবে ভাবিত, সেই গোপবৃন্দের যিনি আচার্য্য বা গুরুস্থানীয়।

৪৭৯।১৮।—'গৃহ ... পাত'—গৃহরূপ অন্ধকূপে যেন আমার আত্মার পতন না হয়।

৪৮০।২।২২।—'দুঃখ কি কহিব সীমা'—দুঃখসীমা কি কহিব অর্থাৎ তাহাদিগের দুঃখের অন্ত কেমন করিয়া নির্ণয় করিব ?

৪৮১।১।৪।—'কভু জানি'—যদি কখনও।

৪৮১।১।৬।—'বিঘ্ন ধরে'—বিঘ্ন হয়।

৪৮১।২।৪—'আনন্দযুক্ত হইলা হৃদয়'—অর্থাৎ আনন্দযুক্ত হৃদয় হইলেন।

৪৮১।২।২৩।—'মাগি লহ অপরাধ'—অর্থাৎ অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লও।

৪৮২।২.৩।—'ব্রহ্মণো'—এই পদের দুইপ্রকার অর্থ হইতে পারে ;—'ব্রহ্মার' এবং 'বেদের'। কিন্তু ৪৮৪ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে "তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য" এইরূপ অনুবাদ থাকায়, অনুবাদে কেবল মাত্র 'ব্রহ্মার' বলা হইল।

৪৮২।২।৯।—'পরম···মন'—পরম-আনন্দযুক্ত-মনা হইলেন।

৪৮২।২।১৭।—'লোকবাহ্য'—অলৌকিক।

৪৮৩।২।৬।—'দিলা···নিত্যানন্দ'—এই অংশ দেখিয়া বোধ হয় যে, গ্রন্থকার জীবিত থাকিতে থাকিতেই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অপ্রকট হইয়াছিলেন।

৪৮৪।২।১৫।—'দুঁহে ··· দুঁহারে'—উভয়ে উভয়ের চরণে দণ্ডবৎ হইয়া পতিত হন অর্থাৎ উভয়ে উভয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন।

৪৮৪।২।২২।—'বর্ণেন'—বর্ণনা বা প্রশংসা করেন।

৪৮৫।১।১২—'নববিধা ভক্তি'—শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। ভা০ ৭।৫।২৩ "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৪৮৫।২।২২-২৩।—'কি ... নাম'—নিগ্রহই কর, আর অনুগ্রহই কর, তুমিই তাহার প্রমাণ অর্থাৎ তাহার কর্ত্তা তুমিই। তুমি জড় বৃক্ষ দ্বারাও কোন কার্য্যসাধন করিলে, নাম তোমারই হইয়া থাকে—বৃক্ষের নহে। বৃক্ষ যে তোমার শক্তিতেই শক্তিসম্পন্ন !

৪৮৬।১।১। 'স্মরণাদি'—অর্থাৎ পাদসেবন, অর্চ্চন বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন।

৪৮৬।১।৫।—'অনন্ত-জীবন'—অনন্তদেব যাঁহার জীবনস্বরূপ।

৪৮৬।২।১৮।—'লক্ষ্মীরো এই সে বাক্য'—অর্থাৎ ঈশ্বরের হৃদয় অতি সুকোমল অথচ দুর্বিজ্ঞেয়, লক্ষ্মীদেবীও এই কথাই কহিয়া থাকেন।—"ক ঈশ্বরস্তেহিতমূহিতুং বিভুঃ" (ভা০ ৫।১৮।২৩।)

৪৮৭।১।৩ — 'ভক্ত-নাম'— অর্থাৎ ভক্তের খ্যাতি, কীর্ত্তি বা প্রতিপত্তি।

৪৮৭।১।২৩।—'বাজায়েন আনন্দ'—আনন্দ-কলহ বাধাইয়া দেন।

৪৮৭।২।২৪।—'আবির্ভাব···শরীরে'— যাঁহাদের শরীরে প্রভু আবির্ভূত হয়েন অর্থাৎ যাঁহারা তাঁহার ভক্ত। যথা—"ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ।)

৪৮৭।২।২৭।— ভালমনে' — ছন্দোনুরোধে 'ভালমতে' এই পদের পরিবর্ত্তে 'ভালমনে' এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

৪৮৮।২।২৩।—'একের ... করে'—যে ব্যক্তি একের অপ্রিয়, অপরে তাহার সহিত কথা কহেন না ; অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিত্যানন্দের অপ্রিয়, গদাধর তাহার সহিত বাক্যালাপ করেন না এবং যে ব্যক্তি গদাধরের অপ্রিয়, নিত্যানন্দ তাহার সহিত সম্ভাষণ পরিত্যাগ করেন।

৪৮৯।১।৩।—'মান'—পরিমাণ-বিশেষ।

৪৮৯.২।১৪।—'বলেতে'—বলপ্রকাশ- পূর্ব্বক।

৪৯০।১।১১।—'বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর'—অর্থাৎ লক্ষ্মীর স্বরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গের গূঢ়তত্ত্বদর্শিগণ গদাধরকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। গ্রন্থকারই তো পূর্ব্বে (২৮৭ পৃ০) বলিয়াছেন—"সত্যসত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি॥ আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারেবার। 'গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার'॥" শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়ও অভিহিত হইয়াছে—'শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী। সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ॥" ইত্যাদি (১৪৭—১৫৩ শ্লোক।) এই সকল বচনেও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপাভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

৪৯১।১।৮।—২৮৩—২৯১ পৃ০ দ্রষ্টব্য।

৪৯১।১।১২।—১৯৮ পৃ০ দ্রষ্টব্য।

৪৯১।১।১৮।—'আর হরিদাস'—অর্থাৎ ছোট হরিদাস।

৪৯১।১।২০।—'যার···বিক্রয়'—৪৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। গ্রন্থকার এস্থলে 'শ্রীচৈতন্য' না বলিয়া 'কৃষ্ণ' বলায়, উভয়ের অভেদত্ব স্পষ্টাভিধানেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৪৯১।১।২৮।—'রত্ন ... প্রকাশ'—মহাপ্রভু যাঁহার 'রত্নবাহু' এই নাম প্রচার করিলেন।

৪৯১।২।১৮।—'যে...মুষল,—১৮৪ পৃ০ দেখুন।

৪৯১।২।২১।—'যে-চুইর'— জগদীশপণ্ডিত ও হিরণ্যভাগবতের। ৪১ পৃ০ দ্রষ্টব্য।

৪৯২।১।৪।—'গুপ্তে···বিহার'—মহাপ্রভু দমনকপুষ্পের মালা গলায় পরিয়া রাঘবপণ্ডিতের ভবনে গোপনে সঙ্কীর্ত্তন দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। (৪৫৬ পৃ০ দ্রষ্টব্য)। প্রভু এইরূপ মধ্যে মধ্যে গোপনে রাঘব-ভবনে আসিতেন বলিয়াই গ্রন্থকার বলিলেন, "গুপ্তে" ইত্যাদি।

৪৯২।১।৬।—'গুপ্তে ··· শ্রীহরি'—পূর্ব্বেও (২২৯।১।২৫-২৬) অভিহিত হইয়াছে—"মুরারি বৈসয়ে গুপ্তে ইহার হৃদয়ে। এতেকে মুরারিগুপ্ত নাম যোগ্য হয়ে॥"

৪৯৩।১।৪।— 'শ্রীপুরীগোসাঞি'— শ্রীপরমানন্দপুরী।

৪৯৩।১।৬।—'রঘুনাথ ... নারায়ণ'—রঘুনাথ, শিবানন্দ ও নারায়ণ, ইঁহারা তিনজনেই জাতিতে বৈদ্য।

৪৯৩।১।৬।—'বৃন্দ'—গণ, বর্গ, পরিকর।

৪৯৩।২।২৮।—'সকল মঙ্গল'—অর্থাৎ সকলের মঙ্গল সম্পাদন করিতে করিতে। অথবা, নিখিল-মঙ্গল-নিদান মহাপ্রভু।

৪৯৪।২।৭।—'রাম...গোবিন্দ'—অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ ও গোবিন্দের যাত্রা (৬২।৩।১৪ ব্যাখ্যা দেখুন) আসিয়া উপস্থিত হইল। এই যাত্রার অপর নাম—চন্দনযাত্রা। অক্ষয়তৃতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া একবিংশতিদিবস প্রতিদিন অপরাহ্নে রামকৃষ্ণাদি মহাসমারোহে নরেন্দ্রসরোবরে আগমন করেন এবং নৌকারোহণে সরোবরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। ভক্তবৃন্দও তখন মহানন্দে জলকেলি আরম্ভ করিয়া দেন। এখনও শ্রীক্ষেত্রে উক্ত যাত্রা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই চন্দনযাত্রায় শ্রীগোবিন্দদেবের পরিবর্ত্তে শ্রীমদনমোহনদেবেরই যাত্রা হইয়া থাকে। বঙ্গবাসী, ২৪শে বৈশাখ ১৩১৭ সাল,মল্লিখিত "শ্রীশ্রীচন্দনযাত্রা" প্রবন্ধে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৪৯৪।২।৮—'আইলা নরেন্দ্র'—অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ ও গোবিন্দ নরেন্দ্রসরোবরে আসিলেন।

৪৯৫।১।২১।—শ্রীপুরীগোসাঞি' —শ্রীপরমানন্দপুরী ।

৪৯৫।১।২৩।—'দত্তে গুপ্তে'—অর্থাৎ মুকুন্দদত্ত ও মুরারিগুপ্ত, উভয়ে ।

৪৯৬।১।৩।—' পূর্ব্বে··· দ্বারকায়'— হরিবংশ, ১৪৫ অ০ দ্রষ্টব্য ।

৪৯৬।২।১৯।—'সংখ্যা-নাম লইতে'—অর্থাৎ অষ্টোত্তরশতাদিসংখ্যা অনুসারে সংখ্যা রাখিয়া নামগ্রহণ বা জপ করিতে । সংখ্যা রাখিয়া জপ না করিলে জপের ফললাভ করা যায় না। যথাশ্রীহরিভক্তিবিলাস, ১৭শ-বিলাসধৃত ব্যাসস্মৃতিবচন—"অশুণ্যগ্রেষ্ যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে । অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥"৬০॥

৪৯৮।২।১৫।—'পতিব্রতা'—অর্থাৎ পতিব্রতা স্ত্রী ।

৪৯৮।২।২০।—'করি হৃদয়ে বিজয়'—অর্থাৎ হৃদয়ে আবাহন করিয়া ।

৪৯৯।১।১৫।—'সভেই···অপেক্ষা' —সকলেই প্রভুকে পরম অপেক্ষা করেন অর্থাৎ প্রভুর অনুমতি পালনের জন্ত তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহার পরম সম্মান করেন ।

৫০০।১।৬।—'দেহে'—প্রদান করেন । 'পাদ···ব্যজন'—পাদপ্রক্ষালন করিবার জল, চন্দন ও ব্যজন প্রদান করেন ।

৫০১।১।২১।—'অবুধ প্রাকৃতগণে'—মূর্খ জনসাধারণ ।

৫০২।২।৫।—'অন্ন···অন্ন'—যাহার 'আজ কি খাইবে' এরূপ সংস্থান নাই, সুতরাং যে যার-পর-নাই দরিদ্র ।

৫০৩।১।২৪।—'সনকাদি'—সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার । 'যুধিষ্ঠির-পঞ্চ-রূপ'—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ।

৫০৪।২।২১।—'শিখা-সূত্র-ত্যাগ'— সন্ন্যাস ।

৫০৪।২।২৮।—'এক কর সমবায়'—একটি সম্প্রদায় বা গায়কদল প্রস্তুত কর ।

৫০৫।১৮।—'সিংহ হই বোল'—অর্থাৎ সিংহবিক্রমে কহিতেছি ।

৫০৫।১।২৮।—'সবে···নাম'—অর্থাৎ তাঁহার মুখে শ্রীচৈতন্তের গুণ, কর্ম্ম ও নাম ব্যতীত আর কিছুই নাই ।

৫০৫।২।৩-১১।—'অবতারা', বিহারা' ও 'রায়া'—৩২৮।২।৩এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

৫০৫।২।১৩।—'চরণকমল দেহ ছায়া'—এ স্থলেও মিলের অনুরোধে 'চরণকমল-ছায়া দেহ' (দান কর) না বলিয়া 'চরণকমল দেহ ছায়া' বলা হইয়াছে ।

৫০৫।২।২১।—'শ্রী···মণি'—অর্থাৎ সন্ন্যাসিশিরোমণি শ্রীচৈতন্ত শুভাগমন করিলেন ।

৫০৬।১।৫।—'অদ্বৈতের বল ধরি'—অর্থাৎ অদ্বৈতের বলে বলীয়ান্ হইয়া ।

৫০৭।১।[illegible]।—'হেম ···পর্য্যন্ত'— হেমগিরি'—সুবর্ণশৃঙ্গ সুমেরুপর্ব্বত। সুমেরু হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া। 'হেমগিরি' পাঠের পরিবর্ত্তে 'হিমগিরি' পাঠও দেখা যায়। তাহা হইলে অর্থ হয়—উত্তরে হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া ।

৫০৭।২।৯-১০।— 'হেন ··· সকল' —এস্থলেও কি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের অভেদভাব প্রতিপন্ন হইতেছে না ?

৫০৮।১।১৬।—'মুঞি···মাঝে'—অর্থাৎ প্রভু আমরা কি সংসারের মধ্যবর্ত্তী নহি ? আমরা কি সংসারের বাহিরে ? তাহা না হইলে তুমি সমগ্র

সংসার উদ্ধার করিলে, কিন্তু আমাদের উদ্ধার না হইল কেন?

৫০৮।১।২১।—'রাজ...করিলা'—এই অংশ দেখিয়া বোধ হয় যে, রূপ ও সনাতন, ইঁহারা উভয়েই রাজপাত্র বা রাজমন্ত্রী ছিলেন। কেন না, এস্থলে রূপ ও সনাতন, উভয়েই একযোগে শ্রীচৈতন্যের স্তব করিতেছেন।

৫০৮।২।১৮।—'কলি ... নাঞি'—কলিযুগে এরূপ বৈরাগ্যবান্ পুরুষ শীঘ্র বা সহজে পাওয়া যায় না।

৫০৯।২।২৩।—'কৃপা-মনে'—কৃপাযুক্তহৃদয়ে।

৫০৯।২।২৭-২৮।—'তোহোর ... এতেকে'—শ্রীবাস তোমার বালক, তোমার শিশু অর্থাৎ বালক বা শিশুর ন্যায় তোমার একান্ত স্নেহের আস্পদ, এই জন্যই।

৫১০।১।৪।—'মোহোর...বি-নয়'—অর্থাৎ তুমি যে আমার 'নাঢ়া'কে (অদ্বৈতাচার্য্যকে) শুক বা প্রহ্লাদ সদৃশ বলিয়া উল্লেখ করিলে, এটি তোমার বি-নয়—বিরুদ্ধ 'নয়' বা নীতি অর্থাৎ নিতান্ত নীতিবিগর্হিত কর্ম্ম।

৫১০।১।১৩।—'কম্প হই'—কম্পিত হইয়া। গ্রন্থকার যেরূপ 'হুষ্ট' প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে 'হর্ষ' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, এ প্রয়োগটিও সেইরূপ।

৫১০।১।১৮।—'আপনে কৈলা ফল'—আপনি ফল অর্থাৎ প্রতিফল প্রদান করিলেন।

৫১০।২।১৫।—'ভাগবতের আখ্যান'—অর্থাৎ ১০ম-স্কন্ধ ৮৯ অধ্যায়ে বর্ণিত।

৫১০।২।২০।—'অন্যোহন্য ... কথন,—অর্থাৎ ব্রহ্মবিচার লইয়া পরস্পর নানারূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

৫১১।১।১।—'সত্ত্ব পরীক্ষিতে' — অর্থাৎ তাঁহাতে সত্ত্বগুণ কি পরিমাণে আছে, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত।

৫১১।১।২০।—'পুত্রেরে'—পুত্রের উপর। এমত ক্রোধ করি—এরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিতে আছে কি?

৫১১।১।২৭।—'জ্যেষ্ঠ-ভাই-গৌরবে' — ভৃগু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৌরব-বৃদ্ধির নিমিত্ত।

৫১১।২।৫।—'যতেক...ব্যবহার' যতপ্রকার শাস্ত্রবিগর্হিত পথ, সেই পথে বিচরণ করাই তোমার কার্য্য।

৫১১।২।২৩।—'জ্যেষ্ঠ-ভাই-ধর্ম্ম'—অর্থাৎ অগ্রজের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা।

৫.২।২।৬।—'অপরাধ... স্থানে' — অর্থাৎ তাঁহার কাছে অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

৫১২।২।২৮—'করেন যাঁহার অধিকার'—অর্থাৎ যাঁহার নিয়োগ পালন করেন।

৫১২।২।২৫-২৬।—'সেই ... বিদ্যমান'—এ স্থলেও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে একই তত্ত্ব, একই বস্তু, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

৫১৫।১।৪।—'শতাবৃত্তি...সাবহিত'—একশত-বার আবৃত্তি করাইয়া একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করেন।

৫১৫।২।৭-৮।—'বিষয়'—অধিকারভুক্ত।

৫১৫।২।২৬।—'একা...সম্পদ'—তিনি যখন একাকীই মহাপ্রভুকে নাচাইতে সমর্থ, তখন তাঁহার সম্পদ্ বা ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বলিব।

৫১৫।২।৪। — 'সন্ন্যাসী...অধিকারী'—সন্ন্যাসীর মধ্যে এই দুইজনই মহাপ্রভুর পার্ষদ হইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। অথবা—এই দুই অধিকারী বা এই দুই শ্রেষ্ঠ পাত্রই মহাপ্রভুর সন্ন্যাসি-পার্ষদ-মধ্যে পরিগণিত।

৫১৫।২ ৬।—'প্রভুর...গ্রহণ'—অর্থাৎ মহা-

প্রভুকে সন্ন্যাসী হইতে দেখিয়া ইঁহারাও দণ্ডগ্রহণ করিলেন অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইলেন।

৫১৫।২।১৪।—'প্রিয়সখা'—অর্থাৎ পুরুষোত্তম আচার্য্যের প্রিয়সখা।

৫১৬।১।২১-২২।—'বাপ...লাগিলা'—পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের এরূপ পিতৃ-সম্বোধনের কারণ, শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকাগ্রন্থে এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে,—"বৃষভানুতয়া খ্যাতঃ পুরা যো ব্রজমণ্ডলে। অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষঃ বিদ্যানিধিমহাশয়ঃ॥ ৫৪॥ স্বকীয়ভাবমাস্বাদ্য রাধাবিরহকাতরঃ। চৈতন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষম্ অয়ে তাতাবদৎ স্বয়ম্॥" ৫৫॥

৫১৬।২।১৯।—'পুণ্ডরীক ... মনে'—আর পুণ্ডরীকও কায়মনোবাক্যে সকলের সেবা করিয়া থাকেন।

৫১৭।১।২।—'গদাধর শ্রীমুখের কথা'—অর্থাৎ গদাধরের শ্রীমুখে যে সকল কথা শুনিয়াছি, তাহাই।

৫১৭।১।৯।—'যাত্রা আসি বাজিল'—অর্থাৎ যাত্রা আসিয়া উপস্থিত হইল।

৫১৭।১।১৮।—'ষষ্ঠী···পর্য্যন্ত'—অর্থাৎ অগ্র-হায়ণমাসের শুক্লা ষষ্ঠী হইতে আরম্ভ করিয়া মকর পর্য্যন্ত অর্থাৎ পৌষপূর্ণিমা পর্য্যন্ত থাকে। উৎকলদেশ মাসগণনাপদ্ধতি চান্দ্রমাস অনু-সারে। সুতরাং 'মকর' বলিতে 'মাকরীপূর্ণিমা' বা 'পৌষ-পূর্ণিমাই' বুঝায়। উক্ত ষষ্ঠীতে শ্রীজগ-ন্নাথাদি শীতবস্ত্রে ওঢ়েন—ধারণ করেন বলিয়াই, উহার নাম 'ওঢ়ন ষষ্ঠী'।

৫১৭।১।১৯।—'লাগি হইতে লাগিল'—অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে বস্ত্র সংলগ্ন হইতে লাগিল। অদ্যাবধি শ্রীক্ষেত্রে 'লাগি হওয়া' কথাটি প্রচলিত রহিয়াছে। যথা—'ফুলের লাগি হওয়া' অর্থাৎ ফুল লাগাইয়া বা চড়াইয়া দেওয়া, 'চন্দনের লাগি হওয়া' অর্থাৎ চন্দন লাগাইয়া দেওয়া, প্রভৃতি।

৫১৮।১।১।—'পূজা-পাণ্ডা'—পূজারী। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, ২য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়, ১৯৯ শ্লোকে দেখিতে পাই,—"আজামালাৎ প্রান্তরালায় পূজা-বিপ্রৈর্বাসে মে সমাগত্য দত্তাম্।" এই অংশের দিগ্দর্শিনী টীকায় লিখিত হইয়াছে—"পূজা-বিপ্রৈঃ—পূজাসম্বন্ধিভির্বিপ্রৈঃ ••• পূজাকর্ম্মণ্যধি-কৃতৈর্ব্রাহ্মণৈরিত্যর্থ।" এই 'পূজাবিপ্র' এবং 'পূজাপাণ্ডা' এক বলিয়াই বোধ হয়। 'পণ্ড-পাল'—শ্রীজগন্নাথের বেশরচয়িতা পণ্ডাবিশেষ। সংস্কৃতভাষাতেও শব্দটি উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। শ্রীপাদসনাতন গোস্বামীর শ্রীবৃহত্তোষণী টীকায় মধ্যে দেখিয়াছি। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৮ম অঙ্কে দেখা যায়,—যখন পণ্ডপালগণ মহাপ্রভুর গলায় প্রসাদীমালা পরাইয়া প্রণাম করেন, তখন তিনি বলেন,—"অহো কিমেতৎ, ভগবৎ-পার্ষদা ভবন্তো মদারাধ্যা এব।" ইহা হই-তেই বোধ হয়, ইঁহারা শ্রীজগন্নাথের প্রতিষ্ঠিত সেবকবিশেষ। 'পড়িছা'—তত্ত্বাবধায়ক; সংস্কৃত 'পরীক্ষা-মহাপাত্র' শব্দ হইতেই বোধ হয় 'পড়িছা' শব্দের উৎপত্তি। 'বেহারা'—যাহারা জলাদি ভার বহন করে, ভারী। জাহ্নবী, ১৩১৫ সাল, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মল্লিখিত "প্রাচীন-বাঙ্গালাভাষায় উৎকলশব্দের সমাবেশ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫১৯।২।২৩-২৪।—'সকালে...কারণে' — এটি পুণ্ডরীকের প্রতি দামোদরের উক্তি।

৫২০।১।২৫।—'অঙ্গুরী'—অঙ্গুরীয়ক, আংটী।

৫২০।২।২০-২১।—'শ্রীকৃষ্ণ...গান'—বৃন্দাবন-দাস, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রকে, জান—জানিয়া অর্থাৎ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তদু

অর্থাৎ তাঁহাদিগেরই, চরণযুগলে অর্থাৎ চরণ-যুগলের মহিমা, গান করিতেছে। অথবা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র, যাহার জান অর্থাৎ জীবন, সেই বৃন্দাবনদাস তাঁহাদের চরণ-যুগল অবলম্বন করিয়া গান করিতেছে। অথবা জগদ্বাসী! তোমরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যা-নন্দচন্দ্রকে জান,—বিদিত হও। বৃন্দাবনদাস ইত্যাদি। অর্থাৎ বৃন্দাবনদাসের রচিত এই গান শুনিয়া বা পড়িয়া তোমরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর তত্ত্ব অবগত হও।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ব্যবহৃত

প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দাবলীর

অভিধান।

—:•:—

অ।

অকৈতব—কপটতাশূন্য, অকপট।

অকৈতবে—অকপটে; ছলনা না করিয়া।

অগেয়ান—অজ্ঞান।

অঙ্গুণ—ডাঙোস।

অচেষ্ট—চেষ্টাশূন্য; অসাড়। নড়া-চড়া সাড়া শব্দ শূন্য।

অঝরে—(অজস্র-ধারা-শব্দজাত) অজস্র ধারে।

অতিপাতকী—যে ব্যক্তি মাতা, দুহিতা ও স্নুষাতে (পুত্রবধূতে) গমন করিয়াছে। বিষ্ণুসংহিতা ৩৪ অ০।

অদোষদরশী—আদোষদর্শী; দোষদৃষ্টিশূন্য।

অধিকারী—রাজার প্রধান কর্ম্মচারী; প্রতিনিধি-বিশেষ। যাঁহার অধিকার আছে, প্রধান পাত্র।

অনন্ত—অন্তশূন্য। বলরাম।

অনাদরি—আদর না করিয়া।

অনিবার—যাহা নিবারিত হয় না।

অনুক্রম—পর্য্যায়; আনুপূর্ব্বী।

অনুপাম—অনুপম; উপমাশূন্য।

অনুপাল্য—সেবক; সম্যক্ পালনের যোগ্য।

অনুভাব—প্রভাব। কোন কোন স্থলে ছন্দ বা মিলের অনুরোধে 'অনুভাব' শব্দের পরিবর্ত্তে 'অনুভব' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

অন্যোন্য—পরস্পর।

অন্তঃপট—ভিতরের কাপড়, পরদা।

অন্তরপাষণ্ড—অন্তরের পাপ।

অপন্যায়—অন্যায়; নীতিবিহিত কর্ম্ম।

অপমৃত্যে—অপঘাতে।

অপরুদ্ধ—অপরাধী।

অপহার—চুরি; অপহরণ।

অপেক্ষিত—শ্রেষ্ঠ; সকলে যাঁহাকে অপেক্ষা করেন।

অপ্রত্যয়—অবিশ্বাস।

অভরণ—আভরণ, অলঙ্কার, গহনা।

অভাগিয়া—ভাগ্যহীন, অভাগা।

অমায়ায়—অকপটে।

অমিয়া (অমিয়)—অমৃত।

অমেধ্য—অপবিত্র।

অর্থবিত্ত—টাকাকড়ি।

অর্পিল—অর্পণ করিল।

অবজ্ঞান—অবজ্ঞা।

অবতরিবেন—অবতার স্বীকার করিবেন, অবতীর্ণ হইবেন।

অবতরে—অবতরণ করে। অবতীর্ণ হইয়াছে।

অবতার—অপ্রপঞ্চধাম হইতে ভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণ। আবির্ভাব। মৎস্যকূর্ম্মাদি।

অবতারি—অবতারণ করাইয়া।

অবতারী—যিনি সকল অবতারের মূল বা যাঁহা হইতে সকলে অবতীর্ণ হন।

অবধূত—সংসারমায়ামুক্ত; বর্ণাশ্রমচিহ্নশূন্য।

অবশেষ—ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ।

অবশেষপাত্র—প্রসাদভাজন।

অবেকত—অব্যক্ত।

অব্যাভার (অবেভার)—অব্যবহার; মন্দ ব্যবহার।

অশেষবিশেষ—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে; বিশেষরূপে।

অসঙ্গ—সঙ্গহীন; আসক্তিশূন্য।

অসম্বর—সম্বরণের অযোগ্য ; অসামাল।
অস্তব্যস্ত (আথে-ব্যথে)—তাড়াতাড়ি উল্টা পাল্টা। (এই শব্দটি সংস্কৃত।)

আ।

আঁখরিয়া—লেখক। (আক্ষরিক-শব্দজ।)
আঁখি—(অক্ষিশব্দজ) চক্ষু।
আই—মাতা (আর্য্যা-শব্দজ)। আসিয়া।
আইলাঙ—আগমন করিলাম।
আক্ষেপ—বিবক্ষিত বিষয়ের বিশেষ প্রতিপাদনের নিমিত্ত নিষেধোক্তি। তিরস্কার-বচন। দুঃখ। নিন্দা।
আগণি—অগ্রণী ; অগ্রগণ্য ; শ্রেষ্ঠ।
আগে—অগ্রে।
আগুয়ান—অগ্রবর্ত্তী (অগ্রযান-শব্দজ কি?)
আগু বাঢ়ি—অগ্রবর্ত্তী হইয়া।
আগ্বাই—অগ্রবর্ত্তী হই।
আচম্বিত—হঠাৎ, অকস্মাৎ।
আচরে—আচরণ করে।
আচার্য্য—গুরু, উপদেষ্টা। "আচিনোতি হি শাস্ত্রাণি আচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্তু তমাচার্য্যং বিদুর্বুধাঃ॥
আছিল—ছিল।
আছিলা—ছিলেন ; অবস্থান করিয়াছিলেন।
আছুক্—থাকুক্। (সং—'অস্তু')।
আজু (আজি)—অদ্য।
আটোপ-টঙ্কার—সগর্ব্ব বা সোৎসাহ উক্তি।
আড়—বাঁকা। অন্তরাল।
আড়ে—আড়ালে।
আত্মতন্ত্রে—স্বাধীনভাবে ; স্বেচ্ছায়।
আত্মসাথ (আত্মসাৎ)—আপনার অধীন।
আথে-ব্যথে—'অস্ত ব্যস্ত' শব্দ দেখ।
আদরিলা—আদর করিলেন।
আন—অন্য। আনয়ন কর।
আনন্দ—আমোদ। বামাচারী সন্ন্যাসিগণ মদ্যকে 'আনন্দ' বলেন।
আনন্দমূর্চ্ছা—(আনন্দ-মূর্চ্ছিত)— আনন্দজনিত মূর্চ্ছা।

আনন্দে—আমোদে। আনন্দ করে।
আনি—আনয়ন করিয়া (সং—'আনীয়')
আনুপূর্ব্ব (আনুপূর্ব্বী)—আগাগোড়া। অগ্র-পশ্চাৎ ভাবে। যথাক্রমে।
আনো (আন')—আনয়ন কর।
আপ্ত—আত্মীয় ; বিশ্বাসী।
আমা—আমাকে।
আমা-সভার—আমাদের সকলের।
আমি-সব—আমরা সকলে। (এ প্রয়োগটি মৈথিল প্রয়োগের অনুরূপ। পণ্ডিত ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ-সম্পাদিত বিদ্যাপতির পূর্ব্বভাষে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)
আমোদিয়া—আমোদ করিয়া।
আম্রশার—আম্রের পত্র বা শাখা।
আর—অন্য। এবং।
আরে—অন্যে। সম্বোধনসূচক শব্দ। আবার।
আর্ত্তি (আরতি)—ক্লেশ। লালসা, ব্যাকুলতা।
আর্য্যা তর্জ্জা—'আর্য্যা' ও 'তর্জ্জা' দুইটিই ছন্দের নাম। সংস্কৃতে আর্য্যাচ্ছন্দের এবং শ্রীলোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে তর্জ্জাচ্ছন্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীনগণ বলেন যে, ভাষায় 'আর্য্যা-তর্জ্জা' বলিতে 'ছড়া' ও 'হেঁয়ালি' বুঝায়।
আলগ (অলগ্ন-শব্দজ)—স্বতন্ত্র।
আলগোছে—স্বতন্ত্ররূপে।
আলবাটি—পিকদানী।
আবরিয়া—আবরণ করিয়া।
আবরে—আবরণ করে।
আবাহন—বাহক ; যান। দেবতার আমন্ত্রণ।
আশংসে (আশংসিল)—প্রশংসা করে ; অভ্যর্থনা করে।
আশে—আশাতে।
আশে-পাশে—(অংশে-পার্শ্বে-শব্দজ) চারিদিকে
আশ্বাসিয়া—আশ্বস্ত করিয়া।
আস্ফালিয়া—আস্ফালন করিয়া।

ই।

ইচ্ছি—ইচ্ছা করিয়া।
ইথি (ইথে, ইথিমধ্যে)—ইহাতে ; ইহার মধ্যে।
ইবে (এবে)—এখন।
ইহান—ইঁহার।
ইহানে—ইঁহাতে। ইঁহাকে।
ইহাঁ—এই। এখানে।

উ।

উঅল (উয়ল)—উদিত হইল।
উচাটন—(সং—'উচ্চাটন'।) চঞ্চল ; ব্যাকুল। মনের ব্যাকুলতা জনক তান্ত্রিক ক্রিয়া-বিশেষ।
উজির—মন্ত্রী।
উজোর—উজ্জ্বল।
উঠান—উত্থাপিত করেন। প্রাঙ্গণ।
উঠিল—উত্থিত হইল।
উড়য়ে—উড্ডীন হয়।
উৎপতি—উৎপত্তি।
উৎসাদ—উন্মূলন, উচ্ছেদ। নাশ, ধ্বংস।
উদ্দণ্ড নৃত্য—ধেই ধেই করিয়া বা লাফ দিয়া নাচ।
উদ্দেশ—খোঁজ-খবর। সামান্যরূপে কথন ('নাম-মাত্রেণ বস্তুসঙ্কীর্ত্তনম্।') অভিপ্রায়। সংবাদ। অন্বেষণ।
উদ্ধার'—উদ্ধার কর।
উদ্ধারে'—উদ্ধার করে।
উপজে'—উপজাত হয়। জন্মে।
উপসন্ন—উপস্থিত।
উপস্করি—উপস্কার করিয়া ; পরিষ্কার করিয়া। সাজাইয়া।
উপস্কার—পরিষ্কার।
উপস্থান—উপস্থিত, উপস্থিতি, হাজির।
উপাড়িয়া—উৎপাটিত করিয়া।
উপাধিক (ঔপাধিক)—আরোপিত। স্বাভাবিক রূপ হইতে অন্যরূপ।
উপান্তে—প্রান্তভাগে ; কোণে।
উপায়ন—উপঢৌকন ; ভেট।
উপাস—উপবাস।
উপেক্ষি—উপেক্ষা করিয়া। (সং—'উপেক্ষ্য'।)
উফড়ে (উপড়ে)—উৎপাটিত হয়।
উভ—উচ্চ, ঊর্দ্ধ। যথা—উভরায়। 'উভ'শব্দের প্রকৃত অর্থ—দুই। 'উভরায়'—দ্বিগুণশব্দে অর্থাৎ 'উচ্চরবে'। এইরূপেই বোধ হয়, ইহার বর্ত্তমান অর্থ উপস্থিত হইয়াছে।
উর্ভিষ্ট (উর্বিষ্ট)—উদ্‌ভ্রষ্ট ; উৎসন্ন।
উলটিয়া—পরিবর্ত্তিত হইয়া। (হিন্দী 'উল্টা'।)
উলসিত—উল্লসিত ; আনন্দিত।
উহানে—উঁহাকে।
উহি (উঁয়ি)—তিনিই। ঐ ব্যক্তিই।

ঋ।

ঋদ্ধি—সম্পত্তি ; সমৃদ্ধি।

এ।

এই মনে—অমনি (অর্থাৎ পয়সাকড়ি কিছু না লইয়া।) বিনামূল্যে। এই মতে, এই প্রকারে।
এক-চাপ—একত্র।
একেলা—('একল'-শব্দজ) একাকী।
একেশ্বর—একাকী।
একো—এক এক ; প্রত্যেক। একও অর্থাৎ অন্তত এক। একটিও।
এড়িতে—ত্যাগ করিতে।
এতেকে—এততে। এই নিমিত্ত।
এথা (এথারে, এথায়)—এইখানে ; এইস্থানে ; এখানে।
এবে (ইবে)—এক্ষণে ; এখন।
এমনে (এমতে)—এই প্রকারে। 'শুধুশুধু'।
এহ—এই। এ-ও।
এহি—এই ই।
এহো—ইহাও। 'এহো নঙ্গ'—ইত্যাদি স্থলে অর্থ হইবে—'এরঙ্গ ও'।

ঐ।

ঐছন—ঐ প্রকার।

ও।

ওঝা—('উপাধ্যায়'শব্দজ ; প্রা'কৃত্—'উবজ্ঝাঅ'।) উপাধ্যায়। বিষবৈদ্য। যাহারা ভূত নামায়।
ওঢ়ন—পরিধান (হিন্দীশব্দ)।
ওদন—অন্ন। 'ভাত'।
ও'পার—পরপার।
ওলো—নামো ; অবতরণ কর।

ক।

কই—কহি।
কক্ষা—পূর্ব্বপক্ষ। প্রতিযোগিতা।
কণ (কোণ)—কণা। যথা 'খুদকোণ'।
কতি—('কুত্র'শব্দজ।) কোথায়, কোন্ স্থানে। কোনও স্থানে।
কথন—কথা ; উক্তি।
কথো—কতক, কতিপয়।
কদর্থেন—নিন্দা করেন, কটু কহেন। বিড়ম্বনা করেন।
ক'ন—কহেন।
কন্দল (কোন্দল)—কোঁদল ; কলহ।
কপড়ির (কাপড়ির)—কপটীর।
কয়—সংখ্যাবাচক। কহে।
কয়া—ক্রীড়াবিশেষ।
করঙ্গ—কমণ্ডলু।
করয়—করে।
করয়ে—করেন।
করিতা (করিথা)—করিতেন।
করু—করুন্ (সং—'করোতু')।
করুণায়ে—করুণা করিয়া। করুণাহেতু, করুণাবশে। (সং—করুণয়া)
করোঁ—আমি করি বা করিতেছি।
কলা—অংশের অংশ। কদলী ; কদলীবৃক্ষ। নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি বিদ্যা। চন্দ্রের অংশ।
কলি—কলহ। কলিযুগ।
কলিমা—কল্‌মা ; কোরাণের অন্তর্গত মন্ত্রবিশেষ।
কবল—গ্রাস।
কবহুঁ—কোন সময়ে। কখনও কখনও।
কবু (কভু, কবো, কভো)—কখনও।
কসা—কসিত, খচিত (?)
কহন—কথন ; বলা।
কহিঁ—কোথায়।
কহিলাঙ (কহিলুঁ)—কহিলাম, বলিলাম।
কহিবাঙ—আমি কহিব।
কাঁকালি—কোমোর, কাঁকাল।
কাকু (কাকুর্ব্বাদ)—কাকুতি মিনতি। 'ভিন্নকণ্ঠধ্বনির্ধীরৈঃ কাকুরিত্যভিধীয়তে।' "কাকুঃ স্ত্রিয়াং বিকারো যঃ শোকভীত্যাদিভির্ধ্বনেঃ।"
কাচ—ছদ্মবেশ। ভেক, ভেকধারী। পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজগোজ।
কাচ'—সজ্জা কর।
কাচন—সজ্জা।
কাজী (কাজি)—যবনজাতীয় বিচারপতি। (রাজব্যবহার কোষে উক্ত হইয়াছে, "কাজী পণ্ডিতনামকঃ॥" ১২॥)
কাটারি (কাতি)—অস্ত্রবিশেষ। ('কর্ত্তরী'-শব্দজ।)
কাটি'—কর্ত্তন করিয়া।
কাড়া (কাঢ়া)—বাদ্যবিশেষ।
কা'ত—কাহাতে ; কাহার কাছে। কাহাকে। কোথায়।
কাদম্বরী—মদ্যবিশেষ।
কাণা (কানা)—একচক্ষুহীন। অঙ্গহীন।
কান্দন—ক্রন্দন।
কান্দাউ (কান্দাঙ)—ক্রন্দন করাই ; ক্রন্দন করাইব।
কাম—কন্দর্প। কর্ম্ম। কামনা।
কায়—শরীর।
কা'য়—কাহাতে।
কারু (কারো)—কাহারও।
কারে—কাহারে।
কালিয়া—কৃষ্ণবর্ণ।
কাহান—কাঁহার।
কাহাল—বাদ্যবিশেষ।

কাহাঁ—কোথায়।
কাহো (কাহোঁ)—কাহাকেও। কাহারও সহিত।
কিন, কিনি—ক্রয় কর ; ক্রয় করি।
কিনিয়া (কিনিঞা)—ক্রয় করিয়া।
কিলায়—কিল মারে।
কিসে—কি প্রকারে। কিহেতু। কাহাতে।
কিসের—কি নিমিত্ত।
কুটিনাটী—শব্দটী সংস্কৃত, যথা—"কুটীনাটী-রলম্।" দানকেলীকৌমুদীর ২৫০ শ্লোকের শ্রীজীবগোস্বামীর টীকা—"কুটী কৌটিল্যং, ইক্ কুষাদিভ্যঃ, নাটী নাট্যং, কৌটিল্য-নাট্যম্।" ছলনা, চাতুরী।
কুপিয়া—কুপিত হইয়া।
কুল্লোল—কুলকুচো।
কুহক—বাজীকর, ঐন্দ্রজালিক। কপটবেশধারী।
কৃত্যা—অভিচারোৎপন্ন দেবতাবিশেষ।
কেন—কিপ্রকার। কেমন। (সং—'কিম্'-শব্দজ)
কেনমতে—কি প্রকারে।
কেনি (কেনে)—কি নিমিত্ত।
কেলি—ক্রীড়া খেলা।
কৈলা—করিলেন। কহিলেন।
কোই—কেহ ; কোন ব্যক্তি।
কোটাল (কোতোয়াল, কোটোয়াল)—নগর-রক্ষক।
কোণ—কণা। গৃহাদির কোণ।
কোথায়—কোথাকার।
কোদালি—('কুদ্দাল'-শব্দজ) কোদাল।
কোরাণ—মহম্মদপ্রণীত শাস্ত্রবিশেষ।
ক্রোধমুখ—যাঁহার মুখে ক্রোধের লক্ষণ পরিস্ফুট রহিয়াছে।
ক্ষম—ক্ষমা কর। সমর্থ।
ক্ষিতি—পৃথিবী। ভূমি, যথা—'গৌড়ক্ষিতি'—গৌড়ভূমি।
ক্ষিরা—শসা।
ক্ষেমা—ক্ষমা, ক্ষান্তি। অচাঞ্চল্য।

খ।

খণ্ড—টুক্‌রা। খণ্ডন কর।
খণ্ডাহ—খণ্ডন করাও।
খণ্ডে—খণ্ডন করে। খণ্ডিত হয়।
খণ্ডুক—খণ্ডিত করুক।
খরসান—তীক্ষ্ণধার ; খুব ধারাল।
খসি—স্খলিত হইয়া।
খাঁড়া—অস্ত্রবিশেষ।
খাইবারে—ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত।
খাএ—ভোজন করে।
খাটে—পরিশ্রম করে। পরিষ্কার করে।
খাণখাণ (খানি খানি)—খণ্ডখণ্ড ; টুক্‌রা টুক্‌রা
খাণি (খানি)—ক্ষণেক। যথা—'স্থির হও খাণি'।
খাণিক—ক্ষণেক। অল্পাংশ। অল্পক্ষণ।
খানি—'টি'। এটি কথার মাত্রা। যথা—কথা-খানি, বস্ত্রখানি, ইত্যাদি। 'খান' শব্দেরও বোধ হয় এই অর্থ, যথা—বাঁশখান।
খানে—স্থানে।
খানেক—একক্ষণ। 'প্রহর খানেক' ইত্যাদি স্থলে অর্থ হইবে, এক প্রহর সময়।
খাস—স্বাধিকারভুক্ত ; নিজস্ব।
খিচনি (খেঁচনি)—খেচন ; খচিত।
খুদ—চাউলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। ('ক্ষুদ্র'-শব্দজ।)
খুলিতে—৩৩৪ পৃ০ (?)।
খুর—ক্ষৌরকার্য্যোপযোগী অস্ত্রবিশেষ। (সং—'ক্ষুর'।)
খেদাড়িয়া—তাড়া করিয়া।
খেয়াঘাট—যে ঘাটে পার হইবার জন্য সর্ব্বদা নৌকা নিযুক্ত থাকে।
খেয়ারি—খেয়াঘাটের মাঝি।
খেলা—খেলন, ক্রীড়া। ('ক্ষেলা'-শব্দজ)।
খেলে—খেলা করে।
খোজে (খোঁজে)—অন্বেষণ করে।
খোলা—কলার পেটো। (?) কেহ কেহ বলেন যে, 'খোলা' শব্দের অর্থ—'তরিতরকারি'।
খোলাগাছি—কলার গাছ। (?)

গ।

গড়াই—বাটীর চতুর্দ্দিকস্থ পয়োনালী। পরিখা।
গড়া—ঘড়া ; ঘট। ২৬৪ পৃ০ (?)

গড়ি—গড়াগড়ি। অবলুণ্ঠিত। লুণ্ঠিত হইয়া।
গিঢ়য়া—গঠন করিয়া।
গণ' (গুণ')—গণনা কর।
গণি—গণনা করি। গণ্য।
গণে সমূহে। স্বপক্ষে।
গণে' (গুণে')—গণনা করে।
গন্তুকাম—গমনেচ্ছু।
গন্ধ—কৃষ্ণ অগুরুচন্দন।
গর্জ্জে—গর্জ্জন করে।
গর্ব্বিত—(২৭২।১১২)—গৌরবের পাত্র। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত, ৯ম পরিচ্ছেদ; কাশীদাসী মহাভারত, সভাপর্ব্ব, বং সং ৩৫৫ পৃষ্ঠা এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সু° মি° সং ১৭৫ পৃষ্ঠা ও উত্তরকাণ্ডে ৫৪৯ পৃষ্ঠায় এই 'গর্ব্বিত' শব্দের প্রয়োগ আছে। 'বাণী' পত্রিকা, ১৩১৭ সাল জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মল্লিখিত "ভণ্ডশব্দ" প্রবন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য।
গলা—গলিত। গ্রীবা।
গহন, গহল—ভিড়। গভীর। নিবিড়। (বোধ হয়, 'গভীর' শব্দজাত।)
গাঁঠি—গ্রন্থি।
গাই—গান করিয়া। গান করি।
গাইয়া (গায়্যা)—গান করিয়া।
গাওয়ায়—গান করায়।
গাওসিয়া—আসিয়া গান কর।
গাঙ্গে (গাঙে)—নদীতে।
গাজে—গর্জ্জন করিতেছে; গর্জ্জন করে।
গাথা—গীতি; গান।
গায়—গান করে।
গা'য়—গাত্রে।
গায়ই—গান করে; গান করিতেছে।
গায়ন্ত—সকলে গান করেন। (সং—গায়ন্তঃ।)
গারস্থ (গারি হস্থ, গারি হস্ত, গারস্ত)—গার্হস্থ্য।
গাবী—গরু।
গুঞ্জা—কুঁচ ফল।
গুটি—অল্পপরিমিত। গুচ্ছ।
গুণ—দয়া দাক্ষিণ্যাদি। গুণিত, যথা (২১৩।২।২১)—"গুণ দুই তিন"।
গুণে—গণনা করে। গুণেতে।
গুপ্তে—গোপনে।
গুয়া—সুপারি ('গুবাক'-শব্দজ।)
গুর্ব্বী—মলত্যাগ; বিষ্ঠাত্যাগ।
গোয়ান—জ্ঞান।
গোঙাও—যাপন কর; কাটাও।
গোচরিয়া—গোচর করিয়া; জানাইয়া।
গোত্র—সন্তানসন্ততি।
গোফা—ভজনার্থ নির্জ্জন গহ্বর। কেহ কেহ কহেন যে, এই শব্দটি বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে আগত। সং—গুহ।
গোরস—দুগ্ধ।
গোষ্ঠি—সভা। সমূহ।
গোসাঞি—ঈশ্বর ঠাকুর, গুরু প্রভৃতি। 'গোস্বামি'-শব্দজ।
গোহারি—উৎকলদেশে জমীদার কিংবা রাজার নিকটে নালিস করাকে 'গোহারি' কহে।
গৌণ—বিলম্ব।
গ্রাসিবারে—গ্রাস করিতে।

ঘ।

ঘটে'—সজ্ঘটিত হয়।
ঘষে'—ঘর্ষণ করে।
ঘাটিলুঁ—ঘাট মানিলাম; হারি মানিলাম।
ঘুচিল—দূর হইল।
ঘুমাইয়া—ঘুরাইয়া। নিদ্রা যাইয়া।
ঘুষিয়া—ঘোষণা করিয়া।
ঘোল—ঘোলা; অপরিষ্কার। দধির ঘোল।

চ।

চড়ায়েন—চড় মারেন।
চঢ়ে—আরোহণ করে।
চরিত—চারিত্র। উচিত, যথা—'মানের চরিত'
চরে—বিচরণ করে।
চর্চ্চিয়া—চর্চ্চা করিয়া; আলোচনা করিয়া। মাখিয়া।

চলয়ি (চলই)—চলে চলিতেছে। (সং—'চলতি'।)
চলিবাঙ—চলিব। চলিয়া যাইব।
চাঁচর—কুঞ্চিত, কোঁকড়ান।
চাঁদ (চন্দ চান্দ, চন্দর)—'চন্দ্র'-শব্দজ।
চাও (চাউঁ)—চাহি; প্রার্থনা করি।
চা'ন (চা'হে, চা'হেন)—অবলোকন করেন।
চান (চাহে, চাহেন)—অন্বেষণ করেন; প্রার্থনা করেন।
চান্দোয়া—চাঁদোয়া (চন্দ্রাতপ-শব্দজ)।
চালাইবা—প্রেরণ করিবেন।
চালু—চাউল।
চা'লেন (চালয়ে) আক্ষেপ করেন; তিরস্কার করেন।
চাসা—মূর্খ; কৃষক।
চা'হ—দেখ।
চাহ—প্রার্থনা কর; অন্বেষণ কর। কোন কোন স্থলে 'চাহ' শব্দের অন্যরূপ অর্থও দেখা যায়, যথা—'বলিবারে চাহ'—বলিতে চাও অর্থাৎ তোমার বলা উচিত হইতেছে।
চাহিয়া—খুঁজিয়া।
চিকিচ্ছিলে—চিকিৎসা করিলে।
চিত—চিত্ত।
চিন—চিহ্ন।
চিনে—চিহ্ন দ্বারা অবগত হয়; জানে।
চিন্ত'—চিন্তা কর।
চিন্তায়েন—চিন্তা করান।
চিন্তেন—চিন্তা করেন।
চিপীটক—চিঁড়া।
চিবায়—চর্ব্বণ করে।
চিরি—বিদীর্ণ করিয়া; বিভক্ত করিয়া।
চুর—চূর্ণ।
চোরাই—চৌর্য্য। অপহৃত।
চোরায়—চুরি করে।
চৌদিগে (চউদিগে)—চতুর্দ্দিকে।

ছ

ছচি—অশুচি। উচ্ছিষ্ট।
ছন্ন—মোহগ্রস্ত।
ছরিকা (ছুরিকা)—(৪৮৫ পৃঃ) ছুড়ি, ছোট লাঠি। (৭)
ছল'—ছলনা কর।
ছলায়ে—ছলে; ছলনাতে।
ছাঁদদড়ি (ছাঁদডুরি।)—ছাঁদনদড়ি।
ছাঁদ—গঠন। বেশ।
ছাওয়াল (ছাবাল, ছাম্বাল)—ছোট ছেলে; শিশু।
ছার—তুচ্ছ; সামান্য।
ছিণ্ডে—ছিন্ন করে। ছিন্ন হয়।
ছুঞি, ছুঞে (ছুঁয়ে)—স্পর্শ করিয়া, স্পর্শ করে।
ছুটে—দৌড়য়। অব্যাহতি পায়। ছুটী বা অবকাশ পায়।
ছে—প্রকার; রূপ। যথা—তৈছে—সেই প্রকার বা সেইরূপ; যৈছে—যে প্রকার বা যেরূপ, প্রভৃতি।

জ।

জউগৃহ—জতুগৃহ; গালার ঘর।
জগাই—জগন্নাথ-শব্দের অপভ্রংশ।
জন্মিবাঙ—জন্মগ্রহণ করিব।
জয়ভঙ্গ—পরাজয়; হারি মানা।
জাঁক—আড়ম্বর। স্পর্দ্ধা।
জাগাইয়া—জাগরণ করাইয়া।
জাগি, জাগিয়া—জাগরণ করিয়া।
জাঙ্গাল (জাজ্বাল)—আলি। সাঁকো, সেতু। (সং—জঙ্গাল।)
জাঠি—'যষ্ঠি' শব্দজ। লাঠি। (হিন্দী—জাঠ।)
জাতি-সর্প—জাতসাপ; গোখুরা প্রভৃতি।
জান—জ্যোতির্ব্বেত্তা। জীবন।
জান'—অবগত আছ; অবগত হও।
জানুগতি—হামাগুড়ি।
জাশু (৩৮৪ পৃঃ)—রাজব্যবহার কোষে 'জাসুদ' বা 'জাসুস্' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থ—চারনায়ক, গোয়েন্দা। যথা—"জাসুদশ্চারনায়কঃ॥" ১৬॥ 'জাশু' বোধ হয়, ঐ 'জাসুদ' বা 'জাসুস্'শব্দজাত।
জিজ্ঞাস'—জিজ্ঞাসা কর।

জিজ্ঞাসে'—জিজ্ঞাসা করে।
জিজ্ঞাসিবারে—জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ; জিজ্ঞাসা করিতে।
জিনি, জিনিঞা—জয় করিয়া।
জিনে—জয় করে।
জীউ—জীবন। জীবনধারণ করুক।
জীউক—জীবনধারণ করুক ; বাঁচুক।
জীঙ (জীউঁ)—জীবরধারণ করি বা করিব।
জীয়াইলে—বাঁচাইলে।
জীয়ে—জীবনধারণ করে।
জীলে—বাঁচিলে।
জীবক—জীবনধারণ করিবে।
জীব্য—উপজীবিকা ; যদ্দারা জীবনধারণ করা যায়।
জুড়ায়—শীতল হয়।
জুড়ি—যুক্ত করিয়া।
জুয়াড় (জুয়ার)—যে জুয়াখেলা ভাল বাসে। জুয়াবাজ।
জুয়ায়—যুক্তিযুক্ত হয়। (সং—'যুজ্যাতে'।)

ঝ।

ঝড়—ঝটিকা-শব্দজ ; প্রবল বাতাস।
ঝন্‌ঝনা—মেঘধ্বনি।
ঝরয়ে—ঝরিয়া পড়ে।
ঝাঁপে—ঝম্পপ্রদান করে।
ঝাট (ঝাঁট)—'ঝটিতি' শব্দজ। শীঘ্র।
ঝাড়ি,—পরিষ্কার করিয়া।
ঝারি—জলপাত্র।
ঝারিখণ্ড—বনপথ ; জঙ্গলে রাস্তা।
ঝুরে—অশ্রুবর্ষণ করে।

ট।

টাল—উচ্চভূমি।
টেন—ছোট সামান্য কাপড়।
টোটা (তোটা—উদ্যান ; বাগিচা।

ঠ।

ঠাকুরাল (ঠাকুরালী)—প্রভুত্ব। দেবতার ন্যায় প্রভাব। 'দেবত্ব। ঈশ্বরত্ব।
ঠাঞি (ঠাঁই)—স্থান, স্থানে।
ঠাম—স্থান। গঠন। ভঙ্গী।
ঠারেঠোরে—ইঙ্গিতে, ইসারায়।
ঠেকায়—পরাভব করে। সংযোজিত করে।
ঠেকিল—স্পৃষ্ট হইল। পরাভূত হইল। পতিত হইল ; যথা—'দায়ে ঠেকিল'।
ঠেঙ্গা—লাঠি।

ড।

ডঙ্ক—সাপুড়ে। ১২৫ পৃঃ। 'বরিশাল' অঞ্চলে 'ডাক' বলে। হিন্দীতে এ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—"ডঙ্কেপর চোটমারী"—হিন্দী বঙ্গবাসী, ফাল্গুনসুদী ১৫, সংবৎ ১৯৫৮।
ডরায়—ভয় পায়।
ডরে—ভয়ে।
ডরে'—ভয় পায়।
ডাঁস—মশক বিশেষ। ('দংশক' শব্দজ।)
ডাক—শব্দ। আহ্বান।
ডাক দিয়া—আহ্বান করিয়া।
ডাকা—ডাকাতি। আহ্বান করা।
ডাকি, ডাকিয়া—উচ্চৈঃস্বরে।
ডাল—শাখা।
ডালী—ছোট ডালা।
ডোড়ি (ডোর, ডুরি)—রজ্জু।
ডোল—ধান্যাদি রাখিবার পাত্রবিশেষ।
ডোলে—নিমজ্জিত হয়।

ঢ।

ঢঙ্গ—শঠ। ভঙ্গী। বাহ্য সজ্জা।
ঢাঙ্গাইত (ঢাঙ্গাতি)—ঢঙ্গত্ব। কপটী।
ঢাল—চর্ম্মফলক।
ঢিলা—ইষ্টকখণ্ড।
ঢুলায়—আন্দোলিত করে ; চালিত করে।
ঢেউ—তরঙ্গ।
ঢোল (ঢোল)—নকল। আমাদের দেশে যাহাকে 'ডউল' বলে। যেমন অমুক জিনিষটা অমুকের 'ডউল' নকল করাকেই 'ডউল'

বা 'ঢৌল' করা বলে। (১০৯ পৃঃ)। শব্দটী হিন্দীতেও উক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যথা—"ঢোল্‌কে ভিতর পোল দীখ্‌নে লগা হৈ।" হিন্দী বঙ্গবাসী, ফাল্গুন সুদী ১৫, সংবৎ ১৯৫৮।

ত।

তঙ্কা—টাকা।
তছু (তসু)—তাঁহার, তাহার। (সং—'তস্য')
তৎক্ষণে—তৎকালে; ঠিক সেই সময়ে।
তথাকারে—সেস্থানে।
তথি—তাহাতে। সেখানে। তাহার; যথা—'তথিমধ্যে'।
তরাস—ত্রাস; ভয়।
তরি—পার হইয়া; পার হই। (সং—তীর্য্য *)।
তরিবারে—পার হইবার নিমিত্ত।
তরে—পার হয়। নিমিত্ত।
তর্জ্জে—তর্জ্জন করে।
তবু (তভু, তবো, তভো)—তথাপি। (হিন্দী—'তব্‌ভী')
তবে—তাহার পর, তখন। তাহা হইলে।
তহিঁ (তঁহি, তহি)—সেই স্থানে। তাহাতে।
তা'—তাহারা, সেই, তাহা; তাহার।
তাড়—হস্তের অলঙ্কারবিশেষ।
তাড়াইয়া—তাড়ন করিয়া।
তাণ্ডব—উদ্ধত উদ্দাম নৃত্য। "পুংনৃত্যং তাণ্ডবং প্রোক্তম্‌"। মুদ্রিত ভক্তিরত্নাকর, পঞ্চম তরঙ্গ, ৪০০ পৃষ্ঠা অবশ্য দ্রষ্টব্য।
তাত—পিতা।
তা'ত—তাহাতে। তাহা ত।
তানা (তাহানা)—তাঁহারা।
তানে (তাহানে)—তাঁহাকে; তাঁহার প্রতি; তাঁহারে।
তারিতে—পার করিতে। ত্রাণ করিতে।
তালি (তালী)—হাততালি। ছিন্ন বস্ত্রাদিতে 'তালি' দেওয়া।

* সংস্কৃতে "তীর্য্য" প্রভৃতি পদগুলি স্বতন্ত্রভাবে প্রযুক্ত হয় না সন্তীর্য্য, অবতীর্য্য প্রভৃতি রূপে প্রযুক্ত হয়। আমরা কেবল ভাষা-শব্দের মূল বুঝাইবার খাতিরে ঐরূপ প্রয়োগ দেখাইয়াছি মাত্র।

তাহি—তাহাই।
তাহো—তাহাও।
তিরস্করি—দূর করিয়া। তিরস্কার করিয়া।
তিরোত—ত্রিহুত দেশ।
তিরোভাব—অদর্শন।
তিলে তিলে—অল্পে অল্পে।
তুঞি—তুমি।
তুমি-সব—তোমরা। 'আমি-সব' দেখ।
তুমি-সভাকার (তোমরা-সভার)—তোমাদের।
তুম্বুরু—গন্ধর্ব্ববিশেষ। ভা০ ১০।২৫।৩২, ১০। ২১। ২৪ দ্রষ্টব্য।
তুয়া—তোমার। (সং—'তব')।
তুরিতে—ত্বরিতে; শীঘ্র।
তূষ্ণী—মৌনভাব।
তেঁতলি—তেঁতুল; ('তিন্তিড়ি' শব্দজাত।)
তেজিয়া—ত্যাগ করিয়া (সং—ত্যক্ত্বা)।
তেঞি—সুতরাং।
তেলি—তৈলব্যবসায়ী।
তৈর্থিক—তীর্থভ্রমণকারী।
তোমা'—তোমাকে; তোমার।
তোমাসভে—তোমাদের সকলকে।
তোলা—পরিমাণবিশেষ, ভরি; যথা—'এক তোলা' এক ভরি। ভাড়া করা; যথা 'তোলা পদাতিক' (৪৬৭ পৃঃ)।
তোলাই—উঠাই।
তোষে—সন্তুষ্ট করে।
তোহে (তোঁহে)—তোমাতে।
তোহোর—তোমার।
ত্রাহি—ত্রাণ কর।
ত্রিকচ্ছ—প্রাচীনকালের বস্ত্রপরিধান করিবার প্রকারভেদ। অদ্যাপি শাস্ত্রানুরোধে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 'ত্রিকচ্ছ' করিয়া বসন পরিধান করেন। বিলাসের অনুরোধে বাবুরাও একরূপ ত্রিকচ্ছ বসন পরিয়া থাকেন।

থ।

থলিয়াতি—চোরেরা অপহৃত দ্রব্য যাহার গৃহে গচ্ছিত রাখিয়া যায়। ঠগ্‌। (২১৫ পৃঃ)

থানা—আড্ডা। ('স্থান'-শব্দজ)।
থির—স্থির।
থুই—রাখিয়া, রাখি।
থুইবাঙ—রাখিব।

দ।

দক্ষিণায়ে—দক্ষিণা দ্বারা। (সং—দক্ষিণয়া।)
দগড়—বাদ্যবিশেষ।
দঢ়—দৃঢ়।
দঢ়াইতে—দৃঢ় করিতে, স্থিরনিশ্চয় করিতে।
দঢ়ান—দৃঢ়ীকরণ।
দণ্ডপথ—সোজা পথ বা সদর পথ। উৎকল-দেশে সচরাচর 'দাণ্ড' বলিতে পথ বা রাস্তা বঝায়। শ্রীযতীন্দ্র মোহন সিংহপ্রণীত "উড়িষ্যার চিত্র" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই,—"দাণ্ড দরজা, শব্দের অর্থ সদর দরজা" (৫৭ পৃষ্ঠা)। 'রাজ-দাণ্ড' বা 'গ্রামদাণ্ড'—গলিরাস্তা। (২ পৃষ্ঠা)। ৺পুরীধামে তো 'বড় দাণ্ড'—বড় রাস্তা খুবই প্রসিদ্ধ।
দনা—দমনক পুষ্প। চলতি কথায় ইহাকে 'দোনা' কহে।
দয়িত—প্রিয়।
দবীরখাস—শ্রীরূপ গোস্বামীর নামান্তর। রাজ-ব্যবহার কোষে উক্ত হইয়াছে—"যুক্ত্যভিজ্ঞো দবীরঃ স্যাৎ॥" ৩॥ অর্থাৎ যে ব্যক্তি যুক্তিতে নিপুণ, তাহারই নাম 'দবীর'। 'খাস' শব্দের অর্থ 'নিজস্ব'। শ্রীরূপ গোস্বামী গৌড়ের বাদসাহের খাস মন্ত্রী বা 'প্রাইভেট সেক্রেটারী' ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার এই উপাধি।
দাণ্ডাইলা—দণ্ডায়মান হইলেন।
দানখণ্ড—গানের পালাবিশেষ।
দানী—যে 'দান' বা মাশুল আদায় করে।
দাম্ভিক—অহঙ্কারী। ভণ্ড। ধর্ম্মধ্বজী।
দায়—ক্ষতি, যথা 'কি দায় আমার'। দূরে থাকুক, যথা—'অন্যের কি দায়' অর্থাৎ অন্যের কথা দূরে থাকুক। পিতৃধন; উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে যে ধনে অধিকার জন্মে।
দাহে'—দগ্ধ করে।
দিগ—দিক্।
দিনদোষ—দুর্দ্দিন; মন্দ সময়।
দিয়ড়িয়া—মশালচী; দীপকাষ্ঠিকাধারী।
দিয়ে—দিই।
দিলা—দান করিলেন।
দিবসেকো—এক দিনও।
দিবা—দিবস। দান করিবেন।
দিবাঙ—প্রদান করিব।
দিবারে—দিবার নিমিত্ত; দিতে। দেওয়াইতে।
দিব্য—উত্তম। স্বর্গীয়। শপথ।
দিহ—দিও; প্রদান করিও।
দীঘল—দীর্ঘ।
দীপবৃক্ষ—পিলসুজ; দেরকো।
দুয়ারী—দ্বারী; দ্বারবান্, দরোয়ান।
দুর্দ্দুরি—ভেককোলাহল। 'দর্দ্দুর' শব্দের অর্থ 'ভেক'। 'দর্দ্দুর' শব্দ হইতেই বোধ হয় এই শব্দের উৎপত্তি। (২১৫ পৃঃ)
দুর্ব্বার—যাহা অতি কষ্টে বারণ করা যায়; দুর্দ্দমনীয়।
দুর্ব্বিজ্ঞ—দুর্ব্বিজ্ঞেয়।
দু'ষয়াছিল—দোষযুক্ত হইয়াছিল। দোষ দিয়াছিল।
দৃষ্ট্যে—দৃষ্টিতে বা দৃষ্টি দ্বারা। (সং—দৃষ্ট্যা)
দে'—দেয়। দেহ।
দেই—প্রদান করে।
দেউটী (দেউড়, দিয়টী, দিয়ড়ি)—'দীপকাষ্ঠী' বা 'দীপবর্ত্তী' শব্দজাত। মশাল। রাজ-ব্যবহার কোষে লিখিত আছে—'দীপিকা 'দিয়টী' প্রোক্তা॥" ২৩॥
দেউল—মন্দির। 'দেবকুল' শব্দজ।
দেখয়ে—দেখেন।
দেখাই—দেখাইয়া। প্রদর্শন করি।
দেখাঙ—দেখাইতে পারি। দেখাই।
দেয়ান—ধর্ম্মাধিকরণ; পুলিশ। কেহ কেহ বলেন, দেয়ানের অর্থ—রাজসভা।
দেশান্তরী—ভিন্নদেশবাসী।

দেহ—শরীর।
দেহ'—দান কর।
দেহেন (দেহে')—দান করেন।
দোঁহে (দুঁহে, দুহুঁ, দোহেঁ)—দুইজনে।
দোলা—চৌপালা।
দোলায়ে—আন্দোলিত করে।
দোষ'—দোষ দাও।
দোষে'—দোষ দেয়।
দোসর—দ্বিতীয় সঙ্গী। (হিন্দী—'দোসরা, বা 'দুসরা')।
দোহাথিয়া—দুই হস্তের সাহায্যে। দুই হাত দিয়া।
দোঁহান (দোঁহার, দুহুঁার, দুহার)—দুই জনের।
দ্রবে—দ্রবীভূত হয়; গলিয়া যায়।
দ্রোণ—চৌবাচ্ছা; যথা—'তৈল-দ্রোণ'।
দ্বারে—দ্বারা। দরজায়।
দ্বিধা—দ্বিভাব, সন্দেহ।

ধ।

ধটী—কটি-বস্ত্রবিশেষ।
ধরণীধরেন্দ্র—ভূধারিশ্রেষ্ঠ বলরাম।
ধ'রে—ধারণ করিয়া।
ধরে—ধারণ করে।
ধর্ম্মধ্বজী—ভণ্ড।
ধর্ম্মসেতু—ধর্ম্মের পালক। ভা০ ১১।৪।৫ শ্লোকের স্বামিকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।
ধাওয়াইয়া—তাড়া করিয়া, পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া।
ধাতু—স্বর্ণ রজতাদি। চর্ম্ম, মাংস প্রভৃতি সপ্ত-ধাতু। জীবনী শক্তি।
ধানশী—'ধনীশ্রী' রাগিণী।
ধাম—তেজ। গৃহ। রশ্মি। স্থান। প্রভাব।
ধায়—ধাবিত হয়।
ধার—ধারা; যথা—'অমৃতের ধার'।
ধুই—ধুইয়া। ধাবন করি।
ধূলে—ধূলিতে।
ধেয়াইয়া—ধ্যান করিয়া।
ধোহ—ধাবন কর, ধোও, ধুইয়া ফেল।

ন।

নগরিয়া—নাগরিক; নগরবাসী।
নট—অভিনেতা।
নড়—পলায়ন কর; চলিয়া যাও।
নড়ি—নড়িয়া।
নদীয়াক—নদীয়ার।
নমস্কর'—নমস্কার কর। (সং—'নমস্কুরু')
নমস্করে—নমস্কার করে।
নয়া—নূতন। (নবীন-শব্দজ) হিন্দীতে 'নয়া'ই বলে
নরেন্দ্র—রাজা। শ্রীক্ষেত্রে স্থিত সরোবরবিশেষ।
নলখড়ি—শরগাছ।
নস্কর—রাজকর্ম্মচারিবিশেষ। ৩৮৪ পৃঃ। (?)
নহিল—না হইল।
নহিলাঙ—না হইলাম।
নহিবে—হইবে না।
নহু, নহুক—না হউক। নাই।
নাইয়া—নাবিক।
নাও—নৌকা। গ্রহণ কর।
নাগ—নিকটে; (হিন্দী—'নগিচ')। সর্প। হস্তী।
নাগালী—সামীপ্য।
নাচ—নৃত্য। উচ্ছিষ্ট। সদর দরজা। যথা—'নাচের কুকুর'।
নাম' (নাম্ব)—অবতরণ কর।
নামেরে—নামমাত্র।
নাম্বিয়া (নামিয়া)—অবতরণ করিয়া।
নারে—না পারে; অক্ষম হয়।
নার'—না পার।
নাশ'—নাশ কর।
নি—কি; যথা—'কভু নি'—কভু কি।
নিগূঢ়ে—গোপনভাবে।
নিছিয়া—নির্ম্মঞ্ছন করিয়া। (২১৩ পৃ০)
নিতি—নিত্য।
নিন্দিলে—নিন্দা করিলে।
নিন্দে'—নিন্দা করে।
নিব—লইব; গ্রহণ করিব।
নিবর্ত্ত—নিবৃত্ত।
নিবারে—নিবারণ করে। লইবার জন্য।
নিবেক—লইবে।

নিবেদ—নিবেদন কর।
নিবেদই—নিবেদন করি বা করে। (সং—নিবেদয়তি)
নির্ভর—অধিক রূপে ; বাড়াবাড়ি রকমে।
নির অপরাধে—নিরপরাধে ; অপরাধশূন্য হইয়া।
নিবড়য়ে—সম্পূর্ণ হয় বা করে। নির্ব্বাহ হয় বা করে।
নির্ব্বন্ধ—নিয়ম। ঘটনা, সংযোগ।
নির্ব্বাহয়ে নির্ব্বাহ করে। নির্ব্বাহ হয়।
নিলা—গ্রহণ করিলেন।
নিশ্চয়িতে—নিশ্চয় করিতে।
নিশিদিসি—নিশাদিবস। রাত্রি দিন।
নিষেধে'—নিষেধ করে।
নুড়ি—ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড।
নুনী—নবনীত। মাখন।
নেত—বস্ত্র বিশেষ। শব্দটী সংস্কৃত। যথা,—"পদ্মরাগৈঃ পটৈর্নেতৈঃ" (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৫।১৯১) এবং "নেতবস্ত্রকৃতোষ্ণীশো" মুদ্রিত ভক্তিরত্নাকর ৮৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
নেহ—নাও, গ্রহণ কর (সং—'নয়')। স্নেহ।
নৈল (নহিল)—না হইল।
নৈষ্ঠিক—ব্রহ্মচারী। ব্রতবিশেষে আসক্ত। নিষ্ঠাবান্।
নোঙাইয়া—অবনত করিয়া। (সং—'নম্য')
ন্যাসিমর্ণ—সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ।

প।

পক্ষ—পক্ষী। 'কৃষ্ণ' ও 'শুক্ল' পক্ষ। সহায়। সখা।
পঞ্জী—কলাপব্যাকরণের বৃত্তিবিশেষ। কেহ কেহ 'পঞ্জী' না বলিয়া 'পঞ্জিকা' বলেন।
পটল—তন্ত্রশাস্ত্রের পরিচ্ছেদ।
পঠে—পাঠ করে।
পড়িহারী—প্রতিহারী।
পড়িছা—তত্ত্বাবধায়ক। ছড়িদার। ইহারা জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে থাকিয়া সকলকে কর্ত্তব্য উপদেশ দেন। ('পরীক্ষা-মহাপাত্র' শব্দের অপভ্রংশ)
পড়িয়াছে—পতিত হইয়াছে।
পড়া—বাদ্যবিশেষ। ('পটহ'শব্দজ)।
পড়িতে—পাঠ করিতে।
পড়ুয়া—টোলের ছাত্র। পাঠার্থী।
পদাতিক—পদচারী সৈন্য।
পনস—কাঁঠাল।
পয়ান—প্রয়াণ ; যাত্রা।
পরকার—প্রকার। উপায়।
পরকাশ—প্রকাশ।
পরকাশে—প্রকাশে, প্রকাশ করে।
পরচার—প্রচার।
পরণাম—প্রণাম।
পরতেক—প্রত্যেক।
পরতেখ—প্রত্যক্ষ।
পরমাণ—প্রমাণ।
পরশ—স্পর্শ।
পরশিয়া—স্পর্শ করিয়া।
পরাপর—পর-অপর। ভাল মন্দ।
পরিকর—পরিবার। আত্মীয়। পরিজন।
পরিগ্রহ—বিবাহিতা স্ত্রী।
পরিশন—পরিবেষণ।
পরিহর—পরিত্যাগ কর।
পরিহরি—ত্যাগ করিয়া।
পরিহার—দোষাপনয়ন। 'কাটান ছিড়ান'।
পরীক্ষ'—পরীক্ষা কর।
পরীক্ষয়ে—পরীক্ষা করেন।
পরীক্ষিতে—পরীক্ষা করিতে।
পলাহ—পলায়ন কর।
পশিবে—প্রবিষ্ট হইবে।
পশ্চিমা—পশ্চিমদেশবাসী।
পহ্রি (পরি)—পরিধান করিয়া।
পাঁতি—পংক্তি।
পাই—প্রাপ্ত হই বা হইয়া।
পাইক—প্রহরী। পদাতিক।
পাইলোঁ (পাইলুঁ)—প্রাপ্ত হইলাম।
পাউঁ (পাঙ)—প্রাপ্ত হই।
পাওল—প্রাপ্ত হইল।
পাক—প্রকার। ঘটনাচক্র। রন্ধন। ঘূরণী।
পাকল—পঙ্কিল ; সজল।
পাকাইয়া—পাক দিয়া ; ঘুরাইয়া। পক্ব করিয়া।
পাখালি—প্রক্ষালন করিয়া। (সং—প্রক্ষাল্য।)

পাগ—পাগ্ড়ি।
পাছু—পশ্চাৎ।
পাছে—পশ্চাতে। যদি।
পটোয়ার—অস্ত্রধারী সৈন্তবিশেষ।
পাঠাও—প্রেরণ কর।
পাঠাঞা—প্রেরণ করিয়া।
পাড়িলেন—পাতিত করিলেন।
পাড়ে (পাড়য়ে)—পাতিত করে।
পাড়োঁ—পাতিত করি।
পাণ্ডা—(পোণ্ডা, পৌণ্ডা)—পুরোহিতবিশেষ। তীর্থগুরু। উৎকলে "পণ্ডা" বলে।
পাণ্ডুবিজয়—উৎকলদেশে পায়ে পায়ে হাঁটনের নাম—'পহাণ্ডি'; 'পহাণ্ডি' শব্দেরই অপভ্রংশ 'পাণ্ডু'। 'বিজয়'—যাত্রা। জগন্নাথদেবকে পট্টডুরি ধরিয়া ক্রমে ক্রমে লইয়া যাওয়ার নামই 'পাণ্ডুবিজয়'।
পাতল—পাত্লা; হাল্কা।
পাতিলেন—পাতিত করিলেন। বিস্তার করিলেন।
পাতে—পাতিত করে। পত্রে বা পাতায়। বিস্তার করে।
পাত্রসাথ (পাত্রসাৎ)—সৎপাত্রে সমর্পণ।
পানা—সদৃবৎ; যেমন 'চিনির পানা'।
পানী—জল। পানীয়-শব্দ জাত।
পানীতোলা—গামোছা।
পা'য়ে—পদে বা চরণে।
পায়ে—প্রাপ্ত হয়।
পাল'—পালন কর।
পালি (পালিয়া)—পালন করিয়া (সং—'পাল্য')
পাশে—পার্শ্বে।
পাষণ্ডী—যাহারা শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত আচার-বহির্ভূত। পাপী।
পাসর (পাসরিহ)—ভুলিয়া যাও।
পিঁড়া (পিণ্ডা)—ঘরের দাওয়া, বারেন্দা।
পিও—পান কর।
পিঠা—'পিষ্টক' শব্দজ।
পিয়াইয়া—পান করাইয়া।
পিয়ে—পান করে।
পিরিতি—প্রীতি।
পিল—পান করিল।
পিবার—পান করিবার।
পীর—ঈশ্বর। রাজব্যবহার কোষে উক্ত হইয়াছে—"গুরুঃ পীর ইতীরিতঃ।"
পুড়ি—দগ্ধ হইয়া।
পুণ্যশ্রবণ—যাহা শুনিলে পুণ্য হয়।
পুতলী—পুত্তলিকা।
পুঁথি (পুথি)—পুস্তক।
পুনি (পুনী)—পুণ্য। পুনঃ। (হিন্দীতে 'পুনঃ' শব্দের পরিবর্ত্তে 'পুনি' শব্দের ব্যবহার খুব বেশী।)
পুরস্কার—অগ্রবর্ত্তী। পারিতোষিক।
পুরে—দেশে। পুরীতে।
পুষিতে—শোষণ করিতে।
পূরিয়া—পূর্ণ করিয়া।
পূরুবে—পূর্ব্বে।
পূরে—পূর্ণ করে বা হয়।
পূর্ণচন্দ্র—পূর্ণিমার চাঁদ। শুভ্র ছত্রবিশেষ।
পূর্ত্তি—পূরণ।
পেট-পোষা—উদরম্ভরি।
পোঁতা—প্রোথিত করা।
পোক—পোকা।
পোষয়ে—পোষণ করে।
পোষ্টা—পোষণকর্ত্তা।
প্রকটাই—প্রকট করিয়া; প্রকাশ করিয়া। (সং—'প্রকট্য'।)
প্রকাশ'—প্রকাশ কর।
প্রকাশে'—প্রকাশ করে।
প্রকৃতি—স্ত্রী। সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই তিনগুণের সাম্যাবস্থা।
প্রকৃতে—স্বভাবত। (সং—'প্রকৃত্যা'।)
প্রতিকৃতি—প্রতিমূর্ত্তি।
প্রতিদ্বন্দ্বী—প্রতিপক্ষ; শত্রু। সমকক্ষ।
প্রবোধিয়া—প্রবোধপ্রদান করিয়া। (সং—'প্রবোধ্য')।
প্রবোধে'—প্রবোধ প্রদান করে।
প্রাকৃত লোক—সাধারণ লোক।
প্রাচ্যভূমি—পূর্ব্বদেশ।

প্রাণ—প্রাণবায়ু। ক্ষমতা, শক্তি; যথা—"হেন প্রাণ নাহি।"
প্রান্তরভূমি—মাঠ; ময়দান।
প্রামাণিক—বিজ্ঞ। প্রধান।
প্রেমভক্তিবিকার—অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিকভাব।

ফ।

ফলা—ক্য, ক্র, ক্ল, ক্ব, ক্ন, ক্ম, র্ক, স্ক, স্ম এবং ক্ষ। কেহ কেহ এই দশ ফলার অতিরিক্ত ক্ল ও ক্ৢ এই দুইটি ফলার স্বীকার করেন। কেহ কেহ 'ক'কেও ফলার মধ্যে গণনা করেন। বলেন,—"স্বরবর্ণকে 'সিদ্ধিফলা' বলিয়া থাকে।" তাঁহাদের মতে 'ক্ৢ' ফলাটি ফলার মধ্যে নাই।
ফলিল—ফলপ্রদান করিল।
ফলে'—ফলপ্রদান করে।
ফাঁকি—সঙ্গত গ্রন্থের অসঙ্গতি দেখাইয়া সঙ্গতির নিমিত্ত প্রশ্ন।
ফাটে—স্ফুটিত হয়।
ফিরে—ভ্রমণ করে; ঘুরে।
ফুটিল—বিকশিত হইল। প্রবিষ্ট হইল, যথা—"ফুটিল মুটুকী শিরে"।
ফুলে'—ফুলিয়া উঠে; স্ফীত হয়।
ফুলে—পুষ্পে।
ফেটিলে (ফিটিলে, পেটিলে)—খুলিলে।
ফেলান (ফেলেন, পেলেন)—পাতিত করেন বা ফেলিয়া দেন। প্রেরণ-শব্দ হইতেই—'পেরণ' বা 'পেলন' শব্দের উৎপত্তি। 'র' ও 'ল'য়ে ভেদ নাই। সুতরাং 'পেলেন' বা 'পেলান' পাঠ হওয়াই উচিত। হিন্দী বঙ্গবাসী, (১৬ই মার্চ্চ, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ), ২য় পৃষ্ঠা, ৫মস্তম্ভে দেখিয়াছিলাম,—"জিসে সংস্কৃতমেং প্রেরণা কহতে হৈ, লোকভাষামেং বহী পেলনা, পেরণা, পেলন, পেলহণ হৈ।"
ফোলান—স্ফীত করেন।

ভ।

ভট্টাচার্য্য—কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি ভট্টগণের এবং শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের মত যিনি ভাসরূপ জানেন। কেহ কেহ বলেন যে, যে ব্রাহ্মণ, তুতাত ভট্টের মীমাংসা ও উদয়নাচার্য্যের ন্যায়সংগ্রহ অধ্যায়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন, তিনিই এই উপাধি পাইবার যোগ্য।
ভণ্ড—ভাঁড়। ধর্ম্মধ্বজী।
ভব্য—শান্ত-শিষ্ট।
ভাঁগে—ভঙ্গ করে।
ভাগবত—ভগবত্তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রবিশেষ। ভক্ত।
ভাগে—অংশে। দূর হয়।
ভাগিনা—ভাগিনেয়; ভগিনীর পুত্র।
ভাঙ্গিলা—ভগ্ন করিলেন; প্রকাশ করিলেন।
ভাট—স্তুতিবাদকবিশেষ।
ভাণ—প্রতীতি। ছল।
ভাণ্ডিয়া—ফাকি দিয়া।
ভাতি (ভাঁতি)—প্রকার। (হিন্দী—ভাঁতী)
ভায়—প্রকাশিত হয়। ভাল লাগে। স্ফূর্ত্তি পায়।
ভারিভুরি—('ভুরি' অর্থাৎ প্রচুর, 'ভারি' অর্থাৎ গুরুতা) গাম্ভীর্য্য। চালাকী।
ভালমনে—ভালমতে; উত্তমরূপে।
ভালে—উত্তম। কপালে। কোন কোন স্থানে 'কপালদোষে' এরূপ অর্থও হইয়া থাকে।
ভাষে—কহে।
ভাসে—ভাসমান হয়।
ভিক্ষা—সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীকে পাক করিতে নাই। সুতরাং তাঁহারা ভিক্ষান্নভোজী। সাধারণতঃ তাঁহাদের ভোজনের নামই 'ভিক্ষা'।
ভিত—দিক্। (ভিত্তি-শব্দজ)
ভিন্ন—ভেদযুক্ত। দলবহির্ভূত। পৃথক্।
ভুঞ্জি—ভোগ করিয়া। ভোজন করি।
ভুঞ্জিব—ভোগ বা ভোজন করিব।
ভুলে—ভুলিয়া যায়। ভ্রান্ত হয়।
ভেট—উপহার। সাক্ষাৎকার।

ভেটব—সাক্ষাৎ করিব।
ভেদয়ে—ভেদ করে। ভিন্ন হয়।
ভেল—হইল।
ভেলা—হইলেন। নৌকাবিশেষ।
ভোখ (ভোক)—ক্ষুধা। ভোগবাসনা।
ভোর—নিশাবসান। বিভোর।
ভোল—ভ্রান্তি। ভ্রান্ত হও।
ভোলে—ভ্রান্ত হয়। ভ্রান্তিতে।
ভ্রমিঞা (ভ্রমিয়া)—ভ্রমণ করিয়া।
ভ্রমে'—ভ্রমণ করে।
ভ্রমে—ভ্রমবশত।

ম।

মইলুঁ (মৈলুঁ)—মরিলাম।
মঙ্গল—শুভ। কুশল। মাহাত্ম্য, যথা—"কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল।" মাহাত্ম্যসূচক গীতিবিশেষ, যথা—'চৈতন্যমঙ্গল', 'কৃষ্ণমঙ্গল' প্রভৃতি।
মজ্জে—মজ্জিত হয়।
মজ্জি—মজ্জিত হইয়া। মজ্জন করিয়া।
মতে—প্রকারে।
মথিয়া—মথন করিয়া।
মধু—চৈত্রমাস। পুষ্পরস। দৈত্যবিশেষ।
মধুমতী-সিদ্ধি—'দেবী মধুমতী' যোগিনীবিশেষ। সাধক, বিহিতবিধানে তাঁহার সাধনা করিলে, দেবী তাঁহাকে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, যক্ষ ও রাক্ষসের কন্যা (শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ২০৯ পৃষ্ঠায় কিন্তু পঞ্চ-কন্যার উল্লেখ আছে) এবং বিবিধ উপভোগ্য বস্তু প্রদান করেন। এই প্রকার সিদ্ধির নামই 'মধুমতী-সিদ্ধি'। (৺প্রসন্নকুমার-শাস্ত্রি-প্রকাশিত বৃহৎ তন্ত্রসার, ১ম ভাগ, ৩৭০ পৃষ্ঠায় বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য!)
মনঃকথা—অন্তরে অন্তরে বা মনে মনে কথা।
মনকলা—মনঃকল্পিত কদলী। 'মনকলা খাওয়া' অর্থাৎ মনে মনে কল্পনা করিয়া রাজা উজির হওয়া প্রভৃতি। হিন্দীতে ঠিক এই-রূপ একটি কথা আছে—"মনকে লাড্ডু ফোড়ে মনহীমে খায়"। এক প্রকার মানসাঙ্কও বুঝাইয়া থাকে। যেমন এক-ব্যক্তি অন্যকে মনে মনে কতকগুলি কলা খাইতে বলে, পরে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ দ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তির মনস্থ অঙ্কটী বলিয়া দেয়।
মন্ত্র—মন্ত্রণা। শ্রীগোপালমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্র।
মলয়জ—চন্দন।
মল্ল—পালোয়ান। 'মল' নামক অলঙ্কার।
মল্লিক—প্রধান। কেহ কেহ বলেন যে, আরবী 'মালিক' শব্দ হইতে এই শব্দের উৎপত্তি। কেহ কেহ বলেন, যাঁহার রচনার বড়ই গাম্ভীর্য্য, তিনিই 'মল্লিক'। একজন হকিম সাহেব বলেন যে, আরবীতে সঙ্করজাতি-বিশেষকেই 'মল্লিক' বলে। কোন্‌টি সত্য?
মহত্ত্ব—মহৎ। শ্রেষ্ঠ। বৃহৎ। এই শব্দের প্রকৃত অর্থ—'মহতের ভাব'। কিন্তু ভাষায় উক্ত-রূপ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।
মহা—মহৎ। শ্রেষ্ঠ। বড়।
মহাতাপ—যাহার তাপ বা জ্বালা খুব বেশী, মশাল।
মহাপাতকী—যে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণ-সুবর্ণ হরণ ও গুরুদার গমন করে। (বিষ্ণুসংহিতা, ৩৫ অধ্যায়।)
মহ পাত্র (২২৮পৃঃ)—প্রধান রাজকর্ম্মচারিবিশেষ।
মহাবৈদ্য—বেদে। সাপের ওঝা।
মহাসমাধিয়ে—মহাসমাধিতে। (সং—'মহাসমাধৌ)
মাই (মাঞি)—মাতা, মা।
মাগি, মাগিয়া, মাগে—প্রার্থনা করি, করিয়া, করে।
মাণ্ডুয়া—মাড়যুক্ত।
মাতা—মা। মত্ত, যথা—'মাতা হাথী'।
মাতোয়াল—মাতাল।
মাথে—মস্তকে।
মাধব—শ্রীকৃষ্ণ। বৈশাখমাস।
মাধাই—মাধব-শব্দের অপভ্রংশ।
মান'—মান্যকর।
মান—মান্য। পরিমাণবিশেষ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য, ৩য়-পরিচ্ছেদে এই মানশব্দের প্রয়োগ আছে। যথা,—"তুমি খেতে পার দশ বিশ মানের অন্ন"। অন্যত্রও আছে। মেদিনীপুর-জেলার নানাস্থানে এই শব্দের প্রচুর

প্রয়োগ দেখা যায়। অশীতি তোলার ওজনের চারি সেরে এক 'মান' হয়। চারি মানে—এক 'বিশ'। চারি বিশে—এক-'আড়া'। তবে সকল স্থানে 'মান' সমান নয়। অভিধান বলেন—"মানস্ত কুড়ুবা-দ্বয়ম্"।
মানা—নিষেধ। মান্য করা।
মানি—মান্য করি। মনে করি।
মানিল—মান্য করিলাম বা করিল। মনে করি-লাম বা করিল।
মার—বিঘ্ন, মারণ, কন্দর্প প্রভৃতি।
মারণ—প্রহার। আভিচারিক ক্রিয়াবিশেষ।
মারিবার—প্রহার করিবার।
মালসাট—মল্লের আস্ফালন।
মালি—মালাকার।
মিত—মিত্র।
মিলায়—মিলিত করে; মিলিত বা মিশ্রিত হয়।
মিলিব—মিলিত হইবে বা হইব। প্রাপ্ত হইবে বা হইব।
মিশায়—মিশ্রিত হয়।
মুই (মুঞি)—আমি।
মিশ্র—উপাধিবিশেষ।
মুকাইল—মুক্ত করিল; খুলিল।
মুখচন্দ্রিকা—বর ও কন্যার পরস্পর শুভদৃষ্টি; 'জাম্বূলমালিকা কন্যাবরয়োর্মুখচন্দ্রিকা।" (হারাবলী অভিধান)
মুখর—বাচাল; অগ্রভাষী (মুখফোঁড়)।
মুগধা—মুগ্ধ; মোহগ্রস্ত।
মুটুকী—কলসীর কানা। ২৫৪পৃ০। কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণচণ্ডী, ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহুস্থানে কিন্তু শব্দটী "মুষ্টি" অর্থাৎ "কিল—ঘুসী" অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। মুটুকী, বা মুটকী দুই পাঠেরই সমান অর্থ।
মুড়ি—মুণ্ডিত করিয়া।
মুড়ে—মুণ্ডে (মাথায়)।
মুনিশা—মিন্‌সে ('মনুষ্য'শব্দের অপভ্রংশ)
মুলুক—দেশ।
মুলুকপতি—দেশের পতি।
মুষল—মুদ্গরবিশেষ।
মুহরী—বাদ্যবিশেষ।
মুহে—মুখে।
মেলি—সঙ্গ। খুলিয়া। খুলি।
মেলিবারে—খুলিতে।
মেলে—মিলনস্থানে। দলে।
মৈল—মরিল।
মো—আমি।
মোচড়ায়—পাক দেয়।
মোর (মোহর, মোহার, মোহোর)—আমার।
মোল্লা (মোল্লা)—মুসলমান ধর্ম্মযাজক। রাজ-ব্যবহার কোষে উক্ত হইয়াছে "মুল্লা ভট্টঃ পরিজ্ঞেয়ঃ।"
মোহিয়া—মুগ্ধ করিয়া।
মোহে—মোহ পায়। মোহিত হয় বা করে।
মোহে—আমাতে।
ম্রক্ষিত—মাখান।

য।

যথা—যে স্থানে। যে প্রকার। যথার্থ বা ঠিক।
যহি (যঁহি, যহি)—যে স্থানে।
যা'—যাহা।
যাই—গমন করি বা করিয়া।
যাইও—গমন করিও।
যাউ (যাউক)—গমন করুক। (সং- 'যাতু'
যাঙ (যাউ)—গমন করি; যাই।
যা'ন (যাহান)—যাঁহার।
যান—গমন করেন। যাহার দ্বারা গমন করা যায় যথা—গাড়ী, পাল্কী প্রভৃতি।
যা'য়—যাহাতে।
যায়—গমন করে।
যুগত (যুকত)—যুক্ত।
যুগতি (যুকতি)—যুক্তি।
যুঝিতে—যুদ্ধ করিতে।
যুয়ায় (জুয়ায়)—যুক্তিযুক্ত হয়।
যে-তে—যে সে।
যেন (যে-হেন)—যে প্রকার, যেরূপ।
যেন-মতে—যে প্রকারে। (সং—যেন)
যৈছে—যে প্রকার। যেপ্রকারে (হিন্দী—যৈসে

যোগপট্ট—'গিরি, পুরী' প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের উপাধি। ৺কাশীধাম, শ্রীপাদ পরমানন্দ-তীর্থস্বামি-সংগৃহীত "যতিধর্ম্মনির্ণয়" নামক গ্রন্থ, উত্তর ভাগ, ২৭১পৃষ্ঠায় এই যোগ-পট্টের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। যোগী বা সন্ন্যাসিগণের বস্ত্রপরিধানের প্রকারভেদও যোগপট্ট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। লক্ষণ যথা—"পৃষ্ঠজান্বোঃ সমাযোগে বস্ত্রং বলয়বদ্দৃঢ়ম্। পরিবেষ্ট্য যদূর্দ্ধজ্ঞুস্তিষ্ঠেৎ তদ্‌যোগপট্টকম্॥" (শব্দকল্পদ্রুম)। পূজাদিকালে ধার্য্য ভগবানের নাম-যুক্ত রেশমী উত্তরীয়-বিশেষ। দেখিতে ফিতার ন্যায়, দুই তিন অঙ্গুলি চওড়া। যজ্ঞোপবীতের ন্যায় গলায় ধারণ করিতে হয়। ৺কাশীধামে প্রচুর পরিমাণে কিনিতে পাওয়া যায়। চলতি নাম 'যোগপাটা'। সংস্কৃতে ইহাকে 'যোগ-পদক'ও বলে।

যোগানিঞা—যে নিত্য যোগায়।

যোগায়—যুক্ত করে। দেয়।

র।

রক্ষা—রক্ষা-কবচ; তাগা। রক্ষণ।

রঙ্ক—দরিদ্র।

রঙ্গিম—রং করা।

রচি—রচনা করিয়া।

রড়—দৌড়।

রড়ারড়ি—দৌড়াদৌড়ি।

রত্নমুদ্রিকা—রত্নখচিত অঙ্গুরীয়ক।

রয়—রহে; থাকে।

রস—আনন্দ। আবেশ। মনঃপ্রীতিবিশেষ। আসক্তি। অনুরাগ।

রহঃকথা—গোপনীয় কথা।

রহিবার—থাকিবার থামিবার।

রহু (রহুক)—থাকুক।

রহেন—থাকেন। থামেন।

রাখে—রক্ষা করে।

রাগ—ক্রোধ। অনুরাগ।

রা'য়—রবে; শব্দে; যথা "উর্দ্ধরা'য়"।

রায়—রাজা।

রায়বার (কায়বার)—স্তুতিগানবিশেষ। শব্দটী 'কায়বার' হওয়াই অধিকতর সঙ্গত। ভক্তিরত্নাকর (বহরমপুর সংস্করণ) ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৯০, ৭৯৫, ৮১৬, ৮১৮ পৃষ্ঠায় 'কায়বার' পাঠই আছে। মুদ্রিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও উক্ত অর্থে কায়বার' পাঠই দেখা যায়। বরং তথায় 'রাজ-কর্ম্মচারিবিশেষ' অর্থেই "রায়বার" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা, "ফের হও রায়বার" (৩৬ পৃষ্ঠা, বঙ্গবাসি সংস্করণ), "গড়াগড়ি দিয়া কান্দে রায়বার কোক।" (বং সং ৫৪ পৃষ্ঠা) প্রভৃতি।

রুইলেন—রোপণ করিলেন।

রুষিব—রোষপ্রকাশ করিবে।

রূপ—সৌন্দর্য্য। শ্রীমদ্ভাগবতাদিগ্রন্থ আদ্যোপান্ত একবার পড়া হইলে, তাহাকে 'এক-রূপ-পাঠ' বলে; দুইবারে 'দুই-রূপ', ইত্যাদি।

রৈল—রহিল।

রোপি—রোপণ করিয়া।

ল।

লইমু—লইব।

লউ (লও, লওো)—লই; গ্রহণ করি।

লক্ষ্যে—উপলক্ষ্য করিয়া।

লখিতে—দেখিতে।

লগন—লগ্ন।

লগে—সহিত। নিকটে।

লঘ্বী—মূত্রত্যাগ।

লঙ্ঘিয়া (লঙ্ঘি)—লঙ্ঘন করিয়া।

লঙ্ঘিল—লঙ্ঘন করিল। দংশন করিল; যথা "জাতিসর্প তেঁই না লঙ্ঘিল" (৩০পৃ০)।

লঞা (লয়্যা, লৈঞা, লৈয়্যা, লই)—লইয়া, গ্রহণ করিয়া।

লড়—দৌড়।

লড়ি—সরিয়া; নড়িয়া।

লবার—লইবার।

লইসি—লইতেছ।
লাগ—নিকটবর্ত্তী। কাছে। (লগধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।
লাগহুঁ—সংলগ্ন হউক। ৩২৯পৃষ্ঠা। (সং—লগতু)। সংস্কৃত "তু" প্রাকৃতে "উ" বা "হুঁ" হয়। যথা, চতুর্দ্দিকে—চউদিগে বা চহুঁদিগে।
লাগালি—'নাগালী' দেখ।
লাগি (নাগি) নিমিত্ত, জন্য। সংলগ্ন।
লাগিয়া—জন্য। সংলগ্ন হইয়া।
লাগিল—সংলগ্ন হইল। আরম্ভ হইল। আঘাত-প্রাপ্ত হইল।
লাজ—লজ্জা। খই।
লাফরা—নানাপ্রকার তরকারীর মিশ্রিত ব্যঞ্জন।
লিখি (লেখি)—লিখন করি। গণনা করি।
লুকাই (লুকাইয়া)—লুক্কায়িত হইয়া বা করিয়া।
লেই—গ্রহণ করে।
লেপিলা—লেপন করিলেন।
লেপে—লিপ্ত করে।
লেহ—গ্রহণ কর। অবলেহন কর। কোন কোন স্থানে 'স্নেহ' শব্দের পরিবর্ত্তেও "লেহ"-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।
লৈল—লইল।
লোকবর্জ্জ্য—লোককর্ত্তৃক বর্জ্জিত বা পরিত্যক্ত।
লোঠায়—লুণ্ঠিত হয়।
লোণ—লবণ।

ব।

বই—ব্যতিরিক্ত।
বইস (বৈস)—উপবেশন কর।
বঙ্ক—বাঁকা। (বক্র-শব্দজাত)
বট—কড়ি।
বড়াই (বড়াঞি)—শ্রেষ্ঠত্ব। বৃদ্ধত্ব। মহিমা।
বড়ি—বড়ই। বৃহৎ। অত্যন্ত।
বড়ী—বটিকা। দাইল প্রভৃতির বড়ী।
বধি—বধ করিয়া।
বনমালা—বনফুলের মালা, আপাদলম্বিনী মালা।
বন্দিঘর—কারাগৃহ।
বন্দে—বন্দনা করে।
বন্দোঁ—বন্দনা করি।
বয়্যা—বহিয়া। অতীত হইয়া।
বরাবর—সোজাসুজি।
বরিখে (বরিষে)—বর্ষণ করে।
বরিতে—বরণ করিতে।
বরোন্মুখ (বরমুখ)—বরপ্রদানে উন্মুখ।
বর্গ—সমূহ।
বর্ণে—বর্ণনা করে।
বর্ণেন—বর্ণনা করেন।
বর্ত্তি—বাঁচিয়া যাই।
বলে (বলেতে)—বলপূর্ব্বক।
বল্গয়ে—আস্ফালন সহকারে নৃত্য করে।
বসউ (বসুক)—বাস করুক। উপবেশন করুক। (সং—বসতু)।
বসি—বাস করিয়া। উপবেশন করিয়া।
বহি' (বাহি')—বহন করিয়া।
বহি—ব্যতিরেকে। পুস্তক।
বহির্ম্মুখ—বাহ্যবিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি।
বাই—বায়ুরোগ। বায়ু।
বাইতে—বাজাইতে।
বাওয়াস—শস্যশূন্য শুষ্ক অলাবু। কোন কোন দেশে ইহাকে 'বাওস' বা 'বস' বলে।
বাকোবাক্য—উক্তি-প্রত্যুক্তি।
বাখান'—ব্যাখ্যা কর।
বাখান—ব্যাখ্যান। প্রশংসা।
বাখানে—ব্যাখ্যা করে, প্রশংসা করে।
বাছিয়া—বিচার করিয়া। (সং—'বিচার্য্য')
বাজন—বাদ্য।
বাজনিঞা (বাজনিয়াঁ)—বাদক। বাজন্দার।
বাজয়ে—বাধিয়া যায়। বাদ্য করে।
বাজায়েন—বাধাইয়া দেন। বাদ্য করেন।
বাজি—তামাসা। বাজিয়া।
বাজিল—বাদ্য করিল। লাগিল বাধিয়া গেল।
বাটী'—বাটিয়া।
বাটি—পিত্তলাদি ধাতু নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।
বাটোয়ার (বাটপাড়)—পথদস্যু।
বাড়ি—লাঠী।
বাড়ী—গৃহ, ভবন।
বাঢ়ল—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

বাঢ়া—বৃদ্ধি প্রাপ্ত।

বাঢ়ে—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

বাণা—ধ্বজা; জয়পতাকা। সূচক, চিহ্ন। উৎকল দেশে আজিও পতাকা, অর্থে শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শব্দটী ঠিক যেন ইংরাজী—'ব্যানার'। ২৬৭ পৃষ্ঠা। সাহিত্য, ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৪৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ব্যাথার 'বাণা' শব্দ দ্রষ্টব্য।

বাদ—বিবাদ। বাধ; যথা—'পাঠবাদ'।

বাদে—বিবাদ করে; বিবাদ করিয়া।

বামন (বাম্না)—'ব্রাহ্মণ শব্দের অপভ্রংশ। খর্ব্বাকৃতি।

বামনিঞা—ব্রাহ্মণ ধরণের।

বায়—বাজায়। বাতাস। 'বায়'-শব্দের অর্থ গন্ধ' ও হয়। যথা "বায়ং গন্ধস্মি —হেমচন্দ্রকৃত দেশী-নাম মালা, ২৫৫ পৃষ্ঠা।

বায়ু-দেহমান্দ্য—বায়ুরোগবশত দেহের মান্দ্য বা অস্বাস্থ্য।

বারতা—বার্ত্তা, সংবাদ।

বারুণী—মদ্যবিশেষ।

বালাই—পাপ। অমঙ্গল।

বালি—বারুকা। সুগ্রীবভ্রাতা।

বাসুলী—বিশালাক্ষী দেবী।

বাস'—মনে কর।

বাস—আবাসভূমি। বস্ত্র।

বাসিয়ে (বাসোঁ)—বোধ হইতেছে। মনে করিতেছি।

বাহিরাই—বাহিরে আসিয়া। (বাহির+আই)

বাহিরায়—বাহির হয়।

বাহুড়িয়া—প্রত্যাবৃত্ত হইয়া; ফিরিয়া।

বাহ্যদৃষ্টি—বাহ্যজ্ঞানসম্পন্ন।

বিকায়—বিক্রীত হয়।

বিক্ষেপ—আসক্তি।

বিগ্রহ—শরীর; মূর্ত্তি।

বিচারে—বিচার করে। অন্বেষণ করে। প্রণিধানসহকারে দেখে।

বিজয়—মৃত্যু। উৎসব। যাত্রা। গমন। বিশেষ রূপে জয়। সমারোহ। আগমন।

বিত্তি—'বৃত্তি' শব্দের অপভ্রংশ।

বিদরে—বিদীর্ণ হয় বা করে।

বিদূষক—ভাঁড়। নাট্যোল্লিখিত নৃপতিবৃন্দের পরিহাসবিশারদ বয়স্যবিশেষ।

বিদূষকলীলা—ভাঁড়ামো।

বিদ্যমান—সম্মুখ।

বিনা (বিনি, বিনু, বিনে)—ব্যতিরেকে।

বিভব (বৈভব)—ঐশ্বর্য্য।

বিভা (বিয়া, বিহা)—বিবাহ।

বিমরিষ—বিমর্ষ।

বিয়লি—খোসা তোলা দাইল।

বিরোধিতে—বিরোধ করিতে।

বিলাও—বিতরণ কর।

বিবর্ত্তন—নৃত্য।

বিবাহিয়ে—বিবাহ কর।

বিশ্ব-অঙ্গ—বিশ্বরূপ।

বিশ্বাস—রাজকর্ম্মচারিবিশেষ।

বিষহরি—মনসা দেবী।

বিষাণা—বিষাণ; শৃঙ্গ বা শিঙ্গা।

বিষ্টম্ভ—অজীর্ণরোগ।

বিষ্ণুখট্টা—বিষ্ণু সিংহাসন। (খট্টা বা খট্টা—খাট।

বিস্তারি—বিস্তার করিয়া। (সং—'বিস্তার্য্য')

বিহরে (বিহরয়ে, বিহরেন)—বিহার করে বা করেন।

বিহান—প্রাতঃকাল। ৩০৫ পৃঃ। (হিন্দীশব্দ) হেমচন্দ্রকৃত দেশীনামমালা, (৭।৯০) ২৬৯ পৃষ্ঠায় দেখা যায়,—"বিহি গোসেহু বিহাণো'। টীকা—'বিহাণো বিধিঃ প্রভাতঞ্চ'।"

বিহ্বোল (বিভোল)—বিহ্বল।

বীরাসন—যোগাসনবিশেষ। লক্ষণ যথা—"একং পাদমথৈকস্মিন্ বিন্যসেদূরুসংস্থিতম্। ইতরস্মিন্ তথা বাহুং বীরাসনমিদং স্মৃতম্॥" ভা০ ৪।৬।৩৭ শ্লোকের স্বামি-টীকা দ্রষ্টব্য। "একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যসেদূরুসংস্থিতম্। ইতরস্মিন্ তথা পশ্চাদ্‌বীরাসনমিদং বিদুঃ॥" (ঘেরণ্ডসংহিতা)

বুঝি—বোধ করি। মনে করি। চর্চ্চিয়া দেখি।

বুড়িয়াও—ডুবিয়া-ও।

বুঢ়া—বৃদ্ধ।

বুলে—ভ্রমণ করে।
বৃত্তি—ব্যাপার। ব্যাকরণাদির ব্যাখ্যাবিশেষ। জীবিকা, যথা—মাসিক বৃত্তি বা বার্ষিক বৃত্তি।
বেচয়—বিক্রয় করে।
বেজ—বৈদ্যশব্দের অপভ্রংশ। শান্তিপুরের 'বৈদ্য পাড়া' এখনও 'বেজপাড়া' বলিয়া খ্যাত।
বেঠন—বেষ্টন। পাগড়ি।
বেড়াইলা—ভ্রমণ করিলেন।
বেড়াও—ভ্রমণ করি।
বেঢ়া—বেষ্টন।
বেঢ়ি—বেষ্টন করিয়া।
বেভার (ব্যভার)—ব্যবহার।
বেলে—সময়।
বেহারা—ভৃত্য। ('বাহক' শব্দজ কি ?)
বৈনতেয়—বিনতানন্দন গরুড়।
বৈসে—উপবেশন করে।
বোনে'—বপন করে।
বোল—কথা। শব্দ। কথা কও।
বোলই—কহে (সং—'ব্রবীতি')।
বোলাইলা—ডাকাইলেন।
বোলায়—কহায়; আহ্বান করায়।
বোলে—শব্দে। কহে।
ব্যক্তিয়া—প্রকাশ করিয়া। (সং—'ব্যক্ত')
ব্যপদেশ—ছল। ইঙ্গিত।
ব্যবসায়—কার্য্যকলাপ।
ব্যবস্থিলা—ব্যবস্থা করিলেন।
ব্যবহার—আচরণ। রীতি। মোকদ্দমা, রাজনীতি।
ব্যবহার-রস—ধনজনাদরি আসক্তি।
ব্যাজ—ছল। অনন্তর। বিলম্ব।
ব্রহ্মবধিয়া—ব্রহ্মঘাতী।

শ।

শঙ্খ—শাঁকা। বাজাইবার শাঁক।
শরণ্য—শরণাগতপ্রতিপালক।
শাঁপে—শাপপ্রদান করে।
শাকরমল্লিক—শ্রীসনাতন গোস্বামীর নামান্তর। কেহ কেহ বলেন যে, সনাতন গোস্বামীর হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল বলিয়া, গৌড়ের বাদসাহ তাঁহাকে উক্ত উপাধি প্রদান করেন। আমাদের কিন্তু ইহার অর্থ অন্যরূপ বোধ হয়। রাজব্যবহার কোষে 'শাকর' শব্দ নাই, কিন্তু 'শুকুর' শব্দ আছে। 'শুকুরের' অর্থ—যিনি সকল বিষয়েই অতি নিপুণ; যথা—"কুশলঃ 'শুকুরঃ'।" পূর্ব্বে 'মল্লিক' শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত "শুকুর মল্লিক" শব্দেরই অপভ্রংশ "শাকর-মল্লিক" হওয়াই সঙ্গত। একজন হকিমসাহেব বলেন যে, 'শাকর' শব্দের অর্থ—যে সকলেরই প্রশংসা করে। 'শাকর' শব্দের 'মিষ্ট' এই অর্থও দেখিতে পাওয়া যায়। এই অর্থ স্বীকার করিলে বলিতে হয়—শব্দটী 'শর্করা'-শব্দ-জাত। কোন কোন পুথিতে শাকের পাঠও আছে। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন-গুপ্তের 'উর্দ্দু-উপদেশ' গ্রন্থের ১২২ পৃষ্ঠায় "শাকের" শব্দের 'স্বীকৃত' অর্থ আছে। এখানে কি অর্থ হইবে ?
শিকদার—পুলিশকর্ম্মচারিবিশেষ।
শিখি—শিক্ষা করিয়া।
শুথায়—শুষ্ক হয়।
শুদ্ধসত্ত্ব—ভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী ও সংবিতের সারাংশবিশেষ।
শুধি—শোধ দিই।
শুনি—শ্রবণ করি বা করিয়া। (সং—শ্রুত্বা; প্রাকৃত—শুণীঅ)
শুভ কর—গমন কর।
শুষিব—শোষণ করিব।
শেষ—অবসান। অনন্তদেব; বলরাম।
শোচ্যদেশ—অপবিত্র দেশ। (শোচ্য—শোকের পাত্র)
শ্রীপাদ—পূজার্হজনের প্রতি প্রযোজ্য সম্মানসূচক বাক্য।
শ্লাঘিতে—শ্লাঘা বা প্রশংসা করিতে।

স।

সংহতি—সঙ্গে সঙ্গে। সমূহ।
সংহার'—সংহার কর।
সকলে—কেবলমাত্র; 'সাকল্যের' অপভ্রংশ। সমূহে।
সকাল—প্রাতঃকাল। শীঘ্র।
সকৃৎ (সকৃত)—একবার।
সঙে (সনে)—সঙ্গে।
সঙ্গোপে—গোপনে। গুপ্ত হইয়া।
সজ্জ—সজ্জা। আয়োজন।
সন্তর্পিয়া—সন্তর্পণ করিয়া।
সন্তোষিধা—সন্তুষ্ট করিয়া।
সন্তোষে'—সন্তোষ প্রকাশ করে। সন্তুষ্ট করে।
সন্দর্ভ—গূঢ়-অর্থ-প্রকাশ।
সভা—সমিতি।
সভা'—সকলকে।
সভার (সভের, সভাকার)—সকলের।
সভে—সকলে; সকলকে।
সমঞ্জস—মিটমাট। (সংস্কৃতে এই শব্দটির অর্থ "উচিত, যোগ্য; সমীচীন'।)
সময়—কড়ার। শপথ।
সমর্পিলা—সমর্পণ করিলেন।
সমবায়—একত্রিত। সম্মিলন।
সমাজ—আলোচনার স্থান; যথা—'বিস্তার সমাজ'।
সমীহিত—চেষ্টা। ইচ্ছা। মন্তব্য।
সমুচ্চয়—সংখ্যা। রাশীকৃত। মিলন। সমূহ।
সম্ভার—সামগ্রী।
সম্ভাষা—সম্ভাষণ, কথোপকথন। কথা।
সম্ভাষে'—কথা কহে।
সম্ভ্রম—সূত্র ছুতো (২৬ পৃঃ)। ভয় আদর।
সম্বর'—সম্বরণ কর।
সম্বরণ—গোপন। সাম্লানো।
সম্বরিয়া—সম্বরণ করিয়া।
সম্বল—সম্যক্ বল। পুঁজিপাটা।
সম্বিৎ (সংবিৎ)—জ্ঞান। চেতনা।
সম্বোধিয়া—সম্বোধন করিয়া। (সং—সম্বোধ্য)
সয় (সহে')—সহ্য করে।
সর্ব্বজান—সর্ব্বজ্ঞ।
সবে—কেবলমাত্র।
সব্য—বাম, দক্ষিণ। প্রতিকূল।
সহজ—স্বাভাবিক।
সহস্র-বদন—অনন্তদেব। যাঁহার সহস্র মুখ।
সহি—সহ্য করি।
সহী—সহনশীল।
সহে—সঙ্গে। সহ্য করে।
সাঁচা—সত্য।
সাঙ্গোপাঙ্গ—অঙ্গ এবং উপাঙ্গের সহিত। (অঙ্গের অঙ্গ—'উপাঙ্গ')
সাচার—আচারবান্।
সাজি—সজ্জিত হই বা হইয়া। ফুলের 'সাজি'।
সাজে—সজ্জিত হয়। সজ্জাতে।
সাড়ি—(সারি)—গানবিশেষ
সাৎ (সাথ)—প্রদত্ত যথা—'পাত্রসাৎ'।
সাধিল—সিদ্ধ করিল।
সাধে—প্রার্থনা করে। সাধ্যসাধনা করে, তোষামোদ করে।
সাধ্বস—ভয়।
সান্ধায়ে—প্রবেশ করে।
সায়বান (২০০ পৃঃ)—ছত্রী। 'সায়বান দোলা'—ছত্রীদার দোলা। শব্দটী হিন্দী। ইং ১৯০৭ সাল, ১১ই মার্চ্চ তারিখের হিন্দী বঙ্গবাসী, মফস্বল স্তম্ভে দেখিয়াছি;—"লোগোনে টীনকা 'সায়বান্' খড়া কিয়াথা উর বহাঁ বজার লগাতে থে। কমিশ্নর সাহেবনে উসে বারহ ঘণ্টাকে ভীতর উখাড় ডালনেকা হুকুম ফর্ম্মায়া।"
সারি—শ্রেণী।
সাবহিত—সাবধান।
সাহেবান—রাজব্যবহার কোষে লিখিত হইয়াছে—"স্বামী সাহেব ঈরিতঃ।" এ মতে 'সাহেবান' শব্দের অর্থ প্রভুত্বব্যঞ্জক বা মহাধনীর উপযুক্ত। ২০০ পৃষ্ঠা।
সিক্ষিলেন—সিঁক্ষিত করিলেন।
সিদ্ধি—অণিমাদি অষ্টাদশ প্রকার। তন্মধ্যে

অষ্টপ্রকার সিদ্ধিই প্রসিদ্ধ। অষ্টাদশপ্রকার সিদ্ধি ও তদ্ভিন্ন আরও পঞ্চপ্রকার সিদ্ধির লক্ষণাদি ভা০ ১১।১৫ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

সিয়া—আসিয়া।

সুতিয়া—শয়নকরিয়া। ঘুমাইয়া। (সং—সুপ্ত্বা)।

সুলীলায়ে—অবলীলাক্রমে। (সং—সুলীলয়া)

সূত্র—সংক্ষেপ। সূতা। সূচী। ব্যাকরণাদির 'সূত্র'। ছুতা।

সেবা-বিগ্রহ—যাঁহার বিগ্রহ বা শরীর সেবাকার্য্য-সাধনের নিমিত্ত।

সেবে (সেবেন)—সেবা করে বা করেন।

সে-হেন—সে প্রকার।

সেবো—তাহাও।

সোঁতে—স্রোতে।

সোয়াথ—স্বাস্থ্য। কেহ কেহ বলেন,—স্বস্তি শব্দ-জাত।

সোসর (শোশর)—সদৃশ। 'সোদর' শব্দজ কি ?

স্কন্ধ—কাঁধ। গাছের গুঁড়ি।

স্তম্ভ—থাম। জড়ীভাব।

স্তম্ব—তৃণগুচ্ছ।

স্থলি—স্থলই।

স্থাপ'—স্থাপন কর। রাখ।

স্থাপে—স্থাপন করে। রাখে।

স্ফুরুক—স্ফূর্ত্তি পাউক।

স্ফুরে—স্ফূর্ত্তি পায়।

স্মর—স্মরণ কর। কামদেব।

স্মরি (স্মঙরি, সোঙরি)—স্মরণ করিয়া।

স্রবণ—ক্ষরণ। ফোয়ারা ; উৎস।

স্রুব—যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ।

স্বচ্ছন্দবিহারী—তিনি স্বচ্ছন্দে বিহার করেন, স্বাধীন।

স্বস্তিকমণ্ডলী—শ্রীবিষ্ণুপূজার অঙ্গীভূত মণ্ডল-রচনাবিশেষ। লক্ষণ যথ—"বিদিগ্‌গতচতুষ্কাণি ভিত্বা ষোড়শধা সুধীঃ। মার্জ্জয়েৎ স্বস্তিকাকারং শ্বেতপীতারুণাসিতৈঃ॥" (আগমে)। ইহার বিশেষ বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ৪র্থ বিলাসে দ্রষ্টব্য।

স্বানুভাব—ঈশ্বরভাব।

হ।

হ—(হো)—ও। পাদপূরণে।

হউ—হউক ; হউন।

হঙ (হউঁ)—আমি হই।

হনে—হইতে।

হরি'—হরণ করিয়া।

হরিষ—হর্ষ।

হল—লাঙ্গল।

হলায়ুধ—বলদেব। (হল—লাঙ্গল, আয়ুধ—অস্ত্র ; হল+আয়ুধ।)

হাণ্ডী—হাঁড়ী।

হাথ—হস্ত।

হাথাইয়া—হস্তগত করিয়া। কাহারও হস্ত দিয়া বা কাহারও দ্বারা, যথা—'শিষ্য হাথাইয়া'। (৩১২ পৃ০)

হাথী—হস্তী।

হানা—তর্জ্জন-গর্জ্জন-সহকারে আক্রমণ বা উপস্থিতি।

হানি—ত্যাগ করি।

হানে—প্রহার করে।

হারি—হার ; পরাজয়।

হালে (হেলে)—কাঁপে, কাঁপিতে থাকে।

হিংসে'—হিংসা করে।

হুলাহুলি—উলুউলু (অনুকরণ শব্দ)।

হেট (হেঠ)—অবনত।

হেথা—এখানে।

হেন (হেনমতে)—এই প্রকার বা প্রকারে।

হের-দেখ (দেখ-হের) 'হের' শব্দটি কথার মাত্রা-বিশেষ এবং স্থলবিশেষ সম্বোধনসূচক। এখনো অনেকে বলে 'হ্যাদ্দেখো,' 'হ্যা-দেখো'। দীনেশ বাবুর মতে 'হের' শব্দের অর্থ এদিকে। ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য') পাতকুম-প্রদেশে দেশীয় লোকে 'হের'-শব্দটি 'এসো' অর্থে ব্যবহার করে।

হেলে—অবহেলা করিয়া। অবলীলাক্রমে।

হৈয়া (হয়্যা, হঞা, হৈঞা)—হইয়া।

শ্লোক-সূচী।

—:•:—

বহুত্র বিন্যস্ত পয়ারাদির

ব্যাখ্যাস্থানপরিচায়ক সূচী।

গ্রন্থগত পাত্রবর্গের সূচী।

ভৌগোলিক বিবরণ ও সূচী।

—— —:*:— ——

অনন্তপুর—॥৬৮।১৭৬॥—দাক্ষিণাত্যে অনন্তপুর জেলায়; বেল্লারি হইতে ৫৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। [দাক্ষিণাত্যে আরও কয়েকটি অনন্তপুর আছে।] ইহার অপর নাম—'ফাল্গুন'; ভাং ১০।৭৯। ১৮ শ্লোকের স্বামিটীকা দ্রষ্টব্য।

অবন্তী—॥৭০॥—বর্ত্তমান উজ্জয়িনী। শিপ্রাতীরে অবস্থিত। রাজপুতানা-মালওয়া রেলওয়ে 'উজ্জয়িনী' ষ্টেসন্। 'অবন্তী' মালবদেশের নাম—তাহা হইতে মালবদেশের রাজধানী উজ্জয়িনীকেও 'অবন্তী' বলে। এস্থলে তাহাই বলা হইয়াছে।

অম্বুলিঙ্গঘাট—॥৩৮৩॥—ছত্রভোগে গঙ্গার ঘাট। এখন এস্থান হইতে গঙ্গা বহুদূরে। 'ছত্রভোগ' দেখুন।

অযোধ্যা—॥৬৭।৯৮।১৭৬।২৯৫॥ — বর্ত্তমান 'আউদ্'। কলিকাতা হইতে মোগলসরাই; তথা হইতে আউদ-রোহিলখণ্ড রেলে যাইতে হয়।

আটিসারা—॥৩৮২॥—২৪ পরগণা 'বারুইপুর' নামক স্থানের নিকট 'আটগরা' বা 'আটঘরা' নামক একটি স্থান আছে। পূর্ব্বে গঙ্গা এই স্থানে প্রবাহিতা ছিলেন। এটিও হইলে হইতে পারে। কেন না, মহাপ্রভু এই স্থান হইতেই 'ছত্রভোগ' নামক স্থানে গমন করেন 'ছত্রভোগ' এই স্থানের নিকটে। অন্তমতে 'বলাগড়'ই আটিসারা; ইহার পক্ষেও প্রমাণ আছে।

আঠারোনালা—॥৩৯৬।৪৯৩।৪৯৪॥ — শ্রীক্ষেত্রে প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদী বা বিল। ইহার উপরে একটি সাঁকো আছে, তাহার আটারোটি পিলান্ বা কোঁকোর থাকায় উক্ত নাম হইয়াছে। সাঁকো পার হইয়াই পুরীতে প্রবেশ করিতে হয়।

আপনার ঘাট—॥৩৩২॥—অর্থাৎ মহাপ্রভুর নিজের ঘাট। ৺নবদ্বীপে গঙ্গার একটি ঘাট।

আম্বয়া-মুলুক—॥৪৬৩॥—বর্ত্তমান অম্বিকানগর। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রেনেল সাহেবের মানচিত্রে 'আম্বুয়া' নাম দৃষ্ট হয়। স্থানটি কাল্নার সংলগ্ন ও বর্দ্ধমানজেলায় অবস্থিত। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের পাট।

আর্য্যা—॥৬৯॥—'দ্বৈপায়নী আর্য্যা' দেখুন।

ইন্দ্রাণী—॥৩৬০॥—বর্ত্তমান কাঁটোয়ার নিকটে 'ইন্দ্রাণী পরগণা'। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ-ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৯৫। ২৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উৎকল (ওড্রদেশ, উড়িয়ার দেশ)—॥১৬।৯৯। ৩৮৬।৪০৯।৪১২।৪২৬।৪৫০।৪৫৩।৫১৪॥—সুপ্রসিদ্ধ উড়িষ্যা প্রদেশ।

উত্তর-মানস—॥১৩৪॥ ৺গয়াধামের অন্তঃপাতী তীর্থবিশেষ।

ঋষভ পর্ব্বত—॥৬৮॥—দক্ষিণ প্রদেশে মদুরাজেলার প্রান্তসীমায় একটি পর্ব্বত। এই পর্ব্বতটি এখন 'পালনি হিল' নামে পরিচিত।

একচাকা—॥১৬।১৯।৬৩,১৭৪॥— লুপলাইনের 'মল্লারপুর' ষ্টেসন হইতে অতি নিকটে—পূর্ব্বদিকে। বীরভূম জেলায়।

একডালা—॥৪৭৩॥— শ্রীনবদ্বীপে—পূর্ব্বস্থলীর সমীপে। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত।

একাম্রক বন—॥৯৪।৩৯৫॥—উড়িষ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বর ক্ষেত্র।

কটক-নগর—॥৩৯২।৪৫০।৪৯২॥—উড়িষ্যার প্রধান নগর ও রাজকীয় প্রধান সদর। কাট জুড়ী ও মহানদীর মধ্যবর্ত্তী।

কণ্টক-নগর (কাটোয়া)—॥৩৬০.৩৬৪।৩৬৯॥—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ 'কাঁটোয়া-নগর'।

কপিবার—২।৮৩॥—গুজরাটের অন্তর্গত 'কাঠিয়া-বার' প্রদেশ।

কন্যকা-নগরী—॥৬৮।১৭৬॥—এখন 'কুমারিকা অন্তরীপ' বা 'কেপ্ কমোরীণ' নামে খ্যাত; দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বদক্ষিণসীমায় সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

কমলপুর—॥৩৯৬।৪৮৪ ৪৯২॥—পুরীজেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দর্শন হয়।

কাজীর নগর—॥৩৩৫॥—শ্রীনবদ্বীপের সমীপে।

কাঞ্চী—।৬৮।৯১॥—এখন 'কাঞ্চীপুর' বা 'কাঞ্জি ভেরাম' নামে খ্যাত। দাক্ষিণাত্যে চেঙ্গলপুতজেলায়—(পেলার নদীর তীরে)—মান্দ্রাজ হইতে ৪৩ মাইল (মতান্তরে ৫৬ মাইল) দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত।

কানাঞির নাটশালা—৭।১৬৪॥—গৌড়ের নিকটে রাজমহল হইতে ৩ ক্রোশ দূরে। লুপ-লাইনে তিনপাহাড় ষ্টেসনে নামিয়া ব্র্যাঞ্চলাইনে যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে ২০৩ মাইল।

কামকোষ্ঠী পুরী—॥৬৮॥—[বর্ত্তমান নাম 'কান-পল্লী'। দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণাজেলার দাবেপল্লীনগর হইতে ১১ মাইল উত্তরে অবস্থিত।] (?)

কালিন্দী—॥৭০।৯২।২৪৩॥—যমুনা-নদীর নামান্তর। 'যমুনা' দেখুন।

কাবেরী—॥৬৮।১৭৬॥—দাক্ষিণাত্যে প্রবাহিত প্রসিদ্ধ নদী। [বর্ত্তমান নাম 'অর্দ্ধগঙ্গা নদী'।]

কাশী—॥৬৭।৯৯।১৭৫।২৯৫।২৯৮।২৯৯।৩০৪।৩৯২॥—বর্ত্তমান 'বেণারেস্'। কলিকাতা হইতে মোগলসরাই, তথা হইতে ৺কাশীধাম। কলিকাতা হইতে ৪৭৯ মাইল।

কুমারহট্ট—॥১৩২।৪৪৫॥—বর্ত্তমান 'হালিসহর'। কোনা ও বাগ, এ দুইটি স্থান নহে।

কুরুক্ষেত্র—॥৬৭॥—কলিকাতা হইতে থানেশ্বর ষ্টেসন ১০৫১ মাইল।

কুলিয়া—॥১১।৪১৫।৪১৬।৪১৭।৪১৮।৪২৩।৪৭৩॥—প্রাচীন নবদ্বীপের অধিকাংশ গঙ্গাগর্ভে। এখন একদিকের গঙ্গাপ্রবাহ শুকাইয়া খাদ হইয়া গিয়াছে। অতএব সাত-কুলিয়াই বর্ত্তমান কুলিয়া। সাত কুলিয়ারও অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে. মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক, ৯ম-অঙ্ক, ২৬ সংখ্যাঙ্কিত গদ্যাংশে দেখা যায়,—"পুরুষঃ :—কুলিয়া-গ্রামং যাবৎ॥ সার্ব্বভৌমঃ।—(প্রতাপ-রুদ্রং প্রতি) দেব! নবদ্বীপপারে পারে-গঙ্গং কশ্চন তন্নামা গ্রামোঽস্তি॥"—ঐ নাটকের ঐ অঙ্কের ৩৩ অংশেও দেখিতে পাওয়া যায়,—"নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া-নাম-গ্রামে মাধবদাসবাট্যামুত্তীর্ণবান্।

কূর্ম্মক্ষেত্র (কূর্ম্মনাথ)—॥৭০॥—এখন 'শ্রীকূর্ম্মম্' নামেই খ্যাত। গঞ্জাম্ জেলায় সমুদ্রের ধারে চিকাকোল হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে। কূর্ম্ম-অবতার শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

কৃতমালা—॥৬৮॥—বর্ত্তমান নাম 'ভাইগা' (মতান্তরে 'ভাগাই') নদী। মাদুরা বা দক্ষিণমথুরা এই নদীর উপর প্রতি-ষ্ঠিত। মলয় পর্ব্বত হইতে এই নদী নিঃসৃত হইয়াছেন।

কেরল—॥৬৮॥—দাক্ষিণাত্যের মলয়বর(মালাবার) প্রদেশ ও ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যের অধি-কারভুক্ত।

কৈলাস—॥৩৯২।৫১১॥—হিমালয়পর্ব্বতের উপরি-ভাগে—মানসসরোবরের উত্তরে।

কৌশিকী—॥৬৭॥—বর্ত্তমান নাম 'কুশী'। এই নদী হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া,

ভাগলপুরজেলার অন্তর্গত কাহালগাঁ নামক গ্রামের কিছু দক্ষিণে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। [নিত্যানন্দ-প্রভু, সম্ভবত এই নদীর 'মহাকোশী-প্রপাত' নামক প্রসিদ্ধ প্রপাতস্থানে স্নান করিয়া, হিমালয়ের উপর দিয়া 'পুলহ-আশ্রমে' গমন করিয়া ছিলেন।]

ক্ষীরসাগর—(ক্ষীরোদসাগর)—২৮০।২৯৭।৩১৪। ৪৯২।৫০৬।৫১০।—মেরুর পূর্ব্ব-দিকে। যথা—'মেরোশ্চ পূর্ব্ব-দিগ্‌ভাগে মধ্যে ক্ষীরার্ণবস্য চ'—(শ্রীলঘুভাগবতামৃত ২৬ পৃঃ)।

খড়দহ—॥৪৬১।৪৬২॥—কলিকাতা হইতে ৫॥০ ক্রোশ উত্তরে—ভাগীরথী তীরে। এই স্থানে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের ভুবনমোহনশ্রীমূর্ত্তি এবং তাঁহাদের সেবক শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুসন্তানগণ বিরাজমান আছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই স্থান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলীনগণের একটি সমাজ-রূপে প্রসিদ্ধ।

খানাযোড়া (?)—॥৪৭৩।—শ্রীনবদ্বীপের সমীপে।

গঙ্গা (জাহ্নবী, ভাগীরথী)—প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায়। প্রসিদ্ধ নদী।

গঙ্গাঘাট—॥৩৮৬॥—উৎকলদেশের প্রবেশপথে। মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বোধ হয় 'মন্ত্রেশ্বর-নদের' কোন ঘাট হইবে।

গঙ্গার নগর—॥৩৩২॥—শ্রীনবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী। মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

গঙ্গাসাগর—॥৭০।—এখন 'বে অফ্ বেঙ্গল' নামে খ্যাত। অবশ্য সমস্ত 'বে অফ্ বেঙ্গল' গঙ্গাসাগর নয়, যে স্থানে গঙ্গাদেবী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেইটুকুই গঙ্গাসাগর।

গণ্ডকী—॥৬৭।১৭৬॥—পুলহাশ্রমের নিকটবর্ত্তী মুক্তিনাথপর্ব্বত হইতে নির্গতা নদী-বিশেষ। ইনি পাটনার পরপারে শোণ-পুর বা হরিহরছত্র নামক স্থানে আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইহার অপর নাম—চক্রনদী, ভা০ ৫।৭।১০ শ্লোকের স্বামিটীকা দ্রষ্টব্য।

গন্ধমাদন—॥৬৫।৬৬।২২৮॥—বদরিকাশ্রমের উত্তর-পূর্ব্বদিকে—অতি নিকটে।

গয়া—॥১০।৬৭।১৩১।১৩১।১৩।৩১৩২।১৩৬।১৩৯। ১৪০।১৪১।১৪৪।১৫০।১৬৪।১৭৫।১৮১। ২৯৬॥—৺গয়াধাম। কলিকাতা হইতে লক্ষীসরাই অথবা বাঁকিপুর। তথা হইতে গয়া। কলিকাতা হইতে ৩৯৫ মাইল। আজকাল গ্রাণ্ডকর্ড লাইন দিয়া বরাবর কলিকাতা হইতেই যাওয়া যায়।

গয়াশির—॥১৩৪॥—শ্রীগয়াধামে। 'ক্রোশৈকন্তু গয়াশিরঃ'।

গাদিগাছা—॥৩৪০॥—শ্রীনবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী।

গুজ্জরাট—॥৯৯।২৯৫॥—বর্ত্তমান 'গুজরাত'।

গুপ্তকাশী—॥৩৩২॥—ভুবনেশ্বর-তীর্থের নামান্তর মূলগ্রন্থ দেখুন।

গুহকচণ্ডাল-রাজ্য—॥৬৭॥—বর্ত্তমান চণ্ডালগড় বা চুণার। কলিকাতা হইতে চুণার ষ্টেসন্ ৪৮৯ মাইল। (?) কেহ কেহ কহেন যে,—'চুণার' দেশের বিশুদ্ধ নাম—'চরণাদ্রি'। (শ্রীশিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত গোবিন্দ চন্দ্র গীত, ৩৪,পৃষ্ঠা) মতান্তরে—এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত 'বাঁদা' বা 'বান্দা' গুহকচণ্ডালরাজ্য। 'উত্তর পশ্চিমে অঞ্চলের ভূ-বৃত্তান্ত' দেখুন। কাহারও কাহারও মতে,—শৃঙ্গবেরপুর "এলাহাবাদ-জেলাস্থ আধুনিক শঙ্গরুর।" [ত্রেতাবতার রামচন্দ্র, ৬০পৃঃ]

গোকর্ণ—॥৬৮॥—বর্ত্তমান নাম 'জেণ্ডিয়া'। দাক্ষিণাত্যে পশ্চিমসমুদ্রকূলে উত্তর-ক্যানেরাপ্রদেশে—বর্ত্তমান গোয়ানগরীর ৩০ মাইল (মতান্তরে ৩৩ মাইল) দূরে অবস্থিত।

গোকুল—॥৯।৩৯।৪৮।৬৩।৬৭।৮৮।২২৬।৩৪৩।৪৮৩॥—মথুরার দক্ষিণপূর্ব্বদিকে—যমুনার পরপারে—মথুরা হইতে ২।৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

গোদাবরী—॥৭০॥—দাক্ষিণাত্যে প্রবাহিতা প্রসিদ্ধ নদী। নাসিক হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী ব্রহ্মগিরি পর্ব্বত (মতান্তরে 'জটাফট্‌কা' পর্ব্বত) হইতে উৎপন্ন।

গোমতী—॥৬৭।১৭৬॥—এখন 'গুম্‌তি' নামেই প্রসিদ্ধ। লক্ষ্ণৌ-নগর এই নদীরই তীরে অবস্থিত।

গোবর্দ্ধন—॥৬৭।১৭৯॥—গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত মথুরা হইতে ৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

গৌড়—॥৯।১১।১২।৯২।৯৯।১৮১।৪১২।৪২৩;৪৫। ৪৫৪।৪৯৫।৪৯৭।৪৯৮॥—পূর্ব্বকালে প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশই 'গৌড়' নামে অভিহিত হইত। প্রাচীন গৌড়-নগর মালদহের নিকটে—৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

চক্রতীর্থ—॥৬৭॥ চক্রতীর্থ অনেক গুলি। একটি প্রভাসে, একটি শ্রীক্ষেত্রে, আর একটি ত্র্যম্বক-নগর হইতে ৬ মাইল দূরে গোদাবরীতীরে। এটি কিন্তু উক্ত তিনটির একটিও নহে; এটি কুরুক্ষেত্রে। (ভাঃ ১০।৭৮।১০ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা দ্রষ্টব্য)।

চক্রবেড়—॥১৩২॥—৺গয়াধামে। শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম এই স্থানে বিরাজিত।

চাটিগ্রাম—॥১৬।৭৭।১৯৮।১৯৯।৫০৭॥—বর্ত্তমান 'চট্টগ্রাম' বা'চাটগাঁ'।

ছত্রভোগ—॥৩৮৩;৩৮৫॥—জেলা ২৪ পরগণা জয়নগর-মজিলপুর হইতে ২৩ ক্রোশ দক্ষিণ। এই গ্রামটিকে অনেকে 'খাড়ি' বলিয়া থাকেন। প্রতিবৎসর চৈত্রমাসের শুক্লা প্রতিপদে নন্দাস্নান উপলক্ষে উক্ত স্থানে মহামহোৎসব হইয়া থাকে। এখানে বদরিকানাথ (বৈজুর্কা নাথ) নামক অনাদি শিবলিঙ্গ আছেন। কিছু দূরে দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী বিরাজমান রহিয়াছেন। দেবীর স্থানটি উপপীঠ। গঙ্গা এখন এই স্থান হইতে বহু দূরে। সন ১৩০৯ সাল, ৬ই আষাঢ়ের হিতবাদীতে 'খাড়ি ও ছত্রভোগ' শীর্ষক প্রবন্ধে অনেক কথা আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (কাল্‌না-সং) ২২৪ এবং ৭৩৭ পৃষ্ঠায় ছত্রভোগের উল্লেখ আছে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (বঙ্গবাসী-সং) ১৯৬। ২২৯ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

জম্বুদ্বীপ—॥৯৫॥—সমগ্র ভারতবর্ষ ও বর্ত্তমান এসিয়া-মহাদেশের কিয়দংশ। মতান্তরে—সমগ্র এসিয়া।

জলেশ্বর—॥৩৮৯।৩৯০॥—উড়িষ্যায়। বালেশ্বর-জেলার জলেশ্বর-পরগণার মধ্যে অবস্থিত একটি প্রাচীন সহর ও থানা।

জিওড় (জীয়ড়)—॥৭০॥—দাক্ষিণাত্যে। এই স্থানটি কুর্ম্মক্ষেত্র ও কাঞ্চীর মধ্যবর্ত্তী হইবে বলিয়া বোধ হয়। কেননা, মহাপ্রভু কুর্ম্মক্ষেত্র হইতে এই স্থানে এবং তথা হইতে কাঞ্চী গমন করেন। এই তীর্থের উৎপত্তিবিবরণ শ্রীলোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের শেষখণ্ডের প্রারম্ভে দ্রষ্টব্য।

ঝারিখণ্ড—॥১২॥—বাঙ্গালার পশ্চিমে জঙ্গলময় প্রদেশ। বৈদ্যনাথ অঞ্চলও ঝারিখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। পাঠমালা দ্রষ্টব্য।

ডিল্লী—॥৯৯॥—বর্ত্তমান প্রধান রাজধানী। কলিকাতা হইতে ৯৫০ মাইল।

তন্তুবায়ের নগর—॥৩৩৭॥—শ্রীনবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী। মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তাপী—॥৬৮॥—বর্ত্তমান 'তাপ্তী' নদী। এই নদী বিন্ধ্যপাদপর্ব্বতের (বর্ত্তমান নাম—'সাতপুরারেঞ্জ') দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমসাগরে মিলিত হইয়াছেন। 'সুরাট' নগর এই নদীরই তীরে অবস্থিত।

তাম্রপর্ণী—॥৬৮॥—ভারতবর্ষের দক্ষিণসীমায়, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীতে কন্যাকুমারীর নিকটে প্রবাহিতা নদী। বর্ত্তমান নাম—'টিনিভেলী'।

তিরোত—॥৬।৯৯॥—বর্ত্তমান ত্রিহুত জেলা। প্রাচীন নাম—মিথিলা বা তৈলভুক্ত।

তৈলঙ্গ—॥৯৯॥ তেলগুদেশ,—গঞ্জাম হইতে রাজমাহেন্দ্রী পর্য্যন্ত ॥(জন্মভূমি, প্রথমবর্ষ,

শ্রীনগেন্দ্রনাথবসুলিখিত 'কলিঙ্গ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

ত্রিগর্ত—॥৬৮॥—বর্ত্তমান জলন্ধরপ্রদেশ ও কাঙ্গাড়া। মতান্তরে—তিব্বত বা টিবেট।

ত্রিতকূপ—॥৬৭॥—সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী কূপ-বিশেষ। যথা—"ত্রিতো নাম একত-দ্বিতয়-ভ্রাতা। স তু স্বয়ং বকমিত্বা ভ্রাত্রোর্গোত্রজং নয়তোরগ্রবর্ত্তী তত্র কূপে বৃকভয়াৎ পতিতঃ; তত্রৈব চ সোমেন দেবান্ ইষ্ট্বা তত উত্থিতশ্চ। স তু সরস্বতীতীরবর্ত্তী কূপঃ।" (ভা° ১০।৭৮।১০ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী)।

ত্রিপুরা—॥৫০৭॥—বর্ত্তমান পার্ব্বতীয় ত্রিপুরা রাজ্য। ইংরাজিতে 'টিপারা' বলে। ত্রিপুরার নৃপতিগণ চন্দ্রবংশসমুদ্ভূত ও বৈষ্ণবধর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত।

ত্রিমল্ল—॥৭০।১৭৬॥—এখন 'তিরুমল' নামে খ্যাত। মহিসুর-রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। অথবা, বর্ত্তমান 'তিরু-বর্ণমলায়'—দক্ষিণ-আর্কটজেলায় বিল্ব পুর হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত।

ত্রিবেণীঘাট—॥৪৬২॥—হুগলীর উত্তরে অতি নিকটে সুপ্রসিদ্ধ স্থান। এই ত্রিবেণীর অপর নাম—দক্ষিণপ্রয়াগ।

দক্ষিণমথুরা—॥৬৮॥—এখন 'মড়রা' বা 'মাদুরা' নামে খ্যাত। মান্দ্রাজপ্রদেশের মদুরাজেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর।

দক্ষিণমানস—॥১৩৩—৺গয়াধামের অন্তর্গত।

দক্ষিণসাগর—॥৬৮॥—সেতুবন্ধ-রামেশ্বরের নিকট মান্নার-উপসাগর।

দণ্ডকারণ্য—॥১৭৩॥—সমগ্র মহারাষ্ট্রদেশ।

দশাশ্বমেধঘাট—॥৩৯১॥—এই ঘাটটি ৺কাশীধামের বা ৺প্রয়াগধামের 'দশাশ্বমেধঘাট' নহে। এটি যাজপুরে—বৈতরণীনদীর প্রসিদ্ধ ঘাট।

দোগাছিয়া—॥৪৭৩॥—নবদ্বীপের নিকটে।

দ্রবিড়—॥৬৮॥—কৃষ্ণানদীর দক্ষিণবর্ত্তী প্রদেশ।

দ্বারকা (দ্বারাবতী)—॥৬৭।১৭৫।২৭৪।২৭৬।২৯৯। ৩২৭॥ কাঠিয়াবার প্রদেশে কচ্ছ-উপসাগরের উপর অবস্থিত। অন্য নাম—দ্বারিকা, কুশস্থলী।

দ্বৈপায়নীআর্য্যা—॥৬৮॥—দাক্ষিণাত্যে—গোকর্ণ তীর্থের সমীপে হইবে বোধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৭৯।১৯।২০) দেখা যায় যে, শ্রীবলদেব গোকর্ণ-তীর্থে শিবমূর্ত্তিসন্দর্শন এবং দ্বৈপায়নী আর্য্যা দর্শনানন্তর শূর্পারকে গমন করেন। 'দ্বৈপায়নী' পদটি 'আর্য্যা' এই পদের বিশেষণ। কেননা, শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, —"দ্বীপম্ অয়নং যস্যাস্তাম্"। দ্বৈপায়নীশব্দের অর্থ—দ্বীপনিবাসিনী। 'আর্য্যা' দেশের নাম নহে, —দেবীর নাম। একখানি অতি প্রাচীন পুঁথিতে 'দেবী' বলিয়া নোট করা আছে। দেবীর নামেই স্থানটি প্রখ্যাত বোধ হয়।

ধনুতীর্থ—॥৭০॥—বর্ত্তমান 'পম্বেন্ প্যাসেজ্'। ইণ্ডিয়া ও সিলোনের মধ্যবর্ত্তী। লক্ষ্মণের ধনুর অগ্রভাগদ্বারা সমুদ্রের সেতুবন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় 'ধনুতীর্থ' নাম হইয়াছে।

নগরিয়াঘাট—॥৩৩২॥—নবদ্বীপের প্রান্তবাহিনী গঙ্গার একটি ঘাট।

নবদ্বীপ (নদীয়া, নোদে)—॥৯।১৬।১৭ প্রভৃতি॥—সুপ্রসিদ্ধ।

নর-নারায়ণ-আশ্রম—॥৬৮।১৭৫॥—বদরিকাশ্রম। হরিদ্বার হইয়া হিমালয়পর্ব্বতের উপরিভাগে যাইতে হয়। অলকনন্দা (বর্ত্তমান নাম—'বিশেনগঙ্গা')-তীরে ও তপনকুণ্ডের পার্শ্বে অবস্থিত।

নরেন্দ্র—॥৪৯৩।৪৯৬।৪৯৫॥—নীলাচলের অন্তর্গত সরোবরবিশেষ। অন্য নাম—চন্দনপুষ্করিণী।

নাভিগয়া—॥৩৯১॥—এই স্থান হইতে নীলাচল ৪০ ক্রোশ দূরে। অপর নাম—'বিরজা ক্ষেত্র'—যাজপুরের অন্তর্গত।

নির্ব্বিন্ধ্যা—॥৬৮॥—বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে নির্গত একটি ক্ষুদ্র নদী;—'চম্বলে' আসিয়া

পড়িয়াছে। মেঘদূতের পূর্ব্বমেঘে ইহার উল্লেখ আছে।

নীলাচল—(জগন্নাথ, পুরুষোত্তম, পুরী)—॥৯।১১।১২।১৬।৫৮।৭০।৩৬৯।৩৭২ ৩৭৩।৩৭৪ ৩৮১। ৩৮২।৩৮৪।৩৮৫।৩৮৭।৩৯৪।৩৯৭।৩৯৯। ৪০৩।৪০৭।৪১২।৪৫৩।৪৫৩।৪৫৬।৪৭৬। ৪৮৪।৪৯০।৪৯১।৪৯২।৪৯৩।৪৯৫ ৪৯৭। ৫১৬।৫১৭।৫১৮॥—সুপ্রসিদ্ধ শ্রীক্ষেত্রধাম।

নৈমিষারণ্য—॥৬৭।২৬৯॥—লক্ষ্ণৌ প্রদেশের সমীপবর্ত্তী। এখন 'নিমথার বন' বা 'নিমসার' নামে প্রসিদ্ধ। আউদ্ রোহিলখণ্ড-রেলওয়ে 'সাণ্ডিলা' ষ্টেসন্ হইতে ২৪ মাইল এবং 'সীতাপুর' ষ্টেসন্ হইতে ২০ মাইল। গোমতীনদীর (বর্ত্তমান নাম—'গুমতি') তীরে অবস্থিত। [গুপ্তপ্রেসপঞ্জিকায় আছে,—বাঘাউলা-ষ্টেসন্ হইতে ৭।৮ ক্রোশ।]

পঞ্চ-অপ্সরা-সরোবর—॥৬৮॥—ফাল্গুন বা আনন্তপুরের নিকটে হইবে বলিয়াই বোধ হয়। কেননা ভাগবতের "ততঃ ফাল্গুনং মাসাদ্য পঞ্চাপ্সরসমুত্তমম্" (১০।৭৯।১৮) ইত্যাদি শ্লোক দেখিয়া ঐরূপই অনুমান হইয়া থাকে।

পদ্মাবতী—॥১০৩।১০৪।১০৫॥ পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাহিতা প্রসিদ্ধ পদ্মানদী।

পম্পা—॥৬৭॥—দাক্ষিণাত্যে—বেল্লেরি জেলায়। বর্ত্তমান নাম—'হাম্পী'।

পয়োষ্ণী—॥৬৮॥—দাক্ষিণাত্যে। কেহ কেহ বলেন যে, বিন্ধ্যপাদপর্ব্বতের (বর্ত্তমান নাম—'সাতপুরারেঞ্জ') দক্ষিণে প্রবাহিতা নদী। এই নদী পশ্চিমবাহিনী হইয়া তাপ্তী-নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম 'পূর্ণ্ডি',—বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুররাজ্যে। মতান্তরে, বর্ত্তমান নাম—'পায়পুনী' নদী। (মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৮৫ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে,—কৃষ্ণবেণ্বাজলোদ্ভূত জাতিস্মরহ্রদের পর সর্ব্বহ্রদ, তাহার পর পয়োষ্ণী, তাহার পর দণ্ডকারণ্য।]

পাদোদকতীর্থ (পাদপদ্মতীর্থ)—॥১৪০।১৪১॥—৺গয়াধামে। মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পানীহাটী—॥১২।৪৪৮।৪৪৯।৪৫২।৪৫৭॥—কলিকাতার উত্তর—৪৷৷০ ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে। শ্রীরাঘবপণ্ডিতের পাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রতিবৎসর—জ্যৈষ্ঠী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে 'দণ্ড-মহোৎসব' উপলক্ষে বহু ভক্ত এই স্থানে একত্রিত হন। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে, (৯ম অঙ্ক, ১৯ অংশে) 'পানীয়হাটী-গ্রামে' কথিত হইয়াছে।

পারডাঙ্গা—৩৪০॥—শ্রীনবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী।

পুনঃপুনা—॥১৩২।—৺গয়ার নিকটবর্ত্তী পবিত্র নদীবিশেষ। কলিকাতা হইতে বাঁকিপুরষ্টেশন, তথা হইতে 'পুনপুন্' ষ্টেশন্। কলিকাতা হইতে ৩৪৬ মাইল।

পুলহ আশ্রম—॥৬৭॥—অপর নাম—শালগ্রাম'। ইহারই অতি নিকটে গণ্ডকীনদীর উৎপত্তিস্থান। মধ্য-তিব্বতের দক্ষিণ-সীমায় হিমালয়পর্ব্বতের 'সপ্তগণ্ডকী-রেঞ্জ'নামক পর্ব্বতে অবস্থিত। শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়, ৩০ সংখ্যাঙ্কিত "শালগ্রামং পুলস্ত্য-পুলহাশ্রমং কালঞ্জরাৎ প্রত্যাজগাম" এই গদ্যাংশের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—'শালবৃক্ষোপলক্ষিতং গ্রামং—শালগ্রামম্'। ইহার অপর নাম—হরিক্ষেত্র; ভা০ ৫।৭।৮ শ্লোকের স্বামিটীকা দ্রষ্টব্য।

পৃথূদক—॥৬৭॥—থানেশ্বর বা কুরুক্ষেত্র হইতে ১২ ক্রোশ পশ্চিমে—সরস্বতী-তীরে। বেণনন্দন পৃথুরাজা এইস্থানে শত অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। (ভা০ ১০।৭৮।১০ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী দ্রষ্টব্য)। [বর্ত্তমান নাম 'পেহবা'।]

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৮৩ অধ্যায়ে পৃথূদকের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

প্রতিস্রোতা [সরস্বতী]—॥৬৭॥—সরস্বতীনদী অনুলোমরূপে আসিতে আসিতে আবার যেস্থানে প্রতিলোমভাবে গমন করিয়াছেন। স্থানটি সম্ভবত কুরুক্ষেত্রের সমীপেই ছিল। (ভাঃ ১০।৭৮।৯ শ্লোকের স্বামিটীকা ও চক্রবর্ত্তি-টীকা দ্রষ্টব্য)। "প্রতিস্রোতা গেলা যথা প্রাচী সরস্বতী" (৬৭ পৃষ্ঠা) এই মূল পদ্যাংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে, শ্রীনিত্যানন্দ, যথা অর্থাৎ যেখানে, প্রতিস্রোতা সরস্বতী এবং প্রাচী সরস্বতী, তথায় গমন করিলেন। এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে, শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত (১০।৭৮।৯) শ্লোকের সহিত বিরোধ ঘটে। ভাঃ ৯।১৫।২১—"প্রতিস্রোতঃসরিজ্জলৈঃ"—ইহার টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"রাবণো দিগ্বিজয়ে মাহিষ্মত্যাঃ সমীপে নর্ম্মদায়াং দেবপূজাং কুর্ব্বন্ তেন প্রবাহস্যাবরোধাৎ প্রতিস্রোতসঃ সত্যাস্তস্যাঃ সরিতো জলৈঃ।" সুতরাং 'প্রতিস্রোতা' কোন দেশবিশেষের নাম হইতেই পারে না।

প্রভাস—॥৬৭॥—কাঠিয়াবারে। প্রসিদ্ধ 'সোমনাথ পত্তন' এই প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত।

প্রভুঘাট—॥৩৭৭॥—মহাপ্রভুর নামে প্রসিদ্ধ ঘাট। শ্রীনবদ্বীপে।

প্রয়াগ—॥৬৭।১৭৫॥—বর্ত্তমান এলাহাবাদ। কলিকাতা হইতে ৫৬৪ মাইল।

প্রয়াগঘাট ॥ ৩৮৬ ॥—৺জগন্নাথের পথে। মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। [এই ঘাটটি সম্ভবত 'ডায়মণ্ডহারবারের' সমীপবর্ত্তী 'মন্ত্রেশ্বর' নদের কোন ঘাট হইবে।]

প্রাচী সরস্বতী—॥৬৭॥—'কুরুক্ষেত্রবর্ত্তিনী' ইতি বৈষ্ণবতোষণী। (ভাঃ।১০।৭৮।১০)।

প্রেতগয়া—॥১১০॥—৺গয়াধামে। 'প্রেতশিলা' নামে প্রসিদ্ধ।

ফল্গু—॥১৩৩॥—৺গয়াধামের প্রান্তবাহিনী পবিত্র নদী।

ফুলিয়া—॥১১৮।১২৩।১২৪।৩৭৪।৩৭৬।৩৭৭॥—শান্তিপুর হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বদিকে। এটি সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ কুলীনসমাজ। এই গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী—'মালিপোতা', 'বয়ড়া', 'নবলা', 'বেলগোড়ে' প্রভৃতি গ্রামগুলি ফুলিয়ার নামেই আপন পরিচয় প্রদান করে। যথা—'ফুলে-মালিপোতা', 'ফুলে-বয়ড়া', 'ফুলে নবলা', 'ফুলে-বেলগোড়ে' ইত্যাদি। ইহাই ফুলিয়ার প্রকৃষ্ট প্রসিদ্ধির পরিচায়ক। মহাকবি কৃত্তিবাস এই পবিত্র গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত নাম "ফুল্লবাটী—ফুলিয়া। বিল্বগড়—বেলগড়। বদরিকা—বয়রা।" (শ্রীবীরেশ্বর-প্রামাণিক-কৃত। অদ্বৈত-বিলাস, ১ম খণ্ড। ৭৪পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

ভীমগয়া—॥১৩৪॥—৺গয়াধামে।

ভীমরথী—॥৬৭॥—এখন 'ভীমা' নামে প্রসিদ্ধ। এই নদী দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণানদীর সহিত মিলিত হইয়াছেন।

ভুবনেশ্বর—২৯২।৩৯৫॥—'একাম্রকবন' দেখুন।

মৎস্যতীর্থ—॥৬৭॥—অনেকে অনুমান করেন যে, এই তীর্থটি বর্ত্তমান 'মসলিবন্দর'ই হইবে। (?)

মথুরা—(মধুপুরী)—॥১১।১২।৬৩।৬।৬৭।৭।৮৭। ১৩৬।১৭২।১৭৫।১৭৬।১৭৭।২৮৭।২৯৫। ৩৪৩।৩৫৯।৩৭৫।৩৮১।৪১২।৪২৩।৪২৮। ৪৩১।৪৬৫।৫০৮।৫০৯॥—সুপ্রসিদ্ধ। কলিকাতা হইতে টুণ্ডলা-জংসন্ অথবা হাট্রস্ জংসন্, তথা হইতে মথুরা।

মল্লতীর্থ—॥৬৮।১৭৫॥—এ স্থানটী রেবা বা নর্ম্মদা-নদীর তীরবর্ত্তী মাহিষ্মতীপুরী বা বর্ত্তমান মহেশ্বরপুর ও প্রভাসের মধ্যস্থলে হইবে বোধ হয়। কেননা, শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—"... রেবামগমদ্যত্র মাহিষ্মতী পুরী। মল্লতীর্থমুপস্পৃশ্য প্রভাসং পুনরাগমৎ॥" (১০।৭৯।২১)।

মন্দার—॥১৩১॥—ভাগলপুরজেলায় বাঁকা-সব ডিভিজনের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ পর্ব্বত। কলিকাতা হইতে লুপলাইনে ভাগলপুর, তথা হইতে গো-যানে বা পদব্রজে যাইতে হয়। 'ভাগলপুর' কলিকাতা হইতে ২৬৫ মাইল। সমুদ্রমন্থনের সময়, অনন্তনাগ এই মন্দার পর্ব্বতকেই বেষ্টন করিয়াছিলেন। মন্দারের অঙ্গে অদ্যাপি সেই বেষ্টন বা সংঘর্ষ চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। (সন ১৩০৬ সালের ২০এ ফাল্গুনের বঙ্গবাসী পত্রিকায় 'মন্দারে মধুসূদন' শীর্ষক প্রবন্ধে মন্দারের বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।) সন ১৩০৯ সালের, 'ভক্তি' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ-মাসের সংখ্যায় 'মন্দার' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মলয়পর্ব্বত — ॥ ৬৮।১৭৫ ॥— মলবার-উপকূলের প্রসিদ্ধ গিরিমালার সর্ব্বদক্ষিণ অংশ। বর্ত্তমান নাম 'ওয়েষ্টারণ ঘাট' বা 'পশ্চিম ঘাট'। এই স্থানে অগস্ত্য মুনির আশ্রম। (ভা০।১০।৭৯।১৬; ১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) কেহ কেহ কহেন যে, কর্ণাট ও দ্রাবিড় দেশে সমস্ত পর্ব্বতই 'মলয়' শব্দে অভিহিত; এই নিমিত্ত ঐ দুই দেশের সমস্ত পর্ব্বতই 'মলয়' নামে প্রসিদ্ধ। কেহ বা বলেন,—নীলগিরি পর্ব্বতই মলয় পর্ব্বত।

মহানদী— ॥ ৩৯২ ॥ —উড়িষ্যার কটকজেলায় প্রবাহিতা প্রসিদ্ধ নদী।

মহেন্দ্র পর্ব্বত—॥৬৭॥—গঞ্জামপ্রদেশে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত। এখন ইহাকে 'ইষ্টার্ণ ঘাট' বা 'পূর্ব্ব ঘাট' বলে।

মাধাইর ঘাট—॥২৭১।৩৩২॥ নবদ্বীপে গঙ্গার ঘাট।

মায়াপুরী—॥৭০।২৯৫॥—'হরিদ্বার' ব্রাঞ্চলাইনের 'জোয়ালাপুর' ষ্টেশন হইতে 'গড়বাল' রাজ্যের অন্তর্গত 'তপোবন' নামক স্থান পর্য্যন্ত ভূখণ্ড 'মায়াক্ষেত্র' নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে 'কনখল', 'হরিদ্বার', 'হৃষীকেশ' এবং 'তপোবন' নামে চারিটি মহাতীর্থ আছে। 'মায়াপুরী' বলিতে, সময়ে সময়ে সমস্ত 'মায়াক্ষেত্র' বুঝায় এবং সময়ে সময়ে 'জ্বালাপুর', 'কনখল' এবং 'হরিদ্বার' এই তিনটি মাত্র স্থান বুঝাইয়া থাকে।

মাহিষ্মতী পুরী—॥৬৮।১৭৬॥—রেবা বা নর্ম্মদা (ভাঃ ৯।১৫,১৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) নর্দার তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান 'মহেশ্বর-পুর'। [ইন্দোর রাজ্যের ৪০ মাইল দক্ষিণে। (?)]

মৌড়েশ্বর- ॥৬৩। --ময়ূরেশ্বর। একচাকা হইতে ৪ ক্রোশ। বীরভূমজেলায়।

যমুনা— ॥৫৭।৬ ।১৫২ ৪০৯।৪৩২।৪৯৬॥— উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রবাহিতা—প্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিলিতা প্রসিদ্ধ নদী। কলিন্দদেশ বা কলিন্দ পর্ব্বত হইতে উৎপত্তি বলিয়া ইহার একটি নাম—কালিন্দী। সূর্য্যের একটী নাম—কলিন্দ। সূর্য্যকন্যা বলিয়াও যমুনার নাম কালিন্দী।

যমুনা—॥৪৬॥—এটি ত্রিবেণীতীর্থে। এখন এই নদী মদনপুরষ্টেশনের দক্ষিণ অংশ দিয়া বিরহী, গোবরডাঙ্গা দিয়া ইচ্ছামতীনদীতে মিলিত হইয়াছে।

যমুনা-উত্তরা –॥৬৮॥ --এটি 'যমুনোত্রী' কি? 'যমুনোত্রী' প্রাচীন কলিন্দদেশে। এইস্থান হইতে যমুনানদী নির্গতা হইয়াছেন। এখন এই স্থানটীর নাম —'বান্দরপুচ্ছ-রেঞ্জ'। এ স্থানটী হিমালয়পর্ব্বতের একাংশে। মূল-গ্রন্থের বর্ণনক্রম অনুসরণ করিলে কিন্তু এ স্থানটী 'কৃতমালা', 'তাম্রপর্ণী' ও 'মলয়পর্ব্বতের' সমীপস্থ কোন তীর্থ হইয়া পড়ে (?)

যমেশ্বর—॥ ৫১৭॥—৺নীলাচলে—টোটাগোপীনাথের নিকটে।

যাজপুর—॥৯১।৩৯২॥—উড়িষ্যায় বৈতরণীনদীর তীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ প্রদেশ। অপর নাম—'যজ্ঞপুর'; কেহ কেহ 'যযাতিপুর' ও বলেন।

যুধিষ্ঠির-গয়া—॥১৩৪॥—৺গয়াধামে।

রাঢ়—॥১৬।১৯।২০।৬৩।১০৫।১৭৪।৩৭১।৩৭৩।৪৭৪॥—গঙ্গার পশ্চিমকূলে স্থিত বাঙ্গালার প্রদেশ সমূহ।

রামকেলি—।৪২৩।৪২৪॥—মালদহ হইতে ৮।৯ ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণকোণে অবস্থিত। শ্রীসনাতনগোস্বামি-খোদিত 'সনাতনসাগর' এবং শ্রীরূপগোস্বামি-খোদিত 'রূপসাগর' আজিও উক্ত স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রতি বৎসর জৈষ্ঠমাসের সংক্রান্তি ও আষাঢ়মাসের ১লা তারিখে রামকেলিগ্রামে ভক্তগণের মহামহোৎসব হইয়া থাকে।

রামগয়া—॥১৩৩॥—৺গয়াধামে।

রামেশ্বর—॥৭০॥—'সেতুবন্ধ-রামেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ দ্বীপ। কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ, তথা হইতে মাদুরা, তথা হইতে ৪৫ (মতান্তরে ৫২) ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে। ইংরাজি নাম—'অ্যাডামস ব্রীজ',—ইণ্ডিয়া ও সিলোনের মধ্যবর্ত্তী।

রেমুণাগ্রাম—॥৩৯১॥—বালেশ্বরের ৫ মাইল পশ্চিমে। এই গ্রামের শ্রীগোপীনাথ 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' নামে প্রসিদ্ধ।

রেবা—॥৬৮।১৭৬॥—প্রসিদ্ধ নর্ম্মদা নদী। "রেবাম্ভসি—নর্ম্মদাজলে" ইতি ভাঃ ৯।১৫।২০ স্বামিটীকা।

ললিতপুর—॥২৯৪॥—মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ৺রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থের [illegible] পৃষ্ঠায় ইহার অপর নাম 'নলেপুর' বলিয়া উল্লেখ আছে।

বক্রেশ্বর—॥৬৬।৩৭২।৩৭৩॥—লুপলাইনে আমাদপুর ষ্টেসন্ হইতে ৭।৮ ক্রোশ পশ্চিমে—বীরভূমজেলায়। 'আমাদপুর' কলিকাতা হইতে ১১১ মাইল। প্রতিবৎসর শিবরাত্রির সময় এই স্থানে মহামেলা হইয়া থাকে। এখানে বক্রেশ্বর-শিব-দর্শন, শ্বেতগঙ্গায় স্নান ও পাপহরা-নদীতে স্নান প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয়। এখানে ৮টি জলপূর্ণ কুণ্ড আছে;—৪টির জল অতি উষ্ণ ও ৪টির শীতল। স্থানটি পীঠস্থান,—দেবী—মহিষমর্দ্দিনী এই স্থানে বিরাজিতা।

বঙ্গদেশ—॥৯। ১০৩।১০৪।১০৫।১০৬।১০৭।৫০৭॥—সুপ্রসিদ্ধ পূর্ব্ববঙ্গ।

বড়গাছি—॥৪৭৩।৪৭৪॥—নবদ্বীপের ৫ ক্রোশ দূরে।

বদরিকাশ্রম—॥৬৮।৮৫।২৯৫॥—হিমালয়পর্ব্বতের উপরিভাগে। হরিদ্বার হইতে পদব্রজে ১৫ দিনে যাওয়া যায়। 'কাটগুদাম' হইতেও যাইবার পথ আছে। 'নরনারায়ণাশ্রম' দেখুন।

বরাহ-নগর—॥৪৪৩॥—কলিকাতার ২।৩ মাইল উত্তরে। বরাহনগরের 'মালিপাড়া' নামক স্থানে 'ভাগবতাচার্য্যের পাটবাটী, অদ্যাপি বর্ত্তমান। স্থানটী গঙ্গাতীরে।

বাণপুর—॥৩০৬॥—বাণরাজার পুরী। শোণিতপুর-নামে প্রসিদ্ধ। গাড়োয়াল (গড়বাল) প্রদেশে—কেদারগঙ্গা বা মন্দাকিনী নদীর তীরে অবস্থিত। স্থানটি 'উষামৎ' হইতে ৬মাইল দূরে এবং তত্রত্য 'গুপ্ত-কাশী'র অতি নিকটে। 'উষামৎ'স্থানটী রুদ্রপ্রয়াগের উত্তরে—হরিদ্বার হইতে কেদারনাথ যাইবার পথে। [কানিংহাম-সাহেবের মতে, এটি বর্ত্তমান 'আরা' প্রদেশ।] দিনাজপুর হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে একটী জঙ্গল আছে। উহার মধ্যেই বাণরাজার পুরী ছিল বলিয়া তথাকার লোকের বিশ্বাস। উহার নিকট বাণরাজার স্থাপিত 'বিরূপাক্ষ' শিবলিঙ্গ এবং ধনদীঘী ও কামদীঘী নামক সরোবর আছে। দিনাজপুর-রাজ-বংশ-কাব্য, ২য় সর্গ, ৭৪।৭৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বারকোণাঘাট—॥৩৩২॥শ্রীনবদ্বীপধামে গঙ্গার একটী ঘাট। এখন 'বারগোয়া ঘাট' বলে।

বারাণসী—॥ ১২।১০৭।২৯৭ ।৩৩৬।৬৯৩ ।৩৯৪॥—'কাশী' দেখুন।

বাঁশদা —।৩৯০।— জলেশ্বরের নিকটে। মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বিজয়-নগর—॥৭০।৯৯।২৯৫।৪ ২॥— অনেকেই বলেন যে, বিদ্যানগর-শব্দের অপভ্রংশই বিজয়ানগর। এই বিদ্যানগর তিনটী। একটী দাক্ষিণাত্যে—তুঙ্গভদ্রানদীতীরে আম্বগুণ্ডির দক্ষিণে; একটী গোদাবরীতীরে—বর্ত্তমান 'রাজমাহেন্দ্রী'; আর একটী মালোয়াদেশে—সিন্ধু (সিন্ধু) এবং পারা (পার্ব্বতী) নদীর সঙ্গমস্থলে। মতান্তরে,—'ভিজিয়ানা গ্রাম'।

বিদর্ভ নগর—॥২৩৭।২৮৬॥— কুণ্ডিনপুর। বর্ত্তমান বেরারের অন্তর্গত 'কোণ্ডাবির' নামে খ্যাত। মধ্যভারতে—অমরাবতীর ৪০ মাইল পূর্ব্বে।

বিন্দুসরোবর ॥৬৭॥—কর্দ্দম-ঋষির আশ্রম। ভাঃ ৩।২১ অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য 'গুর্জ্জরদেশীয় সিদ্ধপুরবর্ত্তি' ইতি বৈষ্ণবতোষণী। (ভাঃ ১০। ৭৮।১০)। 'সিদ্ধপুর' দেখুন।

বিন্দুসরোবর—॥৩৯২॥— ভুবনেশ্বরে। মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বিপাশা—॥৬৭॥—পঞ্চনদের বিখ্যাত নদী।

বিশালা—॥৬৭॥—'অবন্তী 'ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী (ভাঃ ১০ ৮।১০)। এটী কিন্তু সরস্বতীতীরবর্ত্তী 'বিশালতীর্থ' হওয়াই উচিত; ছন্দোহুরোধে 'বিশাল' না হইয়া 'বিশালা' হইয়াছে, বোধ হয়। আর তাহা হইলে, শ্রীভাগবতোক্ত শ্রীবলদেবের তীর্থভ্রমণের ক্রমটী ঠিক বজায় থাকে। এই নিমিত্ত শ্রীবৈষ্ণবতোষণী-টীকাকার সর্ব্বপ্রথমে 'বিশালং—সরস্বতীতীরবর্ত্তিনমেব তীর্থবিশেষং' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে পাঠান্তররূপে 'বিশালা' পাঠের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, ৪র্থ অধ্যায় ১ম খণ্ডে— "অন্যথা কিং বিশালায়াং প্রভুনা বিক্রমেণ মে।"—ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় দেখিতে পাওয়া যায়, —"বিশালায়াং—বদর্য্যাং"—অর্থাৎ বদরিকাশ্রমে। প্রহ্লাদ ও নারায়ণের সংগ্রাম ঐ বিশালায় হইয়াছিল। ভাগবতামৃতেই দেখা গেল। শ্রীমদ্ভাগবতেঽপি—"স প্রযযৌ বিশালাম্" (ভাঃ ৪।১২।১৬), তথা "মেরুদেব্যা বিশালায়াং" (ভাঃ ৫ ৪।৫) ইত্যস্য টীকায়াং শ্রীধরস্বামিচরণৈঃ— 'বিশালাং'—বদরিকাশ্রমম্', তথা 'বিশালায়াম্—বদরিকাশ্রমে' ইতি লিখিতম্।

বিশ্রামঘাট—॥৬০॥—মথুরায় যমুনার ঘাট। কংসবধানন্তর শ্রীকৃষ্ণ এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুকাঞ্চী—।৬৭।—কাঞ্চীর দক্ষিণাংশ। 'কাঞ্চী' দেখুন।

বুঢ়ণ (বুড়ন)—।১৬।১১॥— যশোহরজেলায়—বনগ্রাম সবডিভিজনের নিকটে।

বৃন্দাবন —॥১৮।৬২।৬৭।৭০।১৭৬।২৮৭ ২৮৮।৩৪৩।৩৮ ।৪৭৫।—শ্রীবৃন্দাবনধাম। কলিকাতা হইতে টুণ্ডলা বা হাথ্রাস্ জংসন্, তথা হইতে মথুরা, তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবন।

বেঙ্কটনাথ—॥ ৬০।১৭৬ ॥—বেঙ্কটাচল মান্দ্রাজ হইতে ৩৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। "দ্রবিড়েষু মহাপুণ্যং দৃষ্টাদ্রিং বেঙ্কটং প্রভুঃ" (ভাঃ ১০।৭৯। ৩)।

বেণ্বা (বেন্না, বেণ্যা, বেণা) তীর্থ—॥৬৭॥—কৃষ্ণা ও বেণ্বানদীর সঙ্গমস্থল।—হাইদ্রাবাদ-রাজ্যে।

বৈতরণী—॥ ৩৯১॥—উড়িষ্যাদেশে—যাজপুরে প্রবাহিতা প্রসিদ্ধ নদী।

বৈদ্যনাথ—॥৬৬॥—বর্ত্তমান 'দেওঘর';—কলিকাতা হইতে ২০০ মাইল।

বৌদ্ধাশ্রম (বৌদ্ধের ভবন)—॥৬৮।১৭৫।—দক্ষিণদেশে,—বর্ত্তমান নাম—'পুদুবেলি গোপুরম্'। গ্রন্থের লিখনভঙ্গী দেখিয়া ঠিক বুঝা যায় না যে, এই বুদ্ধাশ্রমটি কোথায়? কেমনা, বদরিকাশ্রমের

উত্তরে তিব্বতপ্রদেশেও বৌদ্ধাশ্রম আছে।

ব্যাসের আলয়—॥৮।১৭৫॥—এখন 'মানাল, বা 'মনাল' নামে খ্যাত। হিমালয়ের উপরিভাগে—'গড়বাল' জেলায়—বদ্রীনাথ বা বদরিকাশ্রমের নিকটবর্ত্তী একটি পল্লীগ্রাম।

ব্রহ্মকুণ্ড—॥১৩২।১৩৪॥—৺গয়াধামে।

ব্রহ্মগয়া—॥১৩৪॥—৺গয়াধামে।

ব্রহ্মতীর্থ—॥৬৭॥— "কন্যাতীর্থ-সোমতীর্থয়োর্মধ্যবর্ত্তি। তথা চারণ্যপর্ব্বণি (৮৩ অঃ। ১১২) কন্যাতীর্থানন্তরং—'ততো' গচ্ছেন্ নরব্যাঘ্র ব্রহ্মণস্তীর্থমুত্তমম্। অত্র বর্ণাবরঃ স্নাত্বা ব্রাহ্মণ্যং লভতে নর॥, ততস্তু সোমতীর্থং কথিতমাত্ত" ইতি বৈষ্ণবতোষণী (ভাঃ ১০।৭৮।১০)। বর্ত্তমান 'পুষ্করতীর্থ'; আজমীর হইতে ৬ মাইল।

শঙ্খবণিক নগর—॥৩৩৭॥—শ্রীনবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী।

শান্তিপুর—॥১১৮।১৬৩।১৬৭।২৯৩।২৭৪।৩৭৫।৩৭৭। ৩৮০।৪৩২।৪৩৯।৪৬৩॥—নদীয়াজেলায়—গঙ্গাতীরে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু-সন্তানগণ বিরাজ করেন।

শিব-কাঞ্চী—॥৬৭॥—কাঞ্চীর উত্তরাংশ। 'কাঞ্চী' দেখুন।

শিব-গয়া—॥১৩৪॥—৺গয়াধামে।

শোণ—॥৬৭॥—প্রসিদ্ধ 'শোণ' নদ। 'কৈলোয়ার' ষ্টেসনের নিকটেই শোণনদের অপূর্ব্ব সেতু। 'কৈলোয়ার' কলিকাতা হইতে ৩৯৬ মাইল। বাঁকিপুরের অতি নিকটে 'শোণ' নদ গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

শ্রীপর্ব্বত—॥৬৭॥—মলয়-পর্ব্বতের উত্তরাংশ। 'পালনি হিলস' নামে খ্যাত। (মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৮৫ অধ্যায়, ১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান নিজামরাজ্যের দক্ষিণ ও মান্দ্রাজপ্রদেশের উত্তর। (?)

শ্রীরঙ্গনাথ—॥৬৮।১৭৫॥—মান্দ্রাজপ্রভিন্সের অন্তর্গত ত্রিচিনোপলির উত্তরে 'সেরিন্ঘাম্' (শ্রীরঙ্গম্) নামে খ্যাত। এই স্থানটী কাবেরী-নদীর উত্তরে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যে,—তাঞ্জোর জেলায়—কুম্ভকোণ হইতে ৫ ক্রোশ পশ্চিমে।

শ্রীহট্ট—॥১৬।১০৯।৫০৭॥—সুপ্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান 'শিলেট্'।

শ্বেতদ্বীপ—৩৩১।৩৩৩।৪৯৭॥—শ্বেতদ্বীপের অবস্থিতি স্থান-নিরূপণ লইয়া নানা মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। এই দ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রমধ্যে। বিশেষ বিবরণ অস্মৎসম্পাদিত—শ্রীলঘুভাগবতামৃতগ্রন্থের সংস্কৃতাংশের ২৬। ২৭ পৃষ্ঠায় এবং অনুবাদাংশের ১১।১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ষোড়শ-গয়া—॥১৩৪॥—৺গয়াধামে। ষোড়শবেদী নামে প্রসিদ্ধ।

সপ্ত গোদাবরী—॥৬৭।১৭৮॥—মান্দ্রাজ প্রদেশে রাজমহেন্দ্রী জেলায়—গোদাবরীর একটী বিখ্যাত তীর্থ। কাহারও মতে, অপর নাম—'গৌতমীসঙ্গম'। কেহ কেহ কহেন, গোদাবরীর সাতটী শাখানদী,—বাণগঙ্গা, উর্দ্ধা, পাপগঙ্গা, মঞ্জিরা, পূর্ণা, ইন্দ্রবতী ও গোদাবরী।

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৮৫ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, অগ্রে দণ্ডকারণ্য, পরে শরভঙ্গাশ্রম, পরে শূর্পারক। তথায়—'রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা বিন্দ্যাদবহু সুবর্ণকম্। সপ্তগোদাবরে স্নাত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ। মহৎ পুণ্যমবাপ্নোতি...' ইত্যাদি, তাহার পরে দেবপথ, তুঙ্গকারণ্য প্রভৃতি।

সপ্তগ্রাম—॥৪৬২।৪৬৩।৪৭৪॥—ত্রিশবিঘা-ষ্টেশন্ হইতে অতি অল্প দূরে। 'ত্রিশবিঘা' ষ্টেশনটী কলিকাতা হইতে ২৭ মাইল। এই স্থানে শ্রীউদ্ধারণদত্তের পাটবাটী অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বে 'সপ্তগ্রাম' বলিতে বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়ে, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর,

সপ্তগ্রাম ও শঙ্খনগর এই সাতটী গ্রামের সমষ্টি বুঝাইত। ভক্তিরত্নাকর ৫৩৬—৫৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সরযূ—॥৬৭।১০।১৭৬॥—অযোধ্যার প্রান্তবাহিনী নদী। বর্ত্তমান নাম—'ঘাগ্রা' বা 'গগ্রা'।

সরস্বতী—॥৪৬২॥—এটী বর্ত্তমান সপ্তগ্রামের পশ্চিম দিকে।

সরস্বতী—॥৫১০॥—এটীর বর্ত্তমান নাম 'কাগ্‌গার'। থানেশ্বরের সমীপে প্রবাহিতা। কেহ কেহ বলেন,—'কাগ্‌গার নদী—দৃষদ্বতীর নামান্তর এবং সরস্বতী নদী রাজপুতানায় প্রবাহিতা, উহার মরুভূমির মধ্যে অদৃশ্যা হইয়াছে। অন্তঃসলিলা হইয়া (কিন্তু নদীর ন্যায়) প্রবাহিতা হইয়া প্রয়াগে গঙ্গা যমুনার সহিত মিলিতা।

সরিদ্বরা—॥৬৮॥—এই 'সরিদ্বরা' কোন তীর্থ-বিশেষ বলিয়া বোধ হয় না। এটী 'কাবেরীর' বিশেষণ। ভা০ ১০।৭৯। ১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সিমুলিয়া—॥৩৩২।৩৩৪॥—'নদীয়ার একান্ত নগর সিমুলিয়া'। নবদ্বীপের উত্তরে ১ ক্রোশ দূরে।

সিদ্ধপুর—॥৬৭॥—গুজরাটে। এখন 'সিট্‌পুর' বা 'সিদ্‌পুর' নামে খ্যাত। এই স্থান কপিলের জন্মভূমি ও কর্দ্দম ঋষির আশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সিংহল—॥২৯৫॥—স্বনামখ্যাত দ্বীপ। বর্ত্তমান নাম—'সিলোন'।

সুদর্শন তীর্থ—॥ ৬৭ ॥—গুজরাটের অন্তর্গত—সোমনাথের নিকটস্থ একটি তীর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৭৮।১০ শ্লোকের বর্ণনা দেখিয়া বোধ হয়, এটি কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী কোন তীর্থ।

সুবর্ণরেখা (স্বর্ণরেখা)—॥৩৮৭।৩৮৮॥—মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার মধ্যে প্রবাহিতা প্রসিদ্ধা নদী।

সুবেলপর্ব্বত—॥৬৪॥—সিংহলদ্বীপে। ব্যাখ্যা ও বক্তব্যের ৬৪।২। ১৯ সংখ্যক ব্যাখ্য দ্রষ্টব্য।

শূর্পারক ('শূর্পারক')—॥৬৮॥—বর্ত্তমান নাম—'সুপার'। সুরাটের দক্ষিণে (প্রায় ১০০ মাইল দূরে ?) অবস্থিত। (ইহাই 'ক্রিণ্ডেল সাহেবের' এন্‌সিয়াণ্ট ইণ্ডিয়ার ম্যাপে আছে)। মহাভারত, বন পর্ব্ব, ৮৫ অধ্যায়ে দেখা যায় যে, অগ্রে দণ্ডকারণ্য, পরে শরভঙ্গাশ্রম,—"ততঃ শূর্পারকং গচ্ছেৎ জামদগ্ন্যনিষেবিতম। রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা বিন্দ্যাদ্‌বহু সুবর্ণকম্‌॥" ইত্যাদি

সেতুবন্ধ—॥১২।৭০।১৬৫।৫০৭॥—'রামেশ্বর' দেখুন।

হরিক্ষেত্র—॥ ৬৮ ॥—বর্ত্তমান নাম 'হরিকান্তম্‌ সেল্লর'। মান্দ্রাজ প্রদেশে 'বিল্বপুর' রেল-ষ্টেসন হইতে ২২ মাইল দূরে—পেন্নার-নদীর তীরে।

হরিদ্বার॥৬৭ ১৭৬॥—সুপ্রসিদ্ধ। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ৯৮৩ মাইল।

হরিনদী গ্রাম—॥১২৮॥—শান্তিপুরের পশ্চিমদিকে—দুই ক্রোশ দূরে। "শীঘ্র হরিনদী-গ্রামে গঙ্গা পার হৈয়া। নিতাই চৈতন্য দেখে অম্বিকায় গিয়া॥" ভক্তিরত্নাকর, ৫৩৬ পৃষ্ঠা।

হস্তিনাপুর—॥৬৭॥—পূর্ব্বে এই স্থান দিল্লী হইতে উত্তরপূর্ব্বে ৭ মাইল দূরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। এখন বিনষ্ট হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২১শ অধ্যায়ের "যো গঙ্গয়াপহৃতে হস্তিনাপুরে" এই ৩য়-সংখ্যাঙ্কিত গদ্যাংশ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, প্রাচীন হস্তিনাপুর বহুপূর্ব্বেই গঙ্গাসাৎ হইয়া গিয়াছে।

হেমগিরি—॥৫০৭॥—সুমেরু পর্ব্বত। অধুনা 'রুদ্রহিমালয়' নামে খ্যাত। এই পর্ব্বতে গঙ্গার উদ্ভব।

হেলজ—॥৯৯॥—(??)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস।

যাঁহার অমৃতময়ী লেখনী হইতে নিঃসৃত শ্রীচৈতন্যচরিত্রের অমৃতধারা জগতের পাপী তাপী জীবকুলের জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বাপিত করিয়া তাঁহাদিগকে নিত্যানন্দসাগরে নিমগ্ন করিয়া দেয়, তাঁহার পবিত্র চরিত্র জানিবার জন্য কাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া না উঠে? কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয়, তাঁহার,—সেই আদিকবির,—সেই বঙ্গীয় সাহিত্য-কাননের কলকণ্ঠ কোকিল ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাসের পবিত্র জীবনের সকল কথা জানিবার কোন উপায়ই নাই। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে, এই টুকুই অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী দেবীর গর্ভে তাঁহার জন্ম এবং প্রভু-নিত্যানন্দের প্রেমেমাতুয়ারা হইয়া থাকাই তাঁহার কর্ম্ম। তবে, এ সম্বন্ধে এদেশের বহুদর্শিবৃন্দের মত যে কি, তাহার দুই একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশাবতংস পণ্ডিতাগ্রগণ্য ৺মদনগোপাল গোস্বামী প্রভু তাঁহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ১২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাসগৃহে ব্যাসপূজা করিয়াছেন। সেই নৈবেদ্য মহাপ্রভু ভোজন করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট নারায়ণীকে কৃপা পূর্ব্বক প্রদান করেন; তাহাতেই নারায়ণীর প্রেম জন্মে। ব্যাস-পূজার নৈবেদ্য ভোজন করায় নারায়ণীর গর্ভে ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্ম হয়।"

'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক সূক্ষ্মদর্শী শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস। অনেকে তাঁহাকে বঙ্গভূমির আদি-কবি বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। শ্রীবৈষ্ণবসমাজে তাঁহার গ্রন্থের বিপুল আদর আছে। রচয়িতার জীবনচরিত্র জানিবার জন্য পাঠকবর্গ সর্ব্বদা যত্নপ্রকাশ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এই কবিবরের জীবনী বিশেষরূপে কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যেটুকু জানা যায়, তাহা আমরা সংগ্রহ করিয়া লিখিতেছি।

শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে শ্রীচৈতন্যদাসগোস্বামী লিখিয়াছেন যথা,—

'ইয়ং অহো ভাগ্যবতী মহীয়সী দিবোঽপি দিব্যাদপি নির্ম্মলৈর্গুণৈঃ।
মহান্তি রত্নানি যদা দধাত্যতো দধৌ নবদ্বীপমতীবদুর্ল্লভম্॥
উবাস যত্রানিশমত্র্যুদারধীরধীতসর্ব্বাগমবেদকোবিদঃ।
সতাং বরিষ্ঠঃ পরমো মহাশয়ঃ শ্রীবাসনামা দ্বিজবংশচন্দ্রমাঃ॥'

এই ভাগ্যবতী পৃথিবী যখন স্বর্গ ও স্বর্গীয় বস্তু অপেক্ষা বরণীয় তীর্থরূপ মহারত্ন সকল ধারণ করেন তখন তিনি নির্ম্মল গুণে গরীয়সী। তদ্রূপ রত্নগণের মধ্যে অতীব দুর্লভ শ্রীধাম নবদ্বীপনামা মহারত্ন ধারণ করত তিনি অত্যন্ত মহীয়সী হইয়াছিলেন। অতএব গৌড়ক্ষৌণীর মহা-

স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপনগরী বহুকাল হইতে জাহ্নবীতীরে তীর্থমৌলীরূপে বিরাজমানা। সেই মহানগরীর মধ্যে পরম উদারবুদ্ধি, সমস্ত-আগম-বেদাদি-শাস্ত্রবিৎ, সাধুগণশ্রেষ্ঠ, মহাত্মগণাগ্রগণ্য শ্রীবাস-নামা দ্বিজকুলচন্দ্র বাস করিতেন। বৈদিক দ্বিজকুলচূড়ামণি শ্রীবাসপণ্ডিতের জন্মস্থান শ্রীহট্টপ্রদেশ।

'শ্রীবাসপণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত। শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত।
ভবরোগনাশ বৈদ্য মুরারি নাম যার। শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার॥'

এই চৈতন্যভাগবত-পদ্যে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীবাসপণ্ডিত ও তস্য ভ্রাতা শ্রীরামপণ্ডিত শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়া, কোন সময়ে বিদ্যাধ্যয়নের জন্যই হউক বা গঙ্গাতীরে বাসের জন্যই হউক, শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। পরে শ্রীপতি ও শ্রীনিধি নামে তাঁহাদের আর দুই সহোদর আসিয়াও তাঁহাদের সহিত গঙ্গাবাস করেন। শ্রীবাস ও শ্রীরাম, উভয়েই পাণ্ডিত্যে বিশেষ পরিচিত এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্যত্ব লাভ করেন। শ্রীমৎ কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন যে,—

'শ্রীবাসপণ্ডিত আর শ্রীরামপণ্ডিত। দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত॥'

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের প্রথমাঙ্কে শ্রীবাসের বিষয় এরূপ লিখিত আছে।—শ্রীচৈতন্যদেব কহিলেন, হে শ্রীবাস! তোমার কি স্মরণ হয় যে, কোন সময়ে তোমার জীবনান্ত হইতেছিল, আমি চপেটাঘাত করিয়া তোমার জীবনকে রোধ করিয়াছিলাম? শ্রীবাস কহিলেন, সে কথা আমার মনে পড়ে। ভগবান্ কহিলেন, শ্রীবাস! তুমি সেই কথাটী সম্পূর্ণরূপে বল, সকলে শ্রবণ করুন। শ্রীবাস কহিলেন, হে ভগবন্! আপনার আবির্ভাবের পূর্ব্বে শৈশবকাল হইতে ষোল-বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ছাব্বিশ-বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি দ্বিজ-গুরু প্রভৃতি বিশ্বাস না করিয়া নিতান্ত অশান্তিলাভ করিয়াছিলাম; নির্দ্দয়হৃদয়ে কাঠিন্য প্রযুক্ত আমার জীবন বৃথাকলহ কুকথা ও বৃথাভিমানে পরিপূর্ণ ছিল; বুদ্ধির এরূপ দুরবস্থাপ্রযুক্ত কখনই স্বপ্নেও ভগবদ্‌গুণাদির শ্রবণ কীর্ত্তন হয় নাই। কোন সময়ে স্বপ্নে কোন মহাপুরুষ করুণার্দ্র হইয়া এরূপ উপদেশ দিলেন, হে ব্রাহ্মণ! তোমার যেরূপ চঞ্চল হৃদয়, তোমাকে কে উপদেশ করিবে, তথাপি আমি বলিতেছি যে, তোমার আর এক বৎসর পরমায়ু আছে, এখন আর আয়ু বৃথাক্ষেপণ করিও না। নিদ্রাভঙ্গ হইলে, অল্পায়ু মনে করিয়া, বিমনস্ক ও বিগতচাপল্য হইয়া, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবের নিঃশ্রেয়-নির্ণয়ার্থে শাস্ত্রান্বেষণ করিতে করিতে নারদপুরাণে এই পদ্যটী প্রাপ্ত হইলাম।—

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥'

এই উপদেশে দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায়, আমি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করত হরিনামে অনন্যশরণাপত্তি লাভ করিলাম। অন্যে উপহাস করে, কিন্তু আমি তাহাতে চালিত হই না। মরণদিবস গণনা করিতে করিতে বৎসর বিগত হইলে, শ্রীভাগবত-অধ্যাপক শ্রীদেবানন্দপণ্ডিতের মুখে ভাগবত শুনিতে গেলাম। প্রহ্লাদচরিত্র শ্রবণ করিতে করিতে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, আমি অলিন্দ হইতে প্রাঙ্গণে পড়িলাম। তখন কোন মহাপুরুষ আমাকে পুনরায় পরমায়ু দান করিয়া, আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত করিলেন। আমাকে সকলে ধরিয়া আমার গৃহে লইয়া গেলেন।

এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিলেন, হে শ্রীবাস! আমিই তোমাকে দুইবার স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলাম ; নারদশক্তি প্রবেশ করায়, তোমার অন্য জীবন উপস্থিত হইয়াছে।

এই কথাটী আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, শ্রীবাসপণ্ডিত নারদশক্তির আবেশে পার্ষদপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই শ্রীবাসপণ্ডিতের একটী ভ্রাতৃতনয়া ছিলেন। তাঁহার নাম নারায়ণী। তিনি যে শ্রীবাসপণ্ডিতের কোন্ ভ্রাতার কন্যা, তাহা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে অনুমানের অবলম্বনে কোন প্রয়োজন দেখি না। হয় তিনি শ্রীরাম, শ্রীপতি বা শ্রীনিধির কন্যা ছিলেন, নয় শ্রীবাসপণ্ডিতের অন্য কোন ভ্রাতা, যিনি শ্রীহট্টেই ছিলেন, তাঁহার কন্যা হইতে পারেন। এ সমস্ত বিতর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক আমরা এইমাত্র জানিতে পারি যে, নারায়ণী শ্রীবাসের কোন সহোদরের কন্যা। নিতান্ত বালিকা অবস্থা হইতে শ্রীবাসের নবদ্বীপের বাটীতেই বাস করিতেন।

নারায়ণী সামান্যা নারী ছিলেন না। তিনিও ভগবৎপরিকরের মধ্যে একজন অগ্রগণ্যা, ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীমৎ কবিকর্ণপূর এইরূপ নারায়ণীতত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন,—

'অম্বিকায়াঃ স্বসা যাসীন্নাম্না শ্রীলকিলিম্বিকা। কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুঞ্জানা সেয়ং নারায়ণী মতা ॥'

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় যিনি কৃষ্ণোচ্ছিষ্টভোজী কিলিম্বা নাম্নী অম্বিকাভগ্নী ছিলেন, তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলায় নারায়ণী। শ্রীনারায়ণীসম্বন্ধে শ্রীমুরারিগুপ্ত মহাশয় স্বীয় চৈতন্যচরিতে, দ্বিতীয়প্রক্রমে, সপ্তমসর্গে লিখিয়াছেন,—

'শ্রীবাসভ্রাতৃতনয়াঽভ্রাতৃকা মধুরদ্যুতিঃ। হরেঃ প্রাপ্য প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা ॥'

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা যাঁহার কোন সহোদর ছিল না, সেই মধুরদ্যুতি ভাগ্যবতী নারায়ণী শ্রীমহাপ্রভুর প্রসাদ সেবা করিয়া প্রেমে রোদন করেন।

নারায়ণীপুত্র শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর এই গ্রন্থে স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

'সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ। আজ্ঞা কৈল নারায়ণি! কৃষ্ণ বলি কাঁদ ॥
চারিবৎসরের সেই উন্মত্তচরিত। হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র পড়িল ভূমিত ॥
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে। পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে ॥'

তিনি আবার লিখিয়াছেন এই যে,—

'ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল। নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল ॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান। তাহারে ভোজনশেষ প্রভু করে দান ॥'

মহাজন ঘনশ্যামদাস স্বীয় ভক্তিরত্নাকরগ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

'নারায়ণীনামে এক বালিকা এথায়। কৃষ্ণ বলি কাঁদে তেঁহো প্রভুর আজ্ঞায় ॥
সে বালিকা শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা হয় চারিবৎসরের কন্যা সৌভাগ্যাতিশয় ॥'

এই সমস্ত প্রামাণিক মহাজনবাক্যে এই কথাটি জানা যায় যে, শ্রীমহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের পর প্রভু নারায়ণীকে যখন স্বীয় প্রসাদ দান করেন, তখন নারায়ণী চারিবৎসরের বালিকা। শ্রীমন্মহাপ্রভু সে সময়ে যৌবনলীলায় প্রবৃত্ত। সুতরাং তাঁহার অষ্টাদশবর্ষ বয়সের সময়ে নারায়ণী কেবল

চারিবৎসরের বালিকা মাত্র। তাহার ছয়বৎসরের পর প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। তখন নারায়ণী দশবৎসর বয়স মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্নারায়ণীর কোন্ সময়ে বিবাহ হয়, কাহার সহিত কোন গ্রামে বিবাহ হয়, তাহা আমরা জানি না। যে সকল লোকেরা তাঁহাকে শিশুকালে বিধবা থাকা বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা যে কোন্ প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সেরূপ কথা বলেন, তাহাও আমরা জানি না। এ বিষয়ে প্রবাদগুলিকে বিশেষ সতর্কতার সহিত বিচারাধীন করা উচিত। যদি ঐ সকল প্রবাদ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কোন-না-কোন মহাজনের গ্রন্থে অবশ্য উল্লিখিত হইত। হয়ত কোন সময়ে কোন দুষ্টমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের অমঙ্গলের চেষ্টায় ঐ সকল প্রবাদ সৃষ্টি করে এবং তৎপরে অতত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে তাহা স্বীকৃত হইয়া পরম্পর কর্ণাকর্ণী হইয়া আসিতেছে। যখন কোন মহাত্মাই ঐ সকল প্রবাদের উল্লেখ করেন না, তখন আমরা সহজেই ঐ সকল প্রবাদকে অনাদর করিতে পারি।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর নারায়ণীর বিবাহ হয়, ইহা স্বভাবত অনুমান করা যায়। শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত গঙ্গার পশ্চিমপারে মামগাছী বলিয়া একটী গ্রাম আছে। ভক্তিরত্নাকরে ঐ গ্রাম মোদদ্রুমদ্বীপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই গ্রামে বাসুদেবদত্তের একটী সেবা আছে। আমরা কোন সময় সেই সেবাদর্শনে সেই গ্রামে গিয়াছিলাম। তথায় সকলেই কহিলেন যে, নারায়ণী দেবী ঐ সেবানির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিয়া, মামগাছীতে বহুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আপাতত সেই সেবাটীর নাম 'নারায়ণীর সেবা'। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর, শ্রীবাস মহাশয় ও শ্রীরাম উভয়েই কুমারহট্টে সপরিবারে বাস করেন। শ্রীপতি ও শ্রীনিধি নবদ্বীপের বাটী কখনই ছাড়েন নাই। অনেক দিবস পরে যখন শ্রীজাহ্নবা দেবী, শ্রীনবদ্বীপ হইয়া, খেতরির মহোৎসবে শ্রীঠাকুর নরোত্তমের নিমন্ত্রণে গমন করেন, তখন শ্রীপতি ও শ্রীনিধিকে শ্রীনবদ্বীপ হইতে সঙ্গে লইয়া যান। এ কথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে এবং শ্রীনরোত্তমবিলাসে লিখিত আছে। অনুমান করা যাইতে পারে যে, শ্রীবাসঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ছাড়ার সময়েই নারায়ণীর কন্যাকাল উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে মামগাছীর সন্নিকটে কোন গ্রামে বিবাহ দেওয়া হয়। নারায়ণী গর্ভবতী হইলে, তিনি বিধবা হন এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে আর সুবিধা না হওয়ায়, বাসুদেবদত্তের ঠাকুরবাটীতে তিনি কামদারী স্বীকার করেন। বাসুদেবদত্তের নিবাসভূমি কাঁচড়াপাড়া শিবানন্দের বাটী হইতে স্বল্প দূরে। এই কথা শ্রীচৈতন্যদাসগোস্বামিকৃত চৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে উল্লিখিত আছে। প্রভুর নবদ্বীপলীলার সময়, বাসুদেব প্রভুর নিকটে থাকিবার জন্য মামগাছীগ্রামে সেবাপ্রকাশ করেন এবং পরে বাসুদেব আর শ্রীনবদ্বীপে যাওয়ার সুবিধা না দেখিয়া এবং শ্রীবাসের বন্ধুতাপ্রযুক্ত, তাঁহার ভ্রাতৃতনয়াকে ঐ সেবার ভার সমর্পণ করেন।

শ্রীমন্নারায়ণী দেবীর পবিত্র গর্ভে আমাদের কবি বৃন্দাবন দাসঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্টভাজন। তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাসবৃন্দাবন।

বৃন্দাবনদাসঠাকুর কোন্ গ্রামে, কি অবস্থায়, কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করেন *, তাহা আমরা জানি না এবং আমাদের জানিবারও উপায় নাই। এ বিষয়ে যিনি যে প্রবাদ শুনিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। অন্যান্য মহাজনগণ যে সকল প্রবাদের আদর করেন নাই, তাহা অবশ্যই অমূলক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। তবে এই যে, যদি কোন ঘটনায় কোন প্রত্যক্ষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তবে সেই প্রবাদ নিতান্ত অলৌকিক না হইলে, বিশ্বস্ত হয়। রাঢ়দেশে যেরূপ অধর্ম্ম ও ছলধর্ম্মের প্রভাব, তাহাতে সে দেশের প্রবাদগুলি প্রায়ই স্বার্থপরতাপ্রসূত এবং অমূলক। মামগাছীতে শ্রীমন্নারায়ণীর সেবাপাট এখনও প্রত্যক্ষ এবং তথা হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ পশ্চিমে দেনুড়গ্রামে শ্রীলবৃন্দাবনদাসের পাটবাটী আমরা দেখিয়াছি। এই দুইটী ঘটনাকে স্বীকার করত স্বভাবসম্ভবনীয় ঘটনাগুলি অনুমান করাতে কোন দোষ নাই।

শিশুকালে বৃন্দাবনদাসঠাকুর তদীয় পবিত্র জননীর সঙ্গে মামগাছীর ঠাকুরবাটীতে বাস করিতেন, ইহাতে সন্দেহ কি? সংস্কৃতবিদ্যা তাঁহার সেই গ্রামেই অধীত হয়। মামগাছী নবদ্বীপধামের অংশবিশেষ, সুতরাং তথায় বিদ্যানগরের ন্যায় অনেক পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল, ইহাতে সন্দেহ কি? যে গ্রামে এখনও ব্রহ্মাণীস্থল দেদীপ্যমান, সে গ্রামে যে বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বিশেষত ঐ গ্রামটী বিশারদভট্টাচার্য্য ও দেবানন্দপণ্ডিত প্রভৃতির বাসগৃহের অতি নিকট, এমত কি একগ্রাম বলিলেও হয়। কাঞ্চনপল্লীবাসী বাসুদেবদত্ত পণ্ডিত ও ধনবান্ ছিলেন, ইহা কবিরাজগোস্বামী ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি যে সেবা প্রকাশ করেন, তাহা অবশ্য ভদ্রপল্লীর মধ্যে।

সেই মামগাছীর ভদ্রপল্লীতে শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর প্রথমে পাঠশালায় বাল্যবিদ্যা অভ্যাস করেন এবং শেষে কোন চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যলাভ করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহই তাহার প্রমাণ। বৃন্দাবনদাসঠাকুর যখন কৃতবিদ্য হইলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটকাল উপস্থিত হইয়াছিল। মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করার তিন চারি বৎসর পরে ঠাকুরের জন্ম হয় এবং প্রভুর অপ্রকটকালে তাঁহার বয়স বিংশতিবৎসরের অধিক হয় নাই। ঐ সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌড়দেশে প্রেমপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। চৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায় যে, মহাপ্রভুর নিকট প্রভু নিত্যানন্দ বিদায় হইয়া, স্বীয় পার্ষদগণসহিত, প্রথমে, পানিহাটিতে কিছুকাল প্রচারকার্য্য করিতে থাকেন। পরে সপ্তগ্রামে কিছুকাল কার্য্য করিয়া শ্রীনবদ্বীপে হিরণ্যগোবর্দ্ধনের গৃহে স্থিত হন। সেখান হইতে নানা গ্রামে নামপ্রচার করেন। যথা চৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে শ্রীশচীমাতার প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের উক্তি,—

'মোর বড় ইচ্ছা তোমা দেখিতে হেথায়। রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায়॥
হেনমতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাষিয়া। নবদ্বীপে ভ্রমেন আনন্দযুক্ত হৈয়া॥'

---

* শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী (বঙ্গরত্ন, ২য় ভাগ, ৯ম পৃষ্ঠায়), শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম সংস্করণ, ১২০ পৃষ্ঠায়) এবং শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৫৪০ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন যে, শ্রীবৃন্দাবনদাস ১৪২৯ শক, বৈশাখী কৃষ্ণাদ্বাদশীতে জন্মগ্রহণ করেন।—সম্পাদক

তাঁহার প্রচারকার্য্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,--

'তবে নিত্যানন্দ সর্ব্ব পার্ষদের সঙ্গে। প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে কীর্ত্তনের রঙ্গে॥
খানা চৌড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া। গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥
বিশেষ সুকৃতি অতি বড়গাছিগ্রাম। নিত্যানন্দস্বরূপের বিহারের স্থান।'

শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থান করত যে সময়ে প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমপ্রচার করিতেছিলেন, তাঁ... শেষকালে কবিবর বৃন্দাবনদাস মহোদয় তাঁহার সঙ্গ লইয়া, পরমানন্দ লাভ করেন। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষভাগে যে কথাটী আছে, তাহাতে বহুতর অর্থ হয়। কথাটী এই যে,—

'সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবনদাস। অবশেষপাত্র নারায়ণীগর্ভজাত॥'

একটী অর্থ এই যে, প্রভু নিত্যানন্দের যে সকল পার্ষদ দাস তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি শেষে আসিয়া ভৃত্য হন, তিনিই আমি—এই বৃন্দাবনদাস। ইহাতে এই উপলব্ধি হয় যে, বৃন্দাবনদাসঠাকুরের পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আর কেহ ভৃত্য হন নাই। এস্থলে শিক্ষাভৃত্য ও পার্ষদভৃত্যের মধ্যে একটু ভেদ আছে। এই কথাটীতে আর একটী বিষয় অনুমিত হয়। শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের অল্পদিন পরেই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অপ্রকট হন। বৃন্দাবন-ঠাকুরের আগমনের পরে, আর অধিক দিন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রকটলীলা ছিল না। শ্রীবৃন্দাবনদাস তাঁহার অপ্রকটের পর অনেক দিন বর্ত্তমান ছিলেন, কেননা, তিনি শ্রীজাহ্নবা গোস্বামিনীর সহিত শ্রীনরোত্তমের নিমন্ত্রণে খেতরিগ্রামে গিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ও কবিশ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ স্থানে স্থানে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

'কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল। যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা। যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার। লিখিয়াছেন ইহাঁ জানি করিয়া উদ্ধার॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবনদাসমুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবনদাসপদে কোটি নমস্কার। ঐছে গ্রন্থ করি তিঁহো তারিলা সংসার॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্টভাজন। তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিতবর্ণন। যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন। পাছে বিচারিয়া তাহার কৈল বিবরণ॥
বিস্তার করিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন। সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥
নিত্যানন্দলীলাবর্ণনে হইল আবেশ। চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ।'

অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

'বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান। তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস। তাঁর কৃপা-বিনে অন্যে না হয় প্রকাশ॥'

অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

'বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন। চৈতন্যমঙ্গল যিঁহো করিল রচন॥'

অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

'বৃন্দাবনদাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল। সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল॥
তাঁর ত্যক্ত-অবশেষ সংক্ষেপে কহিল। লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল॥
নিত্যানন্দকৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস। চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয় আদি ব্যাস॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার। তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর॥
যে কিছু বর্ণিল সেহ সংক্ষেপ করিয়া। লিখিতে না পারে তবু রাখিয়াছে লিখিয়া॥
চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে। সত্য কহে আগে ব্যাস করিব বর্ণনে॥'

এই সকল বাক্য দ্বারা ইহা পরিজ্ঞাত হয় যে, বৃন্দাবন একটী অদ্বিতীয় ভক্ত। তাঁহার রচনা বৈষ্ণবমণ্ডলীতে অতীব পূজনীয়; আবার সকল বঙ্গীয় কবিদিগের মান্য। বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরকে পরম পূজনীয় বলিয়া স্থির করিবেন;—করিবেন না বা কেন, যখন কবিকুলতিলক শ্রীমৎ কবিকর্ণপূর নারায়ণীনন্দনের তত্ত্ব এরূপে শ্রীগৌরগণোদ্দেশে বর্ণন করিয়াছেন,—

'বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসবৃন্দাবনেঽধুনা। সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ॥'

তাৎপর্য্য এই যে, যিনি দ্বাপরে বেদব্যাস ছিলেন, তিনি গৌরাঙ্গলীলায় দাস বৃন্দাবন হইয়া অবতীর্ণ হন। আবার যিনি ব্রজের কুসুমাপীড় কৃষ্ণসখা, তিনি কার্য্যবশত বৃন্দাবনদাসঠাকুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনদাসঠাকুর প্রথমে স্বীয় গ্রন্থকে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' নামে অভিহিত করেন। কৃষ্ণদাসকবিরাজ যে সময়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন, সে সময়েও এই চৈতন্যমঙ্গল নাম চলিয়া আসিতেছিল। প্রেমবিলাসের রচয়িতার সকল কথা অবলম্বন করিতে পারা যায় না, তথাপি তাঁহার এই কথাটীতে কোন বিরুদ্ধ মত দেখা যায় না। কথাটী এই যে, প্রথমে চৈতন্যমঙ্গল অন্যান্য তৎকালপ্রচলিত গীতকাব্যের ন্যায় মধ্যে মধ্যে পয়ার ও মধ্যে মধ্যে গীতদ্বারা পরিপূরিত ছিল। পরে শ্রীবৃন্দাবনের পণ্ডিত বৈষ্ণবগণ ঐ গ্রন্থকে সমাজপাঠ্য গ্রন্থ করিবার জন্য বৃন্দাবনঠাকুরের রচিত গীতগুলিকে পৃথক্ করত পয়ার সমস্ত একত্র করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত নাম দেন। গীতগুলি সম্প্রতি পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঠাকুরের বিরচিত গীতগুলি সকল মহাজনের আদরের বস্তু। এই প্রণালীতে এখন যে চৈতন্যভাগবত পাওয়া যায়, তাহাও বিশেষ আদরের ধন। মহাকবি কৃষ্ণদাসকবিরাজ মহোদয় যে গ্রন্থকে শিরে ধারণ করিয়াছেন, তাহা যে কি উপাদেয়, তাহা আর বলিতে পারি না। একটী প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, লোচনদাসঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গল দেখিয়া বৃন্দাবনদাসঠাকুর আপনার গ্রন্থের নামপরিবর্ত্তন করেন। এ প্রবাদটীর কোন মূল পাওয়া যায় না। বরং প্রবাদটীকে সম্পূর্ণরূপে অলীক বলিয়া বোধ হয়।

বৃন্দাবনদাসঠাকুরের বিবাহের কথা শুনা যায় না। বরং এই কথাই বিশ্বাস হয় যে, তিনি নরোত্তমঠাকুরমহাশয়ের ন্যায় আকুমার ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অল্পবয়সে তিনি মাম-

গাছিতে বাস করেন। তথায় সারঙ্গমুরারির সঙ্গবলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাপাত্র হন। কিছুদিন শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে ভক্তিপ্রচারে প্রবৃত্ত থাকেন এবং কোন সময়ে একটি কায়স্থ ভক্তের সহায়তায় দেনুড়গ্রামে শেষকালপর্য্যন্ত যাপন করেন। আমরা দেনুড়গ্রামে গিয়া তাঁহার পাটবাটী দেখিয়াছি। তত্রস্থ মহাত্মবর্গ বহুদিন হইতে ঐ পাটবাটী বজায় রাখিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা আমাকে শ্রীবৃন্দাবন-দাসঠাকুরের স্বহস্তলিপি (?) শ্রীচৈতন্যভাগবত দেখাইয়াছিলেন। পত্রগুলি এরূপ গোলযোগে ছিল যে, আমি তাহার কিছু করিতে পারি নাই।

শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত ও পৃথক্‌কৃত পদগুলি ব্যতীত আর কোন গ্রন্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কখন কখন কোন ব্যক্তি আমাদিগকে বৃন্দাবনঠাকুরের রচিত গ্রন্থ বলিয়া কোন গ্রন্থ দেখাইয়াছেন, কিন্তু সেই সকল গ্রন্থের রচনা ও প্রবৃত্তি দেখিলে ঠাকুরের রচিত বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীচৈতন্যভাগবতের শেষ অংশ রচনা সময়ে তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুতে এরূপ আবিষ্ট ছিলেন যে, শ্রীমহাপ্রভুর কথা আর অধিক লিখিতে পারেন নাই। একথা কবিরাজগোস্বামী উল্লেখ করিয়াছেন।

পরিশেষে আমরা এই মাত্র বলি, যদি কোন লুকাইত অথচ বিশ্বস্ত গ্রন্থে শ্রীবৃন্দাবনঠাকুরের আর আর কথা পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হই। বৃন্দাবনদাসঠাকুর বঙ্গভাষার আদি কবি বটেন। গীতিরচনায়, তৎপূর্ব্বে চণ্ডীদাস প্রভৃতি অনেক মহাত্মা লোক ছিলেন; তাঁহারা কেহই কাব্যরচনা করেন নাই। শ্রীমালাধরবসুর গ্রন্থ 'কৃষ্ণমঙ্গল' গীতমধ্যে পরিগণিত আছে।"

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবজীবনীলেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ও অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনদাসের একটি জীবনী আমাদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, বিংশভাগ, প্রথম সংখ্যায় (৩৩।৩৪ পৃষ্ঠা) শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় একটী পদকর্ত্তার নামশূন্য পদ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে,—"মহাপ্রভুর তাম্বূলের চর্ব্বিতাবশেষ ভোজনে বিধবা নারায়ণীর গর্ভ হয়।" এবং "শ্রীঅভিরামদাসকৃত পাটপর্য্যটন" নামক কোন পুঁথির চারি পংক্তি উদ্ধার করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে,—শ্রীলঠাকুর বৃন্দাবনদাস হালিসহর নভিগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে এই মহাকবির মহাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনাকাল কি, যদি কেহ আমাদিগের নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাহা হইলে আমরা অগত্যা নিরুত্তর থাকিতেই বাধ্য হইব। কেন না তাঁহার গ্রন্থের রচনাকাল লইয়া বিস্তার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন তাঁহার গ্রন্থের রচনাকাল ১৪৭০ শক, কেহ কেহ বা বলেন ১৪৫৭ শক, আর কেহ বা বলেন ১৪৯১ শক *।

---

* শ্যামলাল গোস্বামীর মতে ১৪৭০ শকে, অচ্যুতবাবু ও দীনেশবাবুর মতে ১৪৫৭ শকে এবং অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর মতে ১৪৯৭ শকে শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করেন।

মহাকবির তিরোভাবের সময় সম্বন্ধেও কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ * বলেন, তিনি ১৫১১ শকে কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপৎ তিথিতে লীলা সংবরণ করেন।

যাঁহারা মহাকবি ও তাঁহার গ্রন্থসম্বন্ধে আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন; তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রবন্ধ, মাসিকপত্র ও গ্রন্থসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন। †

পণ্ডিত ৺রামগতি ন্যায়রত্নকৃত 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' (৫৯—৬৬ পৃঃ), মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদশাস্ত্রিলিখিত 'বঙ্গদেশের বঙ্গসাহিত্য' সম্বন্ধি ইংরাজি প্রবন্ধ (৭—৮ পৃঃ), ৺ রমেশচন্দ্রদত্তবিরচিত ইরাজিভাষায় লিখিত 'বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস', শ্রীযুক্ত দীনেশ-চন্দ্র সেন, বি, এ, সম্পাদিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ-ব্রহ্মচারি-রচিত 'বঙ্গরত্ন' ২য় ভাগ, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "কবি বিদ্যাপতি ও অন্যান্য কবিবৃন্দের জীবনী' (১০৯ পৃষ্ঠা ও অন্যান্য স্থল), 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকা ২য় বর্ষ, 'সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা' ৪র্থ ভাগ ৩য় সংখ্যা।

---

* অচ্যুত বাবু ও দীনেশ বাবু।

† দুঃখের বিষয়, এগুলির অধিকাংশের মধ্যেই বিশেষ নূতন বা প্রামাণিক কথা কিছুই নাই। কোন কোনটি আবার নানারূপ অপূর্ব্ব কিংবদন্তী ও উদ্ভট সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ।

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী॥